ইংরাজী ও বাংলাভাষা সহ সংস্কৃত গ্রন্থ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতম্

বগড়ী কৃষ্ণনগর নিবাসী গীতাচার্য্যাধ্যাপক প্রবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ ভট্টাচার্য্য বিরচিত।

গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের সর্ব্বপ্রধান মহাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্য্য শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্যক্ পরিদৃষ্ট ও প্রশংসিত।

মানবিক বিদ্যায় ভারতরাষ্ট্র জাতীয়াচার্য্য ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের অনুমোদিত।

কাশী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রি এবং বেলুড়, রামকৃষ্ণ মঠাধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রীকৃত হাতীবাগান চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শাস্ত্রি, বেদান্ততীর্থ এম. এ., ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

ভারত সরকারের সাহায্যে কলিকাতা মহানগরীস্থ
আইডিয়াল প্রেসে মুদ্রিত

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীকাশীনাথ শাস্ত্রি ভট্টাচার্য্য

৫৬।৪, গ্রেষ্ট্রীট (অরবিন্দ সরণী)

কলিকাতা-৬

প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত।

১৫৲

মূল্য—[illegible] টাকা, অগ্রিম দেয়।

ভি, পি, চার্জ স্বতন্ত্র।

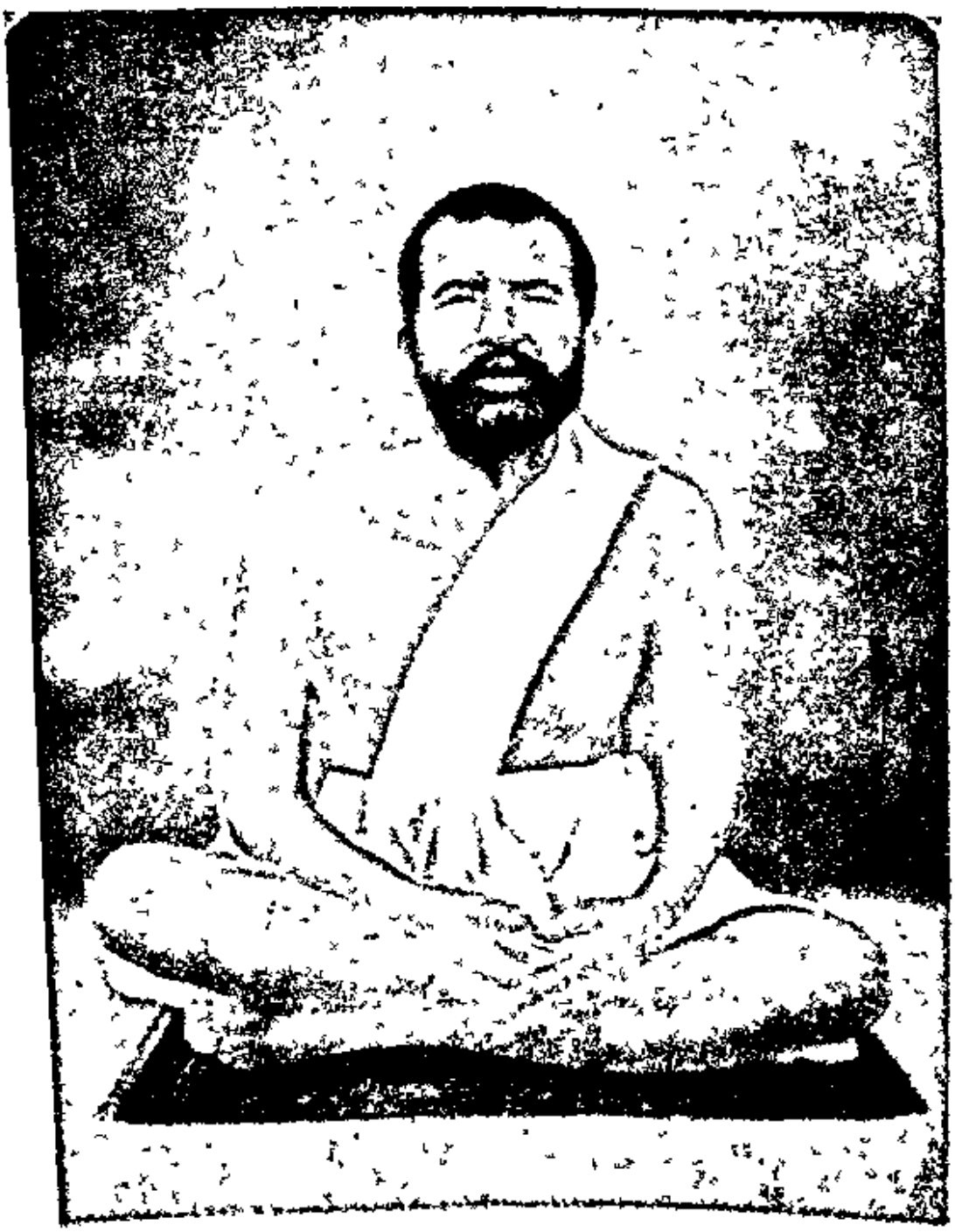

SRI RAMAKRISHNA PARAMAHANSA

श्रीश्रीरामकृष्णभागवतम्

(इङ्ग-वङ्ग भाषानुवादसमलङ्कृत मूल संस्कृतमयम्)

वकद्वीप निवासि गीताचार्य्याध्यापकप्रवर
श्रीयुक्त रामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ भट्टाचार्य्येण विरचितम्

महामहोपाध्याय महाचार्य्य श्रीयुक्त कालीपद तर्काचार्य्येण
सर्व्वतः परिदृष्टम्

मानविक विद्यासु भारतराष्ट्र जातीयाचार्य्येण
डक्टर श्रीयुक्त सुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय महोदयेनानुमोदितम्

गभर्णमेण्टरेजिष्ट्रीकृतहस्त्युद्यान चतुष्पाठी वास्तव्य पण्डितप्रवर
श्रीयुक्त काशीनाथ शास्त्रि वेदान्ततीर्थ एम, ए
भट्टाचार्य्येण सम्पादितम्

भारत सर्व्वकार साहाय्येन कलिकाता राजधान्यां आइडियाल प्रेस्
इत्याख्य मुद्रायन्त्रालये मुद्रितम्

15·00

शकाब्दाः १८८८।

मूल्य—

Published by—

Kashi Nath Bhattacherjee

56/4, Grey Street,

Calcutta-6.

All rights reserved.

Price—Rs. 25·00 15·00

Printed by B. N. Ghosh at Ideal Press.

12/1, Hemendra Sen Street,

Calcutta—6.

SWAMI VIVEKANANDA

श्रीश्रीरामकृष्णभागवतस्य

नरावतार नरेन्द्र स्वामिजी विवेकानन्द महाराजमुद्दिश्य

उत्सर्ग लिपिरियं ।

१। यो देशेऽत्र तथा विदेशनिवहे श्रीरामकृष्णं गुरुं
चक्रे गौरवितं जनोत्तर गुनै र्गीतो महीमण्डले ।
यो गेहं परिहाय वीरतरुणः सन्त्रासमाग्निग्रिये
सोऽसौ भारत भास्करो विजयते स्वामी विवेकाभिधः ॥

२। गत्वा धर्म्मसभां विदेश धरनौ लोकोत्तर व्याख्यया
वेदान्ताश्रित धर्म्ममसमं प्राचारयद् यः स्फुटं !
येनाकृष्टमना विदेश जनता जग्मे महद् भारतम्
सोऽसौ भारत भास्करो विजयते स्वामी विवेकाभिधः ॥

३। प्रत्याहृत्य ततः स्वदेश धरनौ लोकैः समभ्यर्चितः
सेवाधर्म्म विभूतये बहुमठान स्थापयद् यः क्षतौ ।
ग्रिथा यस्य निवेदिता प्रविदधे साहाय्य मस्यां क्षतौ
सोऽसौ भारत भास्करो विजयते योऽसौ नरेन्द्रः पुरा ॥

४। श्रीरामकृष्ण चरणाब्जि मधुपाय तस्मै
श्रीरामकृष्ण चरितानुगतं निबन्धं ।
भक्त्या समुत्सृजति तत् कविराडुदाय
रामेन्द्रसुन्दर पदाभिध भक्तितीर्थः ॥

All glory to Swami Vivekananda who was a great eye-opener to the Indians, who embraced asceticism by renouncing all earthly comforts and pleasures, who won world-wide fame for his uncommon merits, and who glorified his preceptor, Sri Ramakrishna, by preaching his message all over the world. 1.

All glory to Swami Vivekananda, who travelled far to the country of Western Hemisphere to establish the unique greatness of the Vedic religion of India among the religions of the world, in the great congress of Religions, by lucid exposition of its transcending sublimity which was hitherto not known to the people of the Western countries. 2.

All glory to Swami Vivekananda, formerly Narendranath, who was greatly honoured by his own countrymen on his return from foreign land, and who founded many charitable religious institutions, called Maths, with the help of his disciple, Nivedita, to preach the motto promulgated by Sri Ramakrishna, "Service is worship." 3

With all my humility and devotion, I, Ramendra Sunder Bhaktitirtha, who have become a poet

by the grace of Sri Ramakrishna, dedicate my poetical work on the life and teachings of Sri Ramakrishna to Swami Vivekananda who was honoured and adored by the world for his uncommon spiritual and intellectual power bestowed upon him by his great preceptor, Sri Ramakrishna. 4,

বঙ্গানুবাদ :—

যে মহামানব এই ভারতবর্ষে এবং ইয়োরোপে বা পাশ্চাত্য প্রদেশে দেবতাদিগের মত অসাধারণ গুণে সুপূজিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। এবং যে বীর যুবাবস্থায় সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইয়াছেন। সেই সর্ব্ব জগতে প্রসিদ্ধ ভারতের চক্ষুদানকারী সূর্য্যসদৃশ স্বামী বিবেকানন্দ জয়যুক্ত হউন। ১

যে মহামানব পাশ্চাত্য দেশে পদার্পণ করিয়া ধর্ম্মসভায় প্রবেশ পূর্ব্বক দর্শন শাস্ত্রের অসমোর্দ্ধ সিদ্ধান্ত প্রদর্শনে অতুলনীয় সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। যেসকল শাস্ত্র ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইয়া সেই পাশ্চাত্যসভায় অধিষ্ঠিত পৃথিবীর ধর্ম্মযাজকগণ ভারতীয় আর্য্য ধর্ম যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা যাঁহার কৃপায় অবগত হইয়াছেন সেই ভারতসূর্য্য স্বামী বিবেকানন্দের জয়। ২

এবং যে কৃতীপুরুষ পাশ্চাত্য দেশ হইতে পুনরায় নিজদেশ ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া ভারতীয় মহাজনগণের দ্বারা পূজিত হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুষ্ঠিত দরিদ্রনারায়ণ সেবাধর্ম প্রচারার্থে বহু

মঠাদি স্থাপন করিয়াছেন। এবং মঠাদি স্থাপনে যে মহাপুরুষের জগদ্বিখ্যাতা শিষ্যা নিবেদিতা বহু প্রকার সাহায্য করিয়াছেন সেই পৃথিবী বিজেতা ভারতসূর্য্য নরাবতার নরেন্দ্র জয়যুক্ত হউন। ৩

যিনি ভগমান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় অলৌকিক শক্তিমান বলিয়া সমগ্র পৃথিবীতে সমাদৃত সেই স্বামিজী বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে এই রামকৃষ্ণ চরিত্র সম্বলিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত নামক মহাকাব্য তদীয় প্রিয় কবি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ ভক্তিপূর্ব্বক উৎসর্গ করিলেন। ৪

Author—PANDIT RAMENDRA SUNDAR BHAKTITIRTHA

লেখক—বগড়ী কৃষ্ণনগর নিবাসী

পণ্ডিত শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ

SABHAPATI
VIDHANA-PARISAD
PASCIMA VANGA
KALIKATA

CHAIRMAN
LEGISLATIVE COUNCIL
WEST BENGAL
CALCUTTA.

July 6, 1961.

Pandit Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha is an eminent Sanskrit scholar of West Bengal, who has spent a life time in cultivating and teaching Sanskrit language and literature and philosophy in its various branches. He has been running a Sanskrit school of his own with Government assistance for over 60 years. Now at the age of 84 he has completed, after infinite labour, a fairly big Sanskrit work consisting of over 5000 verses on the life and teachings of Ramkrishna Paramhansa, including also the achievements of his disciples, Swami Vivekananda and others. This work has been composed in very fine style and is to be regarded as an outstanding original work in Sanskrit at the present day. Being a scholar and a teacher, Pandit Sri Bhaktitirtha is not in a position to print and publish it. The Sahitya Academy, among other things, also helps the publication of original Sanskrit works. Experts in Sanskrit, eminent teachers and professors of the subject have all spoken very highly of this work, and as far as I can judge from certain portions which have been read to me, I am also of the same opinion.

I shall indeed be very happy if the Sahitya Academy or some other Institution Governmental or otherwise, can sponsor the printing and publication of this work; and since the Government of India has declared its policy to help the propagation of Sanskrit, it would be only proper to support a book of this character with adequate financial assistance.

I trust the application forwarded by Pandit Sri Bhaktitirtha will receive sympathetic consideration.

Sd/- Suniti Kumar Chatterji
Emeritus Professor of Comparative Philology, University of Calcutta, and Chairman, West Bengal Legislative Council.

Chairman
West Bengal Legislative Council.

বঙ্গানুবাদঃ—

সভাপতি,

বিধান পরিষদ্

পশ্চিমবঙ্গ

কলিকাতা

মানবিক বিদ্যায় ভারত রাষ্ট্র জাতীয়াচার্য্য

ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

মন্তব্যের বঙ্গানুবাদ

জুলাই -, ১৯৬১

পণ্ডিত শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত। ইনি সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে পরিশীলন ও অধ্যাপনা কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, এবং ষাট বৎসর ধরিয়া সরকারের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী চালাইতেছেন। বর্ত্তমানে

ॐ हरिरोम्

विद्वत् कविवर श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ कृत श्रीश्रीरामकृष्णभागवतस्य महामहोपाध्याय श्रीकालीपद तर्काचार्य प्रदत्त प्रशस्तिपत्रम्।

भाषासुदैवतगवी किल भारतस्य, सर्वार्थबोधनविधौ शरणं पुरासीत्।
वेदास्तथास्मृति समूह मुखानि शास्त्रान्येतां गिरं
समुपजीव्य चरन्ति लोके॥ १

अद्यापि भारतपदे विषये पवित्रे पूजादिके शरणतामियमेव याति।
स्तोत्रानि दैवकवचानि च मङ्गलानि नाद्यापि किं
सुरगिरैव पठन्ति सन्तः॥ २

राष्ट्रेऽपि सम्प्रति विशेषविधि प्रवृत्तौ
दैव्या गिरैव मनुजाः शुभमाचरन्ति।
भाषान्तरादिहगुणो यदि नास्ति कश्चिद्
विज्ञान निष्ठित युगेऽपि कथं तदेवम्॥ ३

अस्त्येव शक्तिरसमा सुरवाचि सिद्धा
मन्त्रादयः क्लिलतयैव ततो निबद्धाः।
तत् प्रत्ययादमरवाङ्मय मेव काव्यं
रामेन्द्रसुन्दर कविः किमपि प्रचक्रे॥ ४

श्रीमद्भागवतं व्यधत्त भगवान् व्यासः पवित्रं यथा
श्रीकृष्णस्य चरित्रमुज्ज्वलरसं संश्रित्य चित्रक्रमम्।
तद्वद्वृत्तमुपाश्रितः परतरं श्रीरामकृष्णाश्रयं
नव्यं भागवतं व्यधात् सुमधुरं रामेन्द्र विद्वत् कविः॥ ५

सम्पूर्णं तदिदं मया रसमयं संशोधितं सादरं
येनान्तःकरणेऽजनिष्ट परमानन्दः सतां वाञ्छितः।
सत्काव्यं नियतं मतं मतिमतां तच्चेन्महामानवं
किञ्चित्संश्रयते तदाहि परमं तत् कोविदैरुह्यते॥ ६

Felicitation on Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha, from Mahamahopadyaya Sri Kalipada Tarkacharya. In ancient times, of all the languages, Sanskrit was the shelter of all knowledge and learning. The Vedas, the Smriti and all others shastras are propagated through the medium of Sanskrit. Even to-day, all holy rites and worship of gods are performed by using Sanskrit. Do not the devotees chant and recite hymns to gods in Sanskrit, even to-day ? Even now, all inaugural ceremonies sponsored by Government are started with recital of hymns in Sanskrit. Why should it be so in this age of science, if Sanskrit do not command superiority to all other languages ? It is, therefore a self-evident truth that Sanskrit has some inherent uncommon qualities. That is why all incantations have been formed and embodied in Sanskrit. With this confidance in the force of Sanskrit language, Sri Ramendra Sunder has composed a poetical work in Sanskrit. Just as His Holiness Vyasdev composed Srimadbhagabatam with the brilliant and wonderful episodes of life and character of Shri Krishna, so also poet Ramendra Sunder has composed a wonderful epic poem on the life of Sri Ramakrishna Paramahansa. I, Kalipada Tarkacharya, have gone through this book and thereby my heart has been filled with divine joy which is longed for by all pious men. Good poetical works are always welcomed

by all wise and learned men. And if these are based on the life and character of a great man, scholars find greatest satisfaction in them, 1 to 6

বঙ্গানুবাদ ঃ—

পণ্ডিত কবি চূড়ামণি রামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য প্রদত্ত প্রশংসাপত্রের বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বকালে সমগ্র ভাষার মধ্যে একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই সমগ্রবিষয়ের জ্ঞানের পক্ষে আশ্রয়স্থানীয় ছিল। বেদ এবং স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহ এই ভাষাকেই আশ্রয় করিয়া প্রচারিত হয়।১

আজ ও ভরেতবর্ষে পবিত্র দেব পূজাদি কার্য্যে এই সংস্কৃত ভাষাই অবলম্বন। দেবতা প্রভৃতির মঙ্গলময় স্তোত্র কবচাদি আজ ও কি সাধুগণ সংস্কৃত ভাষায়ই পাঠ করেন না। ২

সম্প্রতি রাষ্ট্রে ও বিশেষ কোনও উৎসবাদিকার্য্যের প্রারম্ভে সংস্কৃত ভাষাতেই জনগণ মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন। অপর ভাষা অপেক্ষা যদি এই সংস্কৃত ভাষায় কোনও বিশেষত্ব না থাকে তবে এই বিজ্ঞানের যুগে ও এরূপ হইবে কেন? ।৩

অতএব সংস্কৃত ভাষায় যে অতুলনীয় শক্তি আছে ইহা প্রসিদ্ধ। সেই কারণে মন্ত্রাদি সকল ঐ ভাষায়ই নিবদ্ধ হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার সেই শক্তিতে বিশ্বস্ত হইয়াই কবি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর সংস্কৃত ভাষাময়ই একখানি কাব্য রচনা করিয়াছেন। 6

ভগবান ব্যাসদেব যেমন শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল রসময় আশ্চর্য্যজনক ক্রমযুক্ত চরিত্র অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেইরূপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উৎকৃষ্ট চরিত্র অবলম্বন করিয়া কবিবর রামেন্দ্র সুন্দর সুমধুর অভিনব ভাগবতগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।৫

এই রসাল কাব্যগ্রন্থখানি আমি শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য অতি আদরের সহিত সম্পূর্ণ পর্য্যালোচনা করিয়াছি। যাহাতে আমার অন্তঃকরণে সাধুজনকাম্য

অপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। সৎকাব্য নিয়তই সুধীগণের আদরের বস্তু, তারপর যদি ঐ কাব্য কোনও মহাপুরুষকে অবলম্বন করিয়া প্রণীত হয়, তবে তাহা পরম উপাদেয় বলিয়া মনে করেন। ৬

কে বা নেব বিদন্তি চিত্রচরিতং শ্রীরামকৃষ্ণং গুরুং
সংসিদ্ধিং কিল দক্ষিণেশ্বরপদে শ্রীভারতান্তর্গতে।
আদ্যাসিদ্ধিমুপেযুষো ভগবতস্তস্যাতি চিত্রক্রমা
সর্ব্বত্রৈব বসুন্ধরা পরিসরে কীর্ত্তিঃ প্রতিষ্ঠাং গতা ॥ ৬
সর্ব্বং তচ্চরিতং মহত্ত্বকলিতং মগ্নশ্চ যত্নে রসৌ
রামেন্দ্রঃ কবিশেখরঃ স্খলিতাং যাতোঽপ্যশীর্ণেন্দ্রিয়ঃ।
কৃত্বা সংস্কৃত ভারতীময় মিদং কাব্যং সমাং মেদিনীং
সংনিন্যে কৃত বেদিতাং সুরগবা সর্ব্বত্র লব্ধোদয়া ॥ ৮
কাব্যেঽস্মিন্ কবিনা চিতাতিসুগমা ভাষা সুরম্য ক্রমা
স্বল্পজ্ঞা অপি যেন কাব্য বিষয়ান্ বোদ্ধুং ভবেয়ুঃ ক্ষমাঃ।
সর্ব্বং বস্তু বিচিত্র স্ফুটমভূদ্ বক্তুর্বচঃ কৌশলাৎ
সংস্কারো বচসাং তথা ন খলিতশ্ছন্দঃ স্থিতিঃ সুশ্রথা ॥ ৯
শ্রীমদ্বরেন্দ্র প্রমুখা মহান্ত শ্রীরামকৃষ্ণস্য গুরোর্হি শিষ্যাঃ
সুবিস্তৃতং তচ্চরিতঞ্চ কাব্যে নিবদ্ধমস্মিন্ কবিনাতি যত্নাৎ ॥ ১০

Is there anyone in India, who has not heard of Sri Ramakrishna's achievements at Dakshineswar, which have received wide appreciation all over the world. With undaunted energy, even though bent with age, the eminent poet, Ramendra Sunder, has obliged mankind by composing a great poem in Sanskrit by compiling with great care the facts of the holy life of Sri Ramakrishna, for the influence of Sanskrit prevails evenly everywhere. 7 to 8

The language of this poem is lucid and simple. It does not fail to appeal even to people having most ordinary knowladge of this language. By very skilful use of words the author has been successful in expressing fully and clearly what he has to say. Correctness of expression has not been impaired anywhere. Versification is also very nice. This book also depicts the life and character of Sri Narendra (Swami Vivekananda) and other renowned disciples of Sri Ramakrishna.

9 to 10

বঙ্গানুবাদ :—

যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস গুরুর চরিত্র অতি বিস্ময়কর, 'যিনি ভারতবর্ষের অন্তর্গত দক্ষিণেশ্বর পুণ্যস্থানে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আদ্যাশক্তির সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিস্ময়করী অপূর্ব্বকীর্ত্তি সমগ্র বসুন্ধরায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ৭

বৃদ্ধাবস্থায় ও অতি উদ্যমী উত্তম কবি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর যত্নসহকারে সেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহিমময় সমগ্র চরিত্র সংগ্রহ করিয়া এই সংস্কৃত ভাষাময় কাব্যরচনাপূর্ব্বক সমগ্র পৃথিবীকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। কারণ সংস্কৃত ভাষার প্রভাব সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান। ৮

এই কাব্যে কবি অতি সরল সুশৃঙ্খলভাষা অবলম্বন করিয়াছেন। যাহাতে অতি অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণ ও কাব্যের বিষয়বস্তু অনায়াসে বুঝিতে পারেন। কবির বচন কৌশলে তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ স্ফুট ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। কোথাও বাক্যের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয় নাই। ইহার ছন্দঃ সমূহও সুশ্রাব্য। ৯

শ্রীমান নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) প্রভৃতি যাঁহারা গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মহান শিষ্য তাঁহাদেরও সুবিস্তৃত চরিত্র এই কাব্যে কবি অতি যত্নের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। ১০

गत्वा विदेशं निपुणो नरेन्द्रः श्रीरामकृष्णस्य महाविभूत्या।
वेदान्तधर्म्मं सदसि प्रचार्य्य चक्रे यथा भारतकीर्त्ति मिदाम् ॥ ११
तत्सर्व्वमप्यत्र परं प्रकाश्य गीर्व्वाण वाण्या सरल प्रकारम्।
भाषान्तरेणाविदतां तदेतद् विज्ञाप्य भव्यं कविरेष चक्रे ॥ १२

काव्यस्यास्य पवित्रहृत्तगरणस्यालोचना शान्तिदा
सूते भक्तिमनाविलां तनुभृतां संसारतापापहाम्।
कालेह्यत्रकलौ तथा मुमहतां हृत्तं परं दुर्लभं
यस्याकर्णनमात्रमेव गिदं तत् संप्रितेः का कथा ॥ १३
तदस्य काव्यस्य कविः प्रशस्यो यस्योद्यमो यूनइव प्रभूतः
हृदस्य वृद्धो गुरु साम्यभाजो व्याख्यान कृत्यादि विचक्षणस्य ॥ १४
ये संस्कृत बोद्धुमलं न लोका दिष्टाः परत्वाद्भन वाङ्मयेषु।
तेषां विबोधाय कृतोऽनुवादः पाश्चात्य वाचोऽत्र परं प्रशस्यः ॥ १५

The way in which wise Narendra with the help of the divine power of Sri Ramakrishna added to the glory of India by preaching the Vedanta philosophy in the assembly of the great scholars of the world, has been described in very simple and lucid Sanskrit in this book. Those who are unable to understand the theme through the medium of other languages have been benefitted by the poet in the presentation of the subject in Sanskrit. The study of the holy theme of this great poem brings peace, undiverted devotion and relief from the worries of the world. In these troubled days of Kali yuga, the life and character of such a great man are most rare. It is needless to say what good may

be derived by following the foot-steps of that great man; when the very act of hearing his life and character makes us blessed. The author of this book, therefore, commands all praise, because of his youthful energy in his old age, his likeness to Jupitor in wisdom and efficient expositiong of the meanin of the Sashtras. The rendering of English version for them who does not know Sanskrit but understand English is also very commendable. 11 to 15

বঙ্গানুবাদ :—

নিপুণ বুদ্ধি নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) বিদেশে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের মহা বিভূতিবলে সভায় বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচার পূর্ব্বক যেভাবে ভারতবর্ষের কীর্ত্তিকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত বৃত্তান্তও ইহাতে সংস্কৃত ভাষায় অতি সরল ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়া যাঁহারা ভাষান্তরের সাহায্যে উহা বুঝিতে অক্ষম সেই সকল ব্যক্তিকে সংস্কৃত ভাষায় ঐ সকল বস্তু জানাইয়া এই কবি তাঁহাদের অত্যন্ত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ১১।১২

এই পবিত্র বৃত্তান্তময় কাব্যের শান্তিপ্রদ আলোচনা জনগণেরচিত্তে সংসার তাপনাশিনী অনাবিলা ভক্তিদান করে। এই দুরন্ত কলিকালে ঐরূপ মহাজনের চরিত্র অতি দুর্লভ। যে চরিত্রের শ্রবণমাত্রেই কল্যাণ দান করে, ঐ চরিত্র আশ্রয় করার আর কথা কি? ১৩

অতএব এই কাব্যের কবি অতি প্রশংসনীয়। যে কবির বৃদ্ধাবস্থায়ও যুবকের ন্যায় প্রভূত উদ্যম, তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য, শাস্ত্রব্যাখ্যানাদি কার্য্যে তিনি অতি বিচক্ষণ। ১৪

যে সকল ব্যক্তি সংস্কৃত বুঝিতে অক্ষম, কিন্তু ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ, তাঁহাদের বোধার্থে এতৎকৃত পাশ্চাত্য ভাষায় অনুবাদও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ১৫

तदस्य काव्यस्य पवित्र वस्तुनः क्वापि प्रचारे नहि विघ्न सम्भवः।
सर्व्वे ततो विश्वजना निवेदितं वृत्तं विदित्वास्य भजन्तु सम्पदम्॥ १६

नैवं पुरा संस्कृत भाषायान्यः श्रीराम कृष्णस्य पवित्र वृत्तम्।
काव्ये समारोप्यदिदेश कश्चित् कविस्ततोऽसौ नव मार्गदेष्टा॥ १७

तेन प्रणीतस्य गुणैर्वरस्य काव्यस्य भूयाद् बहुलः प्रचारः।
कवेःश्रमो येन फलं प्रयायाद् दिव्यञ्च भव्यं वृणुयाद् धरित्री॥ १८

अस्य प्रकाशाय कृतोपकारं प्रशस्तिभाग् भारतवर्ष राष्ट्रम्।
राष्ट्रस्य याते गणतन्त्रभावे तस्यैव तादृग् विषयेऽधिकारः॥ १९

देहं निरामयमयं कविरत्र विन्दन्
दीर्घायुषा परिगतः स्वजनैः समेतः।
नित्यं परेश कृपया सुखितां दधानः
कृत्यं तथैव रचयन्नुपयातु वृद्धिं॥ २०

इति महामहोपाध्याय श्रीकालीपद तर्काचार्य्यस्य।

Hence, any impediment in the wide publicity of this holy book is not possible anywhere. Men all over the world therefore, may get the invaluable treasure by virtue of their knowledge of holy matters laid down in this book. The author of this epic poem is a pioneer in a sense that he is the first to venture to write a book in Sanskrit verses on the holy life of Sri Ramakrishna. May this holy book receive wide publication so that the perseverence of the poet may be fruitful and the world benefitted with heavenly bliss. The Government of India who have helped publication of this book are worth all praise. When a country becomes Republic, it acquires such rights. May the

poet flourish in composing such poems by the grace of *of God with his body free from all ailments and a* long prosperous life enjoying all comforts with all his friends and relatives. 16 to 20

বঙ্গানুবাদ ঃ —

অতএব এই পবিত্র বস্তুময় কাব্যের প্রচারে কোথাও বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই কারণে সমগ্র জনসমাজ এই কাব্যের বর্ণিত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কল্যাণময় সম্পদের অধিকারী হউন। ১৬

ইতিপূর্ব্বে কেহ এইরূপ সংস্কৃত ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রের কাব্যারূঢ় করিয়া প্রচার করেন নাই। অতএব এই কবি উক্ত বিষয়ে নূতন পথিকৃৎ। ১৭

উক্ত কবির রচিত গুণ গরিষ্ঠ এই কাব্যের বহুল প্রচার হউক। যাহাতে কবির শ্রম সফল হইবে এবং পৃথিবী দিব্য কল্যাণের অধিকারী হইবে। ১৮

এই কাব্যের প্রকাশার্থ যে ভারত রাষ্ট্র উপকার করিয়াছেন সেই ভারত রাষ্ট্র প্রশংসার্হ।

রাষ্ট্রগণতন্ত্র হইলে তাহারই ঐ জাতীয় বিষয়ে অধিকার।১৯

এই কবি স্বজনগণের সহিত সুখভোগকরতঃ নিরাময় দেহ ও সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া প্রতিদিন পরমেশ্বরানুগ্রহে ঐরূপ কাব্যের রচনাদিকার্য্যসাধন পূর্ব্বক অভ্যুদয় লাভ করিতে থাকুন। ২০

এইটি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্যের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র ॥

परम माननीय महामहोपाध्याय श्रीयुक्त कालीपद तर्काचार्य्य
महोदयस्य सविधे ग्रन्थकारस्य कृतज्ञता प्रकाशः।
तर्काचार्य्य महामहोपाध्यायः पण्डितोमहान्।
श्रीकालीपद नामासौ महाचार्य्य शिरोमणिः॥ १
बहवः पण्डितास्तेन स्वपाण्डित्येन निर्मिताः।
पण्डितेषु च वात्सल्ये साक्षादेष गुरोः समः॥ २

মমাস্য কাব্যস্য বিলোকনে মুদা
সুদীর্ঘকালঃ ক্ষপিতো মহাত্মনা।
বিশুদ্ধয়ে চাস্য মহান্ পরিশ্রমঃ
কৃতোঽনুকম্পাসচিবেন মাং প্রতি। ২
হৃদ্যেন কষ্টং মহদভ্যুপেত্য কাব্যং ময়ৈতৎ কৃতমাদরেণ।
পরং তদোষৈব কৃপাবলং মে পুরঃ প্রচারে সুধিয়ামমুষ্য ॥ ৪
কাব্যং তদেতৎ কৃতমাত্রমেব কৃপাং তদোষাং যদি নাগমিষ্যৎ।
তদা সমীপে বিদুষাং কদাপি প্রচারযোগ্যং ন কিলা ভবিষ্যৎ ॥ ৫

Author's gratefulness to the most respected Mahamahopadhyaya Kalipada Tarkacharya, who is the greatest of Sanskrit scholars of modern times. His own sholarship has helped many to become great scholars. His affection towards scholars are like that of Brihaspati, the preceptor of the gods. He has gladly spent much of his valuable time in going through my book and laboured hard to weed out all errors. I have taken great pains to compose this poem at this good old age, But it is solely due to his untiring benevolent assistance that my book has got appreciation from scholars. 1 to 6.

বঙ্গানুবাদ :—

পরম মাননীয় বিশ্ববিখ্যাত ধর্মশাস্ত্রাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য্য মহাশয়ের নিকটে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত গ্রন্থ লেখক রাজেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থের কৃতজ্ঞতা পরিচয়। মহাচার্য্যশিরোমণি মহামহোপাধ্যায় তর্কাচার্য্য কালীপদ নামধারী ইনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত। ১

ইনি পাণ্ডিত্য বলে বহুতর পণ্ডিতের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাঁর পণ্ডিত বাৎসল্য সাক্ষাৎ দেবগুরু বৃহস্পতির সদৃশ।

এই মহাত্মা আমার গ্রন্থটির পরিদর্শন জন্য তাঁহার অমূল্য সুদীর্ঘ সময়

আনন্দের সহিত নষ্ট করিয়াছেন। এবং কৃপাবিস্তার পূর্ব্বক গ্রন্থটির বিশুদ্ধি বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। ৩

আমি (৮৮) অতি বৃদ্ধ বয়সে বহুতর কষ্টে এই গ্রন্থটি ঠাকুরের আদেশ বা কৃপায় আনন্দের সহিত রচনা করিয়াছি। কিন্তু পণ্ডিত বর্গের সমীপে প্রচারের জন্য এই তর্কাচার্য্যই আমার একমাত্র সম্বল হইয়াছেন। ৪

কাব্যটি আমি লিখিয়াছি মাত্র কিন্তু তর্কাচার্য্যের কৃপা যদি না হইত তবে পণ্ডিতবর্গের সমীপে প্রচারের যোগ্য কখনই হইতে পারিত না ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। ৫

सम्पूर्णं मुक्तोऽस्मि भयादिदानीमाचार्य्य वन्योरनुकम्पयाहम्।
ज्ञतज्ञतां तेन निवेदयामि सद्योपकारेण विनम्रचेताः॥ ६
जानन्ति ये पण्डितवर्य्यमेनं त एव तस्यांति गुणैर्विमुग्धाः।
ज्ञानेन शीलेन च तं वरेण्यं वृद्धोऽभिनन्दामि शुभाशिषाहः॥ ७
नैतादृशं भारतवर्ष भूमावाचार्य्य मन्यं परिलोकयामि।
यो देव वाण्यां निपुणः प्रवक्ता तर्कादिशास्त्रेष्वपि लब्धकीर्त्तिः॥ ८
अतोऽहमासे वयसा प्रवीनस्तेनाधिकारेण मुदा वदामि।
चिरं स जीव्यात् स्वजनैः समेतः सखी च भूयाद् यशसा समृद्धः॥ ९
निरामयं तस्य शरीरमास्तां विद्या तदीयास्तु परोपकृत्यै।
तस् कीर्त्तिमालाधवलाचिराय गौडोदिदामस्तुतत प्रतिष्ठा॥ १०

Now, by the unbounded kindness of Tarkacharya, I venture to give wide publicity to my book. I, therefore, give expression to my thankful gratitude with all the sincerity of my heart to him. Those who know him are charmed with his goodly and godly qualities. But I who am a good old man, adore him with all my blessings. In the whole of India I have not come across

any scholar who could be equal to him in profound erudition and efficiency in speaking Sanskrit. Older as I am in age, I wish him a long happy and prosperous life. Be his body free from all ailments and let his kowledge and learning flourish for the welfare of mankind. And let his achievements remain ever unimpaired in the assembly of scholars. 6 to 10.

বঙ্গানুবাদ :—

সম্প্রতি আমি তর্কাচার্য্য বন্ধুর কৃপায় নির্ভীক চিত্তে প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। অতএব এই মহান উপকারের জন্য আমি তর্কাচার্য্যের নিকটে নতচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ৬

অন্যান্য পণ্ডিতসকল ইঁহার এইরূপ সদ্গুণে মুগ্ধ হইয়া তর্কাচার্য্য মহাশয়কে পণ্ডিত বলিয়াই জানিতেছেন। কিন্তু এই অতি বৃদ্ধ আমি আমার জ্ঞানতঃ ও স্বভাবতঃ এই জগদ্বরেণ্য মহাপুরুষকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদের সহিত অভিনন্দিত করিতেছি। ৭

আমি ভারতবর্ষের সমগ্র প্রদেশের ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতবর্গের পাণ্ডিত্য পরিদর্শন করিয়াছি কিন্তু তর্কাদিশাস্ত্রের প্রবোচক সদৃশ পণ্ডিত তর্কাচার্য্যের মত কোথাও দেখি নাই। ৮

Pandit Ramchhabila Shastri
Sankhya-Vyakaran Tirth,
Lecturer, Calcutta University.

6, Mandir Street,
Calcutta-7
Date 10-7-61

पण्डित श्रीरामेन्द्र सुन्दर भक्तितीर्थ (हातीबागान निवासी) को मैं बहुतदिनों से जानता हुँ। इनका पाण्डित्य सराहनीय है। इन्होंने श्रीश्रीरामकृष्णभागत नाम का ग्रन्थ रचना किया हैं। इस ग्रन्थकी पेज संख्या (५००) पासो है। ग्रन्थ अत्यन्त सुमनोहर है। मेरा अनुरोध है कि अधिकारीवर्ग इस ग्रन्थ को प्रकाशि कर राष्ट्र को एक अमूल्य रत्न भेंट करेंगे। भक्तितीर्थ गरीब है। अतः इस आपने में समर्थ नहीं है। यह संस्कृत ग्रन्थ प्रकाशित कर मेरो आशा पर्ण करेंगे।

आपका—
श्रीरामछविला शास्त्री

MINISTER OF STATE
In Charge
Department of Health
Government of West Bengal
The 7th July, 1961

Pandit Ramendra Sundar Bhaktitirtha of 56/4. Grey Street, Calcutta has been running Hatibagan Chatuspathi with Government aid for a very long time,

His reputation as a Sanskrit Scholar has reached far and wide in this country.

I have known him intimately for the last four years and very much impressed with his erudition and sholarship.

He has composed 5000 (Five thousand) slokas in Sanskrit on Shri Shri Rama Krishna Bhagbat. This composition is really a master piece of its kind,

Scholars like Pandit Ramendra Sundar preeminently deserves recognition and if his work on 'Rama Krishna Bhagbat can see the light of the day through Private or public charities, I am sure, it will be a great boon to the literary world.

(A. B. Ray)

June, 5, 1957.

Sri Ramakrishna Bhagavatam, a poetical composition on the life of the saint of Dakshineswar, from the pen of the octogenerian Sanskrit scholar Pandit Ramendra Sundar Bhaktitirtha justifies in an abundant measure the appreciation and admiration of tha academic world. The writer has not spared himself in unfolding the spiritual career of Paramahamsa in a style which is lucid and intelligible. The various aspects of the divine life has been delineated with much ease. The cultural upliftment of Bengal during the last half of the nineteenth century and the first quarter of the twentieth cannot be properly understood without a consummate study of the career of this illustrious personality, and as such Sanskrit scholars all over India and outside will ever remain grateful to Pandit Bhaktitirtha for affording them an opportunity for studying a most outstanding event of modern times.

Sd/- G. Sastri,
Principal,
Sanskrit College, Calcutta.

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ও কাশী বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্‌সালার পণ্ডিত চূড়ামণি
ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মন্তব্য।

অশীতিবর্ষের অধিক বৃদ্ধ সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত পণ্ডিত রামেন্দ্র সুন্দর ভক্তি-তীর্থের লেখনী নিঃসৃত সংস্কৃত কাব্যে রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত নামক গ্রন্থ দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের জীবনী শিক্ষাজগতে যথার্থই অনুভূতির ও প্রশংসার প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন। পরমহংসদেবের আধ্যাত্মিক জীবনের সম্পূর্ণরূপে

প্রকাশ করিতে লেখক তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের পরিচয় দিতে নিজেকে কার্পণ্য করেন নাই। এই দেব চরিত্র নানা দিক দিয়া অতি প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দির শেষার্দ্ধে ও বিংশ শতাব্দির প্রথমে বঙ্গদেশের সৃষ্টির উন্নতি কিরূপ ছিল তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে এই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের চরিত্র যথার্থরূপে অনুশীলন ব্যতীত হয় না। সুতরাং সমগ্র ভারত ও বহির্ভারতের সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আধুনিক জগতের এই অত্যন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ ঘটনাবলির পাঠের সুযোগ করিয়া দিবার জন্য পণ্ডিত ভক্তিতীর্থের নিকট চির কাল কৃতজ্ঞ থাকিবেন। ইতি—

ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, প্রিন্সিপাল
সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।

RAMAKRISHNA MATH
P.O. Belur Math, Dt Howrah
8-6-1967.

Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha has written a life of Sri Ramakrishna in Sanskrit verses which is very melodious and can be easily understood by all who have a little knowledge of this language. His attempt is a success both as a biography of a great spiritual personality and also as a means for the spread of Sanskrit language and culture. I pray that the book, Vol. I of which is ready for circulation in its entirety sees the light of day before long.

Sd/- Swami Vireswarananda
President

Tele : 34-3079

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Education Department

Vangiya Sanskrita Siksha Parishat

1, Bankim Chatterjee Street. Calcutta-12

Dated the 13th August, 1968

D.-O. No.

Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam, a work based on the life and achievements of Sri Sri Ramakrishna Deva is a valuable composition in Sanskrit. Pandit Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha, the author of this book is an eminent scholar in Sanskrit. He has worked hard to represent the details in a very lucid style. English and Bengali reading of the Sanskrit verses will be helpful to readers who are not proficient in Sanskrit. This book will be much appreciated by those who want to be acquainted with the spiritual life and teachings of Sri Sri Ramakrishna Dev. Sanskrit scholars will ever remain grateful to Pandit Bhaktitirtha for his enterprise.

N. L. Sen Gupta
Secretary,
Vangiya Sanskrita Siksha Parisat.

125, Rashbehari Avenue
Calcutta-29
September 24, 1968

From
Hon'ble Mr. Justice
Alak Ch. Gupta,

I have read portions of the book "Shri Shri Ramakrishna Bhagbat" which describes in melodious Sanskrit verses the events in the life of the saint and his teachings including episodes of his association with other

famous figures. One does not have to be a devotee of Shri Ramakrishna to appreciate the moving faith expressed through the verses. The volume which contains both Bengali and English Readings of the original Sanskrit text is valuable and in many respects a unique contribution. Without adequate financial assistance, however, it would not have been possible for the author to arrange for the printing and publication of the book but I am glad to learn that the Government of India has promised all help in this regard. This will enable the book to reach a wider reading public which is the only reward the author who now at the age of 91 still retains the energy and enthusiasm of a young man expects for his labour.

Sd/- Alak C. Gupta.

শ্রীশ্রীরামঃ শরণং

পরম ভাগবত মাননীয় পণ্ডিতবর্য্য শ্রীমদ্রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতং নাম শ্রীরামকৃষ্ণ চরিতমংশতঃ সমাকর্ণ্য পরমানন্দ সন্দোহমাগতোঽস্মি গ্রন্থোঽয়মতীব হৃদ্যঃ সরলতয়া মধুরতয়া স্বাভাবিক গতিবিশিষ্টতয়া চ শিষ্ট জনসুখ পাঠ্যঃ সমজনি। অস্য গ্রন্থস্য প্রকাশনেন ন কেবলং গ্রন্থকৃতঃ শ্রমসার্থক্যমপিতু রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়স্য মহানভ্যুদয়ো ভবিষ্য দ্রক্ষাকবচমিব সম্ভাব্যতে। সৎ স্বপি বঙ্গভাষা নিবদ্ধেষু বহুষু গ্রন্থেষু রামকৃষ্ণ কথা সম্বলিতেষু দেবভাষায়া গৌরব বিশেষেণ সর্ব্বভারতীয় বিদ্বজ্জন বোধসৌকর্য্যেণ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত গ্রন্থস্য মহান্ সমাদরঃ সর্ব্বত্রাশাস্যতে। পণ্ডিত বর্য্যানাং গ্রন্থোঽয়ং চিরকীর্ত্তিকর স্তথা ভারত গৌরব ভারবহো ভবেদিত্যত্র নাস্তি সন্দেহ লেশো মে।

ভট্টপল্লী বাস্তব্য শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ দেবশর্ম্মণঃ।

সম্মতিরেষা। ৪।৬।৫৯

Pandit Ramendra Sunder Bhaktitirtha, Pradhan Adhyapak, Hatibagan Chatuspathi, has been a pioneer in the academic world by his venture to write a book on the life and teachings of Sri Ramakrishna in lucid Sanskrit verses in the face of so many illustrious books on the subject in other languages. This book, Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam, has been composed in a manner similar to our holy book Srimath-Bhagabatam by Vyas Dev. The author is now above ninety years of age. He started to compose this book at the age of eighty years. That he has been able to complete this book is solely due to the grace of Thakur. The language of this book is very simple and the verses are admirably lucid and intelligible. I strongly hope that this Sanskrit book with translations in Bengali and English will receive wide publicity.

24-A, Hemendra Sen Street, Calcutta-6
Date—7-12-53

Sd/-
Chapala Kanta Bhattacharyya
M. P.

কেন্দ্রীয় রাজ্যসভার সদস্য মহামাননীয় শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অভিমত।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও লীলা সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় ইহা রচিত হয় নাই। হাতীবাগান চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ মহাশয় সে কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন। সুললিত সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা কীর্ত্তন করিয়া তিনি "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতম্" নামে আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাসদেবের রচিত শ্রীমদ্-ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ লীলার কীর্ত্তন সুপ্রতিষ্ঠিত। সেইরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ লীলার কীর্ত্তন ও শ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে বর্ণিত হইবে ইহা সকল দিক দিয়া উপযুক্ত হইয়াছে।

পণ্ডিত মহাশয়ের বয়স এখন নব্বুই অতিক্রান্ত হইয়াছে। অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমের পর তিনি এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে তিনি যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুগ্রহের ফল বলিতেই হইবে। গ্রন্থের ভাষা এমন সরল এবং রচনার ভঙ্গি এমন চিত্তাকর্ষক যে যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ নহেন তাঁহাদেরও পাঠ এবং অর্থ গ্রহণ করিতে কোনও অসুবিধা হইবে না। গ্রন্থটি সংস্কৃতে রচিত হওয়ায় বিভিন্ন প্রদেশে প্রচারের সহায়ক হইবে।

২৪এ, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬
৭-১২-৬৮

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

বেলুড় রামকৃষ্ণমঠের প্রেসিডেণ্ট স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের অভিমত

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে এইরূপ অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ মহোদয়কে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। ২৫।১০।৬৮

শ্রীশিবকৃষ্ণ কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত অমিয় কুমার শাস্ত্রী, বগড়ী কৃষ্ণনগরের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ স্মৃতিরত্ন, গভর্ণমেণ্ট টোল পরিদর্শক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত তর্কতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত তর্কবেদতীর্থ, সংস্কৃতে ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখক পণ্ডিত রুদ্রদত্ত পাঠক, শ্রীঅজিতকুমার বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর মুখার্জ্জী, এস, পি, পণ্ডিত ত্র্যম্বক কুমার মিশ্র পঞ্চতীর্থ, রাণীসাহী প্রসন্নচতুষ্পাঠী, শ্রীভবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, উকিল জিতেন্দ্র নাথ চাটার্জি ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীনরেন্দ্র নাথ পাল, গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রীকৃত হাতীবাগান চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ এম, এ।

I owe my gratitude to the following personalities for their kind and valuable assistance :—

World renowned Mahamahopadhyaya Kalipada Tarkacharya, Dr. Suniti Kumar Chattopadhyaya, Dr. Gourinath Shastri, Mahamahopadhyaya, Jogendranath Tarka-Vedantatirtha, Swami Bireswarananda Maharaj, Principal, Belur Ramakrishna Math, Chief Minister Dr. Bidhan Chandra Roy, Dr. Anathbandhu Roy, Minister for Health, Sri Susil Ch. Datta, Advocate. Sri Bhupendranath Roy, Sri Snehesh Sur, Councillor, Professor Rama Sur, Dr. Jatindra Bimal Choudhuri, Dr. Rama Choudhuri, Principal Kalicharan Shastri, Sri Nani Gopal Sen Gupta, Secretary

Calcutta Govt. Sanskrit Shiksha Parisad, Pandit Siva Nandan Panday, Pt. Rudra Dutta Pathak, Pt. Ramesh Saptatirtha. Pt. Srijiv Nyayatirtha, M.A. Mahacharya Nrityagopal Panchatirtha, Mahacharya Charukrishna Darsanacharya, Sm. Suvadra Devi, daughter of late Kailashnath Katju. Dr. Bhavanicharan Bhattacharya, Sri Govin Chanda Mullick, Pt. Abodh Behari Tripathi, Sri Naresh Chandra Banik, Head Assistant Admin-stration Branch, Directorate of Health Services, Writers Buildings, Sri Paresh Nath Roy, Anchal Pradhan Govt. of West Bengal, and Pradhan Sevait, Sri Sri Krishnaroy Jiu Estate, Bagri Krishnanagar, Garbeta, Pt. Amulyacharan Tarkatirtha, Adhyapak Aligunj Chatuspathi, Medinipur, Pt. Rajendranath Tarkatirtha, Adhyapak, Govt. Sanskrit College, Navadwip, Pt. Achintapada Shastri, Pt. Sitaram Kavyatirtha, Pt. Anathbandhu Smrititirtha, Pt. Banikantha Kavyatirtha, Adhyapak Sudarsan chatuspathi, Bishnupur, Bankura, Pt. Siva Krishna Kavyatirtha, Pt. Amiya Kumar Shastri, Pt. Janakinath Smritiratna, Ahyapak, Bagri Krishnanagar, Pt. Nalinikanta Tarkatirtha, Inspector of Tols, Govt. of West Bengal, Pt.

Lakshmikanta Tarka Vedatirtha, Sri Ajit Kumar Biswas, Sri Gangadhar Mukherjee, S.P. Pandit Trambak Kumar Panchatirtha, Adhyapak, Ranisahi, Chatuspathi, Sri Bhabendranath Bhattacharya, Sri Jitendranath Chatterjee, Pleader, Sri Narendranath Pal a great devotee of Thakur.

PREFACE

The Absolute Being manifested Himself in human form as Sri Ramakrishna, to solve the problem of reconciliation of divergent religions of the world, to reform the prevailing mode of Vedic religion, and to save the non-believers and so-called religious leaders who were self-centred and addicted to luxury and lust. He blessed the Goddess Earth, the consort of Lord Vishnu, in remodelling the structure of the Vedic religion to achieve the end of realising God through the stages of penance traditionally followed by his predecessors by showing His Divine self to others. It is at the behest of Sri Ramakrishna Hismelf that this holy book, Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam, has been written. 1,

This book not only depicts the life and character of Sri Ramakrishna, Sarada Devi, Narendranath (Swami Vivekananda) and Rani Rasmani, but also is conducive to divine joy as it has been enriched with the divine grace of Thakur which leads to intuitive devotion and relief from all worldly sufferings. It is why this book has become worth reading for people all over the world and specially for the educated men and women.

2.

Ascetics known as Giri, Puri, Bharati, Swami, Acharya and others attained salvation through penance performed in their own respective ways. But the ways of Thakur in regard to his study, training, penance, trance and achievement were quite different from others. He never thought of any benefit for himself. He liked that everybody should be prosperous, free from all ailments, fortunate and happy. He liked nothing for himself. He not only did forego the divine merits, acquired by him through his life-long penance, for the well-fare of the suffering humanity, but also dedicated his corporal body as well for completion of the mission of his life. 3.

The worldly-minded people, with the development of their sense of earthly pleasure and comfort, become victims of Mammon and Cupid and madly strive for sexual pleasure and riches, till death. Sri Ramakrishna discarded them as abominable and untouchable things. He has opened up a new avenue for realisation of Divinity by lucid exposition of axiomatic truth and inferences of the Vedas and Purans in easy and simple mother tongue. 4.

Thakur advised an intellectual turn of our mind. He meant that in all our services and dealings with our friends and relatives we should always bear in mind that our relationship with them is most transient even when we behave as their nearest and dearest.

This is also enjoined in the Vedas, the Purans, and is the essence of all religions. Mind is the root cause of bondage and salvation. So long mind is bent on earthly enjoyment, we feel ourselves tied. When earthly things cease to prevail on our mind, we become free from all bondages and realise Divinity. So a wise man should restrain his mind. 5.

The instructions of Thakur were the same as were imparted by Lord Krishna to Uddhav. "Those who avoid company with women and even men attached to women and renounce the world with a view to attain salvation, are regarded as the best of men and worshipped as a god." 6.

In the Brihadaranyak Upanishad, the great saint Yagnabalka said to Gargi that a holy man should avoid riches which were the root cause of all evils, and that the grace of God could not be purchased by money. It is why Thakur restrained his mind and discarded women and money. 7

The immortal sayings of Thakur will be the source of divine joy for all times. The significance of his utterings cannot be fully understood in spite of efforts for hundreds of years. It is understood only by him who dedicates himself to Thakur. 8

births. Yet, I think, it is due to my father having been very close friend of Thakur in his boyhood that Thakur became so kind to give his blessings and also his behest to write this book. At the age of eight years I had been to the temples of Rani Rasmoni at Dakshineswar with my father, who bowed down to Thakur with great devotion and also placed my head at his feet. Thakur touched my head with his hand and said, "May you live long and be a good scholar." On hearing this I remained senseless for some time, but ths words of Thakur rang in my ears many times thereafter. 9.

It was four years after I had seen Thakur that he passed away from this mortal world. Thereafter at intervals of one or two years he used to pay visit to me at night in my sleep and say, "My boy, I hope all is well with you. I now retire." Such vists in my dream would cause a very awful sensation in me and make me groan in fear. Thus, when I became fifty years old, I established myself as one of the rnowned scholars and speakers of the times. Some ten to fifteen students having free food and lodging in my Chatuspathi were being taught various subjects by me. After examinations the sfudents had gone home, I was the only one left to guard my library at night. Once just after mid-nihgt when I was fast asleep. Thakur appeared before me in my sleep and said, "My

boy, it is all well with you, I think. Listen to what I say. You write a book about myself in Sanskrit. I shall guide you. Don't lose your nerve. You are a good scholar," He repeated this thrice so that I could remember it ever after. Then he disappeared. 10.

On waking from my sleep I lost no time to light a lantern and note down what I was told. After thinking over the matter for some time I realised that it was the command of Thakur to write in Sanskrit a book on his life and teachings. Could it be possible for me who had seen him once only, and had no occasion to know anything about him all these years during which I was busy in study, teaching and maintaining my family? The answer was that it quite possible as I was a scholar. Poets like Kalidas could depict the character of hills, mountains, the sky, the wind and birds and beasts.

of the chiefs of Ramakrishna Institution, and completed my book which was highly appreciated by great scholars and educationists of our times. The book has been printed and published mainly with the financial assistance of the Govt. of India. 11.

Some of the topics which I have collected and written, such as famous tours of Swami Vivekananda in western countries, his speeches at Chicago, the life of Balaram Basu, Kalpataru, the considered views of Girish Candra Ghosh, etc. have not been incorporated in this book. It is due to my extreme old age, about 93 years at present, that I have not ventuerd to complete the book in all respects and went ahead to finish the book hurriedly for its printing and publication during my life time. 12.

I leave it to my only son, Sri Kashi Nath Shastri Vedantatirtha, M.A., who is entitled to perform my last rites after my death, to complete the book by an appendix containing the omitted subjects. On the other hand, if I live for some more years, I can do what has not been possible so far, 13.

The author an his ancestors.

We are Western Vedic Bramhins, descedants of Goutam, who hailed from Kanya-Kubja. I have little house in the village of Khunbera in the neighbourhood ofBagri Krishnanagar at Garbeta in the district of

Medinipur. There is the famous temple of Sri Sri Krishna Roy Jiu, at Bagri Krishnanagar. A chronological account of our family is recordedin the Royal Asiatic Society at Calcutta because my learned ancestors had written many religious books. Among them, Mahamahopadhyaya Govindananda, the son of world-renowned Ganapati Bhatta, had written twenty-eight books on Smriti, explanatory notes on Astrological works and Vedanta philosophy and thereby established his reputation as one of the great scholars of the world. 14.

My great grand father, Ramchandra Siromoni, was one of the outstanding Logicians of the times. My grand father Nilmoni Vidyaratna was well-versed in all branches of shastras. My father Jadunath Sarbabhauma was a great scholar in Smriti. Some other members of our family viz. Haradhan Tarkabagish, Ramamrita Smrititirtha, Jogendranath Smritirtha, Achintapada Shastri, etc. were the court pandits of the kings of Ramagarh, Simlapal and Manglapata etc. 15.

I, Ramendra Sunder Bhaktitirtha, son of Sri Jadunath Sarbabhauma, stood first in the degree Examinations of Vaishanab Philosophy and was awarded the title of Bhaktitirtha with Gold medal. I have been running the Govt. aided Hatibagan Chatuspathi and teaching various subjects for about seventy years, as Pradhan Adhyapak of the Chatuspathi. 16.

It is a great satisfaction to me that I have been able to write this book, Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam, in Sanskrit with translation in Bengali and English to improve the study and culture of Sanskrit language and literature, ahd to add to the glorious tradition of Bengal in this regard. I cannot express the unbounded joy that I shall have if this book brings joy and satisfaction to a reader. 17.

বঙ্গানুবাদ :—

পাঠকবর্গের প্রতি গ্রন্থকারের নিবেদন

পৃথিবীর ধর্ম্মবিরোধ সমস্যা সমাধানার্থে শ্রুত্যুক্ত সনাতন ধর্ম্মের সংস্কারার্থে ভগবদ্বিমুখ কামকিঙ্কর ধর্ম্মধ্বজী ভোগবিলাসী যথেচ্ছাচারী নাস্তিক জনগণের উদ্ধারার্থে নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে যে ঠাকুরের পূর্ণতম আবির্ভাব। যিনি স্বকীয় পূর্ব্বজগণের সনাতন পন্থায় অনুষ্ঠিত তপস্যার ক্রমবর্দ্ধমান ধর্ম্মভাবের পরাকাষ্ঠা বা শেষপর্য্যাপ্তি ভগবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া অন্যকেও ভগবদ্দর্শন করাইয়া বেদোক্ত ধর্ম্মের নব কলেবর নির্ম্মাণে বিষ্ণু পত্নী ধরিত্রী দেবীকে অর্থাৎ পৃথিবীকে ধন্য করিয়াছেন। এতাদৃশ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ আদেশে এই রামকৃষ্ণ ভাগবত নামক গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে। ১

এই গ্রন্থটিতে ঠাকুরের জগন্মাতা সারদা দেবীর নরাবতার নরেন্দ্র নাথের অর্থাৎ স্বামিজী বিবেকানন্দের বাণী রাসমণি প্রভৃতির শিক্ষনীয় মহনীয় আদর্শচরিত্র এবং ঠাকুরের অহৈতুকী অনাবিলা সংসার তাপনাশিনী ভক্তিপ্রদায়িনী অজ্ঞানান্ধকারমোচনী অলৌকিকী কৃপা-সম্বলিত বশতঃ পৃথিবীর জনসাধারণের বিশেষতঃ শিক্ষিত নরনারী

সমূহের পঠনীয় সমাদরনীয় উপাদেয়াদি বৈশিষ্টে ব্রহ্মানন্দপ্রসূ হইতেছে। ২

গিরী পুরী ভারতী আচার্য্য প্রভৃতি সন্ন্যাসী সাধকসকল নিজ নিজ সাধনে সিদ্ধ হইয়া সংসার মুক্ত হইয়াছেন ইহা ধ্রুব সত্য, কিন্তু আমাদের যুগাবতার ঠাকুরের শিক্ষা দীক্ষা সাধন সমাধি অন্যরূপ অর্থাৎ স্বার্থানুসন্ধান শূন্য বা এইরূপ—সর্ব্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ সর্ব্বেসন্তু নিরাময়াঃ। সর্ব্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥

পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবের অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম যত কিছু জীব আছে তাহাদের সকলের মঙ্গল বা শুভ হোক্। সকলে রোগশূন্য হোক। সকলে শুভ দর্শন করুক। কেহ যেন দুঃখ ভোগ না করে। আমার নিজের জন্য কিছুই আবশ্যক নাই। কেবমাত্র যে তপস্যার ফলই জীব জগৎকে অর্পণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা নয়। নিজের দেহটি পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া প্রকট লীলার পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। ৩

জাগতিক জনগণ জ্ঞানোদয়েব সঙ্গে সঙ্গে আমরণান্ত যে দুইটি বস্তু পাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ঠাকুর সেই দুইটি বস্তু কামিনী আর কাঞ্চনকে অভোগ্যা ও অস্পৃশ্যরূপে বর্জন করিয়া বেদ পুরাণাদি সম্মত বাক্যসকল অতি সরল ভাবে মাতৃভাষায় সমলঙ্কৃত করিয়া সাধারণ কথায় অনায়াসে ভগবৎ সাক্ষাৎকারের নূতন পথ প্রদর্শন করাইয়াছেন। ৪

ঠাকুরের যেসকল বাণীর অনুশীলন মাত্রে সাধকগণের অতি কঠোরতর আচরণের কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। অর্থাৎ ছাই ভস্ম মাখা বৃক্ষতলে বাস, জটাজুট ধারণ ত্রিদণ্ড গ্রহণ, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন বা সর্বত্যাগ কিছুই আবশ্যক হয় না।

ঠাকুরের আদেশ বা উপদেশ মোড় ফিরাণ অর্থাৎ ঠাকুর বলিয়াছেন স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা, সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক কিন্তু মনে জানবে যে এরা তোমার কেও নয়। এই কথাটি বেদ পুরাণ সম্মত কথা বা যত রকম ধর্মের মত আছে সকলেরই সার কথা। যদি শাস্ত্র দেখা যায় তাহাতেও এই সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ। বন্ধায় বিষয়া সক্তং মুক্ত্যৈ নির্ব্বিষয়ং মনঃ॥ নায়ং জনো মে সুখ দুখঃ হেতুঃ। মনঃ পরং কারণ মা মনন্তি। তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা তাত নিগৃহান মনো ধিয়া। ভাগবতে ১১ স্কঃ ২৩ অঃ। অর্থাৎ মনই বন্ধন বা মুক্তির কারণ বিষয়ে মন দিলে বন্ধন হয় মনকে বিষয় শূন্য করাতে পারিলেই মুক্তির বা ভগবৎ প্রাপ্তির কারণ হয়। অতএব মনকে সংযত করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ৫

ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবকে যাহা বলিয়াছেন ঠাকুরেরও মত তাহাই। স্ত্রীনাং স্ত্রী সঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্। হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ॥ অর্থাৎ সাধকগণ বা মোক্ষকামী সন্ন্যাসীসকল স্ত্রীলোকের সঙ্গ এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গকারী ব্যক্তির সঙ্গ দূর হতে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানকে বা ব্রহ্মবস্তুকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যদি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন তবে তিনি নরোত্তম বা দেবতার মত সকলের পূজ্য হন। ৬

এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক সংবাদে গার্গীকে বলিয়াছেন—অমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেন॥ অর্থাৎ অর্থের দ্বারা ভগবানকে পাইবার আশা পর্য্যন্ত নাই। তস্মাদনর্থমর্থাখ্যং শ্রেয়োঽর্থী দূরত স্ত্যজেৎ॥ ভাঃ ১১। অর্থাৎ অর্থরূপ যে অনর্থ তাহাকে মুক্তিকামী ব্যক্তি দূর হতে ত্যাগ করিবে। তাই আমাদের বেদ পুরাণের প্রতীক ঠাকুর মনকে সংযত ও কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়াছেন। ৭

ঠাকুরের অমৃতময় বাণী যথার্থই অমৃত দান করেন। এক একটি কথার ভাবার্থ যে কি তাহা বহু জন্ম চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। যশ্চ তৎ শরণং গতঃ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঠাকুরের কৃপাপ্রার্থী হইয়া একান্ত মনে শরণাপন্ন হন্ তিনিই তাঁহার ভাষা বুঝিতে পারেন। ৮

যদিও আমি বহুতর জন্ম জন্মান্তরের বহুতর পুণ্য কর্ম্মের ফলে একদিন একবার মাত্র ঠাকুরকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করিয়াছি তাহাতেই আমি যে কি হইয়াছি তাহা অবক্তব্য বা মুখে বলা যায় না। তথাপি আমার মনে হয় আমার জন্মদাতা পিতা ঠাকুরের বাল্যলীলার সহচর বা বন্ধু ছিলেন তজ্জন্যই আমার প্রতি এত দয়া এত অনুগ্রহ এত আগ্রহ এবং গ্রন্থরচনার আদেশ। আমি অষ্টম বর্ষ বয়সে পিতার সহিত যেদিন রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের সান্নিধ্যে পঞ্চবটীর তলায় যাইয়াছিলাম তখন আমার পিতা সসম্ভ্রম কাতরভাবে সাক্ষাৎ ভগবৎ বুদ্ধিতে ঠাকুরের পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক পুনঃ পুনর্ব্বার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া আমার মস্তকেও পদধূলি দিয়া আমাকে টানিয়া আনিয়া ঠাকুরের পদযুগলের মধ্যে মস্তকটি নত করাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। আমিও একপ্রকার সাষ্টাঙ্গভাবে ঠাকুরের পদতলে পড়িয়া থাকিলে ঠাকুরও আমার মস্তকে করপদ্ম অর্পণ করিয়া বলিলেন "তুই দীর্ঘ জীবী ও পণ্ডিত হবি।" এই কথা শুনিয়া আমি কিছুক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। তথাপি ঐ আশীর্ব্বাদ বাক্যটি যেন আমার কর্ণে বহুবার প্রতিধ্বনি হইতেছিল। ৯

ঠাকুর দর্শনের প্রায় ৪বৎসর পরে ঠাকুর লীলা অপ্রকট করিলেও প্রায় ২১ বৎসর পরে পরে রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া বলিতেন "ওহে ছেলে ভাল আছিস্ ত আমি চললাম"। সেই রূপ স্বপ্নে দর্শন করিয়া শিহরিয়া উঠিতাম এবং আঁ আঁ শব্দ

করিতাম এইরূপ ভাবে যখন আমার ৫০ পঞ্চাশ বৎসর বয়স তখন আমি একজন ধুরন্ধর পণ্ডিত ও বক্তা হইয়াছি। আমার চতুষ্পাঠীতে ১০।১৫টী ছাত্র আবাসিক ভাবে থাকিয়া নানাবিষয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। পরীক্ষার পর ছাত্রসকল নিজ নিজ গৃহে গমন করিলে আমি একা গ্রন্থাদি রক্ষার্থ চতুষ্পাঠীতে রাত্রে গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত। প্রায় রাত্রি ২ টার সময় ঠাকুর পূর্ব্বের মত আসিয়া বলিলেন ভাল আছিস ত আজ ভাল করে শোন এই বলিয়া একটি সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন শ্লোকটি এইরূপ—"মল্লীলাং বিলিখ ত্বং ভো দেব ভাষা যুতাং সুধীঃ। ত্বামহং সংবদিষ্যামি মাভৈষীঃ পণ্ডিতো ভবান্। এই শ্লোকটি আমাকে আস্তে আস্তে তিনবার বলিয়া মুখস্থ করাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। ১০

তৎপরে সসব্যস্তে জাগ্রত হইয়া হ্যারিক্যান জ্বালিয়া শ্লোকটি লিখিয়া কিছুক্ষণ চিন্তার পর বুঝিলাম ঠাকুর বলিলেন ওহে পণ্ডিত তুমি আমার লীলা সংস্কৃত ভাষায় লিখ। যদি বল বাল্যাবস্থায় এক বার মাত্র আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি তৎপরে পাঠ্যাবস্থা, অধ্যাপনা, সংসার, আপনার লীলার কণামাত্রও অনুশীলন করিনাই, জানি নাই, যাই নাই, দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, অতএব কিভাবে কি লিখিব? তদুত্তরে বলিলেন তুমি পণ্ডিত অর্থাৎ কালিদাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পাহাড় পর্ব্বত আকাশ বাতাস এমনকি পশু পক্ষী প্রভৃতির চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন আর আমি মানুষ আমার বর্ণনা তুমি নিশ্চয় করিতে পারিবে। ভয়ের কারণ কিছুমাত্র নাই। তথাপি সন্দেহ হইলে আমি আমার লীলা তোমাকে বলিয়া দিব। এইরূপ ঠাকুরের উক্তিসকল চিন্তা করিয়া চোখের জলে বক্ষ ভাসাইয়া বলিলাম। "অপার করুণা তব" আমার প্রতি আপনার সীমা শেষ নাই। আমার মত দীন দরিদ্র সংসারী দোষদুষ্ট প্রতিষ্ঠাকামী নরাধম পণ্ডিতাধমের প্রতি অসংখ্য কৃপা। অগত্যা ভীতমনে কাহার সাধ্য

দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু ঠাকুরের পাদপদ্মে কিঞ্চিৎ ভক্তিবিন্দু দিয়া শরণাপন্ন হইয়া ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরে ও দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি স্থানে যাইয়া তথ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক মহারাজগণের উপদেশে গ্রন্থটি লিখিয়া পণ্ডিত সভায় পণ্ডিতবর্গকে পরিদর্শন করাইলে তাঁহাদের ভূরি ভূরি প্রশংসাপত্রে বেলুড়মঠ উদ্বোধন অদ্বৈত আশ্রমের মহারাজগণের উৎসাহ-দানে চরিতার্থ হইয়া সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে বহু কষ্টে গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে। ১১

আমার সংগৃহীত লিখিত ঠাকুরের বহুবিষয়, স্বামিজী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য বিজয় চিকাগো বক্তৃতা, বলরাম বসুর জীবনী, কল্পতরু কথা, গিরীশ ঘোষের সিদ্ধান্ত বাক্য প্রভৃতি এই গ্রন্থে নিবেশিত না হইবার কারণ আমি একপ্রকার মুমূর্ষুঃ অর্থাৎ আমি বয়ঃক্রমে প্রায় ৯৩ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছি অতএব মৃত্যু সন্নিকট বশতঃই আমার জীবনে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরভাবে গ্রন্থটির সংকলন অসম্ভব মনে করিয়াই কোন প্রকারে অর্থাভাবে বহু কষ্টে উক্ত বিষয় সকল বাদ দিয়া তাড়াতাড়ি শেষ করিলাম। ১২

যদি ২য় সংস্করণ সম্ভব হয় তবে আমার শেষকৃত্যের অধিকারী একমাত্র পুত্র অধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর কাশীনাথ শাস্ত্রি বেদান্ততীর্থ এম্ এ, ইনিই পরিশিষ্টাংশ নিবেশিত করিয়া গ্রন্থটি শেষ করিবেন। অথবা ঠাকুরের কৃপায় যদি আরও কিছুদিন জীবিত থাকি তবে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। ১৩

এসিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারে আমাদের বংশপরিচয় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। তাহার একমাত্র কারণ এই যে আমাদের পূর্ব্বজ পণ্ডিতবর্গ বহুতর ধর্মগ্রন্থ লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে পৃথিবী বিখ্যাত গণপতি ভট্টের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দানন্দ ২৮ খানি তিথি কৌমুদী প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থরচনা করেন ভাস্বতী প্রভৃতি জ্যোতিষ গ্রন্থের টীকা ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়া জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়াছিলেন। ১৪

আমার প্রপিতামহ রামচন্দ্র শিরোমণি তৎকালে বঙ্গদেশে এমত নৈয়ায়িক পণ্ডিত অতি বিরল ছিলেন। পিতামহ নীলমণি বিদ্যারত্ন ইনি সর্ব্ব শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। আমার জন্মদাতা পিতা যদুনাথ সার্ব্বভৌম। ইনি কৃত্যতত্ত্ববিশারদ ছিলেন। এবং আমাদের বংশের হারাধন তর্কবাগীশ রামামৃত স্মৃতিতীর্থ যোগেন্দ্র নাথ স্মৃতি-রত্ন অচিন্ত্য পদ শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ রামগড় লালগড় সিমলাপাল ও মংলাপাতা প্রভৃতি রাজবাড়ীর সভাপণ্ডিত ছিলেন। ১৫

যদুনাথ সার্ব্বভৌমের পুত্র আমি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ গভর্ণমেণ্ট বৈষ্ণব দর্শনের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সুবর্ণ পদক সহ ভক্তিতীর্থ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া গভঃ রেজিষ্টীকৃত এডিয়েড হাতিবাগান চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া ৭০ বৎসর দর্শনাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেছি। ১৬

ভগবান রামকৃষ্ণদেবের আশীর্ব্বাদে আদেশে অনুগ্রহে বাৎসল্যে ও উপদেশে রামকৃষ্ণভাগবত নামক তদীয় চরিত্র সম্বলিত গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া পূর্ব্বজগণের দেশের দশের সংস্কৃত শাস্ত্রের এবং বঙ্গদেশের গৌরব রক্ষার্থে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ইবাজী শিক্ষিত মহোদয়গণের সুবিধার জন্য ইংরাজী ভাষায় অনুবাদসহ রচনা করিয়া ধন্য হইবাছি। যদি কেহ গ্রন্থটি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট বা আনন্দিত হন তবে যে কত সৌভাগ্য তাহা অনুমানেরও অগোচর। ১৭

সূচীপত্রম্

পৃষ্ঠা

আদিলীলায়াঃ—

১ম অঃ—ক্ষুদিরামবার্ত্তা তথা গদাধরাবির্ভাবাভাসশ্চ ১- ৩০

২য় অঃ—গদাধরস্য বাল্যলীলাবর্ণনম্ ৩১- ৬৬

৩য় অঃ—ব্রাহ্মণ সিদ্ধান্তঃ ৬৭- ৯৯

মধ্যলীলায়াঃ—

১ম অঃ—গদাধরস্য কলিকাতাসমাগমঃ রাণ্যা রাসমণেশ্চ পরিচয়াদি ৯১-১১৬

২য় অঃ—রাজ্ঞ্যা রাসমণেঃ কাশীক্ষেত্রে গমন কালে স্বপ্নে সাক্ষাদন্নপূর্ণায়া আদেশতঃ শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠাদি ১১৭-১৪৬

৩য় অঃ—রামকুমার পণ্ডিতেন কালিকাপূজকপদ গ্রহণং গদাধরস্য ক্ষোভঃ দৈবাবেশপ্রাপ্তিঃ, হৃদয়রামাগমনঞ্চ ১৪৭-১৬৯

৪র্থ অঃ—গদাধরস্য শিবপূজন দেবাবেশকর্ম্মগ্রহণ গোবিন্দসেবাদি ১৭০-১৯৪

৫ম অ —গদাধরস্য কালিকাপূজকপদগ্রহণং হৃদয়রামস্য গোবিন্দসেবা রামকুমার পণ্ডিতস্য মহাপ্রয়ানং ১৯৫-২০৮

৬ষ্ঠ অঃ—গদাধরস্য দেবীপূজাসময়ে মথুরানাথস্য দেব্যা জীবিতরূপেণ দর্শনম্ ২০৯-২৩৫

৭ম অঃ—রাজ্ঞ্যাস্তে গদাধরস্য চপেটাঘাতঃ ২৩৬-২৫২

৮ম অঃ—গদাধরস্য সর্বজীবে শিবজ্ঞান সাধনম্ ২৫৩-২৬৬

৯ম অ—গদাধরস্য জন্মভূমৌ শ্মশানমধ্যে কালিকা প্রত্যক্ষীকরণম্ ২৬৭-২৮০

১০ম অ —গদাধরস্য ভৈরবী দর্শনাদি ২৮১-৩০৫

১১শ অঃ—গদাধরস্য রামকৃষ্ণ নামকরণাদি ৩০৬-৩১৭

১২শ অঃ—রামলালাসেবী জটাধারী সন্ন্যাসী সমাগমঃ ৩১৮-৩৪৪

১৩শ অ—তোতাপুরী সন্ন্যাসি সমাগমঃ ৩৪৫-৩৭৫

১৪শ অঃ—তোতাপুরীং প্রতি কালিকাগ্রহাৎ পরং অন্যত্র গমনম্ ৩৭৬-৪০৭

পৃষ্ঠা

১৯শ অঃ—গদাধরস্য বহুবিধ সাধনসিদ্ধি তথা মথুরস্য
ভূমিদানপ্রসঙ্গে দিব্যজ্ঞানলাভশ্চ ৪০৮-৪২৭
১৬শ অঃ—গদাধরস্য কামারপুকুর গমনানন্তরং ভৈরবীদেব্যাঃ
কাশীক্ষেত্র গমনম্ ৪২৮-৪৩৭

অন্ত্যলীলায়াঃ—

১ম অঃ—গদাধরস্য ষোড়শীপূজানন্তরং সারদাদেব্যাঃ
কামারপুকুরে প্রত্যাগমনম্ ৪৩৮-৪৫৮
২য় অঃ—ঠাকুরস্য নবদ্বীপ তীর্থগমনাদি ৪৫৯-৪৭৯
৩য় অঃ—বিয়োগ বর্ণনম্ ৪৮০-৪৮৯
৪র্থ অঃ—বিদ্যাসাগরাদি সম্মেলনম্ ৪৯০-৫১৯
৫ম অঃ—ঠাকুরস্য শ্রুতিধরত্বাদি পরিচয়ঃ ৫২০-৫৩৬
৬ষ্ঠ অঃ—ঠাকুরস্য রোগারম্ভঃ চিকিৎসার্থং বাগবাজারাদিগমনম্ ৫৩৭-৫৯২
৭ম অঃ—সিদ্ধ ভক্ত সুরেন্দ্রস্য দুর্গাপূজা নরেন্দ্রস্য সন্ন্যাসগ্রহণাদি ৫৯৩-৬১৫
৮ম অঃ—নরেন্দ্রস্য দক্ষিণেশ্বরে সাধনাসিদ্ধিঃ কাশীপুরে
শ্বেতাঙ্গ কৃতার্থীকরণাদি ৬১৬-৬৫৪
৯ম অঃ—ঠাকুরস্য রোগবৃদ্ধিঃ পরমান্নগ্রহণে শূদ্রশিষ্য বর্জ্জনং
খেচরান্ন গ্রহণাদি ৬৫৫-৬৮৪
১০ম অঃ—ভগবতো নিত্যধাম প্রবেশ তথাদিস্থাপনাদি ৬৮৫-৭৪০
১১শ অ —নরেন্দ্রস্য গুরুকৃপাপ্রাপ্তিঃ ৭৪১-৭৯৬
১২শ অঃ—নরেন্দ্রস্য আবির্ভাব কথাদিতঃ কন্যাকুমারীক্ষেত্রে সমুদ্র
মধ্যে প্রবাল পর্বতোপরি তপস্যানন্তরং পুনস্তীর প্রাপ্তিঃ ৭৯৭-৮৪২
তত্ত্বত্যাধ্যায় পরিশিষ্টাধ্যায়ানন্তরং গ্রন্থসমাপ্তিঃ ৮৪৩-৮৪৯

श्रीश्रीरामकृष्णभागवतस्य

मुखवन्धः

श्रीरामकृष्णदेवाय सच्चिदानन्द मूर्त्तये ।
ब्रह्मवंशावताराय जगद्धिताय ते नमः ॥ १
निखिल गुणगभीरो रामकृष्णो दयालुः
स्वकुल कुमुदचन्द्रो दीनवन्धुः शरण्यः ।
कलिक्लिष्ट जनमुक्तौ कर्म्मकाराख्य सिन्धोः
समुदयदतिशुद्धो ब्रह्मचन्द्रः सुपूर्णः ॥ २
सप्तदश गते शाके सप्तपञ्चाशदुत्तरे ।
सौम्यवारे शुक्लपक्षे द्वितीयायां तपस्यके ॥ ३
आवीरासीत् पूर्णब्रह्म श्रीरामकृष्णविग्रहः ।
कलेर्जीवान् समुद्धर्त्तुं कामारपुकुरोदधौ ॥ ४

For the good of humanity God himself appeared as Sri Ramakrishna in a bramhin family. All obeisance to him. To bring redemption to humanity afflicted with the evils of Kali Yuga, Lord Sri Ramakrishna appeared in the sea, called Karmakar, In the second phase of the waxing moon, Wednesday, Falgun 6, in the saka year 1757, Sri Ramakrishna was born in the village of Kamarpukur. 1 to 4.

প্রথমোঽঙ্কঃ

ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব সকলসদ্‌গুণসাগর দীনবন্ধু দয়ালু শরণীয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কালদোষে নষ্টপ্রায় জীবগণের মুক্তির জন্য কর্মকার নামক সমুদ্রে অতি বিশুদ্ধ পূর্ণব্রহ্ম রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ২

গত সতের শত ১৭৫৭ শকাব্দায় ৬ই ফাল্গুন বুধবারে শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কলিজীবের উদ্ধারার্থে কামারপুকুরে। ৩।৪

ত্রিষট্‌শত গতে শাকে বসুসংখ্যাধিকে রবৌ।
নৃসিংহঃসিংহসংক্রান্ত্যাং স্বধাম সমপদ্যত ॥ ৫
শ্রীরামকৃষ্ণ বচসামৃত লিপ্ত মেতৎ
শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপয়াধিগতং পুরাণং।
শ্রীরামকৃষ্ণচরিতং কলিকল্মষঘ্নং
শ্রীরামকৃষ্ণদয়িত প্রিয়মস্তু নিত্যং ॥ ৬
শ্রীরামকৃষ্ণ শিরসা নমামি শ্রীরামকৃষ্ণ বচসা ব্রবীমি।
শ্রীরামকৃষ্ণং মনসা স্মরামি শ্রীরামকৃষ্ণং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৩
বৈরাগ্যবিদ্যা নিজ ভক্তিযোগঃ শিক্ষার্থমেক পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীরামকৃষ্ণে ক্ষগতঃ শরীরী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে। ৮

Shri Ramakrishna left this mortal world on Sunday, 30th day of the month of Sravana in the Saka year 1808. Be this book which contains the divine revelations and immortal utterings of Sri Ramakrishna, an object of endearment to His devotees. I pay obeisance to Him with my head, I utter his name with my lips. I meditate upon him with my mind. I dedicate myself to him. To teach and preach divine knowldge, renunciation and devotion, Rama of Treta yuga and

प्रथमोऽङ्कः

Krishna of Dwapar yuga became united in Sri Ramakrishna. 5 to 8.

বঙ্গানুবাদ :—

১৮০৮ শকাব্দার ৩০শে শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে রবিবারে নৃসিংহ অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজধামে গমন করিয়াছিলেন। ৫

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় প্রাপ্ত রামকৃষ্ণকথামৃত লিপ্ত কলির পাপনাশক এই রামকৃষ্ণ গ্রন্থ তাঁহার ভক্তবর্গের প্রিয় হউক। ৬

আমি মস্তক দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করি বাক্য দ্বারা তাঁহার নাম সর্বদা উচ্চারণ করি মনের দ্বারা তাঁহাকে স্মরণ করি এবং আমার সর্ব্ববিষয়ে শান্তির জন্য তাঁহারই শরণ লইলাম। ৭

যে ত্রিকালসত্য নিত্য পুরাণপুরুষ জগতের জীবসমূহকে জ্ঞান বৈরাগ্য, ও নিজ ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎ ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে রাম ও কৃষ্ণরূপে অবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই দুইটি তত্ত্বই একত্র মিলিত হইয়া রামকৃষ্ণমূর্ত্তিতে এই কলিযুগে আবির্ভূত হইয়াছেন আমি সেই দয়ার সাগর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই শরণ লইলাম। ৮

श्रीकृष्णचन्द्र सदृशः परमार्थदाने
श्रीगौरसुन्दर गुरुः परिपूर्ण शक्तिः।
नत्वा तदङ्घ्रिकमलं जनकाङ्घ्रि युग्मं
श्रीरामकृष्णभगवच्चरितं वदामि॥ ९

योऽसौदैत्यपतेर्वधाय भगवान्नाथर्य्यरूपः स्वयं
धृत्वा श्रीनरसिंह मूर्त्ति ममनां सत्यावतारो बभौ।
त्रेतायां दशकन्धरं सहसुतं रक्षः कुलञ्चावधीत्
वीरो दाशरथिः सुखैकनिलयः श्रीरामचन्द्रोहरिः॥ १०

प्रथमोऽङ्कः

Paying my homage to my preceptor, Sri Gour Sundar, I endeavour to compose this epic poem on the life and teachings of Sri Ramakrishna, "Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam." He who assumed the shape of Narasingha to kill the king of demons in Satya Yuga, the avatara of Ramachandra to kill the ten-headed Ravana in Treta Yuga, the appearance of Sri Krishna to teach love and devotion in the Dwapar Yuga, manifested himself as Sri Ramakrishna to purge mankind of their sins in the Kali Yuga. 9 to 11.

প্রথমোঽহঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ বচসাং নহি তুল্যমস্তি
শ্রীরামকৃষ্ণ মনসামভয়ং সদৈব।
শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানখিলার্থ দাতা
শ্রীরামকৃষ্ণপদমেব গতির্মমাস্তু ॥ ১২

The wisest of men attains salvation by worshipping the feet of Sri Ramakrishna, I bow down to him. The words that came out of the lips of Sri Ramarkrishna are unparalleled. To call up the name of Sri Ramakrishna is sufficient to remove all fears. He brings fulfilment of desire to all. I submit myself at his feet. 12 to 13.

বঙ্গানুবাদঃ—

এবং দ্বাপর যুগে রামকৃষ্ণদেবই ব্রজবধূবর্গের পতি হইয়া পরম পুরুষার্থ প্রেম দানের জন্য প্রেমময় মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্বক কৃষ্ণাবতার হইয়াছিলেন। সেই রামকৃষ্ণই এই শেষ যুগ কলিযুগের ভয়ঙ্কর দিনে আবির্ভূত হইয়া জীবসকলের অশেষ পাপ নাশ করিয়া তাহাদিগের পরিত্রাণকারী হইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবরূপে অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। ১১

বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ যাঁহার চরণ সেবার ফলে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ হইয়া দুর্লভ ব্রহ্মগতি লাভ করিয়া থাকেন সেই সুখময়ময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি। ১২

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের তুলনা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণে মনোনিবেশকারী জনগণের কোনরূপ ভয় নাই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মত সর্ব্বার্থ দাতা অর্থাৎ যে যাহা চাহিবে সে তাহা পাইবে এইরূপ দ্বিতীয় আর কেহই নাই। অতএব আমার প্রার্থনা এই যে যেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে সর্ব্বদা মতি থাকে বা তিনিই আমার একমাত্র গতি হউন। ১৩

प्रथमोऽङ्कः

श्रीरामकृष्णचरितं रामकृष्णानुकम्पया।
यथासाध्यं प्रवक्ष्यामि संक्षेपेण मनीषिषु ॥ १४
दोषा मे बहवः सन्ति त्रुटिरस्ति पदे पदे।
क्षन्तव्यं कृपया सर्वैः श्रीरामकृष्ण सेवकैः ॥ १५
परमहंसरूपेण दक्षिणेश्वरधामणि।
श्रीरामकृष्णदेवेन या लीलाः प्रकटीकृताः ॥ १६
भक्तितीर्थोपाधिकेन वकद्वीपनिवासिना।
श्रीरामेन्द्रसुन्दरेण वर्ण्यन्ते ता यथामति ॥ १७

इति श्रीभक्तितीर्थ विरचिते रामकृष्णभागवते परमहंस्यां संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य प्रणतिरूप मङ्गलाचरणं नाम प्रथमोऽङ्कः ॥१

I endeavour to write in this book the brief history of the life of Sri Ramakrishna for the satisfaction of the learned scholars. My failings are many but I hope the devotees of Sri Ramakrishna will very kindly forgive them. The revelations of Sri Ramakrishna in Dakshineswar are being narrated by Ramendra Sunder Bhakti tirtha who hails from Bagri Khunbera in the District of Midnapur.

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় এই রামকৃষ্ণভাগবত গ্রন্থ পণ্ডিতগণের নিকটে সংক্ষেপে যথাসাধ্য বলিতেছি। ১৪

আমার এই লিখনে বহু দোষ নানাপ্রকার অসম্পূর্ণতা আছে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণ দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। ১৫

প্রথমোঽঙ্কঃ

দক্ষিণেশ্বরধামে পরমহংস ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সকল অলৌকিক লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। ১৬

বগড়ীখুনবেড়া নিবাসী শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ তাঁহার বুদ্ধি অনুসারে বর্ণন করিতেছেন। ১৭

ভগবান রামকৃষ্ণের প্রণামাদি এই প্রথম অঙ্কে বলা হইল।

গ্রন্থকর্ত্তুঃ পরিচয়ঃ শ্লঃ ২

গোবিন্দানন্দনামা গণপতিতনয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ কর্ত্তা
ব্রাহ্মণাচার্য্যঃ সদাসৌ হরিপদকমলেন্যস্তচিত্তো বিবেকী।
শ্রীগোবিন্দে তথাসীৎ সকলজনগণান্ দত্তবান্ ভক্তিপূত
স্তদ্বংশ্যোভক্তিতীর্থী গু গণরহিতো রামকৃষ্ণাশ্রয়াদ্ধ ॥ ১
শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য প্রীতয়ে বিদুষামপি।
রামকৃষ্ণভাগবতং বক্ষ্যে তল্লিদায়কং ॥ ২
বঙ্গাগতাঃ কান্যকুব্জাদ্বেদজ্ঞা ব্রাহ্মণোত্তমাঃ।
গৌতমান্বয়জাস্তেঽত্রপাশ্চাত্যাবৈদিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩

I, the descendent of Govindananda Bhattacharyya, who was the son of Mahamahopadhyaya Ganapati Bhatta, well renowned for his knowledge in all branches of Sanskrita Shastra, and who dedicated his life and all to the services of Shri Govinda, set myself to write this book, entitled "Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam" to preach devotion to Sri Ramakrishna and to bring pleasure to learned Pandits. Some high ranking bramhins of Goutam race who were well-versed in the Vedas, hailed from Kanya Kubja and settled in Bengal. They are now known as Western Vedic Bramhins of Bengal.

হয়: অ:

বঙ্গানুবাদ :—

মহামহোপাধ্যায় সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী পরমপণ্ডিত গণপতি ভট্টের পুত্র গোবিন্দানন্দ ভট্টাচার্য্য সর্ব্বদা ভগবৎ পদে মনোনিবেশকারী এবং শ্রীগোবিন্দে স্ব জনাদি সমর্পণ পূর্ব্বক পবিত্র দেহধারী এইরূপ মহাপুরুষগণের বংশসম্ভূত ভক্তিতীর্থ সকল সদগুণবর্জিত হইলেও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ আশীর্ব্বাদে ও আদেশানুসারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও পণ্ডিতগণের আনন্দবর্দ্ধন জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পদারবিন্দে ভক্তিপ্রদ শ্রীরামকৃষ্ণভাগবত নামক গ্রন্থ বলিতেছি। ১।২

কান্যকুব্জ প্রদেশ হইতে গৌতম গোত্রীয় বেদজ্ঞ সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে সমাগত হইয়া পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ৩

বঙ্গদেশোত্তমে দেশে মেদিনীপুর মধ্যত:।
শিলাবতী নদীতীরে কৃষ্ণ নগর পত্তনে ॥ ৪
যত্র বিরাজিত: সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণোভগবান স্বয়ং।
রাধয়া সহিত: কৃষ্ণরায়জীতি সুবিশ্রুত: ॥ ৫
প্রসাদাত্তস্য কৃষ্ণস্য তত্রাসন্ পূর্ব্বজা জনা:।
কৃতবাসা গৌতমাস্তে কৃতং ক্ষুদ্রোঽজ মযা ॥ ৬
তস্যাং স্বজন্মভূম্যাং শ্রীকৃষ্ণরায় সমাশ্রয়াৎ।
স্বর্গাদপ্যধিকা প্রীতির্জাতা মে ভক্তিযোগত: ॥ ৭

A holy place, called Krishnanagar, is situated on the northern bank of the river Shilavati in the district of Medinipur. There is a temple of Shri Radha and Krishnarayji by whose grace our great forefathers lived in a neighbouring village called Khunbera, and I have also built an humble dwelling there. It is due to close proximity to Shri Krishna-rayji that we prefer to live in that village to a life in heaven, as we are

blessed by the sight and touch of Krishna-ray-ji and also by taking share of eatables offered to Him.

Here ends the second chapter showing the details of the race and ancestors of the writer.

বঙ্গানুবাদ :—

বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বোত্তম প্রদেশ মেদিনীপুর নামক প্রদেশের অন্তর্গত শিলাবতী নদীর উত্তর তীরে কৃষ্ণনগর নামে একটি বিশিষ্ট লোকালয় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ১

সেই কৃষ্ণনগরে শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণরায়জী-নামক একটি সুপ্রসিদ্ধ জীবন্ত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ শ্রীমতী রাধিকার সহিত বিরাজিত আছেন। ২

সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণরায়জীর কৃপায় তাঁহারই সান্নিধ্যে খুনবেড়া নামক গ্রামে আমাদের পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ বাস করেন এবং আমিও সেই গ্রামে ১টি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করি। ৩

শ্রীভগবান কৃষ্ণরায়জীর দর্শন স্পর্শন ও প্রসাদীয় দ্রব্য ভোজনাদি দ্বারা পবিত্রীকরণ আমাদের সেই জন্মভূমিস্থ স্বর্গবাস অপেক্ষাও সুখবাস বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ একমাত্র ভগবৎ সান্নিধ্য। ৭

এইটি গ্রন্থ লেখকের পরিচয়। ৮

অথ শ্লোকাঃ

কলিমাগতমাজ্ঞায় নৈমিষে মুনিপুঙ্গবাঃ।
পরস্পর কথাযজ্ঞ মঙ্গলৈঃ সমান্বিতাঃ॥ ১
সাধ্বী অহ্নীতি সামাত্র মুনিঃ যৌনকসত্রবীৎ।
শাশ্বতং কলিযুগেঽস্মিন্ কো জনানুদ্ধরিষ্যতি॥ ২
কিমাধারং ক্বচ যং রূপং কুত্র বাবির্ভবিষ্যতি।
কা বা তস্য সাধনা চ কথয়ৈব মহামুনে। ৩
শ্রুত্বৈবং যৌনকাদীনাং সর্ব্বেষাং সাধুসম্মতঃ।
জগৌ ভাগবতং সারং সৌতিশ্চক্রে যৌনিব। ৪

তৃতীয়ঃ অঃ

CHAPTER—III

The advent of Sri Ramkrishna as indicated in mythology. While the sages in the forest called Naimisha were engaged in a discourse on the manifestation of the Supreme Being, in the beginning of Kali yuga, Nadijangha asked Sounak, "Please tell us who will appear in this Kali yuga to bring redemption to mankind. Where will he be born? What will be his appearance and activities? What also will be his merit?" At this, Saunaka told him very kindly all about the appearance of Sri Ramakrishna, the incarnation of God in the Kali yuga. ॥ 1 to 4 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

বহু পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যে ভগবদনুভবী ঋষিসকল কলিযুগ আসিয়াছে জানিয়া পরস্পর ভগবানের কথায় রত হইলে তন্মধ্যে নাড়ীজঙ্ঘ নামক কোন একটি ঋষি মহামুনি শৌনক ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ১

হে মহামুনি সম্প্রতি এই কলিযুগে কলিগ্রস্ত জীবগণকে কে উদ্ধার করিবে। অর্থাৎ কলির জীবসমূহ কাহার নাম উচ্চারণ মাত্রে তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হইবে। ২

তাঁহার স্বরূপ কি, আচরণই বা কেমন, কোথায় আবির্ভূত হইবেন, তাঁহার সাধনা কি! তাহা আমাকে বলুন। এই কথা শুনিয়া সর্ব্বজ্ঞ সাধুবৎসল শৌনকদেব বলিয়াছিলেন এই কলিযুগে ॥ ৩।৪

স্বরূপং তস্য লীলা চ রূপযোশ্চ তং তদা।
শৃণু বৎস বদিষ্যামি সর্ব্বলোকমনোহরম্ ॥ ৫
শ্রীরামকৃষ্ণ চরিতং যং ন জানন্তি যোগিনঃ।
পুরাহ ব্রহ্মণঃ সর্বে ব্রহ্মকুণ্ডে যদাগমং ॥ ৬

६य: अ:

यत्र स्वयं पद्मयोनी राजर्षिममितप्रभं ।
भगीरथं महाभागं गङ्गानयनतत्परं ॥ ७
त्रेताद्वापर माहात्म्यं रामकृष्ण कथाश्रयं ।
तयोश्चचरितं सम्यगुक्त्वान्ते कलिकालजं ॥ ८

"Dear child, listen to what I say about Sri Ramkrishna who is beyond the reach of knowledge of the greatest of sages. Once in Treta Yuga I had been to Haridwar where I found Bhagiratha, who had come up to bring the Ganga down to the earth to bring salvation to the souls of the sixty thousand sons of the king Sagar. There I also heard Lotus-born Brahma describing the glory of Rama of Treta yuga and Krishna of Dwapur yuga to the king Bhagiratha. ॥ 5 to 8 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বরূপ ও লীলা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন। ত্রিলোকের পাপনাশক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরিত্র বলিতেছি তুমি শোন যে চরিত্র যোগিগণও সম্পূর্ণ অবিদিত। ৫

আমি ত্রেতাযুগে ব্রহ্মার যজ্ঞক্ষেত্র হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডে যে সময়ে যাইয়াছিলাম। সেই সময়ে সেই স্থানে পিতামহ ষষ্টি সহস্র সগর সন্তানগণের উদ্ধারার্থে গঙ্গানয়ন তৎপর সূর্য্যবংশীয় মহাভাগ্যবান রাজর্ষি ভগীরথকে। ৬।৭

স্বয়ং পদ্মযোনি ব্রহ্মা ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের অবতার শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ মহাত্ম্য ও চরিত্র শ্রবণ করাইয়া। ৮

जीव दुःखं हृदिस्मृत्वा क्षणं वाक्शून्यतां गतः ।
ततः परममानन्दं प्राप्यासौ विश्वकृत्तदा ॥ ९
भगीरथमुवाचेदं शृणु राजर्षि सत्तम ।
कलेर्द्वेषनिधेर्दोषास्तावदेवोर्जिताध्रुवं ॥ १०

৯ম: অ:

যাবদেব ভবিষ্যন্তি শ্রীরামকৃষ্ণ নাম ধৃক্।
নাবির্ভূতঃ স ভগবান চিন্ত্যজ্ঞানস্তশক্তিকঃ ॥ ৭৭
রাঢ়ে ব্রহ্মকুলে চন্দ্রোদরে প্রাদুর্ভবিষ্যতি।
লীলাশ্চ ত্রিবিধাস্তস্য আদিমধ্যান্তরূপকাঃ ॥ ৭২

In the end, remembering the untold of hardship of the people of Kali Yuga Brahma remained speechless for a while. Then he told Bhagiratha in great joy, "Oh king, the people of Kali Yuga will continue to be afflicted with the sufferings till the appearance of Sri Ramkrishna. He will be born in a bramhin family in Bengal. His activities will be threefold,—early, middle, last.

॥ 9 to 12 ॥

বঙ্গানুবাদঃ—

শেষে কলিকালজাত জীবের দুঃখ স্মরণ করিয়া ক্ষণকাল বাক্‌শূন্য অবস্থায় অবস্থিত হইয়া পরে পরমানন্দে ভগীরথকে বলিয়াছিলেন। ৯

ওহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি তুমি শ্রবণ কর। দোষযুক্ত কলির ভতক্ষণই দোষ সকল প্রাণীগণকে প্রবলভাবে পীড়ন করিয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত অনন্ত শক্তি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব না হয়। ১০।১১

কলিযুগের প্রায় ৫ হাজার বৎসর গত হইলে বঙ্গের রাঢ় দেশে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে চন্দ্রাদেবীর গর্ভে আবির্ভূত হইবেন। এবং তাঁহার লীলাসকলও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মত আদিলীলা মধ্যলীলা এবং অন্ত্য লীলারূপে ত্রিবিধ। ১২

ভবিষ্যত্যমৃতাখ্যাস্যা মধ্যা মঙ্গলদায়িকা।
অমর্ত্যাখ্যান্তরূপা চ যাভ্যো যমভয়ং গতম্ ॥ ৭৩
ভবিষ্যত্যেবজীবানামাবির্ভাব স্তদা ভবেৎ।
প্রায়েণ পঞ্চসাহস্রে কল্যব্দে বিগতে সতি ॥ ৭৪

३यः अः।

रामकृष्ण मुखोद्गीर्णं ग्रन्थं सर्व्वाङ्गसुन्दरम्।
सुन्दरो ब्राह्मणः कश्चिद्वर्णयिष्यति पण्डितः॥ १५
मङ्गलाचरणञ्चादौ कृपाप्राप्तिस्ततः परं।
प्रणतिः श्रीभगवतो रामकृष्णस्य योगिनः॥ १६

His early life will be called Amrita (Immortal), the middle "Mangala" (Blissful) and the last "Abhaya" (Free from fear). By compiling the utterings of Sri Ramakrishna one Sundara (beautiful) bramhin will write a book, in which there will be first obeisance to gods, then meeting with Sri Ramakrishna and his blessing; hymn to Sri Ramakrishna. "13 to 16"

ষষ্ঠঃ অঃ।

ততস্তস্যাপরীক্ষেণ ত্রিসত্যং প্রতিপাদিতম্।
ভগবদ্রামকৃষ্ণস্য ভক্তবর্গস্য পাদয়োঃ। ১৮
ক্ষমা লাভার্থং মত্যর্থং যাচ্ঞা তস্য বিশেষতঃ।
পিত্রাসহ দর্শনঞ্চ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে॥ ১৯
শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য যোগণ্ডে পুণ্যধামরে।
বহুপুণ্যফলাদস্য শ্রীরামকৃষ্ণ পাদয়োঃ॥ ২০

The detailed account of the family of the writer, and the devotees of Sri Ramkrishna; His transcendentalism; obeisance to his devotees; meeting with Sri *Ramakrishna and his blessing.* *"17 to 20"*

বঙ্গানুবাদ ঃ—

গ্রন্থ রচয়িতার বংশ পরিচয়। ভগবানের পার্ষদ নির্ণয়। ১৭

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্রৈকালিক সত্যত্ব বা ত্রিসত্য প্রতিপাদন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ও ভক্তমহারাজগণের কৃপালাভের জন্য গ্রন্থকারের তাঁহাদের পাদপদ্মে পুনঃপুনঃ প্রার্থনা। ১৮

গ্রন্থরচয়িতার অষ্টম বর্ষবয়সে পিতার সহিত দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির মন্দিরে সাক্ষাৎ ভগবান রামকৃষ্ণের দর্শন এবং বহু জন্মের বহু পুণ্য সঞ্চিত বশতঃ গ্রন্থকারের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদযুগলে মস্তক লুণ্ঠিত হইলে ভগবানও নিজ পুত্রের মত মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্বাদ করেন। ১৯।২০।২১

মস্তকং লুণ্ঠিতঞ্চাসীত্তেন তস্য কৃতার্থতা।
তন্মস্তকে ন্যস্তহস্তো ভগবান্ করুণানিধিঃ॥ ২১
আশ্যোর্বাদং দদৌ তস্মৈ বালকায় স্বপুত্রবৎ।
প্রাগাবির্ভাবতস্তস্য শ্রীরামকৃষ্ণ যোগিনঃ॥ ২২

३य अः

पितुः पूर्व्वाश्रमस्यास्य वर्णनं दुखसूचकं ।
दुष्ट भूस्वामिनः पापाचरणाद् गृहविच्युतिः ॥ २३
बन्ध दर्शनतस्तस्य सुखलालस्य धीमतः ।
साह्यतः क्षुदिरामस्य कामारपुकुरे स्थितिः ॥ २४

An account of Khudiram's original habitation; his departure from his native place in destitute condition; his meeting with an old friend, named Sukhalal Goswami and settling at Kamarpukur. "21 to 24"

বঙ্গানুবাদঃ—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে পিতা ক্ষুদিরামের পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয়। দুষ্ট জমিদারের চক্রান্তে ক্ষুদিরামের সর্ব্বস্বান্ত অবস্থায় গৃহ হইতে বহির্গতের পর পথিমধ্যে পূর্ব্ববন্ধু সুখলাল গোস্বামীর দর্শন এবং গোস্বামীর সাহায্যে ক্ষুদিরামের কামারপুকুরে বাসগৃহস্থাপন। ২২।২৩।২৪

रघुवीर शिलाप्राप्ति र्गयायां गमनं तथा ।
क्षुदिरामं गयाक्षेत्रे स्वप्ने साक्षात् गदाधरः ॥ २५
उवाचावतरिष्यामि भवत् क्षेत्रे न संशयः ।
गया प्रत्यागतो विप्रो भगवद्भावभावितः ॥ २६
गर्भोऽभवच्चन्द्रादेव्या स्तत्र श्रीभगवान स्वयं ।
आविर्भूतो गर्भमध्ये देवानामागमादिकं ॥ २७
ततो गते कियत्काले भगवान् श्रीगदाधरः ।
आविर्भूतः सूतिसृष्टे जन्माख्यान मुवाच सः ॥ २८

Getting the holy stone of Raghubir; Journey to Gaya; His dream in Gaya about the birth of Gadadhar;

३य: अ:

Return to Kamarpukur; Holy conception of Chandra Devi; Visit of the gods; the birth of God in His own Self. "25 to 28".

বঙ্গানুবাদ :—

রঘুবীর নামক শালগ্রাম শিলা প্রাপ্তির পর ক্ষুদিরামের গয়াধামে গমন তথায় ভগবান গদাধর স্বপ্নে ক্ষুদিরামকে আমি শীঘ্রই তোমার পত্নীর গর্ভে আবির্ভূত হইব। ২৫

এইরূপে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত ক্ষুদিরাম গয়াধাম হইতে নিজগৃহে প্রত্যাগমনান্তে ভগবদ্ভাবে ভাবিত হইলে পত্নী চন্দ্রাদেবীর পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়সে গর্ভলক্ষণ হইয়াছিল। এবং সেই গর্ভে ভগবান আবির্ভূত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ ক্ষুদিরামের গৃহে যাতায়াত করিতেন। ২৬।২৭

এইরূপভাবে প্রসবকালীন ভগবান আবির্ভূত হইয়া তাঁহার স্বরূপ তাঁহার পিতামাতাকে নিজ চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তিটিও দেখাইয়াছিলেন। ২৮

स्व चतुर्भुजमूर्त्तिञ्च पितरौ समदर्शयत्।
ततस्तद्बाल्य लीलायां रिङ्गन मत्यलौकिकं ॥ ३९
अन्नाशनं पाठगेह प्रवेशः पाठहेतवे।
तत्र छात्रपरीक्षार्थं मागते राजपण्डिते ॥ ३०
स्वरूपं दर्शयामास नवदूर्व्वादलद्युति।
सर्व्वभावस्याविर्भावो बाल्ये तस्य निरूपितः ॥ ३१
ततो भागिनेय गेहे पितुर्मृत्योरनन्तरं।
गदाधरोपनयनं सर्व्वथालौकिकं मतम् ॥ ३२

Gadadhar's revelation of his appearance with four hands; his uncommon activities in his boyhood; his rice taking ceremony; initiation to the study and

learning; revelation of his own divine self to the visiting Government officer; soaring up to higher spiritual plane at times even in his boyhood; death of Khudiram in his nephew's house; performance of the sacred-thread ceremony of Gadadhar in a very uncommon way. 29 to 32

বঙ্গানুবাদ:—

তৎপর বাল্যলীলা অলৌকিকভাবে হইয়াছিল। অন্নপ্রাশন, বিদ্যারম্ভ এবং পাঠশালায় রাজপুরুষকে অর্থাৎ শিক্ষাবিভাগীয় ইন্সপেক্টরকে স্বকীয় ভগবৎ স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। এবং বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ভাবাবেশ হইত।

২৯।৩০।৩১

তারপর ঠাকুরের পিতা ক্ষুদিরামের ভাগিনেয় রামচাঁদের গৃহে মৃত্যু হইলে কিছুদিন পরে গদাধরের উপনয়ন কার্য্য অলৌকিকভাবে সুসম্পন্ন হয়। ৩২

ধান্যীমাতুর্ধনোনাম্ন্যা: প্রাগ্‌ভিক্ষা গ্রহণং তথা।
পূজনং রঘুবীরস্যে র্ভাবাবিষ্টস্য চেতসঃ॥ ২৩
এবং ব্রাহ্মণ সিদ্ধান্ত পর্য্যন্তমাদিকাণ্ডকং।
মধ্যকাণ্ডস্য প্রারম্ভ কম্বিকাতা সমাগমঃ॥ ২৪
ভ্রাতুর্বিদ্যালয়ং প্রাপ্য তত্র শাস্ত্রানুশীলনং।
অবান্তরে রাসমনেঃ প্রজারঞ্জণ কৌশলম্॥ ২৫
রাজ্ঞ্যাস্তীর্থগতেঃ কালে দক্ষিণেশ্বর সংস্থিতিঃ।
রাত্রৌ কালী কৃপানাভা তত্রদেবালয়ঃ কৃতঃ॥ ২৬

Taking alms from a mid-wife named Dhani; worship of Raghubir in a mood of deep meditation; a Brahmin's recovery from illness; here ends the first part of the

३य: अ:

book. The Middle part begins with Thakur's arrival in Calcutta; then his study of shastras under the tutorship of his elder brother; the stratagey of Rani *Rasmoni to protect her subjects; on the eve of pilgrimage* her stay at Dakshineswar; Kali's blessing on her; establishment of temples at Dakshineswar. 33 to 36

বঙ্গানুবাদ:—

অর্থাৎ ধনী নামে কর্ম্মকারের পত্নী ধাত্রীমাতার নিকটে উপনয়নের সময়ে ব্রহ্মচারী অবস্থায় সর্ব্ব প্রথমে ভিক্ষাগ্রহণ করেন। তৎপরে গৃহদেবতা রঘুবীরাদি দেবতার পূজা করিতেন ভাবাবিষ্ট হইয়া। ৩৩

এইরূপভাবে ব্রাহ্মণের রোগমুক্তিপর্য্যন্ত আদিলীলা সমাপ্ত হয়। মধ্যলীলার প্রারম্ভে ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের বিদ্যালয়ে শাস্ত্র চর্চ্চা ইহার মধ্যে রাণী রাসমণির প্রজাদিগের রক্ষা কৌশল রাণী রাসমণির তীর্থগমনের সময় দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান এবং নিদ্রিতাবস্থায় রাত্রিকালে জগদম্বার কৃপালাভ ও মন্দির নির্ম্মাণাদি। ৩৪।৩৫।৩৬

भोगदानविधौ तत्र विधिपत्र प्रसङ्गत:।
पण्डितप्रवरेणापि श्रीरामकुमारेण च ॥ ३७

उपदिष्टा तदा राज्ञी कृतार्थाभूत् सुनिश्चिता।
तन्मन्दिर प्रतिष्ठायां पूजाकार्य्ये विशेषत: ॥ ३८

पण्डित: सुष्ठु लिप्तोऽमूद्राज्ञ्यास्तत्र समादरात्।
दृष्ट्वा तन्निन्दितं कर्म्म क्रोध लिप्तो गदाधर: ॥ ३९

दैवानुष्ठान तस्तस्य क्रोधो निर्व्वाणतां गत:।
हृदयागमनात्तत्र कृतं तेन शिवार्च्चनं ॥ ४०

২য় অঃ

Counsel of Pandit Ramkumar regarding distribution of the rice; services of Ramkumar in the foundation ceremony of the temples; Gadadhar's resentment; his appeasement by holy rites; Hridaya's arrival; worship of Lord Shiva. 37 to 40

বঙ্গানুবাদ :—

রাণী রাসমণির মন্দির নির্ম্মাণ ও দেবতাসকলের সংগ্রহ হইলেও ভোগদান বিষয়ে পণ্ডিতগণের মত না হওয়ায় একমাত্র রামকুমার পণ্ডিতই ভোগদান সম্বন্ধে রাণীকে আদেশ করেন এবং রাণীও রামকুমারের উপদেশে কৃতকার্য্য হন। রামকুমার পণ্ডিতই প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য সম্পাদন করেন এবং রাণীর আগ্রহবশতঃ রামকুমার পণ্ডিতই পূজাকার্য্যে ব্রতী হন। তাহা দেখিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু দৈবানুষ্ঠান বশতঃ ক্রোধ দূরীভূত হয়। এবং সেই সময় ভাগিনেয় হৃদয়রাম দক্ষিণেশ্বরে আসিলে ঠাকুর স্বহস্তে শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন। ৩৭।৩৮।৩৯।৪০

সাক্ষান্মাতুঃ কৃপালাভো জন্মভূদর্শনং ততঃ।
তত্রোদ্বাহঃ সারদয়া পুনঃ স্বস্থানদর্শনং ॥ ৪১
রাজ্ঞা রাসমণে র্মৃত্যু র্ভৈরব্যা গমনং শুভং।
পূর্ণাভিষিক্তো ভৈরব্যা সাধনাসিদ্ধি বর্ণনং ॥ ৪২
গদাধর স্বরূপস্য নির্বিকল্প মনাধিনা।
দৃষ্ট্বা শ্রীভৈরবীদেবী চকার নাম পাবনম্ ॥ ৪৩
শ্রীরামকৃষ্ণদেবেতি রামকৃষ্ণ স্বরূপকং।
সাধনং বহু দেবানাং তয়া প্রকৃতি সাধনম্ ॥ ৪৪

Appearance of the Goddess before Gadadhar and Her blessing on him; his visit to his native village and

his marriage with Sarada ; his return to Dakshineswar ; death of Rani Rashmoni ; Bhairabi's arrival ; Initiation by Bhairabi and attainment of success ; her realisation of the true self of Gadadhar as one unified entity of Sri Ramachandra and Sri Krishna ; the naming of Sri Ramakrishna by Bhairabi ; his worship of various gods and attainment of divine power. 41 to 44

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে ভগবতীর কৃপালাভ, কামারপুকুরে গমন, সারদার সহিত বিবাহের পর পুনর্ব্বার ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে আগমন। ৪১

রাণী রাসমণির মৃত্যু, ভৈরবীর আগমন। ভৈরবী ঠাকুরকে পূর্ণাভিষিক্ত করেন এবং ঠাকুরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ। ৪২

তৎপরে শ্রীভৈরবীদেবী নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় গদাধরের যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারিয়া; ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের একত্ব রূপ নাম করণ করেন। পরে বহু দেবতার সাধনা ও প্রবৃত্তি বা শক্তি সাধন করেন। ৪৩।৪৬

মুদ্রাণাং মৃত্তিকাতুল্যং সাধনং কৃতবান্ প্রভুঃ।
জটাধারী প্রসঙ্গশ্চ তোতাপুরী সমাগমঃ॥ ৪৫
হঠলাদি ধর্ম্ম সিদ্ধি ভৈরব্যা সহিতস্তয়া।
অজগাম পিতুর্গেহে ভৈরব্যাশ্চ পলায়নং॥ ৪৬
ততোপিত্বা কিয়ৎ কালং কামারপুকুরাৎ পুনঃ।
আগতস্তৎ প্রিয় স্থানে দক্ষিণেশ্বর ধামনি॥ ৪৭
এবমন্তর লীলেয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ যোগিনঃ।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং রামকৃষ্ণে রতির্ভবেৎ॥ ৪৮

२यः अः

His realisation of oneness between earth and coins; the story about Jatadhari; the appearance of Totapuri at Dakshineswar; his practice as an Islam; his visit to Kamarpukur with Bhairabi; Bhairabi's escape; his return to Dakshineswar; Here ends the Middle Part.

40 to 48

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তৎপরে ঠাকুর মৃত্তিকাতুল্য মুদ্রাসাধন সম্পন্ন করেন। জটাধারী সাধুর প্রসঙ্গ তোতাপুরী সন্ন্যাসীর আগমন। ৪৫

ইস্‌লামাদি যাবনিক ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভের পর পুনরায় ভৈরবীদেবীর সহিত কামারপুকুরে গমন। এবং ঐস্থান হইতেই ভৈরবীদেবীর পলায়ন। ৪৬

কিছুকাল তথায় অবস্থান পূর্ব্বক কামারপুকুর হইতে পুনরায় তাঁহার অতি প্রিয় দক্ষিণেশ্বরে আগমন। ৪৭

এইরূপভাবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যলীলা হইয়াছিল। যে লীলা শ্রবণ করিলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবে রতি জন্মে। ৪৮

अन्तलीला प्रारम्भे च नानाजनसमागमः।
तत्र तस्य पार्षदानां नामान्यत्र प्रगीयते ॥ ४९

निजधामागतैर्यैर्हि लीलात्र प्रकटीकृता।
नरेन्द्रनाथ राखाल योगीन्द्रनाथ तारक ॥ ५०

गङ्गाधर बाबुराम गिरीशचन्द्र सारदाः।
बलरामोपेन्द्रनाथौ शशिभूषण भूपती ॥ ५१

काली लाटुर्हरिनाथ शरच्चन्द्र निरञ्जनाः।
नामका रामकृष्णस्य सिद्धभक्ता भवन्त्यमी ॥ ५२

ইয়ঃ অঃ

In the beginning of the Last Part, many people gathered around him. Of them, the names of his followers worth mention are as follow : Narendra Nath Rakhal, Jogindra Nath, Taraka, Gangadhara, Baburam, Girishchandra, Sarada, Balaram, Upendra Nath, Sashibhushan, Bhupati, Kali, Latu, Harinath, Sarat-chandra. Niranjan. These are the constantly attached followers of Sri Ramakrishna. 49 to 52

বঙ্গানুবাদ ঃ —

ভগবানের শেষ লীলার প্রথমে বহু ব্যক্তির সমাগম হয়। তন্মধ্যে যেসকল ভক্ত তাঁহার নিজ ধাম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদি স্থান হইতে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিত্য লীলা প্রচারার্থে আসিয়াছেন তাঁহাদের কিঞ্চিৎ নাম বলা হইতেছে। যথা নরেন্দ্রনাথ রাখালরাজ, যোগীন্দ্রনাথ, গঙ্গাধর, বাবুরাম, গিরিশচন্দ্র, সারদা, বলরাম, উপেন্দ্রনাথ, শশিভূষণ, ভূপতি, কালী লাটু হরিনাথ শরচ্চন্দ্র নিরঞ্জন এই সকল ভক্তই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যসিদ্ধ সিদ্ধ ভক্ত। ৪৯।৫০।৫১।৫২

এতদ্রূপাঃসন্তিচান্যে তদা যত সহস্রশঃ।
অত্র রসাতলে মর্ত্যে স্বর্গে চ দৃশ্যতে স্ফুটং ॥ ৫৩

অনন্ত ভক্ত প্রবরা বিদ্যন্তে চ জলে স্থলে।
এবন্তদ্ ভক্তবর্গাণামন্যেষাং বিদুষামপি ॥ ৫৪

মেলনং বহুধাহ্যাসীৎ শ্রীরামকৃষ্ণ যোগিনা।
তন্নামান্যত্র সংক্ষেপাৎ কথ্যতে কৌতুকাৎ কিল ॥ ৫৫

শ্রীতর্করত্ন বেদান্তবাগীশ পদ্মলোচন।
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গৌরী পণ্ডিত সংজ্ঞকাঃ ॥ ৫৬

Such devotees are seen in the heaven, the earth and the lower regions even to-day. Beside these, there are also innumerable devotees in land and water. They meet Sri Ramakrisha in various ways. To cite a few examples, we may mention Sri Padma Lochan Tarkaratna Vedantabagish, Maharshi Devendra Nath Pandit Gouri. 53 to 56

বঙ্গানুবাদঃ—

আজ পর্য্যন্ত এইরূপ অসংখ্য ভক্ত স্বর্গে ও মর্ত্তে ও পাতালে প্রত্যক্ষরূপে দৃশ্য হয়। ৫৩

এবং ইহা ছাড়াও জলে স্থলে অনন্ত ভক্ত আছে। এইরূপভাবে ভগবানের অনন্ত ভক্তবর্গ এবং অন্য পণ্ডিতবর্গেরও ভগবানের সহিত বহু প্রকারে মিলন হয় কৌতূহলবশতঃ এইস্থলে তাঁহাদের নামও বলিতেছি। তর্করত্ন বেদান্তবাগীশ পদ্মলোচন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌরী পণ্ডিত প্রভৃতি। ৫৪।৫৫।৫৬

বিদ্যাসাগর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামি পণ্ডিতৌ।
কেশবচন্দ্র সেনশ্চ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকঃ॥ ৫৭
শ্রীরামকৃষ্ণদেবেন যেষামাসীৎ সমাগমঃ।
যৈন তে পণ্ডিতাঃ সর্ব্বে তস্য দর্শনমাগতঃ॥ ৫৮
জীবনং সফলং জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যাঃ কিলাভবন্।
ততঃ শ্রীসারদাদেবী গঙ্গাস্নানায় তস্য চ॥ ৫৯
দর্শনার্থে গতা মধ্যে পথি সঙ্গবিবর্জ্জিতা।
দর্শযুদ্ধস্তাদিমুক্তা সা দক্ষিণেশ্বর সঙ্গতা॥ ৬০

Vidyasagar, Vijoykrishna Goswami. Keshab Chandra Sen, the preacher of Bramha religion. Such great scholars became blessed even at the very sight of

Sri Ramakrishna. Then while proceeding on her journey with a view to taking a bath in the holy Ganga and also paying a visit to her husband, without any companion she fell into the hands of robbers but she reached Dakshineswar without any harm. 57 to 60

বঙ্গানুবাদ ঃ—

পণ্ডিত বিদ্যাসাগর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা কেশব চন্দ্র সেন। ৫৭

এই সকল পণ্ডিতগণের সহিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মিলন হয়। এবং তাহার জন্য সেইসকল পণ্ডিতগণ ঠাকুরের দর্শনমাত্রে নিজনিজ জীবনকে ধন্য মনে করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ৫৮

তৎপর শ্রীমতী সারদাদেবী গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের দর্শন জন্য কামারপুকুর হইতে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে সঙ্গশূন্য হইয়া দস্যু হস্তে পতিতা হন তৎপরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত মিলিত হন। ৫৯।৬০

মথুরেণ ভগবত স্তীর্থযাত্রা সমাগমঃ।
তীর্থ প্রত্যাগতস্বামী স্বকান্তাং সারদাং তদা ॥ ৬১
স্বরূপ জ্ঞানদানেন কৃতার্থামকরোচ্চ তাং।
রামেশ্বরস্য নির্য্যান তৎপুত্রঃ পূজকোঽভবৎ ॥ ৬২
কেশবচন্দ্র সেনস্য ঠাকুরেণ সমাগমঃ।
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামো যদনুগ্রহতঃ প্রভুঃ ॥ ৬৩
ব্রাহ্মধর্ম্মং পরিত্যজ্য কৃষ্ণসেবাং চকার হ।
স্বমাতুর্মরণং প্রেতকৃত্যং সর্ব্বমকারয়ৎ ॥ ৬৪

Then Thakur's pilgrimage to various holy places with Mathur; On his return, revelation of his real self

३तः अः

to Sarada ; after the death of Rameswar appointment of son as the priest; Keshab Chandra Sen's visit to Thakur ; by grace of Thakur, conversion of Vijoy Krishna Goswami from Bramha religion and his initiation to the holy services of Lord Krishna ; after the death of Chandra Devi, performance of her last rites by Thakur's nephew. 61 to 64

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে মথুরের সহিত ঠাকুর তীর্থ যাত্রা করেন এবং তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পত্নী সারদাদেবীকে তাঁহার যথার্থ স্বরূপটি কি তাহা জানাইয়াছেন। রামেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রামলাল ভবতারিণীর পূজক হন। ৬১।৬২

কেশবচন্দ্র সেনের সহিত মিলিত হন। এবং প্রভু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া কুলদেবতা ভগবান কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। তৎপরে ঠাকুরের মাতা চন্দ্রাদেবীর মৃত্যু হইলে ভ্রাতুষ্পুত্রের দ্বারা তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য করাইয়াছিলেন। ৬৩।৬৪

तत्र कोलाहलो नाना नानाजनसमागमात् ।
शिष्याह्वान' निर्व्वानच्च नरेन्द्रस्य कृतार्थतां ॥ ६५

ठाकुरस्यान्तलीलैव' वर्णितास्तज्जनैः पुरा ।
निवेशिता महाभागा स्तद् भक्ताःक्षन्तुमर्हथ ॥ ६६

एवन्तद्ग्रन्थ सम्पूर्णं कृतवान् ग्रन्थकृत् स्वय' ।
युगावतार चरित' यदुक्तं पद्मयोनिना । ६७

तदेवोक्त' मयाप्यत्रनैमिशे सविधे च व. ।
तमेव पुरुष' ध्येय' कलौ नित्यं मुमुक्षुभिः ॥ ६८

২য়ঃ অঃ

Then due to a very noisy and tumultuous atmosphere consequent on the gathering of people in large numbers Thakur's call to his followers, his blessing on Narendra Nath and lastly his intimate followers. I pray for their forgiveness if I have gone astray anywhere. Thus the book has been completed. I have said what had been told by Pdmayoni Bramha abcut the Avatar of Kali Yuga, who is to be worshipped by all who seek salvation. 65 to 68

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে বহু ব্যক্তির সমাগমবশতঃ নানাপ্রকার কোলাহল উপস্থিত হইলে ঠাকুর শিষ্যবর্গকে আহ্বান করেন। নরেন্দ্রকে স্বরূপ দেখাইয়া নিজধামে গমন করেন। ঠাকুরের ভক্তবর্গ প্রায় এইরূপভাবেই তাঁহার বর্ণন করিয়াছেন অতএব সেইসকল মহাভাগ্যবান মহাত্মাগণ আমায় ক্ষমা করিবেন। ৬৫।৬৬

গ্রন্থকর্ত্তা এইরূপ ভাবেই গ্রন্থ সমাপ্তি করিয়াছেন। স্বয়ং পদ্মযোনি ব্রহ্মা ব্রহ্মকুণ্ডে রাজর্ষি ভগীরথকে যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা যাহা বলিয়াছেন আমি অর্থাৎ শৌনক ঋষি এই নৈমিষারণ্যে আপনাদের নিকট তাহাই বলিলাম। অতএব মুক্তিকামী জনগণ কলিযুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যই ধ্যান করিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবং হি ভগবন্তং জনার্দ্দনং।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য রসাধারূপং সনাতনম্॥ ৬৮
কামিনীকাঞ্চনত্যাগাদূর্জ্জিতং সমুদ্ভবাৎ।
ষাড়্গুণ্য পরিপূর্ণাঞ্চ ভজেত্তং মধুসূদনম্॥ ৩০

ইতি শ্রীভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য মহাজন বার্ত্তারূপো লীলা-বিলাসাখ্যস্তৃতীয়োঽঙ্কঃ। ২

३य: अ: ।

We should worship Sri Ramkrishna in order to attain salvation in this Kali yuga.

Here ends the third chapter of Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam, describing a brief sketch of his life.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী ব্রাহ্মণবংশে অবতীর্ণ ও ষাড়্গুণ্য পরিপূর্ণ হেতু ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য রসের আধার সনাতন জনার্দ্দন মধুসূদন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবই কলিযুগে ভজনীয়। ৬৯।৭০

ভক্তিতীর্থবিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাজনবার্ত্তা রূপ তৃতীয় অঙ্কে লীলাবিলাস বর্ণিত হইল।

चतुर्थोऽङ्कः

श्रीरामकृष्णस्य कथा प्रजल्पिनः
स्वामि प्रधाना जन दुःख मोचकाः।
तदीय पादाम्बुज धूलिधूसरं
कदाभवेदस्य शिरोऽधमस्य मे ॥ १
व्योमग्रहाधिक द्विषट्शत बङ्गाब्द माधवे।
पित्रासहागमं स्तस्मिन्दक्षिणेश्वरधामनि ॥ २
तत्र दृष्ट्वा जगन्नाथं रामकृष्णं पिता मम।
दण्डवत्तत् पादतले पतित्वा प्रणिपत्य तं ॥ ३
पुनः पुनः पादधूलिं पानिभ्यां प्रतिगृह्य सः।
स्वमस्तके सुविन्यस्य धन्योऽहमिति चोक्तवान् ॥ ४

I look forward to that day when I shall be blessed with the dust of the feet of those great men who treasure the uttering of *Sri Ramkrishna* in their *heart* Once early in the month of Vaisakh in the Bengali

Then due to a very noisy and tumultuous atmosphere consequent on the gathering of people in large numbers Thakur's call to his followers, his blessing on Narendra Nath and lastly his intimate followers. I pray for their forgiveness if I have gone astray anywhere. Thus the book has been completed. I have said what had been told by Pdmayoni Bramha about the Avatar of Kali Yuga, who is to be worshipped by all who seek salvation. 65 to 68

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে বহু ব্যক্তির সমাগমবশতঃ নানাপ্রকার কোলাহল উপস্থিত হইলে ঠাকুর শিষ্যবর্গকে আহ্বান করেন। নরেন্দ্রকে স্বরূপ দেখাইয়া নিজধামে গমন করেন। ঠাকুরের ভক্তবর্গ প্রায় এইরূপভাবেই তাঁহার বর্ণন করিয়াছেন অতএব সেইসকল মহাভাগ্যবান মহাত্মাজন আমায় ক্ষমা করিবেন। ৬৫।৬৬

গ্রন্থকর্ত্তা এইরূপ ভাবেই গ্রন্থ সমাপ্তি করিয়াছেন। স্বয়ং পদ্মযোনি ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষে রাজর্ষি ভগীরথকে যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা যাহা বলিয়াছেন আমি অর্থাৎ শৌনক ঋষি এই নৈমিষারণ্যে আপনাদের নিকট তাহাই বলিলাম। অতএব মুক্তিকামী জনগণ কলিযুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যই ধ্যান করিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবং হি ভগবন্তং জনার্দ্দনং।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য রসাধারূপং সনাতনম্॥ ৬৯
কামিনীকাঞ্চনত্যাগাদূর্জ্জিতম সমুদ্ভবাৎ।
ষাড়্গুণ্য পরিপূর্ণাঞ্চ ভজেত্তং মধুসূদনম্॥ ৭০

ইতি শ্রীভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য মহাজন বার্ত্তারূপো লীলা-বিলাসাখ্যস্তৃতীয়োঽঙ্কঃ। ২

३य: अ: -

We should worship Sri Ramkrishna in order to attain salvation in this Kali yuga.

Here ends the third chapter of Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam, describing a brief sketch of his life.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী ব্রাহ্মণবংশে অবতীর্ণ ও ষাড়্গুণ্য পরিপূর্ণ হেতু ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য রসের আধার সনাতন জনার্দ্দন মধুসূদন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবই কলিযুগে ভজনীয়। ৬৯।৭০

ভক্তিতীর্থবিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাজনবার্ত্তা রূপ তৃতীয় অঙ্কে লীলাবিলাস বর্ণিত হইল।

चतुर्थोऽङ्कः

श्रीरामकृष्णस्य कथा प्रजल्पिनः
स्वामि प्रधाना जन दुःख मोचकाः।
तदीय पादाम्बुज धूलिधूसर
कदाभवेदस्य शिरोऽधमस्य मे ॥ १
व्योमग्रहाधिक द्विषदशत वङ्गाब्द माधवे।
पित्रासहागमं स्तस्मिन्दक्षिणेश्वरधामनि ॥ २
तत्र दृष्ट्वा जगन्नाथं रामकृष्णं पिता मम।
दण्डवत्तत् पादतले पतित्वा प्रणिपत्य तं ॥ ३
पुनः पुनः पादधूलिं पानिभ्यां प्रतिगृह्य सः।
स्वमस्तके सुविन्यस्य धन्योऽहमिति चोक्तवान् ॥ ४

৪র্থঃ অঃ

year 1290. I had been to Dakshineswar with my father. As soon as my father met Sri Ramakrishna. he fell at his feet, took the dust of his feet on his head and felt blessed. 1 to 4

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃতই যাঁহাদিগের কথা জনগণের দুঃখ মোচন কারী যেসকল মহারাজগণ আছেন। তাঁহাদের পদধূলি দ্বারা কতদিনে আমার মস্তক ধূসর বর্ণে রঞ্জিত হইবে। ১

বঙ্গীয় সন ১২৯০ সালের বৈশাখ মাসের প্রথমে আমি পিতৃদেবের সহিত দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির মন্দিরে যাইয়াছিলাম। ২

সেই স্থানে আমার পিতৃদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবামাত্র সসম্ভ্রমে তাঁহার পদতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক দুইটি হস্তে ঠাকুরের পদধূলি পুনঃপুনর্ব্বার নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া আমি ধন্য হইলাম এই কথা বলিয়াছিলেন। ৩।৪

ततस्तयोः पूर्व्ववृत्त संवादानन्तरं पिता।
पुनर्भगवतस्तस्य पादधूलिं प्रगृह्य सः॥ ५
मम मूर्द्ध्नि ददौ भक्त्या वसुवर्ष वयःक्रमे।
पानिभ्यामपि तत्पादौ विधृत्य जगती पतेः॥ ६
तत्र स्वमस्तकं न्यस्तं पुण्यपुञ्ज बलेन हि।
तदा न क्षालनेशक्त स्तत् पादपद्ममश्रुभिः॥ ७
ततः स्वहस्तं मम मूर्द्ध्नि दत्वा
प्रोवाच यत्तन्न मया विबोद्धुं।
शक्यं मुहूर्त्तं गत चेतनं हि
कृपाकणा तेन विसर्जिता मे॥ ८

After they had exchanged greetings and talked on matters relating to friends and relatives, my father bent my head down to his feet. By virtue of merits acquired in my previous births, I had been fortunate enough to have the feet of Sri Ramkrishna placed on my head. He blessed me with his hand on my head. I was then a boy of eight years and so I could not understand what he said, nor could wash his feet with my tears. I remember to have lost my sense for a while. 5 to 8

বঙ্গানুবাদ ঃ

ঠাকুর এবং পিতা উভয়ের পূর্ব্ব কথা অর্থাৎ কে কেমন আছে ইত্যাদি সাংসারিক বৃত্তান্ত আলোচনার পর আমার পিতা আমার মস্তকেও ঠাকুরের পদধূলি দিয়া ভগবানের পাদযুগলের মধ্যে আমার মস্তকও নত করাইয়াছিলেন। তখন আমার বয়স ৮ বৎসর আমিও পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মের পুণ্যপুঞ্জবশতঃ দুইটি হস্তে ঠাকুরের দুইটি পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়াছিলাম কিন্তু তখন আমি বালক বশতঃ তাঁহার পাদপদ্ম অশ্রু বিধৌত করিতে পারি নাই। ৫।৬।৭

তৎপরে ঠাকুর আমার মস্তকে করপদ্ম দিয়া কি বলিলেন তাহা বুঝিতে না পারিলেও তিনি যে আমাকে কৃপা করিলেন ইহা বুঝিয়াছিলাম। এবং অনেকক্ষণ সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলাম।

নয়া স্নাতং ময়া কিন্তু হ্যস্যাশীর্ব্বাদে স্খলিতঃ।
পণ্ডিতোঽহং ভবিষ্যামি দীর্ঘায়ুশ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ৯
সমাগতি বয়োবর্ষং গতঃ প্রায়োঽধুনা মম।
পণ্ডিতৈরাদৃতত্বাচ্চ প্রত্যক্ষাশীঃ প্রদর্শিতা ॥ ১০
ততঃ প্রসাদীয় সুমিষ্ট মিষ্ট দ্রব্যাণি বিপ্রে মম দেবদেবঃ।
দত্ত্বা মহাহর্ষযুতো মহাত্মা বিসর্জয়ামাস মুদুপ্রচিত্তঃ ॥ ১১

৪র্থঃ অঃ

ততঃ পিতা তব সরিদ্বরায়া ঘট্টে সমানীয় হি তৎ প্রদত্তং।
ভোজ্যং ময়াসার্দ্ধ মহীপবিত্রং সংমেজয়ামাস জলঞ্চ গাঙ্গং ॥ ১২

Afterwards I understood that he had blessed me to the effect that I should be a scholar and live a long life. Now at this age of eighty seven years, admired as I am by many a great scholar, I feel to day the infallible effect of his blessing. He gave us sweets and felt sorry that we could not stay longer that day. We then, went to the river and shared the sweets and quenched our thirst with the holy water of the Ganga. 9 to 12.

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে বুঝিলাম ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে আমি দীর্ঘায়ুঃ ও পণ্ডিত হইব। অতএব উপস্থিত আমার বয়স প্রায় ৮৭ সপ্তাশীতি ইহা দীর্ঘায়ুর পূর্ণ লক্ষণ এবং পণ্ডিতবর্গ আমাকে শ্রদ্ধা করেন ইহাও পণ্ডিতের লক্ষণ অতএব ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ অক্ষরে অক্ষরে প্রত্যক্ষ হইতেছে। ৯।১০

তৎপরে ঠাকুর প্রসাদীয় মিষ্টান্ন আমার পিতাকে আনন্দের সহিত দিলেন কিন্তু পিতা সেদিন সেখানে না থাকায় দুঃখের সহিত আমাদিগকে বিদায় দিলেন। ১১

তৎপরে পিতা গঙ্গার ঘাটে বসিয়া আমার সহিত ঠাকুরের প্রদত্ত মিষ্টদ্রব্য ভোজন ও গঙ্গাজল পান করিয়াছিলেন। ১২

ততস্তস্যা রামমণে র্মন্দিরাদ্বহিরাগতঃ।
বাল্যবাপদনয়াহং পিতরং স্পৃষ্টবান্নটা ॥ ৭৩
ননানন্দযুতয়ঙ্গত্যা ভবান্ যং মন্দিরান্তরং।
কীদৃগ জনঃ পিতৃব্যঃ কিং ভবতঃ কথ্যতাং মম ॥ ৭৪

४र्थः अः

श्रुत्वैव मुक्तं भो पुत्र सर्व्वेषां नः पिताह्ययं ।
यथाकाशस्थितश्चन्द्रः सर्व्वेषां मातुलो भवेत् ॥ १५
तथा श्रीरामकृष्णोऽयं भगवान् जगतः पिता ।
वैकुण्ठादवतीर्णोऽत्र जनमङ्गल हेतवे ॥ १६

On coming out of the temple premises. "Who is he whom you so honoured in the temple? Is he your father or so?" At this my father replied, "Dear son, he is father to all, just as the moon is everybody's uncle. He is God Himself descended from heaven to the earth for the good of humanity, and is known as Sri Ramakrishna." 13 to 16

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতস্য

৪র্থঃ অঃ

এবং শ্রেয়বতস্তস্য ভগবদ্ভাব চিন্তনাৎ।
নান্য দেবে দৃঢ়া ভক্তির্ভবিন্মেঽত্র কদাচন ॥ ১৮
সচল প্রাণ সংযুক্ত দিব্যমূর্ত্তেঃ সমীক্ষণাৎ।
পরন্তু স্বাপকালে মাং প্রায়শো নিজমূর্ত্তি ধৃক্ ॥ ১৯
পুরুষঃ সুসমায়াতঃ সহাস্যমবদচ্চ সঃ।
কুশলং তব ভো পুত্র গমিষ্যামি যথাগতম্ ॥ ২০

Those who do not see Sri Ramkrishna and who are not seen by him live a miserable life. From that time onwards to this ripe old age no other gods save Sri Ramkrishna can command my devotion so profoundly. From time to time in my sleep, I often would see him standing before me and saying, "Dear son, I think all is well with you. I now go off to the place from where I had come." Yet I thought that it was a dream and might be an effect of constant thinking. 16 to 20

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতএব যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন না করেন এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবও যাঁহাকে না দেখেন সেই সকল লোক ত্রিলোকে নিন্দিত অর্থাৎ তাহাদের দেহ মৃতদেহসদৃশ। ১৭

এইরূপভাবে বাল্যকাল হতে আজ পর্য্যন্ত সেই জীবন্ত ভগবদ্বিগ্রহ চিন্তা করিয়া অন্য কোন দেবতাতেই তাদৃশ ভক্তি কখনও হয় না এবং সেই বাল্যকাল হতে অদ্যাবধি আমার নিদ্রিতা অবস্থায় প্রায়ই ঠাকুর সেই মূর্ত্তিতে আসিয়া সহাস্য বদনে বলেন ওহে পুত্র তুমি ভাল আছত আমি চলিলাম যেখান হতে আসিয়াছি সেইখানে এইরূপভাবে মধ্যে মধ্যে ঠাকুর আমাকে দেখা দিলেও আমি ভাবিতাম ইহা আমার মনের বিকার। ১৯।২০

४र्थः अः

पूर्ववन्निद्रितावस्थां गतं प्रत्यक्षतां गतः ।
एवं बहु तिथे वर्षे गते देवोऽवदच्च मां ॥ २१
मल्लीलां विलिख त्वं भो देवभाषायुतां सुधीः ।
त्वामहं संवदिष्यामि माभैषीः पण्डितो भवान् ॥ २२
तदादेशमिमं प्राप्य ममायं परमोद्यमः ।
धन्योऽहमिति मत्वा तच्चरितं रचितं मया ॥ २३
यतोऽत्र यः प्रमादो मे त्रुटिर्वा या भविष्यति ।
ते क्षन्तव्ये महाभागैस्तद्भक्तैः करुणापरैः ॥ २४

When I was about fifty years old, one night he appeared before me and said, "Oh scholar, write a book on my life in Sanskrit. I shall guide you. Don't fear. You are a scholar." It is at his behest that I have lunched upon this venture. I consider myself to have been blessed by him and accordingly I have ventured to compose this book. Hence I hope to be excused for any omission or commision by his most kind-hearted and benevolent devotees.

21 to 24

বঙ্গানুবাদঃ—

যখন আমার বয়স পঞ্চাশৎ বর্ষ তখন একদিন শেষরাত্রে আমার চক্ষুর্গোচরে একা নিদ্রিত অবস্থায় পূর্ব্বের মত আসিয়া পুনঃ পুনঃ বলিলেন তুমি আমার লীলা দেব ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় লিখ। তুমি পণ্ডিত অতএব তা পারিবার কারণ কিছুমাত্র নাই। যদি বল আমি আপনার লীলা জানি নাই তাহা হইলে আমি তোমাকে আমার লীলা জানাইয়া দিব। ২১।২২

ঠাকুরের এইরূপ আদেশ পাইয়া আমার উত্তম সাহস হইয়াছে যাহার ফলে আমি আমাকে ধন্য মনে করিয়া তাঁহার লীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ২৩

৪র্থঃ অঃ

অতএব আমার এই লেখার মধ্যে বহুপ্রকার ভুলভ্রান্তিগুলি ঠাকুরের দয়াশীল ভক্তবর্গ মহারাজগণ ক্ষমা করিবেন ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। ২৪

অধুনা গ্রন্থরূপস্য রূপস্য পরমাত্মনঃ।
তৎ পাদমশ্রুভিঃ সিক্ত্বা ধন্যোঽস্মি তৎ কৃপান্বিতঃ ॥ ২৫
প্রাক্ প্রত্যক্ষীকৃতং যদ্বি ভগবৎ পাদপঙ্কজং।
তচ্চিন্তয়া যাতু কালং মাসনেয়ং সদা মম ॥ ২৬
ইতি শ্রীগ্রন্থকর্ত্তুর্ভগবদ্দর্শনপরিচয় রূপা চতুর্থ বল্লী ॥ ৪

I wash his feet with tears of gratitude as I have been blessed by his grace and see him enshrined in my book. I long for the day when I shall breathe my *last meditating on those feet which I had seen* in my childhood. 25 to 26

Here ends the Fourth chapter describing the writer's personal experience and meeting with Sri Ramakrishna.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সম্প্রতি গ্রন্থরূপে ভগবানকে পাইয়া তাঁহার পাদপদ্ম অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হইতেছি। ২৫

পূর্বে অর্থাৎ বাল্যাবস্থায় যে পাদপদ্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছি সেই পাদপদ্ম দুটি আমার জীবনান্ত কালের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়ে চিন্তা করিতে সমর্থ হই ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। ২৬

এইটি লেখকের ভগবানের দর্শনের পরিচয়। চতুর্থ বল্লী।

অথ স্বগণ নির্দ্দেশরূপা পঞ্চমাবল্লী ॥ ৫

ত্রেতাযুগে দাশরথিঃ শ্রীরামোভগবান্ স্বয়ং।
বৈকুণ্ঠং সম্পরিত্যজ্যাযোধ্যায়াং মুক্তিধামনি ॥ ৭

५मः अः

आविरासीद्वधायैव राक्षसानां दुरात्मनां ।
सद्धर्म्मसंरक्षणाय प्रजानां रञ्जनाय च ॥ २
आविरासीत् कलौ तद्वत् कामारपुकुरे प्रभुः ।
गदाधर इति ख्यातो लीलार्थं रघुनन्दनः ॥ ३
अतीत द्वापरयुगे यथा श्रीभगवान् स्वयं ।
गोलोकादाव्रजत् कृष्णः स्वधाम व्रजमण्डलं ॥ ४

In the Treta Yuga God manifested Himself as Ramchandra, son of King Dasarath of Ayodhya to kill demons, uphold religion and make the people rich and prosperous. In the same way, God appeared as Gadadhar at Kamarpukur in this Kali Yuga to do His own will. In the Dwapar Yuga God appeared as Sri Krishna and did all he intended to do in Brajadham and Dwaraka. 1 to 4

বঙ্গানুবাদ :—

অতঃপর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং তাঁহার স্বজনগণের পরিচয় বলা হইতেছে।

সনাতন ধর্মসংরক্ষণ ভারতীয় প্রজাবর্গের আনন্দদান এবং দুষ্ট রাক্ষসকুল নির্মূল করিবার জন্য ত্রেতা যুগে স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার নিজধাম বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগপূর্বক মর্ত্ত্যলোকে মুক্তিক্ষেত্রে অযোধ্যাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সেই রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রই কলিযুগে লীলার জন্য কামারপুকুরে গদাধর নামে আবির্ভূত হইয়াছেন। ১।২।৩

তৎপরে দ্বাপরযুগে সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যধাম গোলক হইতে ব্রজমণ্ডলে। ৪

५मः अः

पित्रादिसगणैर्युक्तः सच्चिदानन्द विग्रहः ।
या या लीलाश्चकारासौ व्रजे मधुपुरे तथा ॥ ५
द्वारकायां विशेषेण महिषीवृन्द संवृतः ।
बङ्गदेशान्तरेचात्र कामारपुकुरे प्रभुः ॥ ६
कलिकाता नगर्य्याञ्च तथा श्री दक्षिणेश्वरे ।
आदि मध्यान्त्य लीलायतद्रूपा. कृतवान् स्वयं ॥ ७
भगवान रामकृष्णस्तु पूर्व्वैः परिकरैः सह ।
खुदिरामः पिताचास्य वसुदेवोऽस्य देवकी ॥ ८

In the same way God appeared as Sri Ramkrishna at Kamarpukur in Bengal and performed his activities in three stages, early, middle and late, in the city of Calcutta and at Dakshineswar. Here again he was accompanied with his previous associates. Basudev who was father of Krishna in the Dwapar Yuga appeared as Khudiram, so also Devaki as Chandra Devi.

৬ষ্ঠঃ অঃ

চন্দ্রাদেব্যস্য জননী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাবলঃ।
শ্রীরামকুমারখ্যাত্র বলভদ্রো ন সংশয়ঃ ॥ ৯
রামেশ্বরো মহাদেবঃ শ্রীগোপেশ্বর সংজ্ঞকঃ।
ব্রজে নিত্যা স্থিতির্যস্য কৃষ্ণলীলেক্ষণায় চ ॥ ১০
কাত্যায়নী মহামায়া শ্রীকৃষ্ণ ভগিনী চ যা।
শ্রীমর্ত্তা জানকী দেবী শ্রীমতী যা চ রাধিকা ॥ ১১
ত এব সারদাদেবী লীলাসম্পূর্ত্তিকারিণী।
যশোদা ভৈরবীদেবী বাৎসল্যাধাররূপিণী ॥ ১২

Balavadra as Ramkumar, Sri Gopeswara as Rameswara, Katyayani, sister of Sri Krishna, as Janaki Devi, Radhika as Sarada Devi, Jasoda as Bhairabi.

9 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পিতা বসুদেবই গদাধরের পিতা ক্ষুদিরাম। এবং মাতা চন্দ্রাদেবীই বসুদেব পত্নী দেবকী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুপণ্ডিত শ্রীরামকুমার পণ্ডিতই মহাবল বলভদ্র বা বলরাম। ইহা নিঃসন্দেহ। ৮।৯

ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরেই ভগবান গোপেশ্বর মহাদেব যিনি কৃষ্ণলীলা দর্শনার্থে নিত্য ব্রজধামে বাস করেন॥ ১০

শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী যোগমায়াই ঠাকুরের ভগিনী কাত্যায়নী। জনকনন্দিনী সীতা ও বৃষভানুনন্দিনী রাধা এই দুইটি শক্তির একাধারে প্রকাশ লীলাসম্পূর্ত্তিকারিণী সাক্ষাৎ গদাধর কান্তা মহাভাব স্বরূপিণী ভগবতী শ্রীমতী সারদাদেবী এবং বাৎসল্যভাবের আধার স্বরূপিণী ভৈরবী দেবীই যশোদা। ১১।১২

ভগিনী রামকৃষ্ণস্য সাক্ষাৎ শ্রীঃ সর্ব্বমঙ্গলা।
জটাধারী রামলালাবিগ্রহস্য সুসিদ্ধিদঃ ॥ ১৩

५मः अः

श्रीरामचन्द्रमन्त्रन्तुयस्माज्जग्राह मे प्रभुः ।
ब्रह्मर्षिः श्रीवशिष्ठस्तु तोतापुरीति नामकः ॥ १४
श्रीरामकृष्णदेवस्य गुरुर्योऽद्वैत साधकः ।
हृदयो हलधारी च मुख्यभावेन सङ्गतौ ॥ १५
श्रीदामः श्रीलक्षणश्च मिलितौ तत्सहायकौ ।
यथा श्रीरामलीलायां सागरं शत योजनम् ॥ १६

Lakshmi as Sarbamangala, sister of Sri Ramkrishna Sage Agasta as Jatadhari; Vashistha as Totapuri, Sri Dama and Sri Lakshmana as Hridaya and Haladhari respectively. 13 to 16

বঙ্গানুবাদ ঃ

এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কনিষ্ঠা ভগিনী সর্বমঙ্গলা দেবীই সর্বমঙ্গলদায়িনী লক্ষ্মীস্বরূপা। রামলালা বিগ্রহ সেবী জটাধারী সাধুই অগস্ত্য মুনি। যিনি ঠাকুরকে রামমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সিদ্ধিদান করান। ১৩

তোতাপুরী সন্ন্যাসীই সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ। যিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈত ব্রহ্ম সাধনার গুরু। ১৪

४र्थः अः

लङ्घयित्वा राम कार्य्यमकरोत् स महाकपिः।
महावीरो रामदासः श्रीरामादपि शक्तिधृक् ॥ १७
तथात्र श्रीनरेन्द्रस्तु श्रीरामकृष्णसेवकः।
श्रीरामकृष्णदेवस्य कृपया करुणा निधिः ॥ १८
गत्वा सिन्धोः पारमपि रामकृष्णकथामृतं।
ददौ तज्जड़वादिभ्यो येन ते नरतां गताः॥ १९
स्वयंरूपेनावतीर्णः श्रीरामकृष्ण नामधृक्।
अभवद्धर्म्मरक्षार्थं जीवानां भुक्ति हेतवे ॥ २०
कलौ पीतावतारोऽयं ऋषिवाक्यानुसारतः।
यन्नामतो ध्रुवामुक्तिर्भविष्यति न संशयः ॥ २१

इति श्रीभगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य स्वगण निर्द्देशरूपा पञ्चमावल्लो ॥ ५

Just as the mighty Hanuman served the will of Ramchandra by crossing over the sea, so also Sri Narendra crossed the seas to preach the message of Sri Ramkrishna among people who were spiritually blind. God Himself appeared as Sri Ramkrishna to the suffering humanity. According to the predication of the ancient sages, He is the Pita Avatara of Kali Yuga, by enchanting whose name man can undoubtedly attain salvation. 17 to 21

Here ends the Fifth Chapter enumerating the followers and associates of Sri Ramakrishna.

४र्थः अः

लङ्घयित्वा राम कार्य्यमकरोत् स महाकपिः ।
महावीरो रामदासः श्रीरामादपि शक्तिधृक् ॥ १७
तथात्र श्रीनरेन्द्रस्तु श्रीरामकृष्णसेवकः ।
श्रीरामकृष्णदेवस्य कृपया करुणा निधिः ॥ १८
गत्वा सिन्धोः पारमपि रामकृष्णकथामृतं ।
ददौ तज्जड़वादिभ्यो येन ते नरतां गताः ॥ १९
स्वयंरूपेनावतीर्णः श्रीरामकृष्ण नामधृक् ।
अभवद्धर्मरक्षार्थं जीवानां मुक्ति हेतवे ॥ २०
कलौ पीतावतारोऽयं ऋषिवाक्यानुसारतः ।
यन्नामतो ध्रुवामुक्तिर्भविष्यति न संशयः ॥ २१

इति श्रीभगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य स्वगण निर्देशरूपा पञ्चमाध्यायः ॥ ५

Just as the mighty Hanuman served the will of Ramchandra by crossing over the sea, so also Sri Narendra crossed the seas to preach the message of Sri Ramkrishna among people who were spiritually blind. God Himself appeared as Sri Ramkrishna to the suffering humanity. According to the predication of the ancient sages, He is the Pita Avatara of Kali Yuga, by enchanting whose name men can undoubtedly attain salvation. 17 to 21

Here ends the Fifth Chapter enumerating the followers and associates of Sri Ramakrishna.

৪র্থঃ অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবই স্বয়ংরূপে আবির্ভূত হইয়া কলিহত জীবসকলের সনাতন ধর্ম্মের রক্ষা ও মুক্তিদানের উপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ৩০

যাঁহার নাম লইবামাত্র মুক্তি হয় ইহা বেদ পুরাণাদি সর্ব্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত মত বা সর্ব্বোত্তম সাধন বলিয়া মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন। ২১

ইহাই শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বগণ নির্দ্দেশরূপ পঞ্চমবল্লী সমাপ্ত হইল।৫॥

গ্রন্থারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবস্য প্রণামাদিনা মঙ্গলাচরণরূপা ষষ্ঠ বল্লী। ৬

প্রণম্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবং বাচামগোচরং।
বুদ্ধের্মান্দ্যাশ্রয়া ভক্ত্যা স চ বাগ্‌বিষয়ী কৃতঃ॥ ১

বিগত বহুসমাধে বীরসিংহো যশস্বান্
অজনপুর নিবাসী বৈষ্ণবীরাজসিংহঃ।
অকৃত পরম ভক্ত্যা যস্য মূর্ত্তেঃ প্রতিষ্ঠাং
নিখিল জনশরণ্যো রামকৃষ্ণঃ স জীয়াৎ। ২

শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য মাহাত্ম্যমধুনাপি চ।
দৃশ্যতে মহদাশ্চর্য্যং তত্রস্থৈর্বহুভির্জনৈঃ॥ ৩
আকাশচার বেলায়াং শ্রীমন্দির বিলঙ্ঘনে।
প্রাণাত্যয়ঃ পতঙ্গানাং ভবেদেব ন সংশয়ঃ॥ ৪

I bow down to Sri Ramakrishna. It is due to my folly that I try to catch Him in the net of letters even though no words can reach Him Some.

ষষ্ঠঃ অঃ

eight hundred years ago. Birsinha, King of Bishnupur, founded the stony image of Sri Sri Ramakrishna. Occasionally the glory of His divine presence is felt even now by the people of the locality. Any bird that attempts to fly over the the temple falls down and dies. 1 to 4

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অনন্তর গ্রন্থারম্ভের প্রারম্ভে ষষ্ঠবল্লীতে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দেবতা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রণাম ও কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে। বাক্যাতীত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম পূর্বক আমার অল্পবুদ্ধিতাবশতঃ আমি তাঁহাকে বাক্যের বিষয়ীভূত করিতেছি। ১

প্রায় আট শত বৎসর পূর্বে বাঁকুড়া প্রদেশের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুর নামক রাজধানী নিবাসী যশোবন্ত পরম বৈষ্ণবরাজকুলচূড়ামণি বীরসিংহ নামক বিশুদ্ধ ভক্তিপূর্বক শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণদেবের একটি শিলাময়ী জীবন্ত মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই সমগ্র জনগণের মঙ্গলদাতা শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণদেব জয়যুক্ত হউন। ৩

এই রামকৃষ্ণ বিগ্রহের মহিমা অতীব আশ্চর্য্য। অদ্য পর্য্যন্ত সেই স্থানের বহুব্যক্তি প্রায় দর্শন করেন। পক্ষিগণের আকাশ পথে গমন সময়ে মন্দিরের চূড়া বা চক্র লঙ্ঘিত হইলে তৎক্ষণাৎ মন্দিরের সম্মুখে পতিত হইয়া মৃত্যু হয় যদি সেই সময় পূজারী ব্রাহ্মণ দেখিয়া পক্ষীর মুখে চরণামৃত দেন তবে তৎক্ষণাৎ সেই পক্ষী জীবিত হইয়া উড়িয়া যায়। ৪।৫

चरणामृत संस्पर्शाज्जीवनं प्राप्नुवन्ति ते।
कराङ्गुलिस्पर्शचिह्नं भोगान्ते दृश्यते स्फुटं॥ ५

৬ষ্ঠঃ অঃ

অতস্ত্রিকালসত্যত্বাৎত্রিসত্যমভিধীয়তে।
রমন্তে যোগিনোযত্র নির্ব্বিকল্প সমাধিনা ॥ ৬
সোঽয় শ্রীরামকৃষ্ণস্তু বিগ্রহান্তর ধারকঃ।
নরাকৃতি পরব্রহ্মস্বরূপো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭
যা লীলাশ্চরিতাস্তেনাপ্যচিন্ত্যানন্তশক্তিকাঃ।
অতঃ শ্রীরামকৃষ্ণোঽয় পূর্ণ শ্রীভগবান্ স্বয় ॥ ৮

But if the holy water of Sri Ramakrishna is sprinkled on its body, it comes back to life. Again on the rice offered to the God, marks of fingers are distinctly seen. God Ramakrishna manifested Himself in human form at Kamarpukur. So our Sri Rama krishna is undoubtedly God's own Self. 5 to 8

বঙ্গানুবাদঃ—

এবং বিগ্রহের অন্নভোগদান সময়ে অন্নের উপরিভাগে পাঁচটি অঙ্গুলির চিহ্ন দেখা যায়। ৫

অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহের ত্রৈকালিক সত্তা বশতঃ ইঁহার নাম ত্রিসত্য বলিয়া বেদে অভিহিত হইয়াছে। যে রামকৃষ্ণে যোগিগণ নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হন। ৬

এবং ঠাকুর যে সকল লীলা করিয়াছেন সেই সকল অচিন্ত্য ও অনন্তশক্তির প্রকাশক বলতঃ এইঠাকুর রামকৃষ্ণদেবই পূর্ণ স্বরূপ স্বয়ং ভগবান। ৮

শিবব্রহ্মাদয়ো যে চ সন্তি বেদ প্রবর্ত্তকাঃ।
শ্রীরামকৃষ্ণ মাহাত্ম্য বর্ণনে নেঽপি ন ক্ষমাঃ ॥ ৯

६ष्ठः अः

तत् कृपालेश प्राप्त्यर्थं तदादेशाद्विलिख्यते ।
तद्भक्तैः श्रीमहाभागैः क्षन्तव्यं स्खलनं मम ॥ १०

नाहं कवियशः प्रार्थी न मे चार्थागमे स्पृहा ।
आत्म संशोधनार्थाय ममायं परमोद्यमः ॥ ११

घुणाक्षरमिवै तेन यदि कस्यापि वा भवेत् ।
खल्वानन्दो ममैवासौ सौभाग्योदय उत्तमः ॥ १२

Lord Shiva and Bramha who are the makers of Tantra and Vedas are not capable of describing the glory of Sri Ramakrishna, I endeavour to scribble a sketch of his life at his behest that I may be tavoured with a bit of his grace. Hence I hope thai his kind-hearted devotees will graciously forgive me for my faults. I have no ambition for fame ora fortune, It is all for self-purification that I have laboured on this book. I shall deem it a great fortune of mine if any words of this book are found to be worth appreciation by anybody, just as one gets delighted to see the shape of a letter among the innumberable dots on a piece of wood caused by wood worm.

9 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

তন্ত্র এবং বেদশাস্ত্রের প্রকাশক যেসকল শিব ব্রহ্মাদি দেবতা আছেন তাঁহারাও শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা বর্ণনে সমর্থ হন না। ৯

ষষ্ঠঃ অঃ

ঠাকুরের কৃপাকণা পাইবার জন্য তাঁহারই আদেশে এই রামকৃষ্ণ ভাগবত সংস্কৃত ভাষায় লিখিতেছি। মহাভাগ্যবান ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ মহারাজগণ আমার ভ্রমপ্রমাদে ক্ষমা করিবেন। ১০

আমি লেখকগণের মত সুখ্যাতি প্রার্থনা করি নাই। এবং এজন্য আমার অর্থাগমেও স্পৃহা নাই। আমি আমার অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি কামনায় এই গ্রন্থ লিখিতেছি। ঘুণ নামক কীটের কাষ্ঠ দংশন বিন্দুর মধ্যে ২।১টি বর্ণবিন্যাসের মত আমারও নানাপ্রকার অসঙ্গত কথার মধ্যে যদি একটিও ভাল কথা দেখিয়া ভগবদ্ভক্ত আনন্দ লাভ করেন ইহাই আমার উত্তম সৌভাগ্য মনে করিব। ১১।১২

वाक्येषु यदि मालिन्यं वाक्यन्यैर्दृश्यते यदि।
तन्मार्ज्जनेन मन्दोऽहमनुयास्यामहात्मभिः॥ १३

जाह्नव्या विमलेतीरे ध्यानयोगाश्रिताय वै।
विश्वपावनकर्त्रे श्रीरामकृष्णाय ते नमः॥ १४

अचलां सचलां कर्त्तुं यय यत्नः सुसाधनैः।
क्रीडापुत्तलिकां कालीं रामकृष्णं नमामि तं। १५

दक्षिणां कालिकां देवीं दक्षिणेश्वर पत्तने।
चकार जाग्रतीं यो हि रामकृष्णं नमामि तं॥ १६

I bow down to Sri Ramakrishna who seated himself on the bank of the holy Ganga with his spiritual self poised on profound meditation and thought. I prostrate myself with great reverence to Sri Ramakrishna who made the stony image move with life and

played with the Goddess Kali like boy with a doll. I bend my head down to the feet of Sri Ramakrishna who could make the stony image of Dakshina Kali throb with life and consciousness. 13 to 16.

বঙ্গানুবাদ :—

বাক্যজ্ঞানী পণ্ডিতবর্গ আমার বাক্যের মধ্যে দোষদর্শন করিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। ১৩

ভাগীরথীর বিশুদ্ধ তীরে ধ্যানযোগাবলম্বী জগৎপবিত্রকারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি,। যিনি অত্যুত্তম সাধনবলে প্রস্তরময়ী অচলা কালিকাদেবীকে সচলা ও ক্রীড়াপুত্তলিকার মত করিয়াছিলেন আমি সেই রামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি। এবং দক্ষিণেশ্বরের দক্ষিণাকালিকাকে জাগ্রতা অর্থাৎ সাধারণ নারীমূর্ত্তির মত ভোজনাদি করাইয়াছিলেন আমি সেই রামকৃষ্ণ দেবকে নমস্কার করি। ১৪।১৫।১৬

স্বভক্তগণ পত্যচামচিচক্রে সলীলয়া।
চিন্ময়ীং মাতৃরূপেণ যো দেব স্তমহং ভজে॥ ১৩
শ্রীরামকৃষ্ণরূপী যো সচ্চিদানন্দ বিগ্রহী।
তয়োরৈক্যমভূদ্যত্র রামকৃষ্ণং নমামি তং। ১৪
শ্রীরামেণ কৃতঃ সেতুর্দুস্তরে লবণার্ণবে।
রাবণস্য বধার্থায় শতযোজন বিস্তৃতে॥ ১৫
ভবার্ণবোত্তারণায়যত্কৃপামৃত সেতুনা।
ভবান্ধকূপ মগ্নানাং ভবপারং প্রদর্শিতং॥ ১৬

৫ষ্ঠ. অঃ

I worship Sri Ramakrishna who could bring down the Divine Mother to this world of physical reality and show Her to his devotees. I pay my homage to Shri Ramakrishna who is the unified self of Sri Ramachandra and Sri Krishna. Shri Ramachandra made a bridge to cross the sea to kill Ravana. Sri Ramakrishna showed us by his divine knowledge the way to bridge over the sea of suffering and to reach the land of eternal bliss.

17 to 20

বঙ্গানুবাদঃ—

যে রামকৃষ্ণ নিজ ভক্তবৃন্দকে ও স্বকীয়া গর্ভধারিণীর ন্যায় চিন্ময়ী জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন আমি সেই রামকৃষ্ণকে ভজনা করি। ১৭

জ্ঞানানন্দস্বরূপ রাম এবং কৃষ্ণ এই দুইটি বিগ্রহ যে গদাধরে একতাপ্রাপ্ত হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব রূপে সাধারণের প্রত্যক্ষ হইয়াছেন আমি সেই রামকৃষ্ণকে নমস্কার করি। ১৮

শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য শত যোজন বিস্তৃত দুরতিক্রমনীয় লবন সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন। ১৯

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সংসাররূপ অন্ধকূপে নিমজ্জিত জনগণের ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য যাঁহার কথারূপ অমৃতের সেতুদ্বারা আনন্দময় ভগবৎ ধাম প্রদর্শিত হইয়াছে। ২০

ভূভারহরণার্থায় বৃন্দাবনবিহারিণা।
স্বয়মগম্যাপিবিভ্বংশঃ কৃতো ভগবতা স্বয়ং ॥ ২১

ষষ্ঠঃ অঃ

জীববন্ধ বিনাশায় শ্রীরামকৃষ্ণ দেহিনা।
সংসারমার্গঃ সন্ত্যক্তো জগতঃ শান্তিহেতবে ॥ ২২

বেদে পুরাণে তন্ত্রে চ মন্ত্রে চ ভারতে তথা।
শ্রীরামকৃষ্ণ নামৈব গীতং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ২৩

বেদবদুত্তমা শিক্ষা ভবেদেব সুনিশ্চিতা।
যৎ কথামৃত শিক্ষাতো রামকৃষ্ণং নতোঽস্মি তং ॥ ২৪

ইতি শ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে প্রণত্যাদিরূপা ষষ্ঠবল্লী। ৬

Sri Krishna annihilated his own race to relieve the earth of her miseries. Shri Ramakrishna avoided the way to family life for the peace of the world and to relieve humanity of bondage to this mortal world. The name of Sri Ramakrisha has been extolled in the Vedas, Tantra, Mantra, the Mahabharata and everywhere else. The utterings of Sri Ramakrishna are as good as the Vedas. I bow down to him. 21 to 24.

Here ends the Sixth Chapter of Sri Ramakrishna Bhagabatam expressing salutations to Him.

বঙ্গানুবাদ :—

বৃন্দাবনবিহারী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর দুঃখভার মুক্তির জন্য নিজ বংশ অর্থাৎ যদুবংশ ধ্বংশ করিয়াছেন তদ্রূপ শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবও জগতের শান্তি দিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে সংসার পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ষষ্ঠঃ অঃ

বেদ পুরাণ তন্ত্র মন্ত্র ও মহাভারত প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থে রামকৃষ্ণ নামই গীত হইয়াছে। ২৩

যে রামকৃষ্ণের কথামৃত হইতে বেদতুল্য শিক্ষা হয় ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। আমি সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে কোটি কোটি নমস্কার করি। ২৪

*এইটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বন্দনাদি ষষ্ঠবল্লী।

श्रीश्रीरामकृष्णभागवतम् ।

आदिलीला

प्रथमोऽध्यायः

सत्यनिष्ठः सदाचारः सत्यवादी सदाशुचिः ।
जितक्रोध स्तपस्वी च धार्मिकः प्रियदर्शनः ॥ १
भक्तो साक्षाद्रामदासः श्रीरामचन्द्रसेवकः ।
हरिश्चन्द्रसमस्त्यागी दाने दैत्यपतिर्यथा ॥ २
बुद्ध्या बृहस्पतेस्तुल्य आकाश इव निर्म्मलः ।
स्वयम्भुसदृशः सृष्टौ ज्ञाने देवो महेश्वरः ॥ ३
श्रीक्षुदिरामनामैको ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणोत्तमः ।
स्वभावकुलीनश्चासीच्चट्टोपाध्यायवंशजः ॥ ४

PART—1

Chapter—I

There was a bramhin, named Khudiram, who came of chattopadhyaya family. He ranked high among the bramhins. He possessed divine wisdom. He was as great as Lord Shiva in knowledge, and the Eternal Being in his creative ability. He was as pure as the sky, and as learned as Vrihaspati, the Instructor of the gods. He equalled the Lord of Demons in charitableness, Harishchandra in renunciation, and Hanuman,

devotee of Shri Ramchandra in his devotion. He was good-looking, pious, given to penance, self-controlled, purged of all impurity, truthful and adhering to truth and goodness. ॥ 1 to 4 ॥

বঙ্গানুবাদ। সত্যনিষ্ঠ সদাচারী সত্যবাদী সর্ব্বদা পবিত্র মধুর দৃশ্য ত্যাগশীল ধার্ম্মিক সর্ব্বদা পবিত্র মহাবীর রামদাসসদৃশ ভক্ত শ্রীরামচন্দ্রের সেবক ত্যাগে রাজা হরিশ্চন্দ্র দানে দৈত্যপতি বলিরাজ বুদ্ধিতে বৃহস্পতি সৃষ্টিবিষয়ে ব্রহ্মা জ্ঞানে সাক্ষাৎ শঙ্করের সদৃশ বর্ণোত্তম ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ চট্টোপাধ্যায় বংশসম্ভূতস্বভাবকুলীন ক্ষুদিরাম নামে জগৎ পবিত্রকারী একটি ব্রাহ্মণ ছিলেন। ॥ ১।২।৩।৪ ॥

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

चन्द्रादेवी तस्य पत्नी सारल्यप्रतिमूर्तिका।
सहास्यवदना देवी पत्युरेकान्तवल्लभा ॥ ५
गङ्गायाः पश्चिमे भागे हुगलीप्रदेशसंज्ञके।
तस्य प्रान्ते देरेग्रामे पितृपैतामहो महान् ॥६
वसतिःक्षुदिरामस्य सम्पत्तिश्चापि विस्तरा।
आसोद्विद्यालयश्चात्र तथा देवालयो महान् ॥७
तत्रत्यभूपतिर्योऽसौ पापिष्ठो दस्युवृत्तिकः।
राजद्वारा भियुक्तः स क्षुदिरामं ससम्भ्रमम् ॥ ८
मिथ्यासाक्ष्यप्रदानार्थं प्रार्थयामास तं स्वयम्।
प्रत्याख्यातस्तु विप्रेण सत्यनिष्ठाच्युतेर्भयात् ॥ ९

Chandra Devi was his wife. She was the very embodiment of simplicity with her face always smiling. Her unflincting devotion to her husband

was remarkable. In the district of Hooghly which is situated on the western side of the Ganga, there is a village named Derreh where lived the ancestors of Khudiram. They had there considerable property including a schcol and a temple. The Land-holder of the Place was notorious for his crimes and deeds of robbery. On being charged of misdeeds in the court of the king, he tried to persuade Khudiram to bear false witness in his favour. Khudiram, however, refused to do so lest he would lose his truthfulness.

॥ 5 to 9 ॥

বঙ্গানুবাদ। ক্ষুদিরামের সরলতার প্রতিমূর্ত্তি হাস্যমুখী দেব-পত্নীতুল্যা চন্দ্রাদেবী নামে একটি অতিপ্রিয়া পত্নী ছিলেন। ॥ ৫ ॥

গঙ্গার পশ্চিম দিকে হুগলী জেলার শেষভাগে দেরে গ্রামে পুরুষানুক্রমে বৃহৎ বসতবাটী সুবৃহৎ শিবালয় অত্যুচ্চ বিদ্যালয় ও বিস্তর ভূসম্পত্তি ছিল। ৬।৭ সেই দেরে গ্রামের মহাপাপী দস্যুবৃত্তি জমিদার ক্ষুদিরামকে বিচারালয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য স্বয়ং অনুরোধ করিলে ক্ষুদিরাম সত্যভ্রষ্টভয়ে জমিদারকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। অর্থাৎ আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিব না এই কথা বলিয়াছিলেন। ॥ ৬।৭ ॥

सर्व्वसान्तः क्षतस्तेन क्रोधाग्निदीपितेन सः।
पत्नीपुत्रयुतस्तस्माद् गृहादपि बहिष्कृतः॥ १०
केवलं सम्बलं तेषां वस्त्रं परिहितञ्च यत्।
दिग्भ्रान्तोभग्नहृदयः सर्व्वसान्तो द्विजोत्तमः॥ ११

কিঞ্চিদূরং গতস্বামী মেনে শূন্যমিদং জগৎ।
দুঃখাশ্রুধারয়াপ্লাবীকৃতচ্ছদ্বসনো দ্বিজঃ॥ ১২
হা রাম ক্বাব যাস্যামি স্থাস্যামি ক্বাব বা বদ।
ক্বাব চাবং গৃহং ক্বাব প্রাপ্স্যামি তদ্ বদ প্রভো॥ ১৩
এবং সংক্রন্দতস্তস্য দিব্যজ্ঞানমভূত্তদা।
ওমাস্বাব হি কস্যাপি দোষো নাস্তি কথঞ্চন॥ ১৪

At this, the land-lord flew into a rage and drove Khudiram with his son and wife out of their hearth and home after robbing them of their all. Deprived of all but the cloth in which they were clad, Khudiram went away from the village with a very sorrowful heart. The world appeared to him to be like an empty dream. His trears wetted the cloth which covered his breast. He cried, "Ha Rama! where am I going? Where shall I stay? Oh tell me where I shall find a home and food." As he was crying so, divine wisdom dawned upon him; and he said that none was to blame for this mishap. ॥ 10 to 14 ॥

বঙ্গানুবাদ। এজন্য জমিদার অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া পত্নী-পুত্রের সহিত ক্ষুদিরামকে সর্ব্বস্বান্ত করতঃ গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করাইয়াছিল। ॥ ১০ ॥

পরিধানে বস্ত্র মাত্র সম্বল ভগ্নহৃদয় দিগ্‌ভ্রান্ত সর্ব্বস্বান্ত ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ কিছু দূরে যাইয়া পৃথিবীশূন্য মনে করিয়াছিলেন। এবং চক্ষের জলে বক্ষঃ ও বস্ত্র প্লাবিত হইয়াছিল। ॥ ১১।১২ ॥

এবং বলিয়াছিলেন, "হে রাম, আমি এখন কোথায় যাইব কোথায় থাকিব, কোন স্থানে অন্ন পাইব গৃহই বা কোথায় মিলিবে। হে প্রভু, আপনি আমাকে তাহা বলিয়া দিন। ॥ ১৩ ॥

এইরূপ ভাবে ক্রন্দন করিয়া যাইতে যাইতে সেই সময় ক্ষুদিরামের দিব্যজ্ঞান হইলে বলিয়াছিলেন এবিষয়ে কাহারও কিছু-মাত্র দোষ নাই। ॥ ১৪ ॥

न कस्य दुःखदः कोऽपि सुखदो वा न कश्चन ?
न तत्र दोषलेशोऽस्ति स्व-कर्म्मफलभुक् पुमान् ॥ १५
अहो ब्रह्मण्यदेवस्य रामस्यानुग्रहो महान्।
सर्व्वतो मां परीक्ष्यैव पादपद्मं स दास्यति ॥ १६

विषयाविष्टचित्तानां रामचिन्ता सुदुर्लभा।
तस्मान्मां हृतसर्व्वस्वं कृतवान् भगवान् स्वयम् ॥ १७
एवं चिन्तयतस्तस्य भगवान् भक्तभक्तिमान्।
क्षुदिरामस्य रक्षार्थं वैकुण्ठादपि प्रस्थितः ॥ १८
आविर्भूयान्तःकरणे संग्रहमनसस्तदा।
दूर्व्वादलश्यामरामो मा भैरिति समुक्तवान् ॥ १९

"None can be the cause of joy or sorrow of another. None is to praise or blame for that. Man reaps according as he sows. Oh, how blessed am I by the unbounding grace of Lord Ramchandra that I am destined to be led to His *feet after I have passed through these* ordeals. Lord Himself has relieved me from all earthly

holdings, because one who has to think of wealth and earthly pleasure can hardly concentrate one's mind on God." When Khudiram was absorbed in such thoughts, Lord came down from His abode to save Khudiram, and appeared in his heart with the lustre of green grass, and said, "Don't be afraid." ॥ 15 to 19 ॥

বঙ্গানুবাদ। কেহ কাহাকেও দুঃখ বা সুখ দিতে পারে না। কারণ প্রতি জীবই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করেন। ॥১৫॥

বিষয়ী ব্যক্তির ভগবানের চিন্তা দুর্লভ। এজন্যই ভগবান আমাকে কৃপা করিয়া কপর্দ্দকশূন্য করিয়াছেন। ॥১৬॥

ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের আমার প্রতি অপার করুণা যেহেতু তিনি আমাকে সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষা করিয়া পাদপদ্ম দিলেন। ॥১৭॥

এইরূপ চিন্তাযুক্ত ক্ষুদিরামের রক্ষার্থে ভগবান বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়াছিলেন। ॥১৮॥

সেই সময়ে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র বিশুদ্ধমন ক্ষুদিরামের হৃৎপদ্ম মধ্যে আবির্ভূত হইয়া ক্ষুদিরামকে ভয় নাই এই কথা বলিয়াছিলেন। ॥১৯॥

১ম অঃ।

परन्तु मत्स्वरूपं ते सत्वरं दर्शयाम्यहम्।
एवं भगवतोवाक्यं श्रुत्वानन्दाश्रुसंप्लुतः॥ २०
गच्छन् पथि तदापश्यत् पूर्व्वबन्धुं दयापरम्।
कामारपुकुरावास श्रीसुखलालसंज्ञकम्॥ २१

गोस्वामिप्रवरं वर्द्धमानराजगुरुं द्विजे।
किमिदमित्युक्तवति गोस्वामी विस्मितोऽभवत्॥ २२
परस्परं समालिङ्ग्य कुशलं परिपृच्छ्य च।
गतसर्व्वस्वबन्धञ्च ज्ञात्वा गोस्वामी दुःखितः॥ २३
बन्धुकृत्यावकाशोऽयमिति सञ्चिन्त्य धार्म्मिकः।
स्त्रीकन्यापुत्रसंयुक्तं क्षुदिरामं ससम्भ्रमम्॥ २४

ससम्मानं गृहं नीत्वा गुरुवत्तमपूजयत्।
वासगेहादियुक्तञ्च धान्यक्षेत्रं ददौ मुदा॥ २५
कामारपुकुरे ग्रामे तञ्च वासमकारयत्।
तत्र क्षेत्रजशस्येन श्रीरामानुग्रहेण च॥ २६

सुसम्पन्ना जीविका च चिन्ताशून्योऽभवत्तथा।
ततःकर्म्मानुरोधेन ग्रामान्तरगतो द्विजः॥ २७

"Very soon I shall also show you my real self." On hearing this divine message, he was all drenched with tears of joy. On his way he came across his old kind-hearted friend, named

১ম: অ: ।

Sri Sukhalal Goswami, who was an inhabitant of the village of Kamarpukur, and the religious preceptor of the King of Burdwan. When Goswami was addressed by Khudiram with the words "How is it", he became much surprised. They exchanged their greetings and embraced each other. When Goswami came to know of the most distressing condition of his friend, he became very sorry and made up his mind to take this opportunity for discharging his duties to a friend in distress. At once he took Khudiram with his wife and children to his home and treated him with great honour as his own respectable superior. ॥ 20 to 24 ॥

আদি কাণ্ডং ১মঃ অঃ।

প্রত্যাগমনবেলায়াং বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতঃ।
বিশ্রামসময়ে বৃক্ষচ্ছায়ায়াঃ শৈত্যযোগতঃ॥ ২৮
মলয়ানিলসম্পর্কাদিন্দ্রিয়োপরমাত্তয়া।
তত্ক্ষণান্নিদ্রিতো ভূত্বা দদর্শ স্বপ্নমুত্তমম্॥ ২৯

Goswami gave him very gladly a dwelling house and also some cultivated land, and thus established his friend in Kamarpukur. Khudiram maintained himself and his family quite well with the corn of the field and by the grace of Lord Ramchandra. Once on his way back from a distant village where he had been on business, he took rest in the shade of a tree and felt greatly relieved and refreshed by the touch of cool breeze. Gradually he fell asleep and had a very good dream. ॥ 25 to 29 ॥

বঙ্গানুবাদ। ক্ষুদিরামকে নিজগৃহে আনিয়া তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সহিত সকলকে গুরুর মত পূজা করিয়াছিলেন এবং একটি বাসগৃহ ও কিছু ধান্যক্ষেত্র দিয়া কামারপুকুরে বসবাস করাইয়াছিলেন। ॥২৫॥

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের কৃপায় ক্ষেত্রজ ধান্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। অতএব ক্ষুদিরাম একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ॥২৬॥

পরে ক্ষুদিরাম কোন একটি ধর্ম্মকর্ম্মে যোগদানের জন্য ভিন্ন গ্রামে যাইয়াছিলেন। ॥২৭॥

সেই স্থান হইতে পুনরায় স্বগৃহে আগমনের সময় একটি বৃক্ষের মূলদেশে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন। বিশ্রাম সময়ে বৃক্ষচ্ছায়ার শীতলতায় এবং মলয়মারুত সম্পর্কে ইন্দ্রিয় সকলের বাহ্যক্রিয়া উপশমিত হইবামাত্র ক্ষুদিরাম নিদ্রিতাবস্থায় একটি উত্তম স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন। ॥২৮।২৯॥

নবদূর্ব্বাদলশ্যামঃ শ্রীরামো ভগবান্ স্বয়ম্।
ধৃত্বা বালকবেষন্তু সম্মুখে সমুপস্থিতঃ॥ ৩০
উবাচাহং বহোঃ কালাদনাহারপ্রপীড়িতঃ।
স্থানাদস্মাদ্ গৃহীত্বা মাং স্বগৃহং নয় ভক্তিতঃ॥ ৩১

ত্বৎসেবাগ্রহণার্থং মে ব্যগ্রাত্মা বর্ত্ততে সদা।
অদ্ভুতস্বপ্ন সংদৃষ্টেঃ পরং নিদ্রা গতা চ সা॥ ৩২
জাগরেঽপি তদাদেশঃ কর্ণয়োঃ প্রতিনাদিতঃ।
চক্ষুর্মার্জ্জনং কৃত্বা ধান্যক্ষেত্রং দদর্শ সঃ॥

He dreamt that God Himself appeared before him in the guise of a boy and said, "I am continuing to be hungry for a very long time. Take me to your house with great care. My longing for your services is increasing more and more." After having dreamt this wonderful dream he woke up. Even though he was awake the divine words sounded in his ears. He rubbed his eyes and saw the paddy fields stretching before him. 30 to 33

বঙ্গানুবাদ—

সেই নবদূর্ব্বাদলশ্যাম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র একটি বালকের

মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ক্ষুদিরামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অতিকষ্টে বলিয়াছিলেন, আমি বহুকাল হইতে এইস্থানে অনাহারে আছি। তুমি আমাকে এইস্থান হইতে ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া নিজগৃহে লইয়া চল। তোমার পূজা পাইবার জন্য আমার বড়ই ইচ্ছা। ৩০।৩১

এইরূপ আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিবার পরই ক্ষুদিরামের নিদ্রাভঙ্গ হইলে জাগ্রত অবস্থায় ও ভগবানের আদেশ ক্ষুদিরামের কর্ণমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। তৎপরে চক্ষুদ্বয় পরিষ্কার পূর্ব্বক সম্মুখে একটি ধান্য ক্ষেত্র দেখিয়াছিলেন। ৩২।৩৩

স্বপ্নে ধান্যক্ষেত্রমধ্যে বালকং দৃষ্টবান্ দ্বিজঃ।
স্বেষ্টদেবানুসন্ধিৎসুঃ ক্ষেত্রমধ্যং গতস্তদা ॥ ২৪
দদর্শ ভীষণং সর্পং শালগ্রামশিলোপরি।
স্বফণং বিস্তৃতং কৃত্বা তাপহানিং করোতি হি ॥ ২৫

শিলাদর্শনতঃ সাধুর্ভুজঙ্গদংশভীতিজিৎ।
রামনাম সমুচ্চার্য্য দ্রুতং তত্র জগাম সঃ ॥ ২৬
শ্রুত্বা সর্পো রামনাম বিবেশ গর্ত্তমধ্যতঃ।
বিবরপ্রান্তদেশস্থো শালগ্রামশিলা ননঃ ॥ ২৭

He went into the paddy-field in search of the boy whom he had seen in his dream. He found there a deadly snake standing with its hood spread out to protect "Salagram Shila" a divine stone from the scorching rays of the sun. On seeing the stone he lost all fear of snak-bite and hurried forward to it uttering the names of Rama·

The snake entered into a hole' From the side of the hole he picked up the stone. ॥ 34-37 ॥

বঙ্গানুবাদ—

স্বপ্ন সময়ে ক্ষুদিরাম ধান্য ক্ষেত্র মধ্যেই বালক বেশধারী ভগবানকে দেখিয়াছিলেন তদ্রূপ নিজ ইষ্ট দেবতা জ্ঞানে তাঁহার অনুসন্ধানার্থে ধান্য ক্ষেত্রে যাইয়া দেখিলেন সেইস্থানে একটি ভয়ঙ্কর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া বৃহদাকার শালগ্রাম শিলার রৌদ্রতাপ দূরীভূত করিতেছে। ৩৪।৩৫

ক্ষুদিরাম শিলা দেখিয়া সর্প দংশন ভয় নাশক রামনাম উচ্চারণ করতঃ দ্রুত পদে সেইস্থানে যাইয়াছিলেন। ৩৬

সর্পরাজ রামনাম শুনিয়া গর্ত্ত মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ক্ষুদিরাম গর্ত্তের উপরিভাগে অবস্থিত শালগ্রাম শিলাটিকে লইলেন। ৩৭

আনীয় লক্ষণে জ্ঞাত্বা রঘুবীর-মিলেতি নাম্।
রঘুবীর জয়েত্যুক্ত্বা ব্রহ্মানন্দপরিপ্লুতঃ॥ ৩৮
শিলাং স্বগেহে সংস্থাপ্যা-ভিষেকং যত্নতোঽধাৎ।
তদারভ্য ব্রাহ্মণস্যালয়ঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্॥ ৩৯
রঘুবীরস্য সান্নিধ্যাদ্রমাক্রীড়ো হ্যভূত্তদা।
দরিদ্রাণামতিথীনামাশ্রয়ঃ সুমহানভূৎ॥ ৪০
ভোজ্যভোজ্যপ্রদানাচ্চ রঘুবীর-প্রসাদতঃ।
গোধূমচূর্ণপিষ্টাদি সূপান্নং পায়সান্তিকম্॥ ৪১

He noticed the signs of the stone carefully and recognised it to be a "Raghubir" stone. He was beside himself with joy as he uttered, "Glory to

Raghubir." He placed the stone in his house after performing necessary rites. From that day onwards he began to prosper in every way and because of the presence of Ragubir, the Goddes of wealth aed fortune also made his house her own abode. His house also became a great shelter for the paor and the weak, as they were well fed with the offering of Raghubir. ॥ 38 41 ।

বঙ্গানুবাদ—

এবং ঐ শালগ্রাম শিলার চক্রাদি চিহ্ন দ্বারা রঘুবীর শিলা স্থির নিশ্চয় করিয়া নিজগৃহে সেই রঘুবীর শিলাটিকে স্থাপন পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র অভিষেকাদিকার্য্য সুসম্পন্ন করাইয়াছিলেন, সেইদিন হইতেই ক্ষুদিরামের গৃহ সর্ব্বদা নানা দ্রব্য দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ৩৮।৩৯

রঘুবীরের সান্নিধ্য বশতঃ স্বয়ং কমলার বাসভূমি তুল্য হইয়াছিল রঘুবীরের কৃপায় এবং ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান বশতঃ ক্ষুদিরামের গৃহ দরিদ্র এবং অতিথি গণের বিশেষ ভাবে একটি আশ্রয় স্থল হইয়াছিল। ৪০।৪১

गन्धपुष्पादि द्रव्यञ्च भोज्यद्रव्यं विशेषतः।
रघुवीरस्य सेवायां चन्द्रादेवी सुसंयुता ॥ ४२

कृत्वा सर्वं सुसम्पन्नं रघुवीरस्य सन्मुखे।
प्रददौ तत्प्रसादार्थमेकान्तमनसा सदा ॥ ४३

कर्म्मान्तरं परित्यज्य सेवायां केवला रतिः।
कामारपुकुरे विप्रः सर्व्वेषां भक्तिभाजनम् ॥ ४४

तपोबलसमायुक्तो महर्षिरिव पूजितः।
बभूव तद्गेहकृत्यसाधिका सहधर्म्मिणी ॥ ४५

Chandra Devi presented with great care and devotion sandal paste, flowers, and varieties of delicious dishes before Raghubir by way of services to him. With undiverted mind she entirely dedicated herself to the service of Raghubir. Khudiram was adored like a saint by the people of Kamarpukur for his piety and spiritual power. His wife managed his household affairs. ॥ 42-45 ॥

বঙ্গানুবাদ—

ক্ষুদিরামের পত্নী চন্দ্রা দেবী বিশেষ ভাবে সংযতা হইয়া রঘুবীরের সেবার উপযোগী গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ গোধূম চূর্ণ পিষ্টক সুপান্ন পায়সাদি ভোগদ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া নির্ম্মলান্তঃকরণে রঘুবীরের কৃপালাভার্থে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথা সময়ে রঘুবীরের সমীপে প্রদান করিতেন ॥ ৪২।৪৩

এবং ক্ষুদিরাম কামারপুকুর নিবাসী সকলেরই অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র ও তপোবল সম্পন্ন মহর্ষি তুল্য পূজিত হইতেন। এবং ক্ষুদিরামের ধর্ম্মপত্নী চন্দ্রমুখী চন্দ্রা দেবী-ও সকলের গর্ভ-ধারিণী মাতার মত হইয়াছিলেন। ৪৪।৪৫

দেবী চন্দ্রমুখী চন্দ্রা সর্ব্বেষাং মাতৃরূপিণী।
প্রসাদীয়ং স্বকীয়ান্নং দত্ত্বা চাতিথয়ে মুদা ॥ ৪২
উপবাসং স্বয়ং কৃত্বা পরমানন্দমাপ সা।
অন্নাগমনবেলায়াং জ্যেষ্ঠো রামকুমারকঃ ॥ ৪৩
দশবর্ষবয়াঃ পুত্রঃ কন্যা কাত্যায়নী তথা।
দ্বিবর্ষসম্মিতা সা তু কাত্যায়নীব সুন্দরী ॥ ৪৮

এবং পুত্রপত্নীকন্যাযুতস্তাবাযসদ্বিজ:।
দিগ্বর্যে তু গতে তত্র পুনঃ পুত্রো ব্যজায়ত ॥ ৪৫

Chandra Devi, whose face was like the full moon and was honoured by all as their mother, would have unbounded joy in distributing all the offered rice among the guests without leaving anything to eat for herself. When Khudiram came to Kamarpukur he had a ten-year old son named Ramkumar and a two-year old daughter, named Katyayani. After ten years another son was born to him. 46-49.

আদিলীলা ১মঃ অঃ

কন্যাদেহং পরিত্যজ্য রঘুবীরস্য শাসনাৎ।
কন্যামুখেন প্রেতাত্মা বাষ্প গদ্‌গদয়া গিরা ॥ ৫৪
উবাচ ক্ষুদিরামন্তু যাস্যাম্যেব ন সংশয়ঃ।
কিন্তু মৎপ্রার্থনামেকা পূরয় ত্বং দ্বিজোত্তম ॥ ৫৫
নারকীং মাং নরশ্রেষ্ঠ নরকাদুদ্ধর প্রভো।
গয়াপিণ্ডপ্রদানেন প্রেতত্বং মম মোচয় ॥ ৫৬
ভবতঃ পাদমূলে মে ভিক্ষেয়ং ব্রাহ্মণোত্তম।
প্রেতস্য প্রার্থনাং শ্রুত্বা ক্ষুদিরামস্তু সম্মতঃ ॥ ৫৭

"It is the command of Raghubir that you should discard thts body of the girl" The ghost spoke through the mouth of the girl with choked voice, "I will surely go away from here. But I have one prayer for you to accede to. Be kind enough to redeem me from this life of ghost by offering "Pindas" in the holy Gaya. This is what I must humbly beg of you" Khudiaam acceded to the reguest of the ghost 54-57

বঙ্গানুবাদ—

এইরূপই ভগবান্ রঘুবীরের আদেশ। এই কথা শুনিয়া প্রেতাত্মা বাষ্প গদ্‌গদ্ স্বরে কন্যার মুখে ক্ষুদিরামকে বলিয়াছিল আমি নিশ্চয় যাইব এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু হে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, আমার একটি মাত্র প্রার্থনা পূরণ করুন। ৫৪।৫৫

হে মহামানব, নরকগ্রস্ত আমাকে নরক যাতনা হইতে নিষ্কৃতি করুন। গয়াধামে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়া আমাকে

প্রেতযোনি হইতে মুক্ত করুণ। আপনার পাদপদ্মে আমার এই ভিক্ষা।৫৬।৫৭

প্রেতমাহ সত্বরং তে গয়াপিণ্ডং দদাম্যহম্।
ক্ষুদিরামস্য তদ্বাক্যমুক্ত্বা প্রেতোঽতিহর্ষিতঃ॥ ৫৮
কন্যাঞ্চ সংপরিত্যজ্য স্বস্থানমগমত্তদা
তদা তীর্থগতেঃ ক্লেশসাধ্যত্বেঽপি হি স দ্বিজঃ॥ ৫৯
প্রেতপ্রতিশ্রুতিং স্মৃত্বা গযাযাত্রাং, চকার হ।
যথাকালং গয়াধাম্নি প্রেতমুদ্দিশ্য যত্নতঃ॥ ৬০
পিণ্ডদানং কৃতং তেন গদাধর-পদাব্জয়োঃ।
ততঃ স্বপিতৃকৃত্যন্তু কৃতবান্ সুমহামতিঃ॥ ৬১

He also said, "I shall do so very soon." At this the ghost became very glad and left the body of the girl. To keep his promise to the ghost, Khudiram set out on the long and tiresome journey to Gaya. In due course he reached Gaya, offerd Pindas to the ghost and also performed rites to appease the spirits of his forefathers. 58-61

বঙ্গানুবাদ—

প্রেতের প্রার্থনা শুনিয়া ক্ষুদিরাম সম্মতি প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন আমি শীঘ্রই তোমার উদ্দেশে গয়াক্ষেত্রে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড দিব। ক্ষুদিরামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া প্রেতাত্মা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কন্যার দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ৫৮

তদানীন্তন তীর্থ গমনের পথ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইলেও প্রেতের

বঙ্গানুবাদ—

এবং যেদিন ক্ষুদিরামের গয়ার কার্য্যশেষ হইয়াছিল সেই রাত্রে গয়া ধামে একটি অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।৬২

যেন গদাধরের মন্দির প্রাঙ্গনে ক্ষুদিরামের পূর্ব্ব পুরুষ সকল দিব্য জ্যোতি পরিব্যাপ্ত দেবতার মত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থিত সেই সকল পূর্ব্ব পুরুষ গণের মধ্যে সিংহাসনে সমারূঢ় নব দূর্ব্বাদল শ্যাম-বর্ণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ক্ষুদিরামের প্রতি দৃষ্টি পূর্ব্বক সুপ্রসন্ন হইয়া বলিতেছেন। আপনি নিজ গৃহে গমন পূর্ব্বক আমার এই মূর্ত্তিটির হৃদয়ে চিন্তা করুণ ॥৬৩।৬৪।৬৫

তবৈবপুত্ররূপেণাবতরিষ্যামি সত্বরম্।
গতনিদ্রোঽপি স স্বপ্নো নেত্রয়োরগ্রতঃ স্থিতঃ॥ ৬৬
তদাবহুক্ষণং যাবন্নেত্রয়োরশ্রু-বিন্দবঃ।
পতিতাস্তস্য রোমাঞ্চ স্বেদাদ্যৈঃ স পরিপ্লুতঃ॥ ৬৭

আনন্দমগ্নবে লোনো গয়াতো গৃহমাগতঃ।
সুস্বপ্নস্তব যো দৃষ্টো ন কস্যাপি প্রকাশিতঃ॥ ৬৮

চন্দ্রাদেব্যপি তৎকালে দিব্যদর্শন-বিস্মিতা।
পঞ্চচত্বারিংশদ্বর্ষে পত্যা গর্ভোঽভবৎ পুনঃ॥ ৬৯

"I shall soon manifest myself as your son." He woke up and yet he could clearly visualise the dream before his eyes. Tears of joy came out of his eyes and he became quite wet with sweat. He returned home with great joy but never disclosed his dream to any body. At that

time Chandra Devi also had a wonderful divine vision. In the forty-fifth year she become pregnant again.

বঙ্গানুবাদ :—

আমি আপনার পুত্র রূপে শীঘ্রই আবির্ভূত হইব। তৎক্ষণাৎ ক্ষুদিরামের নিদ্রাভঙ্গ হইলেও, স্বপ্নটি যেন চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছিল।৬৬

সেই সময় বহুক্ষণ যাবৎ নেত্র হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতেছিল। এবং স্বেদ রোমাঞ্চ ও পুলকাদি দ্বারা আনন্দ-স্রোতে নিমগ্ন হইয়া গয়াক্ষেত্র হইতে কামার পুকুরে পুনর্ব্বার আসিয়াছিলেন ক্ষুদিরাম গয়া ধামে যে স্বপ্নটি দেখিয়াছিলেন তাহা কাহারও নিকটে প্রকাশ করেন নাই।৬৮

চন্দ্রাদেবীও সেই সময় বহু প্রকার দিব্য দর্শন করিয়াছিলেন।৬৯

ज्ञातवान् क्षुदिरामस्तु बाह्यलक्षणतस्तथा।
स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः स्मृत्वा पुराण पुरुषस्य च ॥ ७०
आविर्भावं सुनिश्चित्य परमानन्द संप्लुतः।
क्वाहं मन्दमतिः क्षुद्रः क्व तवेयं दया प्रभो ॥ ७१
मामुद्दिश्यावतारोऽयं सशैलवनपादपा।
पवित्रयति भगवान् ससागरवसुन्धराम् ॥ ७१
नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं पुनस्तुभ्यं नमो नमः।
तवैवापूर्वलीलेयं रघुवीर दयानिधे ॥ ७३

Khudiram came to know of this from the outward symptoms. He was much delighted at the surer indications of the manifestation of the

Supreme Being. He mused in himself, "Oh Lord ! I am so mean and insignificant, whereas your kindness is so vast and great. I wonder how could you make me instrumental to your appearance which will purify the earth with its hills, forest and seas. Oh the ocean of kindness ! inscrutable are your ways. I bow down to you again and again.

বঙ্গানুবাদ :—

পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়সে পত্নী চন্দ্রাদেবী পুনর্ব্বার গর্ভধারণ করিয়াছেন তাহার বাহ্য লক্ষণের দ্বারা ক্ষুদিরাম বুঝিয়াছিলেন ।৩০

গয়া ধামের স্বপ্ন পুনঃ পুনঃ স্মরণ পুরাণ পুরুষ ভগবানের আবির্ভাব নিশ্চয় করিয়া পরমানন্দে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন হে প্রভু দরিদ্র পাতকী আমিই বা কে এবং আপনার এইরূপ দয়াই বা কি ? ।৭১

আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া সাগর ভূধর বন ও উপবনাদি সহ সমগ্র পৃথিবী পবিত্র করিবেন ।৭২

আপনার এই লীলা অত্যাশ্চর্য্য অতএব হে দয়া নিধে রঘুবীর তোমাকে অসংখ্য নমস্কার করি ।৭২

বভূবাত্যদ্ভুতং দৃশ্যং জ্যোৎস্নাযুক্তাপ্যমা তদা ।
তত্র গন্ধর্ব্বনাগাশ্চ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ॥ ৬৪
যাতায়াতং প্রকুর্ব্বন্তি ব্রহ্মপদ্মাননাদয়ঃ ।
নিশাগমনত-স্তেষাং গাত্রকান্ত্যা গৃহং মম ॥ ৬৫
ভবত্যালোকিতং সর্ব্বং কাটিচন্দ্রকরৈরিব ।
এবং চিন্তয়তী পত্নী ক্ষুদিরামস্য ধীমতঃ ॥ ৬৬

অপূর্ব্বরূপলাবণ্যা চন্দ্রা চন্দ্র-সমাভবৎ।
সর্ব্বাস্তুনার্য্যঃ যাং দৃষ্ট্বা চমৎকারযুতাভবন্॥ ৭৬

The wife of Khudiram thought in herself, "How strange that the sky is seen to be illuminated in the moon-less night. Gods like Bramha, Shiva, angels and unearthly beings are visiting my room at the fall of night and making it bright as if with the light of innumerable moons," All the women of the locality wondered at the development of divine beauty and complexion of Chandra Devi who glowed like the full moon.

॥ 74th 77 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময় অমাবশ্যার রাত্রিতে জ্যোৎস্না বশতঃ অতিশয় অদ্‌ভূত দৃশ্য হইয়াছিল। এবং সেই।সময় ক্ষুদিরামের গৃহে হা হা হু হু প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব গণ বাসুকি আদি নাগ গণ ব্রহ্মর্ষি চতুরানন পঞ্চানন যাতায়াত করিতেন।৭৪

রাত্রিকালে আগমন বশতঃ সেই সকল দেবতার গাত্র কান্তি দ্বারা আমার সমস্ত গৃহ কোটি চন্দ্রের কিরণের মত আলোকিত হয়।৭৫

এই রূপে চিন্তিতা ক্ষুদিরামের পত্নী চন্দ্রাদেবী তৎকালে চন্দ্রের মত অপূর্ব্ব রূপবতী হইয়াছিলেন ॥ ৭৬ ॥

পরন্তু চন্দ্রাদেবীকে দেখিয়া অন্য নারী সকল অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া মনে করিতেন ॥ ৭৭ ॥

আদিলীলা ১ অঃ।

चन्द्रादेव्यपि ताः प्राह कथं मेऽपूर्व्वगोचराः।
नानामूर्त्तिधरा देवा गृहमायान्ति यान्ति च ॥ ७८
मूर्त्तिमतां देवतानां स्वरूपं वा कदाचन।
न प्रत्यक्षीकृतश्चैव बहुगर्भोधृता मया ॥ ७८
दिवसेवा निशायां वा सर्व्वदा भयशङ्किता।
ततः स्वामि सकाशे सा देववार्त्ताव्य-चीकथत् ॥ ८०
प्रोक्तश्च किमिदं स्वामिन् भूतैरेव कृतं मनः।
न केवलं प्रपश्यामि वार्त्तामपि शृनोम्यहं ॥ ८१

Chandra Devi also said to them, "How is it that I am seeing wonderful visions. Gods of various appearances are visiting my chamber. During my previous conceptions I had never seen gods with such appearances. By day or by night I always feel very uneasy." She disclosed the facts of these unusual visitations of gods to her husband and said, "Oh Dear, am I possessed by spirits that I not only see these visions but also hear what they say. 78 to 81

বঙ্গানুবাদ :—

চন্দ্রাদেবী তাঁহাদিগকে বলিতেন। সাধারণের অপ্রত্যক্ষে নানামূর্ত্তিধারী দেবতা সকল আমার ঘরে যাতায়াত করেন আমি বহু গর্ভ ধারণ করিয়াছি কিন্তু কখনও এরূপভাবে কি দিবা কি রাত্রি সকল সময়েই ভয় শঙ্কিতা হইয়া দেবতাগণের প্রত্যক্ষ করি নাই। ৭৮।৭৪

তৎপরে চন্দ্রাদেবী স্বামীর নিকটে দেবতাদিগের বিষয় প্রকাশ

প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়া ছিলেন হে স্বামিন্ কোন একটি প্রেতমূর্তি আমার মনকে এইরূপ করিয়াছে কেবল মাত্র যে দেবমূর্ত্তি দর্শন করি তাহা নয় পরন্তু সেই দেবতা সকলের কথাবার্ত্তাও শুনিতে পাই। ॥ ৮০।৮১ ॥

তেষাং দিব্যসুগন্ধেন পূর্ণংক্ষুদ্রগৃহং মম।
কিং মমেদং-রোগচিহ্ন-মথবা প্রেতদর্শনাৎ ॥ ৮২
বিকারো জায়তে নিত্যং বদ ত্বং ভীতিনাশকং।
শ্রুত্বৈবং পত্নীবাক্যন্তু মনসৈবং প্রজল্পিতং ॥ ৮৩
স্বীয়াং বাচমৃতাং কর্ত্তুমবতীর্ণোঽসি মে গৃহে।
জনার্দ্দনঃ স্বয়ংরূপঃ শ্রীহরিস্ত্বং গদাধরঃ। ৮৪
যান্যেব স্বাভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব।
তানি তানি দধাস্যেব স্বভক্তানামরূপিণঃ ॥ ৮৫

"This small chamber of mine is filled with their divine fragrance. Do I see all these due to some disease or due to some unusual changes in me because of the adverse influence of ghosts ? Please tell me how it is and remove my fears." On hearing all these from his wife, Khudiram said to himself, God himself has appeared in my house to keep, "His own words. Oh God ! Thou dost assume various appearances for the sake of Thy devotees, even though thou hast no shape." ॥ 82 to 85 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

পরন্তু তৎকালে আমার এই ক্ষুদ্র গৃহ দিব্য সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়।

ইহা কি আমার রোগচিহ্ন অথবা প্রেত দৃষ্টি বশতঃ এইরূপ বিকৃত অবস্থা হয়। হে ভয়নাশকারী স্বামিন আপনি তাহা বলুন। ইহা কি ?

এইরূপে চন্দ্রাদেবীর কথা শুনিয়া ক্ষুদিরাম এখন মনে চিন্তা করিয়াছিলেন। ৮৩

হে গদাধর আপনি স্বয়ং রূপ জনার্দ্দিন শ্রীহরি। আপনি নিজ বাক্য সত্য করিবার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে আবির্ভূত হইতেছেন। ৮৪

হে ভগবান আপনার অভিপ্রেত যে সকল রূপ আছে আপনি নিজে রূপ শূন্য হইলেও ভক্তের জন্য সেই সকল রূপ ধারণ করেন। ৮৫

ত্বাং জ্ঞানিভিস্তত্ত্ব-বিবোধনার্থং সদাভিবাদ্যাঙ্ঘ্রিপাদপদ্মং।
ঐশ্বর্য্য বৈরাগ্য যশোঽববোধ বীর্য্যাদিভিঃ পূর্ণমহং প্রপদ্যে ॥ ৮৬
এবং গোপ্তুং ন শক্তোঽমূদ্রঘুবীরংস্মরন্ দ্বিজঃ।
উবাচ স্বপ্নবৃত্তান্তং গয়ায়াং দৃষ্টবান্ যথা ॥ ৮৭
প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তরাং ভক্তি গদ্গদয়াগিরা।
ত্বং দেবি পরমা ধন্যা সাধ্বী ত্বং পতিবল্লভা ॥ ৮৮

"Oh Lord! I dedicate myself to your feet which are covetable by those who seek truth and knowledge and which are full of divine brilliance, aversion to transient things, all prevailing glory and wisdom, and unlimited strength." He could not help narrating all about his dream in the holy Gaya, to his wife who was dearer than his life. He also said, "Oh Dear! devcted as you are to your husband, you are blessed with divine grace."

॥ 86 to 88 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

জ্ঞানিগণ আপনার স্বরূপ জানিবার জন্য সর্ব্বদা বন্দনীয় আপনার পাদপদ্ম জ্ঞান বৈরাগ্য যশ ও শক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ আপনার আমি শরণ লইলাম। ৮৬

ক্ষুদিরাম তখন আর গোপন করিতে না পারিয়া রঘুবীরকে স্মরণ করতঃ গয়া ক্ষেত্রে যে ভাবে স্বপ্নদর্শন করিয়াছিলেন সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত চন্দ্রাদেবীকে সম্পূর্ণরূপে বলিয়াছিলেন। ৮৭

প্রাণ হইতে প্রিয়তমা পত্নী চন্দ্রাদেবীকে শ্রদ্ধা সহকারে গদগদ স্বরে ক্ষুদিরাম বলিলেন হে দেবি তুমি সাধ্বী পতিব্রতা অতীব ধন্যা। ৮৮

কৃতানি যানি পুণ্যানি কোটি জন্মসু বৈ ত্বয়া।
তত্ পুণ্যফল দানার্থং ত্বত্ কুক্ষিমধ্যগোঽহরিঃ॥ ৮৯

রঘুবীরো হি যঃ সাক্ষাত্ যশ্চ সাক্ষাদ্ গদাধরঃ।
কৃপয়া ত্বদ্ গর্ভমধ্যে তাবুভা-বেকতাঙ্গতৌ॥ ৯০

অতো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা মরুতো রাজর্ষয়স্তথা।
যাতায়াতং প্রকুর্ব্বন্তি বৈকুণ্ঠপতি-দৃষ্টয়ে॥ ৯১

অতস্ত্বমবধানেন গর্ভরক্ষাং কুরুষ্ব বৈ।
নো চিন্তা না-পি শঙ্কা চ রঘুবীর প্রসাদতঃ॥ ৯২

"The merits you have earned in your innumerable previous births have now been fruitful and caused the birth of God as your son. The child you have concieved is Raghubir and Gadadhar united together. So, the gods, Gandharvas,

devotees and the greatest of saints are visiting our house to have a look at the Lord of the universe. You, therefore, very carefully protect the growth of the child in you. By the grace of Raghubir you shall have no cause for fear or anxiety. ॥ 89 to 92 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তুমি কোটি জন্মে যে সকল পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ তাহার ফল দানের জন্য ভগবান তোমার গর্ভগত হইয়াছেন। ৮৯

অতএব আমার মনে হয় ভগবান রঘুবীর বা রামচন্দ্র এবং যিনি সাক্ষাৎ গদাধর শ্রীকৃষ্ণ এই দুইটি তত্ত্বই তোমার গর্ভ মধ্যে একতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৯০

এজন্যই নৃত্য গীতাজ্ঞ গন্ধর্ব্বগণের সহিত দেবর্ষি প্রভৃতি ভক্তগণ শিবব্রহ্মাদির সহিত দেবতাগণ বৈকুণ্ঠ পতি ভগবান নারায়ণের দর্শন জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র কুটীরে যাতায়াত করেন। ৯১

অতএব তুমি সাবধানে গর্ভ রক্ষা কর। রঘুবীরের অনুগ্রহে কোনরূপ চিন্তা বা আশঙ্কার কারণ নাই। ৯২

चन्द्रादेवो पतिप्राप्ता पतिवाक्येन यन्विता।
भावावेश वशाद्देवो स्वात्मानं विस्मरत्यसौ ॥ ९३

सर्व्वानन्द प्रदं देवं स्वामिनं कुलदैवतम्।
रघुवीरं समुद्दिश्य पुतां वाणीमुवाच ह ॥

किमिद वद भो स्वामिन् जगन्मङ्गल हेतवे।
पुराण पुरुषः साक्षात् प्रादुर्भूय ममोदरे ॥ ९५

आदिलीला १मः अः

त्वाञ्च माञ्च जगत् सर्व्वं स्थावरं जङ्गमं स्तथा।
पवित्रयति देवेशो भगवान् पुरुषोत्तमः ॥ ॥

On hearing the words of her husband, Chandra Devi became beside herself with joy and said addressing Raghubir, the presiding diety of her family. "How is it that I have conceived the Lord of the universe for the welfare of the world and for the purification of the animate and inanimate objects of the world." ॥ 93 to 96 ॥

আদিলীলা ১মঃ অঃ

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থবিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ভগবতো গদাধরস্য।
বির্ভাবাভাসরূপঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

"All glory to Sri Raghubir by whose unbounded grace He will be pleased to make his appearance in this humble cottage of mine." They who were like Kasyapa and Aditi, continued to await with great joy the birth of the Supreme Being.

॥ 47 to 98 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমার এই ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে কি অবতীর্ণ হইবেন। হে রঘুবীর আপনি ধন্য আপনার অসীম দয়া। কশ্যপতুল্য ক্ষুদিরাম ও অদিতি তুল্যা চন্দ্রাদেবী অতি বিশুদ্ধ ভক্ত এই দুই জনেই ভগবানের অবতরণ অপেক্ষা করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৯৭।৯৮

ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ভগবান গদাধরের আবির্ভাবের পূর্ব্বাভাস এই প্রথম অধ্যায়ে বলা হইল। ১

আদিলীলা দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥

ঋতৌহিমা-ব্যয়ে যদাহি পূর্ণতা
মাধুর্য্যযুক্তা মধুনা সুমিশ্রা।
আম্রাদি দৃষ্ট্বা মুকুলান্বিতাশ্চ
প্রপান মত্তা ইব মত্তমূকাঃ ॥১

আদিলীলা ২য়ঃ অঃ।

সদা সদা-নন্দ-ময়া মহোৎসবাঃ
পতন্তি সংঘা মধুরং রুবন্তঃ।
যে কে-চন স্থাবরজঙ্গমাশ্চ
প্রোল্লাসিতাস্তে মধুভাব মাপ্তা ॥২

মধুর মধুর মূর্ত্তিঃ সর্ব্বদুঃখা-পহারী
ভব-জলধিসুপোতো ভানুকোটি-প্রকাশঃ।
জলধিশর সমুদ্রে চন্দ্র পূর্ব্বে শকাব্দে
রসমিত বুধবারে শুক্লপক্ষে তপস্যে ॥৩

When the winter had run its course and the mango trees had become saturated with sweet liquor and richly budded, the bees appeared to move like drunkards in the bar. The birds gave themselves up to revelry and continuous festivity and resounded all directions with their sweet songs. All animate and inanimate objects were deeply seasoned with a delicate sweetness. On Wednesday, the 6th day of the month of Falguna in the Saka year, 1757, Almighty Himself was born in the house of Khudiram.
॥ 1 to 3 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

যে সময় শীত ঋতুর শেষ অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের আম্রাদি বৃক্ষ-সকল মুকুলিত ও মধুসিক্ত হইয়া মাধুর্য্যযুক্ত হইয়াছিল এবং প্রপাণ শালায় অর্থাৎ মদের দোকানে মত্ত ব্যক্তির মত ভ্রমরগণ সর্ব্বদা মধুপানে মত্ত হইয়াছিল। সেই সময় পক্ষি-সকল সদানন্দময়

আদিলীলা ১মঃ অঃ

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থবিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং-ভগবতো গদাধরস্য।
বির্ভাবাভাসরূপঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

"All glory to Sri Raghubir by whose unbounded grace He will be pleased to make his appearance in this humble cottage of mine." They who were like Kasyapa and Aditi, continued to await with great joy the birth of the Supreme Being.

॥ 47 to 98 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমার এই ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে কি অবতীর্ণ হইবেন। হে রঘুবীর আপনি ধন্য আপনার অসীম দয়া। কশ্যপতুল্য ক্ষুদিরাম ও অদিতি তুল্যা চন্দ্রাদেবী অতি বিশুদ্ধ ভক্ত এই দুই জনেই ভগবানের অবতরণ অপেক্ষা করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৯৭।৯৮

ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ভগবান গদাধরের আবির্ভাবের পূর্ব্বাভাস এই প্রথম অধ্যায়ে বলা হইল। ১

আদিলীলা দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥

ঋতৌঽহিমা-ন্যস্য যদাহি পূর্ণতা
মাধুর্য্যযুক্তা মধুনা সুসিক্তা।
আস্বাদি হৃচ্চা মুকুলান্বিতাশ্চ
প্রপান মত্তা ইব মত্তভৃঙ্গাঃ ॥১

আদিলীলা ২য়ঃ অঃ।

सदा सदा-नन्द-मया महोत्सवाः
पतत्रि संघा मधुरं रुवन्तः।
ये के-चन स्थावरजङ्गमाश्च
प्रोल्लासितास्ते मधुभाव मासा ॥२

मधुर मधुर मूर्त्तिः सर्व्वदुःख-पहारी
भव-जलधिसुपोतो भानुकोटि-प्रकाशः।
जलधिशर समुद्रे चन्द्र पूर्व्वे शकाब्दे
रसमित बुधवारे शुक्लपक्षे तपस्ये ॥३

When the winter had run its course and the mango trees had become saturated with sweet liquor and richly budded, the bees appeared to move like drunkards in the bar. The birds gave themselves up to revelry and continuous festivity and resounded all directions with their sweet songs. All animate and inanimate objects were deeply seasoned with a delicate sweetness. On Wednesday, the 6th day of the month of Falguna in the Saka year, 1757, Almighty Himself was born in the house of Khudiram. ॥ 1 to 3 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

যে সময় শীত ঋতুর শেষ অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের আম্রাদি বৃক্ষ-সকল মুকুলিত ও মধুসিক্ত হইয়া মাধুর্য্যযুক্ত হইয়াছিল এবং প্রপাণ শালায় অর্থাৎ মদের দোকানে মত্ত ব্যক্তির মত ভ্রমরগণ সর্ব্বদা মধুপানে মত্ত হইয়াছিল। সেই সময় পক্ষি-সকল সদানন্দময়

মহোৎসবে নিমগ্ন হইয়া মধুরধ্বনি করতঃ স্থাবর জঙ্গম যে কেহ সকল প্রাণীকেই অত্যধিক উল্লসিত করিয়া মধুভাবে লিপ্ত করিয়া ছিল।

১৭৫৭ শকাব্দার ফাল্গুন মাসের ষষ্ঠ দিবসে বুধবারে শুক্লপক্ষে মধুর হতে ও মধুর মূর্ত্তি জগতের জীবের দুঃখ নাশক ভবসমুদ্রে একমাত্র নৌকা কোটী চন্দ্রতুল্যকান্তি। ৩

দ্বিতীয়ায়াং সিদ্ধিযোগে চাবির্ভূত স্বয় হরি।
ক্ষুদিরাম গৃহে সাক্ষাদ্ ভগবান্ ধর্ম্মগুপ্ত বিভু ॥৪

চন্দ্রাদেবী নিশা শেষে প্রসূযাশ্চর্য্য বালক।
পতিমাহূয় সা সাধ্বী পুত্র ত সমদর্শয়ত্ ॥৫
পুষ্কলেন্দুর্যথা ভাতি প্রাচ্যা রাকাতিথৌ নিশি।
আবিরাসোত্তথা দেবো ভগবান্ ভক্ত বৎসল ॥৬

তমদ্ভুত পদ্মদলায়তে ক্ষণং
হাস্যাননং চারু বিশাল বক্ষস।
শ্রীবৎস চিহ্ন গল কৌস্তুভা ন্বিত
পীতাম্বর সান্দ্র পয়োদ সৌভগম্ ॥

Chandra Devi gave birth to a wonderful child at the close of the night and called for her husband to show the child God manifested Himself like the full moon on the eastern horizon His eyes were as beautiful as lotuses His face was bright with a smile His wide chest had the mark of Sribatsa The Kaustava diamond hung round his neck Clad in blue skirt, He assumed—the hue of dense clouds ॥ 4 to 7 ॥

आदिलीला २यः अः।

দ্বিতীয়া তিথিতে সিদ্ধযোগে ধর্ম্মরক্ষক সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীহরি ক্ষুদিরামের গৃহে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৪

প্রভাত সময়ের কিছু পূর্ব্বে চন্দ্রাদেবী একটি আশ্চর্য্য শিশু প্রসব করিয়া স্বামী ক্ষুদিরামকে ডাকিয়া সেই পুত্রটিকে দেখাইয়াছিলেন। ৫

পূর্ব্বদিকে পূর্ণচন্দ্র পূর্ণিমা তিথিতে যেরূপ প্রকাশিত হন ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেইরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৬

সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যময় পদ্মপলাশা নয়ন সহাস্য মুখারবিন্দ শ্রীবৎস চিহ্নিত সুন্দর ও বিস্তৃত বক্ষস্থল গলদেশে কৌস্তুভমনি বিরাজিত পীতবস্ত্র পরিহিত নিবিড় মেঘতুল্য সৌন্দর্য্যযুক্ত। ৭

महामनि व्यूह किरीट कुण्डल
त्विषा परिव्याप्त सहस्र कुण्डलं।
भुजैश्चतुर्भिः सुविराजितं प्रभुं
धृताब्ज शङ्खादि लसन्नि जायुधं ॥८

दृष्ट्वा तदा तं सहसा हरिं सुतं
ननाम विप्रः प्रणतः कृताञ्जलिः।
तद्रोचिषा तत्र निशा-पतिर्यथा
सहस्रकान्त्यैव विराजितः स्वयं ॥९
स वै द्विज स्तस्य हि रूप दर्शनात्
विज्ञानजानन्द मवाप तत्क्षणात्।
मायामया-हङ्करणादि बन्धनात्
सद्योविमुक्तो भगवत् समीक्षणात् ॥१०

He had the crown and other ornaments dubbed with great diamonds. He was also

holding conch wheel, club and lotus in his four hands On seeing this divine appearance of God Khudiram bowed down with great devotion and became beside himself with great joy He at once attained salvation and freedom from the bondages of this world because of his sight of God's self ॥ 8 to 10॥

বঙ্গানুবাদ :—

অপ্রাকৃত বহুতর মনিমাণিক্য দ্বারা রচিত কিরীটি কুণ্ডলাদি শোভিত কুণ্ডলসমূহ চারিটি হস্তে শঙ্খ চক্রাদি নিজ অস্ত্রাদি শোভিত হঠাৎ এবম্ভূত পুত্ররূপী সাক্ষাৎ ভগবানকে দর্শন করিয়া ক্ষুদিরাম প্রণত পুরঃসর কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। এবং ভগবানের দেহজ্যোতিতে সেইস্থানে চন্দ্রদেব যেন সহস্র কান্তিদ্বারা স্বয়ং বিরাজিত হইয়াছিলেন। ৮।৯

সেই ক্ষুদিরাম ভগবানের স্বরূপ দর্শন জন্য সেই সময়ে ভগবানের দর্শন জনিত পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এবং মায়াময় অহঙ্কারাদি বন্ধন মুক্ত হইয়াছিলেন। ১০

সর্ব্বগ্রহা স্তত্র সুদক্ষিণায়
কালয় লগ্নয় সুদক্ষিণ স্তথা।
নক্ষত্রবারৌ তিথি শুভ্র পক্ষৌ
তথানুকূলৌ শুভ যোগ যুক্তৌ ॥ ১১

দৃষ্ট্বা শ্রীভগবানাহ বিক্ষিতং পিতর তথা।
ভবন্তৌ পিতরাবাস্তাং দ্বাপরে মম জন্মনি ॥ ১২

आदिलीला २यः अः।

नाम्नानक दुन्दुभिस्त्वं देवकी गर्भ धारिणी।
युवा-भ्यान्तु पुनर्जातः प्राग् जन्म स्मरणादहं ॥ १७
पूर्णब्रह्म स्वरूपेण भवद्भ्यां ब्रह्म जन्मना।
कले र्जीवान् परित्रातुं धर्म्मसंरक्षनाय च ॥ १४

The planets, the stars and the moon combined to make the moment most auspicious and benedictory. On seeing the father wonder-struck, God, said, "In the Dwapara yuga you were my parents who were called Basudev and Devaki. I am born again as your son to purge mankind of their sin and to restore faith in religion. ॥ 11 to 14 ॥

বঙ্গানুবাদ—

সেই সময়ে গ্রহসকল কাল লগ্ন বারতিথি যোগ ও নক্ষত্রাদি সকলই অনুকূল হইয়াছিল। ১১

তৎপরে পিতা ক্ষুদিরামকে সেইরূপভাবে বিস্মিত হইতে দেখিয়া ভগবান বলিয়াছিলেন। দ্বাপর যুগে আপনারাই আমার জন্ম সময়ে পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। আপনাদের স্মরণার্থে আমি পুনর্ব্বার কলিযুগের জীব সমূহের উদ্ধারার্থে এবং সনাতন ভগবদ্ধর্ম্ম রক্ষার্থে পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশিত হইলাম। ১২।১৩।১৪

इत्य मुक्त्वा स भगवां स्तुष्णीमासीत् स्वमायया।
पश्यतो स्तत्क्षणात् पित्रो र्बभूव प्राकृतः शिशुः ॥ १५

কিন্তু দৃগ্গোচরত্বাগাচ্ছিশ্যৌ স্ত্রী পিতরৌ তদা।
হা হেতি সংরুবন্তৌ তৌ হৃতচিত্তৌ বভূবতু ॥ ১৬

নিখিলজন শরণ্যো লোকদৃ ত্বাপহারী
ন ভবতি খলু বাসো লৌকবন্মেঽত্র সত্যং।
নিজভবন বিশূন্যং কারয়িত্বা বিরাম
ইতি গিরিশ শরোরা-লদ্ধতি স্বীচকার ॥ ১৭

চুল্লিকাভ্যন্তরাদ্ধন্যা ধাত্রী স সুবহিষ্কৃতঃ।
বিভূত্বা লিপ্তসর্বাঙ্গং বালকং হৃদিসংস্থিতম্ ॥ ১৮

On saying this, God ceased to speak and turned into an ordinary human child before the eyes of his parents Next moment even the child could not be seen and the parents burst into tears At last the attending nurse brought the child out of an oven, with its body all covered with ashes. ॥ 15 to 18 ॥

বঙ্গানুবাদ—

এইরূপ বলিয়া সেই ভগবান তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক পিতা মাতা উভয়ের সাক্ষাতে দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণবী শক্তি প্রভাবে সদ্যোজাত শিশু মূর্ত্তি হইয়াছিলেন। ১৫

কিন্তু হঠাৎ পুত্রটি অদৃশ্য হইলে পিতামাতা হাহাকার শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিতের মত হইলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্থিত জনগণের একমাত্র স্মরণীয় শোক দুঃখ বিনাশকারী ভগবান সাধারণ ব্যক্তির মত আমার মর্ত্ত্যধামে থাকা অসম্ভব এই জন্য তিনি চুল্লিকা মধ্যে অর্থাৎ রাঁধিবার উননের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভস্মলিপ্ত বিগ্রহ ধারণ করিলেন। ১৭

আদিলীলা ২য় অঃ।

সেই সময় ধাত্রী মাতা ধনী উনোন হইতে ভগবানকে বহির্গত করিয়া ভস্মলিপ্ত সর্ব্বাঙ্গ বালককে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক। ১৮

কৃত্বা তৌ দর্শয়ামাস ধনো ধাত্রী মহাধনম্।
এবং স্বাভির্ভাবকালে ন্যাসিনাং পরমাগতিঃ॥ ১৯
লীলাতনুঃ স ভগবা স্ত্যাগলীলা মদর্শয়ৎ।
ততঃ শ্রিয়োর্জাতকর্ম্ম চকার কর্ম্মবিৎ পিতা॥ ২০
গয়ায়াঃ স্বপ্নবৃত্তান্তং স্মৃদিরামোঽপি সংস্মরন্।
গদাধরেতি তন্নামকৃতবান বালকস্য হি॥ ২১
যদা গদাধরো জাত স্তদ্দিনাবধি নো গৃহং।
ধনধান্যেন সম্পূর্ণং লক্ষিতং সুবিশেষতঃ॥ ২২

Thus even at the time of His birth His appearance in a body smeared with ashes signified His renunciation and aloofness from all earthly things. Khudiram then performed the birth ceremony of the child and named it Gadadhar in recollection of the dream in Gaya. From the day Gadadhar was born, the family of Khudiram began to grow rich and prosperous. 19 to 22

বঙ্গানুবাদ :—

মহাধন অর্থাৎ লক্ষ্মী পতি ভগবানকে পিতা ক্ষুদিরাম ও মাতা চন্দ্রাদেবীকে দেখাইয়াছিলেন এইরূপভাবে সর্ব্বস্বত্যাগী ভক্তগণের একমাত্র গতি ভগবান নিজের আবির্ভাব সময়ে ত্যাগলীলা দেখাইয়াছিলেন। ১৯

আদিলীলা ২য়ঃ অঃ।

তৎপরে পিতা ক্ষুদিরাম পুত্রের যথাশাস্ত্র জাতকর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং গয়া ক্ষেত্রের স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বালকের নাম গদাধর বলিয়া নাম করণ করিয়া ছিলেন। ২০।২১

আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যেদিন হইতে গদাধর জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেইদিন হইতে আমাদের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ২২

मन्ये गदाधरः साक्षात् कृपयास्मद् गृहागतः।
इत्थं पितुः सकाशे सोऽवदद्राम कुमारकः॥ २३
श्रुत्वैवं क्षुदिरामस्तु पुत्रं प्रोवाच तत्क्षणात्।
नैतत् परस्मा आख्येयं तेनाभद्रं भविष्यति॥ २४
बालस्य तल्पगमेकं सुदीर्घपुरुषं क्वचित्।
दृष्ट्वातार स्वरैर्युक्ता चन्द्रा भीति समाकुला॥ २५
गृहाद्बहिर्विनिष्क्रान्ता स्वामिन मवदत् सती।
पत्न्यासह गृहं गत्वा शय्यायां केवलं सुतम्॥ २६

Ramkumar also realised that Lord Gadadhar Himself had appeard in their house. Khudiram however, advised him not to reveal the matter to any body else, as some mischief might come out of it. Once Chandra Devi got frightened at the sight of a very tall person by the side of the bed of the child. She called in her husband who found none but the child. 23 to 26

আমাদের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপ ভাবে ক্ষুদিরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম কুমার পিতার নিকটে বলিয়াছিলেন ॥ ২৩

ক্ষুদিরাম রাম কুমারের এইরূপ কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন এই সকল কথা অন্যের নিকটে প্রকাশ করিওনা ইহাতে আমাদের ভাল হইবেনা ॥ ২৪

কোন সময়ে বালকের শয্যা মধ্যে একটি সুদীর্ঘ পুরুষ দেখিয়া ভয় পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গৃহের বহির্ভাগে স্বামীকে বলিয়াছিলেন ক্ষুদিরাম শ্রবণ মাত্রে গৃহমধ্যে যাইয়া কেবল মাত্র পুত্রকে শয্যাতে নিদ্রিত দেখিয়া পত্নীকে বলিয়াছিলেন কিছু মাত্র ভয় নাই। ২৫।২৬

নিদ্রিতং বীক্ষ্য তামাহ ভয়ং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
এবমদ্ভুত দৃশ্যং হি নিত্যত্বাত্ন ন নূতনম্ ॥ ২৭
অপ্রকাশ্যমিদং দেবি দেবগুহ্যং সুসংস্কৃতম্।
ভয়ং মা কুরু দেবি ত্বং বহ্বেবং দৃশ্যতে ময়া ॥ ২৮
তথাপি মাতা পুত্রস্য প্রেতাগমন শঙ্কয়া।
শীঘ্র মানয় ভো স্বামিন্ গুনিনং ভূত-ঘাতকং ॥ ২৯
ইতি গিরা মধুরয়ো বাচ দেবীং দ্বিজোত্তমঃ।
উক্তত্বাত্ন কথং দেবি ভূত-শঙ্কা প্রবর্ত্ততে ॥ ৩০

Khudirm said to his wife, "Don't fear. I have been seeing such things often and on." But his wife feared that their house must have been hunted by ghosts At this Khudiram said, "How can you be afraid of ghosts ?" 27 to 30

বঙ্গানুবাদ :—

হে দেবি একথা প্রকাশ করা উচিত নয় কারণ শাস্ত্রে দেখা

যায় দেবতাদিগের বিষয় সর্ব্বতো ভাবে গোপনীয়। অতএব তুমি ভয় করিও না এরূপ আশ্চর্য্য আমার গৃহে নিত্যই হয়। ইহা নূতন নয় আমি প্রায়ই এরূপ দেখি।২৭।২৮

ক্ষুদিরাম এই রূপ বলিলেও চন্দ্রাদেবী পুত্রের প্রেতাবেশ আশঙ্কা করিয়া বলিয়াছিলেন হে স্বামিন শীঘ্রই আপনি ভূত ঝাড়ক-গুনী বা রোজা আনুন ॥ ২৯

তখন ক্ষুদিরাম মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া চন্দ্রাদেবীকে বলিয়াছিলেন হে দেবি আমাদের গৃহে ভূতের আশঙ্কা কি কখনও হইতে পারে।৩০

यन्नाम स्मरणात् सर्व्वे भूत-प्रेत पिशाचकाः।
विद्रवन्ति भयार्त्ताश्चै विष्णुपर्च्चै रिवासुराः॥ ३१

मृत्योरप्यन्तकोयत्र साक्षाद्रघुवरः प्रभुः।
तदङ्घ्रि कमलं देवि सर्व्वापद्विनिवारकम्॥ ३२

रघुवीरस्य सेवैव सर्व्वंयान्ति फलप्रदः।
अन्यस्मै न समाख्येयं भ्रमाद्यापि कथञ्चन॥ ३३

इत्युक्त्वा च पतिः पत्नीं सान्त्वयित्वा द्विजोत्तमः।
ततः कालो गतस्तत्र पञ्चमासात्मकं शुभं॥ ३४

"So long Raghubir is in our house, no ghosts or evil spirits can hunt our house, since the name of Raghubir is sufficient to avert all evils." Thus he consoled his wife. Thereafter five months passed peacefully. 31 to 34

বঙ্গানুবাদ :—

বিষ্ণুপক্ষ দেবতাগণ দ্বারা অসুর পক্ষ যেমন নিত্য পরাজিত তদ্রূপ যে ভগবানের নাম স্মরণ মাত্রে ভূত প্রেত ও পিশাচাদি ভয়ে পীড়িত হইয়া দ্রুত বেগে অন্যত্র পলায়ন করে। ৩১

যমেরও যম সাক্ষাৎ রঘুবীর যে স্থানে অবস্থান করেন সেই স্থানে ভয়? হে দেবি, রঘুবীরের পাদপদ্মই যাবদীয় বিপদ বিনাশক।৩২

এবং রঘুবীরের সেবাই সর্ব্ব প্রকার শান্তি দান করেন। এ সকল বিষয় অন্য কাহাকেও ভনে ও বলিও না। ৩৩

ক্ষুদিরাম চন্দ্রাদেবীকে এই রূপ ভাবে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়াছিলেন। তৎপরে পঞ্চম মাস পর্য্যন্ত এই ভাবে আনন্দের সহিত অতিবাহিত হইয়াছিল॥ ৩৪

পান্মাসিকস্য বালস্য রিঙ্গন মত্যলৌকিকম্।
অকস্মাদুদিতথাসীদ যস্য তস্য গৃহাঙ্গনে॥ ৩৫
কলভাষণ পূর্ব্বন্তদ্ধস্তমুত্তোল্য সংস্থিতঃ।
অদ্ভূতাগমন তস্য দৃষ্ট্বা নারী সুবিস্মিতা॥ ৩৬
পাদমিত ক্ষ্মোগবাট' লঙ্ঘয়িত্বা গতঃ কথ'।
বালক' ক্রোড় মারোপ্য চুম্বনাদি সুতোষিত'॥ ৩৭
সুমিষ্ট লড্ডুক' দত্বা চন্দ্রায়া গৃহমাগতা।
কর্ম্মান্তরে নিযুক্তা সা বালস্যৈ দৃক্‌বিধা গতি'॥ ৩৮

When the child was only six month old, he crawled a distance of half a mile. A lady was surprised to see the child all alone. She

আদিলীলা ২য়ঃ অঃ।

took the child to Chandra Devi who could not keep a watch on the child due to household work. 35 to 38

বঙ্গানুবাদ :—

ছয়মাসের বালক গদাধরের হামাগুড়ি দিয়া যেখানে সেখানে যাওয়া অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছিল। অর্থাৎ যার তার ঘরের উঠানে যাইয়া অস্ফুট মধুর ধ্বনি সহকারে একটি হস্ত ভূমিতে রাখিয়া অন্য হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক সেই বাড়ীর স্ত্রীলোকের মুখের দিকে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক উর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া থাকিত। সেই বালকের আশ্চর্য্য আগমন দেখিয়া অর্থাৎ প্রায় এক পোয়া পথ লঙ্ঘন করিয়া কি প্রকারে আমাদের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল এই রূপে বিস্মিতা নারী বালকটিকে নিজ ক্রোড়ে উত্তোলন পূর্ব্বক চুম্বানাদি দ্বারা, সন্তুষ্ট করতঃ সুমধুর লড্ডুকাদি খাওয়াইয়া চন্দ্রাদেবীর গৃহে যাইয়া ছিলেন।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮

ज्ञातुं न शक्ता श्रुत्वैवाश्चर्य्यं युक्ता तदाभवत्।
तयोक्तं बन्धनं कृत्वा सुतं रक्ष गृहे तव॥ ३८

तद्गतिर्नावरुद्धाच बन्धनेऽपि कृते शिशो।
न चान्तर्न बहिर्यस्य तस्य किं बन्धनं भवेत्।
प्रागाविर्भावत स्तस्य सर्व्वालौकिक भावतः।
पुत्रं प्रति सदा पित्रोर्भगवद्भाव दर्शनात्॥ ४१

गदाधर स्यातिशिशोर्घनानन्द स्वरूपतः।
तद् ग्रामवासि लोकाना मसौ प्रियतरोऽभवत्॥ ४२

Chandra Devi was very much astonished to know this from the lady who advised her

to keep the child tied in her house. Due to divine indications prior to the birth of the child and divine joyousness of the child, he became an object of great endearment of the pople of the locality. 39 to 42

বঙ্গানুবাদ—

অন্য গৃহ কর্ম্মে ব্যস্তা চন্দ্রাদেবী সেই স্ত্রীলোকটির মুখে পুত্রের কথা শুনিয়াই বালকের এই রূপ আশ্চর্য্য ভাবে অন্যত্র গমন কি রূপে সম্ভব হয় তাহা জানিতে না পারিয়া চন্দ্রাদেবী অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

পরে সেই স্ত্রীলোকটি বলিয়াছিলেন তোমার ছেলেটিকে ঘরের মধ্যে বন্ধন করিয়া রাখ।৩৯

যে ভগবানের বাহ্য বা অভ্যন্তর বলিয়া কিছু নাই বা সর্ব্ব ব্যাপক বহু অপরিচ্ছিন্ন তাঁহার বন্ধন দ্বারা কি গতিরোধ করা যায়।৪০

গদাধরের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে অলৌকিক ভাবের প্রকাশ বশতঃ পিতামাতার সর্ব্বদা ভগবদ্ভাব দর্শন জন্য এবং শিশু গদাধরের আনন্দ ঘন বিগ্রহ বশতঃ বালক গদাধর কামার পুকুর নিবাসী জন গণের অত্যন্ত প্রিয়তম হইয়াছিলেন।৪১।৪২

অপরাহ্ণে গ্রামবাসি নরনারী সমাগমাৎ।
তীর্থতুল্যং গৃহঞ্চাভূদ্ধ্রুবীর প্রসাদতঃ॥ ৪৩
পুত্রস্যান্নপ্রাশনার্থং ক্ষুদিরামস্য ধীমতঃ।
চিন্তা সুমহতী জাতা গ্রামস্যান্নত্বণায় বৈ॥ ৪৪

অদিলীলা ২য়: অ: ।

গ্রাম্যানাং ভোজ্যদানার্থং তাদৃগর্থো ন বিদ্যতে ।
প্রার্থনা পূরণং তেষাং রঘুবীর কুরুষ্ব ভো: ॥ ৪৫

এবং চিন্তয়ত স্তস্য বন্ধু প্রবর আগত: ।
প্রেরিতো রঘুবীরেণ ভক্তাভিষ্ট প্রপূরণাৎ ॥ ৪৬

Every evening the villagers used to crowd the premises of the house of Khudiram as pilgrims in a holy place. Khudiram was to perfrom the rice giving ceremony of the child, accompanied with a feast in which a very large number of people was to be invited. It would cost him a lot of money. He prayed to Raghubir for the fulfilment of his desire. To meet the requirement a friend of Khudiram's called at his house. 43 to 46

বঙ্গানুবাদ :—

প্রতিদিন অপরাহ্নে গ্রামবাসী নরনারী সকলের সমাগম জন্য ভগবান রঘুবীরের অনুগ্রহে ক্ষুদিরামের গৃহ একটি মুক্তি ক্ষেত্র তীর্থ তুল্য হইয়াছিল ।৪৩

ক্ষুদিরাম গদাধরের ছয় মাসে অন্নপ্রাশন দিবার জন্য এবং তদুপলক্ষ্যে গ্রামবাসি জনগণের নিমন্ত্রণ জন্য বিশেষ ভাবে চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন ।৪৪

অসম্ভব অতএব হে রঘুবীর আপনিই তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণ করুণ ।৪৫

ভক্তবাঞ্ছা পূরণার্থে ভগবান রঘুবীরের দ্বারা প্রেরিত এইরূপ ভাবে চিন্তাযুক্ত ক্ষুদিরামের নিকটে তাঁহার পরম বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন ।৪৬

লাহাব'শাবত'স: স ধর্ম্মদাসাভিধো মহান্ ।
সর্ব্বত্র সদনুষ্ঠানে সহায় স্বাতিধার্ম্মিক: ॥ ৪৭

রাজতুল্য: সুবিখ্যাতো দেবব্রাহ্মণসেবক: ।
গুণগ্রাহী গুণী মানী ধনী সর্ব্বজনাদৃত: ॥ ৪৮

শ্রুত্বা বন্ধু সুতস্যান্ন প্রাশনং সত্বরং ভবেৎ ।
ভোজ্যার্থং গ্রাম বাস্তব্য জনানা প্রার্থনা মপি ॥ ৪৯

স্নাত্বা পুন র্গৃহং গত্বা দ্রব্য সম্ভারকং বহু ।
গৃহীত্বৈব গৃহে বন্ধোস্তরণেষু সমার্পয়ৎ ॥ ৫০

He was Dharmadas Laha. famous for his riches as well as piety. On learning the ceremony to be performed very soon, he returned home and again went back to Khudiram's house with large quantities of things required on the occasion. He placed them at the feet of Khudiram. 47 to 50

বঙ্গানুবাদ :—

এই বন্ধুটি লাহা বংশের রত্ন স্বরূপ ইহার নাম ধর্ম্মদাস ইনি সর্ব্বত্র সদনুষ্ঠানে সাহায্য করেন অতি ধার্ম্মিক । ৪৭

এবং ইনি রাজাদের মত প্রতাপশালী ও বিখ্যাত দেবতা এবং ব্রাহ্মণ গণের ভক্ত গুণ গ্রাহী গুণবান মান্যবান ধনবান ও সাধারণ জন গণের দ্বারা আদরনীয়। ৪৮

ধর্ম্মদাসবাবু ক্ষুদিরামের পুত্রের ২।১ দিনের মধ্যেই অন্নপ্রাশন হইবে এবং তদুপলক্ষ্যে গ্রামবাসি জন সাধারণের ভোজনাদি ব্যাপার এই সকল বৃত্তান্ত ক্ষুদিরামের নিকট অবগত হইয়া পুনর্ব্বার নিজগৃহে আগমন পূর্ব্বক নানাবিধ দ্রব্য সম্ভার বন্ধুত্ব-ভাবে ক্ষুদিরামের গৃহে আনিয়া ক্ষুদিরামের নিকটে সমর্পন করিয়াছিলেন। ৪৯।৫০

অযাচিতা দত্তং গ্রাহ্যং দ্রব্যং শাস্ত্রপ্রমাণতঃ।
অতস্তদ্দ্রব্য সম্ভারো গৃহীত স্তেন সাদরং॥ ৫১
কুলাচারবশাৎ পিত্রা তদ্দিনে বালকস্য চ।
শ্রীমদ্গদাধর ইতি প্রদত্তং পূর্ব্ব নাম চ॥ ৫২
অধিবাসাদিকং কৃত্বা পিতৃদেবার্চ্চনাদিকং।
সমাপ্য বিধিবদ্ বিপ্রো রঘুবীরং সমার্চ্চয়ৎ॥ ৫৩
তদ্দিনে রঘুবীরস্য পূজাদ্রব্য বিশেষতঃ।
নানা ব্যঞ্জন সংযুক্তং সূপান্নং পায়সান্তিকং॥

As, such offerings were acceptable according to religious codes, Khudiram gladly accepted them. According to the prevailing usages all the rites were performed and Raghubir was also worshipped and offerd well cooked rice with various dishes. 51 to 54

বঙ্গানুবাদ :—

যে কোনও জাতি যদি স্বেচ্ছায় উত্তম বর্ণের গৃহে ভোক্য

ভোজ্য আনয়ন করে তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য এইরূপ শাস্ত্রের প্রমাণ বশতঃ ক্ষুদিরাম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ পরাঙ্মুখ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হইলেও সেই সকল দ্রব্য সম্ভার বন্ধু ধর্ম্মদাসের নিকট হইতে সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৫১

পুত্র গদাধরের অন্নপ্রাশনের দিনে ক্ষুদিরাম কুলাচার বশতঃ অধিবাসাদিনান্দীমুখ কার্য্য সমাধা করিয়া নাম করণ অর্থাৎ পূর্ব্ব প্রদত্ত গদাধর এই নাম করণ করিয়া অন্নপ্রাশনের হোমাদি কার্য্যান্তে রঘুবীরের অর্চ্চনা বিশেষ ভাবে সমাপন পূর্ব্বক ভোগদ্রব্য নানাবিধ ব্যঞ্জনাদিসংযুক্ত সূপান্ন পায়সাদি। ৫২।৫৩।৫৪

নিবেদ্য রঘুবীরায় তৎ প্রসাদেন স দ্বিজঃ।
পুত্রস্যান্নাশনং দত্বা মোদমানঃ স্ববন্ধুভিঃ॥ ৫৫
দত্বা বন্ধোর্ধন্যবাদং পুত্র-পত্নী যুতশ্চ তং।
প্রসাদং প্রাপয়ামাস স্বকুটুম্বং তথা দ্বিজঃ॥ ৫৬
অহর্নিশং ভোজনঞ্চ সবপরগ্রামবাসিনাং।
সমাপ্য কৃত কৃত্যোঽভূদ্ ব্রাহ্মণঃ সহ ভার্য্যকঃ॥ ৫৭
সরস্বত্যুদিতা হ্যাসোদন্ন প্রাগনতঃ পরম্।
কৃতং বাক্যোচ্চারণন্তু মাতৃক্রোড়স্থিতেন বৈ॥ ৫৮

The child was fed with the offered rice of Raghubir. All the friends and relatives, the villagers and guests were well fed and entertained. Shortly after this ceremony the child, now named Gadadhar, started speaking. 55 to 58

বঙ্গানুবাদ :—

গোধূম চূর্ণ পিষ্টক ও মিষ্টান্নাদি রঘুবীরকে নিবেদন করিয়া

আদিলীলা ২য়: অঃ

প্রসাদীয় অন্নদ্বারা বালক গদাধরের অন্নপ্রাশন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ক্ষুদিরাম আত্মীয় ও স্বজাতি ব্রাহ্মণ বর্ণের সহিত স্বয়ং ভোজন করিয়া পরমান্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৫৫

তৎপরে ক্ষুদিরাম অত্যুচ্চহৃদয় পরম বন্ধু ধর্ম্মদাস মহাত্মাকে সর্ব্বসমক্ষে বহুতর ধন্যবাদ প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করিয়া ধর্ম্মদাস বাবুকে কুটুম্ব বর্গ ও তাঁহার পুত্রকন্যাদির সহিত পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। ৫৬

এইরূপ ভাবে স্বগ্রামবাসী ও ভিন্নগ্রাম বাসী জন সাধারণকে দিবারাত্র ভোজন করাইয়া পত্নী চন্দ্রাদেবীর সহিত ক্ষুদিরাম লোক সমাজে ধন্য হইয়াছিলেন। ৫৭

অন্নপ্রাশনের পরই গদাধরের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। মাতার কোলে অবস্থান করিয়া গদাধর নানাকথা বলিতেন। ৫৮

देवदेवी स्तव ध्यान नमस्कारादिकञ्च यत्।
पठितं मातृदेव्या तत् पठितं बालकेन तु॥ ५९

द्वित्रवर्षाभ्यन्तरे तु पुराणाख्यान मुत्तमं।
श्रुतिमात्रेण चाभ्यस्त माग्रहातिशयेन च॥ ६०

अङ्क संख्यादि शास्त्रादेरभ्यासं विषवज्जहौ।
कदापि न शृणोत्येव ग्राम्यवार्त्तां गदाधरः॥ ६१

चतुःपञ्चवर्षमित गदाधर मुखात्तदा।
देव भाषायुतं स्तोत्रं श्रुत्वा सर्व्वे सुविस्मिताः॥ ६२

Gadadhar could recite the hymns which his mother used to read out. At the age of two

to three yers he could commit to memory the stories of mythology at first hearing. He however, avoided arithmetic and local news. At the age of four to five years he could recite Sanskrit hymns and thereby commanded admiration of all. 59 to 62

বঙ্গানুবাদ :—

মাতা চন্দ্রাদেবী যে সকল দেব দেবীর ধ্যান স্তব এবং নমস্কারাদি পাঠ করিতেন বালক গদাধরও তৎক্ষণাৎ সেই সকল পাঠ করিতেন। ৫৯

গদাধর দুইতিন বৎসর বয়ক্রমে উত্তম পৌরাণিক বার্ত্তা শ্রবণ মাত্রে আগ্রহাতিশয্যে স্বায়ত্ত করিয়া লইতেন। গদাধর কড়া গণ্ডা প্রভৃতি অঙ্ক শাস্ত্রের অভ্যাস কে বিষবৎত্যাগ করিতেন। এবং গ্রাম্য বার্ত্তা কখনও শুনিতেন না। ৬০।৬১

চার পাঁচ বৎসরের গদাধরের মুখ হইতে দেব ভাষায় দেব দেবীর স্তব ও স্তোত্রদি শ্রবণ করিয়া কামার পুকুর নিবাসী জনগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইতেন। ৬২

ততঃ পঞ্চম বর্ষে চ বালস্য বিধিবদ্দ্বিজঃ।
বিদ্যারম্ভং কারয়িত্বা পাঠাগারে তমার্পয়ৎ॥ ৬৩

তত্র তুল্যবয়োপেতান্ বালকান্ প্রাপ্য বালকঃ।
বিদ্যার্থিনঃ শ্চিক্কাং শ্চ মাধুর্য্য গুণ তোষিতঃ॥ ৬৪

লীলা প্রেমা সত্যনিষ্ঠা দয়াতুর জনেষু চ।
সমতা সর্ব্বভূতেষু গুণাঃ পঞ্চ গদাধরে॥ ৬৫

আদিলীলা ২য়: অ:।

অস্তি ভাতি প্রিয়ানাঞ্চ স্বরূপং শ্রীগদাধর:।
নির্ভীক: সাহসী সত্যবাদী ধর্ম্মরত: শুচি: ॥ ৬৬

At the age of five he was initiated to study and sent to pathshala. By his sweet conduct he could please all the boys and teachers. The best of virtues began to find expression in him. He became uncommonly prominent for his piety, truthfulness and kindness. 63 to 66

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে ক্ষুদিরাম গদাধরের পঞ্চম বর্ষ বয়সে বিদ্যারাম্ভ করাইয়া পাঠশালায় প্রবেশ করাইয়াছিলেন। ৬৩

পাঠশালায় সমবয়স্ক বালকগণকে পাইয়া এবং বয়োধিক শিক্ষক ও ছাত্র-বৃন্দকে গদাধর স্বকীয় মাধুর্য্য গুণে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ৬৪

অস্তি ভাতি প্রিয় স্বরূপ গদাধরের লীলা, প্রেম, সত্যনিষ্ঠা, আতুর জনে দয়া ও সর্ব্ব জীবে সমবুদ্ধি এই পাঁচটি গুণ সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইত। ৬৫

এবং শ্রীযুক্তগদাধর সাহসী নির্ভীক সত্যবাদী ধার্ম্মিক ও পবিত্র ছিলেন। ৬৬

ন বিমাতুং গুণা অস্য যত্না ব্রহ্মাদিবাদয়:।
পরেষা-ভূষণকারার্থং স্বপ্রাণানপি যচ্ছতি ॥ ৬৭

ভাবাবিষ্ট: সুকুমার এবং বদতি সন্ততম্ ॥
নাহং কুমার: যৌবন্থো ন কিশোরো যুবাপি বা ॥ ৬৮

আদিলীলা ।২য়: অ: ।

সর্ব্বথা সুসমর্থোঽস্মি সর্ব্বং কর্ত্তুমস ংশয়ম্ ।
দু:খ হর্ষভয়ক্রোধ লোভ মোহমদাদয়: ॥ ৬৯

অজ্ঞানলিঙ্গান্যেতানি কুত: সন্তি চিদাত্মনি ।
জ্ঞানানন্দস্বরূপোঽহং সর্ব্বং জানামি সন্ততম্ ॥ ৭০

Even Bramha and Shiva cannot describe his virtues. He would offer his own life for the benefit of others. In his divine mood he would give out that he was neither a child nor a boy nor a man but an embodiment of joy and knowledge, and that he was capable of knowing and doing everything. 67 to 70

বঙ্গানুবাদ :—

গদাধরের গুণ সকলের সংখ্যা করিতে শিব ব্রহ্মাদি ও সমর্থ হইতেন না। গদাধর পরোপকারার্থে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারিতেন। ৬৭

সেই পঞ্চম বর্ষীয় গদাধর মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেন আমি কুমার পৌগণ্ড কিশোর বা যুবা নয় আমি সর্ব্বদা সকলকার্য সম্পাদন করিতে সুসমর্থ। অভাবজনিত দুঃখ বৈষয়িক আনন্দ ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ গর্ব্ব ও মাৎ সর্য্যাদি ভাব অজ্ঞানের চিহ্ন। এইসকল বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আমাতে থাকা কি সম্ভব হয়। আমি জ্ঞানানন্দ স্বরূপ ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। অতএব আমি সর্ব্বদা সমস্ত বিষয় অবগত আছি। ৬৮। ৬৯। ৭০

আদিলীলা ২য়: অ:।

তদ্গ্রাম সন্নিধা বস্তি কাচিদুদ্যান বাটিকা।
তত্র প্রেতনিবাসাদ্বি নৈকল: কোঽপি গচ্ছতি ॥ ৭১

তত্র গদাধর: ক্রীড়াং করোতি বন্ধুভি: সহ।
রাত্রা বপ্যেকলো যাতি ভূতদর্শন হেতবে ॥ ৭২

পিতৃস্বস্তরমাদেশ্যা শ্রীতলাবেশত স্তদা।
দৃষ্ট্বা তদ্বিকৃতাবস্থাং প্রার্থনা মকরোচ্চ স: ॥ ৭৩

মম মূর্দ্ধি হি সা মাতা শ্রীতলা প্রবিশেদ্ যদি।
তদা পূর্ণসুখী ভূত্বা নৃত্যামি চ পুন: পুন: ॥ ৭৪

There was a garden near the village. It was a general belief in the locality that it was haunted by ghosts, and hence none would dare to go into it. Gadadhar with his friends used to play games in that garden and sometimes used to go there without any companion to see ghosts at night. On seeing the unbalanced condition of his aunt, Rama Devi, possessed by the Goddess, Sitala, he would say that he would dance in joy if the goddess entered his head. 71 to 74

বঙ্গানুবাদ—

সেই কামার পুকুরের প্রান্তভাগে একটি বাগানবাটি আছে সেখানে ভূতের বাসস্থান বলিয়া কেহ কখনও যায় নাই। সেই বাগানে বন্ধু গণের সহিত গদাধর খেলা ধুলা করিতেন। এবং রাত্রি

কালে ভূত দেখিবার জন্য গদাধর একাই সেই বাগানে যাইতেন। ৭১।৭২

সেই সময়ে গদাধরের পিসিমাতা রমাদেবীর হৃদয়ে শীতলা দেবীর আবেশ বশতঃ তাঁহার বিকৃতাবস্থা দেখিয়া গদাধর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যদি মা শীতলা আমার মস্তকে প্রবিষ্টা হন তাহা হইলে আমি পূর্ণসুখী হইয়া পরমানন্দে নৃত্য করিব। ৭৩।৭৪।

एवं बहुविधं तस्य साहसं परिलक्षितम् ।
ग्रामवासिभि रन्यैस्तं तथा स्वजन बान्धवैः ॥ ७५

हुहुद्विद्यालयस्तत्र भूस्वामिनो गृहान्तिके ।
पाठार्थं मासोद्बालानां बह्वासन विभूषितः ॥ ७६

एकदा पाठशालाया मागतो राजपुरुषः ।
छात्राणां सुपरीक्षायं दातुञ्च पारितोषिकम् ॥ ७७

गुरुशिष्यादय स्तत्र लोकसंख्याः सहस्रशः ।
नानाग्रामागता स्छात्राः परीक्षादान हृतवे ॥ ७८

Such were the instances of his courage witnessed by all his friends, relatives and others There was a large school close to the house of the Zeminder. Once the Inspector of schools came there to examine the boys and also to award rewards. All the teachers, students and visitors gathered there. 75 to 78

বঙ্গানুবাদ :—

কামার পুকুর নিবাসী সাধারণ জনগণ এবং অন্যান্য স্বজন

গদাধরের এই নানা প্রকার ভাবে অত্যন্ত সাহসের বিষয় পরিদর্শন করিতেন। ৭৫

কামার পুকুরের বিশিষ্ট জমিদার বাবুদের প্রায় গৃহ সংলগ্ন স্থানে বালকদিগের শিক্ষার জন্য বহুতর কাষ্ঠাসন অর্থাৎ চেয়ার বেঞ্চি যুক্ত একটি বৃহৎ বিদ্যালয় বা পাঠশালা ছিল। কোনও একদিন সেই বিদ্যালয়ে ছাত্রবর্গের পরীক্ষাপূর্ব্বক পারিতোষিক দিবার জন্য রাজ পুরুষ বা স্কুল ইনিস্পেক্টর আসিয়াছিলেন। এবং সেই বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার জন্য বহুতর গ্রাম হইতে অসংখ্য ছাত্র তাহাদের শিক্ষক ও দর্শকাদি লোক সংখ্যা অসংখ্য হইয়াছিল। ৭৬।৭৭।৭৮

ক্রম পর্য্যায়ত স্তেষাং পরীক্ষা গ্রহণে ক্ষণে।
পর্য্যায়েনাগতস্তত্র বালকঃ শ্রীগদাধরঃ॥ ৭৯

সরাজপুরুষস্তন্তু দৃষ্ট্বা স্নেহপরিপ্লুতঃ।
সুস্নিগ্ধং বালকং রম্য মাজুল্যা বিনয়েন চ॥ ৮০

পপ্রচ্ছ কথ্যতাং তদ্বি যদধীতং গুরৌ ত্বয়া।
বিদ্যাভ্যাস বিধৌ যত্নং কুরুষ্ব ভো গদাধর॥ ৮১

ত্বত্ পিতা পণ্ডিতো মানী সোদর্য্যাযাপি পণ্ডিতাঃ।
সুখং নাস্তি ধনং নাস্তি বিদ্যাহীনজনস্য হি॥ ৮২

The boys were being examined one after another. When Sri Gadadhar came up in his turn, the Inspector became very much charmed by his sweet appearance, and asked him to say something of what he had been taught. He also advised Gadadhar to get on with his

studies well for his father and brothers were all great scholars. and none without knowledge and learning could be happy and rich. 79 to 82

বঙ্গানুবাদ :—

পর্য্যায় ক্রমে এক একটি ছাত্রের পরীক্ষা কালে গদাধর পর্য্যায় ক্রমে উপস্থিত হইলে আকৃতি ও বিনয়ের দ্বারা সুকোমল রমণীয় গদাধরকে দেখিয়া অত্যন্ত স্নেহার্দ্র চিত্তে পরীক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন। ওহে গদাধর গুরুর নিকটে যাহা শিক্ষা করিয়াছ তাহা কিছু বল ? এবং পরম যত্নের সহিত বিদ্যাঅভ্যাস কর দেখ তোমার পিতা সর্ব্বজনাদৃত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। সহোদরগণও সুপণ্ডিত। বিদ্যাহীন ব্যক্তির সুখ বা ধন কিছুই হয় নাই। ৭৯।৮০।৮১।৮২

গদাধরেণ সোঽপৃচ্ছো নির্ভয়েনান্তরাত্মনা।
তাং গিরাং সাধু নো মন্যে ভবদ্ভিঃ গিরিতা চ যা ॥ ৮৩

বিষয় বিষলিপ্তাভির্বিদ্যাভিঃ কিং প্রয়োজনম্।
পরবঞ্চন হেতুর্য্যা বিদ্যা সর্ব্বত্র গর্হিতা ॥ ৮৪

তাং গিরাং ন করিষ্যামি যৎফলং কদলীফলম্।
দৃষ্ট চাত্মোপতাপায় প্রেত্য বৈ নরকায় চ ॥ ৮৫

যয়ৈব বিদ্যয়া জীবোঽমৃত মশ্নাতি নিত্যশঃ।
সৈব বিদ্যা স ধর্ম্মশ্চ সা শান্তিঃ সা পরা গতিঃ ৮৬

At this, Gadadhar fearlessly replied what he had been taught was not worth learning.

What was the necessity of that learning which was based on worldly affairs. That learning which would lead to deceiving others was abominable, as it would result in suffering in this world and in the Hell after death. The learning that would lead to the eternal truth and peace should be covetable. 83 to 86

গদাধর রাজপুরুষের কথা শুনিয়া নির্ভয়ে বলিয়াছিলেন আপনারা যে বিদ্যাশিক্ষা করেন আমি সে শিক্ষাকে উত্তম শিক্ষা বলিয়া মনে করি নাই। ৮৩

বিষয় বিষ লিপ্ত বিদ্যায় প্রয়োজন নাই। কারণ আমি কি প্রকারে অন্যকে ঠকাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিব এই রূপ বিদ্যা ইহলোকে ও পরলোকে নিন্দনীয় হইয়া থাকে। ৮৪

সেরূপ বিদ্যা আমি শিক্ষা করিব না যে শিক্ষার ফল কচু আর কলা কারণ ইহলোকে প্রাণপাত পরিশ্রম। আর পরলোকে নরকে গমন। ৮৫

যে বিদ্যা দ্বারা জীবগণ নিত্য অমৃত আস্বাদন করেন সেই বিদ্যাই- বিদ্যা সেই ধর্ম্মই ধর্ম্ম তাহাই শান্তি এবং সেইটিই উত্তম গতি। ৮৬

বেদৈরপ্যেব মুহ্যন্তু ত্যাগিনামৃতমশ্নুতে।
ধনেনা ধমতাং যাতি স্নেহবান্ দহ্যতেঽনিশং॥ ৮৭
অত: স্নেহং পরিত্যজ্য পুত্রদারগৃহাদিষু।
তত্ত্যাগে মতিমাধত্ত যদি কল্যাণ মিচ্ছয়॥ ৮৮
ভবদ্ভির্লিখ্যতাং দ্বারি জাম্বুনদরসেন বৈ।
ইয়মষ্টাক্ষরী মায়া সা বিদ্যা তন্মতিংযয়া॥ ৮৯

আদিলীলা ২য়: অ:।

কিমনেন বহূক্তেন সুষ্ঠু জানীত পণ্ডিতা:।
বিদ্যালাভস্য মূলং হি ভগবচ্চরণার্চ্চনম্॥ ৯০

"It is said in the Vedas that eternal bliss can be attained by renunciation, riches are the root of all evils and affection sets us on fire. We should, therefore, do away with our affection for family and bend our mind on renunciation, if we wish good to ourselves. Let these words be written in letters of gold, "That is real learning which turns our mind to God." Suffice it to say that learning is acquired through worship of God. ॥ 87 to 90 ॥

বঙ্গানুবাদ—

ধনের দ্বারাই মানুষের অধঃপতন হয় ত্যাগের দ্বারাই অমৃত উপভুক্ত হয় বা অমৃতত্ব লাভ হয় এই কথা বেদে বলে। আসক্তিই মানুষকে দিবারাত্র তাপভোগ করায়। ৮৭

অতএব পত্নী পুত্র দেহ গেহাদিতে ভালবাসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সকলের ত্যাগে মনোনিবেশ করুন যদি নিজের মঙ্গল চাও। ৮৮

এবং আপনারা স্বর্ণাক্ষরে নিজ নিজ গৃহের দ্বারদেশে এই আটটী অক্ষর লিখিয়া রাখুন "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" অর্থাৎ সেই বিদ্যাই বিদ্যা যে বিদ্যাদ্বারা ভগবানে মতি হয়। ৮৯

আমার এরূপ বহু বিস্তর বলিবার আবশ্যক নাই। আপনারা ভালভাবে ইহাই জানুন বিদ্যালাভের মূল একমাত্র ভগবানের চরণ সেবাই। ৯০

আদিলীলা ২য় অঃ।

শ্রুত্বা বেদান্তবেদ্যন্তদ্বচো বাচামগোচরং।
বাল মুখাদ্বিনিষ্ক্রান্তং কিমেতন্নাব বুধ্যতে ॥ ৯১

কিমসৌ ভগবান্ বিষ্ণু রুদ্রোবা জ্ঞানিনাং বরঃ।
কিম্বা চতুর্ম্মুখঃ সাক্ষাদ্বেদস্মর্ত্তা পিতামহঃ ॥ ৯২

এবং সংবদতাং তেষাং মধ্যে সাক্ষাদ্ গদাধরঃ।
স্বরূপং দর্শয়ামাস নবদূর্ব্বাদল দ্যুতি ॥ ৯৩

শঙ্খচক্র গদাপদ্ম হৈমাম্বর বিভূষিতঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠা দ্বিনিষ্ক্রান্তা গঙ্গা হিমবতঃ সুতা ॥ ৯৪

All were astonished to hear these deepty significant utterings from a child. Was he Lord Vishnu Himself? Or Rudra, the wisest of all gods? Or, the four faced Bramha, the grandfather of all living beings, and the preacher of the Vedas? When all were musing thus, Gadadhar showed his divine self with four hands holding conch, wheel, club and lotus, with the lustre of new grass and with the Ganges, the daughter of the Himalayas, coming out of His toe.

॥ 91 to 94 ॥

বঙ্গানুবাদ—

বালক গদাধরের মুখনিঃসৃত সাধারণ বাক্যের অতীত বেদান্ত-বেদ্য সেইরূপ কথা শুনিয়া ইহা কি? এইরূপ বলিয়া তাঁহারা কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন ইনি কি স্বয়ং ভগবান

নারায়ণ অথবা জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শঙ্কর কিংবা সাক্ষাৎ বেদ স্মরণকারী পিতামহ চতুর্মুখ ব্রহ্মা। ৯১

এইরূপ বলিতেছেন সেই সকল জনসাধারণের মধ্যে নব দূর্ব্বাদল শ্যামল সাক্ষাৎ গদাধর অর্থাৎ নারায়ণ তাঁহার স্বরূপ দেখইয়াছিলেন। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বিভূষিত চতুর্ভূজ এবং হিমালয়ের কন্যা গঙ্গা। ৯২

নূপুরৌ বিমলৌ ভান্তৌ সশব্দৌ চরণাব্জয়োঃ।
চন্দন তুলসীগন্ধং কোটি চন্দ্র নখদ্যুতিং ॥ ৯৫

দৃষ্ট্বৈব ভগবদ্রূপং পরমানন্দ নির্বৃতাঃ।
প্রণম্য ভক্তিভাবেন তুষ্টুবুস্তং জনা মুদা ॥ ৯৬

দেব দেব জগন্নাথ পুরাণ পুরুষোত্তম।
ত্রাতুং ঘোরান্ কলের্জীবানবতীর্ণোঽসি মায়য়া ॥ ৯৭

মাদৃগৈর্জ্ঞানভক্তিভ্যাং বিহিনৈঃ পুরুষাধমৈঃ।
যৎ প্রত্যক্ষী কৃতং রূপং ত্বৎ কৃপৈব হি কেবলম্ ॥ ৯৮

On seeing the appearance of the Divinity, all prayed for His grace and felt glad to have been blessed by Him. ॥ 95 to 98 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে নির্গতা চরণদ্বয়ে সশব্দে নূপুর শোভিত সচন্দন তুলসীযুক্ত নখকান্তি কোটিচন্দ্র কান্তিসদৃশ এবম্ভূতভগবৎস্বরূপ দর্শন পূর্ব্বক জনসমূহ পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া ভক্তিভাবে প্রণামকরতঃ তাঁহারা আনন্দে গদাধরকে স্তব করিয়াছিলেন। ৯৫।৯৬

আদিলীলা ২য় অঃ।

হে পুরাণ পুরুষোত্তম দেবদেব জগন্নাথ এই ভয়ঙ্কর কলিকালের জীবসকলের পরিত্রাণের জন্য মায়াবল ঘনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৯৭

জ্ঞান ভক্তি শূন্য পুরুষাধম আমরা আপনার যে অপূর্ব্ব রূপ প্রত্যক্ষ করিলাম তাহা কেবলমাত্র আপনার কৃপায়। ৯৮

এবং স্তুবদ্ভিস্তত্রস্থৈঃ প্রাগ্ দৃষ্টো যো গদাধরঃ।
স এব পুরতো ভাতি পরোক্ষার্থো ক্ষণেন হি ॥ ৯৯

অপূর্ব্বেয়ং হরের্মায়া যাং ন জানন্তি যোগিনঃ।
এবমুক্ত্বা ততঃ সর্ব্বে স্বং স্বং ধাম যযুর্মুদা ॥ ১০০

রীতিরাসীত্তদানীং বৈ বালকানামিয়ং ধ্রুবা।
ক্ষুণ নির্ম্মিত পাত্রেষু কেচিদস্ত্রাঞ্চলেষু চ ॥ ১০১

নীত্বা ভৃষ্ট তণ্ডুলাংশ্চ বালাশ্চানন্দ সংযুতাঃ।
গ্রামাদ্ গ্রামান্তরং যান্তি খাদন্তঃ পথিমধ্যতঃ ॥ ১০২

Soon Gadadhar withdrew his divine appearance and reverted back to his human form of the child. All were puzzled with these mysterious transformations of Gadadhar and dispersed. It was the habit in those days that the children while going from one village to another, used to eat fried rice which they used to carry in an earthen pot or the skrit of their cloth. ॥ 99 to 102 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপে সেইস্থানে স্তবকারী জনগন পূর্ব্বে যে গদাধরকে

পরীক্ষার্থীরূপে দেখিয়াছিলেন ক্ষণমাত্রে সেই গদাধরই তাঁহাদের নিকটে পরীক্ষার্থীরূপে প্রকাশিত হইলেন। ৯৯

ভগবানের মায়া অত্যাশ্চর্য যোগিগণও যে মায়ার স্বরূপ অবগত নহেন এইরূপ বলিতে বলিতে সেই সকল লোক প্রত্যেকে নিজেকে ধন্য মনে করিয়া নিজ নিজ গৃহে যাইয়াছিলেন। ১০০

তদানীন্তন বালকগণের এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল কোন কোন বালক তৃণ নির্ম্মিত পাত্রে কেহ কেহ বা বস্ত্রাঞ্চলে মুড়ি লইয়া অতিশয় আনন্দের সহিত খাইতে খাইতে নিজ গ্রাম হইতে ভিন্ন-গ্রামে যাইত। ১০১।১০২

एकदा बामहस्तेन धृत्वा टोकीं मुदा युत:।
दक्षेण पाणिना खादन् समिष्ट भृष्ट तण्डुलान्॥ १०३
ग्रामाद्बहि: क्षेत्रमध्ये याति तत्र गदाधर:।
प्रतीच्यामुदितो मेघ शब्दस्तुरण शब्दवत्॥ १०४
छादयित्वा महाकाय मेघो यथा चमूपति:।
सौदामन्यम्बुद क्रोड़े सैन्यास्त्र ज्योतिषा समा॥ १०५
दृष्ट्वासौ दूर्द्ध दृष्टि: स भावा वेशाद् गतस्मृति:।
वाह्यसंज्ञा विहीनोऽय न्यपतत् क्षत्र मध्य ग.॥ १०६

When, one day, Gadadhar was going through paddy fields away from the village, he beheld a great thundering cloud coming towards him, and fell there senseless. ॥ 103 to 106 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

একদিন আনন্দচিত্তে বালকগণ টোকী অর্থাৎ তৃণ নির্ম্মিত পাত্রে

great appreciation from everybody. Once a class of beggars appeared in the locality. They had long matted hair and tall dark figures smeared with ashes. On seeing them, the women and children would run into houses with the thought that these must be demons who ate women and children. ॥ 111 to 114

বঙ্গানুবাদ :—

বা পৌরাণিক কথা শ্রবণমাত্রে অভ্যাস হইত। কেবল-মাত্র যে অভ্যাস হইত তাহা নয় সুর তাল ও লয়াদিযুক্ত সেই সকল গান সুমধুরভাবে শ্রবণ করাইয়া জনগণকে মুগ্ধ করিতেন। এবং জনগণ ও বালকের অত্যুচ্চ ভাব দেখিয়া ভূরি ভূরি প্রসংশা করিতেন। ১১২

সেই সময় নাগা নামক সন্ন্যাসীগণের কামারপুকুরে আবির্ভাব হইয়াছিল।

তাঁহাদের সুদীর্ঘ জটামণ্ডিত ভগ্নলিপ্তদীর্ঘাকার ও কৃষ্ণবর্ণ দেহ-সকল দেখিয়া স্ত্রী ও বালকগণ ভীত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বলিত ইহারা স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে দেখিবামাত্র খাইয়া ফেলে। অতএব এই সকল সন্নাসী রাক্ষস এবিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ১১৩।১১৪

অজাতভয় বালস্তু তন্মধ্যে শ্রীগদাধরঃ।
মিলিত্বা স্তোত্রগীতাদি তান্ বিধায্য সুহাস্যযুক্॥ ১১৫

সর্ব্বাসিভির্ভোগদ্রব্য ভগবত্যর্পিতঞ্চ যত্।
ভুক্তং তদ্ ভক্তিযুক্তেন গদাধরেণ তত্ক্ষণম্॥ ১১৬

আদিলীলা ২য় অঃ।

একদা নববস্ত্রঞ্চ ক্বিত্বা সন্ন্যাসিসন্নিধৌ।
কৌপীনবন্ধনং কটযাং বহির্বাসো ধৃতং মুদা ॥১১৭

ভস্মনা লিপ্ত সর্ব্বাঙ্গং ললাটে দীর্ঘপুণ্ড্রকম্।
বক্ষোঽক্ষমালযা যুক্তং ধৃতদণ্ডকমণ্ডলুং ॥১১৮

The boy Gadadhar would sing songs and hymns to them without any fear. He would also partake of the eatables offered to the gods by the Sannyasis. Once he dressed himself like a Sannyasi with body smeared with ashes, clad with strips of cloth and holy marks on the forehead. He had also a stick, a Kamandalu and a garland made of holy nuts. 115॥ to 118॥

বঙ্গানুবাদ :—

ভয়শূন্য বালক গদাধর সেই সকল সন্ন্যাসীগণের সহিত মিলিত হইয়া ভগবানের স্তব ও গানাদিশ্রবণ করাইয়া হাস্য পরিহাস করিতেন। ১১৫

সন্ন্যাসীগণ ভগবদুদ্দেশে যে সকল ভোগ দ্রব্য সমর্পণ করিতেন গদাধর সেইসকল প্রসাদীয় দ্রব্য ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করিতেন। ১১৬

একদিন গদাধর নিজ পরিধেয় নূতন বস্ত্রটি সন্ন্যাসী গণের নিকট স্থির করিয়া কটিদেশে কৌপিন বন্ধন এবং আনন্দের সহিত বহির্বাস ধারণ করিয়াছিলেন। ১১৭

সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন ললাটে দীর্ঘপুণ্ড্র বক্ষঃস্থলে রুদ্রাক্ষ মালা ও হস্তে কমণ্ডলু ধারণ পূর্ব্বক। ১১৮

দৃষ্ট্বা সুবিস্মিতাঃ সর্ব্বে সন্ন্যাসী হর্ষগদগদং।
বভাষাদিসমোদেন রক্ষত্বং ন গদাধরম্ ॥১১৯

আদিলীলা ২য়: অ:।

দৃষ্ট্বা মাতার্ত্তনাদেন বালকং সমপৃচ্ছত।
কথমেবম্বিধো বেশঃ কেন বা বেশিতোঽধুনা ॥১২০

তেন চোক্তং মুদা মাতঃ সাধুভিঃ সজ্জিতো হ্যহং।
বেশোঽয়ং সাধুমক্তানাং সন্মার্গস্য প্রদর্শকঃ ॥১২১

তেন লীলাতনুর্ব্যক্তে লীলার্থং প্রকটীকৃতা।
বভূবু বিবিধা লীলা বহুনাং দৃষ্টিগোচরাঃ ॥১২২

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং গদাধরস্য বাল্যলীলা বর্ণনরূপো দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

He came home in great joy. It, however,greatly pained his mother to see him in that guise. On being asked by his mother he said that he was so dressed by the Sannyasis who were devotees to God and could guide men to Truth and eternal bliss. In this way he revealed his Divine Self in various ways in his childhood.

Thus, in the Sri Sri Ramakrishna, Bhagabatam depicting the life history of Sri Sri Ramakrishna, ends the second chapter entitled, "The mysterious revelations by Gadadhar in his childhood."119॥122

বঙ্গানুবাদ :—

বন্ধুবর্গবেষ্টিত হর্ষ গদগদ চিত্তে গৃহ গমন কারী গদাধরকে দেখিয়া জনগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। ১১৯

মাতা চন্দ্রাদেবীও তদবস্থ বালককে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার একপ বেশ কেন। কে তোমাকে এরূপ বেশ করাইয়াছেন। ১২০

আনন্দের সহিত গদাধর বলিয়াছিলেন সাধুগণ আমাকে এইরূপ

ভাবে সাজাইয়াছেন। সাধুভক্তগণেরই এইরূপ বেশ। এবং সাধুগণের সৎপথই আমি অবলম্বন করিয়াছি। এইরূপে বাল্যকালে লীলার জন্য লীলাময় গদাধর বিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইভাবের বহু প্রকার লীলা তদানীন্তন বহুলোকে বহুবার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ১২১।১২২

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের পরমহংস সংহিতায় গদাধরের বাল্য লীলার দ্বিতীয় অধ্যায় বলা হইল। ২অঃ।

আদিলীলা ৩য়: অঃ।

অষ্টাশীতিতমে বর্ষে শারদীয় মহোৎসবে।
গতঃ শ্রীক্ষুদিরামস্তু ভাগিনেয় গৃহং শুভম্ ॥১

পীড়িতঃ ক্ষুদিরামস্তু তত্র পীড়া ব্যবর্দ্ধত।
সর্ব্বৌষধিশুশ্রূষা পথ্যাদের্নাভবৎ ত্রুটিঃ ॥২

নাম্না শ্রীরামচন্দ্রেণ ভাগিনেয়েন কেনচিৎ।
মাতুলস্যাস্তিমা যাত্রা মদ্গেহে নাত্র সংশয়ঃ ॥৩

ভবেদেবং বিনিশ্চিত্য কামারপুকুরাত্তদা।
আনীতো মাতুলসুতো জ্যেষ্ঠো রামকুমারকঃ ॥৪

On the occasion of Saradiya Puja Festival in the year when Khudiram attained the age of eighty years, he went to the house of his nephew. He fell ill there and his condition began to grow more and more serious in spite of every effort, and arrangements for treatment by good physicians and careful nursing. Thinking that his uncle would

आदिलीला ३य: अ: ।

surely breathe his last, his nephew. Ramachand by name, sent for his eldest son, Ramakumar, from Kamarpukur. 1 ॥ to ॥ 4

বঙ্গানুবাদ ঃ—

শুভ শারদীয় মহোৎসব উপলক্ষে অষ্টাশীতিবর্ষ বয়সে ক্ষুদিরাম তাঁহার রাম চাঁদ নামে ভাগিনার বাড়ীতে গিয়া ছিলেন। ১

এবং সেই স্থানে ক্ষুদিরাম বিশেষ ভাবে পীড়িত হইলে পীড়ার ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইয়াছিল। ভাগিনেয় রামচাঁদ মাতুল ক্ষুদিরামের পীড়ার উপশমের জন্য উত্তম বৈদ্য ঔষধ সেবাশুশ্রূষা ও পথ্যাদির কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই। ২।৩

মাতুলের আমার গৃহে এই শেষ আগমন ওইরূপ ভাবিয়া কামার পুকুর হইতে মাতুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারকে আনাইয়াছিলেন। ৪

एवं कृच्छ्रगतोदेव्याः पूजनं त्रिदिनं कृतम्।
दशम्यान्तु प्रातरेव कृतं देव्या विसर्ज्जनम् ॥५

निमज्ज्याम्भसि मध्याह्ने देव्यास्तां प्रतिमां शुभां।
आगतं रामचाँदन्तु दृष्ट्वा कम्पस्वरेण च ॥६

उक्तं श्रीक्षुदिरामेन प्रतिमा किं विसर्ज्जिता।
विसर्ज्जनं ममाप्येव शेषकृत्यं कुरुस्व भो ॥७

आशीर्व्वादं प्रयच्छामि श्रीरामे मतिरस्तु ते।
पुत्रानां यः कनिष्ठो मे तदर्थं चिन्तितोऽधुना ॥८

Thus with a sorrowful heart, Ramchand performed three days' worship of the Goddess and in the noon of the fourth day immersed the image in

आदिलीला ३यः अः।

the water. After the immersion ceremony when he returned home, Khudiram said to him. "Now that the image has been immersed, you shall have to perform my last rites. I bless you that you may have unflinching devotion to Shri Rama. I am now worried about my youngest son." 5 ॥ 8

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ ভাবে রামচাঁদ তিন দিন দুঃখের সহিত দুর্গাপূজা করিয়া ৺বিজয়া দশমীর দিন প্রাতঃকালে দেবীর বিসর্জনের পর সেই সর্ব্ব-মঙ্গলা মৃন্ময়ী দুর্গা প্রতিমা জলমগ্ন করিয়া মধ্যাহ্নে আগত রাম চাঁদকে দেখিয়া ক্ষুদিরাম কম্পিত স্বরে বলিয়া ছিলেন রামচাঁদ মা জগদম্বার প্রতিমা বিসর্জন করিলে। এইবার আমার শেষকৃত্য বিসর্জন কর ৫।৬।৭

আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি তোমার পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রে মতি হউক। উপস্থিত আমার কনিষ্ঠ পুত্রের জন্যই বিশেষ চিন্তা। ৮

कुरु तस्य सुकल्यानं रघुवीर दयानिधे।
भवतः पादयोर्नस्य तं यामि भवदन्तिके ॥९

कृत्वा शय्योत्थितं मान्तु समुत्तोल्याति यत्नतः।
शुद्धासने स्थापयित्वा कुरु पद्मासनं मम ॥१०

तत्क्षणात्तत्कृतं तेन चोपविश्याति कृच्छ्रतः।
अञ्जलिं मस्तकेबद्धा श्रीरामं ध्यातवान् द्विजः ॥११

भवभयहरमेकं भाणुकोटि प्रकाशं
करधृत शरचापं कालमेघावभासम्।

আদিলীলা ২য় অ ।

কণৎকরুচিরবস্ত্রং রত্নবত্ কুণ্ডলাঢ্যং
কমলবিমদনেত্রং জানকী রামমীড়ে ॥১২

"Oh Raghubir, be pleased to protect him from all evils. Placing him at your feet, I leave this world. Please raise me up and make me seated in Padmasana." When it was so done, Khudiram meditated upon Sri Ramachandra with his folded hands placed on his forehead. "I pray to Sri Rama chandra, the consort of Janaki, having wide lotus like eyes, ear-ring studded with jewels, clothes emiting golden lustre, complexion of black clouds, hands holding bow and arrows and brilliance of million suns." ॥ 9 to 11 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

হে রঘুবীর তুমি আমার কনিষ্ঠ পুত্র গদাধরের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল বিধান কর। হে দয়ানিধি আপনার পাদপদ্মে আমার গদাধরকে সমর্পণ করিয়া আমি আপনার নিকটেই যাইতেছি।

॥ ৯ ॥

রামচাঁদ ; আমাকে শয্যা হইতে উঠাইয়া অতি সাবধানে ধারণ পূর্ব্বক অন্য একটি পবিত্র আসনে পদ্মাসন করিয়া বসাইয়া দাও।১০

রামচাঁদ তৎক্ষণাৎ সেইরূপে মাতুলকে বসাইলে ক্ষুদিরাম বহু কষ্টে বসিয়া মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ভগবান রামচন্দ্রকে এইরূপ ভাবে ধ্যান করিয়াছিলেন। ১১

হে ভবভয় নাশক কোটি সূর্য্যতুল্য জ্যোতিঃপুঞ্জ কর ধৃত্র ধনুর্ব্বাণ নূতন মেঘের মত দেহ বর্ণ মনোহর স্বর্ণবস্ত্র পরিধান কারী বহু

রত্নবিশিষ্ট কুণ্ডলশোভিত মা জানকীর সহিত একাসনে উপবিষ্ট পদ্ম পলাশলোচন শ্রীরামচন্দ্রের শেষ যাত্রাকালে শরণ লইলাম। ১২

রামং রামানুজং সীতাং ভরতং ভরতানুজং।
সুগ্রীবং বায়ুসূনুঞ্চ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥১৩

এবং ধ্যাত্বা গদ্গদেন স্বরেণ নেত্রবারিণা।
আর্দ্রীভূতো রাম নাম রঘুবীরস্য মঙ্গলম্ ॥১৪

বদন্ প্রারব্ধজং দেহং তত্যাজ পাঞ্চভৌতিকং।
ততঃ শুদ্ধাং ভাগবতীং সচ্চিদানন্দরূপিনীং ॥১৫

তনুং লব্ধা গতো বিপ্র স্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।
বৈকুণ্ঠাখ্যং পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামঃ সীতয়া সহ ॥১৬

"I bow down to Rama. Lakshmana, Sita Bharat, Satrughna, Sugriba, and Hanuman." Thus meditating on Sri Rama and Raghubir, he, left this mortal world. ॥ 13 to 16 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

রামলক্ষণ, সীতা, ভরত শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব ও বায়ুপুত্র হনুমানকে পুনঃ পুনর্ব্বার প্রণাম করি ॥ ১৩

এইরূপভাবে ক্ষুদিরাম শ্রীরাম চন্দ্রের ধ্যান ও প্রণামাদি করিয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া গদগদ স্বরে ভগবান রামচন্দ্রের তারক ব্রহ্মনাম রাম নাম বলিতে বলিতে প্রারব্ধ কর্ম্ম জনিত এই পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভগদ্দেহ লাভ করিয়া সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় দেহে ক্ষুদিরাম বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়া ছিলেন।

যে বৈকুণ্ঠে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত নিত্য বিরাজিত সেই স্থানে যাইয়া সীতা রামের সেবা লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে ক্ষুদিরামের অত্যুত্তম আশ্চর্যরূপে মহাপ্রয়াণ হইয়াছিল। ॥ ১৪--১৭

বিরাজিতো যত্র তত্র তৎসেবাং প্রাপ্তবান্ দ্বিজ।
এবমদ্ভুত সংযানমভূত্তস্যোত্তমোত্তমং ॥১৬

নিশীথে শবদেহন্তু সঙ্কীর্ত্তন পুরঃসর।
নীত্বানদ্যাস্তীরভূমি মন্ত্যেষ্টি সুসমাপ্য চ ॥১৮

পরাহ্নে শোকসন্তপ্ত পুত্রো রামকুমারক।
স্বগেহে পুনরাগম্য পিতুঃ স্বর্গতি সুশ্রাবান্ ॥১৯

হাহারবৈঃ পূর্ণমাসীৎ কামার পুকুরস্থদা।
তদ্ গ্রামবাসিন সর্ব্বে শোক-সংবিগ্নমানসাঃ ॥২০

His dead body accompanied with the chanting of holy names was taken to the bank of the river and his last rites were performed. Next day Ramkumar returned home and gave out the news of his father's death. The people of the village of Kamarpukur became very sad and lamented the death of Khudiram. ॥ 17 to 20 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ

ক্ষুদিরামের মৃত দেহ অর্দ্ধরাত্রে সঙ্কীর্ত্তন সহকারে নদী তীরে লইয়া যাইয়া শ্মশানক্রিয়া অর্থাৎ চিতাপিণ্ড ও দাহাদি করিয়া পর দিনে শোক সন্তপ্ত রামকুমার কামারপুকুরে পিতার স্বর্গলাভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮ ॥ ১৯

আদিলীলা হয়ঃ অঃ

কামার পুকুর নিবাসী জনগণ ক্ষুদিরামের মৃত্যু অবগত হইয়া শোক নিমগ্ন পূর্ব্বক স্নান আহার পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র হাহাকার রবে গ্রাম পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। ২০

বালদ্বয়ুবানশ্চ স্নানাহার বিবর্জ্জিতাঃ।
পিতুঃ প্রেতত্বমুক্ত্যর্থং স্বর্লোকগমনায় চ ॥২১

হয়োৎসর্গঃ কৃতো রামচাঁদস্য সহযোগতঃ।
বেদজ্ঞ বহুবিপ্রাণাং দানমানাদিভিস্তথা ॥২২

ভূজনং ভোজনং তত্র কারয়ামাস সুব্রতঃ।
পিতৃকৃত্যে সুসম্পন্নে শ্রীরামকুমারোপরি ॥২৩

সংসারভারঃ পতিতঃ কুলধর্ম্মানুসারতঃ।
তদা তন্মধ্যম ভ্রাতা শ্রীরামেশ্বর নামকঃ ॥২৪

With the help of Ramachand, the Sradh ceremony was performed under guidance and supervision of many bramhins well versed in the Vedas Thereafter Sri Ramkumar had to shoulder the burden of the family. ॥ 21 to 24 ॥

আদিলীলা ২য়ঃ অ ।

ভ্রাতা রামকুমারের উপরই সংসার রক্ষার ভার সম্যকরূপে পড়িয়াছিল। সেই সময়ে অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক স্মৃতি ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শি পণ্ডিত রামেশ্বর নামে রামকুমারের মধ্যম ভ্রাতা এবং আট বৎসরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর নামে রামকুমারের ২টি ভ্রাতা ও মাতা স্ত্রী প্রভৃতি ছিলেন ॥ ২১।২৫

অষ্টাদশবয়ঃপ্রাপ্তঃ স্মৃতিজ্যোতিষপারগঃ ।
পিতুর্বিয়োগসন্তপ্তশ্চাষ্টবর্ষো গদাধরঃ ॥২৫

জ্ঞাতঃ সাধারণৈঃ কিন্তু বিশোকোঽয়ং গদাধরঃ ।
বিদ্যাভ্যাসে তদারভ্য প্রায়েণ যত্নহীনতা ॥২৬

নির্জনপ্রিয়তা চিন্তাশীলতা পরিলক্ষিতা ।
রাজোদ্যানে ভূতি খালে মোড়লস্য মৃতালয়ে ॥২৭

উপবিশ্যোর্দ্ধদৃষ্টিঃ স সদাচিন্তাপরোঽভবৎ ।
শীতবর্ষাদিভির্বালো ন কিঞ্চিদপি চালিতঃ ॥২

বঙ্গানুবাদ :—

পিতার মৃত্যুর জন্য শোকাতুর গদাধরকে সাধারণ লোক সকল শোক মুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। সেই সময় গদাধরের বিদ্যা শিক্ষায় যত্ন হীনতা নির্জ্জন প্রিয়তা ও চিন্তা শীলতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ২৬

রাজার বাগানে ভূতির খালে মোড়লের মহা শ্মশানে বসিয়া গদাধর উর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত থাকিতেন।

শীত বর্ষা বা প্রখরতর রৌদ্র হইলেও গদাধর কিছু মাত্র বিচলিত হইতেন না। ২৭।২৮

দিবা কিম্বা নিশীয়ম্বা ন জানাতি গদাধরঃ।
ধর্ম্মদাসসুতো বালঃ শ্রীগয়াবিষ্ণু নামকঃ ॥২৯

বন্ধুত্ব মুভয়োরাসীদ্রাম সাদৃশ্যতস্তয়োঃ।
প্রাপ্তমাত্রং ভোজ্যদ্রব্যং মিষ্টান্নং বা ফলাদিকং ॥৩০

অকৃত্বা বন্ধুমাত্মবাপি ন তদাস্বাদনং কৃতম্।
পূর্ণে তু নবমে বর্ষে উপনেত্যর্থমুদ্যমঃ ॥৩১

কৃতো রামকুমারেণ ভ্রাতুর্গদাধরস্য হি।
শ্রুত্বৈবং স্বোপনয়নং মৌক্তা মাতা প্রতিষ্ঠিতিঃ ॥৩২

Gadadhar had no sense of day and night. Gayavishnu, son of Dharmadas was his fast friend. Neither of them would eat anything without sharing it with the other. When Gadadhar became nine years old, Ramkumar began to make preparation for the sacred thread ceremony.

When he came to know of this he reminded his mother of his promise. 29 to 32

বঙ্গানুবাদ :—

পরন্তু এইটি দিন কি রাত্রি কিছুই জ্ঞান থাকিত না। পিতৃ বন্ধু ধর্ম্মদাসের গয়া বিষ্ণু নামে একটি নাবালক পুত্র ছিল, গদাধর ও গয়া বিষ্ণুর নামের প্রায় সমতা বশতঃ পরস্পরের সহিত পরস্পরের বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ২৯

খাদ্য দ্রব্য মিষ্টান্ন বা ফলমূলাদি পাইলে কেহ কখনও বন্ধুকে না দিয়া খাইত না। গদাধরের নবম বর্ষ পূর্ণ হইলে রামকুমার গদাধরের পৈতা বা উপনয়ন দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন ৩০।৩১

গদাধর উপনয়ন হইবে শুনিয়া ধাত্রীমাতা ধনীকে যাহা পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা মাতা চন্দ্রাদেবীকে বলিয়াছিলেন। ৩২

যা দত্তা ধ্যুপমাত্রে চ বালগদাধরেণ বৈ।
ধনীনাম্ন্যুপমাতা মে মিচ্ছাময়ে প্রদাস্যতি ॥৩২

নোচেদহং ন গৃহ্লামি যজ্ঞসূত্রং কদাচন।
শ্রুত্বারামকুমারস্তু দুঃখিতোঽভূদ্বিগেপতঃ ॥৩৪

বেদারম্ভাৎ পরং সূর্য্যং শূদ্রং সাধারণস্ত্রিয়ং।
দিনত্রয়ং ন দ্রষ্টব্যমিতি শাস্ত্রস্য শাসনম্ ॥৩৫

শাস্ত্রাচার পরিত্যাগে স্বজনৈর্নিন্দিতো ভবেৎ।
তৎকর্ম্মদিন পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মদাসে গৃহাগতে ॥৩৬

He said,"I will not take the sacred thread, if I am not allowed to take alms first from my midwife

आदिलीला ३य: अ:।

named Dhani. At this Ramakumar became very sorry because after initiation to the Vedas a bramhin should not see the non-bramhins for three days, and any disregard of this rule would be condemned by all friends and relatives. When Dharmadas came up on the day previous to the day of ceremony, Ramakumar represented the matter before him for his decision. · 33 to 36

বঙ্গানুবাদ :—

ধনী নামে ধাত্রীমাতা আমার উপণয়নের সময় সর্ব্ব প্রথমে আমাকে ভিক্ষা দিবেন। ৩৩

তাহা না হইলে আমি কখনও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিব না। রামকুমার গদাধরের এইরূপ কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। ৩৪

কারণ ব্রহ্মচারী বেদারম্ভের পর সূর্য্য শূদ্র এবং সাধারণ স্ত্রীলোক কে ন্যূনকল্পে তিন দিন দেখিবেন না এইরূপই শাস্ত্রের আদেশ। ৩৫

শাস্ত্রোক্ত সদাচার না মানিলে সকলের নিকট নিন্দিত হইতে হয়। পরন্তু পাপ হয়। ৩৬

राजतुल्ये पितृबन्धौ मीमांसाभार आहित:।
उक्तं रामकुमारेण शूद्रकन्या धनी कथं ॥३७

भिक्षां दास्यति सर्व्वाग्रे प्रुक्तं मातुःसमीपत:।
अतोऽत्र सुविधेयं यत् तदुपादिश नो बुध: ॥३८

प्राचीन: कर्म्मकुशलो भवान् वृद्धोऽति धार्म्मिक:।
प्रुत्वैवं सकलं रामकुमारमवदत्तदा ॥३८

আদিলীলা ২য়: অ: ।

যদ্যপ্যস্মিন্কুলেনাস্তি শূদ্রভিক্ষা কদাচন ।
কিন্তু ব্রাহ্মণপুত্রস্য বালব্রহ্মচারিণঃ ॥৪০

Ramakumar said, "It is learnt from my mother that Dhani, a nonbramhin woman, will be the first to give alms to Gadahar. I place the matter before you for decision. At this Dharmadas said, "Even though this goes against the custom of of your family, it obtains very often elsewhere."

37 to 40

বঙ্গানুবাদ :—

গদাধরের উপনয়নের পূর্ব্বদিনে মহাধনী পিতৃবন্ধু ধর্ম্মদাস রামকুমারের গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহার উপর এই বিষয়টির মীমাংসার ভার দিয়া রামকুমার বলিয়াছিলেন শূদ্রকন্যা ধনী সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দিবেন ইহা আমি মায়ের কাছে শুনিয়াছি অতএব এরূপ অবস্থায় আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা আপনি উপদেশ দিন।

৩৭।৩৮

যেহেতু আপনি ধার্ম্মিক বয়োবৃদ্ধ কর্ম্মকুশল ও পিতৃবন্ধু। ধর্ম্মদাস রামকুমারের এই সকল কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন যদ্যপি আপনাদের বংশে কখনও শূদ্রভিক্ষা হয় নাই। ৩৯

তথাপি ব্রাহ্মণ পুত্র বালক ব্রহ্মচারী বহুস্থলে শূদ্র ভিক্ষা গ্রহণ করেন ইহা আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ৪০

বহুত্র শূদ্রভিক্ষায়া গ্রহণং দৃশ্যতে ময়া ।
প্রতিশ্রুতেঃপালনার্থং বালেচ্ছাপূরণায় চ ॥৪১

অতোঽত্রশূদ্রভিক্ষায়া ন তাদৃগ্ দোষ উচ্যতে ।
তস্মাত্তেনৈব সা সাধ্বী ধনী শ্রীব্রহ্মচারিণে ॥৪২

আদিলীলা ২য়: অ: ।

মেখলাজিন স যুক্ত যজ্ঞসূত্র ধরায় চ ।
বিল্ববদণ্ড বংশদণ্ড কাষ্ঠ পাদুকা ধারিণে ॥৪৩

মাতর্ভিক্ষাং প্রযচ্ছেতি ভিক্ষার্থমুদ্যতায় চ ।
দত্ত্বা ভিক্ষাং ধনী মাতা প্রণম্য শ্রীগদাধরম্ ॥৪৪

"In this act of taking alms from a non-bramhin the question of any grave concern cannot arise specially when it is so done to keep a promise and also to fulfil the desire of a young boy. Accordingly Dhani, the mid-wife was allowed to give alms to Gadadhar on the day of the ceremony. ॥ 41 to 64 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব এস্থলে প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন ও বালকের ইচ্ছা পূরণ জন্য শূদ্র ভিক্ষায় সেরূপ দোষাবহ বলিয়া মনে হয় না। ৪১।৪২ সেই ধর্ম্মদাস বাবুর মতানুসারে গদাধরের উপনয়নের সময় সাধ্বী ধনী নাম্নী ধাত্রীমাতা মুণ্ডিত মস্তক মেখলাজিন যুক্ত কাষ্ঠ পাদুকা যুগল ও গৈরিক বসন পরিহিত ব্রহ্মচারী গদাধর মাতা আমাকে ভিক্ষাদান করুন এইরূপ ভাবে ভিক্ষার ঝুলি উন্মুক্ত করিলে ধনীমাতা সর্ব্বাগ্রে গদাধরকে ভিক্ষা দান করিয়া এইরূপ ভাবে বলিয়াছিলেন। ৪৩।৪৪

অদ্য চৈবং কৃতার্থাহং কৃপয়া তব হে প্রভো ।
ত্বমেব জগতাং ত্রাতা ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়: ॥৪৫

অতো হে ত্বাং নমস্যামি ভূয়োভূয়ো নমাম্যহং ।
সাবিত্রীগ্রহণঞ্চৈবং সুসম্পন্ন মলৌকিক ॥৪৬

আদিলীলা ২য়: অ:।

শ্রীরামকুমার এব বেদারম্ভ মকারয়ৎ।
ততঃ শ্রীরঘুবীরস্য শীতলায়া ঘটস্য চ। ৪৭

পূজনং সুষ্ঠুভাবেন কৃতং গদাধরেণ বৈ।
পূজাকালে ভক্তিনিষ্ঠাভাবার্দ্রহৃদয়েন তু ॥৪৮

After performance of the sacred thread ceremony, Ramkumar initiated Gadahar to the study of the Vedas, and made him worship Sri Raghubir and Goddess Sitala. 45 to 48

বঙ্গানুবাদ :—

হে প্রভো আপনার কৃপায় আমি ধন্য হইলাম। তুমিই জগতের জীবের পরিত্রাণকারী সনাতন ভগবান নারায়ণ। ৪৫

অতএব তোমাকে নমস্কার করি পুনঃ পুনর্ব্বার তোমার চরণে অনন্ত কোটী নমস্কার করি। এই প্রকারে অলৌকিক ভাবে গদাধরের সাবিত্রী গ্রহণ বা উপনয়ন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ৪৬

গদাধরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারই বেদারম্ভ গায়ত্রী দানাদি যাবদীয় কার্য্য করিয়াছিলেন। উপনয়নের পর গদাধর কুলদেবতা রঘুবীর ও শীতলা ঘটের সুন্দর ভাবে পূজা করিতেন। ৪৭।৪৮

সাক্ষাৎকৃত. সমাধিনা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
ভাবভাবিতচিত্তেন যদুক্তং সত্যমেবতৎ ॥৪৯

তৎক্ষণাত্তত্রবত্যেব হৃষ্টা সর্ব্বে সুবিস্মিতাঃ।
একদা রাজতুল্যানাং বহুমানযতাং সতাং ॥৫০

आदिलीला ३य: अ: ।

तेजो-बल-समृद्धानां विप्रदैवत-मानिनां ।
प्रायेन गृह-संलग्न सुदीर्घ मण्डपे शुभे ॥ ५१ ॥

दानसागर श्राद्धाहे सभा-शोभा-समायुते ।
स्वर्णरौप्य मयेर्दान द्रव्यैस्तु बहु-विस्तरै: ॥ ५२ ॥

Whatever he would say in his divine mood, came to be true. All were surprised to witness this. Once, on the occasion of Dan-sagar (i.e. the sea of gifts) Sradh ceremony to be performed by a very rich man, great scholars and respectable guests gathered together and huge quantities of costly gifts were kept ready for distribution.

॥ 49 to 52 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

পূজাকালীন ভক্তি নিষ্ঠা ও ভাব বিগলিত হৃদয় বশতঃ—সচ্চিদানন্দ ভগবদ্বিগ্রহ সাক্ষাৎ করিতেন। তজ্জন্য পূজাকালীন যাহাকে যাহা বলিতেন সেই সকল বিষয় তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইত। তাহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইত ।৪৯

কোনও সময়ে রাজ তুল্য ধনী অত্যুচ্চ সম্মান সম্বলিত তেজো বল সমৃদ্ধি সম্পন্ন দেব-ব্রাহ্মণ-ভক্ত জমিদারগণের প্রায় গৃহ সংলগ্ন সুদীর্ঘ মণ্ডপে দানসাগর নামক শ্রাদ্ধ দিবসে বহুবিস্তর স্বর্ণরৌপ্যাদি দানীয় দ্রব্য বিনিষ্ট ।৫।৫১।৫২

অত্যুচ্চ কলসৈ রত্নপাত্রৈশ্চ পরিপূরিতে ।
বহব: পণ্ডিতাস্তত্র সমাসীনা মহাগয়া: ॥ ৫২ ॥

আদিলীলা ২য়: অ:।

মীমাংসান্যায় স্মৃত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্র বিশারদা:।
নানা দেশাগতারতৈস্তু সশিষ্য ভৃত্য বাহনা: ॥ ৫৪ ॥
তত্তচ্ছাস্ত্র বিচারিষু নিবিষ্টা: মহ-হৃদয়:।
তত্র কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণস্তু কৃশোনী যষ্টিধারক: ॥ ৫৫ ॥
কঙ্কাল মাত্র সারস্তু কম্পান্বিত-কলেবর:।
শূলব্যাধি-সমাযুক্ত: ক্ষীণকণ্ঠস্বরো যুবা ॥ ৫৬ ॥

In that meeting, a young bramhin, who had been very much emaciated due to some incurable chronic disease, stood up supporting on a stick with a trembling body, and addressed the great pandits and said, with folded hands placed on his head. ॥ 53 to 56 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অতি উচ্চ কলস ও অন্নপাত্রাদি বহুতর দ্রব্য শোভিত সভা মধ্যে ন্যায়স্মৃতি মীমাংসাদি ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ শিষ্য ভৃত্য যানবাহনাদিসহ এবং বহু দেশ দেশান্তর হইতে সমাগত বহুতর সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইলে নির্ম্মলান্তঃকরণ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রবিচারে নিমগ্ন থাকিলে।৫৩।৫৪

সেই সভা মধ্যে কোন একটি কঙ্কাল মাত্র সার কম্পান্বিত কলেবর শূল ব্যাধিগ্রস্ত ক্ষীণ কণ্ঠস্বর যষ্টিধারী যুবা কুলীন ব্রাহ্মণ মস্তকে অঞ্জলিবন্ধপূর্ব্বক সভাস্থ পণ্ডিতবর্গকে বলিয়াছিলেন।৫৬।৫৭

মূর্দ্ধন্যঞ্জলিং সমারোপ্য পণ্ডিতানবদত্ত তান্।
ভো ভো ব্রহ্মবিদো বিপ্রা: শৃণুতং কৃপয়া বচ: ॥ ৫৭ ॥

আদিকাণ্ডে ২য়: অ:।

বিংশত্যধিক-বর্ষাণি শূলরোগ-প্রপীড়িতঃ।
রোগমুক্তি র্ন মে জাতা সদ্বৈ-দ্যৌষধি সেবনাৎ॥ ৫৮॥
পুত্র-পত্ন্যুপদেশেন সর্বরোগ-বিমুক্তিদম্।
দেব-দেবং সমাসাদ্য তারকেশ্বরমীশ্বরম্॥ ৫৯॥
স্নান-পূজাদিকাং কৃত্বা মন্দিরে পতিতোদ্যহম্।
মরণং রোগমুক্তি' বা দেহি মে তারকেশ্বর॥ ৬০॥

"Oh bramhins, please listen to what I have to say. I have been suffering from some incurable disease for the last twenty years. No medicine could cure me. At last according to the advice of my son and wife I went to the temple of Tarakeswar and lay there praying to Him for his grace.
॥ 57 to 60 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

হে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কৃপাপূর্ব্বক আমার বক্তব্য বিষয় শুনুন।৫৭ আমি প্রায় বিশ বৎসরের অধিক কাল শূল রোগে বিশেষভাবে প্রপীড়িত হইতেছি। প্রধান প্রধান বৈদ্যগণের ঔষধ সেবনেও আমার রোগ মুক্তি হয় নাই।৫৭।৫৮

সম্প্রতি পত্নীপুত্রাদির উপদেশ মত সর্ব্ব রোগ বিনাশক দেবাদিদেব ভগবান তারকেশ্বর মহাদেবের নিকটে যাইয়া স্নান ও পূজাদি করিয়া তাঁহার মন্দিরে আমি ভক্তিপূর্ব্বক পতিত হইয়া বলিয়াছিলাম হে তারকেশ্বর আমার রোগ-মুক্তি অথবা মৃত্যু দেন।৫৯।৬০

নিশিথে যং সদা কিঞ্চিৎ সুস্থতামুপলব্ধবান্।
নিদ্রাবেগ মনুপ্রাপ্তো দৃষ্টবান্ স্বপ্নমুত্তমম্॥ ৬১॥

আদিকাণ্ডে ৪র্থঃ অঃ।

যথা মৎসন্নিধৌ কশ্চিদায়াতি পুরুষোত্তমঃ।
তৎ পাদুকাধ্বনিং শ্রুত্বা নেত্রমুন্মীল্য দৃষ্টবান্ ॥ ৬২ ॥
সুবর্ণ পাদুকা যুক্তে তস্যৈব চরণে শুভে।
ব্যাঘ্র চর্ম্মাবৃত কটি স্তুন্দিলঃ শূলহস্তকঃ ॥ ৬৩ ॥
অর্দ্ধচন্দ্রো ললাটে চ ত্রিনেত্রঃ সুবিরাজিতঃ।
সুদীর্ঘ বিগ্রহ যুতো ভস্ম লিপ্তো জটান্বিতঃ ॥ ৬৪ ॥

As I lay there asleep I had a wonderful dream. In my dream I saw a divine being with golden slippers, clad with tiger skin holding a javelin in his hand, half moon on his head, having three eyes on his forehead, body smeared with ashes and head covered with matted hair.
॥ 61 to 64 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ স্থির করিয়া কিঞ্চিৎ সেই সময় সুস্থতা অনুভব করিয়াছিলাম। এবং নিদ্রিতাবস্থায় একটি উত্তম স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। ৬১

আমার নিকটে যেন কোন একটি মহাপুরুষ আসিতেছেন তাঁহার পাদুকার শব্দ শুনিয়া দুইটি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম।৬২

তাঁহার মঙ্গলময় অপূর্ব্ব রক্তাভ দুইটি পাদপদ্মে দুইটি সুবর্ণ পাদুকা ছিল। ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত বিশালোদর ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত অতি মনোহর ত্রিনেত্র সুদীর্ঘ শ্মশ্রুবিশিষ্ট ভস্মলিপ্ত জটাধারী।৬৩।৬৪

বিশ্ব-চক্ষু দীনবন্ধু ভক্ত-দুঃখেন দুঃখিতঃ।
দৃষ্ট্বা মাং সমুবাচেদং গচ্ছ বিপ্র নিজং গৃহম্ ॥ ৬৫ ॥

ভবদ্ গ্রাম প্রান্ত-ভাগে কশ্চিদ্ গোমাংস-ভক্ষক: ।
যুবা নাম্না জটাধারী চর্ম্ম-পাদুকা-কারক: ॥ ৬৬ ॥
স্নানাদ্যন্তে ভক্তিযুত: সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য তম্ ।
পীত্বা পাদোদকং তস্য ভক্ত্যা প্রব্রূহি কাতরম্ ॥ ৬৭ ॥
ভিক্ষাং মে দেহি তাত ত্বং মদ্বাঞ্ছা পূরণং কুরু ।
ভব দুচ্ছিষ্ট ভক্তং মে কৃপয়া দেহি জীবনম্ ॥ ৬৮ ॥

He said, "Oh bramhin, go back to your home. There is a cobler named Jatadhari at the further end of your village. He takes beef. After taking your bath you approach him with great respect and pray for the remains of his meal. ॥ 65 to 68 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

বিশ্বচক্ষু দীনবন্ধু সর্ব্বদা ভক্ত দুঃখে দুঃখী ভগবান তারকেশ্বর আমাকে দেখিয়া বলিলেন হে ব্রাহ্মণ আপনি নিজ গৃহে যান ।৬৫

আপনার গ্রামের শেষভাগে কোনও যুবক চর্ম্মপাদুকাকারী গোমাংসভোজী জাতিতে মুচি বা চামার জটাধারী নামে একটি লোক আছে ।৬৬

তুমি স্নান আহ্নিক ও পূজাদি সমাপন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই জটাধারী মুচিকে প্রণাম করিয়া ভক্তির সহিত তাহার পাদোদক পান করিয়া বিনীতভাবে বলিবে ।৬৭

আমার জীবন রক্ষাকারী আপনার উচ্ছিষ্ট ভাত আমাকে দিন। হে ব্রাহ্মণ ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই ভাত খাইবে এইরূপ করিলে তুমি রোগ মুক্তি ও শতায়ুঃ হইবে ৬৮ । ৬৯

আদিলীলা ২য়: অঃ

तद्भक्त भोजन' विप्र नैर्घृण्येन कुरुष्व भो ।
एवं कृते रोगमुक्तिः शतायुश्च भविष्यति ॥ ६६ ॥
एवमुक्त्वा स भगवां स्तत्रैवान्तरधीयत ।
अतोऽत्र यद्विधेयं मे वेदज्ञा स्तद् वदन्तु भो ॥ ७० ॥
येन मे रोग मुक्तिस्याच्च वा जाति च्युतिर्भवेत् ।
श्रुत्वैवं पण्डिता स्तत्र केचिदाहु स्तथा कुरु ॥ ७१ ॥
प्रायश्चित्तं ततः कृत्वा भक्ष्यपापं व्यपोहतु ।
केचिदाहु र्यदिपुनर्व्याधिः समुत्थितो भवेत् ॥ ७२ ॥

You eat it up without any scruple and you will be cured of your disease and live hundred years. "On saying this the divine presence disappeared. Oh learned pandits, please advise me as to how I may be cured without losing my status in society." Some one said, "Do so and then perform the rites for the atonement of the sin." Some other pandit argued, "Subsequent performance for the atonement has not been advised and may cause to revive the disease." ॥ 69 to 72 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ বলিয়া বাবা তারকেশ্বর মহাদেব সেইস্থানেই অদৃশ্য হইলেন। অতএব হে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আপনারা আমাকে কি করা উচিত তাহা বলুন।৭০

যাহাতে আমার রোগ-মুক্তি হয় অথচ জাতি-চ্যুতি না হয়। পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণের ঘটনা শ্রবণ করিয়া কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন তাহাই হোক অর্থাৎ চর্ম্মকারের উচ্ছিষ্ট ভাত খাও।৭১

পরে রোগমুক্ত হইলে অভক্ষ্য ভোজনজনিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ নাশ করিবেন। ইহা শুনিয়া কোন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যদি পুনরায় ব্যাধি আক্রমণ করে।৭২

কো জানাতি কিমুদ্দিশ্য ভগবদ্ বাক্য মুত্থিতম্।
এবং বহুবিধে স্তর্কৈ র্ন সিদ্ধান্তঃ সমুত্থিতঃ॥ ৭৩॥
তদা কৈশোরকবয়ঃ ক্ষুদিরাত্মজো দ্বিজঃ।
নাম্না গদাধরঃ খ্যাতঃ সুবিজ্ঞঃ প্রিয়দর্শনঃ॥ ৭৪॥
বহুভিঃ পণ্ডিতৈর্যুক্তে সভামধ্যে সমুত্থিতঃ।
প্রণম্য পণ্ডিতান্ সর্বান্ কৃত্বাঞ্জলিপুটঃ সুধীঃ॥ ৭৪॥
উবাচ তান্ মহাভাগান্ গিরা মধুরয়া নতঃ।
ভো ভো পণ্ডিত সদ্বাক্যা বিদ্বাবন-বিচারিণঃ॥ ৭৬॥

Such arguments continued and no decision could be arrived at. At last Gadadhar, son of Khudiram, who was then a very young boy, stood up addressing the pandits with great respect.
॥ 73 to 76 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

কারণ মহাদেব ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন নাই। অতএব কে জানে কি উদ্দেশ্যে তারকেশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন। এইরূপ নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক দ্বারা যখন স্থির সিদ্ধান্ত না হইল।৭৩

তখন কিশোর বয়স্ক ক্ষুদিরামের কনিষ্ঠ পুত্র প্রিয়দর্শন অসাধারণ প্রতিভাশালী গদাধর বহুতর পণ্ডিতমণ্ডলী মণ্ডিত সভামধ্যে উত্থিত হইয়া সেই সকল পণ্ডিতবর্গকে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত-

ভাবে মধুর বাক্যে সেই সকল বিদ্বদ্ বরেণ্য পণ্ডিত বর্গকে বলিয়াছিলেন।৭৪।৭৫

অবিদ্যাহস্তি বিঘাতক বিশ্বাবন বিচরণকারী সুবিচারক হে পণ্ডিত ব্যাঘ্র আপনারা এরূপ অবস্থায় আমার যাহা যাহা সিদ্ধান্ত বাক্য তাহা অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।৭৬।৭৭

অবিদ্যা-করিবর্গানাং নাথকাঃ সুবিচারকাঃ।
মীমাংসা যাত্র মে সৈষা শ্রূয়তাং সুসমাহিতৈঃ॥ ৭৭॥
বিপ্রোঽয়ং চর্ম্মকারেণ সহিতঃ ক্ষেত্র মুত্তমং।
জগন্নাথস্য গত্বা হি প্রসাদান্নং প্রগৃহ্য চ॥ ৭৮॥
চর্ম্মকারং ভোজয়িত্বা তদুচ্ছিষ্টং স্বয়ং যদি।
ভুঙ্‌ক্তে বৈ ভক্তিভাবেন ন তত্র দোষ উচ্যতে॥ ৭৯॥
জগন্নাথ প্রসাদান্ন সুচ্ছিষ্ট কুক্কুরৈ যদি।
কৃতং নহ্যেব ভক্ষ্যং স্যাদিতি শাস্ত্র বিনির্ণয়ঃ॥ ৮০॥

He said, "Here this is my humble suggestion. The cobler may be taken to Puri, the holy place of Jagannath. There he may be well fed and the remains of his meal may be taken by the bramhin.

It is enjoined by the shastras that the offered rice of Lord Jagannath is eatable even though touched with the mouth of dogs." ॥ 77 to 80 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এই ব্রাহ্মণ চর্ম্মকারের সহিত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক ভগবান জগন্নাথ দেবের প্রসাদীয় অন্ন গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া সেই উচ্ছিষ্টান্ন যদি ব্রাহ্মণ স্বয়ং ভোজন করেন তাহা হইলে কোনরূপ দোষাবহ হইবে না।৭৮।৭৯

কারণ জগন্নাথ দেবের প্রসাদীয় অন্ন যদি কুক্কুরাদি দ্বারাও উচ্ছিষ্ট হয় তবে সেই অন্ন দেবতাদিগেরও সাদরে ভোজনীয় হইয়া থাকে এইরূপই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ও সদাচার প্রতিপালিত বাক্য ।৮০

এবং কৃতে রোগমুক্তি র্নবা জাতি চ্যুতি র্ভবেৎ।
এতন্মম মতং পূজ্যা ভবদ্ভ্যো যদি রোচতে ॥ ৮১ ॥
তচ্ছীঘ্রং তত্র গত্বায়ং করোত্বেব দ্বিজোত্তমঃ।
শ্রুত্বৈবং বহুসাহস্রাঃ সভায়ং ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৮২ ॥
প্রধান পণ্ডিতাযাপি স্বাসনেভ্যঃ সমুত্থিতাঃ।
বহুশো ধন্যবাদঞ্চ দত্বা গদাধরায় বৈ ॥ ৮৩ ॥
আশীর্বাদঃ কৃতস্তৈশ্চ বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণোত্তমৈঃ।
অয়ং গদাধরঃ শ্রীমান্ গদাধর সমোগুণৈঃ ॥ ৬৪ ॥

"If so done, there is hardly any fear of losing status in society". On hearing this, all the pandits showered all praises and blessings on Gadadhar who was possessed with the divine power of Lord Gadadhar Himself.
॥ 81 to 84 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ করিলে ব্রাহ্মণ রোগমুক্ত হইবেন জাতিচ্যুতও হইবেন না। পরন্তু শিববাক্যও লঙ্ঘিত হইবে না। হে পূজনীয় পণ্ডিতবর্গ ইহাই আমার সমীচিন মত বলিয়া মনে হয়। যদি আমার বাক্য আপনাদের রুচিকর বলিয়া বোধ হয়। তবে এই ব্রাহ্মণোত্তম শীঘ্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া এইরূপ অনুষ্ঠান করুন ।৮১।৮২

বালক গদাধরের এইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিযুক্ত সুসিদ্ধান্ত শাস্ত্রীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সভায় শত সহস্র ব্রাহ্মণাদি ভদ্র মহোদয়-

গণ এবং সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতগণ নিজ নিজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া গদাধরকে বহুতর ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন।৮৩।৮৪

জগদ্ধাসি জনানান্তু গুরুতাং যাতি নিশ্চিতম্।
পৃথিব্যাং ভগবত্তুল্যঃ পূজিতশ্চ ভবিষ্যতি॥ ৮৫॥
স্বর্ণং রৌপ্যাদিভির্হানৈ র্যজমানেন পূজিতাঃ।
মুদিতাঃ পণ্ডিতাঃ সর্বে স্ব স্বং ধাম যযুর্মুদা।। ৮৬॥

ইতি শ্রী রামেন্দ্র সুন্দরভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং গদাধরস্যাদি লীলা সমাপ্তি রূপ তৃতীয়োধ্যায়ঃ ৩ অ০

They also predicted that Gadadhar would be adored as the wisest man of the world and also an incarnation of God. Then the pandits went to their respective places with the gifts of gold and silver. ॥ 85 to 86 ॥

Here ends the Third Chapter concluding the early life of Sri Ramakrishna in Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

এই ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র গদাধর সাক্ষাৎ নারায়ণ গদাধরের মত গুণবিশিষ্ট এই গদাধর ভবিষ্যতে সমগ্র জগদ্বাসি জন সমূহের গুরু হইবেন ইহা ধ্রুব নিশ্চিত।৮৫

তৎপরে রাজতুল্য ধনীগণ কর্ত্তৃক স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা ও নানাবিধ

দ্রব্যাদি দ্বারা পূজিত হইয়া ধরামর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ গৃহে আনন্দের সহিত প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন ॥৮৬

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের আদি লীলার তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত আদিলীলা সমাপ্ত হইল। আঃ ৩য় অঃ।

মধ্যলীলায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

পিতুর্মৃত্যোঃ পরং রামকুমারেণ বিপশ্চিতা।
নগর্য্যাঃ কলিকাতায়া ঝামাপুকুরকে পদে ॥ ১ ॥
চতুষ্পাঠী কৃতা নানাধার্ম্মিকানাং সমীহয়া।
তত্র স্বনাম প্রখ্যাতো রাজা মিত্রো দিগম্বরঃ ॥ ২ ॥
স প্রাতঃস্মরণীয়াত্মা ছাত্রানাং পোষণাত্তথা।
পণ্ডিতানাং পালনাচ্চ রাজর্ষিং মিব তং বিদুঃ ॥ ৩ ॥
অধ্যাপকস্যাধ্যাপনাং শ্রীরামকুমারস্য হি।
অধ্যয়নঞ্চ ছাত্রানাং দৃষ্ট্বা রাজাতি হর্ষিতঃ ॥ ৪ ॥

After the death of his father, Pandit Ramakumar founded a Sanskrit Institution at Jhamapukur in Calcutta. At that time there was Raja Digamber Mitra who was famous for his charities to students as well as Pandits. He was very glad to see the teaching of Ramakumar and also the studies of his pupils.

বঙ্গানুবাদ :—

পণ্ডিত রামকুমার পিতার মৃত্যুর পর কলিকাতা নগরীর ঝামাপুকুর পল্লীতে কয়েকটি ধনী ও ধার্ম্মিকগণের সাহায্যে একটি চতুষ্পাঠী বা ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনার বিদ্যালয় করিয়াছিলেন। সেই

ঝামাপুকুরে স্বনামধন্য প্রাতঃস্মরণীয় রাজা দিগম্বর মিত্র ছাত্রগণের পোষণ ও অধ্যাপকগণের পালন জন্য তাঁহাকে পণ্ডিতগণ রাজর্ষি বলিয়া অভিহিত করিতেন।১।২।৩

অধ্যাপক রামকুমারের অধ্যাপনা এবং ছাত্র সকলের অধ্যয়ন জন্য রাজর্ষি দিগম্বর মিত্র অতিশয় আনন্দিত হইতেন।৪

পরীক্ষান্তে ছাত্রবর্গে স্ব স্বালয়গতে সতি।
বিজ্ঞাতুং গৃহবার্তাঞ্চ পণ্ডিতোঽপি গৃহং গতঃ॥ ৫॥
গিত্বাগিত্বিলতাং দৃষ্ট্বা তত্র গদাধরস্য তাম্।
ক্ষুব্ধো রামকুমারস্তু দুঃখাক্রান্তো হ্যভূত্তদা॥ ৬॥
পরন্তু নির্জ্জনাগার প্রান্তরোদ্যান-ঘাটকে।
বয়স্যৈ র্বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং গীতাভিনয়কারিণা॥ ৭॥
তং তং গৃহং সমাগম্য স্ত্রিয় আহূয় যত্নতঃ।
পুরাণাদীনি শাস্ত্রাণি গদ্যপদ্যাদিকানি চ॥ ৮॥

When the pupils went home after their examinations Ramakumar also came home. He became very sorry to find Gadadhar neglecting his studies. He would indulge in dramatic performances with his companions in a solitary place, field or garden, and some times call out the women folk of the village and recite songs and poems from Indian mythologies to them.

6 to 8

বঙ্গানুবাদ :—

পরীক্ষার পর ছাত্র সকল নিজ নিজ গৃহে গমন করিলে পণ্ডিত

রামকুমারও শুভাশুভ জানিবার জন্য নিজ গৃহে যাইয়াছিলেন ।৫

এবং সেইখানে যাইয়া গদাধরের শিক্ষা শূন্যতা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন ।৬

পরন্তু নির্জন গৃহে, খোলামাঠে, বাগান বাটীতে বহুসংখ্যক সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত যাত্রাভিনয় করে। এবং বহু গৃহে যাইয়া যত্নপূর্ব্বক স্ত্রীলোকগণকে ডাকিয়া গদ্য পদ্য ও পুরাণাদিশাস্ত্র এবং নানাবিধ কাব্য দিবারাত্র শ্রবণ করাইয়া থাকে ।৭।৮।৯

নানা বিধানি বাক্যাণি শ্রাবিতানি দিবানিশম্।
শ্রিত্বা বিঘাতকান্যেব করোতি স গদাধরঃ ॥ ৯ ॥
নিশম্য সকলং রামকুমারো মাতৃসন্নিধৌ।
সমালোচ্য সুসিদ্ধান্ত মিদং চক্রে মহামতিঃ ॥ ১০ ॥
মদীয় কলিকাতাস্থ বিদ্যালয়ে গদাধরম্।
শ্রিক্ষয়িষ্যামি যত্নেন যেন মানুষতাং ব্রজেৎ ॥ ১১ ॥
তস্য পণ্ডিত বর্য্যস্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুঃ সুকল্পনম্।
এবং গদাধরেণাপি তন্মতমুররীকৃতম্ ॥ ১২ ॥

Ramkumar learnt all these disheartening news about Gadadhar's delinquency from his mother and at last made up his mind to take him to his Institution in Calcutta and teach him there. Gadadhar also agreed to this proposal ॥ 9 to 12 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এই সকল আচরণ বিদ্যাভ্যাসের বিঘ্ন ঘটায় এইরূপ মনে করিয়া মহামতি রামকুমার মাতার নিকটে এই সকল কথা শুনিয়া আলোচনা পূর্ব্বক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ।৯।১০

যে আমার কলিকাতার চতুষ্পাঠীতে লইয়া যাইয়া গদাধরকে শিক্ষাদান করিব। তাহা হইলে গদাধর মানুষ হইবে।১১

পণ্ডিত প্রবর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের তাদৃশ ব্যবস্থায় গদাধর স্বীকৃত হইয়াছিলেন অর্থাৎ আমি ও দাদার সঙ্গে কলিকাতায় যাইব বলিয়াছিলেন।১২

ততঃ শুভে দিনে শুভলগ্নে সর্বগ্রহে শুভে।
সুভে ক্ষণে তদা শুদ্ধ বস্ত্রোত্তরীয় সংযুতঃ॥ ১৩॥
সাষ্টাঙ্গং প্রণিপাতঞ্চ ভাবাবেশ পুরঃসরম্।
বিধায় রঘুবীরায়ে সংমার্য্য ভক্তিমুত্তমাম্॥ ১৪॥
তৎপাদযুগলে সর্ব্বং সমর্প্য শ্রীগদাধরঃ।
ধন্যোঽহমিতিচাপ্যুক্ত্বা নন্দযুক্তঃ সমুত্থিতঃ॥ ১৫॥
ততঃ পাদযুগং মাতুর্ধৃত্বা স্বমস্তকোপরি।
বিধৌতমম্বুভিঃ কৃত্বা স ক্রন্দনস্বরেণ চ॥ ১৬॥

Then on an auspicious day with purified body and mind after due obeisance to Raghubir, Gadadhar bowed his head down to the feet of his mother and said with tearful eyes. ॥13 to 16॥

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে শুভদিনে শুভক্ষণে অনুকূল গ্রহে শুভলগ্নে শুদ্ধ বস্ত্র ও উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কুলদেবতা রঘুবীরকে ভাবাবেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে উত্তমা ভক্তি প্রার্থনাপূর্ব্বক শ্রীমান্ গদাধর রঘুবীরের পাদপদ্মে দেহ গেহাদি সর্ব্বস্ব সমর্পণ

করিয়া আমি ধন্য হইলাম এইরূপ বলিয়া সানন্দে উত্থিত হইয়াছিলেন ।১৩।১৪।১৫

পরে গর্ভধারিণী মাতার দুইটি পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক অশ্রুজলে সিক্ত করতঃ ক্রন্দন স্বরে বীরাসনে উপবেশনপূর্ব্বক কর-যোড়ে বলিয়াছিলেন ।১৬

বীরাসনেচোপবিশ্য কৃত্বা চৈবাঞ্জলিং তত: ।
উবাচ দেহি মে মাতস্ত্বৎপাদকমলে মতিম্ ॥ ১৭ ॥
যস্যাং সমর্চিতায়াং হি সর্ব্বে দেবার্চ্চনং ভবেৎ ।
সর্ব্বদেবস্বরূপায়ৈ তস্যৈ মাত্রে নমোনম: ॥ ১৮ ॥
যা মৎ পীড়া প্রশান্ত্যর্থং ত্বিপিবৈ স্বয়মৌষধম্ ।
স্নানাগ্নে পরিত্যজ্য তস্যৈ মাত্রে নমোনম: ॥ ১৯ ॥
এবমম্বজয়ো: পাদধুলিং ধৃত্বা স্বমস্তকে ।
সহরামকুমারেণ সুযাত্রাং কৃতবান্ সুধী: ॥ ২০ ॥

"Bless me with unflinching devotion to you, who are the very embodiment of all divine beings." Then he took the dust from the feet of Ramkumar and started on his journey. ॥17 to 20

বঙ্গানুবাদ :—

হে মাতঃ আপনার পাদপদ্মে আমার মতি দাও ।১৭

যে মাতাকে পূজা করিলে সর্ব্বদেবতার পূজা করা হয় সর্ব্বদেব স্বরূপিণী আমার সেই গর্ভধারিণী মাতাকে পুনঃ পুনর্ব্বার নমস্কার করি ।১৯

তৎপরে গদাধর রামকুমার ও রামেশ্বরের পদধুলি গ্রহণপূর্ব্বক

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের সহিত যাত্রা করিয়া তাঁহার পশ্চাদনুগমন করিয়াছিলেন।২০

দিক্‌পতিং হৃদি সঞ্চিন্ত্য মন্ত্রপাঠপুরঃসরম্।
রঘুবীরস্য নির্ম্মাল্যং ধৃত্বা শিরসি যত্নতঃ॥ ২১॥
গৃহাদ্বহির্গতশ্চাসৌ গচ্ছন্ পথি গদাধরঃ।
স্বগ্রাম্য দেবতাঃ সর্ব্বা নমস্কৃত্য যথাবিধি॥ ২২॥
ক্ষুদ্রক্ষুদ্রান্ জনপদান্ স্ফীতান্ জনপদান্ বহূন্।
অতীত্য বরদা গ্রামে সায়াহ্নে চণ্ডিকালয়ম্॥ ২৩॥
প্রাপ্য ব্যুষ্য তদা রাত্রিং রাত্রিশেষে সমুত্থিতৌ।
ঘাটালাখ্য নগরীং প্রাপ্য তত্র পৌর্ব্বাহ্ণিকীং ক্রিয়াম্॥ ২৪॥

He came out of the house with the offered flowers of Raghubir on hts head. He offered obeisance to the gods of the village on his way. After passing many villages and towns he reached the village of Baroda in the evening. He left the village before daybreak and reached Ghatal where he performed his morning rites. ॥22 to 24॥

বঙ্গানুবাদ :—

যাত্রাকালীন দিক্‌পতি দিনকরকে হৃদয়ে চিন্তা ও মন্ত্রপাঠ পুরঃসর রঘুবীরের নির্ম্মাল্য ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করতঃ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যাইতে যাইতে নিজ গ্রাম্য দেবতাসকলকে যথাবিধি নমস্কারপূর্ব্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ সমৃদ্ধশালী গ্রাম নদী ও চত্বর অতিক্রম করিয়া সায়াহ্নে বরদা গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডিকা দেবীর মন্দিরে রাত্রিকাল অতিবাহিত করিয়া রাত্রি শেষে দুই সহোদরে উঠিয়া ঘাঁটাল বন্দরে যাইয়া শিলাবতী নদীতে প্রাতঃকৃত্য ও স্নান আহ্নিক পূর্ব্বক।২১।২২।২৩।২৪

मध्यलीलाया १मः अः।

कृत्वा गिलावतो-नद्यां वाष्पीय-जलयानतः।
समारुह्य प्रातरेव गत्वा चाहर्निशं ततः॥ २५॥
परार्द्धे कलिकातास्थ गङ्गातीरेऽवतीर्य्य च।
प्रातः कृत्यस्नान-संध्या जपपूजादिकानि च॥ २६॥
कृतानि तेन सर्वाणि साग्रजेन यथाविधि।
ततो गङ्गां नमस्कृत्य प्रार्थनां कृतवांश्च सः॥ २७॥
क्षमस्व लङ्घनं गङ्गे यास्यहं शान्ति हेतवे।
तत्तीरे सततं वासं देहि मातर्नमोस्तु ते॥ २८॥

Then after a day's journey in a steamer he reached Calcutta next day and got down on the bank of the Ganges. Gadadhar with his elder brother bathed in the holy river and performed his morning rites. He worshipped the Ganges and prayed, "Oh Goddess, forgive me that I have dared to cross Thee. I have done so to attain bliss. Be pleased to grant me the boon of my ever dwelling on Thy bank." ॥25 to 28॥

বঙ্গানুবাদ :—

তোরমিলার কোম্পানীর জলযানে যথাবিধি আরোহণ করিয়া দিবা-রাত্রি গমন পূর্ব্বক পরদিনে গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবতরণ করিয়া গঙ্গাস্নান পূজা জপাদি কৃত্যসকল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের সহিত যথাবিধি সুসম্পন্ন করিয়া গদাধর গঙ্গাকে পুনঃ পুনর্ব্বার নমস্কার পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন।২৫।২৬।২৭

হে মাতঃ গঙ্গে তোমার লঙ্ঘন জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আমি

শান্তি কামনায় যাইতেছি আপনার তীরে আমার যেন সর্ব্বদা থাকা হয় এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন আপনার চরণে কোটি কোটি নমস্কার।২৮

এবং পুনঃ পুনর্যোক্ত্বা প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
ধন্যোঽহমিতি চাপ্যুক্ত্বা ব্রজমন্ব-গমত্তদা॥ ২৯॥
চতুষ্পাঠীং সমাগম্য ছাত্রানাং সহযোগতঃ।
গদাধরো মুদং লেভে শাস্ত্র-চর্চ্চা প্রসঙ্গতঃ॥ ৩০॥
গর্গাচার্য্যো জ্যোতিঃ শাস্ত্রে স্মৃতৌ সাক্ষান্মনুঃ স্বয়ম্।
কালিদাসঃ কবিত্বে চ বুদ্ধৌ সাক্ষাদ্ বৃহস্পতিঃ॥ ৩১॥
বিস্মৃত্য স বিশ্ব-বার্ত্তামধ্যাপনমহর্নিশম্।
ছাত্রান্তেবাসি পোষণ ব্যয়ভার প্রপীড়িতঃ॥ ৩২

He felt himself greatly blessed at the sight of the Ganges. Then he followed his elder brother and reached his Institution. He became very glad to join other students in their study. His elder brother, Ramkumar had versatile genius—as great as Gargacharyya in Astrology, Manu in Smriti Kalidas in poetry, Vrihaspati in intelligence. Disinterested as he was in the affairs of the world, he dedicated himself to the study and teaching of Sashtras. To cope with the heavy burden of expenditure incurred for the maintenance of the inmates of the Institution he himself endeavoured to earn money by performing holy services.

॥ 29 to 32 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে পুনঃ পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিয়া এবং পুনপুনর্ব্বার

নমস্কারপূর্ব্বক আমি ধন্য হইলাম এই কথা বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়াছিলেন।২৯

পরে চতুষ্পাঠীতে যাইয়া তথায় ছাত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন।৩০

পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাত্মা রামকুমার জ্যোতিষশাস্ত্রে গর্গাচার্য্য স্মৃতি শাস্ত্রে মনু কবিত্বে কালিদাস বুদ্ধিতে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি ছিলেন।৩১

জাগতিক ভাব ভুলিয়া দিবারাত্র অধ্যপনা করিয়া ছাত্রবর্গের আহারাদি ব্যয়ভার প্রপীড়িত হইয়া অর্থের জন্য স্বয়ং দেবতাদিগের নিত্য সেবা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।৩২।৩৩

দেবতানাং নিত্য সেবাং পণ্ডিতপ্রবরো মহান্।
শ্রীলরামকুমারস্তু বিত্তায় কৃতবান্ স্বয়ং ॥ ৩২ ॥
পত্নী রামকুমারস্য পুত্র-প্রসবতঃ পরম্।
স্বর্গতাং শোকযুক্তস্য কেবলং শোকমুক্তয়ে ॥ ৩৪ ॥
গদাধরঃ সহায়োঽভূদগ্রজস্য শিশোরপি।
সেবাকার্য্যং দেবতানাং যজমান গৃহেষু চ ॥ ৩৫ ॥
গদাধরে সুবিন্যস্য ছাত্রাণাং পাঠনে রতঃ।
যতশ্ছাত্রাধ্যাপনঞ্চ পণ্ডিতানাং তপঃস্মৃতম্ ॥ ৩৬ ॥

The wife of Ramkumar breathed her last after she had given birth to her son. There was none but Gadadhar to bring him comfort in his bereavement by performing holy services to various household gods and also by taking care of the child. Ramkumar devoted himself to advancement of knowledge and learning.

॥ 33 to 36 ॥

मध्यलीलायां १मः अः।

বঙ্গানুবাদ :—

রামকুমারের পত্নী একটিমাত্র পুত্র প্রসব করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। শোকাতুর রামকুমারের শোকমুক্তির জন্য এবং শিশুপুত্রের পালনার্থে গদাধরই একমাত্র সহায় হইয়াছিলেন। যজমান সকলের দেবতাদিগের নিত্যসেবার ভার গদাধরে দিয়া রামকুমার অধ্যাপনায় রত থাকিতেন যেহেতু অধ্যাপনাই পণ্ডিতবর্গের তপস্যা।

৩৪।৩৫।৩৬

गदाधरो देवसेवां समाप्याग्रजसन्निधौ।
पाठाभ्यास विधौ यत्नं कृतवान् सुमहामति ॥ ३७ ॥
कालेनाल्पीयसाशेषयजमान प्रियोऽभवत्।
कामारपुकुरे पूर्वमाबालवनितादिकं ॥ ३८ ॥
यथा शक्त्या मोहितश्च शक्तिरत्रापि साभवत्।
सुनिर्मल चरित्रेणाकापट्य मिष्टभाषया ॥ ३९ ॥
सरल व्यवहारेण माधुर्य भाव निष्ठया।
आदृतो यजमानाद्यैर्गदाधर-समो गुणी ॥ ४० ॥

After performing his daily rounds of holy services. Gadadhar would take great pains to get on with his studies. Within a very short time he became an object of endearment of the people of the locality by virtue of his stainless character, simplicity, sweet words and pleasing behaviour, in the same way as he was in Kamarpukur.

॥ 37 to 40 ॥

46189

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গদাধর যজমানগণের অতি প্রিয় হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে কামারপুকুরে বালবনিতাদি সকলকে যে শক্তিতে বশীভূত করিয়াছিলেন সেই শক্তি এখানেও প্রকাশিত হইয়াছিল অর্থাৎ কপটতা শূন্য নির্ম্মল চরিত্র অত্যন্ত মধুরভাষী সারল্য ব্যবহার এবং মাধুর্য্যভাব নিষ্ঠায় ভগবত্তুল্য গদাধর যজমানাদি সকলের নিকটেই সমাদৃত হইয়াছিলেন।৩৮।৩৯।৪০।

सुसभ्या शिक्षिता साध्वी कुमारी तरुणी तथा।
वृद्धा प्रौढा धनवतः पत्नी राजमहिष्यपि॥ ४१
धनाढ्यो मध्यवित्तश्च गृहस्थो बालको युवा।
बधिरः खञ्ज-वृद्धौ च ये चान्ये पशुपक्षिणः॥ ४२
नवागत सुकुमार तरुण ब्राह्मणस्य च।
दर्शनार्थं जनाः सर्व्वे ह्यासन्नुत्कण्ठिता भृशं॥ ४३
सर्व्वेषां स्नेहकमलं हृत्सरोवर संस्थितम्।
आलोड़ित यथा नद्यां वर्षधारा प्रपातने॥ ४४

Everybody irrespective of the rich or poor, the young or old, the deaf or dumb. would be glad to meet him at any time. Just as showers of rain swell the heart of the river, so also he caused to grow the lotus-like affection in the heart of all.

॥ 41 to 44 ॥

বালক, যুবা, বধির, খঞ্জ, বৃদ্ধ এমন কি পশুপক্ষি পর্য্যন্ত নবাগত সুকুমার তরুণ উদার স্বভাব ব্রাহ্মণের দর্শন জন্য সকলেই সর্ব্বদা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতেন ।৪১।৪২।৪৩

পূর্ব্বোক্ত সকলের হৃদয় সরোবরে অবস্থিত স্নেহ কমল নদীতে বর্ষার ধারা পতনের মত উদ্বেলিত হইত ।৪৪

न विश्वासो न सन्देहो न सङ्कोचो मनागपि ।
यद्गुह्यं परमं यस्य तत्तस्मै विनिवेदितम् ॥ ४५
युवकेन युवत्या वा बालेनापक्व-बुद्धिना ।
हृद्येन हृदया वापि यथादिष्टस्तथा-करोत् ॥ ४६
तथाकालेऽप्यकाले वा यत्रतत्र यदा तदा ।
माधुर्य्यामृतकण्ठस्य कीर्त्तनंशुश्रूवुर्जना: ॥ ४७
मातृपितृसुतपत्नी देहगेहादिकेषु च ।
न तथा जायते प्रीतिर्यथाप्रीतिर्गदाधरे ॥ ४८

All would unhesitatingly confide their secrets to Gadadhar, who was obedient to all, young or old, men or women. Now and then, here and there he would often sing holy songs. The people liked Gadadhar more than their own kith and kin.

॥ 45 to 48 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

গদাধরের প্রতি কোনও লোকের অবিশ্বাস, সন্দেহ বা সঙ্কোচ বুদ্ধি কিছু মাত্র ছিল না। যে ব্যক্তির যাহা অত্যন্ত গোপনীয় তাহা গদাধরকে জানাইয়া কৃতার্থ হইত ।৪৫

मध्यलीलायां १मः अः ।

যুবক, যুবতী, অজ্ঞ, বালক, বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা যাহা বলিতেন গদাধর তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতেন ।৪৬

যখন তখন যেখানে সেখানে সময়ে অসময়ে অতি মধুর অমৃতময় কণ্ঠ গদাধরের কীর্ত্তন জনগণ শুনিতেন ।৪৭

সেইস্থানের সকলের মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র, দেহ গেহাদিতে তাদৃশ ভালবাসা ছিল না। গদাধরের প্রতি যেরূপ ঐকান্তিক ভালবাসা হইয়াছিল ।৪৮

एवं दृष्ट्वा ग्रजोरामकुमारः खेदसंयुत ।
हा कष्टमितिचोक्त्वा च किमिदं दैवकारणं ॥ ४८
अथवा मे ऽनुजस्यास्य शुद्धानसंगिका मतिः ।
ययाशेषं पुमान् स्त्री च वचसा वश्यताङ्गतौ ॥ ५०
विमृश्यैवं सुविदुषारहस्युक्तो गदाधरः ।
अध्ययनं छात्रतपो विज्ञैरेवं विनिश्चितम् ॥ ५१
अन्येषामुपकारेण मनसो रञ्जनेन वा ।
स्व स्वाध्यायं परित्यज्य वृथाकालक्षयः कृतः ॥ ५२

This popularity of Gadaghar did not bring any pleasure to his elder brother Ramkumar, who mused in himself, "Alas ! Is it due to chance or natural open-heartedness of my brother !" With this thought in his mind, he called Gadadhar aside and said, "It is wisely said that students should entirely devote themselves to studies. You are, however, wasting your time in serving the will of others" ।49 to 52।

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ দেখিয়া রামকুমার অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হা কষ্ট বলিয়া ইহা কি দৈবই কারণ অথবা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ইহা বিশুদ্ধ স্বাভাবিক বুদ্ধি যে বুদ্ধি বলে বহুতর নরনারী কেবলমাত্র কথা শুনিয়াই বশীভূত হয় ।৪৯।৫৩

এইরূপ চিন্তা করিয়া রামকুমার গদাধরকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন। দেখ ভাই পড়াশুনাই ছাত্রজীবনের তপস্যা। পণ্ডিতগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন ।৫১

অতএব পড়াশুনায় তাদৃশ মনোযোগ না দিয়া সাধারণের উপকার বা মনোরঞ্জনে বৃথা সময় নষ্ট করিতেছ কেন ? ।৫২

ह्यथामोदं परित्यज्य स्वाध्याये सुमतिं कुरु ।
तेना शेषजनानाञ्च स्वस्यापि मङ्गलं भवेत् ॥ ५३
श्रुत्वाग्रजस्य तद्वाक्यमयधान पुरःसरम् ।
तत्पादकमले नत्वा प्रत्युवाच गदाधरः ॥ ५४
कर्म्ममयीति या विद्या भवद्भिरनुशीलिता ।
सांसारिकी त्वियं विद्या विवर्गस्योपपादिका ॥ ५५
सत्यं ज्ञानमनन्तं यद् ब्रह्मात्मैकत्वदर्शनं ।
एवं शुद्धात्मविज्ञानं स्वाध्यायो वेदसम्मतः ॥ ५६

You should avoid such useless pleasures and mind your studies, which will bring good to you as well as many others. At this Godadhar replied with due respect, "The knowledge and learning which you strive for, is conducive to benifits on this earth. It is by the study of the Vedas only that we realise oneness pervading this universe."

॥ 53 to 56 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

নিরর্থক আমোদ পরিত্যাগ করিয়া পড়াশুনায় মন দাও। তাহাতে বহু লোকের ও তোমার কল্যাণ হইবে ইহাই ধ্রুব সত্য।৫৩

নিবিষ্টচিত্তে অগ্রজের তাদৃশ কথা শুনিয়া তাঁহার পাদ যুগলে প্রণাম পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন।৫৪

আপনারা যে বিদ্যা অধ্যয়ন করেন তাহা কর্ম্মময়ী বিদ্যা অর্থাৎ সংসার ভার নাশক বিদ্যা ইহা ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গের সাধক।৫৫

সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্মের আত্মৈকত্ব দর্শন বা শুদ্ধাত্ম বিজ্ঞানই বেদ সম্মত স্বাধ্যায়।৫৬

শ্রুতিরপ্যাহ তদ্বস্তু সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং।
ত্যাগেনৈব তদাপ্নোতি কর্ম্মণা ন কদাচন॥ ৫৩
নাহং স্পৃশামি পশ্যামি কামিনীকাঞ্চনাদিকং।
ত্যজামি দূরত: সর্ব্বমেতন্মে ব্রতমাহিতম্॥ ৫৮
ক্ষমস্ব চাপরাধং মে যদুক্তং তব সন্নিধৌ।
শাস্ত্রজ্ঞানী সদাচার: সম পিত্রাগ্রজো মম॥ ৫৯
শ্রুত্বানুজস্য তদ্বাক্যং সাধুভি: পর্য্যুপাসিতং।
গদাধরস্য গিরায়াং মচ্চেষ্টা স্যর্থতাং গতা॥ ৬০

"It is said in the Vedas that truth is attained by renunciation and sacrifice and never by work. I always keep myself aloof from women and money and never allow myself to be tempted by them. Kindly excuse me for what I have said. You are well-versed in the Sastras and of good

habits. You are also my elder brother and command my respect as my father." On hearing these wise sayings of Gadadhar. Ramkumar said to himself, "All my efforts to make Gadadhar well-educated have gone in vain." ॥ 57 to 60 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

বেদ বলিয়াছেন সেই সচ্চিদানন্দ অদ্বয় স্বরূপ বস্তু ত্যাগ দ্বারাই অনুভূত হয়। কর্ম্মের দ্বারা কখনও জানা যায় না।৫৭

আমি কামিনীকাঞ্চন স্পর্শ করি না দেখিও না দূর হইতে ঐ সকল ত্যাগ করি ইহাই আমার সঙ্কল্প ব্রত।৫২

আপনি শাস্ত্রজ্ঞানী সদাচারী আমার পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আপনার নিকটে যাহা বলিলাম ক্ষমা করুন। গদাধরের বেদানুমোদিত বাক্য শুনিয়া পণ্ডিত রামকুমার বলিয়াছিলেন গদাধরের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার চেষ্টা বিফল হইল।৫৯।৬০

কিঙ্করোমীতিসঞ্চিন্ত্য রঘুবীরः স্মৃতস্তদা।
উত্তিষ্ঠ রঘুবীর ত্বং বিদ্যাং দেহি গদাধরে ॥ ৬১
ত্বৎ প্রসাদাদিদং সর্ব্বং জগৎস্থাবর জঙ্গমং।
দৃগ্‌গোচরং ভবত্যেব ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ ॥ ৬২
সমর্পিতোঽনুজঃ শ্রীমান ভবতঃ পাদপদ্ময়োঃ।
বিঘ্নমত্র ন জানামি যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩
দুরদৃষ্টবশাদস্য পণ্ডিতস্যার্থকৃচ্ছ্রতা।
ন যাতাধ্যাপনাকার্য্যমপি সন্তুষ্টচেতসা ॥ ৬৪

"What I can do." Ramkumar then prayed to Raghubir and said, "Oh Raghubir, be pleased to

give knowledge and learning to Gadadhar. It is due to your kindness that all this physical world becomes visible to us. Our ultimate end rests in you. I do not know who is wise and who is unwise. I place my younger brother at your feet. Do as you please." Reputed as a sholar, Ramkumar could not tide over his financial stringency,
॥ 61 to 64 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

কি করি। এইরূপ চিন্তা করিয়া কুলদেবতা রঘুবীরকে ধ্যান করতঃ বলিয়াছিলেন হে রঘুবীর গদাধরের অন্তরে জ্ঞান দান করুন।৬১

আপনারই একমাত্র অনুগ্রহে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বস্তুই প্রত্যক্ষ হইতেছে। আপনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয় স্থল।৬২

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরকে আপনার পাদযুগলে সমর্পণ করিলান। পণ্ডিত কি অপণ্ডিত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন।৬৩

এইরূপে শাস্ত্রচর্চ্চা ও দেব-সেবা প্রসঙ্গ বশতঃ রামকুমার সাধারণের নিকট বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও দুরদৃষ্ট বশতঃ অর্থ কষ্ট নষ্ট হয় নাই।৬৪

চকারমতিমাশ্চিত্যমার্য্যভাবপুরঃসরং।
এবং ক্ষামাপুষ্করিণ্যা গতমব্দত্রয়ং যদা ॥ ৬৫
তদৈব রঘুবীরস্য দৃষ্টির্দুঃখ বিনাশিনী।
পতিতা কুল দেবস্য শ্রীরামকুমারো পরি ॥ ৬৬

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ।

এতস্মিন্নেব কালেতু বিধিপত্র প্রসঙ্গতঃ।
ভ্রাতৃদ্বয় কর্ম্মচৈব রূপান্তরমগিশ্রিয়ৎ ॥ ৬৭
কলিকাতা নগর্য্যাস্তু জানবাজার মধ্যতঃ।
হৃদ্দট্টালিকায়াং যা কৃতবাসা মনস্বিনী ॥ ৬৮

When three years had passed in this way, Raghubir, the house-hold diety of Ramkumar, was pleased to relieve him of his distress. At this time, consequent upon a dispute over a religious matter, the two brothers turned to different ways. At Janbazar in Calcutta lived a great lady in a palatial building. ॥ 65 to 68 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে ঝামাপুকুরে যখন তিন বৎসর গত হইল। তখন কুলদেবতা রঘুবীরে দুঃখ বিমোচনকারী দৃষ্টি রামকুমার পণ্ডিতের উপর পতিত হইয়াছিল। ৬৫। ৬৬

পরে ঘটনাক্রমে একটি শাস্ত্রীয় বিধিপত্রের প্রসঙ্গবশতঃ রামকুমার ও গদাধরের কর্ম্মস্থল অন্যরূপ হইয়াছিল। ৬৭

কলিকাতার জানবাজারস্থ রাজপ্রাসাদে অবস্থিতা বঙ্গদেশের অলঙ্কার স্বরূপা সর্ব্বজন বিদিতা অতি ধার্ম্মিকা বুদ্ধিমতী রাণী রাসমণি নামে একটি রাজপত্নী ছিলেন। ৬৮

রাজ্ঞী রাসমণিঃ খ্যাতা বঙ্গদেশ বিভূষণা।
নারী কুলোত্তমা রাজ্ঞী বিপুলৈশ্বর্য্যশালিনী ॥ ৬৯
কর্ণেন সদৃশী দানে পাতিব্রাত্যেঽপ্যরুন্ধতী।
মাতৃতুল্যা পূজনীয়া সর্ব্বতো মহিমান্বিতা ॥ ৭০

मध्यलीलायां १मः अः ।

प्रजावत्सलतायान्तु श्रीरामसदृशीमता ।
कालाग्निसदृशी क्रोधे क्षमायां पृथिवी समा ॥ ७१
सर्व्वभूते तुल्य दृष्टिः सहास्या प्रियदर्शना ।
ब्राह्मण्यधर्म्मरक्षायै बहु वेदज्ञ पालिका ॥ ७२

She was known as Rani Rashmani. She was rich and famous. She was as charitable as Karna, and as devoted to her husband as Arundhati. She was respected by all as Mother. She looked after her subjects like Ramchndra. She was as cruel as death and as merciful as the Earth. She had a smiling face and pleasing appearance. She loved all equally, and maintained many bramhins well-versed in the Vedas to protect religion. ॥73 to 76॥

বঙ্গানুবাদ :—

নারীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বিপুল ঐশ্বর্য্যের আশ্রয়স্বরূপা সেই রাণী দানে দাতাকর্ণের মত পবিত্রতায় অরুন্ধতী তুল্যা মাতৃতুল্য পূজনীয়া সর্ব্বসদ্‌গুণ বিভূষিতা ।৬৯।৭০

প্রজাবৎসলতায় ভগবান রামচন্দ্রের তুল্যা ক্রোধে কালাগ্নি সদৃশী সহ্যগুণে পৃথিবীসমা সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সহাস্যবদনা সুন্দরাকৃতি বিশিষ্টা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষার জন্য বহুতর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের পোষণ-কারিণী ।৭১।৭২

दरिद्रविधवादीनां साक्षान्मातृसमा च सा ।
स्मरणीया-भिधाप्रातर्देव-सेवापरायना ॥ ७३
जनानां हितकार्य्यार्थं मुक्तहस्ता सदा भवत् ।
सन्तान प्रतिमास्तस्या एकदा धीवर-प्रजाः ॥ ७४

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ।

ক্রন্দনেন সমাযুক্তা উচুস্তে দুঃখকারণম্।
মাতস্তুভ্যং নমোঽস্মাকং রক্ষাং কুরু সুতাস্তব ॥ ৭৫
ইংরাজ রাজানুচরৈর্বয়ং সর্ব্বৈ প্রপীড়িতাঃ।
তৈরুক্তং রাজনদ্যান্তু গঙ্গায়াং মৎস্যমারণং ॥ ৭৬

She looked after the poor and the widows as thier own mother. She was famous for liberal contributions for the welfare of the people. Once her fishermen whom she looked upon as her own children approached her for redress of their grievance. They said, "Oh Mother! Save your children from the oppression of the Government officers." They have announced that anyone who will catch fish in the Ganges without paying taxes will be liable to severe punishment. ॥73 to 76॥

বঙ্গানুবাদ :—

দরিদ্র ও অসহায় বিধবা স্ত্রীলোকদিগের সাক্ষাৎ গর্ভধারিণী মাতার মত দেব সেবাপরায়ণা প্রাতঃস্মরণীয়া।৭৩

এবং জনগণের কল্যাণকর কার্য্যে সর্ব্বদা মুক্তহস্তা ছিলেন। কোনও এক সময়ে সেই রাণী রাসমণির পুত্র তুল্য ধীবর প্রজা সকল কাঁদিতে কাঁদিতে দুঃখ কারণ নিবেদন পূর্ব্বক বলিয়াছিল মা আপনাকে আমরা নমস্কার করি। আমরা আপনার পুত্র আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন।৭৪।৭৫

আমরা ইংরাজ রাজের কর্ম্মচারি দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইতেছি। তাঁহারা বলেন রাজ নদী গঙ্গায় মৎস্যজীবীগণের নিত্য মৎস্য ধরা বেআইনি বা অতিশয় অন্যায় কার্য্য।৭৬

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ।

মৎস্যজীবিগণৈর্নিত্যমবিধেয়ং সুনিশ্চিতম্।
রাজ্ঞে করমদত্বাচেন্মৎস্যান্ধর্ত্তুমিহেচ্ছথ ॥ ৭৭
ভবিষ্যথ নিশ্চিতং দণ্ডনীয়া ন সংশয়ঃ।
শ্রুত্বৈবং ধীবরাণাং তাং বাণীং রাজ্ঞী সুদুঃখিতা ॥ ৭৮
অপূর্ব্বং কৌশলং কিঞ্চিচ্চকার প্রতিভাবলাৎ।
কলিকাতাস্থ গঙ্গায়া জলাধিকারযোগ্যতা ॥ ৭৯
রাজ্ঞে বহুতরামুদ্রা দত্বা রাজ্ঞা ক্রীতা তদা।
গঙ্গাগর্ভে লৌহযন্ত্রে বদ্ধ্বাচায়সশৃঙ্খলান্ ॥ ৮০

On hearing this, Rani felt greatly troubled. However, she took recourse to a clever plan. She acquired the right of ownership of the water of the river extending the western side of Calcutta, by payment of a huge sum of money to the Government, and obstructed all movements of boats and steamers etc. in the area with the help of iron chains. ॥ 77 to 80 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব ওহে অজ্ঞ ধীবরগণ রাজাকে যথাযোগ্য কর না দিয়া যদি মাছ ধর তবে তোমরা বিশেষভাবে দণ্ডিত হইবে অর্থাৎ তোমাদের জেল খাটিতে হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।৭৭

ধীবরগণের তাদৃশ কথা শুনিয়া মহারাণী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নিজ বুদ্ধিমত্তা বলে একটি অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন .৭৮

অর্থাৎ বঙ্গীয় সরকার বাহাদুরকে বহুতর মুদ্রা দিয়া গঙ্গার জলাধিকার যোগ্যতা ক্রয় করিয়াছিলেন।৭৯

মধ্যলীলার্য্যা ১ম: অ: ।

তৎপরে ধীবরগণ গঙ্গাগর্ভস্থ লৌহযন্ত্রে অর্থাৎ বয়া নামক লৌহ পিণ্ডে দৃঢ়তরভাবে লৌহ শৃঙ্খল আবদ্ধ করিয়াছিল ।৮০

জলযান গতে রোধ ঞ্চ-ক্রুদ্ধা ধীবর-প্রজা: ।
বিদেশীয়া বণিগ্‌বর্গা: ক্রোধাগ্নি দীপিতাস্ততঃ ॥ ৮১
রাজদ্বারং গতা: সর্বে রাজ্ঞ্যা দণ্ডার্থমুদ্যতা: ।
উক্তশ্চ কথমস্মাভি: কৃতা রাজ্ঞ্যা বিরোধিতা ॥ ৮২
এবন্তৈরভিযুক্তা সা রাজ্ঞী রাসমণিস্তদা ।
ততঃ সা বিদুষী রাজ্ঞো রাজনীত্যনুসারতঃ ॥৮৩
বিচারকান্ সমাহূয় স্বগেহে বিনয়ান্বিতা ।
উবাচ তান্ কথঞ্চৈব বণিগ্‌বর্গৈঃ সুকোপিতৈঃ ॥ ৮৪

At this the foreign merchants flew into a rage and lodged a complaint in the court against her. She invited the Judge to her house and said, "I wonder why these merchants have ventured to accuse me in the court. ॥ 81 to 83 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তজ্জন্য ষ্টীমার জল যানাদির গতি অবরোধ হইলে বিদেশীয় শ্বেতাঙ্গ বণিক্‌বর্গ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাণীর দণ্ডের জন্য বিচারালয়ে সকলে মিলিত হইয়া বিচারক বর্গকে বলিয়াছিলেন। রাণী আমাদের সহিত কেন এরূপ অন্যায় আচরণ করেন ।৮১।৮২

এইভাবে রাণী রাসমণি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে বুদ্ধিমতী রাণী রাজার আইন অনুসারে নিজ গৃহে বিচারকবর্গকে আহ্বান-পূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন। বিদেশীয় বণিকবর্গ কি জন্য অতিশয় কুপিত হইয়া ।৮৩।৮৪

করিয়া দক্ষিণে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার জল বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সরকার বাহাদুর বা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি ।৮৭।৮৮

মমাধিকারঃ সম্পূর্ণ স্তজ্জলে নাত্র সংশয়ঃ।
অত্র যজ্জলযানাদি বর্ত্ততে বণিজাং প্রিয়ং ॥ ৮৯
চূর্ণয়াম্যধুনৈবাহং তজ্জলস্যাবরোধতঃ।
সত্যং সত্যং ময়োক্তং যত্তৎকরিষ্যামি সত্বরম্ ॥ ৯০
মৎস্যগ্রহে ধীবরাণাং যতো বিঘ্নঃ প্রজায়তে।
এবং রাজ্ঞ্যাঃ সদর্পোক্তিং শ্রুত্বা তত্র বিচারকাঃ ॥ ৯১
স্তবাদি মিষ্টবাক্যেন রাজ্ঞীং সন্তোষ্য যত্নতঃ।
রাজ্ঞ্যাঃ প্রদত্ত বিত্তানি প্রত্যর্পিতানি তানি নৈঃ ॥ ৯২

Accordingly my sole right over the water cannot be questioned by anybody. I now intend to break down without delay all the boats and ships not yet removep by their owners from my area, as they are causing great hindrance to the fishing work." The Judges took great pains to pacify the warth of Rani. All the money was paid back to her. ॥ 89 to 92 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব এই গঙ্গাজলে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার ইহা নিঃসন্দেহ। অতএব গঙ্গাগর্ভে বণিকবর্গের প্রিয় যে সকল জলযান আছে আমি সেই সকল জলযান এখনই চূর্ণ করিয়া দিব কেন তাঁহারা আমার জল অধিকার করেন। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি তাহা

শীঘ্রই করিব। যেহেতু ধীবরগণের মৎস্য গ্রহণে সেই সকল জল-যানই বাধা দিতেছে ।৮৯ ৯০

এখন বিচারকগণ মহারাণীর আইন সঙ্গত রাজনীতি অনুসারে নির্ভীক বাক্য শুনিয়া রাণীকে ধন্যবাদ দিয়া স্তবস্তুতি পূর্ব্বক কোমল বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া রাণীর অনুগ্রহপ্রার্থী বিচারকগণ রাণীর প্রদত্ত অর্থ সকল মায় সুদে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন ।৯১-৯২

বিনা করৈ ধীবরাণাং গঙ্গায়াং মৎস্য সংগ্রহঃ ।
এবং সীমা কৃতা রাজ্ঞী ত্বদীয়ে ধীবরৈস্তদা ॥ ৯৩
যন্ত্রসো ভাগীরথ্যাস্তু কৃতং বন্ধ বিমোচণম্ ।
ধন্যা রাজ্ঞী রাসমণি ধন্যা তদ্বুদ্ধিচাতুরী ॥ ৯৪
ধন্যা প্রজাবৎসলতা ধন্যা দারিদ্র্য সাধ্বতা ।
এবং রাজ্ঞ্যাযতুর্দ্দিক্ষু বিখ্যাতা খ্যাতি বিস্তৃতি. ॥ ৯৫
যয়া-গীষ নরা নার্য্যো বিস্ময়াব্ধৌ নিমজ্জিতা: ।
হৃষ্টে গৌষ্টে সভায়াঞ্চ রাজদ্বারে বিশেষত: ॥ ৯৬

It was also decided that the fishermen would be allowed to fish in the river without payment of any taxes. She ordered her men to take away the chains and allow navigation as before. Thus the fame and glory of Rani spread far and wide.
॥ 93 to 96 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং ধীবরগণ গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে কিছুমাত্র কর না দিয়া গঙ্গায় ইচ্ছামত অবাধে মৎস্য ধরিতে পারিবে এই প্রতিশ্রুতি ও

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ।

আইনসঙ্গত ব্যবস্থা করিয়া মীমাংসা হইলে তখনই রাণীর আদিষ্ট ভৃত্যবর্গ লৌহশৃঙ্খলে ভাগীরথীর বক্ষের বন্ধন বিমুক্ত করিয়াছিল।৯৩

ধন্যা রাণী রাসমণি ধন্য তাঁহার বুদ্ধি কৌশল ধন্য তাঁহার প্রজা-বৎসলতা এবং অতি ধন্য দরিদ্রগণের সাহায্য। এইরূপভাবে রাণীর অপূর্ব্ব বুদ্ধি প্রতিভা চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত হইয়াছিল।৯৪।৯৫

এমন কি নরনারী সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হট্টগোষ্ঠে সভায় বিশেষ ভাবে বিচারালয়ে রাণীর প্রশংসা সকলেই করিয়াছিলেন।৯৬

সর্ব্বত্র বঙ্গদেশে চ ধ্বনির্ধন্যে ত্যভূত্তদা।
প্রজা সঙ্কট শঙ্কা চ সম্পূর্ণা বিনিবর্ত্তিতা॥ ৯৭

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে রামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং মধ্যলীলায়াং গদাধরস্য কলিকাতায়ামাগমনং, রাজ্ঞ্যা রাসমণেশ্চপরিচয়রূপঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১

The grievance of her subjects was redressed.
॥ 97 ॥

Here depictingGadadhar's arrival in Calcutta and Rani Rasmoni's character and fame ends first chapter of Madhyalila in Sri Sri Ramakrishna-bhagabatam, written by Sri Bhrktitirtha.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

প্রজাবর্গের বিপদের আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়াছিলেন এইরূপে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র রাণীকে ধন্য ধন্য শব্দে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।৯৭

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের গদাধরের মধ্য লীলায় কলিকাতায় আগমন এবং রাণী রাসমণির পরিচয়াদি প্রথমাধ্যায়ে বলা হইল। ১ মঃ অঃ সমাপ্ত॥

अपुत्रवत्यास्तद्राज्ञ्या आसीत् कन्या-चतुष्टयं ।
सत्पात्रेभ्योऽर्पिता तिस्रः कनिष्ठा तु कुमारिका १
जगदम्बेति नाम्ना सा जगदम्बा समाभवत् ।
चतुश्चत्वारिंशद्वर्षे राज्ञीयं विधवा भवत् ॥ २
बुद्धिमत्ताबलेनैव वर्द्धिता राजसम्पदः ।
जामाटृ ज्येष्ठ मथुरानाथ विश्वाससत्पात्रकः ॥ ३
गुणवान् रूपवान् धीमान् सर्वकार्य्य पटु र्महान् ।
तस्य प्रसूयैव सुतं स्वर्गता सह धर्मिणी ॥ ४

Rani had four daughters and no son. Three of daughters were married and the youngest was yet to be married. Her name was Jagadamba. Rani became a widow at the age of forty-four. By virtue of her uncommon intelligence she made a great fortune. Her oldest son-in-law, was Mathuranath Biswas who was a man of parts. His wife expired after giving birth to a son.

॥ 1 to 4 ॥

সহধর্ম্মিণী অর্থাৎ রাসমণির জ্যেষ্ঠা কন্যা কেবলমাত্র একটি পুত্র প্রসব করিয়াই ইহলোক পরিত্যাগ করেন।১।৩।৪

দত্ত্বা রাজ্ঞী পুনঃ কন্যাং জগদম্বেতি নামিকাং।
রাজ্যরক্ষা ভারমপি দদৌ তস্মৈ প্রযত্নতঃ॥ ৫
পরন্তু নিজ সম্পত্তের্ভারং ন্যস্য সুধার্ম্মিকা।
ধর্ম্মার্থ মকরোদ্রাজ্ঞী তীর্থপর্য্যটনে মতিং॥ ৬
গদাধরাগমাৎপূর্ব্বং যাবদ্বর্ষচতুষ্টয়ং।
দ্বিপট্‌শত বঙ্গীয়াব্দে পঞ্চপঞ্চাশদুত্তরে॥ ৭
অদ্ভ্রদ্রব্যসম্ভার সমস্ত সৈনিকান্ বহন্।
প্রাজ্য প্রজাপরিজন ধনরত্নাদিকাং স্তথা॥ ৮

Rani married him with her youngest daughter. Jagadamba, and also gave him the charge of the management of her estate. There after she resolved to go on pilgrimage. In the Bengali year, 1255, i.e. four years before Gadadhar came to Calcutta. ॥ 5 to 7 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

রাণী পুনরায় জগদম্বা নামে কনিষ্ঠা কন্যাকে মথুরানাথের সহিত বিবাহ দেন এবং রাজ্য রক্ষার ভারও মথুরানাথের উপরেই অর্পণ করেন।৫

পরন্তু অত্যন্ত ধর্ম্ম স্বভাবা মহারাণী রাসমণি নিজের যাবতীয় ধন সম্পত্তির রক্ষার ভারও মথুরানাথের উপরেই ন্যস্ত করিয়া তীর্থ গমনে মানস করিয়াছিলেন।৬

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ: ।

গদাধরের কলিকাতায় আসিবার ৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বাংলা ১২৫৫ সালে বহুতর দ্রব্যসম্ভার সশস্ত্র সৈনিকগণ বহুতর পরিজন প্রজাবর্গ বহুমূল্য ধন রত্নাদি দ্রব্যসকল ।৭।৮

নানা দেশাগতান্ পোতৈর্যাতুর্ব্বর্ণ্যান্ বহূন্ জনান্ ।
বারানস্যামন্নপূর্ণা-শ্রীবিশ্বনাথ-দর্শনে ॥ ৯
নরনারী জনা: সর্ব্বে শুভেঽহ্নি সময়ে শুভে ।
বৈশাখেঽক্ষয় সংজ্ঞায়াং তিথৌ ভাগীরথী জলে ॥ ১০
আরুহ্যাসংখ্য-নৌকা-সু পুণ্যভাবপরিপ্লুতা: ।
সহরাজ্ঞা শুভাং যাত্রাং কৃত্বা সর্ব্বে যথাবিধি ॥ ১১
বিশ্বনাথান্নপূর্ণায়ো: কৃত্বা নাম্না জয়ধ্বনিং ।
গচ্ছন্ত্যো নরনার্য্যশ্চ কলিকাতাখ্যপত্তনাৎ ॥ ১২

In the month of Vaisakh on a very auspicious day Rani set out on her journey to Varanasi to offer holy services to Goddess Annapurna and Sri Viswanath. She was accompanied with a large number of men, women and armed guards, in innumberable boats. She also took with her large quantities of requisite things. The pilgrims shouted the names of Viswanath and Annapurna as they started along the river from Calcutta,
॥ 8 to 12 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং বহু দেশ হইতে জলযানে আগত ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের বহু স্ত্রী পুরুষ বারাণসী ক্ষেত্রে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শনে সত্যযুগাদ্যা

অক্ষয়াতৃতীয়া মহাপুণ্য দিনে বৈশাখ মাসে শুভ সময়ে পুণ্যভাবে পরিপ্লুত হইয়া সকলে অসংখ্য নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক মহারাণীর সহিত যথা বিধি শুভ যাত্রা করিয়া জয় বাবা বিশ্বনাথ মা অন্নপূর্ণার জয় এইরূপভাবে জয়ধ্বনি করিয়া নরনারীগণ কলিকাতা নগরী হইতে ।৯।১ ।১১।১২

কলিকাতাং পরিত্যজ্য নৌকাশ্রেণী যদাগতা ।
দক্ষিণেশ্বর গঙ্গায়াং তদা সন্ধ্যা সমাগতা ॥ ১৩
দক্ষিণেশ্বর ইত্যাখ্যা গ্রামস্য স্বর্ণদীতটে ।
নিত্যং সন্নিহিতা যত্র দেবী দক্ষিণ কালিকা ॥ ১৪
মেঘজালং সমাচ্ছন্নং তদৈবাকাশমণ্ডলং ।
ঝঞ্ঝাবাত পরিধ্বাস্তং চঞ্চলতরিমন্ডলম্ ॥ ১৫
তরণী-যাত্রিণাং তস্মাদন্তরে ভয়সুস্থিতম্ ।
দুর্যোগং ভীষণং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞী চিন্তান্বিতাব্রবীৎ ॥ ১৬

Evening came down when the fleet reached Dakshineswer, which is the abode of Goddess Dakshina Kali. The sky became cloudy and a furious storm caused a great panic among the passengers of the boats. Seeing that inclement weather Rani became much perturbed and said.
॥ 13 to 16 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

গঙ্গাগর্ভে গমন করিতে করিতে নৌকা সকল যে সময় কলিকাতা মহানগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিল তখন

मध्यलीलायां २यः अः।

সন্ধ্যা হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে মাতা দক্ষিণা কালিকা সর্ব্বদাই অবস্থান করেন।১৩।১৪

সেই সময় আকাশমণ্ডল মেঘসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া ঝড়বৃষ্টিতে নৌকাসকল চঞ্চল হইয়াছিল।১৫

তীর্থযাত্রী সকলের মনে ভয় হইয়াছিল। সেইরূপ ভীষণ দুর্যোগ দেখিয়া মহারাণী চিন্তান্বিতা হইয়া বলিয়াছিলেন।১৬

नौचालकान् समाहूय क्षिपतायाः सकण्टकम्।
शर्व्वरीं क्षपयिष्यामो वयमत्रैव निश्चितम्॥ १७
पवन्ते नाविकाः सर्व्वे श्रुतिमात्रेण तत्क्षणात्।
विश्वनाथान्नपूर्णयोर्नाम्ना कृत्वा जयध्वनिं॥ १८
कण्टकान् पोषितान् कृत्वा भोजनादीन् समाप्य च।
शयनं स्वं स्वं शय्यायां कृत्वा निद्रामुपागमन्॥ १९
महानिशा सुप्तिमग्ना निस्तब्धा दिगचेतना।
केवलं भागीरथ्यास्तु तरङ्गभङ्गिमा बहुः॥ २०

"Let the boatmen anchor their boats here and halt for the night." It was done and all lay down to sleep after they had taken their supper. It was the dead of the night. All were fast asleep. Profound calmness reigned everywhere. Only the water of the river were flowing in a turbulent and boisterous way. ॥17 to 20॥

मध्यलीलायां २यः अः ।

"Dear Rasmoni ! you need not go to Varanasi. You build a temple here on the bank of the Ganges and place in it the image of your own diety, You try to propitiate the goddess by offering cooked rice. By doing so all of your desires will be fulfilled and you will have my blessings."
॥ 25 to 28 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মা রাসমণি তোমার কাশীক্ষেত্রে শ্রীবিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার দর্শনে যাইবার প্রয়োজন নাই।২৫

তুমি এই দক্ষিণেশ্বর গঙ্গাতীরে আমার একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেই মন্দিরে তোমার ইষ্টদেবতা অর্থাৎ ভবতারিণী কালী মন্দির স্থাপন কর।২৬

তুমি সেই দেবীর নিত্য অন্ন ভোগ দিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর। আমি প্রতিদিন পরমানন্দে সেই অন্নভোগ স্বয়ং ভোজন করিয়া হে সুব্রতে তোমার মনোবাঞ্ছা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিব। হে মাতঃ রাসমণি তুমি আমার প্রসাদে নিঃসন্দেহে আমাকেই পাইবে।২৭।২৮

उक्त्वैवं मस्तके हस्तं दत्वाशीर्व्वाद तत्परा ।
यदृच्छया गता देवी तत्रैवान्तरधीयत ॥ २८
आदेशमेवं तं देव्यास्तथा दिव्यप्रदर्शनं ।
लब्ध्वैव तत्क्षणाद्राज्ञ्या निद्राभङ्गो ह्यभून्निशि ॥ ३०
भग्ननिद्रा च सा राज्ञी शय्यायां समुपाविशत् ।
तदापि सा दिव्यवाणी कर्णयोः प्रतिनादिता ॥ ३१
रोमाञ्च स्वेदसंयुक्ता साश्रुनेत्रा सुकम्पिता ।
भक्त्या प्रगाढया देवीं प्रणम्य जगदम्बिकां ॥ ३२

On saying this the Goddess placed her hand on the head of Rani and disappeared. Rani woke up. The divine words were still ringing in her ears. She sweated and her eyes became wet with tears. With great devotion she bowed down to the mother of the universe. ॥ 29 to 32 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এই কথা বলিয়া রাণীর মস্তকে করপদ্ম প্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ তৎপরা হইয়া রাণীর ভাগ্য বশতঃ আগমন করিয়া সেই স্থানেই অদৃশ্যা হইলেন ।২৯

এইরূপে নিদ্রিতাবস্থায় সাক্ষাৎ ভগবতীর প্রত্যাদেশ এবং তদ্রূপে দেবীর দর্শন লাভ করিয়া রাত্রিকালে রাণীর তৎক্ষণাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল ।৩০

এবং জাগ্রতাবস্থায় রাণী শয্যাতে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও রাণীর কর্ণে সেই অলৌকিক স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল ।৩১

এখন স্বেদ পুলকাদি বিশিষ্টা কম্পান্বিত কলেবরা আনন্দাশ্রু-বিগলিতা রাণী প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে জগদম্বা দেবী কালিকাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন ।৩২

উবাচ স্বপ্নেনৈবায়ং সাক্ষাদ্দৃষ্টমিহাদ্ভুতম্ ।
স্বপ্নে যদনুভূতন্তৎ সৌরভং পারিজাতজ ॥ ৩৩
ইদানীমপি শয্যায়াং সুগন্ধঃ সুমমুত্থিতঃ ।
চন্দনেন সমাযুক্ত কুঙ্কুমেন বিলেপিতম্ ॥ ৩৪
কিমিদং লোহিতং দৃষ্টং মম বস্ত্রাঞ্চলেষু চ ।
তয়া মে মুক্ত শয্যায়াং পাদাম্বুজারুণ প্রভঃ ॥

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ:।

এতেহি লক্ষণৈর্মাতা রুদ্রাণী ব্রহ্মরূপিনী।
অত্রাগতা ন সন্দেহো নান্যা কাপি মতির্ম্মম ॥৩৬

She said, "It is a true fact and not a dream that the Goddess herself appeared here. I even now smell the divine fragrance of heavenly flowers. How is it that the skirts of my cloth are bearing red spot of sandle and kumkum paste? Whose may be these red foot-prints on my bed? It is evident from all these that Goddess Rudrani was here. It was none but she. There is no doubt about it." ॥ 33 to 36 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

ইহা স্বপ্ন নয়। এই আশ্চর্য্য বিষয়টি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্বপ্ন সময়ে যে পারিজাত প্রসূনের সৌগন্ধ অনুভব করিয়াছি। এখনও সেই সদ্‌গন্ধ আমার এই শয্যায় সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতেছি।৩৩

কুঙ্কুম বিলেপিত হরিচন্দন যুক্ত রক্তবর্ণ আমার পরিধেয় বস্ত্রে ইহা কি দেখিতেছি। এবং ইহা কাহারই বা রক্তবর্ণ পদচিহ্ন আমার শুভ্র শয্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এই সকল লক্ষণ দ্বারা মাতা রুদ্রাণী ব্রহ্মময়ী যে এখানে আসিয়াছিলেন ইহা ধ্রুব সত্য। তাছাড়া অন্য কিছুই নয়। ইহাই আমার স্থির সিদ্ধান্ত।

৩৪।৩৫।৩৬

নমস্তস্যৈ মহাদেব্যৈ তদীয় প্রীতি হেতবে।
যস্যিষ্যেঽহং জগন্মাতঃ কৃপৈব তব মে গতিঃ ॥ ৩৭
এবং সদ্ভাবভাষিণ্যাঃ গর্ব্বরীগেষিতা ভবৎ।
কূজনৈঃ কোকিলাদীনাং প্রভাত সূচিতং তদা ॥ ৩৮

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ অঃ।

পদ্মিনীপালকঃ প্রাচ্যামুদিতোঽরুণবর্ণযুক্।
শয্যোত্থিতা তদা রাজ্ঞী সমাহূয়াহূতান্ জনান্ ॥ ৩৯
নাধুনা মে তীর্থগতেঃ শক্তিঃ কা চ ন বিদ্যতে।
ভবন্তস্তত্র গচ্ছন্তু ক্ষমাং কুর্ব্বন্তু ধার্ম্মিকাঃ ॥ ৪০

"Oh Goddess! I bow down to you. I shall spare no pains to carry out thy command and to please you. I depend entirely on your kindness." At day-break Rani got up from her bed and said to her companions, "I have become too weak to endure the hardship of the journey. You may proceed Be kind encugh to excuse me."

॥ 37 to 40 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

হে মহাদেবি আপনাকে নমস্কার করি। আপনার আদেশানুসারে ও আপনার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টা করিব। আপনার কৃপাই আমার একমাত্র ভরসা।৩৭

এইরূপে দেবীভাবে বিভাবিতা রাণীর রাত্রি শেষ হইলে অর্থাৎ কোকিলাদির কূজনে প্রভাতের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল।৩৮

পূর্ব্বদিকে পদ্মিনী নায়ক উদিত হইলে রাণী শয্যা হইতে উঠিয়া সেই সকল তীর্থযাত্রিকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন।৩৯

হে পবিত্র নরনারীগণ উপস্থিত আমার তীর্থগমনের শক্তি কিছু মাত্র নাই। আমাকে ক্ষমা করিয়া আপনারা সকলে তীর্থে গমন করুন।৪০

পুরোহিতামাত্য ভৃত্য কুটুম্ব পাচকাদয়ঃ।
মদীয় দ্রব্যসম্ভারান্ ধনরত্নাদিকাংস্তথা ॥ ৪১

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ: ।

সৈনিকানস্ত্রশস্ত্রাদীন্ নীত্বা সর্ব্বে ব্রজন্তু তে ।
বিল্ববৃক্ষে বিশ্বনাথং সহস্রং তু হিরন্ময়ৈ: ॥ ৪২
যথাবিধি সুসঙ্কল্পং পুরোধাঃ পূজয়িষ্যতি ।
অন্নপূর্ণাং তথা দেবীং সমভ্যর্চ্চ্য প্রযত্নতঃ ॥ ৪৩
ভোগদ্রব্যং বহুবিধং সূপান্নং পায়সান্তিকং ।
নিবেদ্য বহুমূদ্দেবান্ দণ্ডিসন্ন্যাসি বৈষ্ণবান্ ॥

"Priest, minister, friends and relatives,—all of you along with servants, cooks and soldiers may proceed with all these goods and money. These thousand gold Bilwa leaves may be offered to Lord Viswanath. Goddess Annapurna may also be worshipped with great devotion and offered various dishes of rice and palatable things. Thereafter bramhins, Sannyasis, Vaisnabs, the poor and even the untouchables should be well fed and given cloth and utensils." ॥ 41 to44 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

আমার পুরোহিত মন্ত্রী ভৃত্য কুটুম্ব পাচকাদি এবং যাবদীয় ধন-রত্নাদি দ্রব্য সৈনিকগণ অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া আপনারা সকলে কাশী ক্ষেত্রে গমন করুন। সেই স্থানে আমার পুরোহিত স্বর্ণনির্ম্মিত সহস্র বিল্ব পত্র দ্বারা যথা বিধি সঙ্কল্প পূর্ব্বক বাবা বিশ্বনাথের পূজা করিবেন। তদ্রূপ মা অন্নপূর্ণা দেবীকেও আমার প্রদত্ত স্বর্ণ অলঙ্কারাদি দ্বারা বিশেষভাবে অর্চ্চনা করতঃ সূপান্ন পায়স পর্য্যন্ত বহুবিধ ভোগদ্রব্য নিবেদন পূর্ব্বক অষ্টোত্তর শত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দণ্ডি ও সন্ন্যাসি ।৪১।৪২।৪ ।৪৪

मध्यलीलायां श्यः अः ।

दरिद्रानाश्वपाकादीन् भोजयित्वा यथाविधि ।
वस्त्रान्नजलपात्रादीन् दत्वा तेभ्यः समादरात् ॥ ४५
काशीस्थ देवताः सर्वा विविधैः उपचारकैः ।
सम्पूज्य विधिवद्भक्त्या पुनः शीघ्रं समेष्यथ ॥ ४६
विधायैवं मया राज्ञो सर्वान् सम्प्रेष्य यत्नतः ।
दक्षिणेश्वर गङ्गायां कृतधामा मनस्विनी ॥ ४७
कस्येयं वा तीरभूमिः कथं क्रीता भविष्यति ।
एवं दिवानिशं राज्ञी चिन्ताक्रान्ताभवत्तदा ॥ ४८

"All other gods and goddesses of Varanasi should be also worshipped with great devotion and with requisite things. Then you should lose no time to come back and meet me." After setting them on their journey to Varanasi, Rani continued to stay on the bank of the Ganges at Dakshineswar. She began to enquire as to who was the owner of the bank at Dakshineswar, and how and at what cost this land could be purchased. She thought and thought and had no rest in the day or in the night.
॥ 45 to 48 ॥

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ: ।

শীঘ্রই এই দক্ষিণেশ্বরে পুনর্ব্বার আপনারা আমার সহিত সম্মিলিত হইবেন ।৪৭।৪৬

এইরূপভাবে অতি উদারচেতা রাণী রাসমণি তীর্থযাত্রি সকলকে যত্নপূর্ব্বক কাশীধামে পাঠাইয়া দক্ষিণেশ্বর গঙ্গাতীরেই বাস করিয়া এই তীরভূমি কিভাবেই বা ক্রয় করা হইবে এইরূপভাবে দিবারাত্রি চিন্তান্বিতা হইয়া মা ভগবতী দক্ষিণা কালিকার শরণ লইয়াছিলেন।

৪৭।৪৮

ততো মথুরানাথেন প্রযাসৈর্বিপুলৈ স্তথা ।
তত্র ভাগীরথী তীরে ভূভাগো বহু বিস্তৃত: ॥ ৪৯
ক্রীতো দেবালয়স্যৈব নির্ম্মাণোদ্যোগ পর্ব্বণ: ।
সমারম্ভ: কৃতো রাজ্ঞা বহুবিত্তব্যয়েন হি ॥ ৫০
মহাশ্মশানভূ: সৈব শক্তিসাধনরূপিনী ।
শক্তি মন্দির নির্ম্মাণে সুনির্দ্দিষ্টা সুসাধকৈ: ॥ ৫১
সোপানশ্রেণিযুক্তঞ্চ নির্ম্মিতং স্নানঘট্টকং ।
শিবলিঙ্গ সমাযুক্তং সূর্যসংজ্ঞং শিবালয়ং ॥ ৫২

At last she purchased the desired land with *great efforts*. She spent a very huge sum of money to build the temples. It was a burial place and she was advised to build a temple of Goddess Kali. She built a bathing ghat and twelve temples of Siva with Trisuls at the tops. ॥ 49 to 52 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে মথুরা নাথ বহু পরিশ্রম করিয়া দক্ষিণেশ্বর গঙ্গাতীরে বহু বিস্তৃত ভূভাগ সংগ্রহ করিয়াছিলেন ।৪৯

मध्यलीलायां २यः अः।

রাণীর বহুতর অর্থ ব্যয়ে দেবালয়ের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করাইয়াছিলেন।৫০

সেই মহাশ্মশানভূমি শক্তিসাধনার সর্ব্বোত্তম স্থান। তজ্জন্য শক্তি সাধকগণ শক্তি মন্দির নির্ম্মাণে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন।৫১

সোপান শ্রেণীবদ্ধ স্নানের ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই ঘাটের উত্তর দক্ষিণে শিবলিঙ্গযুক্ত দ্বাদশ সংখ্যক শিবালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৫২

कृत्वा त्रिशूल शीर्षञ्च घट्टस्योत्तर दक्षिणे।
चक्र चिह्नित-चूड़-श्रीविष्णुमन्दिरमुत्तमं ॥ ५३
कृतं यत्र कृष्णचन्द्रो मोदते राधया सह।
तद्वैवस्वतदिग्भागे सौरमण्डलचुम्बितं ॥ ५४
जगदम्बामहादेव्या नवचूड़विभूषितम्।
सुभद्रं भवतारिण्या मन्दिरञ्चातिशोभनं ॥ ५५
तन्मध्येऽधिष्ठिता माता काली कैवल्यदायिनी।
महाकाल समारूढ़ा त्रिनेत्रा वरदा शुभा ॥ ५६

She built the temple of Radhakrishna with the wheel at the top, and the temple of Goddess Kali with nine towers. ॥ 53 to 56 ॥

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ অঃ।

চূড়া শোভিত জগন্মাতা মহাদেবী ভবতারিণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুমঙ্গল শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়া অদ্যাপি বিদ্যমান আছে ।৫৩।৫৪।৫৫

এই মন্দিরের অভ্যন্তরে মহাকাল সমারূঢ়া ত্রিনয়না খড়্গমুণ্ড বরাভয় করা বরদা শিবাণী ।৫৬

खड्गमुण्डधरा देवी वराभयधराकरा।
सच्चिदानन्दरूपा सा परब्रह्म स्वरूपिनी ॥ ५७
यस्या दर्शनमात्रेण ब्रह्मानन्दं गता जनाः।
एवं श्रीभवतारिण्या मन्दिरं निर्म्मितं तया ॥ ५८
अर्थ सामर्थ्य प्राचुर्य्यान्निर्म्मितेऽपि सुमन्दिरे।
भोगार्थं भवतारिण्याः श्रीराधावल्लभस्य च ॥ ५८
महत्यासीत्तदाचिन्ता राज्ञ्यन्तरे सुदारुणा।
विग्रहार्च्चन वेलयामन्नभोग प्रवर्त्तने ॥ ६०

Goddess Kali having three eyes and four hands stands on the body of Lord Siva lying on his back. She is the embodiment of the powers of the supreme Being. To see Her image is a divine joy. Even though Rani could build beautiful temples because of her ability to spend as much as she liked, she became worried as to how to offer cooked rice to the gods and goddesses of the temples. ॥ 57 to 60 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সচ্চিদানন্দরূপা পরব্রহ্ম স্বরূপিণী কালী মূর্ত্তি অধিষ্ঠিতা আছেন।

मध्यलीलायां २यः अः ।

যাঁহার দর্শন মাত্রে জীব সকল ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হন। এইরূপ মহারাণী মাতা ভবতারিণী কালী মূর্ত্তির মন্দির নির্ম্মাণ করেন।৫৮

রাণী রাসমণির অর্থশক্তির আধিক্য বশতঃ সুন্দর ভাবে মন্দির নির্ম্মাণ হইলেও কালিকা দেবীর এবং রাধাবল্লভ বিগ্রহের অন্নভোগের জন্য রাণী বিশেষভাবে চিন্তান্বিতা হইয়াছিলেন।৫৯ ৬০

येनान्धसा ब्राह्मणानां भोजनं सम्भविष्यति ।
एवमान्तरिकीच्छायां प्रत्यूहः समजायत ॥ ६१
जातीनां वेद बाह्यानां देवदेवी समश्च ने ।
अन्न भोगो न दातव्य इति शास्त्रानुशासनं ॥ ६२
किन्तु साक्षादन्नपूर्णा समूपव्यञ्जनादिभिः ।
अन्नभोग प्रदानार्थं स्वप्ने मां समुपादिशत् ॥ ६३
अतोऽत्र किं विधेयं मे येनात्मानुप्रसीदति ।
एवं राज्ञ्या महाचिन्ता भोगार्थं चेतसि बभौ ॥ ६४

Rani earnestly desired that bramhins would be fed with that offered rice But an obstacle stood on the way. According to the religious code she was debarred from offering cooked rice to the gods. She mused in herself. "I have been asked by Goddess Annapurna Herself to offer cooked rice with curries. So, what should be done to achieve my end". Thus, the thought made Rani restless. ॥ 61 to 64 ।

রাণীর ঐকান্তিক ইচ্ছা হইলেও তাহাতে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি ভিন্ন অন্যজাতির দেবদেবীর পূজাতে অন্নভোগ দেওয়া নিষিদ্ধ এইরূপ শাস্ত্রের আদেশ ।৬১ ৬২

কিন্তু স্বপ্ন সময়ে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা সূপব্যঞ্জনাদির সহিত অন্নভোগ দিবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন ।৬৩

অতএব এ বিষয়ে আমার কর্ত্তব্য কি ? যাহাতে আমার মনের শান্তি হয়। রাণীর মনোমধ্যে ভোগ দিবার জন্য এইরূপ ভাবে মহাচিন্তা হইয়াছিল ।৬৪

কাশী কাঞ্চী নবদ্বীপ মিথিলা দেশত স্ততঃ ।
ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপকানাং পণ্ডিতানাং সমীপতঃ ॥ ৬৫
আনীতা বহু যত্নেন রাজ্ঞা যা বিধিপত্রিকা ।
অন্নভোগন্তু কুত্রাপি শূদ্রস্থাপিত বিগ্রহে ॥ ৬৬
ঐকমত্যেন লিখিতং বিদ্বদ্ভির্ন ভবেদিতি ।
শ্রুত্বা রাজ্ঞী বৈধপত্র-ভাষণং মূর্চ্ছিতা ভবৎ ॥ ৬৭
শাস্ত্রবাক্য সমুল্লঙ্ঘ্য ভোগদানে ন মে স্পৃহা ।
স্বেচ্ছয়া যদি দাস্যামি তদস্মৎ গর্হিতং ভবেৎ ॥ ৬৮

She called for a ruling from great pandits of Kasi. Kanchi Nabadwip Mithila and other places. But all of them unanimously declared that cooked rice could not be offered to gods placed in temples built by sudras. At this Rani became sorely aggrieved. She thought, "If I offer cooked rice to my gods, none will honour it". ॥ 65 to 68 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ অবস্থায় রাণী কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড, মিথিলা ও নবদ্বীপ হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে বহু চেষ্টায় বহুতর ভাষপত্র অর্থাৎ পণ্ডিতগণের শাস্ত্রসম্মত বিধিপত্র সংগৃহীত হইলে সেই সকল পত্রে পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, যে শূদ্রস্থাপিত বিগ্রহের অন্নভোগ হইতে পারেনা।৬৫।৬৬

রাণী রাসমণি ভাষপত্রের ভাষা শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন।৬৭

এবং বলিয়াছিলেন যদি শাস্ত্র বাক্য লঙ্ঘনপূর্ব্বক আমি ইচ্ছামত অন্নভোগ দান করি তবে সেই অন্নভোগ নিন্দিত হইবে। ইহা ধ্রুব নিশ্চিত।৬৮

এবং সঞ্চিন্ত্য সা রাজ্ঞী নিদ্রিতাবীং ময়াপহাং।
অশ্রুজলাভিষিক্তা সা সর্ব্বথা শরণং গতা॥ ৬৯
উবাচৈবং জগন্মাতঃ স্বাদেশান্ময়াকৃতং।
দেবমন্দির নির্ম্মাণং তব মূর্ত্তিরধিষ্ঠিতা॥ ৩০
অন্নভোগ ব্যবস্থা চ সুনির্দ্দিষ্টা ত্বয়ৈব হি।
ত্বদিচ্ছা পূরণং মাতঃ ত্বমেব কুরু কালিকে॥ ৩১
অত্র বঙ্গ কলিঙ্গেভ্যো বিধানৈরপি সমাহৃতৈ।
অন্নভোগো ন দাতব্য ইতি পণ্ডিতভাষণং॥ ৩২

Rani prayed to the Goddess for redress and said, "Oh Mother! it is at your behest that I have built the temples and placed your image, It is also thy desire that I should offer cooked rice. But the pandits do not approve it. So Thou shouldst find a way out to fulfil thy own will". v. 69 to 72 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই রাণী রাসমণি এইরূপভাবে দুশ্চিন্তায় কাঁদিতে কাঁদিতে ভয়হারিণী সিদ্ধিদাত্রী মা অন্নপূর্ণার সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্না হইয়া বলিয়াছিলেন।৬৯

এবং বলিয়াছিলেন হে জগন্মাতঃ আপনার আদেশেই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আপনার মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত করিয়াছি।৭০

আপনিই আমাকে অন্নভোগ দিবার অনুমতি দিয়াছেন। অতএব আপনার ইচ্ছা আপনিই পূরণ করুন।৭১

অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ হইতে শাস্ত্রবিধি সংগৃহীত হইলেও আমাদের অন্নভোগ দেওয়া শাস্ত্র নিষিদ্ধ। এইরূপই পণ্ডিত বর্গের শাস্ত্রানুমোদিত মত।৭২

কিঙ্করোমি ক্ব গচ্ছামি কেনাশা পূরিতা ভবেৎ।
ভ্রমমিব মহারাজ্ঞী সন্তপ্তা সা তদা ভবৎ॥ ৩৩
কলিকাতা নগর্য্যাস্তু সর্ব্বৈ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতৈঃ।
বিধিপত্রং মহারাজ্ঞ্যা দৃষ্টসালোচিতং স্মৃতম্॥ ৩৪
এবং রামকুমারোঽপি প্রবরঃ স্মার্ত্তপণ্ডিতঃ।
রাজ্ঞ্যা বন্ধুং সমাহূয় কঞ্চিদেকং তদা সুধীঃ। ৩৫
প্রোবাচেয়ং ভোগচিন্তা রাজ্ঞ্যা কার্য্যা কদাপি ন।
দদাম্যহং বৈধপত্রং নোত্বা রাজ্ঞীং প্রদর্শয়॥ ৩৬

"What to do," "Where should I go," How can I achieve my object," all these thoughts troubled her day and night. The decision of the learned pandits in the matter was widely circulated and discussed among the pandits of Calcutta. At

last Ramkumar contacted a friend of Rani and gave him a letter conveying his instructions and said, "Rani need not worry in the matter of offering cooked rice to her gods. Take this letter to her and she will know what to do". ॥ 73 to 76 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এখন আমি কি করি কোথায় যাই কোন মহাপুরুষই বা আমার এই বাসনা পূরণ করিবেন। এইরূপভাবে মহারাণী সেই সময় অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়াছিলেন।৭৩

কলিকাতা মহানগরীর পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারাও মহারাণী রাসমণির বিধিপত্র দৃষ্ট আলোচিত ও শ্রুত হইয়াছিল।৭৪

কলিকাতার সর্ব্বোচ্চ স্মার্ত্ত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় রামকুমার ও রাণীর বিধিপত্রের বিষয় জানিয়া রাণীর কোন একটি বন্ধুকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন রাণী রাসমণি যেন অন্নভোগ দিবার জন্য চিন্তা না করেন। আমি একটি বিধিপত্র দিতেছি এইটি লইয়া রাণীকে দেখাও।৭৫।৭৬

শ্রুত্বাচৈবং তদা রাজ্ঞো সত্বরমাগতা স্বয়ং ।
গললগ্নীকৃতবাসা: প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৭৭
ব্রহ্মন্ কেন বিধানেন বাঞ্ছাসিদ্ধির্ভবেন্মম ।
তৎ কুরুষ্য মহাভাগ ত্বমেবৈকাগতির্ঘৃণা ॥ ৭৮
ততো রামকুমারেণ পূর্ব্বং বিলিখিতঞ্চ যৎ ।
সদ্বৈধপত্রং স রাজ্ঞীং শ্রাবয়ামাস যত্নত: ॥ ৭৯
সমন্দিরং বিমন্ত্রঞ্চ দেববিত্তাদিকঞ্চ যৎ ।
প্রাগ্ বিমন্ত্র প্রতিষ্ঠায়া সর্ব্বঞ্চৈতদ্ বিমাদ্রবেৎ ॥৮০

मध्यलीलायां १मः अः।

On hearing this, Rani herself appeared before Ramkumar and said with great humility and reverence, "Please tell me how my desire can be fulfilled. You alone can remove my difficulties" Ramkumar explained to her the meaning of his instructions. In brief, Rani should have to forego her right of ownership of the gods, the temples and the estale attached to them and make a deed of gift to a bramhin, before the foundation of the temples and the images. ॥ 77 to 80 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অনন্তর মহারাণী বন্ধুর নিকটে বিধিপত্র শুনিয়া তৎক্ষণাৎ রামকুমার পণ্ডিতের টোলে আসিয়া গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিযাছিলেন হে পণ্ডিত কুলতিলক ব্রাহ্মণ যেরূপ বিধানে আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ হয় তাহা করুন। হে মহাভাগ আপনিই আমার একমাত্র সম্বল। ৭৭।৭৮

তখন রামকুমার পণ্ডিত পূর্ব্বে যাহা বিধি লিখিয়াছিলেন তাহা রাণীকে যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করাইলেন।৭৯

বিধি পত্রের মর্ম্ম এই যে যদি মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে মন্দিরের সহিত বিগ্রহ এবং দেবতার ধন সম্পত্তি যাহা কিছু আছে সেই সকল ব্রাহ্মণকে দান করা হয়।৮০

तद्विग्रह प्रतिष्ठाञ्चेद् ब्राह्मणः सविधास्यति।
नैवमन्नप्रदाने तु शास्त्रबाधा भविष्यति ॥ ८१
तदन्नभोजनं विप्राः करिष्यन्त्यकुतोभयाः।
सुदृढेयं व्यवस्था मे शास्त्रवाक्यानुसारिणी ॥ ८२

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ:।

শ্রুত্বা রাজ্ঞী পণ্ডিতস্য ভাষপত্রমচিন্তয়ৎ।
ব্যবস্থেয়মিষ্টসিদ্ধেরনুকূলা মতা মম ॥ ৮৩
মদ্বাঞ্ছা পূরণং মাতুরন্নদায়াঃ প্রসাদতঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো হেতুস্থায়ং সুপণ্ডিতঃ ॥ ৮৪

The foundation ceremony should be performed by that bramhin In this way the prohibitary rules could be avoided, and no bramhin would hesitate to accept the cooked rice. These instructions were strictly bassd on the codal rules of religion. At this, Rani thought that the instructions of Ramkumar were quite favourable to the fulfilment of her desire which would surely come about by the grace of Annapurna, and this learned Ramkumar was instrumental to it.
॥ 81 to 84 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য ব্রাহ্মণই স্বয়ং সম্পাদন করেন তবে বিগ্রহের অন্নভোগ প্রদানে শাস্ত্র বাধা কিছুমাত্র হইবে না ।৮১

পরন্তু সেই অন্নভোগ কুলীন ব্রাহ্মণগণ ও নির্ভয়ে ভোজন করিবেন। ইহাই আমার শাস্ত্রানুমোদিত সুদৃঢ় ব্যবস্থা ।৮২

রাণী রামকুমার পণ্ডিতের ভাষপত্র শুনিয়া এইরূপ ভাবিয়াছিলেন এইরূপ ব্যবস্থাই আমার ইষ্ট সিদ্ধির অনুকূল হইতেছে ।৮৩

মাতা অন্নপূর্ণার কৃপায় আমার ইষ্ট সিদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে। ইহা নিঃসন্দেহ। ইহার হেতু একমাত্র সুপণ্ডিত রামকুমার .৮৪

মধ্যলীলায়াং ২য়: অঃ।

এবমুৎফুল্ল হৃদয়াস্বানুকূলে শুভে দিনে।
বিলক্ষ মুদ্রা ক্রীতেন স্থানেন সহ মন্দিরং ॥ ৮৫
যথা শাস্ত্রং তদা রাজ্ঞী গুরবে সম্প্রদায় চ।
সেবাতত্ত্বাবধানস্য ভার: স্বস্মৈ সমর্পিত: ॥ ৮৬
তথাপি তদনুষ্ঠানে নানা বিঘ্ন: সমুত্থিত:।
বিদ্বাংস কর্ম্মকুশল: প্রাপ্স্যামি ক্বত্র বা কথং ॥ ৮৭
বিদ্যাহীনো গুরোর্বংশো যে চাস্মাকং পুরোহিতা:।
নিত্যপূজাং ন জানন্তি প্রতিষ্ঠা তৈ: কথং ভবেৎ ॥ ৮৮

On an auspicious day she gave away the entire estate along with temples to her preceptor according to religious rules. The charge of supervision and management was retained by herself, Then cropped up other difficulties. How and where would learned and efficient bramhins to perform the foundation ceremonies be available None in the families of the preceptor and the priest had any knowledge or learning. ॥ 85 to 88

বঙ্গানুবাদ:—

মহারাণী এইরূপ ভাবে আনন্দ মনে নিজের অনুকূল শুভদিনে তিন লক্ষ টাকায় ক্রীত দেবোত্তর সম্পত্তি দক্ষিণেশ্বরের ভূভাগ মন্দিরও অলঙ্কারাদির সহিত দেবতা সকল গুরুকে দান করিয়া কেবল মাত্র বিগ্রহাদির পরিচর্য্যাদির ভার স্বয়ং রাখিয়াছিলেন।৮৫।৮৬

এইরূপভাবে দানকার্য্য সমাধা হইলেও প্রতিষ্ঠা বিষয়ে নানাভাবে বিঘ্ন হইয়াছিল অর্থাৎ রাণী ভাবিয়াছিলেন কোথায় কি প্রকারে কর্ম্ম-কুশল সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ পাইব কারণ আমার গুরুবংশ তাদৃশ নয়

পুরোহিতগণ নিত্য পূজাতে অভিজ্ঞ নয় তাহাদের দ্বারা কি দেবতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় ।৮৭,৮৮

তেষাং প্রাপ্যানি দাস্যামি করিষ্যামি সুপণ্ডিতৈঃ ।
প্রতিষ্ঠাং ভবতারিণ্যা: শ্রীরাধাবল্লভস্য চ ॥ ৮৯
সহসা তন্মনোমধ্যে ভাগ্যযোগাত্তদোদিতা ।
বিধানদাতু: শ্রীরামকুমারস্য সুযোগ্যতা ॥ ৯০
কালক্ষেপমকুর্ব্বেব ভ্রামাপুষ্করিণীং গতা ।
বিদ্বান্ রামকুমারোঽসৌ যত্রাধ্যয়নযুক্ সদা ॥ ৯১
ক্ষুলাভিবন্দনং রাজ্ঞী তৎপাদলুণ্ঠিতা সতী ।
উবাচ কুরু মে ব্রহ্মন্ বাঞ্ছা পূর্ণমাশু মে ॥ ৯২

Learned bramhins would be appointed on payment of proper remunerations. It struck her mind that Pandit Ramkumar would be the right person to perform the ceremony. At once she went to the place of Ramkumar and appealed to him to have the ceremony performed under his able guidance and leadership. ॥ 89 to 92 ।

বঙ্গানুবাদ :—

শুদ্ধ পুরোহিতের প্রাপ্য আমি দিব। কিন্তু ভবতারিণী এবং রাধাবল্লভের প্রতিষ্ঠা পণ্ডিত ব্রাহ্মণ দিয়া করাইব ৮৯

সেই সময় রাণীর সৌভাগ্যবশতঃ বিধান দাতা রামকুমার পণ্ডিতেরই প্রতিষ্ঠা কার্য্যে বিশেষভাবে পটুতা আছে এইরূপ হঠাৎ মনোমধ্যে উদিত হইবা মাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া পণ্ডিত রামকুমার যেস্থানে অধ্যাপনা করেন সেই ভ্রামাপুকুর পল্লীতে গমন করিয়া

এবমুৎফুল্ল হৃদয়াস্থানুকূলে শুভে দিনে।
বিলিখ্য মুদা ক্রীতেন স্থানেন সহ মন্দিরং ॥ ৮৫
যথা শাস্ত্রং তদা রাজ্ঞী গুরবে সম্প্রদায় চ।
সেবাসত্তাবধানস্য ভার: স্বস্মৈ সমর্পিত: ॥ ৮৬
তথাপি তদনুষ্ঠানে নানা বিঘ্ন: সমুত্থিত:।
বিদ্বাংসং কর্ম্মকুশলং প্রাপ্স্যামি ক্বত্র বা কথং ॥ ৮৭
বিদ্যাহীনো গুরোর্বংশো যে চাস্মাকং পুরোহিতা:।
নিত্যপূজাং ন জানন্তি প্রতিষ্ঠা তৈ: কথং ভবেৎ ॥ ৮৮

On an auspicious day she gave away the entire estate along with temples to her preceptor *according to religious rules.* The charge of supervision and management was retained by herself, Then cropped up other difficulties. How and where would learned and efficient bramhins to perform the foundation ceremonies be available None in the families of the preceptor and the priest had any knowledge or learning. ॥ 85 to 88

বঙ্গানুবাদ:—

মহারাণী এইরূপ ভাবে আনন্দ মনে নিজের অনুকূল শুভদিনে তিন লক্ষ টাকায় ক্রীত দেবোত্তর সম্পত্তি দক্ষিণেশ্বরের ভূভাগ মন্দিরও অলঙ্কারাদির সহিত দেবতা সকল গুরুকে দান করিয়া কেবল মাত্র বিগ্রহাদির পরিচর্য্যাদির ভার স্বয়ং রাখিয়াছিলেন।৮৫।৮৬

এইরূপভাবে দানকার্য্য সমাধা হইলেও প্রতিষ্ঠা বিষয়ে নানাভাবে বিঘ্ন হইয়াছিল অর্থাৎ রাণী ভাবিয়াছিলেন কোথায় কি প্রকারে কর্ম্ম-কুশল সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ পাইব কারণ আমার গুরুবংশ তাদৃশ নয়

পুরোহিতগণ নিত্য পূজাতে অভিজ্ঞ নয় তাহাদের দ্বারা কি দেবতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় ।৮৭।৮৮

তৈর্যা প্রাপ্যানি দাস্যামি করিষ্যামি সুপণ্ডিতৈ: ।
প্রতিষ্ঠাং ভবতারিণ্যা: যোরাধাবল্লভস্য চ ॥ ৮৮
সহসা তন্মনোমধ্যে ভাগ্যযোগাত্তদোদিতা ।
বিধানদাতু: শ্রীরামকুমারস্য সুযোগ্যতা ॥ ৮৯
কালক্ষেপমকৃত্বৈব শ্যামাপুষ্করিণীং গতা ।
বিদ্বান্ রামকুমারোঽসৌ যত্রাধ্যয়নযুক্ সদা ॥ ৯১
কৃত্বাভিবন্দনং রাজ্ঞী তৎপাদলুণ্ঠিতা সতী ।
উবাচ কুরু মে ব্রহ্মন্ বাঞ্ছা পূরণমাশু ভো ॥ ৯২

Learned bramhins would be appointed on payment of proper remunerations. It struck her mind that Pandit Ramkumar would be the right person to perform the ceremony. At once she went to the place of Ramkumar and appealed to him to have the ceremony performed under his able guidance and leadership. ॥ 89 to 92 ।

বঙ্গানুবাদ :—

গুরু পুরোহিতের প্রাপ্য আমি দিব। কিন্তু ভবতারিণী এবং রাধাবল্লভের প্রতিষ্ঠা পণ্ডিত ব্রাহ্মণ দিয়া করাইব ৮৯

সেই সময় রাণীর সৌভাগ্যবশতঃ বিধান দাতা রামকুমার পণ্ডিতেরই প্রতিষ্ঠা কার্য্যে বিশেষভাবে পটুতা আছে এইরূপ হঠাৎ মনোমধ্যে উদিত হইবা মাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া পণ্ডিত রামকুমার যেস্থানে অধ্যাপনা করেন সেই শ্যামাপুকুর পল্লীতে গমন করিয়া

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ:।

রামকুমার পণ্ডিতের পাদসমীপে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন হে ব্রাহ্মণ আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন।৯০।৯১।৯২

সবিগ্রহ দেবগৃহ প্রতিমায়া গতির্ভবান্।
ভবত: পণ্ডিত: কোঽপি নাসমোর্দ্ধৌ হি লক্ষ্যতে ॥ ৯৩
দেব দেবী দেবভূমি বিত্ত মন্দির ভূষণং।
ভবদ্ ভাগানুসারেণ ব্রাহ্মণায় সমর্পিতম্ ॥ ৯৪
অত:পরং প্রতিষ্ঠাদিকৃত্যং যদবশ্যোচিতং।
ভবদাদ্যচরূপেণ সম্পাদ্যং শাস্ত্রচক্ষুষা ॥ ৯৫
দৃষ্ট্বাবদৎ পণ্ডিতোঽপি রাজ্ঞ্যা আগ্রহমুত্তমং।
মা ভৈষী স্ত্বং মাদৃতুল্যে করিষ্যামি তদ্ধ্রুবম্ ॥ ৯৬

Rani said, "According to your instructions I have made over my right of ownership of the temples and the estate to a bramhin. Now the foundation ceremonies may kindly be performed by you as the chief priest." Ramkumar was much pleased, by the eagerness of Rani and acceded to her request. ॥ 93 to 96 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

আপনিই আমার দেবগৃহের সহিত বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার একমাত্র আশ্রয়স্থল।

আপনার মত বা আপনার হইতে বড় পণ্ডিত কেহ আছেন, বলিয়া আমার মনে হয় না। ৯৩

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ:।

আপনার বিধান মত দেব দেবী দেবোত্তর ভূসম্পত্তি দেবতার অর্থ মন্দির ও অলঙ্কারাদি সমস্ত ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিয়াছি। অতঃপর প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য যাহা অবশিষ্ট আছে সেইসকল কার্য্য আপনি শাস্ত্রানুসারে অধ্যক্ষ রূপে সুসম্পন্ন করুন। ৯৪ ৯৫

রাণীর এইরূপ অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া রামকুমার পণ্ডিত বলিয়াছিলেন হে মাতঃ মহারাণী ভয় নাই আপনার সঙ্কল্প আমি যথা শাস্ত্র পূরণ করিব। ৯৬

ইত্যং সা ভয়বাণীঞ্চ লব্ধা পণ্ডিত বর্য্যতঃ।
প্রতিষ্ঠোদ্যোগপর্ব্বাণি সমারেভে যথাবিধি ॥ ৯৩
দ্বিষট্‌শত দ্বিষষ্টিমে সালে জ্যৈষ্ঠে রাকাতিথৌ।
শ্রীল রামকুমার: স স্মার্ত্তাচার্য্য শিরোমণিঃ ॥ ৯৮
শ্রীমূর্ত্তে ভবতারিণ্যাঃ শ্রীরাধাবল্লভস্য চ।
প্রতিষ্ঠাং কারয়ামাস বিদ্বদ্ভি র্ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥ ৯৯
তস্মিন্ পুণ্য দিনে রাজ্ঞা কল্পপাদপবৎ সদা।
প্রার্থিতাং প্রার্থনা পূর্ত্তাবাসীদ্দাতাবলির্যথা॥ ১০০

Every thing was arranged according to rules and the foundation ceremonies of the images of Goddess Bhabatarini and Radha Vallava were performed by Ramkumar with the assistance of many able and learned pandits. Rani gave away freely on that day whatever was asked of her. ॥ 97 to 100 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

রামকুমারের এইরূপ অভয়বাণী লাভ করিয়া যথাশাস্ত্র দ্রব্যাদির আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৯৭

স্মার্ত্তাচার্য্য শিরোমনি রামকুমার পণ্ডিত রাণীর গুরু ও অন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণের সহিত ভবতারিণী কালী ও রাধাবল্লভ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। ৯৮৯৯

সেই অতিপবিত্র প্রতিষ্ঠা দিবসে রাণীরাসমনি দানবীর দৈত্যপতি বলিরাজের মত প্রার্থিগণের প্রার্থনাপূরণ কল্পতরুর মত অকাতরে আনন্দের সহিত দানযজ্ঞ সমপান করিয়াছিলেন। ১০০

কাশী কাঞ্চী নবদ্বীপ শ্রীহট্ট চট্টলাদিত:।
কলিঙ্গ কান্যকুব্জাদি বিক্রমপুরত স্তথা ॥ ১০১
পঞ্চশতাধিকা স্তত্র পণ্ডিতা: সুসমাগতা:।
পট্টবস্ত্র স্বর্ণমুদ্রা রৌপ্যস্য কলসানি চ ॥ ১০২
পণ্ডিতেভ্যো দদৌ রাণী ছাত্রেভ্যোঽপি যথাবিধি।
তথাহূতাননাহূতান্ জনান্ বহুসহস্রশ:॥ ১০৩
ব্যবহার্য্য বহু দ্রব্যদানেন পর্য্যতোষয়ৎ।
এবমলৌকিকো রাজ্ঞ্যা দানযজ্ঞ: স্বনুষ্ঠিত:॥ ১০৪

Rani gave away costly clothes, gold coins and silver pots to five hundred pandits who hailed from Kasi, Kanchi and other places. Students were also given things adequately. Useful things were also distributed among thousands of invited and uninvited persons. ॥ 101 to 104 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং যথা বিধি নিমন্ত্রিত হইয়া নবদ্বীপ বিক্রম পুর শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম কাশী কাঞ্চী কর্ণাট ও কান্যকুব্জাদি দেশ হইতে প্রায় পঞ্চ শতাধিক

পণ্ডিত রাণী রাসমণির দেবতা প্রতিষ্ঠা দিবসে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া রাণীর প্রদত্ত রৌপ্য কলস স্বর্ণ মুদ্রাও পট্ট বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১০১।১০২

পণ্ডিত বর্গের ছাত্র ভৃত্য এবং আহূত অনাহূত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে রৌপ্য মুদ্রা ও ব্যবহার্য্য বস্তুদানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এই রূপভাবে রাণীর অলৌকিক দান যজ্ঞ সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হইযাছিল। ১০৩।১০৪

তয়া ভোজন যজ্ঞস্তু পূর্ব্বং য: সুষ্ঠু বাঞ্ছিত:।
তৎ পূরণং তয়া ভূত রাজ্ঞ্যানন্দ বিবর্দ্ধকং ॥ ১০৫
দীয়তাং ভুজ্যতাং শব্দৈরসংখ্যৈ: পরিচারকৈ:।
মুখরীকৃতমত্যন্তং বিশ্বাল মন্দিরাঙ্গনম্ ॥ ১০৬
অহোরাত্রং ন জানন্তি ভোজনার্থং সমুৎসুকা:।
স্নাতাক্কাংশ্চ দরিদ্রাংশ্চ গ্রাম্যাশ্চ বিবিধা জনা: ॥ ১০৭
দেবালয় বিনির্ম্মাণে তৎপ্রতিষ্ঠাদি কর্ম্মণি।
সানন্দং ব্যয়িতা রাজ্ঞ্যা মুদ্রা হি নবলক্ষকা: ॥ ১০৮

That long expected ceremony of feeding bramhins with cooked rice also took place on that day to the great joy of Rani. The feast with all its din and bustle continued day and night. Rani spent nine lakhs of money for the building and foundation of the temples. ॥ 105 to 108 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং পূর্ব্বে রাণী যে ভোজন যজ্ঞকামনা করিয়াছিলেন মন্দির

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ।

স্মার্ত্তাচার্য্য শিরোমনি রামকুমার পণ্ডিত রাণীর গুরু ও অন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণের সহিত ভবতারিণী কালী ও রাধাবল্লভ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। ৯৮৯৯

সেই অতিপবিত্র প্রতিষ্ঠা দিবসে রাণীরাসমনি দানবীর দৈত্যপতি বলিরাজের মত প্রার্থিগণের প্রার্থনাপূরণ কল্পতরুর মত অকাতরে আনন্দের সহিত দানযজ্ঞ সমপান করিয়াছিলেন। । ১০০

काशी काञ्ची नवद्वीप श्रीहट्ट चट्टलादितः।
कलिङ्ग कान्यकुब्जादि विक्रमपुरत स्तथा ॥ १०१
पञ्चशताधिका स्तत्र पंडिताः सुसमागताः।
पट्टवस्त्र स्वर्णमुद्रा रौप्यस्य कलसानि च ॥ १०२
पंडितेभ्यो ददौ राज्ञी छात्रेभ्योऽपि यथाविधि।
तथाहूताननाहूतान् जनान् बहुसहस्रशः ॥ १०३
व्यवहार्य्य बहु द्रव्यदानेन पर्य्यतोषयत्।
एवमलौकिको राज्ञ्या दानयज्ञः स्वनुष्ठितः ॥ १०४

পণ্ডিত রাণী রাসমণির দেবতা প্রতিষ্ঠা দিবসে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া রাণীর প্রদত্ত রৌপ্য কলস স্বর্ণ মুদ্রাও পট্ট বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১০১।১০২

পণ্ডিত বর্গের ছাত্র ভৃত্য এবং আহূত অনাহূত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে রৌপ্য মুদ্রা ও ব্যবহার্য্য বস্তুদানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এই রূপভাবে রাণীর অলৌকিক দান যজ্ঞ সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ১০৩।১০৪

তথা ভোজন যজ্ঞস্তু পূর্ব্বং যঃ সুষ্ঠু বাঞ্ছিতঃ।
তৎ পরণং তথা ভূত রাজ্ঞ্যানন্দ বিবর্দ্ধকং ॥ ১০৫
দীয়তাং ভুজ্যতাং শব্দৈরসংখ্যৈঃ পরিচারকৈঃ।
মুখরীকৃতমত্যন্তং বিশালং মন্দিরাঙ্গনম্ ॥ ১০৬
অহোরাত্রং ন জানন্তি ভোজনার্থং সমুৎসুকাঃ।
স্বপাকাংশ্চ দরিদ্রাংশ্চ গ্রাম্যাশ্চ বিবিধা জনাঃ ॥ ১০৭
দেবালয় বিনির্ম্মাণে তৎপ্রতিষ্ঠাদি কর্ম্মণি।
সানন্দং ব্যয়িতা রাজ্ঞ্যা মুদ্রা হি নবলক্ষকাঃ ॥ ১০৮

That long expected ceremony of feeding bramhins with cooked rice also took place on that day to the great joy of Rani. The feast with all its din and bustle continued day and night. Rani spent nine lakhs of money for the building and foundation of the temples. ॥ 105 to 108 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এবং পূর্ব্বে রাণী যে ভোজন যজ্ঞকামনা করিয়াছিলেন মন্দির

স্মার্ত্তাচার্য্য শিরোমনি রামকুমার পণ্ডিত রাণীর গুরু ও অন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণের সহিত ভবতারিণী কালী ও রাধাবল্লভ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। ৯৮।৯৯

সেই অতিপবিত্র প্রতিষ্ঠা দিবসে রাণীরাসমনি দানবীর দৈত্যপতি বলিরাজের মত প্রার্থিগণের প্রার্থনাপূরণ কল্পতরুর মত অকাতরে আনন্দের সহিত দানযজ্ঞ সমপান করিয়াছিলেন।। ১০০

কাশী কাঞ্চী নবদ্বীপ শ্রীহট্ট চট্টলাদিত:।
কলিঙ্গ কান্যকুব্জাদি বিক্রমপুরত স্তথা॥ ১০১
পঞ্চশতাধিকা স্তত্র পণ্ডিতা: সুসমাগতা:।
পট্টবস্ত্র স্বর্ণমুদ্রা রৌপ্যস্য কলসানি চ॥ ১০২
পণ্ডিতেভ্যো দদৌ রাজ্ঞী ছাত্রেভ্যোঽপি যথাবিধি।
তথাহূতাননাহূতান্ জনান্ বহুসহস্রশ:॥ ১০৩
ব্যবহার্য্য বহু দ্রব্যদানেন পর্য্যতোষয়ৎ।
এবমলৌকিকী রাজ্ঞা দানযজ্ঞ: স্বনুষ্ঠিত:॥ ১০৪

Rani gave away costly clothes, gold coins and silver pots to five hundred pandits who hailed from Kasi, Kanchi and other places. Students were also given things adequately. Useful things were also distributed among thousands of invited and uninvited persons. ॥ 101 to 104 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং যথা বিধি নিমন্ত্রিত হইয়া নবদ্বীপ বিক্রম পুর শ্রীহট্ট চট্ট গ্রাম কাশী কাঞ্চী কর্ণাট ও কান্যকুব্জাদি দেশ হইতে প্রায় পঞ্চ শতাধিক

পণ্ডিত রাণী রাসমণির দেবতা প্রতিষ্ঠা দিবসে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া রাণীর প্রদত্ত রৌপ্য কলস স্বর্ণ মুদ্রাও পট্ট বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১০১।১০২

পণ্ডিত বর্গের ছাত্র ভৃত্য এবং আহূত অনাহূত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে রৌপ্য মুদ্রা ও ব্যবহার্য্য বস্ত্রদানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এই রূপভাবে রাণীর অলৌকিক দান যজ্ঞ সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছিল! ১০৩।১০৪

তথা ভোজন যজ্ঞস্তু পূর্ব্বং য: সুষ্ঠু বাঞ্ছিত:।
তৎ পূরণং তথা ভূত রাজ্ঞানন্দ বিবর্দ্ধকং ॥ ১০৫
দীয়তাং ভুজ্যতাং শব্দৈরসংখ্যৈ: পরিচারকৈ:।
মুখরীকৃতমত্যন্তং বিশ্রান্তং মন্দিরাঙ্গনম্ ॥ ১০৬
অহোরাত্রং ন জানন্তি ভোজনার্থং সমুৎসুকা:।
স্বপাকাংশ্চ দরিদ্রাংশ্চ গ্রাম্যাশ্চ বিবিধা জনা: ॥ ১০৭
দেবালয় বিনির্ম্মাণে তৎপ্রতিষ্ঠাদি কর্ম্মণি।
সানন্দং ব্যয়িতা রাজ্ঞা মুদ্রা হি নবলক্ষকা: ॥ ১০৮

That long expected ceremony of feeding bramhins with cooked rice also took place on that day to the great joy of Rani. The feast with all its din and bustle continued day and night. Rani spent nine lakhs of money for the building and foundation of the temples. ॥ 105 to 108 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং পূর্ব্বে রাণী যে ভোজন যজ্ঞকামনা করিয়াছিলেন মন্দির

मध्यलीलायां :२य अः ।

প্রতিষ্ঠা দিবসে রাণীর আনন্দ বর্দ্ধক সেই ভোজন যজ্ঞও সম্পূর্ণরূপে সমাধা হইয়াছিল। ১০৫

প্রায় সহস্র পরিচারকবর্গ আন দাও নাও খাও ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বিরাট মন্দির প্রাঙ্গন তুমুলধ্বনি যুক্ত করিয়াছিল গ্রামবাসী নরনারী দরিদ্র ও চণ্ডালাদি বিবিধ। ১০৬

ব্যক্তির ভোজনে ব্যাপৃত থাকায় কর্ম্মচারীগণের পরিচারক বর্গের দিবারাত্রি কিছুই জ্ঞান ছিল না। ১০৭

দেবালয় নির্ম্মাণে এবং দেবতা সকলের প্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে রাণী অকাতরে নব লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। ১০৮

तथा त्रिलक्ष मुद्राभिः क्रीता या भूमिरुत्तमा।
देवसेवासुरक्षार्थं देवताभ्यः समर्पयत् ॥ १०९
एवं श्रीभवतारिण्याः स्वेष्टदेव्या यथाविधि ।
प्रतिष्ठा सुकृता राज्ञ्याः स्वप्नः सत्योह्यभूत्तदा ॥ ११०

इति श्रीभक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां राज्ञ्या रासमणेः साक्षादन्नपूर्णाया आदेशतः श्रीमन्दिर प्रतिष्ठादि रूपो मध्य लीलाया द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ मः २

She purchased also landed property worth three lakhs and dedicated it to the service of the gods. Thus the dream of Rani was translated into reality when the foundation ceremony of Goddess Bhabatarini was completed.

Here ends the second chapter of Madhyalila in the Sri Ramakrishna Bhagabatam narrating the incidents leading to the foundation of temples at Dakshineswar.

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ:।

বঙ্গানুবাদ :—

পরন্তু আরও তিনলক্ষ মুদ্রা ক্রীত ভূসম্পত্তি দেবতাগণের সেবার জন্য দেবোত্তর করিয়াছিলেন। ১০৯

এই রূপে নিজ ইষ্টদেবী ভবতারিণীর প্রতিষ্ঠাদিকার্য্য যথাশাস্ত্র সম্পাদন হইলে সেইদিন রাণীর স্বপ্নাদেশ সত্যে পরিণত হইয়াছিল। ১১০

রাণী রাসমণির কাশী ক্ষেত্রে গমন সময়ে দক্ষিনেশ্বরে স্বপ্নাদেশ বশতঃ কাশী না যাইয়া দক্ষিনেশ্বরে মন্দির নির্ম্মাণ ভবতারিণী প্রভৃতি দেবতাগণের প্রতিষ্ঠাদি রামকৃষ্ণ ভাগবতের মধ্য লীলার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলাহইল। মধ্য ২য় সমাপ্ত।

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ:।

অপূর্ব্ব দেবালয় মন্দিরান্তরে শ্রীবিষ্ণু কালীশিবসন্নিধানাৎ।
শাক্তাস্তথাবৈষ্ণবরুদ্রভক্তা: সর্ব্বে কৃতার্থা: সমুপাগতা যে ॥ ১
বারাণসী চৈব গতির্যদা স্যাৎ স্বপ্নেঽন্নপূর্ণা নিজসেবনার্থং।
তথাদিদেশৈব সুখান্তিদাত্রী রাজ্ঞীং কৃপাবিন্দু বিসর্জ্জনায় ॥ ২
স্বপ্নোঽদ্য সত্য: স চ দিব্যদর্শনং সত্যঞ্চ রাজ্ঞ্যা বহুপুণ্যসঞ্চয়াৎ।
তয়: সুসিদ্ধং বিমলং সুকীর্ত্তিজং বভুব বঙ্গীয় জনস্য গৌরবং ॥ ৩
রুদ্রাপ্রজস্তত্র গদাধরো মহানত্যন্ত লিপ্তোঽপি মহামহোৎসবে।
স্বাহার নিষ্ঠা পরিরক্ষণার্থমুপোষ্য সায় পথি মুষ্টতণ্ডুলান্ ॥ ৪

Due to the presence of the images of Vishnu Kali, Shiva in the temples close to one another, the Vaishnavas the Shaktas and the Shaivas would come to meet together. What Goddess Annapurna had expressed to Rani in her dream on her way to Varanasi, had now been fulfilled and the achi-

evement of Rani brought glory to her country and country men. Even though Godadhar had been working hard all day long with his elder brother in that great festival, he observed fasting till evening. ॥ 1 to 4 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

মহারাণী রাসমণির অভূতপূর্ব্ব দেবতা সকলের মন্দির মধ্যে কালী মূর্ত্তি, রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি ও শিব মূর্ত্তির অধিষ্ঠান বশতঃ শাক্ত শৈব ও বৈষ্ণবাদি ভক্তবৃন্দের মধ্যে যে কোনও ভক্ত মন্দির মধ্যে আসিবেন তিনিই কৃতার্থ হইবেন।১

ঐহিক পারত্রিক শান্তিদাত্রী মা অন্নপূর্ণা রাণীর বারাণসী ক্ষেত্র গমন সময়ে স্বপ্ন সময়ে নিজ সেবার জন্য রাণীর প্রতি কৃপা বিতরণার্থে যাহা আদেশ করিয়াছিলেন।২

আজ রাণীর বহু পুণ্য সঞ্চয়ের ফলে পূর্ব্বোক্ত স্বপ্ন ও দিব্য দর্শন সত্যে পরিণত হইল। অদ্য রাণীর সাধনার ফল সিদ্ধিলাভ করিলেন এবং রাণীর অত্যুচ্চ সুকীর্ত্তি বঙ্গীয় জনগণের যাবচ্চন্দ্রদিবাকর চিরকালের জন্য অত্যুচ্চ পতাকা উড্ডীয়মান হইয়া রহিল।৩

সেইদিন গদাধর জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত রাণীর মন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠা মহোৎসবে অত্যন্ত লিপ্ত হইলেও নিজ ভোজন বিষয়ে নিষ্ঠা রক্ষার জন্য সমস্ত দিন উপবাস করিয়া সন্ধ্যার সময়ে।৪

খাদন্ স লব্ধ্বান্ কতিভির্বরারটকৈঃ সানন্দচিত্তেন পদব্রজেন।
ভূয়োঽপি তং পাঠগৃহং সমেত্য সুখেন নিদ্রাং গতবান্ মহাত্মা ॥ ৫
প্রাতঃ পরেদ্যুঃস্বপ্নে চ গতে শ্রীমান্ গদাধরঃ।
গচ্ছন্ পথিঃ পুনঃ পদ্ভ্যাং সন্দেশায়াগ্রজস্য চ ॥ ৬

মধ্যলীলায়াং হয়ঃ অঃ।

দক্ষিণেশ্বরমাগত্য স্নাতব্যমিতি নিশ্চিতম্॥।
পুনর্ঝামাপুষ্করিণ্যা চতুষ্পাঠ্যাং মমাগ্রজঃ॥ ৬
অধ্যাপনার্থং ছাত্রাণাং দেবসেবার্থমেব বা।
ন কস্মিন্নপি কালে তু প্রতিযাস্যতি পণ্ডিতঃ॥ ৮

He purchased some fried rice and began to eat it as he proceeded on foot to his residence in Jhamapukur. After he had slept there in the night, he again walked down to Dakshineswar next morning. Soon he realised that his elder brother would not come back to Jhamapukur to teach his pupils and to resume his holy services.
॥ 5 to 8 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

কয়েকটি কড়ি দিয়া মুড়ি লইয়া খাইতে খাইতে সানন্দ চিত্তে পদব্রজে গমন করিতে করিতে পুনর্ব্বার ঝামাপুকুরে রামকুমারের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া মহাপুরুষ গদাধর আনন্দ মনে নিদ্রিত হইয়াছিলেন।৫

রাত্রি শেষে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের মনোভাব জানিবার জন্য পুনর্ব্বার পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া নিশ্চিত ভাবে ইহাই জানিয়াছিলেন যে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমার ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণের পড়াইবার জন্য এবং দেব সেবা রক্ষার্থে পুনরায় কলিকাতায় কখনও যাইবেন না।৬।৭।৮

রাত্রয়াগ্রহাতিশয্যেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে।
শ্রীভবতারিণীদেব্যা পূজকস্য পদে ব্রতী॥ ৯

मध्यलीलायां ३य: अ:।

भूत्वावै बाध्यापनञ्च करिष्यामीति तन्मति:।
ज्ञात्वेव मति बिक्षुब्धो जातस्तत्र गदाधर: ॥ १०
एकान्तेऽग्रजमाहूय प्रोवाच तं मतिभ्रम:।
सञ्जात: स्वकुलाचारं स्वेच्छया नाशयिष्यसि ॥ ११
वयं कौलीन्य धर्म्माण: प्रतिग्रहपराङ्मुखा:।
दृष्टशा: ब्राह्मणा: सन्तोऽधम शूद्रस्य पूजका:। १२

Ramkumar made up his mind to work as the priest of Goddess Bhavatarini in the temple of Dakshineswar and also carry on with his practice as teacher there. When Godadhar came to know of it, he became very sorry. He took his elder brother to a lonely place ond said, "It is a matter of great regret that you now deliberately strike at the root of your family dignity and pedigree. We are the highest of bramhins in rank and cannot become so low as to serve the gods of the sudras.
॥ 9 to 12 ॥

মধ্যলীলায়াং হয়ঃ অঃ।

আমরা স্বভাব কুলীন অতএব আমাদের কৌলীন্য ধর্ম্ম রক্ষা করাই বংশানুসারে ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ এবং আমরা অদ্যাবধি কখনও কাহারও দান গ্রহণ করি নাই। এইরূপ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হইয়া অধম শূদ্রের দেবতার সেবা করিব ? ১২

ভবিষ্যামোধিগম্যাকং কুলং বিদ্যাং বহুশ্রুতং।
সদাচারং ক্রিয়াদাঢ্যং বিত্তলোভ বিমুগ্ধনা ॥ ১৩
তদেতং ত্যজ্যতামেষ নিশ্চয়ঃ পাপ নিশ্চয়ঃ।
ত্বদ্বিধৈঃ পণ্ডিতৈঃ ক্বাপি নৈবং বিধমনুষ্ঠিতম্॥ ১৪
এবমুক্তোঽব্রজো ধীমান্নানাশাস্ত্রবিশারদঃ।
প্রোবাচ পাপ নো কিঞ্চিদত্র প্রভূজনে সতি ॥ ১৫
শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং ত্যজন্তি হি সুপণ্ডিতাঃ।
বদন্ত্যেষং ব্রাহ্মণানাং ধর্ম্মং ধর্ম্মপ্রযোজকাঃ ১৬

Fie on your family prestige, your scholarship aud fame and your religious habits and efficiency Such greed for gold is surely a sin. No pandit like you has ever done so" At this Ramkumar replied, "In my d-ing services here. I have committed no sin. Learned pandits always avoid rice offered by sudras. Such are the instructions of the religious authorities. ॥ 13 to 16 ॥

কর্ম্মে প্রবৃত্তি অতএব আমাদের বংশ বিদ্যা সদাচার শিক্ষা ও ক্রিয়া পটুতা প্রভৃতিকে ধিক। এইরূপ পাপাধারিত পাপ বিষয় শীঘ্র পরিত্যাগ করুন। আপনার মত পণ্ডিত কেহ কখনও এরূপ দেব সেবা করেন নাই।১৩।১৪

এইরূপ ভাবে গদাধর বলিলে বহুতর শাস্ত্র বিশারদ রামকুমার বলিয়াছিলেন পাপাশঙ্কা কিছুমাত্র নাই। এইস্থানে দেবদেবীর পূজা করিলে কিছুমাত্র দোষ নাই কারণ শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন শূদ্রান্ন বা শূদ্র সম্পর্ক বর্জনীয়। মন্দির বা দেবতা প্রতিষ্ঠা সময়ে রাণীর নাম গন্ধও ছিল না।১৬।১৬

দেবদেবী মন্দিরাণা' প্রতিষ্ঠাটিককর্ম্মসু।
ন রাজ্ঞী নামগন্ধোঽপি সঙ্কল্পসময়ে শ্রুত:॥ ১৭
প্রতিষ্ঠায়া: পূর্ব্বমেব দেবদেবী সুমন্দির'।
দেবত্রমুবিভাগাদি গুর্ব্বে তৎ সমর্পিতম্॥ ১৮
অতো দেবালয়ে রাজ্ঞা স্বত্বং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
অগ্রজেনৈব মুক্তোঽপি নানুজে নানুমোদিত'॥ ১৯
এবং বিরুদ্ধমুভয়োর্ম্মতং জ্ঞাত্বা সুপণ্ডিত:।
কনিষ্ঠ' প্রত্যুবাচাস্য সুমীমাংসা তদা ভবেৎ। ২০

Here, the name of the Rani was never uttered in the foundation ceremonies of the temples, because the right of ownership of the entire property attached with these temples, had already been duly passed on to the preceptor *of the Rani. Hence the Rani has now no concern* with any thing of these temples. But Gadadhar

could not endorse the views of his elder brother. At last Ramkumar proposed the test of God's will according to the practice in vogue. | 17 to 20

বঙ্গানুবাদ ঃ—

মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই দেবদেবী মন্দির দেবোত্তর ভূসম্পত্তি প্রভৃতি সমস্তই গুরুকে দান করিয়া দিয়াছেন। অতএব এই দেবালয়ে রাণীর কিছুমাত্র অধিকার নাই।

এইরূপভাবে রামকুমার গদাধরকে বলিলেও গদাধর সে কথায় সম্মত হন নাই।১৭।১৮।১৯

এইরূপ উভয়ের একমত না হইলে পণ্ডিত রামকুমার গদাধরকে বলিয়াছিলেন। আমাদের এ বিষয়ের সুমীমাংসা তখন হইবে।২০

রঘুবীরং সমুদ্দিশ্য শ্রদ্ধাকং কুলদৈবতম্।
ধর্ম্মপত্রং করিষ্যামি পূর্ব্বাচার্য্যানুসারি চ॥ ২১
জ্ঞাত্বা জনাঃ সমুত্তীর্ণা বভূবুর্ধর্ম্মসঙ্কটাৎ।
প্রাপ্স্যাম্যবশ্যদাদেশং ধর্ম্মপত্র পরীক্ষয়া॥ ২২
তদহং দৈবমাশ্রিত্য করিষ্যে পূজনং ধ্রুবং।
দৈবাদেশে শ্রদ্ধে চ ন করিষ্যামি পূজনম্॥ ২৩
এবং ব্যবসায়মতী মানদেন মহদ্বরৌ।
লিখিত্বা ধর্ম্ম পত্রন্তৌ প্রক্ষিপ্যকলমাস্তরে॥ ২৪

Ramkumar said, 'This is the way by which people find the right thing in a doubtful issue. If I am favoured with divine orders I shall continue my services here other wise I shall leave this

place." Thus the two brothers wrote the Dharma patrasi (holy writings) and placed them in a jar. ॥ 21 to 24 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

যখন আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতগণের মত অর্থাৎ এইরূপ ভাবে বহু বিষয়ে বহুতর পণ্ডিতগণ কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র পরীক্ষা দ্বারা বিপদ মুক্ত হইয়াছেন। অতএব আমরাও পূর্ব্বাচার্য্য-গণের মতানুসারে কুলদেবতা রঘুবীরের উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম পত্র করিব যদি সেই ধর্ম্ম পত্রে নিষেধ বাক্য উঠে তবে পূজা করিব না আর যদি আদেশ বাক্য উত্থিত হয় তবে পূজা করিব এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া একটি কলসের মধ্যে পারিবে পারিবে না এইরূপ প্রায় অসংখ্য পত্র লিখিয়া ১টি পঞ্চম বর্ষীয় বালককে সমাদর পূর্ব্বক ডাকিয়া।২১।২২।২৩।২৪

পঞ্চবর্ষমিতং বালং সমাহূয়াদরেণ বৈ।
তেনৈবোত্থাপিতং ধর্ম্মপত্রং কলস মধ্যত: ॥২৫
তত্র চৈবম্বিধং বাক্যমুত্থিতং রোমহর্ষণম্।
অত্র রামকুমারেণ স্বাকৃতি বিগ্রহার্চ্চনে ॥ ২৬
জগদ্ধাসি জনানাং বৈ ভবিষ্যতি সুমঙ্গলম্।
তত্ পূর্ব্বপুরুষা: সর্ব্বে স্বর্গে নৃত্যন্তি নির্ব্বৃতা ॥ ২৭
দৃষ্ট্বা গদাধর: সুখী ধর্ম্মপত্রস্য ভাষণম্ ॥
দ্বৈধভাবো গতস্তস্য পরমানন্দমাপ স: ॥ ২৮

Then a boy of five years was invited to take out a letter from inside the jar. When it was so done, it was found to read to the effect that if

Ramkumar continued his servies here, the people of the world would be benefitted by it, and their forefathers would dance in joy in Heaven. With this Gadadhar became free from all doubts and also very glad. ॥ 25 to 28 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই স্থানে আসিয়া সেই বালকের দ্বারা কলসের মধ্য হইতে ধর্ম্মপত্র উত্থাপিত করাইলে সেই ধর্ম্ম পত্রে এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য বাক্য উত্থিত হইয়াছিল যে এই দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিত রামকুমার বিগ্রহ পূজা স্বীকার করিলে জগদ্বাসি জনসাধারণের অতীব মঙ্গল হইবে ।২৫।২৬

পরন্তু রামকুমারের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বর্গে আনন্দে নৃত্য করিবেন ।২৭

ধর্ম্মপত্রের তাদৃশ উক্তি পাঠ করিয়া গদাধর সুস্থ হইয়াছিলেন। দ্বিধাভাব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন ।২৮

ततोऽग्रज: प्राह गदाधरं मुदा शिवालये पङ्कमिदं शिवामृते: ।
निवेदितं भागवतीयमोदनं सुखेन तत्तस्य कुरुष्व भोजनं ॥ २९
गदाधरस्तस्य सुयुक्तिपूर्णं वाक्यं निशम्यापि न साधु मेने ।
शूद्रार्पदत्तं भगवत् प्रसादं विशुद्धमन्नं न भवेत् कदापि ॥ ३०
एवं स्वानुज सिद्धान्तं श्रुत्वा रामकुमारक: ।
उवाच शास्त्रीय वच: स्वसिद्धान्त पुर:सरम् ॥ ३१
गृहीत्वा तर्हि मद्दत्तं भोज्यं पञ्चवटी गृहे ।
गङ्गातीरे स्वहस्तेन पाकं सम्पाद्य यत्नत: ॥ ३२

Then Ramkumar asked Gadadhar to take cooked rice duly offered to the Goddess. But Gadadhar still held that rice offered by Sudras

could not be taken by Bramhins. So Ramkumar proposed to give Gadadhar rice with vegetables spices etc. for cooking them with his own hand in his cottage at panchabati. ॥ 29 to 31 ॥

বঙ্গানুবাদ:—

তৎপরে রামকুমার আনন্দের সহিত গদাধরকে বলিয়াছিলেন এই দেবালয়ে গঙ্গাজলে পাক করা ভগবৎ প্রসাদীয় অন্ন তুমি স্বচ্ছন্দে ভোজন করিতে পার।২৯

গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সুযুক্তি পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাহা উত্তম বাক্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন না। কারণ শূদ্র প্রদত্ত ভগবৎ প্রসাদ কখনও বিশুদ্ধ হইতে পারে না।৩০

এইরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের সিদ্ধান্ত শুনিয়া স্বসিদ্ধান্ত শাস্ত্রীয় বাক্য বলিয়াছিলেন।৩১

তাহা হইলে আমি তোমাকে যাহা তণ্ডুলাদি ভোজনীয় দ্রব্য দিব তাহা লইয়া গঙ্গাতীরে পঞ্চবটী গৃহে যত্নপূর্ব্বক নিজ হস্তে পাক করিয়া।৩২

ভোজনং কুরু নিঃশঙ্কং পবিত্রান্নমসংশয়ম্।
গঙ্গাজলৈ: সুপক্কান্নং দেবতানাং সুদুর্লভং ॥ ২৩
এবং গদাধরেণাপি স্বীকৃতং শাস্ত্র ভাষিতম্।
ভক্তি বিশ্বাসয়ো: চৈব সর্ব্বথা সাধু সম্মতম্ ॥ ২৪
সমাশ্রিত: পঞ্চবটীং তব পঞ্চবটী তলে।
তদ্দিনাবধি তত্রস্থোদ্যানে ভাগীরথী তটে ॥ ২৫
সর্ব্বসন্তাপহারিণ্যা গঙ্গায়া রূপ মাধুরী।
যোচ্চৈ তস্যা: স্বরূপঞ্চ বিন্তয়ামাস চিদ্ঘনঃ ॥ ২৬

All these combined together to make Dakshineswar as holy to Gadadhar as his own native place. In a very short time Gadadhar won over the hearts of the residents of the temples. Not to speak of others, even Rani and Mathuranath had great affection for him. He used to move in a thoughtful mood in the garden, the temples, Panchabati or on the bank of the Ganges. ॥ 41 to 44 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গদাধর দেবালয়ের জন সমূহের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ৪২

অন্য সাধারণ জন যে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইযাছিল এ বিষয়ে আর কি বলিব। মথুরানাথ ও রাণী রাসমণির মন ও প্রায় গদাধরেই থাকিত। ৪৩

দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গঙ্গাতীরে ও পঞ্চবটীতে বিচরণ সময়ে চিন্তাযুক্ত ভাব গদগদ চিত্ত আকাশের প্রান্তভাগে চালিত দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত স্বার্থশূন্য নিষ্কাম বিশুদ্ধ নির্জন প্রিয় নির্লিপ্ত সঙ্গরহিত শান্ত দান্ত দৃঢ় ব্রত দিবাতেও দীপহস্তে প্রচলিত। ৪৪।৪৫।৪৬

দিগন্তক্রোড় বিন্যিমদৃষ্টিভঙ্গীযুনঞ্চ তং।
স্বার্থশূন্য স্পৃহাহীন বিশুদ্ধ নির্জন প্রিয় ॥ ৪৫
নির্লিপ্ত সঙ্গরহিত শান্ত দান্ত দৃঢ় ব্রতম্।
দিবাপি দীপহস্তঞ্চ প্রচলন্তং গদাধর ॥ ৪৬

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ: ।

দৃষ্ট্বৈবং মথুরানাথো ভাবুকং তমলৌকিকং ।
প্রাহ শ্রীরামকুমারং ভ্রাতা যোগীশ্বরস্তব ॥ ৪৭
কিন্ত্বস্মিন্ বয়সিস্বল্পে যোগিভাবোঽশুভপ্রদঃ ।
অসৌ কর্ম্মণি লিপ্তয়েত্তদা শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৪৮

On seeing Gadadhar keeping himself aloof from every thing Mathuranath advised Ramkumar to give Gadadhar some duties to be performed so that he would not go astray at this tender age.
॥ 45 to 48 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সকল অলৌকিক ভাবনা বিশেষ ভাবুক গদাধরকে দেখিয়া মথুরানাথ রামকুমার পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন আপনার ভ্রাতা যোগীশ্বর । ৪৭

কিন্তু এইরূপ অল্প বয়সে সন্ন্যাস ভাব ভাল নয় । অতএব ইনি যদি কর্ম্মে লিপ্ত হন তবে আপনাদের তাহাতে মঙ্গলই হইবে । ৪৮

মমেচ্ছা ভবতারিষ্ঠা বৈশ্য কার্য্যে ধৃতে মতি ।
ঔদাসীন্যমপাস্যন্তুভবেদেব সুনিশ্চিতম্ ॥ ৪৯
শুভং পণ্ডিতস্যন্তু চিরকাঙ্ক্ষিত ভাবণম্ ।
গদাধরং সমাহূয় দেবাগারেতি নির্জ্জনে ॥ ৫০
উবাচ পরয়া প্রীত্যা সুভদ্রং ভ্রাতরং বচঃ ।
ভ্রাতস্ত্বয়ার্জিতে বিত্তে সর্ব্বেষাংসুখং ভবেৎ ॥ ৫১
কর্ম্মৈব হি দরিদ্রানামভায় মোচনে গতি ।
অত স্ত্বং কর্ম্মকুশলো ভবেতি মম বাসনা । ৫২

মধ্যলীলায়াং দ্বয়ঃ অঃ।

এবমুক্ত্বাগ্রজং নত্বা নীত্বা চরণজং রজঃ।
পঞ্চবট্যাং গৃহং গত্বা তাতং স্মৃত্বা পুনঃপুনঃ ॥ ৫৫
শ্বাসত্যাগেন সুস্থোঽহং কিমদ্য সমুপস্থিতং।
এবমুক্ত্বা ততস্তত্র নিঃশঙ্কমুপবিষ্টবান্ ॥ ৫৬

Gadadhar at once replied, "I am not capable of bringing such relief to you or any other. I shall not serve anybody but God." Saying this he took the dust from the feet of his elder brother and went to his cottage at the Panchabati. There he rested and felt relieved. ॥ 53 to 56 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমারের নিকটে এইরূপ কথা শুনিয়া অতুলনীয় স্বাধীন চেতা গদাধর তৎক্ষণাৎ অতি নম্রভাবে অগ্রজকে বলিয়াছিলেন। ৫৩

আপনাদের অথবা আমার যে কোন আত্মীয় স্বজনের আমার নিকট হইতে অর্থ প্রাপ্তিজনিত আনন্দ শান্তি অথবা বৈষয়িক সুখ শান্তির কোনরূপ আশা কিছুমাত্র নাই। আমি ভগবান ভিন্ন অন্য কাহারও দাসত্ব করিব না। ৫৪

এই কথা বলিয়া অগ্রজকে নমস্কার পূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি লইয়া পঞ্চবটি গৃহে গমন পূর্ব্বক পুনঃ পুনর্ব্বার বাপরে বাপ এইরূপ বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুস্থ হইয়াছিলেন। এবং বলিয়াছিলেন আজ আমার একি অবস্থা হইয়াছিল। এই বলিয়া সেই পঞ্চবটী গৃহে নির্ভয়ে নিদ্রিত হইয়াছিলেন। ৫৫।৫৬

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ অঃ।

গত্বা রামকুমারস্তু মথুরানাথমুক্তবান্।
ঈশ্বরস্যৈব দাসত্বং করিষ্যতি মমানুজঃ॥ ৫৭
তচ্ছ্রুত্বা মথুরানাথঃ পরং বিস্ময়মাপ্তবান্।
নিঃস্বেন নিরুপায়েন তরুণেন বিপ্রেণতঃ॥ ৫৮
কিমেতদ্বাঞ্ছিতং পদং সদ্যস্ত্যক্তমবলীলয়া।
পরন্তু বিত্তনির্লোভ যুবকং ব্রাহ্মণোপরি॥ ৫৯
শ্রদ্ধাধিক্যং মহজ্জাতং কর্ম্মণস্ত্যাগকারণাৎ।
কিন্ত্বেনং কর্ম্মসংযুক্তং করিষ্যামীতি তন্মতিঃ॥ ৬০
কালানুকূলতামেব তস্থৌ তৎ কার্য্য সাধনে।
প্রতীক্ষমানো মথুরানাথ স্তিষ্ঠাং মহাসুহৃৎ॥ ৬১

Ramkumar came back to Mathuranath and told him that Gadadhar was unwilling to serve anybody but God. Mathuranath became surprised to learn this. But he began to respect Gadadhar all the more for his ungreediness, and awaited an opportunity to engage him in some work.
॥ 57 to 61 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তৎপরে রামকুমার মথুরানাথকে বলিয়াছিলেন আমার ভ্রাতা ভগবানেরই দাসত্ব করিবেন। ৫৭

মথুরানাথ রামকুমার পণ্ডিতের নিকট এইরূপ কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন নিঃস্ব নিরুপায় তরুণ বালক ব্রাহ্মণ দ্বারা এইরূপ অভিলষিত পদ অবলীলা ক্রমে পরিত্যক্ত হইল। ইহাতে মথুরানাথের নির্লোভ যুবক ব্রাহ্মণ গদাধরের প্রতি প্রগাঢ়

শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। এবং গদাধরকে আমি কর্ম্মলিপ্ত করিব এইরূপ ইচ্ছাও হইয়াছিল। ৫৮,৫৯।৬০

গদাধরাদির পরমবন্ধু মথুরানাথ উক্ত কার্য্যের সাধন সম্বন্ধে সময়ের অনুকূলতা অপেক্ষা করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। ৬১

ततः कतिपयाहःसु गतेषु काल आगत.।
पितुर्भगिनी कन्याया हैमाङ्गिन्याः सुत स्तदा ॥ ६२
यदा श्रीहृदयराम मुखोपाध्याय सङ्ज्ञकः।
गदाधर भागिनेय आगतो दक्षिणेश्वरे ॥ ६३
यस्यासीत् शैशवे पूर्व्वं कामारपुकुरे महान्।
अभिन्नहृदयोबन्धुर्हृदयो हृदय यथा ॥ ६४
प्रायोन्यूनैकवर्षान्तु हृदयः श्रीगदाधरात्।
तदा गदाधर वय एकविंशति वत्सरम् ॥ ६५
गदाधर श्रीहृदय विधृत्य हृदये मदा।
आनन्दाम्बुधिमग्नोऽभूत्तदिनावधि तस्य च ॥ ६६

At last the much expected opportunity came when Sri Hridayram Mukhopadhyaya, the son of Gadadhar's aunt came to Dakshineswar. Gadadhar and Hridayram were very fast friends in their childhood at Kamarpukur. Hridayram was younger than Gadadhar by one year, the latter was then twenty one years of age. Their joy knew no bounds when they met together again at Dakshineswar. ॥ 62 to 66 ॥

মধ্যলীলায়াং হৃয়ঃ অঃ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অনন্তর কয়েকদিন মাত্র গত হইলেই শুভ সময় উপস্থিত হইয়াছিল যে সময়ে গদাধরের পিসতুত ভগিনী হেমাঙ্গিনীর পুত্র গদাধরের ভাগিনেয় হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় কর্ম্ম প্রাপ্তির আশায় আসিয়াছিলেন। ৬২।৩

পূর্ব্বে বাল্যকালে কামারপুকুরে ঠাকুরের প্রাণের তুল্য অভিন্ন হৃদয় হৃদয়রাম সর্ব্বোত্তম বন্ধু ছিলেন। ৬৪

এই হৃদয়রাম গদাধরের অপেক্ষা একবৎসরের ছোট ছিলেন। সেই সময় গদাধরের বয়স ২১ বৎসর হইয়াছিল। ৬৫

ঠাকুর হৃদয়রামকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই দিন হতে আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৬৬

দক্ষিণেশ্বরস'বাসঃ সর্ব্বদা দক্ষিণোঽভবৎ।
স্বসহায়ং মন্যমানো হৃদয়ং প্রাপ্য মাতুলঃ॥ ৬৭
যাবৎটিঃ স্বস্য যচ্ছিদ্রমন্তরায়াদিকঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং বিলয়ং প্রাপ্তং হৃদয়াগমমাত্রতঃ॥ ৬৮
হৃদয়োঽপি মহাত্মানং মাতুলং প্রাপ্য সর্ব্বদা।
অভূতপূর্ব্বমানন্দং লেভে তৎসঙ্গতঃ সুধীঃ॥ ৬৯
মহতঃ শ্রীমতুলস্য ছায়েবানুগতস্তদা।
শয়নে ভোজনে স্নানে গমনে চোপবেশনে॥ ৭০
সান্নিধ্যসুখযোর্নিত্যং বিচ্ছেদো ন কথঞ্চন।
মুহূর্ত্তোনো মুহূর্ত্তস্তু ন কোঽপিস্যাত্তমিচ্ছতি॥ ৭১

From that day onwards they began to live very happily at Dakshineswar. All sense of dis-

contedness and uneasiness of Gadadhar vanished. Hridaya also became very glad and kept constant company with Gadadhar in walking, dining, bathing, sleeping and sitting. ॥ 67 to 71 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই দিন হইতে গদাধরের দক্ষিনেশ্বরের বাস বিশেষভাবে অনুকূল হইয়াছিল। এবং নিজের সংশয় ভেদবুদ্ধি ও বিঘ্নাদি যাহা কিছু ছিল সেই সকল হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বর আগমন মাত্রেই দূরীভূত হইয়াছিল। ৬৭।৬৮

এবং মাতুল ভাগিনেয়কে নিজের সহায়ক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পণ্ডিত হৃদয়রামও মহাত্মা মাতুলকে পাইয়া তাঁহার সঙ্গবশতঃ সর্ব্বতো ভাবে অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ৬৯

ভ্রমণে ভোজনে শয়নে বা উপবেশনে সর্ব্বদা দুই জনের একত্র অবস্থান হইত। কখনও বিচ্ছেদ হইত না। এবং সঙ্গরহিত অবস্থায় মুহূর্ত্তকালও কেহ কোথায় থাকিতে পারিতেন না। ৭০।৭১

পাকদ্রব্যং স্থালী স্রুক্কী কাষ্ঠাদি তণ্ডুলানি চ।
মাতুলস্য স্বপাকার্থং হৃদয়েন ব্যবস্থিতম্॥ ৩২
এবং স্বহস্ত পাকান্নভোজনেঽপি কৃতে তদা।
নিষ্ঠা প্রাবল্যতঃ শান্তিনাপ নৈষ্ঠিক ঠাকুরঃ॥ ৩৩
রাত্রৌ শ্রীভবতারিণ্যাঃ প্রসাদীয়ং প্রগৃহ্য সঃ।
অশ্রুভিঃ প্লাবিতো ভূত্বা স্মৃত্যা তাং জগদম্বিকাং॥ ৩৪
উবাচ মাং জগন্মাতঃ কৈবর্ত্তান্নং প্রযচ্ছসি।
এবমাহারনিষ্ঠায়াঃ প্রাবল্যমভবত্তদা॥ ৩৫
তদ্দিনাবধি সুপ্রীতো যদ্ধিহৃদয়াগমঃ।
বভূব সর্ব্বকার্য্যেষু সযত্নঃ স গদাধরঃ॥ ৩৬

Hriday used to make all arrangements for cooking meals of Gadadhar, even then Gadadhar felt very uneasy due to his strong sense of austerity When in the night he would be given the offered food of Bhabatarini he would take it with tearful eyes and say, "Oh Mother of the universe why dost thou give the food of Kaivartas" ? From the day Hridayram came to Dakshineswar, Gadadhar felt much pleased and found interest in all his activities. ॥ 72 to 76 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মাতুলের রন্ধন দ্রব্য হাঁড়ি উনোন কাষ্ঠ অগ্নি চাউল তরকারি প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই হৃদয়রাম ব্যবস্থা করিতেন। ৭২

এইরূপ ভাবে ঠাকুর নিজ হস্তে পাক করিয়া ভোজন করিলেও নিষ্ঠাধিক্য বশতঃ নিষ্ঠাবান পুরুষ শান্তি পাইতেন না। ৭৩

রাত্রিকালে ভবতারিণী কালীর প্রসাদ লুচি তরকারিও মিষ্টান্নাদি স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক দুঃখাশ্রু প্লাবিত হইয়া জগজ্জননী কালিকাকে স্মরণ করিয়া বলিতেন হে জগন্মাতঃ তুমি আমাকে কৈবর্ত্তের অন্ন খাওয়াইতেছ। সেই সময় গদাধরের আহার নিষ্ঠার প্রাবল্য এইরূপ হইয়াছিল। ৭৪।৭৫

যে দিন হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিল সেই দিন হইতেই গদাধর পরম প্রীত হইয়া সর্ব্বকার্য্যে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ৭৬

যত্নবৎসো মাতুলস্য হৃদয়োপরি সর্ব্বতঃ।
নিষ্ঠাধিক্যং মহত্তজ্জাতং জ্ঞাতং সহৃদয়েন হি ॥ ৭৭

মধ্যলীলায়াং হৃয়: অ:।

এবং কমপি নোক্ত্বা চ সহসৈবান্তরান্তরা।
গুপ্তোঽভূদ্ধি ত্রিযামার্দ্ধং কুত্র গাদাধরো স্থিতি: ॥ ৭৮
জ্ঞাতোঽন্বেষণে তস্য বুধৈরপি ন বুধ্যতে।
এবমদ্ভূতরূপেণ স্থাত্মগুপ্তেশ্চ কারণং ॥ ৭৯
ন চ যোদ্ধুং সমর্থ: স হৃদয়ো বা পরোঽপি বা।
প্রাতর্মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন সময়ে দেবমন্দিরে ॥ ৮০
সেবাসাহায্য হৃদয়ে জ্যেষ্ঠস্য মাতুলস্য চ।
গতে তত্তৎক্ষণে যাতযান্তর্দ্ধানং গদাধর: ॥ ৮১

Gadadhar became very fond of Hridayram. It was also known to Hriday .For some two or three hours Gadadhar would disappear, and none could find him out. Even Hriday also could not know the reasons for such disappearance. When Hriday was gone to the temples in the morning, noon and evening to render some services, Gadadhar used to disappear. ॥ 77 to 81 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

কনিষ্ঠ মাতুল গদাধরের হৃদয়রামের উপর বিশেষ ভাবে স্নেহ হইয়াছিল। তাহা হৃদয়রামও জানিতে পারিয়াছিলেন। ৭৭

গদাধর মধ্যে মধ্যে কাহাকেও কিছু না বলিয়া হঠাৎ প্রায় তিন চার ঘণ্টা অদৃশ্য হইতেন। এবিষয়ে অনুসন্ধান করিলে কোথায় গদাধর থাকিতেন তাহা বুদ্ধিমানেরও বোধগম্য হইত না। এইরূপ গোপন ভাবে থাকিবার কারণ হৃদয়রাম বা অন্য কেহই জানিতে পারিতেন না। জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকুমারের দেব সেবার সাহায্যার্থে

প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নকালে সায়াহ্ন সময়ে দেব মন্দিরে হৃদয়রাম যাইলে গদাধর সেই সময়ে অন্তর্ধান হইতেন। ৭৮।৭৯।৮০।৮১

পুন: প্রত্যাগতে তত্র গতিং জিজ্ঞাসিতে সতি।
দদৌ প্রত্যুত্তরং তেভ্য: স্থিতিরত্রৈবমামকী ॥ ৮২
ব্রজেন্দ্রনন্দন: কৃষ্ণো ভাতি বৃন্দাবনান্তরে।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি ॥৮৩
তথা মে সর্ব্বদা জ্ঞেয়া সংস্থিতি দক্ষিণেশ্বরে।
যত্র তত্র ন যাস্যামি সন্তজ্য দক্ষিণেশ্বরম্ ॥ ৮৪

ইতি ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং শ্রীরামকুমার পণ্ডিতস্য পূজকপদগ্রহণান্তরং ভাগিনেয়স্য হৃদয়রামস্য দক্ষিণেশ্বরাগমনাৎ ভগবতো গদাধরস্যোল্লাসরূপ মধ্য লীলায়াস্তৃতীয়োঽধ্যায়: ॥ ৩ ॥

When Gadadhar was asked of his disappearance he would say that he had not been elsewhere, nor did he intend to go away from Dakshineswar just as Krishna would never go a step beyond Brindavana. ॥ 82 to 84 ॥

Here ends the third chapter of Madhya'ila in Sri Ramkrishna Bhagabatam narrating the appointment of Ramkumar as the priest and Gadadhar's joy due to arrival of Hriday at Dakshineswar. ॥ 3 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

পুনর্ব্বার সেইস্থানে গদাধর ফিরিয়া আসিলে আপনি কোথায় যাইয়াছিলেন এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদিগকে বলিতেন আমি কোথাও যাই নাই এই খানেই ছিলাম। ৮২

मध्यलीलायां ३य: अ: ।

নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনেই অবস্থান করেন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোথাও কখনও এক পাও যান না। ৮৩

সেইরূপ এই দক্ষিণেশ্বরেই সর্ব্বদাই আমার অবস্থিতি জানিবে দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া আমি কখনও কোথাও যাই না। ৮৪

এই মধ্য লীলার তৃতীয় অধ্যায়ে পণ্ডিত প্রবর রামকুমারের ভবতারিণী কালীর পূজক পদ গ্রহণ। তজ্জন্য ঠাকুরের ক্ষোভ হইলে দৈবাদেশে শান্তি। এবং হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের জন্য ঠাকুরের উল্লাসাদি বলা হইল। মঃ ৩য়

मध्यलीलायां ४र्थ अ: ।

कामारपुकुरे वाल्ये मूर्त्तिं निर्म्माय यत्नत: ।
देवतानां वाह्य पूजां वयस्यैर्वहुभिर्वृत: ॥ १
कृतवान् वहुशस्तत्र हृदयेन गदाधर: ।
अत्रापि हृदयं प्राप्य वाल्यलीलोदिता स्मृतौ ॥ २
हृदयं प्रत्युवाचेदं मृन्मयं शिवविग्रहं ।
निर्म्माय पूजयिष्यामि मम वाञ्छाधुनोदिता ॥ ३
कामनान्तरं कार्य्यमुदितं साहचर्य्यत: ।
हृदयस्य सुयत्नेन गङ्गागर्भान्मृदाहृति: ॥ ४
ततो गदाधरेणाशु शिवमूर्त्ति र्विनिर्म्मिता ।
दिव्य वृषभ पृष्ठे श्रीशङ्कर: सुष्ठु शोभित: ॥ ५

Gadadhar had made images many times and worshipped them with the assistance of Hriday and others in Kamarpukur. Remembering those activities of his early boyhood, Gadadhar expressed his desire to make an image of Shiva for worship,

Hriday gathered the required earth from the bed of the Ganges. Gadadhar made a beautiful image of Shiva mounted on an ox. ॥ 1 to 5 ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

গদাধর বাল্যকালে কামারপুকুরে বহু বাল্যবন্ধু পরিবেষ্টিত হইয়া বহু দেবতার মূর্ত্তি গড়িয়া বহুবার হৃদয়ের সহিত পূজা করিয়া ছিলেন। এই দক্ষিণেশ্বরে হৃদয়কে পাইয়া সেই সকল বাল্য লীলা মন মধ্যে উদিত হইলে হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, মৃত্তিকা দ্বারা শিব বিগ্রহ গড়িয়া পূজা করিব এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছে। ১।২।৩

সহায়তা বশতঃ ইচ্ছামাত্রে কার্য্যের প্রকাশ হৃদয়ের চেষ্টায় গঙ্গা গর্ভ হইতে মৃত্তিকা আনিলে গদাধর তৎক্ষণাৎ শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অলৌকিক বৃষভ পৃষ্ঠে সুন্দর শিবমূর্ত্তি শোভিত।

৪।৫

कोटिचन्द्र प्रतीकाशो देहो रजतसन्निभः ।
अपूर्व्वारुणकान्तिश्च विग्रहस्यपदाम्बयोः ॥ ६
व्याघ्रचर्म्माहृत कटिस्तुन्दिलःफणिसंयुतः ।
त्रिशूल डमरुभ्याञ्च मण्डितोदक्षसव्ययोः ॥ ७
भालं चन्द्रार्द्धयुक्तञ्च वक्षोऽहिमालयायुतं ।
जटाजुटसमायुक्तं नयनत्रितयान्वितं ॥ ८
भस्मलिप्तं कालसर्पैर्वेष्टितं सुभयङ्करैः ।
एवन्देवादिदेवन्तं निर्म्माय स गदाधरः ॥ ९
पूजोपचारं संगृह्य भक्तिभावेन शङ्करं ।
स्वयं सम्पूजयामास रम्ये पञ्चवटीतले ॥ १०

This image of Shiva had the lustre of innumerable moons and the feet had the hue of the rising sun. Shiva was clad with tiger's skin. His huge belly was girdled by a snake, He was holding Trisul in his right hand and Damaru (bugle) in his left. He was adorned with the half moon on his forehead. garland of akshas round his neck, matted hair on his head, three eyes, body besmeared with ashes and girdled with terrible poisonous snakes. Thus making the image Gadadhar worshipped it with great devotion at Panchabati.

॥ 6 to 10 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সুবিমার্জিত রজত তুল্য দেহ কোটি চন্দ্র সদৃশ দেহকান্তি—বিগ্রহের দুইটি পাদপদ্মের অপূর্ব্ব অরুণ বর্ণ রঞ্জিত সুবিশাল উদর সর্পবেষ্টিত বামহস্তে ত্রিশূল ও দক্ষিণ হস্তে ডমরু বিভূষিত ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র বক্ষঃস্থলে রুদ্রাক্ষ মালা মস্তকে জটাজুট ত্রিনয়ন যুক্ত ভস্মলিপ্ত অতি ভয়ঙ্কর কালসর্প বেষ্টিত এইরূপ ভাবে বৃষোপরি বিরাজিত গদাধর শিবমূর্ত্তি গঠন পূর্ব্বক পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রমণীয় পঞ্চবটী তলে স্বয়ং ভক্তিভাবে পূজাকার্য্য আরম্ভ করিলেন।

৬।৭।৮।৯।১০

যদৃচ্ছয়া গতস্তত্র সেবকো মথুরো মহান্।
অপূর্ব্বং শিবমূর্ত্তিং তাং তস্য পূজামলৌকিকীং ॥ ১১
অর্চ্চকস্য তন্ময়তাং দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাগতঃ।
তদ্ভাবেনৈব তত্রস্থং হৃদয়ং স্পৃষ্টবান্ মুদা ॥ ১২

মধ্যলীলায়াং ৪র্থঃ অঃ।

কুবৈষা প্রতিমা প্রাপ্তা কেন বা ঘটিতা বদ।
হৃদয়োঽঙ্গুলিমুত্তোল্য তন্তু তন্ময়তাং গতং ॥ ১২
দর্শয়িত্বোক্তমেতেন ঘটিতা শিব মূর্ত্তিকা।
শ্রুত্বাতিবিস্ময়াবিষ্টো মথুরানাথ উক্তবান্ ॥ ১৪
ভট্টাচার্য্যস্যাবরজ এতাং ঘটয়িতুং ক্ষমঃ।
শ্রুত্বা সসম্ভ্রমঞ্চোক্তং হৃদয়েন তদৈব হি ॥ ১৫

Mathurnath happened to come to the spot and was astonished to see Gadadhar lost in divne mood. Mathuranath asked Hriday, "Where did you get this image from? who has made it?" Hriday pointed Gadadhar with his finger ond said, "He has mads it". Mathuranath was astonished to learn that the younger brother of the priest Ramkumar could make such an wonderful image. Hriday also said to him, ॥ 11 to 15 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এমন সময়ে হঠাৎ সেই পূজাস্থলে ভক্ত মথুরানাথ স্বয়ং আসিয়া ছিলেন। সেই অপূর্ব্ব শিবমূর্ত্তি পূজকের অসাধারণ পূজা ও তন্ময়তা দেখিয়া অতি বিস্মিত সহকারে সেইস্থানে অবস্থিত হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ১১।১১

এই শিব বিগ্রহ কোথায় পাইলে। কেবা এই শিব মূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন। মথুর বাবু এইরূপ বলিলে হৃদয় অঙ্গুলি উত্তোলন পূর্ব্বক পূজাকালে তন্ময়তা বিশিষ্ট গদাধরকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন ইনিই এই শিবমূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন। মথুরানাথ এই কথা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ১৩।১৪

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এইরূপ ভাবে দেবতা সকলের মূর্ত্তি গঠনে সমর্থ? এই কথা শুনিয়া হৃদয় সমব্যস্তে তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন। ১৫

অয়ন্তু সর্ব্বং দেবতা প্রতিমা ঘটনেপটুঃ।
পরন্তু ভগ্ন প্রতিমাং সন্ধাতুং সর্ব্বথা ক্ষমঃ॥ ১৬
এবং যস্য গুণগ্রাম উভাভ্যাং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্য সমাধ্যবস্থা সা মথুরেণ সুলক্ষিতঃ॥ ১৭
একদৃষ্টাতিমুগ্ধঃ স তদাত্মানং নিয়ম্য চ।
প্রোবাচ হৃদয়ং গুহ্যভাবেন বিনয়ান্বিতা॥ ১৮
দাস্যসীমাং পূজান্তে মে প্রতিমাং শুভলক্ষণাং।
শ্রুত্বা তাং প্রার্থনাং সাধ্বীং হৃদয়েনোররীকৃতম্॥ ১৯
পূজ্যাস্যাঃ পূজাবিরমে ততঃ সংগৃহ্য বিগ্রহম্।
দদৌ মথুরনাথায় গত্বা তদ্ভবনং সুধীঃ॥ ২০

He can not only prepare images of all gods and goddesses but also restore broken images to their original form of shape." While talking with Hriday, Mathuranath carefully watched the divine mood of Gadadhar who had lost all sense of physical reality. Mathuranath requested Hriday to let him have this image after the worship had been done. Hriday agreed and when the worship was done took it to the house of Mathuranath and duly handed it over to him. ॥ 16 to 20 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

ইনি সর্ব্বদেবতার মূর্ত্তি ভাল রূপে গড়িতে পারেন পরন্তু ভগ্ন বিগ্রহের পূর্ব্ববৎ করিতে পারেন। ১৬

এইরূপ ভাবে ঠাকুরের গুণগ্রাম হৃদয়ও মথুরানাথে আলোচিত হইতেছিল। সেই সময় গদাধরের নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা মথুরানাথ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ১৭

তখন অত্যন্ত মুগ্ধ মথুরানাথ নিজেকে সংযত করিয়া বিনীত ও শুদ্ধভাবে হৃদয়কে বলিয়াছিলেন। ১৮

আপনাদের পূজা শেষ হইলে এই শুভ লক্ষণ শিব বিগ্রহটি আমাকে দিবেন। হৃদয় মথুরানাথের এইরূপ উত্তম প্রার্থনা শুনিয়া প্রতিমাটি দিব বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৯

তৎপরে বিগ্রহের পূজা শেষ হইলে হৃদয়রাম সেই শিব বিগ্রহটি লইয়া মথুরানাথের গৃহে গমন পূর্ব্বক সমাদর পূর্ব্ব মথুরানাথকে দিয়াছিলেন। ২০

মুগ্ধঃ শ্রীমথুরানাথস্তন্মূর্ত্তিং প্রাপ্য তৎক্ষণাৎ।
স্বশ্রূদেব্যা গৃহং গত্বা তস্যৈ তাং সমদর্শয়ৎ॥ ২১
ভক্তিমতী তদা রাজ্ঞী বিগ্রহাভিরূপ্য দর্শনাৎ।
পুলকাঞ্চিতা মুক্তকণ্ঠং চক্কার সুপ্রশংসনং॥ ২২
নির্ম্মাতুর্ভগবদ্ভাবং বিশিষ্ট সমবর্ণয়ৎ।
উবাচ মথুরানাথ এবং রাজ্ঞীং সসম্ভ্রমং॥ ২৩
ভট্টাচার্য্যং কনিষ্ঠেন সহায়ঃ শিববিগ্রহঃ।
ঘটিতোঽয়ং মহাভাবাৎ সপ্রাণ ইব লক্ষ্যতে॥ ২৪
রাজ্ঞ্যা গুণানুরাগিণ্যাঃ শ্রীলগদাধরোপরি।
যদ্রূপং মনস্তস্যাঃ সঞ্জাতং প্রথমং তদা॥ ২৫

Mathuranath in great joy took it to his mother in-law. That pious lady highly praised the godly

virtues of its maker, and remarked that the image appeared to be infused with life. When she was told that the younger brother of Ramkumar had made it, she became full of regard for Gadadhar, for the first time. ॥ 21 to 25 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মুগ্ধ মথুরানাথ সেই শিবমূর্ত্তিটি প্রাপ্তি মাত্রে শ্বশ্রূমাতা রাসমণীর গৃহে যাইয়া তাঁহাকে সেই শিবমূর্ত্তিটি দেখাইয়াছিলেন। ২১

ভক্তিমতী মহারাণী প্রতিমার সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মূর্ত্তি দর্শনে চমৎকৃতা হইয়া মুক্ত কণ্ঠে গঠনকারীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। ২২

পরন্তু নির্ম্মাণকারীর ভগবদ্ভাব বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং মথুরানাথ সেই সময়ে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিয়াছিলেন। ২৩

কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য এই সবুষ শিব বিগ্রহ গঠন করিয়াছেন। এই বিগ্রহের মহাভাব বশতঃ জীবন্তের মত। ২৪

গুণানুরাগিণী মহারাণী রাসমণির সেই দিন হইতে পরম শ্রদ্ধাস্পদ কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য গদাধরের উপর সর্ব্ব প্রথম শ্রদ্ধাপূর্ণ মন বিশেষ ভাবে উদিত হইয়াছিল। ২৫

ততঃ প্রাহ মথুরানাথো দেবালয়ে গদাধরং।
কর্ম্মযুক্তং কারয়িতুমাগ্রহাতিশয়ান্বিতঃ ॥ ২৬
তদ্ভাবমধুনা জ্ঞাত্বা রাজ্ঞো সানন্দমব্রবীৎ।
যদ্ধস্তনির্ম্মিতা মূর্ত্তির্ভগবদ্ভাবভাবিকা ॥ ২৭
তদ্ধস্তাদন্নভূষাদি গৃহীত্বা ভবতারিণী।
সর্ব্বথা প্রীতিমাগন্তা নিশ্চিতেতি মতির্মম ॥ ২৮

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ।

অতঃ সন্তোষ্য কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্যং নিযোজয়।
বেশকার্য্যে জগন্মাতুস্তেন মে মঙ্গলং ভবেৎ॥ ২৯
তৎপরেঽহ্নি পরাহ্ণে তু হৃদয়েন গদাধরঃ।
পঞ্চবট্যা ক্ষৌড়ে তিষ্ঠন্নাহূতো মথুরেণ হি॥ ৩০

When Rani came to know that Mathuranath was eager to engage Gadadhar in the holy services, she glady approved the appointment of Gadadhar as the dress maker of Bhabatarini, for she believed that by this appointment the Godess would be pleased to bless her. Next day in the afternoon when Hriday and Gadadhar were at Panchavati, Mathuranath called for Gadadhar. ॥ 26 to 30 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

ইহার পূর্ব্বে গদাধরকে দেবালয়ে কর্ম্মলিপ্ত করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। রাণী মথুরানাথের তদ্রূপ ইচ্ছা জানিয়া আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন। যাঁহার হস্ত নির্মিত বিগ্রহ ভগবানের স্বরূপের প্রকাশক তাঁহার হস্ত হইতে মা ভবতারিণী বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিয়া নিশ্চয় বিশেষ ভাবে প্রীতিলাভ করিবেন। ইহাই আমার সুদৃঢ় ধারণা। ২৬।২৭।২৮

অতএব কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্যকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে জগদম্বার বেশ কার্য্যে নিযুক্ত কর। তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলই হইবে। ২৯

তৎপর দিবসে গদাধর অপরাহ্নে হৃদয়ের সহিত পঞ্চবটির উদ্যানে

যে সময়ে ছিলেন। এমত সময়ে মথুরানাথ গদাধরকে দেখা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। ৩০

ভৃত্যং দৃষ্ট্বা সচকিতং সদয়ং প্রাহ ঠাকুরঃ।
যৎ পূর্ব্বং চিন্তিতং মেঽদ্য তৎ সাক্ষাৎ সমুপস্থিতং ॥ ৩১
গচ্ছ ভো হৃদয় ত্বং হি যত্র নো পরতন্ত্রতা।
তত্র নাহং গমিষ্যামি মথুরানাথ সদ্মনি ॥ ৩২
মথুরানাথ সদ্বিধে গন্তুং শ্রীমাতুলস্য তাং।
কুণ্ঠাং দৃষ্ট্বা হৃদয়েন জিজ্ঞাসিতো গদাধরঃ ॥ ৩৩
তদাচাখ্যতিজুগুপ্সেন কর্ম্মণা তত্র গতস্য মে।
দাসত্বং গর্হিতং লোকে তত্র মাং যোজয়িষ্যতি ॥ ৩৪
শ্রুত্বেদং হৃদয়ঃ প্রাহ কো দোষস্তত্র মাতুলঃ।
যজনং যাজনাদ্যাত্ত দেব সেবৈব নো গতিঃ ॥ ৩৫

Seeing the messenger before him Gadadhar felt very uneasy and said, "This is what I was expecting. Hriday you may go to serve the will of others. I am not going to the place of Mathura nath." When Hriday wanted to know the reasons for it, Gadadhar said, "If I go there, I shall be yoked with a service which is an abominable thing At this Hriday said, "There is no harm in it. We are bramhins and holy services should be our occupation." ॥ 31 to 35 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

ভৃত্যকে দেখিয়া গদাধর অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিয়া ছিলেন পূর্ব্বে আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম অদ্য তাহা সাক্ষাৎ উপস্থিত হইল।

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ।

ওরে হৃদু তুই আজ সেখানে যা যেখানে আমাদের পরাধীন বৃত্তি চাকুরি আছে। আমি সেই মথুরানাথের গৃহে যাইব না। ৩২

পূজনীয় মাতুল মহাশয়ের মথুরানাথের নিকটে গমন জন্য সেইরূপ সঙ্কোচ দেখিয়া হৃদয় মাতুলকে জিজ্ঞাসা করিলে গদাধর অতিকষ্টের সহিত বলিয়াছিলেন। মথুরানাথের নিকটে যাইবার ফল দাসত্ব লাভ যাহা জগতে সর্ব্বত্র নিন্দিত বলিয়া কথিত হয়। সেই দাসত্ব কর্ম্মে আমাকে নিযুক্ত করিবে। ৩৩।৩৪

মাতুলের কথা শুনিয়া হৃদয়রাম বলিয়াছিলেন হে মাতুল তাহাতে দোষ কি? আমরা ব্রাহ্মণ আমাদিগের দেব সেবাই অবলম্বনীয়। ৩৫

অত্র ভাগীরথী তীরে মহতো দেবমন্দিরে।
দেবতা পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বথা মঙ্গলং ভবেৎ॥ ৩৬
ততো গদাধরেণোক্তং মনিচ্ছা দাস কর্ম্মণি।
পরন্তু জগদম্বায়া মণিমুক্তাদি ভূষণং॥ ৩৭
মন্যত্র বহুগস্তেষাং রক্ষণমতি দারুণম্।
মাদৃশেন রত্নরক্ষা ন সম্ভাব্যা কদাচন॥ ৩৮
মাতুলেনৈব মুক্তোঽপি হৃদয়ঃ পুনরব্রবীৎ।
ন কাপি ভবতা চিন্তা চিন্ময়্যা রত্নরক্ষণে॥ ৩৯
সদা পটুতরাগস্তিরস্তি তে কৃপয়া মম।
ভবৎসু কর্ম্মলিপ্তেষু সর্ব্বদা নঃ সুখং ভবেৎ॥ ৪০

"It will surely bring us great merit to render holy services to the gods in these great temples on the bank of the Ganges. Gadadhar replied, "I do not like to be a servant. Moreover there

are valuable ornaments of the Goddess. It is not possible for me to keep them under proper care." Hriday promptly said, "you should not bother about the ornaments. I am competent enough to take proper care of them. We shall be glad if you enter into a service." ॥ 36 to 40 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এই ভাগীরথীতীরে মহৎ ব্যক্তির দেবালয়ে দেবসেবা করিলে ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল হইবে ইহা ধ্রুব সত্য। ৩৬

গদাধর বলিয়াছিলেন দাসত্ব কর্ম্মে আমার ইচ্ছা নাই। পরন্তু দেবীর মণিমুক্তার অলঙ্কার বহুতর আছে। সেই সকল রত্ন রক্ষা অতি কঠিন। বিশেষতঃ আমার মত লোকের রত্নরক্ষা কখনও সম্ভব হয় না। ৩৭।৩৮

গদাধর এইরূপ বলিলে হৃদয় পুনর্ব্বার বলিয়াছিলেন। চিন্ময়ীর অলঙ্কারাদি দ্রব্য রক্ষণার্থে আপনাদের কোনরূপ চিন্তার কারণ নাই। আপনাদের কৃপায় আমার রত্নরক্ষা বিষয়ে দৃঢ়শক্তি সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। আপনি কর্ম্মে লিপ্ত হইলে আমাদের অতিশয় আনন্দ হইবে। ৩৯।৪০

হৃদয়াগচ্ছবাক্যন্তচ্ছ্রুত্বা বাক্যবিশারদঃ।
প্রোবাচ হৃদয়ং প্রেম্না চেদৈবং সম্মতির্মম ॥ ৪১
সর্ব্বেদাত্র যদি স্থিত্বা জগদম্বাধনং মহৎ।
রক্ষিষ্যসি তদা বাধা নাস্তি মে কার্য্যসাধনে ॥ ৪২
হৃদয়াগমনত্বাত্র কর্ম্মণঃ প্রাপ্তি কাম্যয়া।
অত স্তন্মাতুলবচঃ শ্রুত্বা স নন্দিতোঽভবৎ ॥ ৪৩

ততো মথুরানাথস্তু সগদং সমুপস্থিতং।
গদাধরং দেবদেবী বেশকার্য্যে ন্যযোজযৎ ॥ ৪৪
তদ্দিনাবধি তত্রায় বাঞ্ছাকল্পতরুঃ স্বয়ং।
ভক্তাভীষ্ট পূরণার্থং ভবতারিণী মন্দিরে ॥ ৪৫

On seeing the eagerness of Hriday to take up a job, Gadadhar said, "If you take the charge of the safe keeping of the ornaments I have no objection to do the job." Hriday came to Dakshineswar on the look-out for a job. So he was glad that Gadadhar agreed. Soon Mathuranath appointed Gadadhar to do the dress work of the gods. ॥ 41 to 45 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

বাক্য কুশল ঠাকুর হৃদয়ের এইরূপ আগ্রহযুক্ত বাক্য শুনিয়া স্নেহের সহিত হৃদয়কে বলিয়াছিলেন। যদি এরূপ ভাবে কর্ম্ম করিতে হয় তাহাতে আমার সম্মতি আছে। ৪১

যদি তুমি দক্ষিণেশ্বরে সর্ব্বদা থাকিয়া দেবতার বহু মূল্য রত্ন অলঙ্কারাদি রক্ষা কর তবে কর্ম্ম করিতে কোন বাধা নাই। ৪২

হৃদয়ের কর্ম্ম লাভের জন্যই দক্ষিণেশ্বরে আগমন। অতএব মাতুলের সেইরূপ কথা শুনিয়া হৃদয়রাম আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৪৩

অতঃপর গদাধর মথুরানাথের নিকটে উপস্থিত হইলে মথুরানাথ গদাধরকে দেবদেবীর বেশকারীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৪৪

সেইদিন হইতে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ভক্তগণের বাঞ্ছা পূরণার্থে ভবতারিণী মন্দিরে। ৪৫

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ।

সাক্ষাদ্ গদাধর ইব বেশকার্য্যেঽভবদ্ধ্রুবং।
হৃদয় স্তন্মাতুলয়োঃ সাহায্যার্থং নিযোজিতঃ॥ ৪৬
স্বেচ্ছা রামকুমারস্য তদৈব পূর্ণতাং গতা।
কনিষ্ঠস্য কর্ম্মযোগাৎ কিঞ্চিদ্বিত্তাগমাত্তয়া॥ ৪৭
নিষ্ঠাবত্যা রাসমণের্নাস্তি সেবাবিরূপতা।
শ্রীভবতারিণী দেব্যা যা সেবা তন্মহোৎসবে॥ ৪৮
শ্রীগোবিন্দস্য তদ্রূপং সেবাধিক্যং তদুৎসবে।
দ্বিষষ্টিদ্বাদশশতে বর্ষে জন্মাষ্টমী তিথৌ॥ ৪৯
শ্রীগোবিন্দস্য তৎ কৃত্যং বাহুলেয়েন সমাপিতম্।
নন্দোৎসবে তৎ পরেঽহ্নি সুহৃদ্ভির্দেবমন্দিরে॥ ৫০

Hriday was also appointed to assist his two uncles in performing their services. By this appointment of his younger brother and the consequent income Ramkumar's desire was fulfilled. Rani had no differential attitude in rendering services to the gods of the temples. The services in the festival of Sri Govinda were rendered in the same scale as in the festival of Bhabatarini. In the Bengali year 1262, the grand Janmastami festival of Sri Govinda was duly performed. Next day in the Nandotsava fesival when the spacious compound of the temples

॥ 46 to 50 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

স্বয়ং গদাধর তুল্য গদাধর বেশকারী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন

मध्यलीलायां ४र्थ अः।

এবং হৃদয়রাম ও জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ মাতুলদ্বয়ের সাহায্যার্থে দেব সেবা করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৪৬

কনিষ্ঠের কর্ম্মলিপ্ত ও তজ্জন্য কিছু অর্থাগম জনিত রামকুমারের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছিল। ৪৭

নিষ্ঠাবতী মহারাণীর দেব সেবা সম্বন্ধে কোনরূপ বৈষম্য ছিলনা ভবতারিণী কালিকার মহোৎসব সময়ে যেরূপ বিশেষ পূজা হইত সেইরূপ রাধাগোবিন্দের মহোৎসব বিশেষ ভাবে হইত। বাংলা সন ১২৬২ সালে জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দের সেবা বিশেষ ভাবে সমাপ্ত হইলে তৎ পর দিবসে সুবৃহৎ দেবালয়ের প্রাঙ্গনে।

৪৮।৪৯।৫০

गीत नृत्यादिवादित्रे र्हरि सङ्कीर्त्तनादिना।
दक्षिणेश्वर पल्ली सा गोकुलेन समाभवत्॥ ५१
हरिद्रा दधि तैलादेः क्षेपनाच्च परस्परं।
देवोद्यानं प्राङ्गनञ्च तथा भागीरथी तटं॥ ५२
अभूद्धरिद्रातैलादि लिप्तं भागीरथी जलम्।
सर्व्वत्र पीत वर्णाभं पिच्छिलं देवताङ्गनं॥ ५३
सम्पाद्य गोविन्द पूजां मध्याह्न भोगमुत्तमम्।
दत्त्वा नाम्ना क्षेत्रनाथः पूजको ब्राह्मणोत्तमः॥ ५४
श्रीराधां शयने न्यस्य ततो गोविन्द विग्रहं।
नीत्वा गच्छन् सतैलत्वात् स्खलनात् पथि पादयोः॥ ५५

was resounded with dance, song and music the village of Dakshineswar appeared to have been transformed into Goku' at the appearance

of Sri Krishna in the palace of Nanda. Due to throwing of yellow paste, oil and curd at one another the temple compound and the garden were all yellow and slippery. The bank as well as the water of the Ganges turned yellow. After performing mid-day worship, Kshetranath, the priest of Sri Govinda, took Sri Radha to her bed. Then as he was carrying Sri Govinda, he slipped on the oily floor. ॥ 51 to 55 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

নৃত্য গীত বাদ্য হরিসঙ্কীর্ত্তনাদিতে দক্ষিনেশ্বরের পল্লী গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সদৃশ নন্দগোপের গৃহের মত হইয়াছিল। ৫১

হরিদ্রা দধি ও তৈলাদির পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্ষেপন বশতঃ দক্ষিণেশ্বরের বাগান মন্দির প্রাঙ্গন গঙ্গার জল ও গঙ্গার তীর ভূমি প্রভৃতি সর্ব্বত্র পীতবর্ণ ও দেবালয় বিশেষ ভাবে পিচ্ছিল হইয়াছিল। ৫২।৫৩

ক্ষেত্রনাথ নামক অত্যুত্তম পূজক ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দের পূজা শেষ করিয়া মধ্যাহ্নে ভোগ দিয়া শ্রীমতী রাধাকে শয়ন দিয়া তৎপরে শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহকে দুইটি হস্তে দৃঢ়ভাবে ধারণ পূর্ব্বক যথা রীতি বক্ষে লইয়া পূজাস্থান হইতে বহির্গত হইয়া মন্দির প্রাঙ্গন পূর্ব্বরূপে পিচ্ছিল বশতঃ পদস্খলন হইয়া। ৫৪।৫৫

শ্রীগোবিন্দো হস্তচ্যুতঃ পতিতো ধরণীতলে।
সাসাঘাতো বিশেষেণ পতিতঃ পূজকোঽপি চ। ৫৬

मध्यलीलायां ४र्थ अः।

तदा सङ्कीर्त्तनरवः सहसा लुप्ततां गतः।
द्रुतं तत्रागतैः सर्व्वैर्जनैः सुपरिलक्षितं ॥ ५७
श्रीगोविन्दस्य चरणं दक्षिणं भग्नतां गतं।
महान् कोलाहलो जातो गोविन्द पादभङ्गतः ॥ ५८
मथुरस्यार्त्तनादाच्च राज्ञ्याः क्रन्दन शब्दतः।
हाहारवो महानासी द्दक्षिणेश्वर मन्दिरे ॥ ५९
अर्थप्राचुर्य्यतश्चात्र विधेयस्य विनिश्चये।
शीघ्रं महानगर्य्यास्तु वैधपत्रं सुगृहीतम् ॥ ६०

Sri Govinda fell from his hands. The priest also was wounded. Instantly the song and the dance stopped; and the people rushed to the spot and found that the right leg of Sri Govinda was broken. Shouts of lamentation spread all around. Mathuranath and Rani had no end of their tears. At once religious instructions as to what should be done were obtained from the pandits of the city. ॥ 56 to 60 ॥

বঙ্গানুবাদ —:

বিগ্রহের সহিত ক্ষেত্রনাথ পতিত হইলে হস্তচ্যুত হইয়া শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহও পতিত হইলেন পূজক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। ৫৬

তদ্রূপ ঘটনা হইবা মাত্র হঠাৎ সঙ্কীর্ত্তনাদি সমস্ত বন্ধ হইয়াছিল। মন্দিরস্থ জন সমূহ ঘটনাস্থলে দ্রুততর বেগে আগমন করিয়া শ্রীগোবিন্দের ডান পাটি দুইখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে দেখিয়াছিল

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ।

মথুরানাথের আর্ত্তনাদে রাণীর রাসমণির ক্রন্দন ধ্বনিতে—দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে অতিশয় হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। ৫৯

এমত অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য ইহার নিশ্চয়ের জন্য রাণীর অর্থ প্রাচুর্য্য বশতঃ তৎক্ষণাৎ কলিকাতা মহানগরী হইতে বিধিপত্র আনীত হইয়াছিল। ৬০

সর্ব্বৈঃ পণ্ডিত বর্য্যৈ স্তদৈক মত্যেন ভাষিতং।
গঙ্গাসধ্যে বিনিঃক্ষিপ্য ভগ্ন গোবিন্দ বিগ্রহং ॥ ৬১
অন্যান্য বিগ্রহঃ কশ্চিৎ প্রতিষ্ঠাপ্যো যথাবিধি।
দৃষ্ট্বৈবং পণ্ডিত মতং মথুরানাথ সেবকঃ ॥ ৬২
ক্রয়ার্থং নব গোবিন্দ মূর্ত্তেশ্চিন্তাং দুরত্যয়াং।
প্রাপ্য তত্ক্ষণ এবৈকং ভৃত্যং প্রেরিতবান্ স্বয়ং ॥৬৩
কালেঽস্মিন্ মথুরানাথ মনসীদং সমুত্থিতং।
অত্রাস্তি ভগবত্তুল্যো দিব্যভাবো গদাধরঃ ॥ ৬৪
ন স দৃষ্টো ময়া কিঞ্চিদস্যাং গুরু পরিস্থিতৌ।
বিগ্রহ চরণে ভগ্নে মন্দিরে বহু দূরতঃ ॥ ৬৫

All the great pandits unanimously advised replacement of the broken image by another and throwing it into the water of the Gangas. Mathuranath sent one of his servants on the look-out for another image. Then it struck him that he had not asked any advice of Gadadhar in this grave situation. People had come from very far off places to discuss about this sad accident. But Gadadhar was not seen by him. ॥61 to 65॥

বঙ্গানুবাদ :—

বিধি পত্রে সকল পণ্ডিতই একবাক্যে বলিয়াছেন যে ভগ্ন গোবিন্দ গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়া অন্য একটি নূতন গোবিন্দ বিগ্রহ আনিয়া যথাশাস্ত্র প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য। মথুরা নাথ পণ্ডিত গণের এইরূপ মত শুনিয়া পুনর্ব্বার অন্য একটি গোবিন্দ মূর্ত্তি সংগ্রহের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া তৎক্ষণাৎ একটি ভৃত্যকে গোবিন্দ বিগ্রহের অনুসন্ধানের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ৬১।৬২।৬৩

এমত সময়ে মথুরা নাথের মনে হইল এখানে দিব্যভাব সম্পন্ন ভগবত্তুল্য কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য বিদ্যমান আছেন এইরূপ একটি গুরুতর ঘটনা ঘটিলেও তিনি আমাকে কিছুই বলেন নাই। মন্দিরে বিগ্রহের চরণ ভগ্ন হইলে ধর্ম্মপ্রাণ জনগণ বহুদূর হইতে। ৬৪।৬৫

ধর্ম্ম প্রাণা জনাঃ সর্ব্বেঽপ্যত্রাগত্যাতি দুঃখিতাঃ।
যুক্তিতর্কৈঃ সমাকীর্ণং দক্ষিণেশ্বর পত্তনং॥ ৬৬
কিন্ত্বত্র ন সমায়াতো মহাজ্ঞানী গদাধরঃ।
এবং মথুরানাথস্য চিত্তমান্দোলিতং তদা॥ ৬৭
তথা পূর্ব্বং প্রতিষ্ঠিত ভগ্ন গোবিন্দ বিগ্রহং।
গঙ্গা গর্ভে বিনিঃক্ষেপু মিচ্ছা তস্য ন জায়তে॥ ৬৮
দুশ্চিন্তয়া শঙ্কয়া চ ব্যথয়া পীড়িতান্তরঃ।
বিহ্বলো মথুরানাথো রাজ্ঞাঃ সান্নিধ্যমাগতঃ॥ ৬৯
মাতস্তুভ্যং নমস্যামি শৃণু মে পরমং বচঃ।
সঙ্কটেঽস্মিন্ মহাঘোরে বৈদ্যকারি মহামনঃ॥ ৭০

Mathuranath had not the heart to throw the broken image of Sri Govinda into the water of

the Ganges. With a mind agitated by anxiety fear and sorrow he came to Rani and said, "In this grave situation I have not yet asked for the opinion of the bramhin who is in charge of the dress work of the images of the temples. I don't find any harm in consulting him." ॥ 66 to 70 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইস্থানে আসিয়া দুঃখিত হইয়া নানা প্রকার যুক্তি তর্কদ্বারা দক্ষিণেশ্বর পল্লীর চতুর্দ্দিকে চিন্তান্বিত হইয়াছেন। ৬৬

কিন্তু ঘটনাস্থলে কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য আসেন নাই। এইরূপ ভাবে সেই সময় মথুরা নাথের মন চঞ্চল হইয়াছিল। ৬৭

এক পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত ভগ্ন গোবিন্দ বিগ্রহ গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। ৬৮

এইরূপ ভয়ে দুঃখে দুশ্চিন্তায় পীড়িতান্তকঃরণ বিক্ষুব্ধ মথুরা-নাথ মহারাণীর্ নিকটে যাইয়াছিলেন। ৬৯

বলিলেন, হে মাতঃ আপনাকে নমস্কার করি। আমার একটি কথা শুনুন। এই ভয়ঙ্কর সঙ্কট সময়ে বেশকারী মহাত্মা কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্যের। ৭০

মতৌ জিজ্ঞাসিতায়াং নঃ কা হানি স্তাত্র জায়তে।
রাজ্ঞ্যাপ্যুক্তমধুনৈব গত্বা তং পৃচ্ছ যত্নতঃ॥ ৭১
প্রাপ্যাজ্ঞাং মথুরানাথঃ শ্রীগদাধর দৃষ্টয়ে।
গত্বা পঞ্চবটী মধ্যে স্বগৃহাভ্যন্তরে স্থিতং॥ ৭২
ভাবভাবিত ভাবেশ ভাষনাসুবিভাবিত।
ভাবাবিষ্টং তথালোক্য তদৈব শ্রীগদাধর॥ ৭৩

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ।

শ্রাবয়ামাস তদ্বার্ত্তাং গোবিন্দ পাদ ভঞ্জনাং।
পণ্ডিত প্রবরাণাঞ্চ বিধানং শাস্ত্র সম্মতম্ ॥ ৮৪

ভবতঃ কিং মতঞ্চাত্র প্রকটী কুরু পাবন।
শ্রুত্বৈবং তৎক্ষণাদ্দত্তং ভাবুকেন সদুত্তরং ॥ ৮৫

Rani agreed with him. Mathuranath went to Panchavati to meet Gadadhar. There he found Gadadhar absorbed in deep thought. He duly informed Gadadhar of the incident and also the instructions of the pandits, and solicited the favour of his opinion. At once Gadadhar replied.
॥ 71 to 75 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মত জিজ্ঞাসা করিলে তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? রাণী বলিয়াছিলেন এখনই তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। ৭১

মথুরানাথ রাণীর অনুমতি পাইয়া কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য গদাধরের দর্শনার্থে ঠাকুরের পঞ্চবটি মধ্যে নিজ গৃহে ভক্তিলভ্য ভগবানের ভাবনা দ্বারা বিভাবিত ভাবাবিষ্ট গদাধরকে দর্শন করিয়া এখনই গোবিন্দের পদ ভঙ্গের বার্ত্তা এবং এজন্য শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সমূহের শাস্ত্র সম্মত তাহাদের বিধান বলিয়াছিলেন। ৭২।৭৩।৭৪

এবং বলিলেন হে জগৎ পবিত্রকারী ভগবান আপনার এবিষয়ে মত কি তাহা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। ভাবুক গদাধর এইরূপ শুনিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন। ৭৫

রাজ্ঞো জামাতৃষু প্রাপ্তে কস্যচিৎ পাদ ভঙ্গনে।
কিং তদীয়স্য পাদস্য চিকিৎসাং ন বিধাস্যতি ॥ ৭৬
অথবা তং পরিত্যজ্য নূতনং বরয়িষ্যতি।
তদ্রূপাত্রাপি সা বার্ত্তা সুদৃঢ়া শাস্ত্রসম্মতা ॥ ৭৭
ভগ্নপাদং সুসন্ধাতুং ব্যবস্থাং কুরু যত্নতঃ।
পূর্ব্বতুল্যো ভবেদ্দেবঃ সুসংহিত যদে সতিঃ ॥৭৮
বর্ত্ততে যাদৃগী পূজা বিগ্রহস্য তদালিকা।
পূজা নিত্যং প্রচলতু ন ত্যাগো বিদুষামতঃ ॥ ৭৯
এবং তেজো হৃত বচঃ স্পষ্টমভ্রান্তমুত্তরং।
শ্রুত্বা শ্রীমথুরানাথঃ পরং বিস্ময়মাপবান্ ॥ ৮০

"If one of the sons-in-law of Rani happens to break his leg, will not Rani arrange for his medical treatment or will she bring in a new son-in-law to replace the broken one? This is a similar case. You arrange for repairs to the broken image. It will be as good as the original, and its worship will continue as usual. It should not be discarded." Mathuranath was greatly astonished to hear this reply which was so forceful, straight, clear and infallible. ॥ 76 to 80 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

দেখ রাণীর জামাতাগণের মধ্যে যদি কাহারও পা ভাঙিয়া যায়। তবে কি সেই পায়ের চিকিৎসা করাইবে না অথবা সেই জামাতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক একটি নূতন জামাতাকে বরণ করিবেন। সেইরূপ এস্থলেও শাস্ত্র সম্মত সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত। ৭৬।৭৭

मध्यलीलायां ४र्थ अः।

বিগ্রহের ভগ্ন চরণটি যাহাতে পূর্ব্বের মত হয় সেইরূপ ভাবে সন্ধিত হইলে বা জোড়া লাগিলে দেবতা পূর্ব্বের মতই হইবেন। ৭৮

উপস্থিত দেবতার উদ্দেশে যে ভাবে পূজা চলিতেছে সেই ভাবেই হউক। বিগ্রহ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। ৭৯

এইরূপ সুস্পষ্ট তেজোদৃপ্ত অভ্রান্ত প্রত্যুত্তর বাক্য শ্রবণ করিয়া মথুরানাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ৮০

अलौकिक जनस्यास्याद् गोविन्द विग्रहः स्वयं।
अस्यैवोत्तरवाचो याप्यनेन प्रकटी कृता॥ ८१
एवं मौमा सावाक्येन राज्ञी मथुरयोस्तदा।
हृदयाभ्यन्तरेऽपूर्व्व आनन्दः सुप्रवाहितः।
एक वाक्येन तत्रस्था जनाः सर्व्वे गदाधरं।
अमर्त्त देवतां मत्वा धन्यवादं ददुस्तदा॥ ८३
भग्नपाद संस्कारार्थं राज्ञी चिन्तान्विता यदा।
तदा मथुरानाथेन राज्ञ्युक्ता मा भयं कुरु॥ ८४
योऽसौ विधानदाता तु स एव संस्करिष्यति।
तदा गदाधरेनैव गोविन्द विग्रहस्य तु॥

Mathuranath felt that Sri Govinda himself had given out his own message through the mouth of Gadadhar. This decision of Gadadhar brought great satisfaction and joy to Rani and Mathuranath, and all those who heard it regarded Gadadhar as a God and highly thanked him. When Rani became worried with the thought of repair work, Mathuranath assured her that the adviser himself would carry out the work.

॥ 81 to 85 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং বলিয়াছিলেন স্বয়ং গোবিন্দ বিগ্রহই এই ভগবানের সদৃশ ব্যক্তির মুখারবিন্দ হইতে এই প্রশ্নের উত্তর ইহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ করিলেন। ৮১

এই প্রকার মীমাংসা বাক্য দ্বারা রাণী এবং মথুরানাথের হৃদয় মধ্যে অপূর্ব্ব আনন্দ প্রবাহিত হইয়াছিল। ৮২

এবং দক্ষিণেশ্বর নিবাসী জনগণ ঠাকুরকে বৈকুণ্ঠের ভগবান বলে জ্ঞান করিয়া সকলে একবাক্যে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। ৮৩

রাণী গোবিন্দের ভগ্নাপদের সংস্কারের জন্য চিন্তান্বিতা হইলে মথুরানাথ রাণীকে বলিয়াছিলেন ভয়ের কারণ নাই। ৮৪

যে মহাপুরুষ বিধান দিয়াছেন তিনি সংস্কার করিবেন। পরে ঠাকুর গোবিন্দের ভগ্ন চরণটি এইরূপভাবে জোড়া লাগাইয়াছিলেন যেন অভগ্ন সদৃশ হইয়াছিল। ৮৫। ৮৬

ভগ্নে পাদস্য সন্ধানমভগ্নসাদৃশ্যং কৃতং।
তদ্দিনাবধি শ্রীরাধাগোবিন্দ পুলকোদ্গমৎ॥ ৮৬
গদাধরঃ শ্রীহৃদয়ো বৈদ্যকারি পদে রতৌ।
এবং কর্ম্মণি নিপুণৌ তৌ পরমাং মুদমাপতুঃ॥ ৮৭
তত এক স্মিন্দিবসে শ্রীগদাধর সাধকঃ।
দর্শনস্পর্শবিদ্যা মূর্ত্তি দর্শনস্য কুতূহলাৎ॥ ৮৮
বরাহ নগরং গত্বা ততঃ প্রত্যাগতো যদা।
পথি ক্বচিৎ সুসম্ভ্রান্তো রাজতুল্যো মহাধনী॥ ৮৯
সাধকং পূজকং দৃষ্ট্বা কৌতূহল সমুত্থিতঃ।
পৃষ্টবান্ কিং রামনাম গোবিন্দো ভগ্নবিগ্রহঃ। ৯০

Then Gadadhar carried out the repairs and restored the original condition of the image. From that day onwards Gadadhar was appointed as the worshipper of Sri Radha Govinda, and Hriday as the dresser. At this both of them were very glad to be so engaged in the holy services, Once Gadadhar had been to Baranagar to see the images of ten Mahavidya. i-e,ten different manifestations of the Mother of the universe. On his way back a certain rich man asked him, "Is Rasmoni's Govinda a broken image ?" ॥ 86 to 90

বঙ্গানুবাদ :—

সেইদিন হইতেই ঠাকুর রাধা গোবিন্দের পূজক হইয়াছিলেন এবং হৃদয়রাম বিগ্রহ সকলের বেশকারীর পদে ব্রতী হইয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে গদাধর ও হৃদয় ইহাঁরা দুইজনে কর্ম্মলিপ্ত হইয়া উভয়ে পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ৮৭

তৎপরে একদিন সাধক গদাধর কৌতূহল বশতঃ দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তি দেখিবার জন্য বরাহনগরে গিয়াছিলেন। এবং বরাহনগর হইতে প্রত্যাগমন সময়ে পথি মধ্যে কোন একটি রাজতুল্য সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি রাণী রাসমনির গোবিন্দের পূজক গদাধরকে দেখিয়া কৌতূহল পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাণী রাসমনির গোবিন্দ বিগ্রহ কি ভগ্ন বিগ্রহ ? ৮৮৮৯।৯০

সদ্যঃ প্রত্যুত্তরং দত্তং সাধকেন সযুক্তিকং।
ভবতা মন্দবুদ্ধিত্বাদেবমত্র প্রজল্পিতং ॥ ৯১

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ।

অখণ্ড মণ্ডলাকারো বিগ্রহো ভগ্নবিগ্রহঃ।
এতন্মত্র প্রলাপোঽয়ং ন পণ্ডিত বচস্ত্বিতি ॥ ৫২
শ্রুত্বৈবং স মহামানী চমৎকার প্রদোত্তরং।
তৎ পাদৌ শিরসা ধৃত্বা ক্ষমামিত্থং চকার হ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তি তীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং গদাধরস্য শিব পূজন বৈশকর্ম্ম গ্রহণ গোবিন্দ সেবাদি রূপো মধ্যলীলায়া চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

At once Gadadhar replied, "It is certainly due to your ignorance that you think so. Govinda is an undivided whole. How can his image be broken. The wise can never think so." On hearing this wonderful reply that rich man fell at his feet and begged his forgiveness.

Here ends the fourth chapter of Madhyalila in Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam written by Sri Bhaktitirtha narrating Gadadhar's worship of Siva acceptance of the job of a dresser, and services to Govinda.

বঙ্গানুবাদ :—

এইকথা শুনিয়া সাধক গদাধর তৎক্ষণাৎ যুক্তির সহিত প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন যে আপনি বুদ্ধিহীন বশতঃ এইরূপ বলিতেছেন অখণ্ড মণ্ডলাকার গোবিন্দ বিগ্রহের কি ভগ্ন বিগ্রহ হয়? এইরূপ ভাষা অজ্ঞদিগেরই হয় পণ্ডিতগণ অর্থাৎ জ্ঞানীগণ এই রকম বলেন নাই।

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ।

সেই সম্ভ্রান্ত জমিদার এইরূপ চমৎকারপ্রদ উত্তর শুনিয়া ঠাকুরের দুইটি পাদ পদ্ম মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে কৃপাভিক্ষা করিয়াছিলেন। ৯৩

এই মঃ ৪র্থ অধ্যায়ে গদাধরের শিবপূজা বেশকারি পদে ব্রতী হওয়া এবং রাধাগোবিন্দের পূজক পদ গ্রহণাদি বলা হইল। মঃ ৪

মধ্যলীলায়াঃ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

যদা গদাধরঃ সাক্ষাদ্গদাধরসমো মহান্।
শ্রীরাধাগোবিন্দ সেবামকরোল্লক্ষিভাবতঃ॥ ১
রাজ্ঞ্যা গতা তস্য পূজাং সংদ্রষ্টুং দেবমন্দিরে।
অসমোর্দ্ধসাধকানাং বহূনাং দেবতার্চ্চনম্॥ ২
দৃষ্ট্বা সুশিক্ষিতা রাজ্ঞী দেবতানাং সমর্চ্চনে।
কিন্ত্বত্র সাধক পূজাং দৃষ্ট্বা বাকশূন্যতাং গতা॥ ৩
পূজাকালে পূজকস্য তেজোদীপ্ত কলেবরাৎ।
উদ্গম্য সুমহত্তেজো গোবিন্দে সমলীয়ত॥ ৪
দৃষ্ট্বৈবন্তং তদা রাজ্ঞো মনস্যেতদচিন্তয়ৎ।
সাক্ষাদ্ব্রহ্মণ্যদেবোঽয়ং ধৃত্বা মানুষবিগ্রহং॥ ৫

When Gadadhar was performing his worship of Sri Radha Govinda, Rani came into the temple to see his performance. Rani had seen the worship by many able and learned worshippers and thus acquired much knowledge in the manner and method of worship. But she became spell bound to see the worship performed by Gadadhar. She saw Gadadhar emitting a fiery bri-

lliance from his body into the image of Govinda On seeing this Rani felt that Gadadhar was God Himself in the shape of a man. ॥ 1 to 5 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অতঃপর মধ্যলীলার পঞ্চম অধ্যায় বলা হইতেছে।

যে সময় সাক্ষাৎ গদাধরের মত মহাত্মা গদাধর ভক্তি ভাবে শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দের সেবা করিতে ছিলেন সে সময়ে রাণী রাসমণি গোবিন্দ মন্দিরে গদাধরের পূজা দেখিতে আসিয়াছিলেন। রাণী রাসমণির বড় বড় বহু সাধক সমূহের পূজা দেখিয়া দেবতাগণের পূজায় বিশেষ ভাবে শিক্ষিতা হইয়া ছিলেন কিন্তু এই গোবিন্দ—মন্দিরে সাধক গদাধরের পূজা দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন। ১।২।৩

পূজার সময় পূজক গদাধরের তেজ পুঞ্জ কলেবর হইতে একটি মহান জ্যোতি উদগত হইয়া গোবিন্দ বিগ্রহে পতিত হইতেছে। ৪

এইরূপ দেখিয়া সেই মহারাণী মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন। এই পূজক কি সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব মনুষ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক। ৫

মর্ত্যলোকমুপাশ্রিত্য পূজাকার্য্যং করোতি হি।
জগদ্বাসি পূজকেষু কদাপীদৃক্ ন সম্ভবেৎ॥ ৬
যদ্যস্য সবিধে কশ্চিৎ স্থিত্বা বাচং মুদিরয়েৎ।
তন্ময়ত্বান্নজানাতি গমনাগমনেঽপি বা॥ ৭
আরাধ্য দেবতায়াশ্চারাধনা কার্য্য কারকাৎ।
ত্রুটেরঃ কোঽপি নাস্ত্যন্যো মন্দিরাভ্যন্তরে তদা॥ ৮
অস্যাদ্ভুত পূজকস্য পূজার্থঞ্চোত্তমোত্তম।
প্রাণারাম সুকণ্ঠেন মধুরং গানমুত্তমং॥ ৯
সুকণ্ঠ নিসৃতং গানং যাবমেকং শ্রুতং যদি।
পুণ্যবতা জনেনৈব জীবিতে নাস্তি বিস্মৃতিঃ॥ ১০

মধ্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ।

He had descended to the Earth and was performing the worship which was not possible for any human being. As he was lost in his divine mood, he could not hear any body speaking to him nor could know who came in and who went out. At that time the presence of any body other than the worshipper and the worshipped was not felt He who had heard his sweet song would never forget it in his life. After hearing his sweet song and seeing his wonderful worship Rani returned home with great satisfaction.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পূজা কার্য্য করিতেছেন। কারণ এরূপ পূজা জগদ্বাসী পূজকগণের মধ্যে কোন পূজকের এরূপ করা সম্ভব হয়না। ৬

যদি পূজকের নিকটে কোন লোক আসিয়া কথা বলে—পূজক তন্ময়ত্ব বশতঃ সেই সকল কথা বা সেখানে কে আসিল কে যাইল কিছুই জানিতে পারিতেন না। ৭

সেই সময় মন্দির মধ্যে আরাধ্য দেবতা এবং আরাধনাকারী পূজক ভিন্ন তৃতীয় কেহ ছিল না। ৮

এইরূপ আশ্চর্য্য পূজকের অত্যুত্তম পূজা এবং তৎসহ মধুর কণ্ঠে প্রাণারাম গান যদি কোন পুণ্যবান ব্যক্তি জীবনে একবার শ্রবণ করেন তবে তিনি কখনও ভুলিতে পারিবেন না। ১০

अभूत पूर्व्वार्च्चक देवपूजां दृष्ट्वातिरम्यां मधुरां सुगीतिं।
श्रुत्वैव राज्ञो सु चमत्कृता मती ह्यानन्दमग्ना स्वगृह प्रयाता॥ ११
परन्तु मा जानं विपण्यगेहतः प्रायेन तन्नूतन पूजकस्य।
द्रष्टुं सुपूजां मधुकण्ठगीतिं श्रोतुञ्च प्राप्ता निज देवमन्दिरं॥ १२
धन्याद्य मे मन्दिर सुप्रतिष्ठा धन्याहमद्यार्च्चक सन्नियोगात्।
धन्याद्य पृथ्वी भगवत् प्रसादात् धन्यातिधन्या महतोऽस्य पूजा॥ १३
उवाचैवं श्रीहृदयस्तदा तद्भाव भावितः।
ठाकुरस्य हि पूजेयं सर्व्वेषां प्रीतिदायिका॥ १४
दृष्टिमात्रेण मुग्धा वै नरनारीजना स्तदा।
तथा पूजावकाशे च मधुरस्वर गीतितः॥ १५
आत्मविस्मृत भावोऽयं न कुत्राप्यचि गोचरः।
नेयं पूजा पूजकस्य स्वरूपेन व्यवस्थितिः॥ १६

Now Rani would often come to her temples in Dakshineswar from her palace in Janbazar to see the worship and hear the song of the new priest, Gadadhar. "Foundation of my temples has been well done. I also feel my self blessed due to my being so near to this uncommon worshipper. Earth has also become blessed by the grace of God. Above all the holy services of this great worshipper deserve all merits and praise." It was also said by Hridayram that it was the loss of all sense of duality between the worshipper and the worshipped that made his worship so very charming. ॥ 12 to 16 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

কখনও যাহা হয় নাই বা হইবে না এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য দেবপূজা দেখিয়া এবং গান শুনিয়া রাণী আনন্দ ও আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ১১

পরন্তু রাণী রাজগৃহ হইতে প্রায়ই নূতন পূজকের পূজা ও সুমধুর কণ্ঠের গান শুনিবার জন্য নিজে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া এইরূপ ভাবিতেন। ১২

আজ আমার মন্দির প্রতিষ্ঠা সার্থক। এতাদৃশ সাধকের সান্নিধ্য বশতঃ আমি ধন্য। অদ্য ভগবানের প্রকাশ বশতঃ পৃথিবী ধন্যা। এবং এই মহতের পূজা ভগবদ্ভাবে ভাবিত। হৃদয়রাম ও বলিতেন ঠাকুরের পূজা সাধারণের প্রীতি সম্পাদন করেন। ১৩-১৪

পূজক গদাধরের পূজাদর্শন ও মধুর কণ্ঠের গান শ্রবণ মাত্রে নরনারী সকল মুগ্ধ হইয়া পড়েন। ১৫

এবং পূজার পর মধুর স্বরে গানের সহিত এরূপ আত্ম বিস্মৃতি ভাব অন্য কোন পূজকে দেখা যায় না। পূজকের এই পূজা পূজা নয় ইহা স্ব স্বরূপে অবস্থান মাত্র। ১৬

যদা গতৌ রামকুমারে পণ্ডিতৌ দেবালয়ে মজ্জন সন্নিধৌ সুধীঃ।
সদাস্য সাংসারিক বিত্তহীনতা মাগোরযৌবং সমাপ্রযাদগতা ॥ ১৩
ক্রিয়ন্তব্য সাধীয় নিজানুজাতে কর্ত্তব্য চিন্তা মনসি প্রজাতা।
হৃদানুষ্যাস্য বিরাগ ভাবাৎ সংসার সৌখ্যে স্ব ন সারদৃষ্টি ॥ ১৪
এবং মহোদাস্যমভাবযুক্ত বিত্তস্য বাহুল্য মতীব জাতং।
সুধীস্য রেনীদাম্পদ স্মরণভাবঃ সুনশ্চিতন্তেন সদাস্যভাবঃ ॥ ১৫
সদাপি গন্ধিক্ষুরস্য বাসনাঃ সদা সদাগোরমনোরম বিদ্বান্।
এবং সদাসা পরিহর্ষিসাধুক্রমাদনং বাস্যসি সৌদগোয়ং ॥ ২০

मध्यलीलायां ५म अः।

वयसः परिणामेन क्षेत्रस्य शक्तिह्रासतः।
देव सेवाविधौ रामकुमारोऽपटुतां गतः॥ २१

From that day when Ramkumar entered the temples on the bank of the Ganga at Dakshineswar and came into contact with such respectable personalities as Mathuranath and others, he got relief from financial stringency. But the indifference of his younger brother to worldly offairs caused great anxiety for him. On seeing however the profound regard of the Rani and Mathuranath towards Gadadhar he was much comforted with the thought that Gadadhar would step into his position after his death. ॥ 17 to 21 ॥

বঙ্গানুবাদ —ঃ

সে সময় হইতে রামকুমার পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে মথুরা নাথ প্রভৃতি সজ্জনগণের নিকট আসিয়া ছিলেন সেই সময় হইতেই গঙ্গাতীরে আশ্রয় বশতঃ আর্থিক কষ্ট নষ্ট হইয়াছিল। ১৭

কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য চিন্তা মনো মধ্যে এইরূপ ভাবে উদিত হইয়াছিল যে সর্ব্বদা নির্জ্জন বাস সংসার অসার বুদ্ধি এবং সর্ব্বদা উদাসীনতা দেখিয়া রামকুমার অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮

এবং অত্যন্ত স্নেহ বশতঃ সর্ব্বদা গদাধরের দেব সেবা লক্ষ্য করিতেন এইরূপ ভাবে গদাধরের বৈরাগ্য ভাব দেখিয়াও— ১৯

মথুরানাথ এবং রাণীর গদাধরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেখিয়া আশা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। অর্থাৎ আমার অবর্ত্তমানে গদাধরই আমার আসন অলঙ্কৃত করিবে। ২০

मध्यलीलायां ५म अः ।

ततः स शीघ्रन्त्वनुजं गदाधरं पुराणशास्त्र स्मृति संहितादिकं ।
अध्यापयामास सुधीः यत्नतः श्रीब्रह्मसूत्रस्य च भाष्यसङ्गकं ॥ २२
अत्यल्पकालेन तु सर्व्वशास्त्राधीतात्परं तस्य गुरोर्व्यवस्था ।
मता यतोऽदीक्षित विप्रजातेः शक्त्यर्च्चनायामधिकारहानिः ।. २३
अतोऽत्र देवालय सन्निधौ स्थितात्पूर्णाभिषिक्तान्महतः सुपण्डितात् ।
सुहृत्तमाद्रामकुमार सम्मते र्गदाधरस्यापि तथानुमोदनात् ॥ २४
केनाराम भट्टाचार्य्य शक्तिसाधक वर्य्यतः ।
गृहीत दीक्षो भगवानासीद्गदाधरः स्वयं ॥ २५
दीक्षा काले तस्य गुरोःसकाशे शिष्यस्य कर्णे जगदम्बिकायाः ।
मन्त्रे प्रविष्टे सहसा सशिष्यः समाधिना शोभित विग्रहोऽभूत् ॥ २६

Due to old age when Ramkumar began to grow more and more weak to dischage his duties, he taught Gadadhar Purans, Smriti, Kavya and theology. After completing his studies, Gadadhar had to be initiated to Saktimantra to make himself fit for the worship of Sakti. So Gadadhar was initiated by Kenaram Bhattacherjya, a friend of Ramkumar. At the time of initiation as soon as the mantra was uttered into the ear of Gadadhar, he lost all sense of physical reality.

॥ 22 to 26 ॥

मध्यलीलायां ५म अः।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বহুতর শাস্ত্র অধ্যয়নের পর গদাধরের শক্তি পূজায় অধিকার হয়। ২৩

অতএব পূর্ণাভিষিক্ত সুপণ্ডিত রামকুমারের পরম বন্ধু গদাধরের ও অনুমোদন বশতঃ সর্ব্বোচ্চ শক্তি সাধক কেনারাম ভট্টাচার্য্যের নিকিট এই দক্ষিণেশ্বরে দেবোদ্যানে স্বয়ং গদাধরতুল্য গদাধর দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ২৪।২৫

দীক্ষাকালে শিষ্যের কর্ণে শক্তি মন্ত্র প্রবিষ্ট হইলে হঠাৎ সেই শিষ্য নির্বিকল্প সমাধি শোভিত দেহ হইয়াছিলেন। ২৬

प्राणस्य वायोश्चालनं निवृत्तं मन्त्रेण सार्द्धं मिलितं स्वचित्तं।
एवं महाभावयुतन्तुशिष्यं दृष्ट्वा चमत्कारयुतो गुरुर्भृशं॥ २७
तन्मस्तके न्यस्तहस्तो जगाद लभस्व वत्साचिरमिष्टसिद्धिं।
समाध्यवस्थं सुखबोधरूपमाशीर्वचोभिर्बहुभिः स्वशिष्यं॥ २८
सम्बोध्य शिष्येन प्रदत्त द्रव्यं तथा तदीयां महतीञ्च पूजां।
संगृह्यमार्गानुगतो महात्मा मन्त्रप्रदाता गतवान् स्वगेहं॥ २९
अतःपरं नूतन दीक्षितस्य दिव्येन भावेन युतस्य तस्य।
पूजां ग्रहीतुं भवतारिणीच्छा जाता तदा चिन्मय विग्रहस्य॥ ३०
तदेव मथुरानाथ स्तत्रागत्योक्तवान् स्वयं।
शृणु ज्येष्ठ भट्टाचार्य्य मदीयं परमं वचः॥ ३१

The preceptor was very much astonished to see this dormant condition of his disciple. He blessed Gadadhar and brought him back to life and consciousness. Thereafter Goddess Bhavatarini desired to be worshipped by Gadadhar who has attained divine power by his initiation to the cult of Sakti. Mathuranath came to Ramkumar and said. ॥ 27 to 31 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সমাধির অবস্থায় প্রাণ বায়ুর ক্রিয়া ছিল না। মন্ত্র ময় দেবতার সহিত চিত্ত মিলিত হইয়াছিল। এইরূপ মহাভাব যুক্ত শিষ্যকে দেখিয়া গুরু অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছিলেন তখন গুরু মুগ্ধ চিত্তে শিষ্যের মস্তকে হস্ত দিয়া বলিলেন। ২৭

হে বৎস তুমি অচিরে ইষ্ট সিদ্ধিলাভ কর এইরূপ বহুতর আশীর্ব্বাদ বাক্যের দ্বারা জ্ঞানানন্দ স্বরূপ সমাধি যুক্ত গদাধরকে সংজ্ঞাযুক্ত করিয়া শিষ্য প্রদত্ত দ্রব্য ও মহতী পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্র প্রদাতা মহাত্মা কেনারাম ভট্টাচার্য্য নিজ গৃহে যাইয়াছিলেন। ২৮।২৯

অনন্তর দিব্যভাব বিশিষ্ট চিন্ময় বিগ্রহ নূতন দীক্ষিত সেই গদাধরের পূজা গ্রহণার্থ ভবতারিণী কালিকার ইচ্ছা হইয়াছিল। ৩০

সেই সময় মথুরানাথ সেই মন্দিরে আসিয়া রামকুমারকে বলিয়াছিলেন আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন। ৩১

ভবতঃ স্থবিরায়স্য প্রায়েন সমুপাগতা।
মচ্ছাতং সুমহৎফল্টং দৃষ্ট শ্রীকালিকার্চনে ॥ ৩২
অতোঽস্মাকমিয়ংবাঞ্ছা গোবিন্দস্যার্চনং গুরু।
ভক্তিযুক্তেন পদুনা কনিষ্ঠেনানুজেন চ।' ৩৩
জ্ঞাতে শ্রীভবতারিণ্যাঃ পূজনে নঃ সুখং ভবেৎ।
ভবতোঽপি মহদ্ভাগ্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪
নিগদ্য মাথুর বচো মধুরং চিরহাসিতং।
আনন্দ সম্প্লবেনীনঃ শ্রীরামকুমারঃ সুধীঃ ॥ ৩৫
গদাধরাদিনামানি সর্ব্বাণি সংপরিত্যজন্।
অথারভ্য শ্রীমদুরস্তাত নাম প্রদত্তবান্ ॥ ৩৬

মধ্যলীলায়াং ৭ম অঃ।

যদাদ্যনি জগন্মাতুঃ পূজকোঽমূজ্জগদ্গুরুঃ।
তদ্দিনে মথুরশ্চমূরতীবানন্দিতা ভবেৎ ॥ ৩৭

"It seems that due to your old age the strain caused by the worship of Goddess Kali tells heavily upon you. So we propose that you may perform services to Sri Radha Govinda and Gadachar worship the Goddess Bhavatarini. By this arrangement you will surely find some relief, and we also will feel very happy", Ramkumar became very glad to see his long expected desire fulfilled. From that day Mathuranath called Gadadhar "Baba". ॥ 32 to 37 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

আপনার বৃদ্ধাবস্থায় কালী পূজা করা কষ্টকর বলিয়া মনে করিতেছি। ৩২

তজ্জন্য আমাদের ইচ্ছা আপনি নিজে রাধাগোবিন্দের সেবা করুন। শক্তিযুক্ত আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর ভবতারিণীর পূজা করিলে আমাদের আনন্দ হইবে। এবং আপনার কার্য্যভার ও লঘু হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। ৩৩,৩৪

সুপণ্ডিত রামকুমার চিরাভিলষিত মথুরানাথের মধুর কথা শুনিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৩৫

অদ্য হইতে মথুরানাথ গদাধরের কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য, ভাবুক, যোগীশ্বর ইত্যাদি নাম সকল পরিত্যাগ করিয়া ঠাকুরের বাবা নাম দিয়াছিলেন। ৩৬

এবং যেদিন জগদ্‌গুরু গদাধর জগদম্বার পূজক হইয়াছিলেন সে দিন রাণী রাসমণি ও অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। ৩৭

পূজায় নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং নির্লিপ্ত হইয়া কামার পুকুরে যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইলেও জন্ম ভূমির পুনর্ব্বার পরিদর্শন যোগ্যতা অদৃষ্টে না থাকায় তাঁহার ইচ্ছা পূরণ হয় নাই। ৩১।৪০।৪১

অতঃপর পণ্ডিত রামকুমার কোনও একটি কার্য্যোপলক্ষ্যে নিকট বর্ত্তী মুলাজোড় নামক গ্রামে গমন করিলে জন্মান্তরের কর্ম্ম যোগবশতঃ সেই স্থানেই ভাগীরথী তীরে সমাশ্রিত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিলেন। ৪২

অথাত্র বর্ষাবধি দক্ষিণেশ্বরে সমর্চ্চনং শ্রীজগদম্বিকায়াঃ।
কৃতং বিপশ্চুত্তর সূর্য্য সংখ্যকে গতে সালে স্বয়গতো মহাত্মা ॥ ৪২
ততোঽগজস্যাতি বিয়োগযোগাদত্যন্ত শোকান্বিত মানসস্য।
দ্বন্দ্বস্য পারং বিগতস্য তস্য স্বচেষ্ট যুক্তস্য গদাধরস্য ॥ ৪৪
তথা চ রাজ্ঞ্যা মহিমান্বিতায়া আকস্মিকাত্তদপি সংপ্রয়ানাৎ।
পরন্তু রাজ্ঞ্যাঃ স্বসুতোপমস্য জামাতুরেকস্য মহাশয়স্য ॥ ৪৫
ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রতিপালকস্য প্রয়ানতঃ শোকযুতো মহাত্মা।
হৃদগ্রন্থি ভেদাৎ সকলং বিশূন্যং মন্বাভবৎ প্রাণ বিহীন তুল্যঃ॥৪৬
এবং রামকুমারস্য সদাচার যুতস্য চ।
পণ্ডিতস্য প্রয়ানেন দক্ষিণেশ্বর পত্তনে ॥ ৪৭

Ramkumar died in the Bengali year 1263 after he had done services to the Goddess Bhavatarini for about a year. Gadadhar was not moved by joy or sorrow. The great pious lady Rasmoni, Mathuranath and all the people at Dakshineswar were all beside themselves with grief at the death of Ramkumar. ॥ 43 to 47 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর পূজা প্রায় এক বৎসর করিয়া সন ১২৬২ সালের শেষভাগে স্বর্গত হইয়াছিলেন। ৪৩

সুখ দুঃখ অতীত হইলেও অগ্রজ রামকুমারের বিয়োগ বশতঃ শোক মগ্ন গদাধরের এবং মহিমান্বিতা ধার্ম্মিকা মহারাণীর পরম মঙ্গল দাতা রামকুমারের আকস্মিক মৃত্যু বশতঃ বিয়োগ সন্তপ্তারাণীর এবং নিজ পুত্রতুল্য জ্যৈষ্ঠ জামাতা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মরক্ষক রামকুমারের মহা প্রয়াণ বশতঃ শোকগ্রস্ত মথুরানাথের এবং দক্ষিণেশ্বর ধামে সদাচারী রামকুমারের মহা প্রয়াণে জন সমূহের চিত্ত শোক সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিল। ৪৪।৪৫।৪৬।৪৭

স্থিতানাং সানসং তেষাং দুঃখসিন্ধৌ নিমজ্জিতম্।
এবমুক্তং মহাপ্রাজ্ঞে র্গতং পণ্ডিতভূষণম্॥ ৪৮
একস্মিন্ মহদাধিক্যযোজ্যেষ্ঠসহোদরঃ।
গদাধরাত্তত স্তস্মিন্ পিতৃভক্তিঃ সুসংস্থিতা॥ ৪৯
গদাধরো ভ্রাতৃস্নেহং বহুকাল মবাপ্তবান্।
পিতুর্মরণতঃ পশ্চাৎ পিতৃতুল্যাগ্রজস্য চ॥ ৫০
পরিবার পোষণার্থং সংসারাভাব মোচনে।
স্নেহধন্যানুজস্যাস্য শিক্ষার্থং চিন্তিতস্য চ॥ ৫১
আদর্শং পুরুষস্যাস্য স্বসুখত্যাগ পূর্ব্বিকা।
সংসার সাধনা সা তু সর্ব্বেষা লৌকিকী মতা॥ ৫২

ইতি শ্রীভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং গদাধরস্য দোক্ষান্তরং শ্রীভবতারিণী দেব্যাঃ পূজকপদ গ্রহণং রামকুমারাদি র্মহাপ্রয়াণরূপ মধ্যলীলায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।৫॥

The great scholars of those days lamented the loss of the greatest of them all. Gadadhar had the fortune of enjoying the brotherly affection of Ramkumar who was older by thirty one years. Ramkumar's struggle to discharge his duties and responsibilities after the death of his faiher, his anxieties for the education of his youngest brother his unselfishness were examplary. Here ends the fifth chapter of Madhyalila narrating the initiation of Gadadhar, his appointment as the priest of Goddess Bhavatarini and the death of Ramkumar.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তজ্জন্য শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর্গ সেই সময় বলিয়াছিলেন একটি পণ্ডিত চূড়ামণি গত হইলেন। রামকুমার গদাধর হতে একত্রিশ বৎসর বয়সে বড় অতএব পিতৃতুল্য ভক্তিযুক্ত গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বহুকাল ভ্রাতৃ স্নেহ পাইয়া ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃতুল্য অগ্রজের পরিবার বর্গের পোষণ জন্য সংসারের অভাব মোচনে স্নেহধন্য গদাধরের শিক্ষার্থে উদগ্রীব আদর্শ পুরুষ এই রাম কুমারের নিজ সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার পরিচালনা অত্যন্ত অলৌকিক ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। ৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২

এই মধ্য লীলার পঞ্চম অধ্যায়ে গদাধরের ভবতারিণীর পূজক পদ গ্রহণ হৃদয় রামের রাধাগোবিন্দ সেবায় যোগদান রামকুমার পণ্ডিতের মহাপ্রয়াণ বলা হইল। মঃ ৫ শেষ

মধ্যলীলায়াং ৫৪ অঃ।

মৃত্যোঃ পরমযজস্য শ্রীমদ্গদাধরস্য হি।
মনসোঽপূর্ব্বং রূপঞ্চ ভাবান্তরমুপস্থিতম্॥ ১
তল্লক্ষিতং হৃদয়েন সিদ্ধস্য মাতুলস্য চ।
দৈনন্দিনন্তন্মনসো বহুধা পরিবর্ত্তনং।২
আহারে সা রুচির্নাস্তি মুখে মধুর হাস্যতা।
মিষ্টালাপে মতির্নাস্তি কেবলং পূজনে রতিঃ॥ ৩
পূজাপি নো পূর্ব্ববিধাবনুষ্ঠিতা দেবার্চ্চনা কাল বিবেক লোপতঃ।
পূর্ব্বং যথাশাস্ত্র বিনির্দ্দিষ্টে ক্ষণে কর্ত্তুর্নিদেশাৎ কৃতমর্চ্চনং শুভং॥ ৪

Since the death of Ramkumar, Gadadhar had a change of mind. Hridayram only perceived this change. He lost all relish in his food. He ceased to smile, and would not talk. He devoted himself entirely to worship. He failed to observe appointed time of worship, due to loss of his sense of physical reality. ॥ 1 to 4 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

রামকুমারের মৃত্যুর পর গদাধরের মনের অবস্থা আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ১

এবং সিদ্ধ মাতুলের সেই ভাবান্তর হৃদয় রামই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। প্রায় দিন দিন মাতুলের মনের পরিবর্ত্তন হইতেছিল। ২

আহারে তাদৃশ রুচি নাই মুখে হাসি নাই মিষ্টালাপে মতি নাই। কেবল দেবতার সেবায় রতি। ৩

পূর্ব্বে যেরূপ কর্ত্তাদের আদেশ অনুসারে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সময়ে পূজাকার্য্য সুসম্পন্ন হইত তাহা হয় নাই। দেবতার পূজার সময়ে পূজকের চৈতন্য শূন্য হইলে পূর্ব্বের মত পূজা কার্য্য হইত না। ৪

मध्यलीलायां ६ष्ठ अः।

पूजारम्भे शीर्षके स्वस्य पुष्पं
दत्वा देवीं मानसैर्द्रव्यजातैः।
पूजां कृत्वा न्यस्य हस्तौ हृदि स्वे
योगे मग्नो लोचने मुद्रयित्वा ॥ ५
समाधि योगेन ततः सुयोगिनो
बाह्यार्चना तत्र विलोपनता गता
पूज्यस्य पूजा विरमात्तदैव
कालस्य चिन्ताकथमस्य जाता ॥ ६
मध्याह्न भोगानयनावकाशे
समाधिभङ्गे विनिवेदितात्वे।
सुभोजनं त्वं कुरु देवी मात
मयातिहीनेन प्रदत्तमन्नं ॥ ७

Gadahar started worship with a flower placed on his head, hands on his breast, eyes closed in profound meditation. At that stage he lost all sense of time and place, and the distinction between the worshipper and the worshipped. When cooked rice with dishes was brought at mid-day, he came to his senses, and said to the Goddess, "Oh Mother, be pleased to take this rice now being offered to you by my humble self."

॥ 5 to 7 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

পূজার প্রারম্ভে পূজক নিজ মস্তকে পুষ্পদিয়া মানসোপচারে দেবীর পূজা করিয়া উভয় করতল হৃদয়ে সংলগ্ন করতঃ এবং নেত্র

मध्यलीलायां ६ष्ठ अः ।

মুদ্রিত করিয়া পরম যোগযুক্ত সমাধি দ্বারা বাহ্য পূজা বিলুপ্ত হইত। পূজনীয় দেবতারই যদি পূজা নিবৃত্তি হইল তখন আর সময়ের চিন্তা পূজকরে চিত্তে কিরূপে উদিত হইবে। ৫।৬

দেবীর মধ্যাহ্ন ভোগ আনয়নের সময়ে পূজকের সমাধি ভঙ্গ হইলে দেবীকে যথাবিধি অন্ন নিবেদন পূর্ব্বক হে দেবী হে মাতঃ আমি অতি নীচ আপনাকে এই অন্ন দিতেছি আপনি আনন্দ চিত্তে আমার প্রদত্ত এই অন্ন ভোজন করুন। ৭

एवं गदित्वा पुनराप तुष्णी
म्भावं महात्मा सुबहुक्षणं तथा।
तथा पराह्णे मधुरा स्वगीति
र्गीता हि तेन श्रवणाय देव्याः ॥ ८
तद्रूप माधुर्य्य विलीन चित्त
स्तद् गाणत स्तन्मयतां गतः सः।
प्रेमाश्रुणाप्लावितहृन्मुखोदव
स्तद् भावमग्नो विललाप विस्तृतम् ॥ ९
दिवसे समतीते च योगी तत्र गदाधरः।
गतेऽप्यारत्रिके काले निर्विकारः सुपूजकः ॥ १०
भक्त रामप्रसादस्य सर्व्व साधक वर्य्यतः
गायन् गीतिं सुमधुरा व्याकुलोऽभूद् गदाधरः। ११

On saying this he remained speechless for a long time. Then in the evening he sang sweet songs to the Goddess. Tears trickled down his cheeks as he sorely wailed for the grace of the Goddess. The day passed and the night came. He forgot all about evening services, and conti.

nued to sing a song of Ramprasad in a sorrowful mood. ॥ 8 to 11 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ বলিয়া মহাত্মা বহুক্ষণ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। এইরূপভাবে দেবীকে শোনাইবার জন্য অপরাহ্নে মধুর অত্যুত্তম গান করিয়াছিলেন।

সেই গানের দ্বারা দেবীর রূপমাধুর্য্যে গায়কের চিত্ত বিলীন হইলে তন্ময়তা প্রাপ্ত গদাধর প্রেমাশ্রু প্লাবিত ও দেবী ভাবে বিভাবিত হইয়া বিস্তর বিলাপ করিয়াছিলেন। ৯

এই অপরূপভাবে সমস্তদিন এবং সন্ধ্যায় আরত্রিকের সময় ও গত হইলে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সাধক নির্ব্বিকার স্বরূপক গদাধর ভক্ত রাম প্রসাদের একটি সুমধুর গান গাহিয়া ব্যাকুলিত হইয়াছিলেন।

১০। ১

সহসা দর্শনাকাঙ্ক্ষী জগন্মাতুরুবাচ তাং।
রামপ্রসাদস্য মাতঃ স্বরূপঃ প্রকটী কৃতঃ॥ ১২
কথং তর্হি ত্বয়া দেবী ন মে রূপং প্রদর্শিতম্।
নৈব ধনং জনো ভোগঃ সুখং বান্যস্পৃহা তথা॥ ১২
সংপ্রার্থয়তে ময়া মাতঃ প্রার্থয়তে তব দর্শনং।
ব্রুবত স্তৎ সমুৎকণ্ঠা দর্শনার্থং বিবর্দ্ধিতা॥ ১৪
অশ্রূণাং ধারয়া বক্ষঃ প্লাবিতং তস্য রোদনাৎ।
অত্যুচ্চ স্বরযুক্তেনাপ্যুক্তং ন ত্বং শৃনোষি কিং॥ ১৫
ন দাস্যসি দর্শনং কিং বিস্মযি ভবসুন্দরি।
এবং শ্রীভবতারিণ্যাঃ প্রত্যক্ষ দর্শনেচ্ছয়া॥ ১৬
যুক্তোঽপি সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈ র্ন লেভে দর্শনং সদা।
উক্তঞ্চ জীবিতং ত্যাজ্যং জীবিতৈঃ কিং প্রয়োজনং॥ ১৩

He lamented, "Oh Mother, you had revealed yourself to Ramprasad. Why do you not show yourself to me who am averse to all earthly pleasure. I desire only to see you." As he said this his eagerness grew more and more, and he began to cry bitterly, saying, "Oh Mother! do you hear? Will you not be pleased to appear before me?" In spite of his yearning and lamentations he received no response. At last he said, "My life is not worth living. I should cease to live." ॥ 12 to 17 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সহসা দেবীর প্রত্যক্ষ স্বরূপের দর্শন জন্য দেবীকে বলিয়াছিলেন হে মাতঃ তুমি ভক্ত রামপ্রসাদকে তোমার স্বরূপ দেখাইয়াছিলে তবে কিজন্য আমাকে তোমার স্বরূপ দেখাইতেছ না। আমার ধন জন বা বিষয় ভোগে কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। ১২।১৩

আমি অন্য কিছুই চাই না কেবল মাত্র তোমার দর্শন প্রার্থনা করি। এইরূপ বলিতে বলিতে দেবীর দর্শন জন্য গদাধরের উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৪

এবং অতিশয় ক্রন্দন জন্য অশ্রু ধারার বন্যায় প্লাবিত হইয়া অতি উচ্চস্বরে বলিয়াছিলেন তুমি শুনিতে পাইতেছ না। ১৫

হে সচ্চিন্ময়ী ভবসুন্দরী দেখা কি দিবে না? এইরূপে ভবতারিণীর প্রত্যক্ষ দর্শন কামনায় সাত্বিক বিকার প্রাপ্ত হইলে ও প্রত্যক্ষ দর্শন হয় নাই এবং বলিয়াছিলেন এ জীবন ত্যাগ করিব বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? ১৬।১৭

मध्यलीलायां ६ष्ठ अः।

एवमुन्मत्ततां प्राप्य सहसैव गदाधरः।
दृष्ट्वा मातुः स्तीक्ष्णधारं खड्गमानन्दसंप्लुतः॥ १८
अनुग्रहं मन्यमानो महादेव्या स्वदैव हि।
खड्गेन जीवितस्यान्तं करिष्यान्यद्य निश्चितं॥ १९
एवमुन्मत्तभावेन यदा खड्गं समस्पृशत्।
तदा गदाधरो मातुःस्वरूपं सन्ददर्शतत्॥ २०
एवं गृहं गृहद्वारं मन्दिरं देवतादिकं॥
सर्वमेतद् विलयं जातं न किञ्चिदवभासते॥ २१
नास्ति कुत्रापि किञ्चिच्च सर्वं शून्यमिदं जगत्।
घटाकाशमठाकाशौ महाकाशेन संयुतौ॥ २२
आनन्दघन सामुद्रतरङ्गैर्नाभिघातितः।
तद् गाढ़ परमानन्द ज्योतिः सिन्धौ निमज्जितः। २३

He caught sight of the sharp sword of the Goddess. In his eagerness to make an end to his life, as he touched the holy sword Goddess revealed Herself to him. The physical world melted into nothingness. The world appeared to be a vast vacuum. He felt himself lost in the ocean of divine light and joy. ॥ 18 to 23 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে গদাধর হঠাৎ উন্মাদ ভাব প্রাপ্ত হইয়া কালিকা দেবীর তীক্ষ্ণ ধার খড়্গ দর্শন করিয়া মহাদেবীর অনুগ্রহ মনে করিয়া পরমানন্দে বলিয়াছিলেন আজ এই খড়্গ দ্বারা প্রাণ বিসর্জন করিব।

मध्यलीलायां ६ष्ठ अः।

এইরূপে উন্মাদের অবস্থায় সে সময়ে দেবীর খড়গ স্পর্শ করিয়াছিলেন সেই সময় গদাধর মাতার স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলন। ২০

সেই সময় গদাধরের গৃহ দেবতা মন্দির প্রভৃতি কিছুই প্রত্যক্ষ হইয়াছিল না। অর্থাৎ সমস্ত বিলীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২১

এমন কি ঘটাকাশ মঠাকাশ প্রভৃতি মহাকাশে মিলিত হইলে জগৎ শূণ্যময় দেখিয়াছিল। ২২

কেবল মাত্র আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া তাহার মধ্যে আনন্দময়ী কালিকার কৃপাকণা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ২৩

तन्मध्ये जगदम्बायाः कृपामय्याः कृपाकणां।
लब्धमात्रस्तु धन्यः स परमानन्द निर्वृतः॥ २४
एवं मातुः सच्चिदानन्दमय्या नित्यं शुद्धं बुद्धमुक्तस्वरूपं।
दृष्ट्वा किञ्चिद्भाषितुं नो समर्थो मामेत्युक्त्वा ज्ञानशून्यो बभूव॥ २५
रूपं देव्या दश नेनापितस्य नाशापूर्णा चेतसो व्याकुलस्य।
नैरन्तर्येणेक्षन स्यैवहेतोश्चित्त शक्त नैवचार्थेषु किञ्चित्॥ २६
भावेन भङ्ग्या व्यवहारतोऽस्य पूजादिका प्राक्तन शास्त्ररीत्या।
सम्पूर्ण भिन्ना गिरिजा प्रसादात् गदाधरोऽयं न स पूर्व्वमानुषः॥२७
मातुलस्याद्भूतां चेष्टां कालेऽस्मिन्नवलोक्य च।
अतीव चिन्तया युक्तो हृदयोऽधीरतां गतः॥ २८

When Gadadhar attained the plane of spiritual reality he only uttered the words, 'Mother," "Mother" and lost his sense. When he regained his sense, he lost all his relish for earthly things and longed for continuous sense of divine bliss. *From that time onwards his habits changed and*

he could not perform his duties properly according to rules. He completely turned over a new leaf. Hriday also became very much purturbed and impatient at such unusual changes in the habits and conduct of his youngest uncle, Gadadhar. ॥ 24 to 28 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই জ্যোতি মধ্যে কৃপাময়ী জগদম্বার কৃপাকণা পাইবা মাত্র গদাধর ধন্য ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৪

এইরূপভাবে সচ্চিদানন্দময়ী মাতার নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বরূপটি দর্শন করিয়া কিছুই বলিতে না পারিয়া কেবলমাত্র উচ্চৈঃ স্বরে কেবল মাত্র মা মা বলিয়া অজ্ঞান হইয়াছিলেন। ২৫

সেইরূপভাবে দেবীর স্বরূপের দর্শন করিলে ও তাঁহার ব্যাকুল মনের আশা পূর্ণ হয় নাই। কারণ কেবল মাত্র সর্ব্বদা দর্শন করিব এইরূপ মনের অবস্থা হইলে তাঁহার আর কি বিষয়ে মন ধাবিত হয়। ২৬

এখন গদাধরের ভাব ভঙ্গীও ব্যবহারাদি পূর্ব্বের মত যথাশাস্ত্র পূজাদির নিয়ম সম্পূর্ণরূপে অন্য প্রকার হইয়াছিল। দেবীর কৃপায় গদাধর তখন একটি নূতন মানুষ হইয়াছিলেন। ২৭

এই সময়ে হৃদয় কনিষ্ঠ মাতুল গদাধরের অত্যাশ্চর্য কায়িক ব্যাপার দর্শন করিয়া অতিশয় চিন্তান্বিত ও অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ২৮

স্বর্গতো মাতুলো জ্যেষ্ঠো নাহুয়ান্য জনোঽপি বা।
নাস্ত্যত্র স্বজনঃ কোঽপি যং গুহ্য বিনিবেদয়ে ॥ ২৯

मध्यलीलायां ६ष्ठ अः।

मन्दिर प्राङ्गने गङ्गा-गर्भे कालीगृहान्तरे।
यत्र कुत्रोत्थितो वापि सिंहविक्रम ठाकुरः॥ ३०
अनिर्व्वाच्य दिव्यभावावेश दृष्ट्वा भयेन वै।
पुनर्द्रष्टुं न शक्नोमि तेजःपुञ्ज कलेवर॥ ३१
पूजाकाले ठाकुरस्य पूजादर्शनजस्पृहा।
प्रलोभयति मां नित्यं त्यक्तुं न पारयामि तां॥ ३२
मयि प्रविष्टे सहसा मन्दिराभ्यन्तरे क्वचित्।
तत्र दृगगोचरं मे स्यात्तेनासौ बहुविस्मयः॥ ३३

Hridaya thought and thought, but could not find anyone like his oldest uncle who was dead, whom he could confide in this matter. In the premises of the temple, in the water of the Ganges or inside the temple of the Goddess, everywhere Thakur (Gadadhar) moved like a lion in an inexpressible divine mood and with a body emitting divine lustre. Hridaya was so charmed with the worship of Thakur that he would not fail to see Thakur performing the worship. If he entered the temple on a sudden he would be wonder-struck with what he saw. ॥ 29 to 33 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং ভাবিয়া ছিলেন জ্যেষ্ঠ মাতুল পণ্ডিত রামকুমার স্বর্গারোহণ করিয়াছেন তাদৃশ অন্য কেহ নাই, কাহাকেই বা এই সকল গোপনীয় বিষয় জানাইব। ২৯

মধ্যলীলায়াং ৫ম অঃ।

মন্দির প্রাঙ্গনে গঙ্গা গর্ভে কালী গৃহে পঞ্চবটীতে অথবা যে কোন স্থানেই হউক ঠাকুর অবস্থান করুন না কেন সিংহবিক্রম বিশিষ্ট ঠাকুরের অনির্ব্বচনীয় দিব্য ভাবাবেশ দর্শন করিয়া ভয় বশতঃ পুনর্ব্বার সেই তেজঃপুঞ্জ দিব্য কলেবর দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছ না। ৩০।৩১

ঠাকুরের পূজার সময়ে পূজাদর্শন আশায় আমাকে নিত্যই প্রলোভিত করে অর্থাৎ ঠাকুরের পূজার আকর্ষণে আমি মুগ্ধ হইয়া পড়ি। বা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। ৩২

কোন সময়ে মন্দির মধ্যে হঠাৎ যদি আমি প্রবেশ করি এবং সেই মন্দির মধ্যে যাহা দেখি তাহাতে বহুতরভাবে বিস্মিত হই। ৩৩

বহিরাগত্য তৎ সর্ব্বং বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
দৃঢ়মেব সুনিষ্পন্নং পাগলো মাতুলো মম ॥ ৩৪
অন্যথা চরণস্থং হৃক্ পূজাকালে কথঞ্চন।
সরক্তচন্দনং জবা বিল্বপত্রাক্ষতাদিকং ॥ ৩৫
করে বিধৃত্য তমর্ঘং দত্বা স্বমূর্দ্ধ্নি বক্ষসি।
তথা স্বপাদয়োর্ন্যস্য মাত্রাবিষ্টঃ সুপূজকঃ ॥ ৩৬
ততো দেব্যাঃ শ্রীচরণে তদর্ঘং ব্যতরত্তদা।
এবমলৌকিকীং পূজাং দৃষ্ট্বা সোঽমুহ্যমৎক্ষণং ॥ ৩৭
কদাপি মদ্যপস্যেব নেত্রে দ্বে রক্ততাং গতে।
বেপমানঃ সুসর্ব্বাঙ্গঃ প্রায়েন পতিতশ্চ সঃ ॥ ৩৮
টলন্ পূজাসনং ত্যক্ত্বা দেব্যাঃ সিংহাসনোপরি।
উত্থিতঃ স্বেহতো মাতুর্বিধৃত্য চিবুকং তদা ॥ ৩৯

On coming out of temple Hridaya thought over the matter and came to the conclusion that his uncle had become mad. Otherwise he would not have worshipped himself in stead of the Goddess, nor he would have stood upon the throne of the Goddess, leaving his own seat like a reeling drunkard with blood-shot eyes, and would chatter affectionately holding the chin of the Goddess. ॥ 34 to 39 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপর মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া সেই সকল অবস্থার পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া শেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে আমার কনিষ্ঠ মাতুল গদাধর বিকৃত মস্তিষ্ক বা পাগল। ৩৪

যদি মাতুল পাগল না হয় তবে পূজার সময় এইরূপ আচরণ কি করিতে পারেন। অর্থাৎ রক্ত চন্দন মিশ্রিত জবা পুষ্প বিল্বপত্র আতপ চাউল ও দুর্ব্বাদি হস্তে ধারণ পূর্ব্বক নিজ মস্তকেও বক্ষে ধারণ করিয়া সেই অর্ঘ্য নিজ পাদদ্বয়ে ক্ষেপন পূর্ব্বক ভাবাবিশিষ্ট সুপূজক মাতুল সেই অর্ঘ্য দেবীর পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। এইরূপ অলৌকিক পূজা দেখিয়া হৃদয়রাম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

৩৫।৩৬।৩৭

কখনও বা মদ্যপায়ী মত্তব্যক্তির মত চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ সর্ব্বাঙ্গ কম্পন অবস্থায় টলিতে টলিতে প্রায় পতনোন্মুখ অবস্থায় পূজার আসন ত্যাগ করিয়া দেবীর সিংহাসনে উঠিয়া দেবীর চিবুক ধরিয়া মা মা এইরূপ মধুর বাক্য বলিয়া অর্থাৎ যেমন বিদেশাগত গৃহী

मध्यलीलायां ६ष्ठ अः।

कुमारी कन्याके देखिया स्नेह सूचकादि वाक्य वलिया चुम्बनादि करेन तद्रूप ठाकुर ও কালী মাতাকে বহুতর বিস্তর ভাবে মধুরতর বাক্য বলিতেন। ৩৮।২৯।৪০

मामेति मधुरं वाक्य मुक्तवांछाकुरो वहु।
प्राप्य कुमारिकां कन्यां प्रीत्यागत पिता यथा ॥ ४०
अन्येद्युर्भोग वेलायां देव्या भोगं ददन् मुदा।
पात्राद्यञ्जन मन्नञ्च गृह्णीत्वैवोत्थितः मुखं ॥ ४१
मातुरास्यं विदार्य्यैव तदन्नं तत्र दत्तवान्।
प्रोवाच भुङ्क्ष मातस्त्वं सुखं भुङ्क्ष मदीयकं ॥ ४२
अन्नमेवं गद्गदयावाल्या तां परितोष्य च।
पुनरुक्तं वदसि मां भोजनार्थं जगन्मयि ॥ ४३
एवं भवतु भो मातः खादामि पश्य मे मुखं।
वदन्नेवं प्रसादीयं किञ्चिद् भुक्ता स्वयं तदा ॥ ४४
भुक्तशेषं तदन्नञ्च पुनर्मातुर्मुखे ददौ।
भुक्तमन्नं मया देवि भुङ्क्ष सर्वं मतःपरं ॥ ४५

On some other day, he would try to put rice and curry into the mouth of the Goddess saying, "Oh Mother, be pleased to take rice offered by me." After that he would say, "Oh Mother, do you ask me to take the rice? Please look at my face." With this, he would take portion of the offered rice and put the remains into the mouth of the Goddess, saying, "Oh Mother I have taken and you may now take the rest." ॥ 40 to 45 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং অন্য একদিন দেবীর ভোগদানের সময়ে পরমানন্দে ভোগ দান করিতে করিতে অন্ন পাত্র হইতে কিছু অন্নব্যঞ্জন লইয়া উঠে দাঁড়াইয়া দেবীর মুখ বিবর বিদারিতের মত করিয়া সেই তরকারির সহিত ভাত দেবীর মুখের মধ্যে দিয়া বলিলেন হে মাতঃ তুমি প্রদত্ত অন্ন আনন্দের সহিত ভোজন কর। এইরূপ গদগদ বাক্যে দেবীকে পরিতুষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার বলিয়াছিলেন হে জগন্মাত হে দেবী তুমি আমাকে ভোজন করিতে বলিতেছ। ৪১।৪২।৪৩

হে দেবী তুমি আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ। এইরূপ বলিয়া তখন কিছু প্রসাদীয় অন্ন নিজে খাইয়া সেই উচ্ছিষ্ট শেষ অন্ন দেবীর মুখে দিয়া বলিয়াছিলেন মা। আমি অন্ন খাইয়াছি অতঃপর যে সকল অন্ন আছে তাহা তুমি খাও। ৪৪।৪৫

এইরূপভাবে সাধারণ বালকের মত বলিতেন। হৃদয় রাম মাতুলের এই প্রকার দেব সেবা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিতেন। ৪৬

এবং প্রাকৃতবদ্দেবী মুবাচ জগদম্বিকা।
মাতুলস্য দেবসেবা দৃষ্ট্বা বাচাতি বিস্মিতঃ॥ ৪৬
অর্চ্চনীয়ং কথম্ভূতা স্নাতুং নীমী কথঞ্চন।
পুনরন্য দিনেঽপশ্যদ্ ভোগদানার্থমাসনে॥ ৪৭
উপবিশ্য মাতুলোঽয়ং মার্জ্জারং জ্ঞত সংবৎ।
আহূয় ভগবত্যম্ব ভুঙ্ক্ষ্ব ভুঙ্ক্ষ্বাব্রবীদ্বচঃ॥ ৪৮
ভোগ দ্রব্যং স্বহস্তেন মার্জ্জারংতমভোজয়ৎ।
এবং রাত্রাবেকদাহমপশ্যং মদ্ভুতং মহৎ॥ ৪৯

মধ্যলীলায়াং ৫ষ্ঠ অঃ।

দেব্যাঃ শয়ন কালেতু ন দত্বা শয়নং সদা।
রৌপ্য নির্ম্মিত খট্টায়াং মাতুলঃ স্বয়মেব হি ॥ ৫০
শেতে তত্র সুখেনৈব গাঢ় নিদ্রা পুরঃসরং।
গত নিদ্রোবেদমুচ্চৈর্দেবীমুদ্দিশ্য মাতুলঃ ৫১

Such a manner of worship caused a great surprise to Hridaya, who failed to understand how his uncle could behave in such a way. Another day when Thakur was seated to offer rice to the Goddess, a cat entered the temple and Thakur at once fed the cat with the rice intended for the Goddess, and said to it, "Oh Mother, please take as much as you like." Again in night he himself lay down on the bed of the Goddess and slept there soundly. When he woke up, he said loudly to the Goddess. ॥ 46 to 51 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মাতুলের এই দেব পূজা কিরূপ ইহা আমি কিছু মাত্র বুঝিতে পারিতেছি না। অন্য আর একদিন মাতুল দেবীর ভোগদানের জন্য আসনে বসিয়া মেও মেও শব্দ করিতেছে একটি বিড়ালকে ডাকিয়া হে মাত ভগবতী খাও খাও বলিয়া ছিলেন। ৪৭।৪৮

পায়সাদি ভোগদ্রব্য সেই বিড়ালটিকে নিজ হস্তে খাওয়াইয়া ছিলেন। এদং এক দিন রাত্রি কালে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া ছিলাম। শয়ন সময়ে দেবীকে শয়ন না দিয়া রূপার খাটে মাতুল নিজে

मध्यलीलायां ६ष्ठ अः ।

গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। তৎপরে নিদ্রা ভঙ্গের পর উচ্চৈঃস্বরে দেবীর উদ্দেশ্যে বলিয়া ছিলেন। ৪৯।৫০।৫১

शयनार्थं सकाशे ते मां ब्रवीषि जगन्मयि ।
आदेशस्तव भो मातः सर्व्वतः परिपालितः ॥ ५२
मातुलस्य दशां दृष्ट्वा हृदयश्चिन्तितो भृशं ।
विषयस्यास्य जिज्ञासा मथवास्य प्रतिक्रियां ॥ ५३
असमर्थं संविधातुं यतो गुह्यतमस्त्वयं ।
मत्तो वा मातुलादन्यो यदि जानाति कश्चन ॥ ५४
तर्ह्यस्माकं महद्दुःखमथवा प्राणसंशयं ।
भविष्यति न सन्देहः किं करिष्यामि साम्प्रतम् ॥ ५५
विज्ञाते मन्दिराध्यक्षे मृत्युनो भविताध्रुवं ।
एवं हृदयरामेन कृते संगोपनेऽपि च ॥
अशास्त्रीयार्च्चना देव्यास्तत्रस्थ परिचारकैः ॥ ५५
अचिरेनैव विज्ञाता दक्षिणेश्वर वासिभिः ॥ ५७

"Oh Mother, you asked me to lie dowu near you. I have obeyed you." Such a behaviour of his uncle caused great anxiety to Hridaya. He was at a loss tofind the remedy. He was sure to be put into great troubles and even to run the risk of life, if such things were known to anyone else. However, in spite of every effort on the part of Hridaya, these acts of so called misconduct of Thakur became exposed to the inmates of the temples, as well as to the people of Dakshineswar.

॥ 52 to 57 ॥

বঙ্গানুবাদঃ—

হে জগন্মাতঃ আমাকে আপনার নিকটে শয়ন করিয়ার জন্য বলিতেছ। মা আপনার আদেশ আমি সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়াছি। ৫২

হৃদয় রাম মাতুলের অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা বা প্রতিকার করিতে সমর্থ হন নাই। কারণ এইরূপ ব্যাপার অতি গোপনীয় বিষয় যদি আমি বা আমার মাতুল ভিন্ন অন্য তৃতীয় ব্যক্তি কেহ জানিতে পারে আমাদের ভয়ঙ্কর দুঃখ অথবা প্রাণ সংশয় পর্যন্ত হইতে পারে ইহা নিঃসন্দেহে। অতঃপর এইরূপ অবস্থায় আমাদের কি করা কর্ত্তব্য। ৫৩।৫৪।৫৫

মন্দিরাধ্যক্ষ এই সকল ব্যাপার জানিতে পারিলে মাতুলের ও আমার মৃত্যু ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। এইরূপ ভাবে মাতুলের অনাচার হৃদয় রাম গোপন করিলেও মন্দিরের পরিচারক বর্গ ও দক্ষিণেশ্বরের লোক সকল গদাধরের এইরূপ আশাস্ত্রীয় পূজা ও অনাচারের বিষয় শীঘ্রই জানিতে পারিয়াছিলেন। ৫৬।৫৬

উচুস্তেঽপি পূজকীয়ং চিন্তাং প্রাপ্তবান্ ধ্রুবং।
অথবোপদেবতায়ং স্কন্ধারূঢ়েতি নিশ্চিতং ॥ ৫৮
অন্যথা ব্রাহ্মণ যুবাপাশ্যাচারং বিলঙ্ঘ্য চ।
চিদানন্দময়ীং কালীং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীং ৫৯
শিববক্ষঃসমারূঢ়াং মাতরং ভবতারিণীং।
ক্রীড়াপুত্তলিকাং জ্ঞাত্বা যথেচ্ছাচারমাস্থিতঃ ॥ ৬০
এবং বহু বিজল্পৈব তত্রস্থাঃ কর্ম্মচারিণঃ।
স্বৈচ্ছাচারমিমং রাজ্ঞো বিজ্ঞাপয়িতুমুদ্যতাঃ ॥৬১

मध्यलीलायां ६ष्ठ अः।

तदासीन्मथुरानाथः स्वस्य देव्या. सकाशे हि।
जानवांजार भवने लिप्तो विषयकर्म्मणि ॥ ६२
कर्मपैत्रकं वैषयिकं व्यापारमवलम्ब्य च।
राजद्वारे विचारार्थं तावुभौ चिन्तितौ भृशम् ॥ ६३

All were of the opinion that Thakur had gone mad or some ghost had possessed him. Otherwise this young bramhin would have observed the approved manner and method of worship and would not behave with the Goddess like a doll in his hand. The employees of the temples decided to report the matter to Rani Rasmoni. At that time Rani along with Mathuranath was busy over a matter to be placed before the Court for judgment. ॥ 58 to 63 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সকলেই বলিয়াছিলেন এই পূজারী পাগল হইয়াছিলেন। অথবা কোনও ভূত বা ব্রহ্মদৈত্যাদি পূজারীর স্কন্ধে চাপিয়াছে ইহা সুনিশ্চিত। ৫৮

তাহা না হইলে এই যুবক ব্রাহ্মণ সদাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিদানন্দময়ী সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী শিববক্ষসমারূঢ়া ভবতারিণী কালিকাকে খেলার পুতুলের মত মনে করিয়া ইহার প্রতি যথেচ্ছাচার করেন। ৫৯।৬০

এইরূপে নানা জল্পনা করিয়াই মন্দিরস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ সকলেই পূজারীর বিষয় রাণী রাসমণিকে জানাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।৬১

मध्यलीलायां ६४ अः ।

सेই সময়ে জানবাজারস্থ রাজপ্রাসাদে মথুরানাথ শ্বশ্রূ মাতা রাণীর সহিত কোন একটি বৈষয়িক ব্যাপারে রাজ দ্বারে বিচারের জন্য উভয়েই চিন্তিত ছিলেন। ৬২।৬৩

तस्मादत्रो जामाता च दक्षिणेश्वर मन्दिरे ।
आगन्तुं न समर्थौ तौ बहुदः सुगमेषु च ॥ ६४
अनाचारः पूजकस्य ह्याध्यक्षस्यानुपस्थितेः ।
सर्व्वेऽप्येवं सुनिश्चित्य तत्रस्थाः कर्म्मचारिणः ॥ ६५
जानबाजारमागत्य मथुराय न्यवेदयन् ।
इमं हि पूजकं शीघ्रमनाचाररतं ध्रुवं ॥ ६६
दूरमुत्सृज्य बातुलं सदाचाररतं द्विजं ।
कृत्वा पूजकं तत्र नियोजयतु भो भवान् ॥ ६७
श्रुत्वा श्रीमथुरानाथ स्तेषां वाचः सयुक्तिकाः ।
उवाचाहं तत्र गत्वा पूजां दृष्ट्वा विशेषतः ॥ ६८
करिष्यामि सुव्यवस्थामधुना यात तत्र हि ।
परन्तु तत्र यावन्मे न गतिः सम्भविष्यति ॥ ६९

So, Rani and Mathuranath could not come to the temples at Dakshineswar for quite a long time. It was admitted on all hands that such misconduct on the part of Thakur was due to the absence of of Rani and Mathura nath, the managing Director of the temples. The employees of the temples, therefore, approached Mathuranath and prayed that this mad and misbehaving pujari (worshipper) should be dismissed from service and another new pujari appointed in his place.

At this Mathuranath said "I myself will go there and personally enquire into the matter. You may go back to attend to your duties. But so long I do not go there, the youngest Bhattacharjya may continue to do the services as he likes. None of you should interfere in the matter".
॥ 68 to 69 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এই জন্য বহুদিন গত হইলেও রাণী রাসমণি ও জামাতা মথুরা নাথ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিতে পারেন নাই। ৬৪

মন্দিরের অধ্যক্ষের অনুপস্থিতি বশতঃই পূজারীর এইরূপ অনাচার। মন্দিরস্থ কর্ম্মচারী সকল এইরূপ নিশ্চয় করিয়া জান বাজারে রাণীর ভবনে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বময় কর্ত্তা মথুরানাথকে এইরূপভাবে নিবেদন করিয়া ছিল যে এই অনাচাররত পাগল পূজারীকে দূরীভূত করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র একটি সদাচারী নূতন পূজক ভবতারিণীর মন্দিরে নিযুক্ত করুন ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক ভাবে বিনীত প্রার্থনা। ৬৫।৬৬।৬৭

মথুরানাথ সেই সকল কর্ম্মচারি গণের যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন। আমি স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পূজারীর পূজা বিশেষভাবে দেখিয়া সুব্যবস্থা করিব। উপস্থিত আপনারা সেই স্থানে যান। কিন্তু আমার যতদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সম্ভাবনা না হয় ততদিন পর্য্যন্ত কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ভাবে পূজা করিতেছেন সেই ভাবেই করুন তাহাতে কোনরূপ কেহ বাধা দিবেন না। ৬৮।৬৯।৭০

মধ্যলীলায়াং ৫ষ্ঠ অঃ।

করোতি যাদৃশীং পূজাং ভট্টাচার্য্য মহোদয়ঃ।
পূজাং করোতু তদ্রূপাং বাধা তত্র ন দাপয় ॥ ৭০
ভট্টাচার্য্য মতে নৈব পূজাকার্য্যং ধ্রুবং ভবেৎ।
এবং শ্রীমথুরানাথে নোক্তাস্তে কর্ম্মচারিণঃ ॥ ৭১
পুনঃ প্রত্যাগতাঃ সর্ব্বে তস্যাগমনকাঙ্ক্ষয়া
কালক্ষেপং প্রকুর্ব্বন্তো দিনানি গণয়ন্তি তে ॥ ৭২
পরস্পরং প্রজল্পন্তি পূজকং প্রতি তে তদা।
পাগলং পূজকং ত্যক্ত্বা নূতনে পূজকে হৃতে। ৭৩
দেবমন্দিরমর্য্যাদারক্ষা তেন ভবিষ্যতি।
সহসাহনি কস্মিংশ্চিদুক্ত্বা কমপি কিঞ্চন ॥ ৭৪
আগতো মথুরানাথো দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে।
তদাশ্চর্য্যপ্রদাপাত্র তাতো গদাধরঃ স্বয়ং ॥ ৭৫

The employees of the temples came back and counted their days awaiting the visit of Mathuranath to the temples, and indulging in talks about the appointment of a new pujari in place of the present one who was a confirmed lunatic. All on a sudden without any prior notice Mathuranath came to the temple. ॥ 70 to 75 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

ভটাচার্য্য মহাশয়ের মতেই পূজা কার্য্য হইবে এইরূপভাবে মথুরা নাথ বলিলে সেই সকল কর্ম্মচারীগণ পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাহারা মথুরানাথের আগমন প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করতঃ দিন গণনা করিয়াছিলেন। ৭১/৭২

মধ্যলীলায়াং ৫ষ্ঠ অঃ।

সেই সময় কর্ম্মচারী সকল এইরূপ জল্পনা কল্পনা করিত যে পাগল পূজকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন পূজক আনিলে তাঁহা দ্বারাই দেব মন্দিরের মর্য্যাদা রক্ষা হইবে।

হঠাৎ কোনও একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া মথুরানাথ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৭৩

মন্দিরাভ্যন্তরে পূজাসনে পদ্মাসনে স্থিতঃ।
নেত্রে নিমীল্য পদ্মানি বিধৃত্য করপদ্ময়োঃ॥ ৭৬
অশ্রুভির্বহুভিস্তস্য সিক্তং হৃদুদরং তথা
দৃষ্ট্বৈবং মথুরানাথঃ সভয়ো দেবমন্দিরে॥ ৭৭
প্রবেগমাবৃতস্তস্য হৃৎকম্প সমুপস্থিতঃ।
উবাচ বিস্ময়াবিষ্টো মথুরঃ সুকৃতে র্বলাৎ॥ ৭৮
কোঽয়ন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্তম্ভকারী স্থিরস্থিতিঃ।
মহাভাবেন সম্পূর্ণ উজ্জ্বলোজ্জ্বল মন্দিরঃ॥ ৭৯
পাষাণ প্রতিমেয়ং কিং সত্যং সচেতনা সতী।
পূজকস্যাগ্রতঃ সাদ্য স্বরূপেনাবভাপতে॥ ৮০
অহো বদনমণ্ডলস্যাদ্যকামধুর প্রভা।
ত্রিনয়ন প্রভা দেব্যাঃ কোটিসূর্য্য সমপ্রভা॥ ৮১

At that time Gadadhar was sitting inside the temple with his eyes closed and hands on his breast. Tears were streaming down his cheeks. On seeing the worship Mathuranath was struck with awe and his heart began to palpitate very fast. He mused within himself, "Who may be this pujari who illuminates the temple with his

मध्यलीलायां ६ष्ठ अः।

own brilliance, who appears to be so profound and solemn and capable of arresting the speed and progress of the universe. This stony image appears to be infused with life. Its face is unusually bright. ॥ 76 to 81 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময়ে অসীম শ্রদ্ধা পাত্র পরম পূজনীয় গদাধর মন্দির মধ্যে পূজার আসনে উপবেশন পূর্ব্বক নেত্রদ্বয় মুদ্রিত ও দুইটি করপদ্মে পদ্ম ধারণ করিয়া বহুতর নেত্রজলে হৃদয় ও উদর প্লাবিত করিতেছেন। ৭৫।৭৬

পূজকের এইরূপ পূজা দর্শন করিয়া ভয়ে ভয়ে মথুরানাথের মন্দির মধ্যে প্রবেশ মাত্রে হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য বলে মথুরানাথ বিস্মিত হইয়া মনে মনে বলিয়াছিলেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে স্তম্ভকারী সুগম্ভীর বিরাটভাবে পরিপূর্ণ উজ্জ্বলীকৃত মন্দির ইনি কে? ৭৭।৭৮।৭৯

এবং এই প্রস্তর প্রতিমা কি যথার্থভাবে জীবিতা হইয়া চিন্ময়ী রূপে প্রত্যক্ষ হইতেছেন।৮০

অহো অদ্য মাতা ভবতারিণী কালিকার মুখমণ্ডলের কি অপরূপ মাধুরী। এবং তিনটি নয়নের কান্তি কোটি সূর্য্যের কিরণের মত দেখা যাইতেছে। ৮১

बहुवारं बहुदिनं मन्दिराभ्यन्तरेऽप्यहं।
अपश्यमम्बिका मूर्त्तिं साधारणतया पुरा ॥ ८२
किन्तु तामेव पश्यामि जीवितामधुनास्फुटं।
श्वासप्रश्वाससंयुक्तां कम्पमानं खड्गमुण्डयोः ॥ ८३

मध्यलीलायां ६ष्ठ अः ।

मन्दिराभ्यन्तरे कोऽपि को वात्रायाति याति वा ।
तत्रभ्रुचेपनञ्चास्य नास्त्यन्तर्दृष्टि योगतः ॥ ८४
एवन्तत् शुद्धचैतन्यं मात्मसायुज्यताङ्कितं ।
ईदृक् साधक वर्यस्य सम्भवत्येव लक्षणं ॥ ८५
एवमाराधनाधारा प्रेमभक्ति प्रदायिका ।
यथाशेष साधकानां सुलभं साध्यवस्तु च ॥ ८६
एवं श्रीजगदम्बायाः सकाशे बालको यथा ।
परन्तु विगलितास्रुधारयाकुलितो भूयं ॥ ८७

'I have seen this image many times. But *never before, I have seen it so alive.* It *appears* to be breathing with life. I also can see the quivering head and the sword in her hand. The pujari is so absorbed in his meditation that he does not feel the presence of anybody here. He appears to have lost his own existence in the Goddess. Such is the way of profound devotion which leads to the attainment of divine grace." Like a simple child Gadadhar offered handfuls of flowers to the Goddess with great eagerness and and tearful eyes and said, ॥ 82 to 88 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

আমি মন্দির মধ্যে এই দেবী মূর্ত্তি বহুদিন বহুবার দেখিয়াছি তখন সাধারণ শিলাময়ী মূর্ত্তিই দেখিয়াছি। ৮২

কিন্তু অদ্য সেই মূর্ত্তিই জীবন্তের মত প্রতীয়মান হইতেছে। শ্বাস প্রশ্বাসের ও খড়্গ মুণ্ডের কম্পন প্রত্যক্ষ হইতেছে। ৮৩

মধ্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ।

এই পূজকের অন্তর্দৃষ্টি বশতঃ মন্দির মধ্যে কে আসিতেছে যাইতেছে অথবা কে এখানে আছে পূজকের এই সকল জ্ঞান কিছু মাত্র নাই। ৮৪

এবং পূজকের শুদ্ধ চৈতন্য দেবীর সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়াছে এতাদৃশ্য সাধকেরই এইরূপ লক্ষণ সম্ভব হয়। ৮৫

এইরূপ সাধন প্রাণালীই প্রেম ভক্তি প্রদান করেন। যে প্রেম ভক্তি দ্বারা সাধক সকলের সাধ্য বস্তু সুখলভ্য হয়। ৮৬

এইরূপভাবে জগন্মাতার সমীপে বালকের মত বিগলিত অশ্রু ধারায় অত্যন্ত আকুলিত কখন ও বা অত্যন্ত উল্লাসিত হইয়া দেবীর চরণ কমলে বহুতর পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রেমার্দ্র হইয়া বলিতেছেন। ৮৭।৮৮

উদ্দামোল্লাসযুক্তোঽসৌ দেব্যঙ্ঘ্রিকমলে বহু।
পুষ্পাঞ্জলিং প্রদায়ৈব ব্রবীতি প্রেমবিহ্বলঃ ॥৮৮
গৃহাণেদং শুভং মাতস্তথা মেঽপ্যশুভং নয়।
জ্ঞানাজ্ঞান ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্যপাপাদিকাংস্তথা ॥ ৮৯
সর্ব্বং গৃহাণ মে দেবি ত্বয়ি ভক্তিং প্রযচ্ছ মে।
ব্রুবন্নেবং মহাযোগী সমাধিমগমত্তদা ॥ ৯০
পূজকস্য তন্ময়তাং ভাবভঙ্গ্যাদিকঞ্চ তং।
স্বাত্মার্পনং ব্যাকুলতামালোক্য মথুরো মহান্ ॥ ৯১
কণ্টকীকৃত সর্ব্বাঙ্গঃ সাধু চক্ষু বিচক্ষণঃ।
মন্যতে স্ম তদৈবং হি শ্রীজগজ্জননীং প্রতি ॥ ৯২
সুবিশুদ্ধ মাতৃভক্তেঃ প্রবল প্রেরণাং বিনা।
বৈধিভক্তিমতিক্রম্য প্রেমভক্তিঃ কথং ভবেৎ ॥ ৯৩

"Oh Mother, loss or gain, ignorace or knowledge, virtue or vice, merit or demerit, every

thing you take away from me. Give me only devotion to you." So saying he lost all sense of his physical existence. On seeing this divine mood of Gadadhar, Mathuranath thought, "Without such strong motherly devotion to the Goddess, how devotion which surpasses codal procedure can be possible." ॥ 88 to 93 ॥

বঙ্গানুবাদ

হে মাতঃ তুমি আমার শুভ অশুভ জ্ঞান অজ্ঞান ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও পুণ্য পাপাদি সকল গ্রহণ কর কেবল মাত্র তোমার চরণে ভক্তি দাও এইরূপ বলিতে মহাযোগী গদাধর নির্ব্বিকল্প সমাধি মগ্ন হইয়া ছিলেন। ৮৯।৯০

পুজকের আত্মনিবেন ব্যাকুলতা এবং ভাব ভঙ্গী দেখিয়া রোমাঞ্চ অশ্রুচক্ষুঃ বিচক্ষণ মথুরানাথ সেই সময়ে এইরূপ মনে করিয়াছিলেন যে জগদম্বার প্রতি বিশুদ্ধ মাতৃভক্তির প্রেরণা ভিন্ন বৈধী ভক্তি অতিক্রম করিয়া প্রেমভক্তি কি হইতে পারে। ৯১।৯২।৯৩

নেদৃগ্‌বিধে ভক্তিময়ে সুখমার্গে সুদুর্লভে।
সমর্থঃ সাধকঃ কোঽন্যঃ প্রবেষ্টুং পূজকোঽপি বা ॥ ৯৪
অপূর্ব্বে পূজকখ্যাখ্যাকাপথ্য প্রেমমার্গতঃ।
স্বরূপং কিং বিজানন্তি ভ্রান্তাঃ সঙ্কীর্ণচেতসঃ ॥ ৯৫
নাস্তীদৃক্ সাধকঃ কোঽপি নাতো মে পূর্ব্বসাধকঃ।
সিদ্ধেঃ পথি সাধনেয়ং ধাবিতা দৃঢ়বেগতঃ ॥ ৯৬
জগন্মাতুঃ কৃপাপ্রাপ্তা ধন্যোঽভূৎ সাধকোত্তমঃ।
এবং শ্রীমথুরানাথো ভাবভাবিত মানসঃ ॥ ৯৩

মধ্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ।

সাধকস্য সাধনায়াং সন্তুষ্টোঽমূৎ সুসজ্জনঃ।
পরন্তু কৃপয়া তস্য মাতৃভক্তির্দৃঢ়াভবৎ॥ ৯৮
তদা সাধক বর্য্যোঽপি মাতরং সর্ব্বসিদ্ধিদাং।
অদূরাত্তাং নমস্কৃত্য তদ্ভাবেনৈব ভাবিতঃ॥ ৯৯

Such rare devotion is not attainable by ordinary pujaris. The sincerity and devotion of this pujari can hardly be appreciated by these narrow minded servants. He is moving fast towards attainment of success. This pujari has been blessed by the grace of the Goddess." Mathuranath was greatly pleased and his devotion to the Goddess grew stronger. At that time Gadadhar prostrated himself before the Goddess and said. ॥ 94 to 99 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ অত্যুচ্চ সুদুর্লভ ভক্তিপথে এতাদৃশ সাধক ভিন্ন অন্য সাধক বা পূজক কে সমর্থ হয় ৯৪।

এই অপূর্ব্ব পূজকের অকৈতব প্রেমের স্বরূপ কি ক্ষুদ্রচিত্ত ভৃত্য বর্গ জানিতে সমর্থ হয়।৯৫

এমন সাধক আর দ্বিতীয় কেহ নাই বাবা আমার অপূর্ব্ব সাধক ইহার এই সাধনা সিদ্ধিলাভের পথে দ্রুত বেগে ধাবিত হইতেছে।
৯৬

এই সাধকোত্তম জগন্মাতার দয়ায় ধন্য হইয়াছেন। এইরূপে মহাসতি মথুরানাথ পূজারী সাধক গদাধরের ভাবে বিভাবিত হইয়া সাধকের সাধনায় পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। পরন্তু পূজকের কৃপায় মথুরানাথের ও দেবী ভক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ৯৭ ৯৮

मध्यलीलायां ६ष्ठ अः।

তখন সাধক শ্রেষ্ঠ গদাধর ও সম্মুখস্থ সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী জগদম্বাকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিয়া দেবী ভাবে বিভাবিত চিত্তে বলিয়াছিলেন। ৯৯

प्रोवाच भो जगन्मात स्त्वत् प्रतिष्ठाद्य सार्थिका।
प्रतिष्ठातुरग्रजस्य साधना शक्तितो मम ॥ १००
भवत् कृपाभवद्देवि भूतये भवगेहिनी।
पूर्व्वजानां प्रभावाद्धि परजाः प्रभवन्ति हि ॥ १०१
पागलस्य पूजकस्य निग्रहं द्रष्टुमोत्सवः।
सर्व्वे भृत्याः प्रतीक्षन्ते मन्दिर प्राङ्गने स्थिताः ॥ १०२
निःशब्दं मथुरं किन्तु मन्दिराद्बहिरागतं।
दृष्ट्वा भवन् विस्मयाप्ताः प्रभोरादेश कांक्षिणः। १०३
कर्त्तातु कमपि किञ्चिन्नोक्त्वा राजगृहं गतः।
तदीय यानमारुह्य व्यग्रभाव पुरःसरम् ॥ १०४

इति श्रीभक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां गदाधरस्य देवीपूजाकाले मथुरानाथस्य देव्याः प्रत्यक्षदर्शन रूपो मध्यलीलायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

মধ্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ।

Here ends the sixth chapter of Madhyalila of Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ

হে জগন্মাতঃ আজ তোমার প্রতিষ্ঠা সার্থক হইল। হে ভবসুন্দরী প্রতিষ্ঠাকারী আমার অগ্রজের সাধনা শক্তি বশতঃ আমার মঙ্গলের জন্যই আপনার কৃপা হইয়াছে। যেহেতু পূর্ব্বপূর্ব্বজাত মহাজনের প্রভাবেই পরাজিত জনগণ প্রভাব বিশিষ্ট হল। ১০০।১০১

এদিকে মন্দির প্রাঙ্গনে অবস্থিত ভৃত্যবর্গ পাগল পূজকের নিগ্রহ দেখিবার জন্য প্রতিক্ষা করিতেছিল। ১০২

কিন্তু নিঃশব্দে মথুরানাথ মন্দির বাহিরে আক্ষেপন দেখিয়া প্রভুর অনুমতি প্রার্থী ভৃত্য সকল বিস্মিত হইয়াছিলেন। ১০৩

কিন্তু মথুরানাথ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া যানে আরোহন করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাজ গৃহাভিমুখে গমন করিয়াছেন। ১০৪

পণ্ডিত শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে মধ্য লীলার ষষ্ঠ অধ্যায়ে গদাধরের দেবী পূজার সময়ে হঠাৎ মথুরাবাবু মন্দিরে আসিয়া ভবতারিণী কালিকাকে জীবন্তরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

মধ্যলীলায়াঃ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

দৃষ্ট্বৈবং রাজভৃত্যাস্তু পরস্পরং মথাব্রুবন্
মুখ্যাদেশো রাজগৃহাদাগমিষ্যতি নিশ্চিতম্। ১
পরোঽদ্য মথুরানাথস্যাদেশো ন্যক্কৃতঃ।
সমায়াতঃ সুপ্রধান কর্ম্মচারিজনং প্রতি॥ ২

मध्यलीलायां ८म अः ।

स्वेच्छाचारं समाश्रित्य भट्टाचार्य महोदयः ।
मातुः श्रीभवतारिण्याः पूजाकार्यं करोत्विति ॥ १
तत्रस्थाः केचन जना मा विघ्नं जनयन्तु हि ।
एवं विरुद्धमादेशं प्राप्य ते कर्म्मचारिणः ॥ ४
विस्मिताश्चे गर्हयन्तः प्रतिवक्तुं न शेकिरे ।
रात्नो रासमणिर्यापि वार्त्तां तां पूजकस्य च ॥ ५
श्रुत्वा योमथुरानाथं प्रपच्छ कौतुकान्विता ।
किं तात पूजकस्येहभट्टाचार्य कनिष्ठकः ॥ ६

On seeing this, the servants of the temples held that the orders would come from the palace. In fact the orders came next day. But it was not what they expected. The orders came to the managing staff to the effect that the youngest Bhattacharyya would carry on his duties as he would like ; none should interfere. All were much astonished at these adverse orders. They all blamed Mathuranath but could not disobey the orders. Rani Rasmoni also had heard the reports against Gadadhar. She, therefore, asked Mathuranath, "Is the youngest Bhattacharyya losing his sanity due to some disease ?" ।। 1 to 6 ।।

বস্তুতঃ তৎপর দিবস প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণের প্রতি মথুরবাবুর অন্যরূপ আদেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। ২

মথুরবাবুর অনুমতি এই যে কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজের ইচ্ছামিত পূজাকার্য্য করিবেন। ৩

মা ভবতারিণীর মন্দিরস্থ কোন ব্যক্তি যেন কোন প্রকার বাধা বা কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করেন।

এইরূপ প্রতিকূল আদেশ পাইয়া কর্ম্মচারিসকল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মথুরবাবুর নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহারও কিছু বলিবার ক্ষমতা ছিল না। ৪

রাণী রাসমণিও পূজকের সেইসকল পূজার বিষয় শুনিয়া কৌতূহল বশতঃ মথুরানাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে পূজক কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য কি বায়ু রোগাক্রান্ত হইয়া বাতুলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৫।৬

বায়ুবৈগুণ্য দোষেণাক্রান্তো বাতুলতাং গতঃ।
শ্রুত্বা বাক্যং তদা রাজ্ঞা মথুরো মহিমান্বিতঃ॥ ৭
উবাচ পরয়া প্রীত্যা দিব্যভাব পরিপ্লুতঃ।
প্রতিষ্ঠা ভবতারিণ্যাঃ গিরাময্যা স্বয়া জ্ঞতা। ৮
সাম্প্রতং বাতুলস্যেব পূজায়াঃ সুব্যবস্থয়া।
চৈতন্যাপাদিতা সা তু সম্পূর্ণা জায়তে বিভো॥ ৯
এতদ্রূপং ময়া মাতঃ কৃতং সাক্ষাৎ সুপুণ্যতঃ।
এতাদৃগ্যদ্ভুতা পূজা ন কস্যাপ্যক্ষিগোচরা। ১০
ধন্যোঽয়ং পূজকশ্চাদ্য ধন্যা ত্বং ভূমিশীতলে।
কৈলাস গিরিরাজাপি বিন্ধ্যাদ্রের্হিমপর্ব্বতাৎ॥ ১১
আগত্যাবিরভূৎ সাক্ষ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে।
অর্চ্চকস্য তপো যোগাৎ ভবত্যাঃ সুজনেন চ॥ ১২

At this Mathuranath replied, "You have founded the stony image of Bhavatarini. Now it is this madpujari that has made it alive. I have seen it throbing with life. The way of worship is also wonderful. None has seen the like of it anywhere. Both you and the pujari are blessed. Goddess herself has come down from the Kailas mountain, or the Vindhyas, or the Himalayas, and appeared in your temple at Dakshineswar."

॥ 7 to 12 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অতি সদাশয় মথুরানাথ মহারাণীর কথা শুনিয়া দিব্যভাবে বিভাবিত হইয়া অতি আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন। ৭

মা আপনি ভবতারিণী কালিকার শিলাময়ী মূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু আজ বাতুলেরই পূজার শক্তিতে সেই শিলাময়ী ভবতারিণী মূর্ত্তিই প্রাণবন্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হইয়াছেন। ৮।৯

হে মাঃ আমার বহুতর পুণ্যবশতঃ আমি চিন্ময়ী মূর্ত্তি সাক্ষাৎ করিয়াছি। এরূপ অত্যাশ্চর্য পূজা কখনও কাহারও নয়নগোচর হয় নাই। ১০

আজ পৃথিবীমধ্যে এই পূজক ও আপনি ধন্য হইলেন। পূজকের সাধনাশক্তিতে এবং আপনার পুণ্যপ্রভাবে বিন্ধ্যাচল, হিমাচল অথবা কৈলাস পর্ব্বত হইতে সেই ব্রহ্মময়ী ভবগেহিনী ভবতারিণীরূপে আজ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আগমনপূর্ব্বক সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়াছেন। ১১।১২

मध्यलीलायां ७म अः।

श्रुत्वा राज्ञी माथुरीं तां मनोज्ञां वाचं चिन्ताशून्यतां प्राप सद्यः।
द्रष्टुं पूजान्तस्य सत्पूजकस्य जातोत्कण्ठा मन्दिरं सा जगाम। १३

स्नात्वा राज्ञी जाह्नवी पुण्यतोये
देव्यास्तस्या मन्दिरं सम्प्रविष्टा।
तस्मिन्नेव व्याकुलोके मुहूर्त्ते
देवीमूर्त्तिं भूयसा कम्पमानां॥ १४

अलं चमत्कारयुता ननाम
साष्टाङ्गरूपेण पुनः पुनः सा।
यद्गर्भनार्थं सुसमागतात्र
स पूजकस्तत् परिपूरकोऽभूत्॥ १५

समाप्य मातुः सुखबोधरूपिकां
पूजां सुवेगादिक मध्यलौकिकं।
तद्भक्तिभावेन विभावितात्मना
गानेन देव्याः प्रचकार तोषणं॥ १६

On hearing this from Mathuranath, Rani got herself relieved from her worries, and went to Dakshineswar to see that wonderful worship. After taking her bath in the Ganges she entered the temple and found the image of the Goddess quaking. She felt blessed and bent down before the Goddess with great devotion. In the meantime Gadadhar had finished his worship and began to appease the Goddess with sweet songs.

॥ 13 to 16 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

রাণী মথুরানাথের মনোরম বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ চিন্তা-শূন্য হইাছিলেন। এবং ভবতারিণীর উত্তম পূজা দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া রাণী দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। ১৩

তৎপরে রাণী পাপনাশিনী পবিত্র জাহ্নবী জলে স্নান করিয়া ভবতারিণীর মন্দির মধ্যে প্রবেশমাত্রে দেবীকে দোদুল্যমানরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। ১৪

তখন রাণী আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া দেবীকে পুনঃ পুনর্ব্বার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছিলেন।

এবং যাহা দেখিবার জন্য মন্দির মধ্যে আসিয়াছিলেন সেই পূজক তাহা তাহাকে দেখাইয়াছিল। তখন পূজাকার্য্য শেষ করিয়া এবং ভবতারিণীর বেশাদি কার্য্যও সমাধা পূর্ব্বক ভক্তিভাবে বিভাবিত অন্তঃকরণ জ্ঞানানন্দ বিগ্রহ গদাধর গানের দ্বারা দেবীর তুষ্টিসাধন করিতেছিলেন। ১৫।১৬

শ্রুত্বৈব রাজ্ঞী তদপূর্ব্বগীতিং
পূজাবিধাতুঃ স্ববিবেক শূন্যা।
দৃষ্ট্বা চ ভাবং তমপূর্ব্বরূপং
তদা কিলাভূৎ সুখ সিন্ধুমগ্না॥ ১৩
পূর্ব্বং রাজ্ঞা গায়কৈঃ সুপ্রবীনৈঃ
গীতং রম্যং রাজগেহে বিশালে।
গানং প্রীত্যাকর্ণিতং ভূরিরূপং
নানা বাদ্যধ্বনিনান্তানুবদ্ধং॥ ১৮
এবম্বিধং কিন্তু কদাপি ন শ্রুতং
সাক্ষাদ্ভবান্যা স্তবলম্বিরূপং।

মধ্যলীলায়াং ৩য় অঃ।

গায়ন্তমুচ্চৈস্তদপূর্ব্বগান
বিধুত্য রাজ্ঞী সুবিমোহিতাভূৎ ॥ ১৮

On seeing the divine mood of Gadadhar and hearing such sweet songs Rani became beside herself with great joy. Rani had occasions to hear songs and music of veteran artists in her own palace. But such songs of Gadadhar as could open the gateway to Heaven, surpassed them all. ॥ 17 to 19 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

রাণী পূজকের আত্মজ্ঞান শূন্যকারী সেই অপূর্ব্ব গান শুনিয়া এবং পূজকের তাদৃশভাব দর্শন করিয়া অত্যন্ত রূপে মোহিতা রাণীর মন আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিল। ১৭

পূর্ব্বে রাণী নিজ রাজ প্রাসাদে অত্যুচ্চ শ্রেণীর গায়কগণ কর্ত্তৃক নানাবিধ যন্ত্র বিশিষ্ট তাললয়াদি যুক্ত বহুবিধ গান শুনিয়াছেন কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবতীর উপলব্ধি স্বরূপ এইরূপ গান কখনও শোনেন নাই। গান যেন ব্রহ্মাণ্ড কটাহ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে। এইরূপ অপূর্ব্ব গান শুনিয়া রাণী অত্যন্ত মোহিতা হইয়াছিলেন। ১৮।১৯

গায়কারব্ধ গানস্য সমাপ্তেঃ পরমেব সা।
পুনস্তাদৃগ্‌গানস্য শ্রবণার্থং সমুৎসুকা ॥ ২০
পূজকং গায়কং রাজ্ঞী তমুপচ্ছন্দয় যত্নতঃ।
গানস্য সুপ্রবন্ধাং সা প্রত্যরামকরোত্তদা ॥ ২১
ততঃপরং বাহ্যদৃষ্টিঃ সঞ্জাতা গায়কস্য তু।
পূজাবিধৌ জগন্মাতু রাজ্ঞী মন্দির আগতা ॥ ২২

মধ্যলীলায়াং ৩ম অঃ।

তদ্বৈতোষিত্তচাঞ্চল্যং ন জাতং পূজকস্য হি।
কেবলং বারমেকন্তু দৃষ্ট্বা রাজ্ঞীং সুপূজকঃ॥ ২৩
তত্ক্ষণাত্ প্রতিমায়াং স দৃষ্টিন্যস্য সুগায়কঃ।
হৃদয়গ্রাহি মাধুর্য্যস্বরং গীতমবর্ত্তয়ৎ॥ ২৪
মত্পিতুর্বক্ষসি ত্বং হি দত্বা পাদং জগন্ময়ি।
দণ্ডায়মানা বৈ দেবি নাত্র লজ্জা কথঞ্চন॥ ২৫

When the song ended, Rani greatly admired the song and requested Gadadhar to sing another. The presence of Rani in the temple did not cause any chage in Gadadhar. He turned his eyes to the Goddess and started to sing another song which meant to say, "Oh Goddess, standing as you are with your feet on the breast of Lord Siva, do you feel ashamed at all ?" ॥ 20 to 25 ॥

বঙ্গানুবাদ

গায়কের গান শেষ হইবা মাত্র রাণী পুনর্ব্বার অন্য আর একটি গান শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া গায়ক পূজক কে বিশেষ ভাবে অনুরোধ পূর্ব্বক গানের ভূরিভূরি প্রশংশা করিয়াছিলেন। ২০।২১

তখন গায়কের বাহ্যদৃষ্টি হইলে রাণী জগদম্বার মন্দিরে পূজা দিবার জন্য আসিয়াছেন ইহা জানিয়াও পূজকের কিছু মাত্র চিত্ত চাঞ্চল্য হয় নাই। ২২

পূজক কেবল মাত্র একবার রাণীর দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিমায় দৃষ্টি নিঃক্ষেপপূর্ব্বক সুগায়ক মধুর কণ্ঠে মনোগ্রাহি গান করিয়াছিলেন। ২৩।২৪

মধ্যলীলায়াং ৩ম অঃ।

গানের মর্ম্মার্থ এই যে হে দেবি জগন্ময়ি তুমি সর্বদাই শিবের বক্ষে পদ দিয়া দাঁড়াইয়া আছ এ জন্য তোমার কি কিছু মাত্র লজ্জা হয় না? ২৫

জিহ্বা ব্যাদনরূপেণ লজ্জিতেব প্রদৃশ্যতে।
জ্ঞাতমেব ময়া দেবি সম্পূর্ণা জ্ঞাত মেব হি॥ ২৬
ত্বত্ পিতুর্বক্ষসি তব মাতা পদ্ভ্যাং কৃতাক্রমা।
গলদশ্রু লোচনাভ্যাং গায়ং স্তন্ময়তাং গতঃ॥ ২৭
শ্রোত্রযুগ্মং মহাদেব্যা গানেষু সন্নিবেশিতং।
চিত্তন্তু কলিকাতাস্থ বিষয়স্যান্তরে স্থিত॥ ২৮
ধর্ম্মাধিকরণেঽক্ষাক ফল কিমিতি চিন্তিত।
তেনৈব তদ্ গায়কস্য কণ্ঠরোধো বভূব হ॥ ২৯
পরন্তু তেন তদ্রাজ্ঞ্যাঃ কোমলাঙ্গে সুযোগিনা।
ভীষণাদ্ ভীষণতর করাঘাতঃ কৃত স্তদা॥ ৩০
উক্তস্বাত্যন্ত দুঃখেনাত্রাপি চিন্তা মহীয়সী।
রাজদ্বার ফলস্যৈব ক্রিয়তে মাতৃমন্দিরে॥ ৩১

"You have thrown out your tongue to show that you feel ashamed. I have also come to know with all certainty that your mother is also standing with her feet on the breast of your father." Even though Rani was hearing the song with her ears her mind became diverted with the thought of a court case. Instantly, Gadadhar got his voice choked and had to stop his song. Gadadhar beaome furious and giving a violent slap on the body of

मध्यलीलायां ७म अः।

Rani said, "How do you indulge in the thought of court case in the temple of the Goddess ?"

॥ 26 to 31 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

জিহ্বাব্যাদন করিয়া তুমি যেন অত্যন্ত লজ্জিতা হইতেছ। অতএব হে দেবি আমি জানিয়াছি বা বিশেষ ভাবে জানিয়াছি তোমার মাতা কি তোমার পিতার বক্ষে এইরূপ পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ২৬

এইরূপ ভাবে বিগলিত অশ্রু লোচনে গান করিতে করিতে পূজক সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। ২৭

রাণীর কর্ণ যুগল গানে নিবিষ্ট ছিল কিন্তু মনটি কলিকাতার বিষয় কর্ম্মে আবিষ্ট হইয়া বিচারালয়ে আমার মোকর্দ্দমার ফল কি হইল এইরূপ চিন্তা করিতে ছিলেন। রাণীর সেইরূপ চিন্তার জন্য গায়ক পূজকের তৎক্ষণাৎ কণ্ঠরোধ হইলে গায়ক আর গান গাহিতে পারিয়াছিলেন না। ২৮।২৯

পরন্তু পূজারী এ জন্য জ্ঞান শূন্য হইয়া মহারাণীর পৃষ্ঠ দেশে ভয়ঙ্কর ভাবে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন। ৩০

এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন এই মায়ের মন্দিরেও বিচারালয়ের ফলের জন্য গুরুতর ভাবে ভাবিতেছে। ৩১

मन्दिर द्वार देशस्था राज्ञ्या या परिचारिकाः।
ता दृष्ट्वाशोभनं कर्म्म पूजकस्य तु तद्विधं ॥ ३२
सर्व्वास्ता चञ्चला भूत्वा रक्षिभ्यश्च न्यवेदयन्।
शस्त्रास्त्रधारिणी राज्ञ्या रक्षिणी ये महाबलाः। ३३

মধ্যলীলায়াং ৩ম অঃ।

পূজকাং শ্চোচ্যতে সর্ব্বে ক্রোধ সংরক্ত লোচনাঃ।
দ্রুতবেগাগতাস্তত্র বন্ধুং তং লোহশৃঙ্খলৈঃ॥ ৩৪
গ্রহীতুমুদ্যতাস্তাস্তে তাদৃগমপরাধিনং।
সর্ব্বে সংবিগ্ন মনসস্তত্র যে কর্ম্মচারিণঃ॥ ৩৫
কর্ম্মণা বিপরীতেন চক্রুর্হিত্বা মহারবং।
হন্তুকামাঃ পূজকং তং নানা বাদাকৃতাস্তদা॥ ৩৬
মারয়ৈনং বধানৈনং কুর্ব্বেনং মন্দিরাদ্বহিঃ।
এবং নানা জনানান্তু নানা সিদ্ধান্ত কারিণাম্॥ ৩৭

On seeing this act of violence on the person of Rani. the attending maid servants raised an alarm and called for the body-guards of Rani. They came to the spot in great fury to get Gadadhar chained. The managing staff of the temples also were greatly perturbed. Hot-headed discussions over the matter caused a great tumult and such shouts as "shame", "shame". 'Fie on him", "Give him a good thrashing", "kill him", and "Turn him out of the temple". Everybody put forth his own decision over the matter.

॥ 32 to 37 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মন্দিরের দ্বার দেশে দণ্ডায়মান রাণীর পরিচারিকা সকল পূজকের তাদৃশ অত্যন্ত অশোভন ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলেই চঞ্চল হইয়া রাণীর পৃষ্ঠ রক্ষক সকলকে জানাইয়াছিল। ৩২

मध्यलीलायां ৩য় অঃ।

অস্ত্রশস্ত্রধারী মহাবল রক্ষী সকল শ্রুত মাত্রে দ্রুত বেগে ঘটনা স্থলে আসিয়া পূজককে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার জন্য ক্রোধ সংরক্ত চক্ষুতে সেইরূপ অপরাধীকে দেখিয়া ধরিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল। ৩৩।৩৪

এবং সেইস্থানে যে সকল কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন এবং সাধারণ জনগণ ও তাদৃশ নিন্দিত ব্যাপারে চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল করিয়াছিল। ৩৫

এবং তাদৃশ পূজককে বিশেষভাবে প্রহারের জন্য চেষ্টা হইতেছিল পূজককে বন্ধন করিয়া কারা গৃহে লইয়া যাও অথবা মেরে ফেল।

কিংবা মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দূর কর এই রূপভাবে বহু প্রকার সিদ্ধান্তকারী বহুতর ব্যক্তির তর্ক বিতর্ক দ্বারা মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এবং বহুলোক পূজককে ধিক্কার দিয়াছিল। ৬'৩৭।৩৮

नानातर्कवितर्केन ध्वनितं मन्दिरं भृशं।
पूजकस्यापि धिक्कार मददुर्बहुला जनाः॥ ३८
तयोर्विषयमालम्ब्य नाना जल्पन कल्पने।
तौ तु मन्दिर मध्ये हि धैर्य्यं गाम्भीर्य्यं संयुतौ॥ ३९
पूजकस्य न भीतिश्च न वा चिन्ता कथञ्चन।
तद्वृत्तान्न च चाञ्चल्यं नगस्य वायुना यथा॥ ४०
अनाचार रतं शिष्यं गुरुर्दण्डयति ध्रुवं।
अवशीभूत पुत्रस्य पिता हि करताड़नम्॥ ४१

মধ্যলীলায়াং ৩য় অঃ।

করোতি তন্মঙ্গলার্থং নিঃশঙ্কেন যথা তথা।
রাজ্ঞাঙ্কেন করাঘাতঃ কৃতোঽনেন মহাত্মনা ॥ ৪২
চপেটাঘাতনঞ্চাপি পূজকস্য মুখোদিতং।
বাক্যং রাজ্ঞা মর্ম্মভেদ মত্যন্ত মকরোত্তটা ॥ ৪৩

But both of them about whom all these turbulent discussions were being made were sitting in the temple with profound gravity. Gadadhar was not moved by any sense of fear or anxiety and remained firm. Just as a teacher punishes his pupil for misconduct or father punishes his son for an act of disobedience, so also Gadadhar gave her the slap to prevent her mind going astray. The heart-rending words of Gadadhar caused more pains to her than his slap. ।38 to 43॥

বঙ্গানুবাদ :—

যেদুইজনের ব্যাপার লইয়া জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। সেই দুইজন অর্থাৎ পূজক ও মহারাণী ধীর ও গম্ভীর ভাবে মন্দির মধ্যে বসিয়া ছিলেন। ৩৯

যেরূপ বায়ুর প্রবল বেগ হইলেও তজ্জন্য পর্বত বিচলিত হয় না তদ্রূপ অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা ঘটিলেও পূজকের ভয় চিন্তা বা কিছু মাত্র চাঞ্চল্য ঘটে নাই। ৪০

সদাচার বিহীন শিষ্যকে গুরু যে ভাবে শাসন করেন বা অবাধ্য পুত্রকে পিতা তাহার মঙ্গলার্থে যেরূপ করাঘাত করেন সেইরূপ এই মহাত্মা রাণীর মনঃ শুদ্ধির জন্য পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়াছিলেন। ৪১।৪২

किन्तु चपेटाघात अपेक्षाও পূজকের মুখ নিঃসৃত বাণী রাণীর অত্যন্ত মর্ম্মাঘাত করিয়াছিলেন। ৪৩

विचारालय चिन्तां मे कथं जानाति पुजकः ।
दिव्यदृष्टि प्रभावेन ज्ञातमेतस्य संशयः ॥ ४४
अतो मे मूषणं दण्डो दूषणं न कदाचन ।
निर्दोषोऽयं सदोषाहं ततो दण्डः शुभावहः ॥ ४५
अनुतप्ता महाराज्ञी कठोर वचसा भृशं ।
दूरीकृत भृत्यवर्गा पूजकं समपूजयत् ॥ ४६
एवं श्रीमथुरानाथः श्रुत्वा तद्विषयं सुधीः ।
द्रुतं मन्दिरमागत्य श्वश्रूं संपृष्टवान् स्वयं । ४७
प्रत्युत्तरं तदा राज्ञ्या प्रदत्तं मन्दिरे च या ।
घटना पूजक कृता सर्व्वास्ता वर्णिता स्फुटं ॥ ४८
ततोऽब्रवीत्तदा राज्ञी मधुरं गद्गदैः स्वरैः ।
मातुः श्रीभवतारिख्या गानश्रवणमात्रतः ॥ ४९

She was convinced that due to some divine power Gadadhar could know of her thought about the Court case. She was guilty and was therefore. rightly punished. Rani who sorely repented for her fault, scared away the servants by her stern order. When the matter was reported to Mathuranath, he rushed into the temple and asked his mother-in-law to tell him how it happened. Rani narrated all about it and concluded saying, "As I was listening to the holy song, I was thinking of the Court case. ॥ 44 to 49 ॥

मध्यलीलायां ৩য় অঃ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

রাণী মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে আমার বিচারালয়ের চিন্তা পূজক কি প্রকারে জানিতে পারিলেন বোধ হয় দিব্য দৃষ্টি প্রভাবেই ইহা অবগত হইয়াছেন ইহাতে সন্দেহের কারণ কিছু মাত্র নাই। ৪৪

অতএব আমার এই দণ্ড অলঙ্কার স্বরূপ ইহা কখনই দূষিত হইতে পারে না পূজক নির্দ্দোষ আমিই অত্যন্ত দূষিতা অতএব এই দণ্ড আমার শুভদায়ক ইহাতে সন্দেহ নাই। ৪৫

এইরূপ ভাবে সেই সময়ে অনুতপ্তা রাণী অত্যন্ত কঠোর বাক্যে ভৃত্যবর্গকে দূরীভূত করিয়া পূজকের বিশেষ ভাবে পূজা করিয়াছিলেন। ৪৬

তৎপরে মথুরানাথ পূজকের রাণীর প্রতি এতাদৃশ অন্যায় আচরণ শুনিয়া দ্রুতবেগে সেই স্থানে আগমন করিয়া শ্বশ্রূমাতাকে জিজ্ঞাসা করিলে তখন মহারাণীও মন্দির মধ্যে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা আদ্যোপান্ত মথুরানাথকে বলিয়াছিলেন। ৪৭।৪৮

অতঃপর মহারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে মথুরানাথকে বলিলেন মাতা ভবতারিণীর গান শুনিবা মাত্র। ৪৯

कथं वैषयिकी चिन्ता कृता तत्र तदा मया।
अतोऽत्र मे महान् दोषः सञ्जातः सत्यमेव हि॥ ५०
भो तात मथुर त्वन्तु पूजकं रक्ष सर्व्वतः।
न पीड़ितो येन केन कदापि स्यात् सुपूजकः॥ ५१
श्रुत्वैवं मथुरानाथः सिद्धान्तः कृतवांस्तदा।
दिव्योन्माददशेयं हि तातस्य मम सङ्गता॥ ५२
भावराज्ये हि कस्यापि त्रुटिः स्वल्पापि चेद्भवेत्।
दृष्ट्वातामग्निकल्पः स ज्वलितो भवति ध्रुवं॥ ५३

মধ্যলীলায়াং ৩ম অঃ।

বরাহনগরে পূর্ব্বং গঙ্গাঘট্টেঽপ্যনেন হি।
জাপকং ব্রাহ্মণস্যান্যমনস্কস্য চ কোপিনা ॥ ৫৪
ক্ষতশ্চপেটাঘাতোঽপি গদাধরেণ মহাত্মনা।
তাতস্য সুতরা মেতদ্বিরুদ্ধাচরণং বহু ॥ ৫৫

"So I have committed a very sinful act. Dear son, take every step to protect Gadadhar from any pains from any scurce. On hearing this Mathuranath came to the conclusion that it was a stage of divine madness which would cause great fury even for a very negligible offence. Some time back, on the bank of the Ganges at Baranagar, Gadadhar slapped on the cheek of a bramhin who became absent-minded in his act of counting holy names. Such feats of anger on the part of Gadadhar were seen on many other occasions.

॥ 50 to 55 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময়ে কেন আমি বৈষয়িক চিন্তা করিয়াছিলাম। অতএব এস্থলে আমার ভয়ঙ্কর দোষ হইয়াছে। ৫০

হে পুত্র মথুর! তুমি স্বয়ং পূজক কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্যকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর। যেন তাঁহাকে কেহ কখনও কোনরূপ নিপীড়িত না করেন। ৫১

তখন মথুরানাথ রাণীর কথা শুনিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছিলেন যে ইহা দিব্যোন্মাদের লক্ষণ আমার বাবাতে আজ এই লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। ৫২

যদি কাহারও ভাবাবস্থায় স্বল্পমাত্রও ত্রুটি হয় বাবা তাহা দেখিয়া অগ্নিতুল্য জ্বলিয়া উঠেন। ৫৩

ইতিপূর্বে বরাহনগরে গঙ্গার ঘাটে কোনও একটি জাপক ব্রাহ্মণের অন্যমনস্ক দেখিয়া তাঁহার গণ্ডস্থলে করাঘাত করিয়াছিলেন। সুতরাং বাবার এমত অবস্থায় বিরুদ্ধাচরণ বহুস্থলে দেখিয়াছিলেন। ৫৪।৫৫

বায়ুরোগ পূর্ব্বচিহ্নং মত্বা শ্রীমথুরো মহান্।
কলিকাতাস্থ বিখ্যাত বৈদ্যরাজ মহর্ষিণম্ ॥ ৫৬
কুমারটুলি বাস্তব্য বৈদ্যশাস্ত্র বিশারদং।
গঙ্গাপ্রসাদমাহূয় চিকিৎসাং সমকারয়ৎ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং গদাধরস্য পূজানন্তরং গান তচ্ছ্রবনেন রাজ্ঞা মনযাশ্বল্যং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞঃ চপেটাঘাতরূপো মধ্যলীলায়াং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

Mathuranath thought that this might be due to some disease. So he got Gadadhar treated by Ganga Prasad, the best physician of the times.
॥ 56 to 57 ॥

Here ends the seventh Chapter of Madhyalila in the "Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam" written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব ইহা বায়ুরোগের পূর্বলক্ষণ। মথুরানাথ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া কলিকাতা মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যরাজমহর্ষি গঙ্গা প্রসাদ সেন নামক কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। ৫৬।৫৭

মধ্যলীলায়াং ৩ম অঃ।

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতের মধ্যলীলার সপ্তম অধ্যায়ে রাণী অন্যমনস্কা হইলে গদাধর রাণীর গাত্রে ভয়ঙ্করভাবে করাঘাত করেন ইহাই বর্ণিত হইল। (মঃ ৭ম অঃ সমাপ্ত)

মধ্যলীলায়াং অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ততো জগন্মঙ্গলমঙ্গলাত্মনা বিধায় দেব্যাস্তদ পূর্ব্বসাধনং।
দৈনন্দিনাধ্যাত্মিকভাবাদ্বহিঃকর্ত্তুং ন শক্তঃ কৃতকৃত্যয়ৈষতঃ॥ ১

ভাবাবেশাৎ সর্ব্বদা তন্ময়ত্বাৎ
বাহ্যা পূজা বর্জিতা বৈধরূপা।
পূর্ব্বং ভোগং যত্নতঃ সম্প্রদায়
তৎ পশ্চাত্তৎ পাদ্যদানং চকার॥ ২
কদাপি বা ধ্যাননিমগ্ন চিত্তো
বিস্মৃত্য পূজাং জগদম্বিকায়াঃ।
দেব্যাপ্রসূনৈঃ শিব বিল্বপত্রৈ
র্গন্ধাদিভিঃ প্রার্চ্য নিজাং হি মূর্ত্তিং॥ ২

Goddess revealed her own divine self to Gadadhar. From now onwards Gadadhar failed to perform services in regular order due to his divine preoccupation. ॥ 1 to 3 ॥

বঙ্গানুবাদ

অতঃপর জগতের মঙ্গলস্বরূপ মঙ্গলময় গদাধর দেবীর অলৌকিক সাধনা করিয়া যে দেবীকে যোগিগণ সর্বদা ব্রহ্মময়ী বলেন। সেই দেবীর অলৌকিক স্বরূপ গদাধর প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। ১

মধ্যলীলায়াঽষ্টম অঃ।

সর্ব্বদা ভগবদ্ভাবে বিভাবিত অন্তঃকরণ গদাধরের প্রতিদিন আধ্যাত্মিকভাবের বৃদ্ধিবশতঃ এবং কর্ম্মকাণ্ডের পরপারে অবস্থিত বশতঃ ভবতারিণীর পূজা করিতে সমর্থ হন নাই। সর্ব্বদা ভাবাবেশে তন্ময়ত্ব হেতু নিয়মিতভাবে সাধারণ পূজা হয় নাই অগ্রে ভোগদান করিয়া তৎ পরে পাদ্য অর্ঘ্য দিতেন। ২

কোন সময়ে বা ধ্যান নিমগ্নচিত্তে ভগবতীর পূজা ভুলিয়া গিয়া দেবীর বিল্বপত্র পুষ্প ও চন্দনাদি দিয়া নিজের পূজা করিতেন। ৩

ভোগ্যদ্রব্যে ভোজনং স্বংবিধায়
স্বোচ্ছিষ্টান্নৈর্ভোগদানং সমর্প্য।
বিস্মৃত্যাসা বর্ত্তকাচ্চার্চ্চাদি ভাবং
তস্থৌ স্তব্ধো বুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ॥ ৪
দশায়ামস্যাং তাতস্য মহাদেব্যাশ্চপূজনং।
অসম্ভাব্যমহং মন্যে সেবায়া বাহ্যরূপতঃ॥ ৫
তাতান্তঃকরণং বাহ্য বিষয়া দ্বিনির্বৃত্তিতং।
অতোঽস্য পূজনং বাহ্য বিষতুল্যং হি নিশ্চিতং॥ ৬
বিমৃশ্যৈব শ্রীমথুরঃ পূজকার্থং প্রযত্নবান্।
কৃপয়া ভবতারিণ্যাঃ পূজকং প্রাপতত্ক্ষণাত্॥ ৩
গদাধরস্য কালেঽস্মিন্ পিতুশ্চ তনয়ঃ সুধীঃ।
সুপণ্ডিতঃ সদাচারঃ কর্ম্মঠো রামতারকঃ॥ ৮

Gadahar himself would eat a portion of the cooked rice and dishes intended for the Goddess and offer the remaining portion to the Goddess. He lost all sense of the difference between the worshipper and the worshipped, and remained unconcerned with a vacant mind. Mathuranath mused in himself, "In this state of mind, I think, it

is not possible for Gadadhar to perform the services to the Goddess which are, with him, as avoidable as poison.". So Mathuranath made up his mind to appoint another priest in the place of Gadadhar. Just at that time pandit Ramtarak, the son of Gadadhar's uncle, was available for the job. He was a good scholar and came to Dakshineswar on the look-out for a job.॥ 4 to 8 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং দেবীর ভোগ্যদ্রব্য স্বয়ং ভোজন করিয়া সেই উচ্ছিষ্ট অন্নাদি দ্বারা দেবীর ভোগ দিয়া পূজ্য পূজকভাব ভুলিয়া গিয়া বুদ্ধমুক্ত স্বভাব গদাধর শুদ্ধভাবে অবস্থান করিতেন। ৪

সেবার স্বরূপ সাধারণভাবে নিয়মিত থাকায় এমত অবস্থায় বাবা গদাধরের মহাদেবীর পূজা আমি অসম্ভব বলিয়া মনে করি বাবার অন্তকরণ সম্প্রতি বাহ্যবিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ভাবে অবস্থিত। অতএব বাবার বাহ্য পূজা বিষতুল্য ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। ৫৬

এইপ্রকার আলোচনা করিয়া মথুরবাবু অন্য একটি পূজকের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমত অবস্থায় গদাধরের খুল্লতাত রামকানাইয়ের পুত্র জ্ঞানী সদাচারী কর্ম্মকুশল সুপণ্ডিত রামতারক কর্ম্মপ্রাপ্তির জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। ৭৮

আগতঃ কর্ম্মলাভায় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে।
গদাধরস্য রোগোঽয়ং যাবন্ন যাতি নিষ্ঠিতম্॥ ৯
তাবদ্বৈ পূজনং মাতুঃ করোতু রামতারকঃ।
হলধারীতিনামাস্য মদত্তং ঠাকুরেণ বৈ॥ ১০

মধ্যলীলায়াং ৮ম অঃ।

তিষ্ঠাত্র হলধারীতি নাম্নৈব বিদিতো জনৈঃ।
হলধারী ব্রতী ভূত্বা পূজকস্য পদেঽপি তং ॥ ১১
স্বাহারার্থং শ্রীমথুর বিজ্ঞাপিত মথাকরোৎ।
স্বপাকং ভক্ষয়িষ্যামি নান্যপাকং কদাচন ॥ ১২
শ্রুত্বাতন্মথুরানাথোঽব্রবীচ্চ হলধারিণং।
কথমেব ন ভ্রাতা ভাগিনেয়োঽপি পণ্ডিতঃ ॥ ১৩

At once Ramtarak was appointed to do the services to the Goddess till Gadadhar was cured of his disease Previously Ramtarak was named as Haladhari by Gadadhar. Accordingly here also he was known as Haladhari. On his appointment he gave out to Mathuranath that he would prepare his own meal as he never took rice cooked by others. Mathuranath argued, "Why, then, do your brother and the learned nephew take the cooked rice offered to the Goddess".

বঙ্গানুবাদ :—

গদাধরের এই বায়ুরোগ যতদিন পর্য্যন্ত আরোগ্য না হয় ততদিন রামতারকই ভবতারিণীর পূজাকার্য্য করুন। এইরূপ নির্দ্ধারিত বা ব্যবস্থা হইয়াছিল। ৯

এই রামতারকের নাম পূর্বে কামারপুকুরে ঠাকুর হলধারী রাখিয়াছিলেন। এই দক্ষিণেশ্বরেও রামতারককে হলধারী নামেই পরিচিত হইতে হইয়াছিল। ১০

मध्यलीलायां पञ्चम अः।

हलधारी पूजकের পদে ব্রতী হইয়া নিজের আহারের জন্য মথুরা নাথকে জানাইয়াছিলেন যে আমি অন্যের পাককরা দ্রব্য খাই নাই। অতএব আমি নিজে পাক করিয়া খাইব। ১১।১২

মথুরবাবু হলধারীর কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন এরূপ কেন? তোর ভ্রাতা এবং পণ্ডিত ভাগিনেয় ইঁহারা দেবীর প্রসাদীয় অন্ন ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করেন। ১৩

प्रसादीयान्नं देव्यास्तौ भक्त्या भक्षयतो ध्रुवं।
मथुरेनैव सुक्तेऽपि श्रीरामतारकोऽब्रवीत् ॥ १४
भ्रातुर्मेऽभेद बुद्धित्वादुच्चमार्गावलम्बनात्।
न दोषस्तस्य तद्रूपे प्रसादीयान्न भोजने ॥ १५
भागिनेयोऽपि तस्यैव वश्यताप्राप्ति हेतुतः।
गदाधरस्य मद् भ्रातुर्मतं तन्मतमेव हि ॥ १६
कण्ठं गतेषु प्राणेषु तया न करवाम वै।
ब्रह्मण्यधर्म्मनिष्ठायास्तेन मे स्खलनं भवेत् ॥ १७
हलधारि मतेनैवा भवद्देव्याः प्रपूजनम्।
किन्त्वलौकिक भावस्थ भ्रातुर्गदाधरस्य च ॥ १८

Ramtarak replied, "As my brother has raised himself far above all such limitations he can do as he likes with impunity. My nephew is subservient to him and has no separate entity. As to myself I shall never do it to the last day of my life, as I believe that my religious austerity will be impaired if I do so." In absence of any oth r alternative, Haladhari was allowed to have his own way. He however, could not be free from all doubts as to the uncommon spiritual achievement of his brother, Gadadhar. ॥ 14 to 18 ॥

मध्यलीलायां ८म अः।

বঙ্গানুবাদ

মথুরবাবু এই রূপ বলিলেও রামতারক বলিয়াছিলেন আমার ভ্রাতা গদাধরের অভেদ বুদ্ধি বশতঃ এবং উচ্চ মার্গ অবলম্বন বশতঃ তাঁহার পক্ষে এইরূপ প্রসাদীয় অন্ন ভোজন জন্য দোষ হয় না। ১৪।১৫

ভাগিনেয় হৃদয়ও আমার ভ্রাতার বশ্যতা প্রাপ্তি হেতু তাঁহার যেরূপ মত হৃদয়রামেরও সেইরূপ মত। ১৬

কিন্তু আমাদের কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও আমরা ঐরূপ আচরণ করিব না তাহাতে আমার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম নিষ্ঠার হানি হইবে। ১৭

এই রূপ ভাবে ভোজন নিষ্ঠারক্ষা পূর্ব্বক হলধারী দেবীর পূজায় ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু হলধারী আলৌকিক ভাবে ভাবে অবস্থিত গদাধরের সাধনায় বিশেষ ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন না। ১৮

साधनायां सुविश्वासः कर्त्तुं न सर्व्वथा क्षमः।
कदापि वा तदाचारे संशयः प्रकटीकृतः॥ १८
एकदा वा सुप्रशंसां भूरिरूपामथाकरोत्।
एवमहनि कस्मिंश्चिद्भावेन तन्मयात्मना॥ २०
देव्या सह मातृभावं कुर्व्वता ठाकुरेण हि।
स्तन्यपानं कृतं देव्याः पुत्रेण शिशुना यथा॥ २१
कदापि वा पादमूले पतितः क्रन्दनस्वरैः।
क्रोड़े कुरु महादेवि पुत्रं मां पुत्रवत्सले॥ २२
एवमुक्त्वा महादेव्याः पदौ स्पृष्ट्वा स्ववक्षसा।
अश्रुभिःसिक्तं पादौ तौ दृढ़रूपमधारयत्॥ २३

মধ্যলীলায়াং ৮ম অঃ।

Some times the conduct of Gadadhar seemd to be quite unbecoming. At other times it appeared to be deserving unreserved praise. Some times again he was seen to behave like a son to his mother. He would suck the breast of the Goddess like an infant. Some times again he would fall at the feet of the Goddess and cry aloud saying, "Oh Mother, be kind to take me on your lap." He would wet the feet of the Goddess with his tears and hold them firmly. ॥ 19 to 23 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

কখনওবা গদাধরের সদাচারে সন্দেহ করিতেন কখনওবা ভূরি ভূরি প্রসংশা করিতেন এবং কোনসময়ে দেখিতেন ঠাকুর তন্ময় ভাবে দেবীর সহিত গর্ভ ধারিণী মাতার মত ব্যবহার করিতেছেন কখন ও বা শিশু পুত্রবৎ দেবীর স্তনপান করিতেছেন।

১৯।২০।২১

অন্য কোন সময়ে দেবীর পাদতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন স্বরে বলিতেছেন হে পুত্র বৎ সলে মহাদেবি আমি তোমার পুত্র। আমাকে কোলে করুন।২২

এই বলিয়া নিজ বক্ষস্থল দেবীর চরণে স্পর্শ করাইয়া অশ্রু সিক্ত পাদযুগল দৃঢ়তর রূপে ধারণ করিতেন। ২৩

ভাবোচ্ছ্বাসমিমং দৃষ্ট্বা ভৃগুধারী সুবিস্মিতঃ।
অবদদুচ্চকণ্ঠেন ঠাকুরং ভাববিগ্রহম্ ॥ ২৪
অরে ত্বামদ্য জানামি ব্রহ্মরূপিণমীশ্বরং।
শ্রুত্বৈব প্রত্যুবাচেদং ঠাকুরো ভৃগুধারিণম্ ॥ ২৫

মধ্যলীলায়াং ৩য় অঃ।

সাবধানো ভব ত্বং ভো ন পুনর্বিস্মৃতো ভব।
শ্রুত্বা গাদাধরো বাচং হলধার্য্যব্রবীদ্বচঃ॥ ২৬
ত্বৎস্বরূপং পুনস্ত্বং মে গোপ্তুং নালমসি ধ্রুবং।
ঐশ্বরিকো মহাশক্তি স্ত্বয়ি নূনং সমাগতা॥ ২৭
কৃপয়া করুণাময্যা জ্ঞাতমদ্য ময়া দৃঢ়ম্।
ততো গদাধরেণোক্তং বসাত্র দক্ষিণেশ্বরে॥ ২৮
কঞ্চিৎকালং ময়া সার্দ্ধং ততো জ্ঞাস্যামি তে মতং।
এবমুক্ত্বা মহাতেজাস্তূষ্ণীম্ভাবং গতঃ স হি॥ ২৯

On seeing such outburst of spiritual exuberance Haladhari spoke out to Gadadhar, I have realised to-day that you are none but God's own self." At this Gadadhar replied, "Be careful not to forget again." Haladhari said, "you shall not be able to conceal your true self from me. It is now beyond all doubt that you are now bestowed with the divine power. I have learnt this to-day by the grace of the Goddess." Then Gadadhar said, "Oh Haladhari, if you so please you may stay here for some time so that I may know of your views." On saying this Gadadhar kept silent. 28 to 29

বঙ্গানুবাদ :—

হলধারী গদাধর ঐ রূপ মহাভাব দেখিয়া ভাব বিগ্রহ ঠাকুরকে উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন ওরে আজ আমি তোমাকে ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান বলিয়া জানিলাম। ২৪

মধ্যলীলায়াং ৮ম অঃ।

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর হলধারীকে বলিয়াছিলেন ওহে তুমি সাবধান হও পুনর্ব্বার ভুলিয়া যাইও না। হলধারী গদাধরের ঐরূপ কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন তুমি তোমার স্বরূপ আমার নিকটে পুনরায় গোপন করিতে পারিবে না। ইহা ধ্রুব সত্য যে ঐশ্বরিকী মহাশক্তি তোমার অন্তরে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

করুণাময়ীর কৃপায় আমি আজ বিশেষ ভাবে জানিয়াছি। ২৬।২৭

তৎ পরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন ওহে হলধারী কিছু কাল আমার সহিত দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কর তাহা হইলে তোমার যথার্থ মত কি জানিতে পারিব। এই কথা বলিয়া ঠাকুর মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। ২৮। ২৯

ততঃ কতিপয়াহঃসু গতেষু হলধারিণ।
ঠাকুরাচরণং দৃষ্ট্বা ভাবান্তরমুপস্থিতং॥ ৩০
যোঽসৌ গদাধরঃ পূর্ব্বং প্রসাদীয়ান্ন ভোজনে।
ক্ষতবান্ বহুযস্তর্কং পণ্ডিতেনাগ্রজেন হি॥ ৩১
দৌনত্বস্যৈব সংসিদ্ধে বধুনা দেব এব সঃ।
সাধনার্থং সাধারণ স্যাস্পৃশ্যমশুভঞ্চ যৎ॥ ৩২
স্থানং তদ্বীতকরণং স্বহস্তেন ন কুণ্ঠিতঃ।
বিধূত্যোচ্ছিষ্টপত্রাণি মস্তকে যঃ গদাধরঃ॥ ৩৩
স্বচ্ছখিন্নে দরিদ্রাণাং গর্ত্তাগর্ম্মে ন্যপাতয়ৎ।
সম্মার্জনীং স্বয়ং নীত্বোচ্ছিষ্ট স্থানমমার্জ্জয়ৎ॥ ৩৪

After some days, on seeing the peculiar conduct of Gadadhar, Haladhari revised his opinion about Gadadhar. He observed that

Gadadhar, who entered into unending arguments with his learned elder brother against accepting offered rice, could now wash with his own hand the place covered with the untouchable remains of meals, and carry them on his head to the Ganges. 30 to 34

বঙ্গানুবাদ :—

তৎ পরে কিছু দিন গত হইলে ঠাকুরের কার্য্য কলাপ দেখিয়া হলধারীর মনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছিল। ৩০

অর্থাৎ হলধারী ভাবিয়াছিল যে গদাধর ভবতারিণীর প্রসাদের গ্রহণ বিষয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের সহিত নানা ভাবে তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন আজ সেই গদাধর দীনতা সিদ্ধি লাভের জন্য সাধারণের। ৩১

অস্পৃশ্য অনিষ্ট কারক উচ্ছিষ্ট স্থান মার্জিত এবং উচ্ছিষ্ট পত্র মস্তকে লইয়া গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিতেছেন। ৩২। ৩৩। ৩৪

পুনরন্যদিনে সাধুঃ সমবুদ্ধিমদর্শয়ৎ।
সর্ব্বজীবে শিবজ্ঞান সাধনসিদ্ধয়ে সুধীঃ॥ ৩৫

দরিদ্রোচ্ছিষ্ট ভক্তানামকরোদ্ভোজনং স্বয়ং।
মহামদাদ বোধেন মস্তকেপরিধারয়ন্॥ ৩৬

লব্ধৈবমানন্দযুতো নৃত্যতিস্ম গদাধর।
যথা ধনী লব্ধধনঃ পরমানন্দ নির্ভরঃ॥ ৩৭

হৃদা ধৈর্য্যচ্যুতিঃ প্রাপ্তো হলধারী গদাধরম্।
সক্রোধ মুক্তবান্তন্তু কিং জাতং ভোঃ কুবুদ্ধিনা॥ ৩৮

মধ্যলীলায়াং পঞ্চম অঃ।

জ্ঞানতঃ পতিতোচ্ছিষ্ট গলাধঃকরণঙ্কৃতম্।
তেন ত্বং পতিতো ভূত্বা চণ্ডালত্বং গতোঽধুনা ॥ ৩৯

পরন্তু তে পুত্রকন্যা বিবাহো ন ভবিষ্যতি।
সামাজিকজনৈ স্ত্বন্তু বর্জ্জিতো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪০

On some other day Gadadhar showed his sense of equality in all beings disregarding all difference between himself and the poor lepers. He also ate the remains of meals left by the lowest classes of people, with great devotion as if these were the gifts of God. He also danced in joy like a poor man suddenly growing rich. At this Haladhari lost his patience and said, "Oh Gadadhar what a fool you are? Don't you see that you have lost your rank and status by deliberately taking the remains of meals of the untouchable classes of people. You and your posterity will surely be condemned by society.

35 to 40

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর অন্য একদিন দরিদ্র ও কুষ্ঠাদি রোগ গ্রস্ত ব্যক্তির সহিত নিজকে কিছু মাত্র ভেদ বুদ্ধি না করিয়া সর্ব্ব জীবের সমবুদ্ধি দেখাইতেছেন। এবং সর্ব্ব জীবে শিবজ্ঞানে ঐরূপ অত্যন্ত অপবিত্র মহাপাতকী গণের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজনেরও কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না।

মধ্যলীলায়াং ৮ম অঃ।

এবং মহাপ্রসাদ বোধে মস্তকে ধারণ করতঃ দরিদ্রের ধনলাভের মত পরমানন্দ বোধে নৃত্য করিতেছেন। ৩৫। ৩৬

ঠাকুরের এইরূপ বিরুদ্ধাচরণ দেখিয়া হলধারী অধৈর্য্য হইয়া ক্রুদ্ধ ভাবে বলিয়াছিলেন তুমি কুবুদ্ধি বশতঃ এসকল কি করিতেছ। ৩৭। ৩৮

দেখ জ্ঞানপূর্ব্বক চণ্ডালাদির অন্ন খাইলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয় এইরূপ শাস্ত্র বাক্য অতএব তুমি চণ্ডাল হইয়াছ। ৩৯

সামাজিক ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক তুমি পরিত্যক্ত হইতেছ। তোমার পুত্রকন্যাদির বিবাহ হওয়া কঠিন। বা তুমি অদ্য হইতে জাতি চ্যুত হইলে। ৪০

সংসারকূপ মগ্নস্য বাক্যেন হলধারিণঃ।
অপারধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ধীরূপস্য যোগিনঃ॥ ৪১
নিঃশ্বেষং ভগ্নতামাপ ধৈর্য্য সেতুর্মহাত্মনঃ।
সুতীক্ষ্ণস্বরসযুক্ত ক্রোধস্ফুরিতাধরঃ॥ ৪২
প্রোবাচ ঠাকুরস্তন্তু পণ্ডিতং হলধারিণম্।
ত্বয়া শ্রীভগবদ্গীতা ধীতাচাধ্যাপিতা ধ্রুবং॥ ৪৩
বেদান্তবাক্য স্তোমস্য বিচারোঽপি কৃত স্ত্বয়া।
শাস্ত্রব্যাখ্যানকালে তু জগন্মিথ্যেতি মন্যতে॥ ৪৪
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগদিতি কিং নাভিভাষতে।
সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেতি সদোচ্যতে॥ ৪৫
নারায়ণ স্বরূপস্য দরিদ্রস্যান্নভোজনাৎ।
জাতাদ্য মে চিত্তশুদ্ধিঃ সাধুনামুপদেশতঃ॥ ৪৬

These words made Gadadhar furious. He at once replied, "You have not only read but

taught others that God is the only reality and every thing else that you see and feel is false. To day all impurities of my mind have been removed by taking the remains of meals left over by the poor untouchables who are but manifestations of the one and undivided" 41 to 46

বঙ্গানুবাদ :—

সংসার কূপে নিমগ্ন হলধারীর কথা শুনিয়া অসীম গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্যের আধার হইলেও মহাযোগী গদাধর অধৈর্য্য হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে মুখ বিকৃত করিয়া হলধারীকে বলিয়াছিলেন। ৪১।৪২

তুমি নয় গীতা পাঠ কর ছাত্রগণকেও গীতা পড়াও বেদান্ত দর্শনের অনুশীলন কর শাস্ত্র ব্যাখ্যার সময়ে অতি দৃঢ়ভাবে বল এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা ব্রহ্মই সত্যবস্তু সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় সর্ব্ব জীবে ব্রহ্ম দৃষ্টি করাই কর্ত্তব্য। এই সকল কথা পুনঃপুনর্বার বলিয়া থাক না? ৪৩।৪৪।৪৫

দরিদ্র নারায়ণস্বরূপ এইরূপই সাধুগণের উপদেশ। অতএব দরিদ্রগণের প্রসাদীয় অন্নভোজন করিয়া আজ আমার চিত্ত শুদ্ধি হইয়াছে। ৪৬

অত্রেদং ভগবদ্বাক্যং স্মর্ত্তব্যং পণ্ডিতৈঃ সদা।
শুনিরেব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ৪৭
কিংত্বয়া বিদিতশ্চৈষ নাহমীদৃগ্‌ভবঃ সুধী।
যদ্ধ সত্যং বদিষ্যামি করিষ্যামি প্রিয়াপ্রিয়ং॥ ৪৮
শাস্ত্রানুশীলিনং ত্বাং ধিঙ্‌মূর্খং পণ্ডিতমানিনং।
শাস্ত্রাধ্যয়ন সাফল্যং বিফলং প্রতিভাতি তে॥ ৪৯

মধ্যলীলায়াং ৮ম অঃ।

শ্রুত্বৈবং হলধারী তু শাস্ত্রসিদ্ধান্ত মুত্তমং।
স্বপাণ্ডিত্যস্যাভিমানং সর্ব্বং সমজহাত্তদা॥ ৫০

স্থূনাত্বেনাবস্থিতস্য বিদুষো হলধারিণঃ।
জাতযৈবং সুসিদ্ধান্তো জীবন্মুক্তো গদাধরঃ॥ ৫১

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে মধ্যলীলায়াং প্রারম্ভ'সা সংহিতায়াং গদাধরস্য সর্ব্বজীবে শিবজ্ঞান সাধনরূপোঽষ্টমোঽধ্যায়॥ ৮

"Those who have realised the truth never find any difference between a dog and a man. All your studies have been in vain. There is a wide gulf between what you say and what you do." On hearing this wise saying of Gadadhar, Haladhari ceased to boast of his erudition, and came to conclusion that Gadadhar had attained salvation even though he was alive. 47 to 51

Here ends the eighth chapter of Madhyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam composed by Pandit Ramendra Sunder Bhaktitirtha 8

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব এইরূপ অবস্থায় ভগবানের বাক্যই প্রমাণ বা পণ্ডিতগণের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত অর্থাৎ ভগবদ্বাক্য এই যে বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণেগবিহস্তিনি।

মধ্যলীলায়াং ৮ম অঃ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ। গীতা ৫অঃ ১৮ শ্লোক অর্থাৎ যথার্থ পণ্ডিত যিনি হবেন তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ও যেরূপ দেখিবেন গরু, হাতী, কুক্কুর ও চণ্ডালকেও সেইরূপ দেখিবেন। তুমি আমাকে তোমাদের মতই ভাবিয়াছ। তোমরা যেমন মুখে তোতা পাখীর মত ব্রহ্মই সত্যবস্তু মুখে সর্ব্বদা বল। আর কেবল মাত্র পত্নীর প্রিয়কার্য্য সম্পাদনেই সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাক। ৪৭।৪৮

তোমাদের মত শঠতা বুদ্ধি আমার নয়? শাস্ত্রানুশীলনকারী পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ তোমাকে ধিক তোমার শাস্ত্র পড়া নিষ্ফল ইহা আমি দিব্য চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি। ৪৯

হলধারী ঠাকুরের এইরূপ সর্ব্বোত্তম শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ও যুক্তি পূর্ণ কথা শুনিয়া নিজের পাণ্ডিত্যাভিমান দূরীভূত হইয়াছিল। ৫০

এবং অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত পণ্ডিত হলধারীর ইহাই সুসিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে গদাধর জীবন্মুক্ত পুরুষ। ৫১।৫২

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের মধ্যলীলার অষ্টম অধ্যায়ে গদাধরের খুড়তুত ভাই রামতারক বা হলধারীর ভবতারিণী কালিকার পূজায় ব্রতী হওয়া এবং গদাধরের সর্বভাবে শিবজ্ঞান সাধনা বলা হইল। মঃ ৮মঃ সমাপ্ত

মধ্যলীলায়াং নবমোধ্যায়ঃ

মন্দিরস্য প্রতিষ্ঠায়া গতং বর্ষচতুষ্টয়ং।
কিন্তু গদাধরস্যায়ং দিব্যোন্মাদো গতো ন হি॥ ১
স্বাম্যবিদ্রি র্বিনোপত্নৈর্বিযুক্তং বিফলৈঃ।
ন যাদৃঙ্নিষ্ফলস্যাস্য গরলস্য ভবতি ধ্রুবং॥ ২
সাধুন্মাদাদভাবস্য ন কিঞ্চিন্ পরিবর্ত্তনং।
ভবিষ্যতীতি নঃ সাক্ষাদম্মতাধারণা মতা॥ ৩

মধ্যলীলায়াং ৫ম অঃ।

উন্মাদরোগমুক্ত্যর্থং মথুরো চিন্তিতো ভৃশং।
হৃদয়েন সমালোচ্যাবৈধোপায়ঃ সমাশ্রিতঃ॥ ৪

আরোগ্য ব্যানুরোধেন রূপেণা প্রতিমা ভুবিঃ।
আনীয় তরুণীং কাঞ্চি ত্তস্য শয্যা সমীপতঃ॥ ৫

অরক্ষদুপভোগার্থং শীঘ্রন্তদ্রোগমুক্তয়ে।
তদা গদাধরোঽন্যত্রা বস্থিতো ধ্যানমাস্থিতঃ॥ ৬

It was four years since the temples had been founded, but Gadadhar could not be cured of his divine madness. At last the physicians declared that he could be cured of his madness by sexual intercourse. Accordingly, in consultation with Hriday, Mathuranath managed one night to keep a beautiful women by the side of the bed of Gadadhar who happened to be away from his room. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

মন্দির প্রতিষ্ঠার পর প্রায় ৪ বৎসর গত হইলেও গদাধরের দিব্যোন্মাদ বা সাধারণ লোকের নিকটে পাগল ভাব নষ্ট হইয়াছিল না। ১

বহুতর চিকিৎসকগণ গদাধরকে দেখিয়া এইরূপ বলিয়া ছিলেন যে যতদিন পর্য্যন্ত গদাধরের স্ত্রী সংসর্গ না হইবে ততদিন পর্যন্ত উন্মাদরোগ আরোগ্য হইবে না ইহাই আমাদের শাস্ত্রাচার মত।

মধ্যলীলায়াং ৫ম অঃ।

মথুরবাবু চিকিৎসকগণের অভিপ্রায় জানিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া হৃদয়রামের সহিত যুক্তি করিয়া ঠাকুরের রোগ আরোগ্যের জন্য একটি অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ৪

অর্থাৎ কোনও একটি পরমা সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোককে ঠাকুরের উপভোগের জন্য সন্ধ্যার পর তাঁহার শয্যার পার্শ্বে রাখিয়াছিলেন। ৬

প্রবিশ্য তরুণীং দৃষ্ট্বা সায়াহ্নে তাং গৃহান্তরে।
অপূর্ব্বোল্লাসতঃ সূচ্চকণ্ঠং হৃদয়মাহ্বয়ৎ॥ ৩
অরে হৃদু হৃদু ইতি বারং বারং বদংশ্চ সঃ।
এহ্যেহি পশ্য শীঘ্রং নো মেহে কেয়ং সমাগতা॥ ৮
হৃদয়োঽতি তরাং ধাবংস্তত্রাগত্য সবিস্ময়ঃ।
স্তব্ধীভূত স্তাং তরুণীং দদর্শাশ্চর্য্যবত্তদা॥ ৯
গলদশ্রুলোচনেভ্যোমুন্মত্তো মাতুলো মহান্
প্রণম্য তরুণীংতান্তুগদ্গদেন স্বরেণ বৈ॥ ১০
মা মা মেতি বদনমুরি বদ্ধাঞ্জলি পুরঃসরং।
বীরাসনেনোপবিশ্য প্রার্থনা মকরোত্তদা॥ ১১
কৃপয়াস্মদ্ গৃহে যস্মাদাগতা ভবসুন্দরি।
অতস্তব দীনহীন পুত্রায় দেহি চাশিষম্॥ ১২

At night on entering his room Gadadhar found the woman standing. He at once shouted in great joy and called in Hriday who feigned to be greatly surprised. Gadadhar knelt down with folded hands and prayed to her with tearful

eyes, "Oh Mother, if thou hast been pleased to come to my cottage, be pleased to give your blessing to my humble and wretched self."

7 to 12

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তৎপরে রাত্রিতে ঠাকুর পঞ্চবটীর কুটীরে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়াই আনন্দের সহিত অতি উচ্চ কণ্ঠে অর্থাৎ চিৎকার করিয়া ভাগিনেয় শ্রীমান্ হৃদয়রামকে ডাকিয়াছিলেন। ৭

অর্থাৎ বলিয়াছিলেন ওরে হৃদু হৃদু হৃদু শীঘ্র এখানে আয়রে শীঘ্র আয়। আসিয়া দেখ, আমাদের কুঁড়ে ঘরে কে একটি অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্যবতী পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক রাখিয়া গিয়াছে।

এইরূপ ভাবে বারম্বার হৃদয়কে ডাকিবা মাত্র হৃদয়রাম তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আসিয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া যেন কিছুই জানেন না অত্যন্ত আশ্চর্য্যের মত হইয়াছিলেন। ৮।৯

তৎপরে দেখিলেন সেই পাগল মাতুল চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া মা, মা, মা এইরূপ পুনঃ পুনর্ব্বার গদ গদ স্বরে বলিয়া বীরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক করযোড়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১০।১১

হে ভবসুন্দরি যদি কৃপাপূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র কুটীরে পদার্পণ করিয়াছ তবে তোমার এই দীন হীন পুত্রকে আশীর্ব্বাদ কর। ১২

যেন মে মনসী বাঞ্ছা পুরয়েজ্জগদম্বিকা।
নারীমাত্রে মাতৃবুদ্ধিষ্ঠা সা মুগ্ধতা গতা ॥ ১৩

मध्यलीलायां ७म अः।

ठाकुरस्य परीक्षायं वैद्योपदेशतोऽथवा।
रोगशून्य कारयित्वा विषयास्वादसंयुत॑ ॥ १४
कर्तु॑ त॑ मथुरेणेदृगुपायश्चावलम्बितः।
किन्त्वक्षाङ्गुतचर्य्यां स दृष्ट्वे मा॑ ज्ञातवा॑स्तदा ॥ १५
स्पर्शमनेः स्पर्शहेतोरायस॑ याति हेमता॑।
आयसस्य तु संस्पर्शान्नभवे दायस॑ मणिः ॥ १६
तथेयं सुखसंस्पर्शा तरुणी कोमलात्मिका।
अतीव सौन्दर्ययुता कामुक प्रीतिदायिका ॥ १७
असीम संयमप्राप्त साधनासिद्ध योगिनः।
दृशैनैव निर्धूत पापारूपान्तर॑ गता ॥ १८

"Bless me that the Mother of the universe fulfils my desire." The woman became surprised to hear all this. Mathuranath took recourse to this plan to cure Gadadhar of his madness and to tempt him to family life, or it might be that he did so to test his holy innocence. When iron comes into contact with the magic stone it turns into gold but the magic stone dose not change into iron. The words of Gadadhar roused the holiness in the woman and she fell at the feet of Gadadhar. 13 to 18

বঙ্গানুবাদ :—

যেন জগদম্বা আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। তখন সেই যুবতী ঠাকুরের নারী মাত্রে মাতৃভাব দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়াছিলেন। ১৩

মধ্যলীলায়াঽষ্টম অঃ।

ঠাকুরের রোগ মুক্তির জন্য বৈদ্যবর্গের উপদেশ অনুসারে অথবা ঠাকুরের পরীক্ষার জন্যই বা হউক যে কোন ও প্রকারে ঠাকুরকে বিষয়ে প্রবেশ করাইবার জন্য মথুরবাবু এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৪

কিন্তু এইরূপ অবস্থায় ঠাকুরের অলৌকিক আচরণ দেখিয়া মথুরবাবুর এইরূপ মনে হইয়াছিল যে স্পর্শমণির স্পর্শ বশতঃ লৌহ স্বর্ণ হয়। কিন্তু লৌহের স্পর্শে স্পর্শমণি লৌহ হয় নাই। ১৫।১৬

সেইরূপ এই কোমলাঙ্গিনী স্পর্শ মাত্রে সুখদায়িনী কামুক ব্যক্তিগণের অত্যন্ত প্রীতিদায়িকা সর্ব্ব সৌন্দর্য্য যুক্ত তরুণী হইলে ও অসীম সংযমী সাধনা সিদ্ধ যোগীর দর্শন মাত্রে সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তা হইয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে বিলুণ্ঠিতা হইয়া ক্রন্দনস্বরে বলিয়াছিলেন। ১৭।১৮

সা পদৌর্লুণ্ঠিতা সদ্য ভবাচ করুণস্বরৈঃ।
পিতস্তে বহবো বিজ্ঞাঃ স্বরূপং ন বিদন্তি বৈ॥ ১৯
কথং জানামি তে রূপং সর্ব্বৈর্যা নিন্দিতাহ্যহং।
ক্ষমস্ব কৃপয়া দেব মামুদ্ধর দয়ানিধে॥ ২০
এবমুক্ত্বা তদা নারী সর্ব্বস্বং পরিহায় সা।
গলল্লম্বীকৃতাবাসা তৎ পাদলুণ্ঠিতা সতী॥ ২১
প্রণম্য দেব দেবেশং জ্ঞাত্বা নারায়ণং হরিং।
তদ্দিনাবধি তত্তৈব সাধনায়াং রতা ভবৎ॥ ২২
তদা মথুরানাথেন মনস্যেতদ্ বিচিন্তিতং।
ঠাকুরেণ সুবিজ্ঞাতং মমেদং দুষ্টচেষ্টিতং॥ ২৩
চেতো বিকার বার্ত্তেয়ং দেবস্য বহুভির্জনৈঃ।
কৃতা পল্লবিতা তত্ত্ব যত্র জানাতি গদাধরঃ॥ ২৪

মধ্যলীলায়াং ৫ম অঃ।

चन्द्रादेव्यपि पुत्रस्य चिन्तयाकुलिता भृशं।
सविधे संरक्षणाय शुश्रूषा यत्न हेतवे ॥ २५
मात्रा संप्रेरितः कश्चित् कामारपुकुराज्जनः।
शीघ्रं तत्र समागत्य दक्षिणेश्वर मन्दिरे ॥ २६
गदाधरं तत्र नेतुं मथुराय न्यवेदयत्।
आकर्ण्य मथुरानाथः शुभं मत्वा व्यचिन्तयत् ॥ २७
सम्भावना रोगमुक्तेः स्थानस्य परिवर्त्तनात्।
स्नेहमय्या जनन्यास्तु सर्व्वदा परिचर्य्यया ॥ २८
एवं तुष्टेन मनसा दातुं मात्रे धनं बहु।
वक्षयं सदभृत्ययुतं गोयानेन समन्वितं ॥ २८
अस्त्रशस्त्रदण्डधारि संरक्षक जनैर्युतं।
वाष्प संरुद्धकण्ठस्तु मथुरः साश्रुलोचनः ॥ ३०

On hearing the news, Chandra Devi became much perturbed and sent a man to Dakshineswar to bring Gadadhar to Kamarpukur. The man delivered the message to Mathuranath who was *glad to receive it ; for he thought that the change* of place and climate might be beneficial to Gadadhar. So he gave a very large sum of money and sent Gadadhar in a cart escorted by a large number of armed guards. He also said with tearful eyes. 25 to 30

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই লোকটিকে বলিয়াছিলেন যে আমি আমার গদাধরকে কাছে রাখিয়া চিকিৎসা করাইব। মাতা চন্দ্রাদেবীর এইরূপ

मध्यलीलायां ৫ম অঃ।

আদেশ লইয়া সেই লোকটি দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া মথুরবাবুকে জানাইয়াছিলেন। মথুরবাবু ও ভাল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ২৫।২৬।২৭

স্থান পরিবর্ত্তনে এবং মাতৃস্নেহে রোগমুক্তির বিশেষ সম্ভাবনা অতএব জন্মভূমিতে যাইলে বাবার ভালই হইবে। ২৮

মথুরানাথ এইরূপ ভাবিয়া মাতা চন্দ্রাদেবীর উদ্দেশে বহুতর অর্থ ও নানা প্রকার বস্ত্র তৈজসাদি দিয়া বহু গোশকটে বহুতর প্রহরীর সহিত বাবা গদাধরকে পাঠাইবার সময় কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে বলিয়াছিলেন। ২৯।৩০

उवाचेदं सविनयं गच्छन्तं तं गदाधरं।
शीघ्रं प्रत्यागमं याचे तवाहं क्षुद्र किङ्करः॥ ३१
तदङ्घ्रिधूलि मागृह्य प्रणम्य च पुनः पुनः।
साधुं सं प्रेषयामास जन्मभूदर्शनाय सः॥ ३२
एवं पञ्चषष्ठ्यधिक द्वादश शतसंख्यके।
बङ्गाब्दस्य मध्यभागे त्रयोविंश वयःक्रमे॥ ३३
पैतृकभवने जन्मस्थाने दीर्घदिनात् परं।
पुनर्गृहं समागत्य सुस्थचित्तो गदाधरः॥ ३४
ग्रामवासिजनैः सार्द्धमुवासानन्दयुक् सदा।
दक्षिणेश्वर वार्त्ताञ्चो वाच सर्व्वान सुहृज्जनान्॥ ३५
एव कियद्दिने याते यो भावो दक्षिणेश्वरे।
तद्भावः पुनरत्रैवागतस्तत् पितृसद्मनि॥ ३६

"I, your humble servant, pray for your early return." With these words Mathuranath took

मध्यलीलायां ৫ম অঃ।

the dust from the feet of Gadadhar and sent him to his native place. In the Bengali year, 1265, at the age of twenty three, Gadadhar returned to his home in his native village and felt very happy. He enjoyed the company of the villagers very much and told his friends all about Dakshineswar. After some days he however, relapsed to the state of mind whieh he had at Dakshineswar.
31 to 36

বঙ্গানুবাদ :—

বাবা আপনার অতি অধম এই দাসানুদাস দক্ষিণেশ্বরে পুনরাগমন প্রার্থনা করে। ৩১

এই বলিয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে পুনঃ পুনর্ব্বার ধারণ পূর্ব্বক জন্মভূমি পরিদর্শন জন্য বাংলা সন ১২৬৫ সালের আশ্বিন মাসে গদাধরের তেইশ বৎসর বয়সে পাঠাইয়াছিলেন। ৩২।৩৩

নিজের জন্মভূমিতে পিতার গৃহে—বহু দিনের পর আসিয়া গদাধর বেশ সাধারণ লোকের মত সুস্থ অবস্থায় গ্রামবাসি লোক সকলের সহিত দক্ষিণেশ্বরের বৃত্তান্ত আলাপ আলোচনায় সর্ব্বদাই আনন্দে থাকিতেন। ৪।৩৫

এইরূপ ভাবে কিছুদিন গত হইলে দক্ষিণেশ্বরে যেরূপ দিব্যোন্মাদ অবস্থা হইত সেইরূপ এই পিত্রালয়ে হইল। ৩৬

मामेति सूच्यध्वनिना व्याकुला क्रन्दनेन च।
भावावेशात्तदा प्राप्तो बाह्यज्ञान विलुप्ततां॥ ३७
आतङ्किताः परिजना श्चान्योऽपि भयविह्वलाः।
तत् पल्लीवासिनश्चापि बभूवुः शङ्किता भृशं॥ ३८

मध्यलीलायां ८म अः।

यदा व्याकुलितो भावो नायात छाकुरस्य हि।
तदा भूतिर्खाल इति वुधुइ मोड़ल इत्यपि ॥ ३९
नाम्ना महा श्मशाने द्वे पल्लीप्रान्तद्वये स्थिते।
अत्युच्चगतिमन्तोऽपि पुरुषा दिवसेऽपि च ॥ ४०
यातुं पिल्लवने तेऽपि भृशं भीता भवन्ति वै।
अमानिशान्धकारे स एकलः श्रीगदाधरः ॥ ४१
प्रीत्य रात्रिं प्रातःस्नात्वा पुष्प हस्तो गृहेऽविशत्।
कस्याश्चिदपि वा रात्रां तदोयोमध्यमाग्रजः ॥ ४२

Gadadhar would very often cry out, "Mother" and fall into a swoon. All his friends, relatives and also the villagers got frightened. When Gadadhar was not agitated by the stroke of divine madness he would go in the moonless night to the burning grounds of Budhui Mandal and Bhuti's canal and after passing the night there all alone he would return home in the morning with flowers in his hand. 37 to 42

বঙ্গানুবাদ

মা মা বলিয়া উচ্চৈঃ শব্দে ব্যাকুলিত হইয়া ক্রন্দন। এবং ভাবাবেশে তন্ময়তা বশতঃ বাহ্যজ্ঞান শূন্যতা এইরূপ দেখিয়া পল্লীবাসী ও আত্মীয় স্বজন সকলেই নানা প্রকার ভাবে ভীত হইয়াছিলেন। ৩৭।৩৮

যে সময় গদাধরের ব্যাকুলিত ভাব না হইত তখন কামারপুকুরে দুই দিকের দুই শ্মশানে অর্থাৎ একটি বুধুই মোড়লের শ্মশান।

অন্যদিকে ভূতির খাল বলিয়া শ্মশান এই দুইটি শ্মশানে অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রিতে একা গদাধর সমস্ত রাত্রি থাকিয়া প্রাতঃকালে স্নান করিয়া পুষ্প হস্তে ঘরে আসিতেন। যে দুইটি শ্মশানে অতি বলিষ্ঠ ব্যক্তি ও দিবাভাগেও একা যাইতে পারিতেন না।

৩৯।৪০।৪১

রামেশ্বর স্তদন্বেষী জপদীপযুতঃ সুধীঃ।
গদাধরেতিনাম্না চ শ্মশানস্থা বিদূরতঃ॥ ৪৩
আহূতবান্ সাগ্রহং তং ভ্রাতরং শ্রীগদাধরং।
শ্রুত্বেবং তত্ক্ষণাদূচে গচ্ছামি শ্রীঘ্রমেব হি॥ ৪৪
ত্বমস্যাং দিশিমাগচ্ছ তবানিষ্টং ভবিষ্যতি।
এবং তত্তদাচরণং দৃষ্ট্বা তত্স্থানবাসিনঃ॥ ৪৫
সর্ব্বেঽপি মেনিরে তত্র সাধনার্থং গদাধরঃ।
রাত্রৌ শ্মশানমভ্যেতি সাধনাসিদ্ধয়ে সুধীঃ॥ ৪৬
প্রায়েন প্রকৃতিস্থং তং গদাধর মতঃপরং।
পশ্যন্তি স্নেহসযুক্ত চক্ষুষা গ্রামবাসিনঃ॥ ৪৭
অপূর্ব্বে মানবস্যাস্য যস্যার্ঘে ব্যাকুলং মনঃ।
মর্ম্মস্পর্শী সদোচ্ছ্বাসো রোদনঞ্চ নিরন্তরং॥ ৪৮

In some nights Rameswar, the elder brother of Gadadhar would go towards the burning grounds in search of Gadadhar and call him from a distance. At once Gadadhar would reply, "I am coming presently. Please do not come nearer, for mischief may come to you." Every body was convinced that Gadadhar went to the

burning place to attain the finale of his penance. Gadadhar became the object of affection of all. It was a general belief that Gadadhar must have already seen the Goddess for whom he cried with so much agony and ardour. 43 to 48

বঙ্গানুবাদ ঃ—

কোনও একটি রাত্রে গদাধরের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর অনুসন্ধানে জানিলেন যে গদাধর শ্মশানে গিয়াছে। তখন ২।১টি লোক এবং হ্যারিকেন আলোক সঙ্গে লইয়া শ্মশানের কিছু দূর হইতে গদাধর গদাধর বলিয়া ডাকিলে সসব্যস্তে অতি উচ্চস্বরে গদাধর বলিলেন ওগো দাদা তুমি এদিকে এসো না তোমার অনিষ্ট হবে। আমি এখুনি যাচ্ছি। ৪২।৪৩।৪৪

গদাধরের এইরূপ কার্য্যকলাপ দেখিয়া কামারপুকুর নিবাসী লোক সকল মনে করিয়াছিলেন যে গদাধর সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্যই শ্মশানে যায়। ৪৫।৪৬

এবং যখন সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হন তখন গ্রামবাসী সকলেই গদাধরকে স্নেহ করেন। ৪৭

এই অলৌকিক মানবের যাঁহার জন্য সর্ব্বদাই মন ব্যাকুলিত উচ্ছ্বসিত ও মর্ম্মস্পর্শকারী ক্রন্দন ইত্যাদি ভাব প্রবণতার লক্ষণ দেখিয়া লোক সকল মনে করিতেন বোধ হয় গদাধর সাধনমেত পানে সুতৃপ্ত হইয়াছেন। ৪৮।৪৯

দৃষ্ট্বা বিলীনং তৎ সর্ব্বং বিদুঃ সর্ব্বং সুনিশ্চিতং।
সাধনামৃতপানেন সুতৃপ্তোঽয়ং গদাধরঃ॥ ৪৯

মধ্যলীলায়াং ৯ম অঃ।

साधकानुग्रहार्थाय भक्ताभिष्ट प्रदायिनी।
चिदानन्दमयी काली स्वमूर्त्तिं तमदर्शयत्॥ ५०
यन्महासाधकानां हि काम्यमेकान्त दुर्लभं।
तदायत्तमभूत्तस्य दुष्प्रापमपि दैवतैः॥ ५१
साधकस्यैकनिष्ठस्य साधनाशक्तिशालिनः।
सुधाफलं समुद्भूतं भविष्यति न संशयः॥ ५२
पूर्व्वं साधनकालेतु दक्षिणेश्वर मन्दिरे।
जगन्मातुः स्वरूपस्य सकृद्दर्शनतः परं॥ ५३
याकाङ्क्षा साधकमनः करोत्युद्वेजितं सदा।
अत्र महाश्मशाने तां साधना समपूरयत्॥ ५४

इति योगीन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीरामकृष्णभागवते पारमहंसां संहितायां गदाधरस्य दक्षिणेश्वरात् जन्मस्थान प्राप्तानन्तरं श्मशाने देव्याः साक्षाद्दर्शनरूप मध्यलीलाया नवमोध्यायः। ९ सः।

It was very probable that Goddess Kali had been pleased to show her real self to Gadadhar and to fulfil his desire. Having seen the Goddess once at Dakshineswar. Gadadhar went frequently to the burning place to pacify his mental agitation, 49 to 58

Here ends the ninth chapter of Madhyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by *Pandit Ramendra Sundar Bhaktitirtha.*

বঙ্গানুবাদঃ—

সাধক গদাধরকে ভক্তবাঞ্ছাপ্রদাত্রী জ্ঞানানন্দ স্বরূপিনী কালিকা দেবী নিজমূর্ত্তি অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন। ৫০

মধ্যলীলায়াং ৫ম অঃ।

যে দর্শন মহা মহা সাধকগণও নিত্য কামনা করেন। এবং অত্যন্ত দুর্লভ দেবতাদিগেরও দুঃসাধ্য সেই ভগবতীর দর্শন তিনি করিয়াছিলেন। ৫১

একনিষ্ঠ গদাধরের সাধনা রূপশক্তি বৃক্ষের যে সুধাফল সমুদভূত হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। ৫২

ইহার পূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে সাধনাকালে জগদম্বার একবার প্রত্যক্ষের পর যে আশা সাধকের মনকে উদ্বেজিত করিয়াছিল এই কামারপুকুরের মহাশ্মশানে সাধনা দ্বারাই সেই আশা সম্যক রূপে পূরণ হইয়াছিল। অর্থাৎ সর্ব্বদাই জগদম্বা কে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ৫৩।৫৪

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ ভাগবতের মধ্যলীলার নবম অধ্যায় গদাধরের দক্ষিণেশ্বর হইতে জন্মস্থান কামারপুকুরে আগমন এবং ঐ স্থানের শ্মশানে সিদ্ধিলাভ বলা হইল। মঃ ৯ অঃ সমাপ্ত।

মধ্যলীলায়াং দশমোঽধ্যায়ঃ

শান্তান্তঃকরণং পুত্রং দৃষ্ট্বা মাতা ব্যচিন্তয়ৎ।
নোন্মত্তেনাধুনা তুল্যঃ সুতো মামেতি রোদিতি ॥১
নাতঃপরং শ্মশানং স যাতি রাত্রৌ যদা তদা।
উত্তমঃ সহজোভাবঃ সারল্য প্রতিমূর্ত্তিকঃ ॥ ২
মাত্রা জ্ঞাতং হি মৎ পুত্রো রোগমুক্তো ন সংশয়ঃ।
পুত্রো মে যদি ভূয়োঽপি পীড্যতে পরতোরুজা ॥ ৩
ইত্যাশঙ্ক্যা লোচনার্থং স্ত্রিয়ঃ স্নিগ্ধা নিমন্ত্রিতাঃ।
গদাধর বিবাহার্থং মুচিরে তা বরাঙ্গনাঃ ॥ ৪

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ।

সদারমতিশীঘ্রং ত্বং কুরু দেবি গদাধরং।
বিবাহযোগ্য বয়সঃ পুত্রস্য দারকর্ম্মণি ॥ ৫
নানিষ্পন্নে সাংসারিকী মতিঃ শুদ্ধা ভবিষ্যতি।
বায়ুরোগেণাপি পুনরাক্রান্তো ন ভবেদিতি ॥ ৬

After some days it was observed by Gadadhar's mother that he did not lose his balance of mind any more, nor frequent the burning place as before. He was now quite easy-going and plain-living. So she was convinced that he was cured of his disease But with the fear that Gadadhar might be attacked again with the disease, she held a meeting with the wise ladies of the village for a discussion in the matter. All of them opined that Gadadhar had attained marriageable age and it was high time that he should be married which would settle his mind and permanently cure him of the disease. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

দিন কয়েক পরে মাতা চন্দ্রাদেবী পুত্র গদাধরকে শান্তভাব স্বরূপ দেখিয়া ভাবিয়া ছিলেন সম্প্রতি গদাধর পাগলের মত আর মা মা বলে কাঁদে না। এবং যখন তখন রাত্রি কালে শ্মশানে যায় না অতি উত্তম স্বাভাবিক ভাব। সর্ব্বদা সারল্য পূর্ণ দেহ। ১।২

অতএব গদাধর রোগমুক্ত ইহা নিঃসন্দেহ মাতা এইরূপ জানিয়াও যদি পুনর্ব্বার পীড়িত হয় এই রূপ ভাবিয়া কর্ত্তব্য পটু স্ত্রীলোক সকলকে আলোচনার জন্য ডাকিয়া ছিলেন। সেই বরাঙ্গনাগণও গদাধরের বিবাহের জন্য বিশেষ ভাবে বলিয়াছিলেন। ৩।৪

গদাধরকে শীঘ্র শীঘ্র পত্নী যুক্ত কর। বিবাহযোগ্য পুত্রের বিবাহ না দিলে সংসারিক বুদ্ধি ভালভাবে হয় না। বিবাহ দিলে বায়ুরোগও ভাল হইবে। ইহাই আমাদিগের যথার্থ শুভদায়ক মত। ৫।৬

एवमस्मन्मतं देवि सुदृढं शुभदायकं।
तामेवं मनःपूता वाचयन्द्रा मनस्विनी ॥ ७
श्रुत्वा मध्यम पुत्रेण सहोद्वाहे समुत्सुका।
गदाधरो यदि ज्ञात्वा स्व विवाह विनिश्चयं ॥ ८
कृत्वा मतान्तरं बाधां पदास्यतीति शङ्कया।
स्थिरीकृते तु सम्बन्धे न किञ्चिद्वक्तुमर्हति ॥ ९
यस्मात् संगोपनं मात्रा कृतं पुत्र विमर्शनं।
एकेन दिवसेनैव तदभूत् सुविनिश्चित ॥ १०
तदा श्रीहृदयरामो दक्षिणेश्वर मन्दिरात्।
प्रत्यागतो मातुलस्य वार्त्तां विज्ञातुमात्मना ॥ ११
सर्वाग्रे मातुलो दृष्ट्वा हृदयं प्राह सस्मितं।
अरे हृदु किं शृणोपि वार्त्तामितरां शुभां ॥ १२

According to the advice of the wise ladies, Chandra Devi discussed the matter with her second son, and made up her mind to get Gadadhar married. She however, thought it wise not to disclose the matter to Gadadhar before the negotiation was *finally settled. On that* very day Hridayram came to Kamarpukur from Dakshineswar to see his uncle. He was first seen by Gadadhar who at once said to him with a

laugh, "Oh Hridu have you heard the good news? Every effort is being made to get me married." 7 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সকল স্ত্রীলোকের মন্তব্য শুনিয়া চন্দ্রাদেবী মধ্যম পুত্র রামেশ্বরের সহিত আলোচনা করিয়া গদাধরের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ৭

কিন্তু গদাধর যদি নিজের বিবাহ জানিতে পারিয়া অসম্মতি প্রকাশ করে অথবা বাধা দেয় তজ্জন্য আমরা এক প্রকার স্থির করিলে আর কিছু বলিতে পারিবে না। ৮।৯

এইরূপ জল্পনা কল্পনা করিয়া চন্দ্রাদেবী যে সকল পরামর্শ অত্যন্ত গোপন করিয়াছিলেন। গদাধরই সেই সকল যুক্তির সুমীমাংসা করিয়াছিলেন। ১০

অর্থাৎ এই সময়ে হৃদয়রাম মাতুলের শুভাশুভ সংবাদ লইবার জন্য কামারপুকুরে মাতুলের গৃহে আসিলে সর্ব্বাগ্রে গদাধর হৃদয়রাম ভাগনেয়কে দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

ওরে হৃদু তুই কি শুনিয়াছিস একটি অতিশয় শুভাবহ কথা।

১১।১২

সর্ব্বৈর্মম বিবাহার্থং মহোরাত্রং বিচেষ্টিতং।
একামপি সুকন্যান্তু প্রাপ্নুবন্তি ন তে ক্বচিৎ॥ ১৩
প্রাপ্যা বা কথমেতৈ র্হি সা কন্যা যত্র বিদ্যতে।
জয়রামবাটী গ্রাম বাস্তব্যাতি মহাশয়॥ ১৪
রামচন্দ্র দেবশর্ম্ম মুখোপাধ্যায় পুত্রিকা।
ষড়র্ষীয়া সারদাখ্যা সা মে ভার্য্যা ভবিষ্যতি॥ ১৫

मध्यलीलायां १०म अः।

मनोवचनयो र्याच्छन्तद्वाक्यं मातुलाग्यतः।
श्रुत्वा श्रीहृदयरामः क्षणं वाक्शून्यतां गतः॥ १७
योषित् सङ्गो मातुलस्य यादृशो दक्षिणेश्वरे।
दृष्टो हृदयरामेन तस्यैवेदृक् सुभाषणम्॥ १७
अद्यापि व्यवहारः स नेत्रयोः प्रतिभाति मे।
अस्याद्भुत मातुलस्य कैदमद्भुत भाषणम्॥ १८
केवलं स्व विवाहेऽस्य नानिच्छा विद्यते ध्रुवं।
भाविन्या सहधर्म्मिण्या गदितं प्राप्तिकारणम्॥ १९

"But no girl has been found to be suitable. How can they find the bride if they do not go to the place where she lives? The six-year old girl, named Saroda, who is the daughter of Ramchandra Mukhopadhyaya of the village of Jayrambati, will be my wife." Hriday, who could distinctly remember the attitude of his uncle to women folk at Dakshineswar, could not imagine such words from him. 13 to 18

বঙ্গানুবাদ:—

অর্থাৎ এখানে সকলেই আমার বিবাহের জন্য দিবারাত্র বহুতর চেষ্টা করিয়াও কোথাও একটি ভাল মেয়ে পাইতেছে না। ১৫

কি করেই বা পাবে সেই কন্যা যেখানে আছে বলছি শোন জয়রাম বাটী গ্রামে খুব ভাল লোক রামচন্দ্র মুখুজ্যের মাত্র ছ বছর বয়সের একটি কন্যা সারদা নামে আছে। সেইটিই আমার স্ত্রী হইবে। আমার জন্যই সেই মেয়েটিকে ঠাকুর ঠিক করে রেখেছে।

১৪।১৫

মাতুলের মুখে বাক্য মনের অতীত সেইরূপ কথা শুনিয়া হৃদয়রাম মুখে কথা বলিতে না পারিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে এই মাতুলের দক্ষিণেশ্বরে স্ত্রীলোকের সহিত যেরূপ ব্যবহার আজ পর্য্যন্ত ঠাকুরের সেই সকল ব্যবহার আমার চক্ষের সামনে ভাসচে। সেই মাতুলের মুখে এইরূপ কথা ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। ১৬।১৭।১৮

ততঃ সাধারণজনে বাগিয়ং সুপ্রচারিতা।
চতুর্হি স্তু স্তেতস্তস্যাঃ কন্যায়া মার্গনে কৃতে ॥ ২০
গবুয়তি গ্রামে জয়রামবাটী
গ্রামে হি কামারপুরাৎ স্ববাসাৎ।
শ্রীরাচন্দ্রস্য সুতাস্তি কাচি
দিত্যং ব্যজানীত গদাধরাম্বা ॥ ২১
বয়সা ষড়ব্দমিতা সুরূপা মৎকুলোদ্ভবা।
মম্বাদমিমমশ্রৌষীজ্জননী পুত্রবৎসলা ॥ ২২
সংসারবৈরাগ্যযুতস্য সাধোঃ পুত্রস্য বৈবাহিক বন্ধনার্থং।
মাত্রা তথা সৎ স্বজনাদিভিশ্চ কন্যা যুবত্যেব সুকাঙ্ক্ষনীয়া ॥ ২৩

Hriday understood that Gadadhar was not only willing to marry but also speaking of the way to get the bride. However Chandra Devi got the news of the bride, the daughter of Ramchandra at Joyrambati. Even though a grown-up girl was desired by all to attract Gadadhar to family life, all agreed to marry Gadadhar to this six-year old girl in view of Gadadhar's forecast and Chandra Devi's willingness. 19 to 28

বঙ্গানুবাদ :—

কেবলমাত্র নিজের বিবাহসম্পূর্ণ মত আছে তাহা নয় ভাবী পত্নী কোথায় আছে তাহাকে কিরূপে পাওয়া যাইবে তাহাও বলিতেছেন। ১৯

ইহাও অত্যাশ্চর্য্য পরে সকলে এই কথা জানিয়াছিল যে গদাধরের বিবাহ বিষয়ে নানা প্রকার চেষ্টা হইতেছে। গদাধরের মাতা এবং আত্মীয় সকল বহুস্থানে অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে অবগত হইল যে কামারপুকুরের দুই ক্রোশ দূরে জয়রাম বাটী নামক গ্রামে সদাচারী সদ্‌গুনান্বিত সুপণ্ডিত মুখ্য কুলীন রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি ষড়বর্ষ বয়স্কা সুরূপা সদ্‌গুণবতী সুকুমারী কন্যা আছে। এই সংবাদটি মাতা চন্দ্রাদেবী শুনিয়াছিলেন। ২০।২১।২২

সংসার বিরাগী সাধু পুত্রের বিবাহ করণার্থে যুবতী কন্যাই আত্মীয়গণের প্রার্থনীয়। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় সাধু পুত্রের বাল্য ও মাতা চন্দ্রাদেবীর ইচ্ছা দর্শনঃ অল্প বয়স্কা ঐ কন্যাটিকেই সকলেই মনস্থ করিয়াছিলেন ২৩।২৭

কিন্ত্বয়ন্দিব্যস্য সুতস্য বাল্যস্য স্বয়া স্বকীয়ানুভবাদি মাত্যা।
একান্তমত্যাদুপযম্যায় কন্যা নির্দ্ধারিতা সম্প্রতি সর্ব্বৈঃ॥ ২৪

ষট্‌পঞ্চাধিকদ্বিসহস্রমিতে শাকে মিত্র গতে রবৌ।
শুচৌ মাসবরে দৈব্যা শরচ্চন্দ্রে নিশাময়ে চ॥ ২৫
গদাধরস্য সম্বন্ধো দারকর্ম্মমহোৎসবঃ।
সাধারণৈরসাধ্যৈর্য্য শুভা দৈবাদ্বিধা ক্রিয়া॥ ২৬
দাসদা মুদ্দশা সদ্দে স্বাহেন পরিপূরিতং।
জামারকুরন্দানাং মহামোদোদ্ভমুদ্দা॥ ২৩

मध्यलीलायां १०म अः।

भूतः पाणिग्रहश्चास्य चतुर्विंश वयःक्रमे।
विवाहात् परतस्तत्रैकोनविंशति संख्यकान्॥ २८
मासान् समवसदयोगी कामारषुकुरे महान्।
सुसम्पन्नाभगवतः शुभा वैवाहिकी क्रिया॥ २९

The marriage ceremony was held in the month of Vaisakh of the Bengali year 1266. The extravagance on this occasion was enormous. The din and noise of the festivity on this occasion filled the entire village of Kamarpukur. Gadadhar was married at the age of twenty-four, and stayed at Kamarpukur for one year seven months after his marriage.
24 to 29

বঙ্গানুবাদ :—

সন ১২ শত ৬৬ সালে বৈশাখ মাসে বৃহস্পতিবারে শারদীয় চন্দ্র সদৃশ গদাধরের সারদা দেবীর সহিত বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

যে ভাবে বিবাহ কার্য্য হইয়াছিল তাহা সাধারণের সাধ্যের অতীত। ২৬

অর্থাৎ দাও, খাও, নাও, ইত্যাদি শব্দে—কামার পুকুর ও জয়রাম বাটীস্থ লোক সকলের ঐরূপ শব্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

বিশেষতঃ কামার পুকুর নিবাসী জনগণের অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল। ২৭

২৪ চব্বিশ বৎসর বয়সে গদাধরের বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। মহাযোগী গদাধর বিবাহের পর ১ বৎসর ৭ মাস পর্য্যন্ত কামার পুকুরে ছিলেন। ২৮।২৯

मध्यलीलायां १०म अः ।

श्रीमती शारदादेवी सप्तवर्षवयःक्रमे ।
कुलप्रथानुसारेण श्वशुरस्य च सद्मनि ॥ ३०
द्विरागमनरूपेणागता पितृगृहाद् यदा ।
तदा स पुनरागत्य दक्षिणेश्वर मन्दिरे ॥ ३१
ठाकुरो भवतारिण्याः पूजाकार्येऽभवद्व्रती ।
ततः कतिपयाहःसु गतेषु साधको महान् ॥ ३२
पुनस्तन्मयतामाप बाह्यज्ञान विनाशिनीं ।
न माता नाग्रजः पत्नी न देशो ग्राम एव वा ॥ ३३
तत्सर्वं तन्मनोमध्ये न किञ्चिदवभाषते ।
सच्चिन्मय्याः साधनेयमैहिकस्मृति गोपिका ॥ ३४
ब्रह्मादिस्तम्ब पर्य्यन्त सर्वासुजीवजातिषु ।
ब्रह्ममय्याः स्वरूपं मे कथमिन्द्रिय गोचरं ॥ ३५

When Sarada Devi came to her father-in-law's house at the the age of seven years Gadadhar went to Dakshineswer and resumed his holy services to the goddess Bhavatarini. After some days he again lost all sense of reality of this physical world including his own mother, wife, village and animate or inanimate obects. He now breathed only to see the Goddess with his own eyes. 30 to 35

বঙ্গানুবাদ

বঙ্গানুবাদ :—

বিবাহের এক বৎসর পরে সারদা দেবী সাত বৎসর বয়সে কুল প্রথানুসারে দ্বিরাগমন সময়ে স্বামী গৃহে যখন আসিয়া ছিলেন

ঠিক সেই সময়ে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পুনরায় ভবতারিণী কালিকার পূজা কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। ৩০।৩১

তাহার পর কিছু দিন গত হইলে মহা সাধক গদাধর পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত বাহ্য জ্ঞান বিলোপিকা তন্ময়তা বা নির্ব্বিকল্প সমাধি গ্রস্ত হইয়াছিলেন।

যাহাতে সেই মহাযোগীর মনো মধ্যে মাতা ভ্রাতা, পত্নী, গ্রাম ইত্যাদি কোনটিই স্থান পাইয়া ছিল না। ৩২

সচ্চিদানন্দময়ী কালীর সাধনাই ইহ জগতের সমস্ত ভুলাইয়া দেয়। ৩৩

এমন কি ব্রহ্মাদি তৃণ গুচ্ছ পর্য্যন্ত যাবদীয় জীব সকলের বিস্মরনতা বিলীন হয়। ব্রহ্মময়ীর স্বরূপটি আমার সর্ব্বদা কিরূপে প্রত্যক্ষ হইবে এই সম্বন্ধে ঠাকুরের সর্ব্বদাই মহা চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল। ৩৪।৩৫

ভবেত্তস্য মহাচিন্তা ঠাকুরস্যৈব সর্ব্বদা।
তদা পুণ্যবতী রাজ্ঞী গঙ্গায়াং দক্ষিণেশ্বরে॥ ২৬

ধ্যায়ন্তী ভবতারিন্যাঃ পাদপদ্মযুগং মুদা।
স্বেষ্টমন্ত্রং জপন্তী সা চরমস্থিতাবধি॥ ২৭

পশ্যন্তী পরমানন্দস্বরূপং রূপমব্যয়ং।
ভীষ্মান্তকালবদ্রাজ্ঞী তদ্রূপং ঠাকুরস্য চ॥ ২৮

সাস্মুনেত্রা রাসমণির্নশ্বরং তং কলেবরং।
ত্যক্ত্বামা ভগবল্লোকং পুনঃরাবৃত্তির্বর্জিতং॥ ২৯

পরলোক গতায়ান্তু রাসমণ্যাং তদাভবৎ।
মথুরঃ সর্ব্বতোঽধীশস্তস্য দেবালয়স্য হি॥ ৪০

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ।

ততস্তেনাদিত্যবর্ণান্ তাতাঙ্ঘ্রি পরিচর্য্যয়া।
ঐকান্তিক্যা শুদ্ধভক্ত্যানন্তপুণ্যমুপার্জ্জিতং ॥ ৪১

At this time Rani Rasmani left this mortal world. Mathurnath now became the all in all in the mangement of the temples, and rendered his services for twelve years. 36 to 41

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময় পুণ্যবতী রাণী রাসমনি ভবতারিণীর চরণ যুগল চিন্তা পূর্ব্বক নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ভীষ্মের দেহত্যাগের মত ঠাকুরের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহের শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরাবৃত্তি বর্জিত বিশুদ্ধ ভগবত্তুল্য সচ্চিদানন্দময় দেহ লাভ করিয়া ভগবানের ধামে গমন করিয়া ছিলেন। ৩৭।৩৮।৩৯

রাণী রাসমণির পরলোকে গমনের পর মথুরানাথই দেবালয়ের সর্বময় কর্ত্তা হইযাছিলেন। ৪০

তৎপরে মথুরানাথ একান্ত ভক্তি সহকারে বাবার পাদ সেবা প্রায় ১২ বৎসর কাল করিয়া অনন্ত পুণ্য উপার্জন করেন। ৪১

তত্রৈকাশ্চর্য্যঘটনা রাজ্ঞাঃ স্বর্গগমাৎ পরং।
ঘটিতা ভৈরবী দেব্যা আবির্ভাবোৎসবাত্মিকা ॥ ৪২
যস্যাঃ সাদ্ধেন পূর্ণাসীৎ সাধনা সিদ্ধযোগিনঃ।
আবির্ভূতা মহাদেবী ভৈরবী ভূতিদায়িকা ॥ ৪৩
একদাহমুখো পুষ্পোদ্যানে যোগী গদাধরঃ।
পুষ্পানাং চয়নং কুর্ব্বংস্তপশ্চরণীং শুভাং ॥ ৪৪

মধ্যলীলায়াং ১৭শ অঃ।

বকুলতল ঘট্টে সাবরুদ্ধা নাবিকেন হি।
তত্রৈকা সুন্দরী হ্যেকা নারী ভৈরববেষিণা ॥ ৪৫
তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা জটামণ্ডলমণ্ডিতা।
ললাটে দীর্ঘ সিন্দূর তিলকেন চ দীপিতা ॥ ৪৬
শূলেন ভূষিতা সব্যে করে দক্ষে ঽক্ষমালয়া।
নৌকায়া অবতীর্য্যৈব দক্ষিণেশ্বর মন্দির' ॥ ৪৭

During this time, the appearance of Bhairavi Devi at Dakshineswer was a remarkable event. She helped Gadadhar to attain the ultimate end of his spiritual striving. One morning, as Gadadhar was plucking flowers in the garden on the bank of the Ganges, he found a very beautiful woman with very fair complexion, having matted hair on her head, broad marks of vermilion on her forehead, a three-pronged spear in her left hand, and a thread of holly beads in her right, alight from a boat and proceed to the temple with slow and heavy steps. 42 to 47.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই সময়ে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আবির্ভাব রূপ একটি অত্যাশ্চর্য্য মহোৎসব ঘটনা ঘটিত হইয়াছিল। ৪২

যে ভৈরবীর সাহায্যে দিব্য যোগী ঠাকুরের সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। সেই সর্ব্ব শক্তিশালিনী মহাদেবী ভৈরবী দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ৪৩

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ।

ঘটনার বিবরণ এইরূপ একদিন খুব সকালে গঙ্গাতীরে ফুলের বাগানে ঠাকুর ফুল তুলিতে তুলিতে দেখিলেন একটি নৌকা ক্রমশঃ বকুল তলার ঘাটে মাজি অর্থাৎ নৌকা চালক নৌকাটি বাঁধিয়া রাখিল। ৪৪।৪৫

সেই নৌকার মধ্যে তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ জটাজুট ধারিণী ললাটে সুদীর্ঘ সিন্দূরের তিলক বাম হস্তে ত্রিশূল দক্ষিণ হস্তে রুদ্রাক্ষমালা ভৈরবী বেশ ধারিণী একটি রমণী বসিয়া আছেন। ৪৬

তিনি নৌকা হতে নামিয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে চাহিয়া সেই গজ গামিনী দেবী মন্দিরের দিকে যাইতে আরম্ভ করিলেন।

৪৭

অবলোক্য তদা দেবী চলিতা গজগামিনী।
চত্বারিংশদ্বর্ষমিতা যদ্যপি বয়সাধিকা॥ ৪৮
তথাপি ব্রহ্মচর্য্যস্য প্রভাববয়তঃ সদা।
যুবত্যাঃ পূর্ণসৌন্দর্য্যং শরীরে প্রতিভাতি হি॥ ৪৯
তামেবমবলোক্যৈব মহাযোগী গদাধরঃ।
এষা কাপি মমাত্মীয়া মিলিতা দক্ষিণেশ্বরে॥ ৫০
ত্যক্ত্বোদ্যানং বিচিন্ত্যৈবং প্রবিশ্য স্বালয়ং মুদা।
প্রোবাচাহৃদয়ং গচ্ছ দেবালয়ং দ্রুতং॥ ৫১
তত্রৈকা ভৈরবী দেবী দর্শনার্থং সমাগতা।
তামানয় সমম্মানং মদীয়ে ক্ষুদ্র বেশ্মনি॥ ৫২
মাতুলাস্যাদিমাং বার্ত্তাং শ্রুত্বা শ্রীহৃদয়স্তদা।
পরিপ্লুতো বিস্ময়ার্ণৌ মনস্যেতদচিন্তয়ৎ॥ ৫৩

Even though she was forty to forty-two year old, she looked youthful by virtue of her holy practices and austerities. Gadadhar took her to

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ।

be one of his relatives. He came back to his cottage and asked Hriday to hasten to the temple and bring the Bhairavi to his cottage. At this Hriday became greatly surprised and mused in himself. 48 to 53

বঙ্গানুবাদ :—

যদিও ভৈরবীর বয়স ৪০/৪২ বৎসর তথাপি তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য বশতঃ তাঁহার দেহে যুবতীর পূর্ণ সৌন্দর্য্য লক্ষিত হইতেছিল।

৪৮।৪৯

এইরূপ দেখিয়া মহাযোগী গদাধর ভাবিলেন ইনি বোধ হয় আমার কোন আত্মীয় হইবেন। ইনি দক্ষিণেশ্বরে আমার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আসিয়াছেন। ৫০

তৎপরে মহাযোগী পুষ্পোদ্যান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ ভজন কুটীরে আসিয়া হৃদয়রামকে বলিয়াছিলেন ওরে হৃদু তুই শীঘ্র মন্দিরে যা। ৫১

মন্দিরে একটি ভৈরবী আমার দর্শন জন্য আসিয়াছেন। সেই ভৈরবী দেবীকে সসম্মানে আমার এই ক্ষুদ্র। ৫২

কুটীরে লইয়া এস। মাতুলের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া হৃদয়রাম বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া মনেমনে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন ৫৩

जहाति मातुलो यो मे नारीसङ्गं भुजङ्गवत्।
स एव भैरवीं नारीं स्वगृहं नेतुमिच्छति ॥ ५४
एवन्तं मातुलं देवमुवाच संशयान्वितः।
आहूता भैरवी देवी कथमत्रा गमिष्यति ॥ ५५

मध्यलीलायां १०म अः ।

गदाधरोऽपि हृदय मुक्त्वां स्तत्क्षणादिति ।
मद्राम श्रवणादेव त्वरयात्रागमिष्यति ॥ ५६

एवं सा भैरवी रवनै पृष्ठतो हृदयस्य च ।
गदाधरालयं प्राप्य दृष्ट्वा तं विस्मिता सती ॥ ५७

स्नेहप्लुतस्वरेनैव प्रोवाच सहसा सुखं ।
त्वमत्र वर्त्तसे तात न जानामि कथञ्चन ॥ ५८

कृते तवानुसन्धाने न प्राप्तमपि दर्शनं ।
श्रुत्वा गदाधरोऽप्याह मद्वार्त्तां भवसुन्दरि ॥ ५९

"How is it that my uncle who avoids all women like snakes desires to have the Bhairavi in his cottage". He hesitated and said, "Why should she come here at my request?" Gadadhar replied, "She will hasten to this place on hearing my name." Bhairavi followed Hriday and came into the cottage. She became surprised to see Gadadhar and said, "you are here and I did not know it. I travelled far and wide to meet you but could not trace your where abouts. 54 to 59

বঙ্গানুবাদ :—

যে মাতুল নারী সঙ্গকে কাল সর্পের মত ত্যাগ করেন তিনি এই ভৈরবীকে নিজ কুটীরে আসিবার জন্য বলিতেছেন। ৫৪

এইরূপ সন্দেহ যুক্ত হৃদয়রাম মাতুলকে বলিয়াছিলেন ভৈরবী দেবীকে ডাকিলেই বা তিনি কেন এখানে আসিবেন। ৫৫

এই কথা শুনিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ ঠাকুর হৃদয়কে বলিয়াছিলেন।

ভৈরবী দেবী আমার নাম শুনিবা মাত্র শীঘ্রই এই স্থানে আসিবেন। ৫৬

এইরূপ ভাবে সেই ভৈরবী দেবী হৃদয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ঠাকুরকে কুটীর মধ্যে দর্শন পূর্ব্বক আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া সহসা স্নেহ সম্বলিত স্বরে বলিয়াছিলেন বাবা? তুমি এখানে আছ আমি তাহা জানিতে পারি নাই। ৫৭ ৫৮

তোমার অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও পাই নাই। ৫৯

ज्ञात्वा त्वया कथं मातः कथ्यतां भक्तवत्सले।
भैरव्युवाच भोः पुत्र भवद्भिः साधकैस्त्रिभिः॥ ६०
सम्मेलनार्थमादिष्टा प्रागेव जगदम्बया।
पूर्ववङ्गेषु द्वाभ्यां हि पूर्वं सम्मिलितं मया॥ ६१
अद्याहं त्वां प्रपश्यामि दक्षिणेश्वर मन्दिरे।
जगदम्बेच्छया मेऽद्य फलितं चिरकांक्षितं॥ ६२
ततो गदाधरो भक्त्या भैरव्याः सविधेवसन्।
जनन्याः स्नेहमय्यास्तु सन्निधे बालको यथा॥ ६३
सानन्दं मनसो वार्त्तामवदद्दृढरूपतः।
यद्रूपं स्वस्यमनसो ये भावाः साधनोत्थिताः॥ ६४
ऐश्वरीय प्रसङ्गेन बाह्यज्ञानविलुप्तता।
गात्रदाहो विनिद्रा च दर्शनाद्याप्यलौकिकं॥ ६५

Bhairabi said, "I had to visit three holy men at the behest of Goddess Jagadamba. I have already met two of them, in East Bengal. To-day I see you here at Dakshineswar and complete my mission. Gadadhar frankly talked with her like a child with his mother. He told her all about

his moods and feelings, loss of sense of physical reality while meditating, burning sensation on skin, sleeplessness, and unearthly visions.

60 to 65

বঙ্গানুবাদ :—

ভৈরবী বলিয়াছিলেন বাবা তোমার মত তিনটি সাধকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মা জগদম্বা অর্থাৎ আমার ইষ্ট দেবী বহু পূর্ব্বে আদেশ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে দুইটি সাধকের সহিত পূর্ব্ববঙ্গে পূর্বেই সাক্ষাৎ করিয়াছি। ৬০।৬১

আজ আমি এই দক্ষিণেশ্বরে তোমাকে সাক্ষাৎ করিতেছি। জগদম্বার ইচ্ছায় আজ আমার বহু দিনের আশা পরিপূর্ণ হইল।

৬২

তৎপরে বালক পুত্র যেমন স্নেহময়ী মাতার নিকটে বসিয়া থাকে গদাধর সেই মত ভক্তি পূর্ব্বক ভৈরবীর নিকটে বসিয়া আনন্দের সহিত মানসিক ব্যাপার বহুরূপে বলিয়াছিলেন। ৬৩

যে সকল সাধন সমুদ্ভূত ভাব মনো মধ্যে উন্মিত হয় অর্থাৎ ভগবৎ প্রসঙ্গে বাহ্য জ্ঞান শূন্যতা গাত্র দাহ নিদ্রা ত্যাগ অলৌকিক দর্শন শারীরিক বিকার ইত্যাদি যে সকল ভাব অনুভূত হয় সেই সকল অবস্থা বলিয়াছিলেন। ৬৪।৬৫।৬৬

বিক্রিয়াশ্চ শরীরস্যানুভূতাঃ প্রত্যহঞ্চ যাঃ।
সর্ব্বমেতত্তৎসমীপে প্রকটীকৃতবাংশ্চ সঃ॥ ৫৬
পরন্তু সাগ্রহং সাধুঃ পৃষ্টবাঁ স্তাং পুনঃ পুনঃ।
ভো মাতঃ কিময়ং ভাব উন্মাদস্যৈবলক্ষণং॥ ৫৩

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ।

কালিকারাধনাত্ কিং মে মহাব্যাধিরুপস্থিত.।
স্বরূপমস্য দেবি ত্বং প্রকটী কুরু পাবনে ॥ ৬৮
গদাধরস্য কুর্ব্বত্যাস্তত্তদ্ভাব শ্রবং যদা।
নানাভাবস্যাবির্ভাবো ভৈরব্যা সম্বভূবহ ।৬৯

Gadadhar anxiously asked her, "Mother, do you think that these are all due to my insanity? Will my worship of Goddess Kalika make me mad? Please tell me what it is." Bhairabi was thrilled to hear all this. 66 to 69

বঙ্গানুবাদঃ—

পরন্তু ঠাকুর অতিশয় আগ্রহের সহিত বলিয়াছিলেন হে মাতঃ আমার এই সকল ভাব কি পাগলের লক্ষণ। ৬৭

কালিকার আরাধনা বশতঃই কি আমার এই মহারোগ উপস্থিত হইয়াছে। হে মাতঃ ইহার প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করিয়া আমাকে ধন্য করুন। ৬৮

গদাধরের এই সকল অবস্থার বিষয় যে সময়ে ভৈরবী শুনিতেছিলেন। সেই সময় ভৈরবী দেবীর নানা ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। ৬৯

কদা বোত্তেজনাভাবঃ কদা বোল্লাসসম্ভবঃ।
স্নেহময্যা জনন্যা বা কদাপি চেষ্টিত মিব ॥ ৩০
গদাধরং সমাশ্বাস্য প্রোবাচ ভৈরবী ততঃ।
ত্বা তে বদন্তি প্রোন্মত্ত তাত ত্বা ন বিদন্তি যে ॥ ৩১
উন্মত্তস্য দৃশা নেয় মহাভাবস্য লক্ষণ।
সোঽয় শুভ মহাভাবস্তয়োরব বর্ত্ততেঽধুনা ॥ ৩২

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ।

অন্যাঃ সাধনহীনা যে দারোদারপরায়ণাঃ।
কথং জানন্তি তে মূঢ়াঃ সংসার বন্ধবর্ত্তিনঃ ॥ ৭২
বৃন্দাবনে রাধিকায়াস্তবতুল্যাভবদ্গা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভোর্দর্শয়ং ঘটিতা তথা ॥ ৭৪
ভক্তিগ্রন্থে বিলিখিতা তচ্ছাস্ত্রং বিদ্যতে মম।
ত্বামহং দর্শয়িষ্যামি দৃষ্ট্বা ত্বং শান্তি মেষ্যসি ॥ ৭৫

She felt excited, cheerful, affectionate and sympathetic. At last she consoled him saying, "Those who do not know you, call you mad: These indicate that Divinity has dawned upon you. Those who are uneducated, devoid of all penance and self centred, are quite incapable of realising your greatness. Only Shri Radhika in Brindavana, and Shri Krishna Chaitanya attained that stage where you are. It is all laid down in the holy books of Devotion which will give you great satisfaction and peace of mind when I shall show them to you. 70 to 75

বঙ্গানুবাদঃ—

কোন সময় ক্রোধ ভাব কোন সময় উল্লাস ভাব বা কখন ও স্নেহময়ী জননীর মত বাৎসল্য ভাব হইয়াছিল। ৭০

তৎপরে ভৈরবী দেবী গদাধরকে আশ্বাস বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন হে পুত্র তোমাকে যাঁহারা জানেন নাই তাঁহারাই পাগল বলেন।

এই সকল ভাব পাগলের লক্ষণ নয় ইহা মহা ভাবের লক্ষণ

কেবল মাত্র তোমাতেই এই সকল বিশুদ্ধ ভাবের লক্ষণ উদিত হইয়াছে। ৭১।৭২

সাধন ভজন হীন দারোদর পরায়ণ মূঢ় জনগণ কিরূপে এই সাধন লভ্য ভাব সকল বুঝিবার জন্য সমর্থ হইবে। ৭৩

বৃন্দাবনে কৃষ্ণকান্তা শ্রীমতী রাধিকার তোমার মত ভাব হইয়াছিল। এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ দেবেরও তোমার মত অবস্থা হইয়াছিল। ৭৪

এই সকল মহাভাবের লক্ষণ ভক্তি শাস্ত্রে বিশেষভাবে বিবৃত আছে। সেইসকল শাস্ত্র আমার নিকটেই আছে। তোমাকে দেখাইব দেখিয়া তুমি শান্তিলাভ করিবে। ৭৫

যে চোত্তমা ভক্তিমন্তো নারদ প্রমুখাঃ স্মৃতাঃ।
সর্ব্বেষা মেব তেষা ং বৈ দৃশ্যং সুবিনিশ্চিতাঃ॥ ৭৬
তয়োঃ সংবদতো রেব প্রায়েণার্দ্ধ দিন ং গতম্।
সমীপে ভৈরবী দেব্যাঃ ক্ষুদ্র পেটিকা সন্নিভঃ॥ ৭৭
বস্ত্রবন্ধন মধ্যেতু ধর্ম্মগ্রন্থ সমুচ্চয়ঃ।
বিদ্যতে সাধকবরৈ রোপ্সিতো বহু যত্নতঃ॥ ৭৮
কণ্ঠে শালগ্রামশিলা বস্ত্রবদ্ধাতি শোভনা।
ততঃ সা ভৈরবী দেবী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে॥ ৭৯
অবস্থিতা যোগযুতা পূজায়ান্তু মনোদধে।
তদা হৃদয় মাহূয় প্রোবাচ যোগদাধরঃ॥ ৮০
ভোজার্থং ভৈরবী দেব্যা সৃষ্টং তণ্ডুলাদিকং।
ভাণ্ডাগারাত্ সমানীয় তত্র প্রেরয় সত্বরং॥ ৮১

"Great devotees like Gopikas, Narada and Uddhava etc. had all these feelings." As they

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ।

ভোগদ্রব্যং সব্যঞ্জনং রঘুবীরায় ভক্তিতঃ।
সানন্দং সন্নিবেদ্যায় নিমীল্য নয়নদ্বয়ং ॥ ৮৩
সহসা হৃৎপদ্ম মধ্যে স্ফুরিতং ভাব গোচরম্।
গদাধরং সমালোক্য তদ্দর্শন মহোৎসবে ॥ ৮৪
নির্বিকল্প সমাধিং সা প্রাপ যোগীশ্বরী তদা।
প্রেমাশ্রুধারয়া পূর্ণা তস্থৌ স্থাণুরিবাচলা ॥ ৮৫
এতস্মিন্নন্তরে তত্র মহাযোগী গদাধরঃ।
দ্রুতং মত্ত ইবাগত্য ভোগদ্রব্যস্য সম্মুখে ॥ ৮৬
উপবিশ্য সুখং ভুঙ্ক্তে তদ্দ্রব্যং নির্বিকারতঃ।
মগ্নে সমাধৌ দৃষ্টে চক্ষুরুন্মীল্য ভৈরবী ॥ ৮৭

Hriday did so. Bhairabi cooked the rice and curry. Then she sat with her eyes shut to offer them to God Raghubir. In her meditation she saw Gadadhar shining with divine glory. Tears of joy glided down her cheeks and she remained unconscious for some time. In the meantime Gadadhar appeared on the spot and set himself to eat the rice and curry with great pleasure.

82 to 87

বঙ্গানুবাদ :—

মাতুলের আদেশ মত হৃদয়রাম তৎক্ষণাৎ সেই সকল দ্রব্য ভৈরবীর নিকটে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক দিয়াছিলেন ভৈরবী দেবী ও সেই সকল দ্রব্য লইয়া পাক ক্রিয়া সুসম্পন্ন করতঃ সাবধানে আনন্দের সহিত ভক্তি পূর্ব্বক সব্যঞ্জন ভোগ দ্রব্য রঘুবীর শিলার উদ্দেশে ভগবানকে নিবেদন করিয়া চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করতঃ সহসা হৃৎপদ্ম

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ।

মধ্যে প্রকাশিত ভাব বিগ্রহ গদাধরকে দর্শন করিয়া সেই দর্শনোৎসবে মত্ত হইয়া ভৈরবী দেবী নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়াছিলেন। এবং সেই যোগেশ্বরী সেই সময় প্রেমাশ্রু ধারায় প্লাবিত হইয়া অচল কাষ্ঠ খণ্ডের মত স্পন্দন শূন্য অবস্থায় ছিলেন। ৮২।৮৩।৮৪।৮৫

ইত্যবসরে মদ মত্ত ব্যক্তির মত মহাযোগী গদাধর সেই স্থানে আসিয়া ভোগদ্রব্যের সম্মুখে বসিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে আনন্দের সহিত সেই সকল ভোগদ্রব্য ভোজন করিতে ছিলেন। ৮৬

সমাধি ভঙ্গ হইলে ভৈরবী দেবী চক্ষুদ্বয় উন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলেন স্বকীয় ইষ্ট দেবের উদ্দেশে প্রদত্ত ভোগদ্রব্য ভাবাবিষ্ট বাহ্যজ্ঞান শূন্য গদাধর ভক্তি পূর্ব্বক ভোজন করিতেছেন। ৮৭।৮৮

স্বেষ্টদেবপ্রদত্তান্নমত্তি দেবী গদাধরঃ।
ভাবাবিষ্টো বাহ্য জ্ঞানরহিতো বহুভক্তিতঃ॥ ৮৮
উবাচ প্রকৃতিস্থঃ স স্বৈরাচারবিলজ্জিতঃ।
ন জানামি ধৃতোঽয়ং মে ভাবঃ স্বজ্ঞান বাধকঃ॥ ৮৯
সমায়াতঃ কৃতস্তেন বিপরীতং ময়াখিল।
এবং বিক্ষুব্ধভাবেন সন্তপ্তং তং গদাধরং॥ ৯০
ভৈরবী সা সমাখ্যাস্য সানন্দং প্রত্যুবাচ তং।
ইদং সাধুকৃতং বৎস নানুষ্ঠিত মিদং ত্বয়া॥ ৯১
তদন্তরে বর্ত্ততে য স্তেনৈবেদ ভূত ধ্রুবং।
ধ্যানদৃষ্টং ময়া যন্তু তেন জ্ঞাতং বিশেষত.॥ ৯২
বাহ্য পূজা সমাসাদ্য ন পুনস্তৎপ্রয়োজনং।
কালেনৈতাবতাযুষ্মন্ যা পূজা চরিতা ময়া॥ ৯৩

When Bhairabi regained her sense and opened her eyes, she found Gadadhar taking

the rice and curry. Gadadhar at once felt ashamed for his apparent misconduct and said, "I do not know why I do such things which are condemned by all." On seeing Gadadhar afflicted with repentance Bhairabi consoled him saying, "It is all well done. It is not you but the one in you who has done it. I have realised this in my meditation. Such performance of outer worship is not necessary for me any more. What I had been doing so long is now accomplished and completed by your grace. 88 to 93

বঙ্গানুবাদ :—

তখন গদাধর নিজ কৃত অন্যায় আচরণে লজ্জিত হইয়া বলিয়াছিলেন আমি জানি না আমার কি জন্য এইরূপ জ্ঞান বিহীন অবস্থা কোথা হতে আসিয়া উপস্থিত হয়। যে ভাবে ভাবিত হইয়া এইরূপ বিরুদ্ধ আচরণ করি। ৮৯

এইরূপ ভাবে অনুতপ্ত ও দুঃখিত গদাধরকে ভৈরবী দেবী সন্তুষ্ট করিয়া আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন। বাবা এই কার্য্যটি তোমার অতি উত্তম হইয়াছে।

হে বৎস তুমি এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর নাই। ৯০।৯১

তোমার অন্তরে যিনি বিরাজিত আছেন তিনিই এই কার্য্যটি করিয়াছেন। আমি ধ্যানস্থ হইয়া সমাধির অবস্থায় যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতেই বিশেষ ভাবে জানিয়াছি। ৯২

আজ আমার বাহ্য পূজার অবসান হইল আর আমার এমত পূজার আবশ্যক নাই। হে আয়ুষ্মন্ এযাবৎকাল আমি যে পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছি। ৯৩

मध्यलीलायां १०म अः।

परिपूर्णं फलं तस्याः प्राप्तं भवदनुग्रहात्।
एवमुक्त्वा तदा देवी भैरवी हृष्टमानसा॥ ९४
गदाधर भुक्तशेषमन्नं सभुज्य यत्नतः।
आचमनादिकं कृत्वा शुद्ध भावेन भामिनी॥ ९५
साधनाधाररूपां श्रीरघुवीर शिलां तदा।
पूजास्थानात् समुत्तोल्य धृत्वा तां करपद्मयोः॥ ९६
आकण्ठ जलमग्ना सा गङ्गागर्भे न्यपातयत्।
तद्दिनावधि सा देवी बाह्य पूजां समत्यजत्॥ ९७

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंसा संहिताया दक्षिणखरे भैरवी देव्याः समागमानन्तर श्रीरामकृष्ण भैरवी संवादरूपो मध्यलीलाया दशमोऽध्यायः। मः१०अः।

On saying this Bhairabi took gladly the remains of the meal left by Gadadhar. Then she entered into the water of the Ganges and immersed the holy stone. From that day onwards she gave up outer worship. 94 to 97

Here ends the tenth chapter of Madhyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আজ আমি তোমার অনুগ্রহে সেই সকল পূজার ফল সম্পূর্ণ রূপে পাইলাম। এই কথা বলিয়া সেই সময়ে সেই ভৈরবী দেবী আনন্দ মনে গদাধরের ভুক্ত অবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভোজন করিয়া আচমনাদি কার্য্যান্তে শুদ্ধভাবে ভক্তি পূর্ব্বক ভৈরবীর

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ।

সাধনার আধার স্থানীয়া সেই রঘুবীর শিলাটিকে পূজাস্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া দুই হস্তে ধারণ পূর্ব্বক আকণ্ঠ জলমগ্না হইয়া গঙ্গা গর্ভে নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন।

এবং সেই দিন হইতেই সেই ভৈরবী দেবী বাহ্য পূজা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ৯৪।৯৫।৯৬।৯৭

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত রামকৃষ্ণ ভাগবতে ভৈরবী দেবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন।ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহিত সাধন বিষয়ে কথোপকথনাদি মধ্যলীলার দশম অধ্যায়ে বলা হইল।
ম: ১০ অ: শেষ

মধ্যলীলায়াং ১১শ অঃ।

দিনানি কতিচিত্তত্র ভৈরবী দেবতালয়ে।
স্থিত্বা দেবীমণ্ডলস্য ঘট্টে যোগাসনস্য সা॥ ১
প্রতিষ্ঠামকরোত্তস্য মন্দিরস্য চ সবিধৌ।
অস্যা এবোপদেশেন মহাযোগী গদাধরঃ॥ ২
তন্ত্রোক্ত সাধনযুক্তো বভূব ভূরিযত্নতঃ।
ততঃ স পরমানন্দং লেভেচৈবং ব্রতী ব্রতী॥ ৩
সাধ্যস্য পুত্রতুল্যস্য যোগিনো যোগসিদ্ধয়ে।
সাহায্যং সুবিশেষেণ কৃতবত্যতি যত্নতঃ॥ ৪
মন্ত্রসিদ্ধা শিক্ষয়িত্রী ভৈরবী স্তব্ধতাং গতা।
দৃষ্ট্বা সাধকবর্য্যস্য তদলৌকিক সাধনম্॥ ৫
যে চান্যে সাধকা দুঃখৈঃ সাধনা ক্রমভূমিকাং।
ন সমর্থা বিজেতুং যাং প্রাণপতি পরিশ্রমৈঃ॥ ৬

For some days Bhairabi stayed in the temple and thereafter set up an altar on the bank of the Ganges to perform tantric rites. Gadadhar

performed the rites and felt greatly blessed. Bhairabi helped him in performing these rites like his own mother. On seeing the uncommon performance of the rites by Sri Gadadhar, Bhairabi was greatly astonished. He was passing at ease through the stages which were rarely attained with utmost endeavour by others. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভৈরবী দেবী মন্দিরের মধ্যে কিছুদিন থাকিয়া নিকটবর্ত্তী দেবী মণ্ডলের গঙ্গার ঘাটে একটি যোগাসন স্থাপন করিয়াছিলেন। গদাধর ভৈরবীর আদেশ মত দৃঢ় ভাবে তন্ত্রোক্ত সাধনে রত হইয়াছিলেন। এবং সেই সাধনে পরমানন্দ পাইয়াছিলেন। ১।২।৩

ভৈরবীও পুত্রতুল্য গদাধরের যোগ সিদ্ধির জন্য যত্নের সহিত বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। ৪

মন্ত্র সিদ্ধা শিক্ষয়িত্রী মাতৃতুল্যা ব্রাহ্মণী ভৈরবী সাধক গদাধরের অলৌকিক সাধন দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। ৫

অন্য যে সকল সাধক প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াও অতিকষ্টে সাধনার ক্রম সোপান লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হন নাই। ৬

সা ভূমিকা প্রতিদিন মযত্নেনৈব দুঃখদা।
জিতানেন মহাবিঘ্নকারিণী সুভযাবহা॥ ৩
এবং চতুঃষষ্টিমিতা স্তন্ত্রোক্তাঃ সাধনক্রমাঃ।
সুকরা দুষ্করা যাপি বিবিধা বিহিতাশ্চ যে॥ ৮
বর্ষত্রযান্তরে তাসু সিদ্ধিং লেভে সুখেন সঃ।
ততস্তু ভৈরবী দেব্যাঃ পূর্ণপ্রযত্নত স্তথা॥ ৯

মধ্যলীলায়াং ১৭শ অঃ।

পূর্ণাভিষেকঃ পূর্ণস্য প্রাপ্তঃ সম্পূর্ণ পূর্ণতাং।
যা দুর্লভা যা দুষ্প্রাপ্যা মনসো বা হ্যগোচরা॥ ১০

তা অষ্টসিদ্ধীঃ সম্প্রাপ্ত আনন্দময়মূর্ত্তি ধৃক্।
দৃষ্ট্বা সিদ্ধিং স্ব গিষ্যস্য ভৈরবী বিস্মিতাভবৎ॥ ১১

অনিমাদ্যষ্টসিদ্ধীস্তা লব্ধ্বাপি সুমহামতিঃ।
তদলৌকিক শক্তিনাং কদাপি পরিচালনম্॥ ১২

Gadadhar passed quite easily through the stages of the process which were extremely difficult, dreadful and frought with grave risks. There were sixty-four stages which he went through in three years. By this process he acquired the divine power called Asta-Siddhi, which, however, he did not exercise at any time.
9 to 12

বঙ্গানুবাদঃ—

দুঃখদায়িনী অত্যন্ত ভয়াবহ। মহা বিঘ্নকারিণী সেই সকল ভূমিকা গদাধর অনায়াসে প্রতি দিন জয় করিতেছেন। ৭

তন্ত্রোক্ত সুখ সাধ্য দুঃখ সাধ্য চতুঃষষ্ঠি পরিমিত বিবিধ সাধন যাহা তন্ত্র শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ৮

সাধনার স্তর বিশেষ সকল তিন বৎসরের মধ্যে গদাধর সেই সকল সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ৯

তৎপরে ভৈরবী দেবীর পূর্ণ প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ সর্ব্ব শক্তি বিশিষ্ট গদাধরের পূর্ণাভিষেক সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছিল। ১০

মধ্যলীলায়াং ১১শঃ অঃ।

যে সকল সিদ্ধি দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য মনের অগোচর আনন্দ ঘন বিগ্রহ গদাধর সেই সকল অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন পরন্তু প্রিয় শিষ্য গদাধরের সেই সকল সিদ্ধি দেখিয়া ভৈরবী দেবী অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়াছিলেন। ১১

গদাধর সেই সকল অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া ও তাহাদের পরিচালনা বা ব্যবহার করেন নাই। ১২

ন কৃতং তেন তু বরং সিদ্ধিবিঘ্ন বিধায়িনীং।
সদ্যো বিভূতিং মত্বা তাং তত্যাজ স যোগীশ্বরঃ। ১৩
বর্ণাশ্রমাচারাদিকান্ তন্ত্র সাধন কালতঃ।
সর্ব্বাং স্তাং স্ত্যক্তবান্ সাধুঃ কৈবল্যাশ্রম যোগতঃ॥ ১৪
প্রাণান্দেহং মনশ্চাপি সর্ব্বস্বং মাতৃ পাদয়োঃ।
সমর্পয়স্বোয়মাত্মানং বাহ্যাভ্যন্তরযো স্তদা॥ ১৫
জ্ঞানাগ্নিনা পরিত্যাসং দদর্শ সাধকোত্তমঃ।
তদা তদ্বিগ্রহমপি তেজঃপুঞ্জপরিপ্লুতং॥ ১৬
বিস্মিতামনুজাঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বাতীবমনোহরং।
যবন্তদ্রূপমাধুর্য্যং কামনাশূন্য যোগিনঃ। ১৭
বিরক্তেঃ কারণং তস্য চিত্তস্য সমভূত্তদা।
যোগিভির্দেহ সৌন্দর্য্যং যত্নতঃ পরিহিয়তে॥ ১৮

As Gadadhar dedicated himself to the will of the Supreme Being, he had no use of the religious codes or his divine power. At that time he looked extra-ordinarily beautiful. But he carefully avoided to expose his physical beauty.

10 to 18

মধ্যলীলায়াং ৭৭শঃ অঃ ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বরং ইষ্ট সিদ্ধির বিঘ্ন মনে করিয়া সেই সকল বিভূতি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৩

তন্ত্র সাধনার সময় হইতেই কৈবল্যাশ্রমে অবস্থান বশতঃ বর্ণাশ্রমোক্ত আচার ত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৪

সেই সময় সাধক গদাধর দেহ মন প্রাণ মাতৃপদে সমর্পন পূর্ব্বক বাহ্যাভ্যন্তরে নিজকে জ্ঞানাগ্নি পরিব্যাপ্ত দেখিয়া ছিলেন। ১৫

এবং গদাধরের তেজঃপুঞ্জ বিশিষ্ট অতীব মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সাধারণ লোক সকল অতিশয় আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া ছিলেন। এই প্রকার রূপ মাধুর্য্য কামনা শূন্য যোগীর পক্ষে চিত্ত চাঞ্চল্যকর হইয়াছিল। ১৬।১৭

অতএব গদাধর দেহ সৌন্দর্য্য যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৮

अस्याश्चर्य्यं स्वरूपस्य व्याख्यानावसरे क्वचित् ।
गोष्ठीमध्ये स्वशिष्यानामुवाच सुवेशेषतः ॥ १९
तदा मे रूपमाधुर्य्यं दृष्ट्वा साधारणा ज्जनाः ।
अक्ष्या वर्त्तयितुं शक्या यत्नेनापि न तु क्वचित् ॥ २०
जवा कुसुम सङ्काशं रक्ताभं मन्मुखं बभौ ।
अभवद्गात्रकान्त्या च रवि कान्तिर्निराकृता ॥ २१
एवं हृन्मुखबाह्वङ्घ्रि मध्यतो देहमण्डलात् ।
ज्योतिरुद्गम्य विमलं शुशुभे देव देहवत् ॥ २२
तेन सर्व्वक्षणः स्थूल वस्त्रेनाच्छाद्य मामकं ।
देहं मातुः समीपेऽहमवदन्नतमस्तकं ॥ २३
मातस्तया दत्तमिदं बाह्यरूपं महेश्वरि ।
गृहीत्वान्तर सौन्दर्य्यं देहि मे जगदम्बिके ॥ २४

Once during the course of conversation Gadadhar himself told his disciples that he looked so very beautiful that people could not turn their eyes away from him even if they tried their best to do so. He said, "My face was as reddish as Jaba flower; my body emitted a wonderful lustre, and as such I looked like a god. So I used to keep myself covered with thick cloth and to pray to the Goddess, "Oh Mother, be pleased to take away my physical beauty and to give me the inner beauty of mind and soul instead." 19 to 24

বঙ্গানুবাদঃ—

কোন ও এক সময়ে এই আশ্চর্য্যরূপের কথোপকথন প্রসঙ্গে শিষ্য বর্গের সভায় বিশেষ ভাবে ঠাকুর বলিয়াছিলেন। ১৯

সেই সময় সাধারণ লোক সকল আমার রূপ মাধুর্য্য দর্শন করিয়া চেষ্টা করিয়াও অন্যত্র চক্ষু ফিরাইয়া লইতে পারিত না। ২০

তখন আমার মুখখানা জবা ফুলের মত রক্ত বর্ণ হইয়াছিল। এবং গাত্র কান্তি দ্বারা সূর্য্যের কান্তিও নিরস্ত হইত। ২১

আমার হৃদয় মুখ বাহু ও পাদ দেশ প্রভৃতি দেহ মণ্ডল হইতে বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া দেব দেহের মত অপূর্ব্ব শোভা পাইত। ২২

তজ্জন্য আমার দেহটিকে সকল সময় মোটা কাপড়ে ঢাকিয়া অবনত মস্তকে মা জগদম্বার নিকটে বলিতাম। ২৩

মধ্যলীলায়াং ১১শঃ অঃ।

হে মাতঃ তোমার প্রদত্ত আমার এই বাহ্য সৌন্দর্য্য লইয়া আমার ভিতরের সৌন্দর্য্য দাও। ২৪

স্বগাত্র চপেটাঘাতং কৃত্বোক্তঞ্চ পুনঃপুনঃ।
বাহ্য সৌন্দর্য্যরূপ ত্বং গচ্ছ শীঘ্রং মমান্তরে॥ ২৫
এবং কৃতে কিয়দ্দিনাৎ পরতঃ স্বয়মেব হি।
মালিন্যং মে দেহকান্তেরভবন্মাতুরিচ্ছয়া॥ ২৬
পরন্তস্মিন্নবসরে ভাবি হৃত্তপরম্পরা।
প্রত্যক্ষতাঙ্গতাস্তস্য যোগিনো যোগশক্তিতঃ॥ ২৭
যৎ কার্য্যসাধনার্থায় দিব্য দেহস্য ধারণম্।
তথা দিব্যসাধনা চ যদর্থং বিহিতা শুভা॥ ২৮
তদ্বিনাবধি তৎ সর্ব্বং বিজ্ঞাতং স্বমহাত্মনা।
জ্ঞাতশ্চোত্তরকালে তু দেবীধ্যানেঽব সাধকাঃ॥ ২৯
সমেষ্যন্তি ধর্ম্মলাভ কৃতে নানাবিধা জনাঃ।
তেন ত্রাণং সজ্জনানাং দুর্জ্জনানাং বিশোধনং॥ ৩০

"I used to strike my own body with my palm and say, "Oh my physical beauty, sink into my body. In a few days my physical lustre faded by the grace of the Goddess." At this stage, Gadadhar could see future events by dint of his great spiritual power. The very purpose for which he was born and he was passing through all these austerities and penance became known to him. He also knew that people of various type would soon come to this temple for religious instructions and thereby good people would be saved and the bad would be reformed. 25 to 30

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এবং নিজ গাত্রে চাপড় মারিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতাম ওহে আমার বাহ্য সৌন্দর্য্য তুমি শীঘ্র আমার ভিতরে প্রবেশ কর। ২৫

এইরূপে দিন কয়েকের পরই জগদম্বার কৃপায় আমার দেহ কান্তির মালিন্য হইয়াছিল। ২৬

পরন্তু এই সময়ে সেই মহাযোগী গদাধরের যোগ শক্তির প্রভাবে ভবিষ্যতের বাহুতর ঘটনার প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। ২৭

যে কার্য্যের সাধনের জন্য ভগবানের দেহ ধারণ এবং যে জন্য অপ্রাকৃত মঙ্গলময়ী সাধনার অনুষ্ঠান সেই দিন হইতে সেই ঠাকুর বিশেষ ভাবে অবগত হইয়াছিলেন। ২৮

এবং শীঘ্রই এই দেবোদ্যানে বহুতর সাধক নানা ভাবের লোক সকল ধর্ম্ম প্রাপ্তির জন্য আসিলে তাহাতে সজ্জনগণের পরিত্রাণ ও দুর্জন জনগণের সংশোধন হইবে। ২৯।৩০

ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ সদ্ধর্ম্মঃ প্রচরিষ্যতি।
স্বকীয়োপলব্ধি বাক্যং মথুরানাথ সন্নিধৌ॥ ৩১
কৃতং ব্যক্তং ঠাকুরেণ একদা তৎ কথান্তরে।
শ্রুত্বা শ্রীমথুরানাথঃ সানন্দং প্রত্যুবাচ তং॥ ৩২
এবমেতর্হি ভো তাত শোভনং ভবতি ধ্রুবং।
ভগবন্তং গৃহীত্বা ত্বাং সর্ব্বে বয়মতঃ পরং॥ ৩৩
আনন্দসিন্ধুমগ্নাঃ স্মো জগতোমঙ্গলং ভবেৎ।
একদা নন্দরূপা সা যোগারূঢ়া মহত্তমা॥ ৩৪
যোগাসনে যোগযুক্তা দিব্যভাব সমন্বিতা।
অচিন্ত্যস্যাপ্রমেয়স্য গদাধর মহাপ্রভোঃ॥ ৩৫
আলোক্যালৌকিকীং শক্তিং ভেরব্যে তদচিন্তয়ৎ।
কোঽয়ং ভাগবতো শক্তির্যয়ায়ং সর্ব্বশক্তিমান্॥ ৩৬

There was no doubt that true religion would prevail. Once, in course of conversation Thakur gave out his own feelings to Mathuranath. At this Mathuranath said, "If it so happens it will be all for the best. We shall find ourselves along with you plunged into the sea of joy. The world will also be benefitted. "Once Bhairavi thought, "What is that divine power which has made Gadadhar all-powerful." 31 to 36

বঙ্গানুবাদ :—

এবং মদ্ধর্ম্মের প্রচার হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। এই সকল নিজের অনুভবের বিষয় এক সময় কথা বার্ত্তার মধ্যে ঠাকুর মথুরা নাথের নিকটে প্রকাশ করিলে মথুরানাথ ঠাকুরের কথা শুনিয়া আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন বাবা যদি এমতই হয় তবে খুব ভালই হইবে। অতঃপর আমরা আপনাকে লইয়া আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইব। এবং জগতের পরম মঙ্গল হইবে। ৩৩

কোন ও এক সময়ে মহামহিমান্বিতা যোগারূঢ়া আনন্দ বিগ্রহ বিশিষ্টা যোগাসনে যোগযুক্তা ভগবদ্ভাবে বিভাবিতা হইয়া ভৈরবী দেবী অচিন্ত্য অপ্রমেয় মহাপ্রভু গদাধরের অলৌকিক শক্তি অবলোকন করিয়া এইরূপ ভাবিয়া ছিলেন। ৩৪।৩৫

গদাধরের এই ভাগবতী শক্তি কিরূপ। যে শক্তি দ্বারা গদাধর সর্ব্বশক্তিমান হইয়াছেন। ৩৬

নীচৈর্ময়ো পদিষ্টা যাঃ সাধন ক্রমভূমিকাঃ।
স্মৃতমাত্রেণ তৎসিদ্ধির্নির্বিকল্পসমাধিনা ॥ ৩৭
ক্রমমস্য স্বরূপং বা কথং বা যোগযুক্ততা।
স্বয়ং সিদ্ধ স্বরূপস্য কথং বা গুরুকারিতা ॥ ৩৮

मध्यलीलायां ११शः अः।

भैरवी सा विमृश्यैव ध्यानस्तिमित लोचना।
चिन्तयती स्वरूप किं योगदाधर योगिनः॥ ३९
तत् कण्ठाश्रुकलाची सा हृदब्जेऽपश्यददभूतम्।
नवदूर्व्वादलश्यामं रामं राजीवलोचनं॥ ४०
सीतया रमया सार्द्धं सच्चिदानन्दरूपिणम्।
एवं राधिकया युक्तं महाभाव स्वरूपया॥ ४१
कन्दर्प कोटिलावण्य कृष्णं पीताम्बरं हरिम्।
क्रमात्तौ श्रीरामकृष्णौ विलीनौ योगदाधरे॥ ४२

"If he is not so, he could not achieve success immediately on hearing the instructions. If the divine power is inherent in him, how is it that he practises yoga, performs rites and plays the role of a disciple to a preceptor ?" When Bhairabi was deeply absorbed in such thoughts, she beheld a wonderful sight in her mind's eye. She saw that Lord Ramachandra with Sita and Lord Krishna with Radhika mingled together and took the shape of Gadadhar. 37 to 42

বঙ্গানুবাদ :—

তাহা না হইলে আমি যে সকল তন্ত্র সাধনার বিষয় উপদেশ করিয়াছি। সেই সকল শুনিবা মাত্র নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি লাভ করিতেছেন। ৩৭

এই গদাধরের স্বরূপটি কিরূপ কেনই বা ইহাঁর যোগে যোগদান স্বয়ং সিদ্ধ পুরুষের কি ভয়ই বা শুরু করেন। ৩৮

ভৈরবী এইরূপ বিচার পূর্ব্বক ধ্যান নিমীলিত লোচনে গদাধরের স্বরূপটির চিন্তা করিতে করিতে উৎকণ্ঠা বশতঃ প্রেমাশ্রু পুলকিত চিত্তে হৃৎপদ্ম মধ্যে একটি আশ্চর্য্যরূপ দর্শন করিলেন। ৩৯

ভগবতী জানকীর সহিত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পদ্ম পলাশ লোচন নব দূর্ব্বাদল শ্যাম ভগবান শ্রীরাম চন্দ্র এবং মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীমতী রাধিকার সহিত অবস্থিত স্বয়ং ভগবান শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুইটি স্বরূপকে ক্রমশঃ গদাধরে পরিণত হইতে দেখিয়াছিলেন। ৪০।৪১।৪২

অতো গদাধরো যো ঽসৌ শ্রীরামকৃষ্ণ এব সঃ।
যুগাবতারঃ পূর্ণোঽয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ সংজ্ঞকঃ॥ ৪৩
অতঃ কলিযুগেঘোরে শ্রীরামকৃষ্ণ নামতঃ।
প্রাপ্নুবন্তি নরামুক্তিং নান্যনাম সহস্রকাৎ॥ ৪৪
এবং সমাধিযুক্তায়া গতং নক্তন্দিবং যদা।
প্রভাতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরব্যা হৃদয়াব্যতঃ॥ ৪৫
সহসান্তর্হিতে সা চ সন্মুখে সন্দদর্শ তং।
তদ্দিনাবধি ভৈরব্যা হৃষ্টেন মনসা তয়া॥ ৪৬
স্বরূপং তস্য তজ্ জ্ঞাত্বা সাধনালব্ধ চক্ষুষা।
শ্রীরামকৃষ্ণ দেবো হি তন্নামকরণঙ্কৃতম্।' ৪৭

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য ভৈরবীকৃত নামকরণ রূপো মধ্যলীলায়া একাদশোঽধ্যায়ঃ। মঃ ১১।

"Hence Gadadhar is Sri Ramakrishna who is the incarnation of God in this Kali yuga. So, in this yuga people attains salvation by chanting the name of Sri Ramakrishna." For full one day

and night, Bhairabi remained absorbed in meditating the glory of Shri Ramkrishna. Next morning the image of Shri Ramakrishna disappeared from her mind's eye, but when she opened her eyes she found him standing before him. From that day onward Gadadhar was named as Shri Ramakrishna. 43 to 47

Here ends the eleventh chapter of Madhya-lila in Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব যিনি গদাধর তিনিই রামকৃষ্ণ। তজ্জন্যই রামকৃষ্ণ নামধারী পূর্ণ যুগাবতার এক মাত্র এই ভয়ঙ্কর কলিযুগে এই রামকৃষ্ণ নাম জপাদি করিয়া কলি হত জীব সকল মুক্তি লাভ করিবে অন্য নাম জপাদি করিয়া কলিহত জীব সকল মুক্তি লাভ করিবে অন্য নাম শত সহস্র হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। এইরূপে একদিন একরাত্রি নির্বিকল্প সমাধিদ্বারা অবস্থিত হইয়া প্রভাতে ভৈরবী দেবী শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীর হৃৎপদ্ম হইতে সহসা অন্তর্হিত হইলে নিজ সম্মুখে গদাধর রূপধারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৪৬।৪৭

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ভৈরবী দেবী ভগবান গদাধরের শ্রীরামকৃষ্ণ। এই নামকরণ-রূপ মধ্যলীলার একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। মঃ ১১ অঃ।

मध्यलीलायां द्वादशोऽध्यायः

श्रीरामकृष्णदेवस्य योगारूढ्य तत्क्षणात् ।
साधना सिद्धि सम्प्राप्तिरपूर्वेत्याप्त योगिनः ॥ १
अभूदलौकसामान्या भैरव्या आनुकूल्यतः ।
असाध्य साधनासिद्धेः प्राप्ति रेव न पूर्णता ॥ २
देव दानवा गन्धर्वा राक्षसा मुनि मानवाः ।
सिद्धिं प्राप्ता स्तया ते ये यं यं भाव समाश्रिताः ॥ ३
वैष्णवा विष्णुमाप्ता वै सौराः सूर्यं शिव तथा ।
शैवाः शाक्ताश्च शक्तिं गाणपत्या गजानन ॥ ४
सर्वेऽप्येव साधकास्ते स्व स्व साधनशक्तितः ।
स्वां स्वां सिद्धिं समुत्पाद्य कृतार्थाश्चाभव न्मुदा ॥ ५
किन्त्वस्य साधनदशा ठाकुरस्य पृथग्विधा ।
आर्यानार्य साधनानां भेदेनादि फलप्रद ॥ ६

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

অপূর্ব্ব যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সদ্যসদ্যই সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল। ১

অসাধ্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করাই পূর্ণতার কারণ নয়। দেবতা দানব রাক্ষস ও মুনিমানবাদি ইহাঁরা প্রত্যেকে যিনি যে ভাবে যে দেবতার উপসনা করেন। তাঁহার সেইরূপই সিদ্ধিলাভ হয়। ২।৩

বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে সৌরগণ সূর্য্যকে শৈবোপাসকগণ শিবকে শাক্ত সকল শক্তিকে গাণপত্য গণেশকে এই সকল সাধক নিজ নিজ শক্তিদ্বারা নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার অনুগ্রহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ করেন। ৪।৫

কিন্তু এই শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাধনারূপ সম্পূর্ণরূপে রূপান্তর। অর্থাৎ আর্য্য সাধকই হউন বা অনার্য্য সাধকই হউন। ইহাঁর নিকট ইহাঁদের মধ্যে ভাল মন্দ বিবেচনা কিছু মাত্র ছিল না। ৬

নানা সাধনমার্গঃ স দেবতানামুপাসনম্।
অবলম্ব্য তত্র তত্র সিদ্ধিলাভং চকারহ ॥ ৩
এবং সাধন বৈশিষ্ট্যং প্রাক্ সৃষ্টেরধুনা বধি।
লক্ষিত ন চ কুত্রাপি কেবলন্তদ্ গদাধরে ॥ ৮
অসাধ্য সাধিকা মাতা চিদ্রূপা পরমেশ্বরী।
অদ্ভুত প্রকৃতেরস্য সন্তানস্য সুসাধনে ॥ ৯
চিত্তব্যাকুলতাং জ্ঞাত্বা নানা সাধন সিদ্ধয়ে।
তত্তদুপাসনা সিদ্ধ পরিব্রাজক সত্তমান্। ১০
কূপয়ে বাচকর্ণায় সাধনাসিদ্ধ মন্দিরে।
অষ্টপষ্ট্যধিক দ্বিপট্ শতকাব্দাৎ প্রমৃত্যবে। ১১
একোনাশীত্যধি দ্বিপট্ শতকাব্দাবধিং দ্বিজঃ।
কালন্তু সাধনাযুক্তো গঙ্গাগর্ভে সমাধিমান্ ॥ ১২

Thakur followed different paths and achieved success in all his pursuits. Such peculiarity of worship has never been found in anyone but Gadadhar since the times immemorial to this day To fulfil the earnest longing of Gadadhar, Goddes Kali attracted great sages and ascetics to the temples at Dakshineswar. From the Bengali year 1264 to 1276, i.e. for twelve years from the age of twenty six to thirty eight, Thakur performed his holy penance and had his achievements in the spiritual field. 7 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর বহু দেবতার উপাসনা করিয়া সেই সেই দেবতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ৭

ঠাকুরের স্বতন্ত্র সাধনার মত সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কোন ও একটি সাধকের উপাসনা কোথাও দেখা যায় না কেবল মাত্র ইহা গদাধরেই দেখা যায়। ৮

অসাধ্য সাধিকা চিন্ময়ী পরমেশ্বরী কালী অত্যাশ্চর্য্য সন্তান গদাধরের সাধন বিষয়ে চিত্ত চাঞ্চল্য জানিয়া নানা প্রকার সাধনায় সিদ্ধির জন্য তদুপাসনাসিদ্ধ সর্ব্বোত্তম।

পরিব্রাজক বা সাধু সন্ন্যাসি সকলকে কৃপাপূর্ব্বক এই সাধনা সিদ্ধ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ৯।১০

এবং সন ১২৬৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা সন ১২৭৬ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ঠাকুরের ২৬ বৎসর বয়স হইতে ৩৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ১২ বৎসরকাল সাধনায় রত হইয়াছিলেন। ১১।১২

मध्यलीलायां १२श: अ: ।

साधना रम्भकालेतु रौप्यमुद्राथ मृत्तिका ।
गृहीत्वा मृत्तिका यातु सैवमुद्रा न चापरा ॥ १३
स्वर्णं रौप्यादिका मुद्रा मृत्तिका न तथा परा ।
पुन: पुनर्वदन्नेवं गङ्गागर्भे व्यसर्जयत् ॥ १४
इयं प्राथमिकी तस्य साधना सिद्ध योगिन: ।
धनरत्न परित्यागरूपा चित्तस्य शुद्धये: ॥ १५
वस्तुपलब्धये किन्तु गङ्गागर्भेऽतिनिर्मले ।
प्रायोपवेशनं कृत्वा नित्यानित्यविचारणम् ॥ १६
कृतवतेन श्रीभैरव्या तथान्यन्यासिभि: सह ।
तथा साधन सम्पत्त्या नारीमात्रं स्वमातृवत् ॥ १७
धारणा सुदृढ़ा जाता योगिनो योगसिद्धये ।
सिद्धिलाभात् परं साधु: कदापि कामपि ध्रुवं ॥ १८

At the beginning of his spiritual pursuits he would take a coin in one hand and some earth in the other, and say that both were one and the same, and lastly throw them into the water of the river. Thus for purification of his mind he had to free himself from temptation of money and riches in the preliminary stage of his spiritual pursuit. He would be deeply absorbed in discussions about the eternal and the transitory with Bhairabi and others He realised that every woman was his mother. He never looked at any woman or gold as things for enjoyment.

13 to 18

বঙ্গানুবাদ :—

সাধনার প্রারম্ভে এক হস্তে রূপার টাকা অন্য হস্তে কিঞ্চিৎ মাটি লইয়া রূপার বা সোনার টাকা ইহারা মাটিরই অন্য মূর্ত্তি অর্থাৎ টাকা মাটি মাটি টাকা এইরূপ বলিতে বলিতে সেই সকল টাকা ও মাটি গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিতেন। ১৩।১৪

এই সাধনা সিদ্ধযোগী ঠাকুরের চিত্ত শুদ্ধির জন্য ধনরত্ন পরিত্যাগরূপ প্রথম সাধনা। ১৫

কিন্তু সচ্চিদানন্দ অখণ্ড ব্রহ্মের অনুভবের নিমিত্ত পরম পবিত্র ত্রিপথগাতীরে প্রায়োপবেশন পূর্ব্বক ভৈরবী এবং অন্যান্য সিদ্ধ সন্ন্যাসিবর্গের সহিত নিত্যানিত্য বস্তুর বিচারে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতেন। ১৬

যোগী গদাধরের যোগসিদ্ধির জন্য সাধন সম্পত্তি দ্বারা নারী মাত্রে নিজ গর্ভধারিণী মাতার মত ধারণা সুদৃঢ় হইয়াছিল। ১৭

ঠাকুর সিদ্ধিলাভের পর কখনও কোনও একটি কামিনী বা কাঞ্চনাদিকে ভোগ বুদ্ধিতে দেখেন নাই। ১৮

কামিনীং কাঞ্চনং বাপি ভোগবুদ্ধ্যা ন দৃষ্টবান্।
কামিনী কাঞ্চন ত্যাগরূপা সাধনতঃ পরং ॥ ১৯
দীনতা নিরহঙ্কার সাধনা পূর্ণতাং গতা।
যত্রাপবিত্রবাহুল্য স্থানে সাধারণো জনঃ ॥ ২০
পদার্পণে সঙ্কুচিতো ন যাতি তত্র কর্হিচিৎ।
ঠাকুরস্তু তদস্পৃশ্য স্থানং মার্জ্জিতবান্ স্বয়ং ॥ ২১
আচণ্ডালোচ্ছিষ্ট পত্রং বিধৃত্য মস্তকে তথা।
গঙ্গাগর্ভে বিনিঃক্ষিপ্য জাত্যভিমান চূর্ণতাং ॥ ২২
কৃত্বা স্বমস্পৃশ্য জাতের্নাধিকং মন্যতে সুধীঃ।
অতঃপরং সর্ব্বজীবে শিবজ্ঞানস্য সাধনা ॥ ২৩

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

বীরস্যাস্য সাধকস্য সর্ব্বথাভিনবামতা।
ভিক্ষুকোচ্ছিষ্টকাহারং কৃত্বাদরপুরঃসরং ॥ ২৪

After he had overcome the temptation of woman and money, he attained humility and selflessness, Thakur himself would cleanse those filthy places where people were averse to step into. He shook off his pride of caste as he carried the leaves containing the remains of meals left by the untouchable classes of people, ane threw them into the river. He never felt that he was superior to one belonging to the lowest classes of humanity. Next, he realised that every living creature was a manifestation of God. He would take the remains of meals left by beggars as a holy gift. 19 to 28

বঙ্গানুবাদ :—

কামিনী কাঞ্চন ত্যাগরূপ সাধনের পর দীনতা ও নিরহঙ্কারিতা সাধনা পূর্ণ হইয়াছিল। যে সকল অপবিত্র বহুল স্থানে পদার্পনে সঙ্কুচিত হইয়া কেহ কখনও যাইত না। সেই সকল অপবিত্র স্থান ঠাকুর স্বয়ং পরিষ্কার করিতেন। ১৯'২০।২১

আচণ্ডালের উচ্ছিষ্ট পত্র স্বয়ং মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক গঙ্গাগর্ভে নিঃক্ষেপ করিয়া জাত্যাভিমান দূর করিয়াছিলেন। তদবধি নিজেকে অস্পৃশ্য জাতির অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে করিতেন না। ২২

তৎপরে এই বীর সাধকের সর্ব্ব জীবে শিব জ্ঞানের সাধনা ইহা একটি নূতন সাধনা। অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে ভিক্ষুকগণের উচ্ছিষ্টান্ন

ভোজন এবং ঐ সকল উচ্ছিষ্টান্নকে মহা প্রসাদ মনে করিয়া মস্তকে ধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতেন। ২৩।২৪

মত্বা মহাপ্রসাদা স্তান্ মূর্দ্ধ্নি ধৃত্বাননর্ত্ত চ।
আদৌ সাধনাকালে চ চতুর্ব্বর্ষান্তরে সুধী॥ ২৫
বৈষ্ণবং মতমাশ্রিত্য দাস্য সখ্যাদি ভাবতঃ।
তত্তৎ সাধন যোগেন সিদ্ধিলাভং চকার সঃ। ২৬
শ্রীকৃষ্ণস্য সম প্রাণা যে স্যুঃ শ্রীব্রজবালকাঃ।
চিন্তা তত্তুল্য সখ্যস্য ঠাকুরস্য তদা ভবৎ॥ ২৭
তথা শ্রীরামচন্দ্রস্য দাস্য ভক্তি প্রবর্ত্তকাঃ।
মহাবীর রামদাসতুল্যোঽমূদ্ভক্ত ঠাকুরঃ॥ ২৮
তন্ত্রোক্ত সাধনায়াং হি সিদ্ধিলাভাৎ পরং তথা।
সখ্যরূপা ঠাকুরস্য প্রকৃতেঃ সোধনা চ সা॥২৯
সর্ব্বথা পূর্ব্বরূপা সা লোকোত্তর চমৎকৃতিঃ।
তদাসৌ স্বং জগন্মাতুঃ সখীরূপা বিভাব্য চ॥ ৩০

At first for four years Thakur adopted the religion of the Vaisnavas and felt like those youngsters of Braja who were at one with Sri Krishna in their heart and soul. Next he became a devotee of Shri Ramachandra and developed a devotion quite akin to Mahabir Hanuman. Thereafter, when he achieved success in his pursuit in the tantric method his services as an attending maid to the Goddess, received great appreciation from the best of devotees. At this stage he would often serve the Goddess with a chamar. 25 to 30

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

বঙ্গানুবাদ :—

প্রথম সাধনার সময় ৪ বৎসর বৈষ্ণব মত অবলম্বন পূর্ব্বক দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য্যাদিভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রাণতুল্য যে সকল ব্রজবালক ছিল তাহাদের মত ঠাকুরের সখ্যভাব সিদ্ধ হইয়াছিল। ২৫।২৬ ২৭

তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্রের দাস্য ভক্তির প্রবর্ত্তক মহাবীর রামদাসের মত ঠাকুরের দাস্য ভক্তিতে সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। ২৮

এবং তন্ত্রোক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর ঠাকুরের সখ্যভাবে যে সাধনা। ২৯

তাহা অপূর্ব্ব ও মহা ভক্তগণেরও আনন্দদায়ক। সেই সময় ঠাকুর নিজেকে জগদম্বার সখীরূপে ভাবনা করিয়া প্রায়ই চামর হস্তে কালিকাকে ব্যজন করিতেন। ৩০

প্রায়শামরহস্তেন কালিকাং সমবীজয়ৎ।
কদাপি বা ভূষণাদের্বস্ত্রাদেরপি বা তথা॥ ৩১
পরিধেয়ং কৃতং তেন রমণ্যা ইব সর্ব্বদা।
দেবী মেবাচিন্তয়ৎ স্বং স্ত্রীমূর্ত্ত্যা বান্যয়া সমং॥ ৩২
তদ্ ভক্তো মধুরানাথ ঠাকুরস্যাভিলাষতঃ।
প্রকৃতেঃ সাধনে যদ্ যদ্ দ্রব্যমাবশ্যকং ভবেৎ॥ ৩৩
তত্তদ্ দ্রব্যঞ্চ বেগার্থং দত্ত্বা ধন্যোঽভবত্তদা।
এবং প্রকৃতিভাবস্য প্রাবল্যাদ্ধি তদন্তরে॥ ৩৪
স্বস্যপুংভাবরূপস্য সর্ব্বথা বিস্মৃতির্যদা।
তদা শ্রীরামকৃষ্ণস্য সান্নিধ্যাৎ সর্ব্বতো দিশি॥ ৩৫
সতীর্থ ইব সখ্যাতির্জাতাস্য দেবমন্নঃ।
তীর্থপর্য্যটনে জন্নেঃ পরিব্রাজক ভক্তকৈঃ॥ ৩৬

Again he would wear ornaments like a woman and serve the Goddess as such. He lost sense of his own sex. Mathuranath also gladly supplied all the requisites to get Thakur dressed like a woman. The fame of the temples at Dakshineswar as a holy place extended far and wide, due to the presence of Sri Ramakrishna. 31 to 36

বঙ্গানুবাদ :—

কখনও বা স্ত্রীলোকের মত বস্ত্র অলঙ্কারাদি পরিধান করিতেন এবং নিজকে অন্য একটি স্ত্রীলোক মনে করিয়া কালিকার সেবা করিতেন। ৩১।৩২

সেই সময় ঠাকুর নিজের অন্তরে স্ত্রী ভাবের প্রবণতা বশতঃ নিজের যে পুরুষ মূর্ত্তি অর্থাৎ আমি যে পুরুষ ইহা একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ৩৩

শ্রেষ্ঠ ভক্ত মথুরানাথ ঠাকুরের ইচ্ছামত শক্তি সাধনায় যে সকল দ্রব্য আবশ্যক হইত সেই সকল দ্রব্য ঠাকুরের বেশভূষার জন্য দিয়া ধন্য হইতেন। ৩৪

এবং সেই সময়ে রাণী রাসমণির ঠাকুর বাড়ীর পরমহংস ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যবশতঃ চতুর্দ্দিকে পুণ্যতীর্থের মত সুখ্যাতি হইয়াছিল। ৩৫।৩৬

যাবাধ্বনি তদানীন্তৈর্যদা দৃষ্টো মহন্মঠঃ।
প্রবিশ্য তে পান্থগেহে সাধূনামতিথীয়তাম্॥ ৩৭
সুব্যবস্থাং সমালোক্য সানন্দাদ্ভাব তীব্রতঃ।
দিনানি কতিচিত্তত্রস্থাতুমাগ্রহমালিনঃ॥ ৩৮

मध्यलीलायां १२शः अः।

आतिथ्य कृत्य प्राचुर्य्यात् साधवः सुख संस्थिताः।
मथुरः साधुसेवायां सर्व्वदा मुक्तहस्तकः॥ ३९
नित्यञ्चातिथि सेवार्थं द्रव्यजातानरक्षयत्।
एवं श्रीमथुरानाथस्तातस्य तुष्टिसाधने॥ ४०
घुर्णतायां तदिच्छायाः सर्व्वदायं सुचेतनः।
तदादेशं प्रतीक्ष्यैव तन्मुखं वीक्ष्य भक्तितः॥ ४१
चिन्तायुतः श्री मथुरः किमादिष्टो भवाम्यहं।
यद्यसौ गृह्णीयान्मत्तो धनरत्नादि मेभवान्॥ ४२

Due to very fine arrangements of hospitality pilgrims would be glad to stay at the guest-house of Dakshineswar for some days on their way to distant holy places. Mathuranath also spent generously to bring every comfort to pilgrims and guests. He was also very eager to bring every satisfaction to Thakur, and waited for orders. He thought, "If Thakur accepts any riches from me, I shall be blessed and free from all bondages of this world." 37 to 42

বঙ্গানুবাদ :—

তীর্থপর্য্যটনকারি সর্ব্বোত্তম সন্ন্যাসিগণ যাইবার পথে রাণী রাসমণির বৃহৎ দেবালয় দেখিয়া তাঁহারা রাণীর পান্থশালায় প্রবেশ পূর্ব্বক সাধুগণের অতি সুন্দর সুব্যবস্থা আছে দেখিয়া আমরা এই স্থানেই কিছু দিন থাকিব এইরূপ ভাবিয়া আনন্দের সহিত সেই কালী বাড়ীতে থাকিতেন। ৩৭।৪৮

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

অতিথিগণ উত্তম ভাবে আতিথ্য সৎকার লাভে সুখী হইতেন। মথুরবাবু সর্ব্বদা সাধু সেবায় যুক্ত হস্ত ছিলেন। ৩৯

এবং সর্ব্বদা অতিথি সৎকার জন্য বহু দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। এইরূপভাবে মথুরানাথ বাবার সন্তোষের জন্য এবং বাবার ইচ্ছা পূরণে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন। ৪০

এবং বাবার আদেশের অপেক্ষা করিয়া বাবার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেন কখন কি আদেশ করিবেন। ৪১

বাবা যদি আমার নিকটে ধন সম্পত্তি গ্রহণ করেন তবে আমার জন্ম সার্থক মনে করিব। বা আমার আর জন্ম হইবে না। ৪২

তদাহং জন্ম সাফল্যং প্রাপ্স্যামি জন্মখণ্ডনং।
নেষ্টক্ চিন্তা ময়া কার্য্যা ভ্রমাদ্যাপি কথঞ্চন ॥ ৪৩
স্বর্ণং রৌপ্যাদি মুদ্রাং যো মৃদ্রূপং গণয়েৎ সুধীঃ।
তস্য প্রার্থনীয়ং দ্রব্যং ন কিঞ্চিদপি সম্ভবেৎ ॥ ৪৪
তথাপি মথুরানাথে দানার্থমাগ্রহান্বিতে।
উক্তং শ্রীরামকৃষ্ণেন ন মে কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং ॥ ৪৫
ক্ষমণ্ডলুন্ কম্বলান্ বা পট্টবস্ত্রাদিকাং স্তথা।
দেয়াংশ্চেন্মন্যতে তর্হি সাধুভ্যঃ সর্ব্বমপ্যতাম্ ॥ ৪৬
স্যুর্ত্বেবং মথুরস্তত্র বহুলং কম্বলাদিকং।
তদ্দ্রব্যং সমানীয় ভাণ্ডাগারাখ্যপূরয়ৎ ॥ ৪৭
এবমাদিষ্টবাংশ্চৈব তত্রস্থান্ কর্ম্মচারিণঃ।
ভবন্তো বিতরিষ্যন্তি তাতাদেশানুসারতঃ ॥ ৪৮

"I should not indulge in such thoughts for he has no sense of difference between gold and earth, aud so nothing to ask for." Yet Mathuranath made an offer but Thakur refused to accept

anything for his own self. However he said, "If You are really eager to make gifts, give kamandalu, rug and cloth to the holy men." At once Mathuranath made a huge stock of all these things and ordered the managiug staff of the temples to distribute them according as Thakur liked. 43 to 48

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ চিন্তা আমার কোন প্রকারে ভ্রম বশতঃ ও মনে করা উচিৎ নহে। কারণ যে মহাপুরুষ স্বর্ণ রৌপ্যাদি মুদ্রাকে মাটি বলিয়া মনে করেন তাঁহার প্রার্থনা দ্রব্য কিছুই নাই। ৪৩.৪৪

তথাপি মথুরানাথ মহামূল্য ভূসম্পত্তি ঠাকুরকে দিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন আমার কিছুই আবশ্যক নাই।

যদি কিছু দানীয় দ্রব্য দিতে ইচ্ছা কর তবে কমণ্ডলু বা পট্টবস্ত্রাদি সাধুদিগকে দাও। ৪৫।৪৬

বাবার এইরূপ আদেশ শুনিয়া মথুরানাথ বহুতর কম্বলাদি দ্রব্য সকল আনিয়া ভাঁড়ারে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৪৭

এবং মথুরানাথ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কর্ম্মচারি সকলকে বলিয়াছিলেন। আপনারা বাবার আদেশ মত এই সকল দ্রব্য বিতরণ করিবেন। ৪৮

पङ्गून्ध बधिरान् वापि साधून् वा सज्जनां स्तथा।
यान्कानपि वदेद्देवो देयं तेभ्योऽतियत्नतः॥ ४९
यदेदृग्भजने लिप्तो रामकृष्णः स्वयं हरिः।
तदैव मन्दिरे तत्र सिद्ध साधक सत्तमः॥ ५०

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

আবির্ভূতো জটাধারী রামলালা সুসেবকঃ।
বাৎসল্য ভাবপূর্ণোঽয়ং সুন্দরো রামবিগ্রহঃ॥ ৫১
যৎ প্রসাদাঠঠাকুরস্য বাৎসল্যভাব সাধনা।
অত্যাশ্চর্য সাধনেয় জীবতা বিগ্রহেন বৈ॥ ৫২
শ্রীরামস্য ধাতুময়ঃ শোভনো বালবিগ্রহঃ।
সিদ্ধ সাধোঃ সমীপেঽসৌ বিদ্যতেঽহর্নিশং মুদা॥ ৫৩
সাধোঃ শ্রীবিগ্রহে সেবা বিগ্রহাচরণং তথা।
সর্ব্বথা পূর্ব্বরূপেয় পরং বিগ্রহহেতুকা॥ ৫৪

"Every care should be taken to give these things to the lame, the blind. the deaf, the sadhu, or to anyone according as Thakur likes." At that time, a holy man named Jatadhari who was a devotee of a living image called Ramalala, came to the temples at Dakshineswar. It was an image of Ramachandra as a boy. It was made of metals. The mode of services rendered to the image was wonderful. During the day or the night Jatadhari always kept it with him. 49 to 54

বঙ্গানুবাদঃ—

পঙ্গু অন্ধ বধির সাধু সজ্জন অথবা যে কোনও ব্যক্তিকে দিতে বলিবেন বাবার আদেশ মত তাঁহাদিগকেই যত্ন পূর্ব্বক দিবে। ৪৯

ঠাকুর এইরূপ ভাবে প্রকৃতি সাধনে যখন ব্রতী হইয়াছিলেন ঠিক সেই সময়ে এই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে শ্রীরামলালা নামক জীবন্ত বিগ্রহ সেবক সিদ্ধ সাধক জটাধারী নামে একটী সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন। ৫০।৫১

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

রামলালা অর্থাৎ বাৎসল্য ভাবপূর্ণ একটি বাল গোপালের মত সুন্দর মূর্ত্তি ভগবান শ্রীরাম চন্দ্রের জীবন্ত বিগ্রহ। ৫২

যে বাল বিগ্রহের কৃপায় ঠাকুরের বাৎসল্যভাব সাধনা পূর্ণ হইয়াছিল। জীবন্ত বিগ্রহের সহিত এই সাধনা অত্যাশ্চর্য্যরূপ। শ্রীরামচন্দ্রের ধাতুময় সুন্দর একটি বাল বিগ্রহ সিদ্ধ সাধু জটাধারীর নিকটে দিবা রাত্রি আনন্দের সহিত থাকিতেন। সাধুর বিগ্রহ সেবা এবং বিগ্রহের সহিত ব্যবহার অভূত পূর্ব্ব বিস্ময় কর। ৫৩।৫৪

সপুত্রং বিগ্রহং মত্বা স্বহস্তেন ত্ব ভোজয়ৎ।
স্নেহাধীনং স্বসন্তানং মত্বা বা ভূণ্ময়ৎ ক্বচিৎ॥ ৫৫
কদাপি তচ্চঞ্চলতাং দৃষ্ট্বাতমল্ব ভর্ৎসয়ৎ।
সাধোরেবং সাধনন্তদ্দৃষ্ট্বা শ্রীহৃদয়ঃ সুধীঃ॥ ৫৬
বাক্যহীন মুস্বর্যং বং সাতঙ্কং সমাচিন্তয়ৎ।
একতো মাতুলস্যাস্য নানাভাবেন সর্ব্বদা॥ ৫৭
ব্যাকুলীকৃতবন্তং মামধীরং কুরুতে তথা।
কোঽন্যঃ পুনঃ সমুন্মত্তো মন্দিরেঽসাবুপস্থিতঃ॥ ৫৮
এবমদ্ভুত ভাবস্য তরঙ্গে নাভিঘাতিতঃ।
হৃদয়ঃ সাধুকৃত্যন্তদবলোক্যাতি বিস্মিতঃ॥ ৫৯
নাস্তি সাধো বিগ্রহস্য স্নান পূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
তপো নাস্তি জপো নাস্তি সাধনং ভজনং তথা॥ ৬০

Sadhu Jatadhari used to feed the image as if it was his son, and sometimes have it dressed. Again, at other times on seeing its fickleness or irregular movement, he would abuse it. Hridayram was taken aback at this uncommon mode and method of worship of Ramlala by Jatadhari and

thought with great fear, "I am always troubled with worries caused by the changes of mood and temper of my uncle. Here comes another mad man with new problems." Hriday was, however, greatly astonished to see the peculiar habits of Jatadhari, who did not follow the usual method of worship. 55 to 60

বঙ্গানুবাদ:—

সাধু বিগ্রহটিকে নিজের পুত্র মনে করিয়া তাঁহাকে স্বহস্তে খাওয়াইতেন। স্নেহাধীন পুত্র মনে করিয়া তাঁহাকে স্বহস্তে সাজাইতেন। কোন সময়ে বা বিগ্রহের চাঞ্চল্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত নিন্দিত বাক্য প্রয়োগ করিতেন। এইরূপ ভাবে সেই জটাধারী সাধুর অলৌকিক সাধনা দেখিয়া হৃদয়রাম নির্ব্বাক হইয়া সভয়ে এইরূপ চিন্তা করিতেন। ৫৫।৫৬

একদিকে কনিষ্ঠ মাতুলের নানা প্রকার ভাবে সর্ব্বদা ব্যাকুলিত হইয়া অত্যন্ত চঞ্চল বা সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছি। তার উপর এ আবার আর একটি মহাপাগল কোথা হতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইরূপ আশ্চর্য্যভাবে বিভাবিত হইয়া হৃদয়রাম অতিশয় বিস্মিত হইয়া ছিলেন। ৫৭।৫৮।৫৯

পরন্তু সাধুর সেই সকল ব্যাপার দেখিয়া অর্থাৎ সাধুর বিগ্রহটির স্নান পূজা এবং নিজের জপ তপ সাধন ভজন কিছুই ছিল নাই। ৬০

তদ্বিগ্রহমহোরাত্রং বিধৃত্য হৃদি ভক্তিত:।
সাধুস্তন্ময়তাং প্রাপ্য সমাহূয় সুবিস্পষ্টং॥ ৬১
আগচ্ছ রে রামলালা ক্ব গতশ্চঞ্চল: সুত:।
এবন্নাদৃতভাষণং অত্বা রামলালালিঙ্গিত:॥ ৬২

मध्यलीलायां १२श: अ: ।

तत्क्षणात्तत्समीपे स पुत्रवत् समुपस्थित: ।
साधुदत्तं भोज्य द्रव्यं भुक्तवान् विग्रह: स्वयं ॥ ६३
कदा वा विग्रह: खाद्यद्रव्यं दृष्ट्वा जगाद तं ।
नाहं भोक्ष्ये द्रव्य मिदममिष्टं चौरिकाफलं ।' ६४
श्रुत्वा तद्विग्रह वचो नानारूपेन तं तदा ।
मिष्टवाक्येन सन्तोष्य भुङ्क्ष्व भुङ्क्ष्वाधुनात्विद् ॥ ६५
मा क्रोधं कुरु पुत्र त्वं अद्येयं भुङ्क्ष्व मादर ।
आगामि दिवसे वत्स दास्यामि चौर लड्डुकम् ॥ ६६

The Sadhu used to hold the image on his breast with great devotion day and night. Sometimes he would call out, "Oh my dis obedient son, where are you ? come back." On hearing his call, the image would come back to him at once like a son to his father. The image itself used to eat the food offered to him by the Sadhu. Sometimes the image would say, "I will not take this sour cu-cumber." At this sadhu made very humble entreaties and persuaded it to take the cu-cumber with promise to give it sweets next day. 61 to 66

সাধুর প্রদত্ত খাদ্য দ্রব্য খাইতেন। কখনও বা খাদ্য দ্রব্য দেখিয়া বিগ্রহ সাধুকে বলিতেন। এই তেতো শশা আমি খাইব না।

৬১।৬২।৬৩।০৪

সাধু রামলালার এইরূপ কথা শুনিয়া নানা প্রকার মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট করতঃ বলিতেন। খাও বাবা এখন এইটিই খাও? ০৫

দেখ বাবা তুমি রাগ করিও না আমি এখন যাহা দিচ্চি আজ তুমি তাহাই খাও? কল্য তোমাকে ক্ষীরের নাড়ু আনিয়া দিব। ৬৬

কদাপ্যুক্তো রামলালা বিগ্রহঃ প্রাণসম্মিতঃ।
মা গচ্ছ গচ্ছ পুত্র ত্বং কণ্টকারণ্য মধ্যতঃ॥ ৬৭
দ্রুতং কুত্র গচ্ছসি ত্ব বিদ্ধাঙ্গং কণ্টকৈর্ভবেঃ।
প্রত্যাগচ্ছাত্র ভো শীঘ্রমসহ্য স্তে ত্বদ্বিধিঃ॥ ৬৮
কদা বাতিবিরক্তেন সাধুনা বালবিগ্রহঃ।
উক্ত স্তবার্থমত্যুগ্র বহ্নিদগ্ধো ভবাম্যহং॥ ৬৯
তবৈব ধারণা ধ্যানি তপঃ পূজা জপাদিকং।
ধৃত্যং সন্ন্যাসিনা যদ্ যচ্চত্ সর্ব্বং নাগিতং মম॥ ৩০
সর্ব্বস্বং সংপরিত্যজ্য ত্বা নীত্বাহং বহির্গতঃ।
ধনং ধান্যং গৃহং দ্রব্যং যৎকিঞ্চিত্ পৈত্রকৈর্ভবং॥ ৩১
মিথ্যা লভ্যান্যমা ত্বাং বৈ নিত্যং পুষ্ণামি যত্নতঃ।
তথাপি ত্বন্মনঃ প্রাপ্তুং নার্হামি বৈ কথঞ্চন॥ ৩২

Sometimes again, the Sadhu would say. "Oh my son, don't run into thorny bushes. You will get your body pricked with thorns. Make haste to come back. It pains me much if I don't have you close to me." At other times, he would say

with great annoyance, "I suffer so much only for you It is for your sake that I cannot do my holy duties. I have left my home with all my paternal properties, and have come out with you only. I feed you with whatever I get by begging Yet I have not been able to win your favour. 67 to 73

বঙ্গানুবাদ :—

কখন ও বা প্রাণের তুল্য রামলালাকে সাধু বলিতেন হে পুত্র তুমি কাঁটা বনে যাইও না কাঁটার বনে কি এমন করে ছুট যেতে আছে পায়ে কাঁটা ফুটবে যে। হে পুত্র তুমি শীঘ্র আমার কাছে এস। দেখ তুমি আমার নিকট হইতে অন্যত্র যাইলে বড়ই কষ্ট হয়। ৬৭।৬৮

কখনও বা সাধু অত্যন্ত বিরক্তির সহিত রামলালাকে বলিতেন তোমার জন্য আমি ভীষণ ভাবে জলে পুড়ে মরিলাম।

সন্ন্যাসীগণের ধ্যান ধারণা জপ তপ ও পূজাদি যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য তোমার জন্য আমার সেই সকল গেল। ৭০

ধন ধান্য গৃহ দ্রব্য যা কিছু আমার পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র তোমাকে লইয়া বহির্গত হইয়াছি। ৭১

এখন ভিক্ষা করিয়া তণ্ডুলাদি যাহা পাই সেই সকল দ্রব্য দ্বারা তোমার মন পাইলাম না। অর্থাৎ তুমি সন্তুষ্ট হইতেছ না। ৭২

এমত সময়ে ঠাকুরও স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শক্তি সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। ৭৩

এষ ষোঠাকুরস্যাপি রমণীরূপধৃক্ সদা।
প্রকৃতি সাধনায়াং স নিমগ্নোঽভূদ ভগবান্ স্বয়ং। ৩২

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অ.।

শ্রীজটাধারিণঃ সাধোরপূর্ব্বং ভাব সাধনা।
সর্ব্বং ভাবময়স্যাস্য শ্রীরামকৃষ্ণ যোগিনঃ॥ ৭৪
হৃদয়ং বাৎসল্যরসৈঃ পরিপূর্ণং চকার সা।
এবং শ্রীরামকৃষ্ণস্তু শ্রীরামলালা বিগ্রহ॥ ৭৫
প্রাণবন্তং দিব্যমূর্ত্তিং দিব্যভাব সমন্বিত।
দৃষ্ট্বা চাচরণ তস্যালৌকিকং সর্ব্বমেব তৎ॥ ৭৬
কদা বা পুষ্পমানেতুং কণ্টকারণ্য ধাবনং।
বক্তুমিষ্টমাচরতি ভোজনাবসরেঽপি চ॥ ৭৭
নানাভাবেন ত্ব সাধুমুদ্বে জয়তি বিগ্রহঃ।
বভূব বিস্মিতো দেবো দৃষ্ট্বাস্য প্রেমকর্ষণম্॥ ৭৮

At that time Thakur dressed like a woman was engaged in doing services to the Goddess Kalika. On seeing the peculiar devotion of Jatadhari, Thakur was also greatly astonished and his heart was filled with fatherly affection. The living divine image, and its wonderful behavior, playful pranks, acts of misconduct causing great annoyance to the Sadhu. and devotional love of the Sadhu, were deeply appreciated by Thakur.

73 to 78

বঙ্গানুবাদ :—

" শ্রীজটাধারী সাধুর অত্যাশ্চর্য্যময় বাৎসল্য ভাবের সাধনা দেখিয়া সর্ব্বভাব সমন্বিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ও হৃদয় বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ৭৪

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

পরন্তু ঠাকুর দিব্য ভাব বিশিষ্ট জীবন্ত শ্রীরামলালা বিগ্রহকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং বিগ্রহের অলৌকিক আচরণ অর্থাৎ কখন ও পুষ্প লইবার জন্য কণ্টকারণ্যে ছুটোছুটি কখনও খাবার সময়ে বিপরীত আচরণ করিতেছে অর্থাৎ নানা প্রকারে সাধুকে অত্যন্ত উদ্বেজিত করিতেছেন এইরূপ ভাবে বিগ্রহের প্রেমের আকর্ষণ দেখিয়া ঠাকুর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ৭৫।৭৬।৭৭।৭৮

শিশুপুত্রস্যাচরণং দৃষ্ট্বা মাতুর্যথা ভবেৎ।
অপূর্ব্বং প্রীত্যনুভবো রামকৃষ্ণস্য চাভবৎ॥ ৭৯
ব্যাপারেঽস্মিং ঠাকুরস্য শ্রীজটাধারিণা সহ।
প্রীত্যাধিক্যং মহজ্জাতং যেন তৎ সন্নিধৌ সদা॥ ৮০
উপবিশ্য বিগ্রহস্য তাং তাং লীলাং দদর্শ সঃ।
তয়া তন্ময়তাং যাতাবতিমাত্রং সুখী সদা॥ ৮১
নানুভূতৌ তদা তৌ তু ব্রহ্মভাব পরিপ্লুতৌ।
গতোঽয়ং দিবসঃ কিম্বা গতা বা যামিনী কদা॥ ৮২
চিদানন্দঃ শিশুরয়ং বাৎসল্য ভাববিগ্রহঃ।
সর্ব্বদা রামকৃষ্ণস্য সন্নিধিং সমপেক্ষতে॥ ৮৩
ঠাকুরোঽস্মিন্নবসরে শ্রীজটাধারিণো গুরোঃ।
দীক্ষাং গৃহীত্বা বাৎসল্যভাব সাধনসংরতঃ॥ ৮৪

Just as the mother gets delighted at the playful activities of her child, so also Ramakrishna got delighted by the activities of Ramalala. There grew up a very close intimacy between Thakur and Jatadhari, as a result of which Thakur spent most of his time enjoying the activities of living

Ramalala. Both of them would be so engrossed that they would lose all sense of day and night. On the other hand Ramalala liked to be constantly near to Ramakrishna. In the mean time Thakur became initiated in filial devotion by Jatadhari. 79 to 84

বঙ্গানুবাদঃ—

শিশু পুত্রের আচরণ দেখিয়া মাতার যেরূপ আনন্দ অনুভব হয়। ঠাকুরেরও সেইরূপ হইয়াছিল। ৭৯

বহু প্রকার ঘটনায় ঠাকুরের জটাধারীর সহিত অত্যন্ত প্রণয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। যাহার ফলে ঠাকুর জটাধারীর নিকটে সর্ব্বদা থাকিয়া রামলালার জীবন্ত লীলা দর্শন করিয়াছিলেন। যে লীলা দেখিয়া ঠাকুর এবং জটাধারী তন্ময় হইয়া উভয়েই সমাধিস্থ হইতেন। ৮০। ৮১

অতঃপরং ঠাকুরেণানুভূতমিদমেব তৎ।
ক্ষণার্দ্ধং রামকৃষ্ণন্তু ত্যক্তুং নেচ্ছতি বিগ্রহঃ॥ ৮২
সর্ব্বদা রামকৃষ্ণস্য কণ্ঠলগ্নো ভবাম্যহং।
শ্রীজটাধারিণঃ পার্শ্বে যাবত্তিষ্ঠতি ঠাকুরঃ॥ ৮৩
তাবৎ কালং শান্তমূর্ত্তির্বিগ্রহঃ কিল খেলতি।
যদা শ্রীরামকৃষ্ণস্তু গমনায়োপচক্রমে॥ ৮৩
তদৈব রামলালাতু ক্রীড়াং সন্ত্যজ্য ঠাকুরং।
ঘোরং স্বহস্তং প্রান্তং সঃ সমাকৃষ্য স্বহস্ততঃ। ৮৫
নিবারয়ামাস তস্য গমনমন্যতো দিশি।
এবং শ্রীরামলালায়া বশ্যতাং ঠাকুরস্য তাং॥ ৮৫
দৃষ্ট্বাশ্রুপূর্ণং চক্ষুর্ভ্যাং সাধুঃ স্যমিতি কারণং।
এবং শ্রীরামকৃষ্ণস্য সঙ্কটং মধ্যগঃ॥ ৮০

Then Thakur felt that Ramalala did not like to be separated from him even for a moment. So long Thakur remained seated by Jatadhari, Ramalala used to play happily. But as soon as Thakur was about to leave the place, Ramalala would cease to play and catch hold of his cloth to prevent him to go elsewhere. At this Jatadhari heaved a heavy sigh and his eyes became full of tears. Thakur found himself between horns of a dilema. 85 to 90

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপভাবে উভয়ে তন্ময়তা লাভ করিতেন যাহাতে তাঁহাদের দিবা রাত্রির অনুভব হইত না। তাহার কারণ সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবে বিভাবিত হইয়া থাকিতেন। তজ্জন্যই দিবারাত্র জ্ঞান ছিলনা। ৮২

বাৎসল্যভাবের মূর্ত্তি এই চিদানন্দ বালবিগ্রহ সর্ব্বদাই ঠাকুরের নিকটে থাকিতে চাহিতেন। ৮৩

এইসময় সদ্‌গুরু জটাধারীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ঠাকুর বাৎসল্য ভাবসাধনায় রত হইয়াছিলেন। ৮৪

তৎপরে ঠাকুর ইহা বেশ ভালভাবে বুঝিয়াছিলেন যে রামলালা বিগ্রহ ক্ষণকালের জন্যও আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। ৮৫

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

যখন ঠাকুর সন্ন্যাসীর নিকট হইতে যাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়া দুই চারিটি পাদ অগ্রসর হইতেন সেই সময় রামলালা নিজের খেলা-ধুলা ফেলিয়া দিয়া নিজহস্তে ঠাকুরের কাপড়ের খুঁট টানিয়া অন্যত্র যাইতে নিষেধ করিতেন। ৮৭। ৮৮

এইরূপে ঠাকুরের প্রতি রামলালার বশ্যতা দেখিয়া সাধু অশ্রু-পূর্ণলোচনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন। এইরূপভাবে ঠাকুর উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন। ৮৯।৯০

चिन्तयन् येन स तस्य सर्व्ववस्तु विरागिनः।
सर्व्वस्वं साधनधनमेकमेवावलम्बनम् ॥ ९१
बलात् प्रसह्य तं देयं नेतुमिच्छति ठाकुरः।
अपूर्व्वं सिद्धपीठेऽस्मिन् प्राचीन नवीनहृयं ॥ ९२
भक्तं गृहीत्वा वात्सल्यभावस्याधार रूपकः।
रामलाला व्यधात् क्रीड़ां तत्र प्रायेन वत्सरं ॥ ९३
दृष्ट्वा लीलां जटाधारी किं करोमीति चिन्तितः।
रामलालां रामकृष्णसकाशाच्च कदाचन ॥ ९४
नेतुं शक्तो भविष्यामि तत् प्रेमाधिक्य हेतुतः।
इत्येवं महती चिन्ता सदा मे हृदि वर्त्तते ॥ ९५
रामलालां विनान्यत्र गमनं मरणं मम।
विचिन्त्येवं जटाधारी कदाचित्तं सुविग्रहं ॥ ९६

Thakur felt as if he was forcibly robbing Jatadhari of his all, ie. Ramalala which was the only supporting prop of his life. For one year Ramalala played with these two devotees of

which one was young and the other was old. Jatadhari became much dejected with the thought that he would not be able to take away Ramlala from Ramakrishna. As it now liked Ramakrishna more than him ; and on the other hand if he would go away without Ramalala it would be as good as death to him. So, one day, Jatadhari with Ramalala in his arms approached Ramakrishna and handing over Ramalala to him said. 91 to 96

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সর্ব্বত্যাগী সাধু জটাধারীর একমাত্র সর্ব্বস্ব সাধনের ধন বা অবলম্বনের বস্তু হঠাৎ বলপূর্ব্বক আমি লইতেছি। বাৎসল্য ভাবের আশ্রয় শ্রীরামলালা বিগ্রহ প্রবীন ও নবীন দুইটি ভক্তকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরের অপূর্ব্ব সিদ্ধপীঠে প্রায় একবৎসর ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ৯১ ৯২ ৯৩

সাধু জটাধারী রামলালার সেইরূপ ক্রীড়াদেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে আমি এখন কি করি ?

উপস্থিত রামলালার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবে প্রেমের আধিক্য বশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে রামলালাকে লইয়া যাইতে পারিব না। এই মহাচিন্তা আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা হইতেছে। ৯৪।৯৫

রাম লালাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার অন্যত্রগমন মৃত্যুতুল্য। এইরূপ ভাবিয়া একদিন সেই রামলালা বিগ্রহটিকে। ৯৬

হস্তে ধৃত্বা রামকৃষ্ণ মন্মুখে সমুপস্থিতঃ।
শ্রীরামকৃষ্ণহস্তে স মমর্প্য বালবিগ্রহং ॥ ৯৭

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

গদ্গদেন স্বরেণৈব যোগী যোগীশমব্যধাৎ।
তব সঙ্গং পরিত্যক্তুং রামলালা হি নেচ্ছতি ॥ ৯৮
অত্রৈবাস্য স্থাতুমিচ্ছা নান্যত্র গমনে স্পৃহা।
চিরারাধ্য নিত্যশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং ॥ ৯৯
প্রদর্শ্য কৃপয়া মহ্যং স্বরূপং সাধুবৎসলঃ।
উবাচাহং সুখাস্যাং বৈ স্থাস্যামি চেত্তদন্তিকে ॥ ১০০
কৃতকৃত্যো ভবাম্যদ্য তেনাহং ত্বৎ সমীপগঃ।
অস্যানন্দো মমানন্দঃ প্রাগহং নাব বুদ্ধবান্ ॥ ১০১
জানেঽধুনা ত্বৎ কৃপয়া প্রমাধারস্য বস্তুনঃ।
আরাধ্য বিগ্রহস্যাস্য সুখমেষ সুখং মম ॥ ১০২

"Ramalala does not like to leave your company, and also to go else where. It has showed its real self to me and expressed its desire to remain with you. I have now realised that his pleasure is my pleasure and what makes my diety happy cannot but make me also happy."
97 to 102

বঙ্গানুবাদ :—

দুইহস্তে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক রামকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তে বালবিগ্রহ রামলালাকে সমর্পন পূর্ব্বক গদগদ স্বরে যোগীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে যোগী জটাধারী বলিয়াছিলেন। আমার রামলালা তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। ৯৭ ৯৮

এই খানেই ইহাঁর থাকিবার ইচ্ছা অন্যত্রগমনে ইচ্ছা নাই

আমার বহুকালের আরাধ্য নিত্যশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ সাধুবৎসল সুবিগ্রহ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে নিজের স্বরূপ দর্শন করাইয়া বলিয়াছেন আমি যদি রামকৃষ্ণের নিকটে থাকি তবে বড়ই সুখী হইব। ৯৯। ১০০

অদ্য আমার সাধনা সফল হইল। তজ্জন্যই তোমার নিকটে আসিয়াছি বিগ্রহের আনন্দই আমার আনন্দ ইহা আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। ১০১

আজ আমি তোমার কৃপায় বিশেষ ভাবে বুঝিলাম। অর্থাৎ প্রেমের আধার স্বরূপ আমার এই বিগ্রহের আনন্দই আমার আনন্দ। ১০২

অতোঽহং মম সর্ব্বস্বং সমর্প্য ভবতঃ করে।
অন্যান্যত্র গমিষ্যামি তদ্ ভবাননুমোদতাম্ ॥ ১০৩
গৃহাণেমং মমারাধ্যং বাৎসল্যাধাররূপকং।
জীবন্তং বিগ্রহং তাত যক্তুং দ্রষ্টুং ন শক্যতে ॥ ১০৪
বাষ্পৈঃ কণ্ঠোঽতিরুদ্ধো মে চক্ষুরম্বুভিরাপ্লুতং।
প্রাণারাম রামরাম রামলালা গতির্মম ॥ ১০৫
গতোঽন্যত্র জটাধারী মুক্তকণ্ঠং রুদন্ মুহুঃ।
ভগবান্ রামকৃষ্ণস্তু তস্থৌ বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ১০৬

So I now hand over my all to you and beg to leave this place. Ramalala is be all and end all of my life" Jatadhari's voice became choked and he could not speak any more. He cried out bitterly and left the place with tearful eyes.

Then Ramakrishna kept the image in the temple of Lord Vishnu, with great joy and devotion.

103 to 106

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতএব সর্ব্বস্ব স্বরূপ একমাত্র আরাধ্য দেবতা এই বিগ্রহটিকে আপনার হস্তে সমর্পন পূর্ব্বক অদ্যই আমি অন্যত্র গমন করিব আপনি এ বিষয়ে অনুমতি দিন। ১০৩

বাৎসল্য ভাবের আধার আমার এই জীবন্ত বিগ্রহটিকে অতি মহৎ আপনি গ্রহণ করুন। আমি আর কিছু বলিতেও পারিতেছি না এবং আমার চক্ষুর্দ্বয়ও দেখিতে পাইতেছে না। ১০৪

বাষ্পদ্বারা আমার কণ্ঠরোধ হইতেছে। চক্ষুর্দ্বয় অশ্রু প্লাবিত হইল। হে প্রাণারাম রাম রাম রামলালা তুমিই আমার একমাত্র গতি। এই কথা পুনঃ পুনঃ মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে সিদ্ধ সাধু জটাধারী দক্ষিণেশ্বরের মন্দির হইতে অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন। ১০৫

তৎপরে ভগবান [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও] বাসমনির গোবিন্দমন্দিরে সেই রামলালা বিগ্রহটিকে স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ১০৬।১০৭

বিগ্রহটিও কলিযুগ পাবনাবতার নিজেরই অন্যতম মূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পাইয়া পরমানন্দিত হইয়া ছিলেন। ১০৮

বিগ্রহং বৈ সুখং স্থাপ্য ব্রহ্মানন্দমবাপবান্।
বিগ্রহোঽপি সুতং প্রাপ্য স্বস্যৈবাপরূপকং ॥ ১০৭ ॥
পাবনং কলিযুগস্য ভুক্তিমুক্তি প্রদায়কং।
শ্রীরামকৃষ্ণদেবন্তং পরমানন্দমাপ সঃ ॥ ১০৮

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতঃপর মধ্যলীলার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তোতাপুরী সন্ন্যাসীর সঙ্গবশতঃ অদ্বৈত ব্রহ্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। ১

এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসাদে গুরুরূপী বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর ও সর্ব্বোত্তম দিব্যদর্শন বা ভগবতীর সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ২

ঠাকুর বাৎসল্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াও সাধনার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন নাই। ৩

সেই সময় তাঁহার মনের বাসনা ভক্তবর্গের নিকট এইরূপভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে সাধকগণ প্রত্যেকে তাঁহাদের উপাস্য দেবতার সিদ্ধির জন্যই সাধন করেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একটি সাধকও বহু দেবতার সাধনার জন্য চেষ্টা করেন নাই। ৪

দেখ রত্নাকর সমুদ্রের গর্ভে বহুপ্রকার রত্ন সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কারণ ইহা বৈজ্ঞানিকগণের পরীক্ষিত বিষয়। সমুদ্রতীর বাসী জনগণ যন্ত্রের দ্বারা উদ্ধৃত সেই সকল রত্ন দেখিলেও তৃপ্তিলাভ করেন নাই। ৫। ৬

নিষ্ঠন্তি ন রত্নানি পশ্যন্তোঽপি মুহুর্জনাঃ।
ব্যগ্রা ভবন্তি সততং নষদর্শন হেতবে ॥ ৭

তথাহমপি বৈ তত্তৎ সাধনেষু বহুষ্বপি।
সর্ব্বদা সিদ্ধিলাভায় যতিষ্যে নাব সংশয়ঃ॥ ৮

অন্তান্তরে জগন্মাতুর্মূর্ত্য এবানুকম্পয়া।
নির্বিশেষ পরব্রহ্মাদ্বৈত সাধন সিদ্ধিমান্॥ ৯

মধ্যলীলায়াং ৭৪গঃ অঃ

শ্রীপরিব্রাজকাচার্য্যে স্তোতাপুরীতি নামতঃ।
শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য ব্রহ্মজ্ঞানার্থ মেব সঃ ॥ ১০
আবির্ম্মূতৌ মহাযোগী সন্ন্যাসী গাঢ়রম্ভদা।
বহুকালং পুণ্যতোয শ্রীনর্ম্মদা নদীতটে ॥ ১১
জনশূন্যোটজাবাস উষিত্বার্দ্ধশতং সমাঃ।
লিপ্সুঃসাধনসম্পন্নো নির্ব্বিকল্প সমাধিনা ॥ ১২

"Similarly I also make repeated endeavours to attain success through different ways prevalent among cultured as well as uncultured communities." Thereafter, another ascetic, named Totapuri, came to Dokshineswar to impart knowledge of Bramha (Supreme being) to Sri Ramakrishna. For more than fifty years he lived all alone and dedicated himself to holy pursuit in a forest on the bank of the Narmada. 7 to 12

বঙ্গানুবাদঃ—

পরন্তু নূতন নূতন রত্ন দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন। ৭

সেইরূপ আমিও আর্য্যানার্য্য ভেদে বহু দেবতার বহুপ্রকার সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করি। এইরূপভাবে শিষ্যবর্গকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন। ৮

অতঃপর জগদম্বার কৃপায় পুনর্ব্বার একটি অদ্বৈত ব্রহ্মসাধনে সিদ্ধ সন্ন্যাসীচূড়ামণি শঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত মহাযোগী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনের জন্যই দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৯।১০

মধ্যলীলায়াং ৭ম: অ: ।

এই সাধু তোতাপুরী বহুকাল নর্ম্মদা নদীর তীরে নির্জন কুটীরে প্রায় পঞ্চাশদ্বর্ষ বাস করিয়া সাধনসম্পত্তিতে লিপ্ত হইয়া সমাধি সিদ্ধ হয়েন। বা নির্ব্বিকল্প সমাধি দর্শন করেন ১১।১২

ক্রতৌऽনেন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারো যোগী সুদুর্লভ: ।
ততস্তোতানন্দমনা বভূব যোগসিদ্ধিত: ॥ ১৩
এবং তোতাপুরীসাধো ব্রহ্মজ্ঞস্য মনস্বিন: ।
নানাদেশ পর্য্যটনে সঙ্কল্প: সুমহত্তর: । ১৪
তত: স্বাশ্রমত: সাধুর্বহির্যাতো যথাবিধি ।
উত্তরায়ণ সংক্রান্ত্যা গঙ্গাসাগর সঙ্গমে ॥ ১৫
তীর্থে স্নাত্বা তথা দৃষ্ট্বা তত্র তং কপিলং মুনিং ।
দৃষ্ট্বা প্রভুং জগন্নাথমুৎকলেষু বিরাজিত ॥ ১৬
মধ্যভারত পর্য্যন্তং কৃত্বা পর্য্যটনং সুধী: ।
বঙ্গদেশং সমাসাদ্য যত্র গঙ্গা সরিদ্বরা ॥ ১৭
তস্যা: পূর্ব্বতটে রম্যা কলিকাতা মহাপুরী ।
তত্র শ্রীকালিকাং দৃষ্ট্বা দক্ষিণেশ্বর মাগত: ॥ ১৮

He attained success in his pursuit and realised Brmha, the supreme Being. Then he left his lonely cottage and set out to travel far and wide. He went to Gana sagar where he took his bath and saw the temple of the Kapila. He went to the temple of Jagannath at Puri. Thereafter he came to Bengal and after paying a visit to the temple at Kalighat in Calcutta he came to temples at Dakshineswar. 13 to 18

মধ্যলীলায়াং ৭ম: অ: ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই জন্য তোতা যোগিগণেরও দুর্লভ ব্রহ্মসাক্ষাৎ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। ১৩

এই নর্ম্মদা নদী পশ্চিমে বিন্ধ্যাচল হইতে বিনির্গতা হইয়া তমসা নদীতে মিশ্রিত হইয়াছেন। এই নর্ম্মদা নদীর জল গঙ্গাজলের মত পবিত্র। এইরূপ শাস্ত্রবাক্য যথা—

নর্ম্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্র দেহাদ্বিনিঃসৃতা।
তারয়েৎ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥
সর্ব্ব পাপহরা নিত্যং সর্ব্বদেব নমস্কৃতা ॥

এই নর্ম্মদার জল দশমাস পর্য্যন্ত উদরে অবস্থান করে।

ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তভিস্ত্বথযামুনং।
নার্ম্মদং দশাভির্মাসৈ র্গাঙ্গং বর্ষেণ জীর্য্যতে ॥

অর্থাৎ সরস্বতীর জল তিন মাস, যমুনার জল দশমাস, নর্ম্মদার জল দশ মাস। এবং গঙ্গার জল ১ বৎসর পর্য্যন্ত উদরে অবস্থান করেন। তৎপরে জীর্ণ হয়েন। সেই নর্ম্মদা নদীর তীরে নির্জন কুটীরে সাধন দ্বারা তোতাপুরী নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎ করিয়া সর্ব্বদা আনন্দ মনে অবস্থিত ছিলেন। ১৩এ

তৎপরে কোন সময়ে তোতাপুরীর দেশ পর্য্যটন জন্য সঙ্কল্প হইলে আশ্রম হইতে শুভদিনে বহির্গত হইয়া উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে গঙ্গাসাগর তীর্থে স্নান করিয়া কপিল মুনি দর্শনের পর উৎকলে প্রভু জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মধ্যভারত পর্য্যন্ত পর্য্যটন পূর্ব্বক বঙ্গদেশে আসিয়া ভাগীরথী গঙ্গার তীরে কলিকাতা মহানগরী ও কালিঘাটে কালিকাদেবীকে দর্শন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৪।১৫।১৬।১৭।১৮

मध्यलीलायां १३ग: अ: ।

अस्त्येवातिथिशालायां प्रविश्यातिथ्यमाश्रित: ।
अत्र तोता रामकृष्णं दृष्ट्वैव भाव विग्रहं ॥ १९
तेनाकृष्टो भृशं योगी मनस्येतदचिन्तयत् ।
अयमेव निर्विकार पुरुषो भावयुग्ध्रुवं ॥ २०
मन्येऽद्वैत ब्रह्म सिद्धि साधन स्याधिकारवान् ।
भवेदेव न सन्देह स्तूत्तमं ब्रह्मसाधनं ॥ २१
सामन्यालाप मात्रेणालौकिकं शक्तिसाधकं ।
बुबोध तं तपोदीप्तभावोज्वल मुखं द्विज ॥ २२
दृष्टान्तर्बोधकारिण्या वीच्य तोता ब्रवीद्वच: ।
वेदान्त साधनाकांक्षा विद्यते किं भवद्दृदि ॥ २३
दीर्घाकृते जटाजूटधारिणो दीप्त चक्षुष: ।
सन्न्यासिन स्तेजोमय नग्नदेहस्य योगिन: ॥ २४

There he put up in the guest-house. He was greatly attracted by the divine appearance of Sri Ramakrishna. By exchange of a few words with Sri Ramakrishna, Totapuri became convinced that he was capable of uncommon achievements in the spiritual field. So he asked Sri Ramakrishna, "Do you like to realise Bramha as propounded in the Vedanta philosophy?" Sri Ramakrishna looked at the stalwart figure of Totapuri with matted hair and bright eyes and replied. 19 to 24

মধ্যলীলায়াং ৭২শঃ অঃ ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই জন্য তোতা যোগিগণেরও দুর্লভ ব্রহ্মসাক্ষাৎ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। ১৩

এই নর্ম্মদা নদী পশ্চিমে বিন্ধ্যাচল হইতে বিনির্গতা হইয়া তমসা নদীতে মিশ্রিত হইয়াছেন। এই নর্ম্মদা নদীর জল গঙ্গাজলের মত পবিত্র। এইরূপ শাস্ত্রবাক্য যথা—

নর্ম্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্র দেহাদ্বিনিঃসৃতা।
তারয়েৎ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ॥
সর্ব্ব পাপহরা নিত্যং সর্ব্বদেব নমস্কৃতা॥

এই নর্ম্মদার জল দশমাস পর্য্যন্ত উদরে অবস্থান করে।

ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তভিস্ত্বথযামুনং।
নার্ম্মদং দশাভির্মাসৈ র্গাঙ্গং বর্ষেণ জীর্য্যতে॥

অর্থাৎ সরস্বতীর জল তিন মাস, যমুনার জল দশমাস, নর্ম্মদার জল দশ মাস। এবং গঙ্গার জল ১ বৎসর পর্য্যন্ত উদরে অবস্থান করেন। তৎপরে জীর্ণ হয়েন। সেই নর্ম্মদা নদীর তীরে নির্জন কুটীরে সাধন দ্বারা তোতাপুরী নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎ করিয়া সর্ব্বদা আনন্দ মনে অবস্থিত ছিলেন। ১৩এ

তৎপরে কোন সময়ে তোতাপুরীর দেশ পর্য্যটন জন্য সঙ্কল্প হইলে আশ্রম হইতে শুভদিনে বহির্গত হইয়া উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে গঙ্গাসাগর তীর্থে স্নান করিয়া কপিল মুনি দর্শনের পর উৎকলে প্রভু জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মধ্যভরাত পর্য্যন্ত পর্য্যটন পূর্ব্বক বঙ্গদেশে আসিয়া ভাগীরথী গঙ্গার তীরে কলিকাতা মহানগরী ও কালিঘাটে কালিকাদেবীকে দর্শন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৪।১৫।১৬।১৭।১৮

मध्यलीलायां १३शः अः।

अस्यैवातिथिशालायां प्रविश्यातिथ्यमाश्रितः।
अत्र तोता रामकृष्णं दृष्ट्वैव भाव विग्रहं॥ १९
तेनाकृष्टो भृशं योगी मनस्ये तदचिन्तयत्।
अयमेव निर्विकार पुरुषो भावयुग्ध्रुवं॥ २०
मन्येऽद्वैत ब्रह्म सिद्धि साधन स्याधिकारवान्।
भवेदेव न सन्देह स्तूत्तमं ब्रह्मसाधनं॥ २१
सामन्यालाप मात्रेणालौकिकं शक्तिसाधकं।
बुबोध तं तपोदीप्तभावोज्वल मुखं द्विजं॥ २२
दृष्टान्तर्वेधकारिण्या वीक्ष्य तोता ब्रवीद्वचः।
वेदान्त साधनाकांक्षा विद्यते किं भवद्धृदि॥ २३
दीर्घाकृते जटाजूटधारिणो दीप्त चक्षुषः।
सन्न्यासिन स्तेजोमय नग्नदेहस्य योगिनः॥ २४

There he put up in the quest-house. He was greatly attracted by the divine appearance of Sri Ramakrishna. By exchange of a few words with Sri Ramakrishna, Totapuri became convinced that he was capable of uncommon achievements in the spiritual field. So he asked Sri Ramakrishna, "Do you like to realise Bramha as propounded in the Vedanta philosophy?" Sri Ramakrishna looked at the stalwart figure of Totapuri with matted hair and bright eyes and replied. 19 to 24

বঙ্গানুবাদঃ—

এই দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির মন্দিরের অতিথিশালায় আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন। এবং মন্দিরস্থ পবিত্র দেহ-

मध्यलीलायां १३शः अः ।

ধারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে দেখিয়া এবং ঠাকুর কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া যোগী তোতাপুরীর মনে মনে এইরূপ চিন্তা হইয়াছিল যে আমার মনে হয় এই আত্মারাম নির্বিকার পুরুষই অদ্বৈত ব্রহ্ম সাধনের একমাত্র অধিকারী। ইহা নিঃসন্দেহ যেহেতু অদ্বৈত ব্রহ্ম সাধনই সর্ব্বোত্তম সাধন। ১৯।২০।২১

তোতাপুরী ঠাকুরের সহিত সামন্য আলাপমাত্রে বুঝিয়াছিলেন যে ইনি একটি শক্তি সাধক। ঠাকুরের তপোদীপ্ত ভাবোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া এবং অন্তরে আঘাত করে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা ঠাকুরকে দেখিয়া তোতা বলিয়াছিলেন তোমার কি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম সাধনার ইচ্ছা আছে? ২২।২৩

দীর্ঘাকার জটাজুটধারী প্রজ্বলিত চক্ষুদ্বয় তেঃপুঞ্জ নগ্ন দেহ মহা-যোগী তোতপুরী সন্ন্যাসীর। ২৪

श्रुत्वा वाचं तदा रामकृष्णेनोक्तमिदं वचः ।
किं कर्त्तव्यमकर्त्तव्यं नाहं वेद्मि कथञ्चन ॥ २५
वेत्ति सर्व्वं जगन्माता वदेच्चे त्तत्करोम्यहं ।
श्रुत्वा वद त्ततस्तोता गच्छ पृच्छ स्वमातरं ॥ २६
श्रुत्वैवं श्रीरामकृष्णो भावगद्गद चेतसा ।
जगदम्बा मन्दिरे संप्रविश्य सुमहामतिः ॥ २७
भावाविष्टो मातृवाक्यं सुश्राव तत्क्षणादहो ।
त्वदर्थमेव सन्न्यासो दक्षिणेश्वरमागतः ॥ ३८
कुरु शिक्षामसङ्कोचं समीपे तस्य योगिनः ।
ब्रह्मरूपां मत्तनुभां तुभ्यं दास्यति निश्चितं ॥ २९
इत्येवं मातुराज्ञां स प्राप्य तत्क्षणतः सुधीः ।
प्रायेन लुप्तसंज्ञः स कम्पान्वित कलेवरः ॥ ३०

মধ্যলীলায়াং ৭ম: অঃ।

"I do not know at all what to do or not to do. That is known to the Mother of the universe. I will do if She asks me to do" At this Totapuri said, "Go and ask your mother." As Sri Ramakrishna entered the temple of the Goddess Jagadamba, he heard the divine words of the Goddess, "The great ascetic has come over here only for you. Don't hesitate to receive instructions from him." On being so ordered by the Goddess, Sri Ramakrishna a'most lost his consciousness and returned to Totapuri in a very agitated mood, 25 to 30

বঙ্গানুবাদ :—

কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, আমি কি করিব কি না করিব কিছুই জানি না। ২৫

জগদম্বা জানেন। তিনি যদি বলেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয় করিব। এই কথা শুনিয়া তোতা বলিয়াছিলেন তোমার মাকে তুমি জিজ্ঞাসা কর। ২৬

তখন ঠাকুর ভাবপ্রবণ চিত্তে মাতৃমন্দিরে প্রবেশপূর্বক তন্ময় হইয়া তৎক্ষণাৎ ঠাকুর অত্যাশ্চর্য্য মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই সন্ন্যাসী তোমার জন্যই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিয়াছেন। ২৭।২৮

তুমি এই সন্ন্যাসীর নিকটে অসঙ্কুচিত চিত্তে স্বচ্ছন্দে শিক্ষা কর। আমারই দেহ জ্যোতি স্বরূপা ব্রহ্মরূপা শক্তিকে তোমাকে জানাইয়া দিবেন। ২৯

এইরূপে জগদম্বার আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রায় চৈতন্য শূন্য কলেবরে। ৩০

মধ্যলীলায়াং ১৯শঃ অঃ।

ততঃস্তোতাপুরী সাধোঃ সমীপং পুনরাগতবান্।
ভাবাবিষ্টঃ প্রত্যুবাচ দেবস্তং গুরুরূপিনং ॥ ২১
ভবতঃ কৃপয়া যাচ্ঞং ভাবাদিষ্টোঽভবং প্রভোঃ।
শিষ্যে ভাবাতিশয্যন্তদৃষ্ট্বা তোতা চমৎকৃতঃ ॥ ২২
অধুনাদ্ভূতং শিষ্যোঽয়ং দেবীং মূর্ত্তিং মঠস্থিতাং।
মাঢ়ং সম্বোধনং কৃত্বা করোত্যভিনয়ন্ত্বিমং ॥ ২৩
এবং তোতাপুরী জ্ঞাত্বা রামকৃষ্ণং পুনঃপুনঃ।
সদয়মবলোক্যৈবাবদ্ভাযুক্তং সুখপ্রদং ॥ ২৪
হাস্যেন স্ফুরিতযাভূদহৈতং জ্ঞানহেতুতঃ।
অজ্ঞানবন্ধনান্মুক্তি লাভার্থং সাধকস্য চ ॥ ২৫
নাস্ত্যন্যঃ পুরুষাকারো দুপায়ঃ শাস্ত্র সম্মতঃ।
ঈশ্বরস্যাথবা শক্তিসংযুক্তং ব্রহ্মণোঽপি বা ॥ ২৬

Shi Ramakrishna said, "Oh Lord, by your grace, I have got the orders from my mother." Totapuri became much surprised at the uncommon devotion of his disciple. Even then, he suspected some theatrical gesture in his disciple who called the image of the temple, his Mother. So he said in a very disparaging manner. "It is enjoined in the holy scriptures that nothing but intelligent efforts can make one free the bondage which is due to ignorance of Truth. Here, divine grace or assistance is of no avail. 31 to 36.

বঙ্গানুবাদ :—

তোতাপুরী সাধুর নিকটে আসিয়া ভাবাবিষ্ট ঠাকুর পুনর্বার

मध्यलीलायां १३श: अ:।

গুরুমূর্ত্তিধারী তোতাপুরীকে বলিয়াছিলেন। হে প্রভো আপনার কৃপায় আজ আমি জগদম্বার আদেশ পাইয়াছি। তোতাপুরী শিষ্যের ভক্তির আতিশয্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ৩১।৩২

এবং ভাবিয়াছিলেন সম্প্রতি এই আশ্চর্য্য শিষ্যটি মঠস্থিতা দেবী মূর্ত্তিকে মাতৃসম্বোধন পূর্ব্বক একপ্রকার ভাবাবিষ্ট হইয়া অভিনয়ের মত করিতেছেন। ৩৩

তোতাপুরী এইরূপ ভাবিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পুনঃ পুনর্ব্বার অবলেকন পূর্বক অদ্বৈত ভাবাপন্ন বশতঃ অত্যন্ত অবজ্ঞাযুক্ত মুখে পরিহাসপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। ৩৪

সাধকের অজ্ঞানজনিত বন্ধনের মোচনের জন্য পুরুষাকার ভিন্ন অন্য উপায় কিছুমাত্র নাই। এইরূপই শাস্ত্রবাক্য। ঈশ্বরের অথবা শক্তিসংযুক্ত ব্রহ্মের দয়া বা সাহায্য দ্বারা কেহ কোনরূপ ফলভাগী হয় না। ৩৫।৩৬

कृपया वानुकूल्येन न कोऽपि फलभाग् भवेत्।
परन्तु भ्रान्त संस्काराद् ये चैवं भावमाश्रिताः ३७
कृपा कुरु भो भगवन् वदन्तः केवलं सदा।
तेऽत्यन्त दुर्ब्बला ज्ञेयाः शास्त्रार्थं न विदन्ति हि ॥ ३८
अतोऽस्य रामकृष्णस्य देवी निष्ठा दृढस्य च।
अवज्ञा तस्य साधो र्हि स्वाभाविकी सुनिश्चिता ॥ ३९
तथाप्यसौ तदा तोता मनस्ये तदचिन्तयत्।
निम्नाधिकारिणोऽप्यस्य यदा दीक्षा भविष्यति ॥ ४०
मत्त स्तदा देवीभावः समूलं हि विनश्यति।
ज्ञानशक्ति प्रभावेन नाम शक्ते र्विलीनतां ॥ ४१
यास्यत्यस्य न सन्देही ब्रह्म मार्गा वलम्बिनः।
ततः पञ्चवटी मध्ये ब्रह्मस्थापन पूर्व्वकं ॥ ४२

"Those who solicit the favour of gods or goddesses, are very weak and ignorant of the correct meaning of the holy scriptures". Hence, it was natural that this ascetic should hold Sri Ramakrishna's devotion to the Goddess in contempt. So Tatapuri thought that even though his disciple was of a very low order, yet when he would be initiated into the divine knowledge of Bramha he would certainly lose his propensity for names by virtue of all pervading knowledge.

37 to 42.

বঙ্গানুবাদ:—

পরন্তু ভ্রান্ত সংস্কার বশত: যে সকল ব্যক্তি এইরূপ ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক হে ভগবান আমায় কৃপা করুন সর্ব্বদা এইরূপ বলেন তাঁহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং শাস্ত্র বিষয়ে তাঁদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। ৩৭।৩৮

অতএব কালীর প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ঠাকুরের প্রতি তোতা-পুরীর তুচ্ছতা ভাব কঠোর সন্ন্যাসীর স্বাভাবিক ভাব। ৩৯

তথাপি তোতাপুরী সেই সময় এইরূপ ভাবিয়াছিলেন যে নিম্নাধিকারী এই সাধক যখন আমার নিকটে দীক্ষা লাভ করিবে তখন আর এরূপ দেবীভাব থাকিবে না। ৪০

এবং জ্ঞানশক্তির প্রভাবে নামাদি শক্তি নিশ্চয় নষ্ট হইবে। ৪১

বিশেষত: ব্রহ্মোপাসনাকারী সাধকের কোনরূপ ভাব ভক্তি নামরূপ কিছুমাত্র থাকে না। ইহা আমার যথেষ্ট অনুভূতি হইয়াছে।

মধ্যলীলায়াং ৭২শ: অ: ।

কৃত্বা যোগাসনং তীতা তত্রস্থান মকল্পয়ৎ ।
ততঃ প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞ গুরোরাদেশত স্তদা ॥ ৪৩
রামকৃষ্ণঃ স্ব পিতৃণাং কৃত্বা বৈ সলিল ক্রিয়া' ।
পিণ্ডান্ নির্ব্বাপয়ামাস স্বপিণ্ডমপি দত্তবান্ ॥ ৪৪
সন্ন্যাসদীক্ষা মমযে স্বর্লোক গতি কামনা ।
বর্ণাশ্রমাধিকার চ নি:শেষ' পরিবর্জয়েৎ ॥ ৪৫
তথা শাস্ত্রবিধানাদ্বি মন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বত: ।
সাধক: স্ব প্রেতপিণ্ড' স্বহস্তেন প্রযচ্ছতি ॥ ৪৬
এব' স্ব পূর্ব্বকৃত্যে চ সুসমাপ্তে পরেঽহনি ।
শুভ্র ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীরামকৃষ্ণস্য ধীমত: ॥ ৪৭
সাধনাযতনে পঞ্চবট্যা হোমাগ্নিরুত্থিত: ।

এব' স্ব সর্ব্বস্ব ত্যাগ ব্রহ্ম মন্ত্র গ্রহে তদা ॥ ৪৮

At Panchabati a seat for the yoga was prepared. At the outset, Sri Ramakrishna performed water giving and rice-giving ceremonies relating to his dead father and forefathers and also his own sradh ceremonies for his own well being after death. He also gave up all his religious rights in this mortal world. Next day at dawn he kindled the holy fire at Panchabati. 43 to 48

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে তোতা ঠাকুরের পঞ্চবটীর নিকটেই ব্রহ্ম স্থাপনপূর্ব্বক যোগাসন করিয়া সেই স্থানেই সাধনার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । ৪৩

এবং সেই সময়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞ প্রাচীন গুরুর

মধ্যলীলায়াং ১৩শঃ অঃ।

আদেশমত নিজের পিতা পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণের পিতৃকৃত্য সুসম্পন্ন করিয়া নিজেরও পিণ্ডদান করিয়াছিলেন। ৪৪

কারণ সন্ন্যাস দীক্ষায় স্বর্গ গমনাদি কামনা এবং বর্ণাশ্রমাচারাদি সর্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। ৪৫

এইরূপ শাস্ত্রের বিধানবশতঃ ব্রহ্মসাধক ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণের পূর্ব্বে নিজের প্রেত পিণ্ড নিজহাতে গ্রহণ ও আস্বাদন করিতে হয়। ৪৬

এইরূপে মন্ত্র গ্রহণের পূর্বদিনে পূর্বকৃত্য সুসম্পন্ন করিয়া পরদিনে ঠাকুরের পঞ্চবটীস্থ সাধনাগৃহে হোমাগ্নি উত্থিত হইলে সর্ব বিষয়ে কামনাশূন্য ব্যক্তির ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ সময়ে প্রণবাদির সহিত স্বাহা স্বধা বষট্‌কারাদি পবিত্র সর্বোচ্চ সুগম্ভীর ব্রহ্মমন্ত্রের দ্বারা সেই পঞ্চবটীর সাধন গৃহ ব্রহ্মমন্ত্রের প্রভাবে বিশেষভাবে পবিত্র হইয়াছিল।

৪৭।৪৮।৪৯

स्वाहा स्वधा वषट्कार प्रणवोच्चारणादिना।
पूतोदात्त सुगम्भीर ब्रह्म मन्त्रेण तद् गृहं ॥ ४९
पूतञ्चाभूद्विशेषेण ब्रह्म मन्त्र प्रभावतः।
होमधूम परिव्याप्तं वर्षास्विव नभो घनैः ॥ ५०
विद्युद्युक्तेव संभाति तदा पञ्चवटी तथा।
अपूर्व्वोऽयं ब्रह्मगुरुः शिष्यश्चापूर्व्वरूपधृक् ॥ ५१
दीक्षा पूर्व्वापूर्व्वरूपं तयोः सम्मेलनं तथा।
स्वयं सिद्धस्य शिष्यस्य हृत्पद्म द्वार सन्निधौ ॥ ५२
दण्डायमानां तां वीक्ष्य चिन्मयीं भवसुन्दरीं।
अपसार्य्य ब्रह्ममयो मद्वैत ब्रह्म चिन्तने ॥ ५३
शिष्यं समाहितं कर्त्तुं प्रयासं प्राप्तवान् गुरुः।
किन्त्वस्य मातृसर्व्वस्व शिष्यस्य द्वैतभावतः ॥ ५४

He chanted mantras as he threw his offerings into the fire. Somke covered the sky and the flames shot up like lightning. Both the preceptor and the disciple were wonderful. Observing that the Goddess was standing in the mind's eye of his disciple, the preceptor made efforts to remove the Goddess that hampered the meditation on Bramha. But due to strong devotion to the Goddess, his disciple was not being able to do away with his sense of duality. 49 to 54

বঙ্গানুবাদ :—

হোমাগ্নি ও হোমীয় ধূমাদি দ্বারা পরিপূর্ণ সেই গৃহ বর্ষাকালীন বিদ্যুদ্‌যুক্ত মেঘের মত প্রকাশিত হইয়াছিল। ৫০

আশ্চর্য্য ব্রহ্মজ্ঞ গুরু এবং সাধনাসিদ্ধ অত্যাশ্চর্য্য শিষ্য অতএব এরূপ দীক্ষা কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। এরূপ দীক্ষাও আশ্চর্য্য এবং এইরূপ গুরুশিষ্যের সম্মেলনও আশ্চর্য্য তৎপরে তোতা ব্রহ্ম মন্ত্রদানের পর স্বয়ংসিদ্ধ শিষ্যের হৃৎকমলের দ্বার দেশে দণ্ডায়মানা ব্রহ্মরূপিনী চিন্ময়ী ভবসুন্দরীকে দেখিয়া সেই ব্রহ্মময়ীকে অপসারিত করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মভাবনায় শিষ্যকে সমাধিস্থ করিবার জন্য তোতা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ৫১।৫২।৫৩

কিন্তু মাতৃসর্ব্বস্ব শিষ্যের দ্বৈত ভাব অর্থাৎ সাধ্যসাধক ভাবের প্রাবল্যবশতঃ সেই সময়ে ঠাকুরের মনোমধ্যে বিশেষভাবে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। ৫৪

সংশয়োঽস্য মনো মধ্যে সুদৃঢ়ত্বমবর্ত্তদা।
দীক্ষাদানাৎপরং শিষ্যং নেতুং ব্রহ্মৈক্য ভাবনাং॥ ৫৫

মধ্যলীলায়াং ৭৬শ: অ:

নানা বেদান্ত বাক্যানা' সুপদেশ' প্রদত্তবান্।
একমেবাদ্বিতীয' বৈ নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৫৬
সর্ব্বং খল্বু ব্রহ্মবস্তু জগদেতচ্চরাচরম্।
বহুনা বা কিমুক্তেন শৃণু সত্যমিদ' বচ: ॥ ৫৭
ব্রহ্ম সত্য' জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপর:।
সর্ব্বতো মন আকৃষ্য নির্ব্বিকল্প স্বরূপক' ॥ ৫৮
কৃত্বাত্মধ্যান জলধৌ নিমগ্নো ভব সর্ব্বদা।
এব' দিগম্বর গুরু র্মামুবাচ পুন:পুন: ॥ ৫৯
কিন্তু মে মনসোঽবস্থা সঞ্জাতে দৃক্ তদা ধ্রুব'।
ধ্যানার্থমুপবিশ্যাহ' বহু যত্নে কৃতেঽপি চ ॥ ৬০

The preceptor recited the sayings from the Vedanta philosophy to get his disciple initiated into the meditation on Bramha. "*There exists* only one without any second." "Diversity does not exist" "This universe with all its diversities is a part and parcel of Bramha." "Bramha is the only reality; the world with all its diversities is unreal, the living creatures are nothing but Bramha." "Restrain your mind from everything and get into the sea of profound meditation on Bramha." In spite of all these instructions and all my efforts I could not settle my mind on the meditation of Bramha. 55 to 60

বঙ্গানুবাদ :—

অর্থাৎ জগদ্বাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি কি সাধন করিব।

मध्यलीलायां १३शः अः।

এইরূপ মনোমধ্যে হইয়াছিল। কিন্তু তোতা দীক্ষাদানের পর শিষ্যকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিয়াছিলেন। ৫৫

এই ব্রহ্মে একমাত্র অদ্বয় তত্ত্বই আছে অন্য কিছুই নাই। ৫৬

এই চরাচর বিশ্ব সমস্তই ব্রহ্ম বস্তু এ বিষয়ে অধিক বলার প্রয়োজন নাই ইহাই ধ্রুব সত্য। ৫৭

ব্রহ্মই সত্য পদার্থ জীবই ব্রহ্ম জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। অতএব মনকে সর্ব্ববিষয় হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক নির্বিকল্প স্বরূপ করিয়া সর্ব্বদা ব্রহ্ম চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত হও। ৫৮

এইরূপভাবে সেই দিগম্বর গুরু আমাকে পুনঃপুনর্ব্বার সেইসকল বেদান্ত বাক্য বলিয়াছিলেন কিন্তু তখন আমার মনের অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল যে আমি ব্রহ্ম চিন্তায় বসিয়া বহুতর চেষ্টা করিলেও মনকে নির্ব্বিকার করিতে সমর্থ হই নাই। ৫৯।৬০

कर्त्तुं मनो निर्विकारमथवा नामरूपयोः।
व्यासङ्गं सम्परित्यक्तुं न शक्नोमि कथञ्चन ॥ ६१
अक्षानां विषयेभ्योऽहं कृत्वाप्युपरतिं तदा।
नो समर्थः समानेतुं मनसो निर्व्विकल्पतां ॥ ६२
चिराराध्या मातृमूर्त्तिर्जीवन्तो सा प्रभास्वरा।
समुद्भूता मनोमध्ये सर्व्वथा नामरूपयोः ॥ ६३
त्यागवार्त्ता स्मृतिं माता विलोक्य मम चण्डिका।
दण्डायमाना सा देवी ब्रह्मरूपा सनातनी ॥ ६४
एवं ध्याननिमग्नस्य मम प्रत्यक्षतां गता।
गुरोः सिद्धान्त वाक्यानि श्रुत्वा प्येवं पुनःपुनः ॥ ६५
गतोऽप्यहं ध्याननिष्ठां समाधिं निर्व्विकल्पस्य।
पुनःपुनः कृते यत्ने प्राप्तवान्न कथञ्चन ॥ ६६

মধ্যলীলায়াং ১৩শঃ অঃ।

"Nor I was able to raise myself above the plane of names and forms. Even though I restrained my senses I was not able to attain the desired end. In my meditation I found my Mother standing before my mind's eye. The instructions of my preceptor and my efforts were all in vain. 61 to 66

বঙ্গানুবাদ :—

অর্থাৎ নামরূপের আসক্তিকে কিছুতেই ছাড়িতে পারি নাই। এখন আমার ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে নিবৃত্তি করিয়া ও মনোমধ্যে নির্বিকল্পভাব আনিতে পারি নাই। ৬১

এখন জীবন্ত প্রজ্বলিত চিরারাধ্য মাতৃমূর্ত্তি আমার মনোমধ্যে আবির্ভূতা হইয়া ত্যাগবার্ত্তা স্মৃতি দেখিয়া ব্রহ্মরূপা সনাতনী মাতা মহেশ্বরী দ্বিদলে দাঁড়াইয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে ধ্যান নিমগ্নচিত্তে দেবী প্রত্যক্ষা হইয়াছিলেন। ৬২ ৬৩ ৬৪

এইরূপ ভাবে গুরুর সিদ্ধান্ত বাক্য সকল শুনিয়াও ধ্যানের দ্বারা নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইলেও পুনঃ পুনর্ব্বার বিশেষভাবে চেষ্টা করিলেও নির্বিকল্প সমাধি লাভে আশা শূন্য হইয়াছিলাম। ৬৫।৬৬

निर्व्विकल्प समाधौ हि नैराश्यमगमं यदा।
तदाहं चक्षुरुन्मील्य गुरुं सन्न्यासिनं ततः॥ ६७
अवदं न समर्थोऽस्मि कदापि तव वाक्यतः।
निर्व्विकल्पं मनः कृत्वा ब्राम ध्यानानुशीलने॥ ६८
चेष्टा मे विफला जाता भस्मन्याहुतयो यथा।
एवं दिगम्बर गुरुः श्रुत्वैव मम भाषणं॥ ६९

। মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

প্রাপং চঞ্চলতাং সাধুর্যথো যোগিন ইত্তবৎ।
কিং করোমি কথং বাস্য ব্রহ্মৈক্যং সম্ভবেদিতি ॥ ৬৯
অত্যন্তমুত্তেজিতভাবযুক্তো তীব্রং তিরস্কারবচঃ সমুচ্চরন্।
কথং ভবেন্নেতিবদন্ মুহুর্মুহুর্মধ্যে কুটীরস্য চলন্নিতস্ততঃ ॥ ৭০

ভগ্নৈকখণ্ডং সুবিলোক্যকাচং
স্বয়ং সমুত্তোল্য তদা করেণ।
সুখা যথা তোদন তদগ্রভাগতঃ
কৃত্বাতিবিদ্ধং মম ভালমধ্যে ॥ ৭২

When I lost all hope, I opened my eyes and regretted my inability. At this my preceptor became greatly agitated and pierced my forehead with a piece of broken glass. 67 to 72

বঙ্গানুবাদ :—

যখন আমার এইরূপ অবস্থা হইল তখন আমি চক্ষুঃ চাহিয়া গুরুকে বলিয়াছিলাম। ৬৭

আপনার কথামত ব্রহ্ম চিন্তন বিষয়ে মনকে নির্বিকল্প করিতে পারিতেছি না। ৬৮

অতএব ভস্মে আহুতির ন্যায় আমার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইতেছে। এখন সেই দিগম্বর গুরু আমার কথা শুনিয়া বায়ুর বেগে বৃক্ষের মত চঞ্চল হইয়া বলিয়াছিলেন, কি করি কিরূপে ইহার ব্রহ্মের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়। ৬৯।৭০

এবং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন সহকারে তীব্রভাবে তিরস্কার বাক্য বলিতে বলিতে কেন হইবে না এইকথা পুনঃ পুনর্ব্বার বলিয়া কুটিরের মধ্যে এদিকে ওদিকে যাইতে যাইতে ভগ্ন একখণ্ড কাঁচ দেখিয়া তাহা

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

স্বহস্তে তুলিয়া লইয়া ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ কাঁচের অগ্রভাগ দিয়া আমার ললাটের মধ্যভাগে সজোরে বিদ্ধ করিলেন। ৭১।৭২

ততঃ স মাং ক্রোধযুতো মহাত্মা
প্রোবাচ চাগ্রপ্রতি বিদ্ধ বিন্দৌ।
সংযম্য সম্যগ্ বিষয়ান্তরাত্মনঃ
স্থিরীকুরু ত্বং নিজবোধ সিদ্ধয়ে ॥ ৭৩
এবং তদা তস্য গুরোঃ প্রসাদা
দ্বিদ্ধে ললাটেঽপি চ মে মহাসুখং।
বভূব ধৈর্যেন যুতঃ পুনস্তদা
হ্যহং দৃঢ়ং স্বাসনমাস্থিতো মুদা ॥ ৭৪
তদ্বিন্দু মধ্যে দ্বিদলে মনঃ স্থিরং
কৃত্বা নিমগ্নো গুরু মন্ত্র চিন্তনে।
পুনঃ স্বমূর্ত্তিং জগদম্বিকায়াঃ
স্বশুদ্ধ চিত্তোপরি পূর্ব্বরূপাং ॥ ৭৫

"He said in great fury, "Concentrate your mind at the point where you have been pierced." By the grace of my preceptor, the wound did not pain me. According to the instructions of my preceptor I again tried to concentrate my mind at the point between my brows. But, as before, I again saw the figure of the Goddess in my mind. 73 to 75

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে সেই মহাত্মা আমাকে ক্রুদ্ধভাবে বলিয়াছিলেন। তুমি

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

তোমার জ্ঞান সিদ্ধির জন্য এই প্রতিবিম্ব বিন্দুতে মনকে অন্য বিষয় হইতে সম্যকরূপে সংযত করতঃ স্থির কর। ৭৩

এইরূপ ভাবে সেই সময় গুরুর চেষ্টা বশতঃ ললাট দেশে অত্যন্ত বিদ্ধ হইলেও আমার অপার আনন্দ হইয়াছিল। এখন পুনরায় ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক আমি দৃঢ়ভাবে আনন্দের সহিত নিজ আসনে উপবেশন করতঃ বিদ্ধ বিন্দুমধ্যে বিদলে মনঃস্থির করিয়া গুরুমন্ত্রের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলাম। পুনর্ব্বার আমার বিশুদ্ধান্তঃকরণে পূর্ব্বের মত জগজ্জননীর আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াই। ৭৪।৭৫

দৃষ্ট্বৈব তাং ঘ্নান মহাসিনা তদা
ক্ষণং দ্বিখণ্ডং মম মাতুরঙ্গং।
নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপবন্মনো
বভূব চাত্যন্ত সুনির্ম্মল প্রভং॥ ৭৬
বিকল্প সঙ্কল্প মনঃ স্বধর্ম্মী
দূরে গতন্তৎ সকলং নামরূপং।
ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধি কটাহ ভেদং
কৃত্বা পরব্রহ্মমণি তৎ পরস্তাৎ। ৭৭
শান্তে শিবেঽদ্বৈত মহাসমুদ্রে
নিমজ্জনাচ্চুদ্ধ চিদাত্মরূপে।
চিত্তস্য বৃত্তেঃ সুবিলীন ভাবা
দবাপ নির্লেপ সমাধিভাবং॥ ৭৮

"This time I instantly cut the image of the Goddess into two with the great sword of divine knowledge; and my mind became calm and serene like a flame untroubled by any wind. I

felt myself merged in the ocean of eternal peace and joy, and lost all sense of my moral, physical and spiritual existence. 76 to 78

বঙ্গানুবাদঃ—

অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ তরবারি দ্বারা মাতার অঙ্গটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া বায়ুশূন্য প্রদেশে নিশ্চল দীপ শিখার মত আমার মন সুনির্ম্মল হইয়াছিল। ৭৬

এখন সমাধি যোগ বশতঃ সঙ্কল্প বিকল্পাদি মনের ধর্ম্ম এবং নাম রূপাদি দেহের ধর্ম্ম সমস্ত বিলীন হইলে অত্যুচ্চ ব্রহ্মাণ্ড কটাহ ভেদ পূর্ব্বক সর্ব্বোর্দ্ধে পরম ব্রহ্ম স্বরূপ শান্ত শিব অদ্বৈত মহা সমুদ্রে নিমগ্ন জন্য শুদ্ধ চিদাত্মরূপে চিত্ত বৃত্তির জয় পূর্ব্বক বিশুদ্ধ সমাধি স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে তোতাপুরী গুরু নিমীলিত নেত্রে অচল অটল ভাবে সুসমাধিযুক্ত যোগাসনে যোগযুক্ত তরঙ্গহীন সমুদ্রের মত প্রশান্ত আমাকে দেখিয়া বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া আনন্দে রোমাঞ্চ যুক্ত হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ৭৭।৭৮।৭৯

তোতাপুরী তং সুসমাধ্যবস্থং
নিমীলিতাক্ষন্ত্বচল প্রতিষ্ঠং।
যোগাসনে যোগযুতং প্রশান্তং
তরঙ্গহীনাম্বুধি তুল্যরূপং॥ ৭৫
দৃষ্ট্বা চ কৃত্বা সুপরীক্ষণং মুদা
রোমাঞ্চযুক্তঃ খলু বিস্মিতোঽভবৎ।
এবং পুরো তত্র বহুক্ষণং বসন্
তস্যান্তিকে তস্য সমাধিভাবং॥ ৮০

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণং সুসমাধ্যবস্থং।
দদর্শ চৈকাগ্রমনাঃ স সাধু।
ততঃ পুরী শিষ্য সমাধি চিন্তয়া
গতঃ স্বয়ঞ্চাপি সমাধিমগ্নতাং ॥ ৮১

Totapuri was extremely delighted to find his disciple lost in profound meditation of the Absolute. Seeing the attainment of his disciple, Totapuri himself lost all consciousness of his own existence 79 to 81

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ ভাবে সেই কুটীরে শিষ্যের নিকটে বহুক্ষণ অবস্থান পূর্ব্বক সমাধি স্বরূপ একাগ্রভাব বা তন্ময়তা অনিমিশ লোচনে দেখিয়াছিলেন। ৮০

এইরূপ ভাবে পুরী শিষ্যের সমাধি চিন্তা দ্বারা নিজেও সমাধি মগ্ন হইয়াছিলেন। ৮১

মগ্নে সমাধৌ ঘটিকা চতুষ্টয়াৎ
পরং স্বশিষ্যন্ত্ববলোক্য পূর্ব্ববৎ।
ন চালিতা তস্য শরীর যন্ত্রিকা
তৎ প্রাণনাড়্যাং সকলং বিলীনং ॥ ৮২
ততঃ স্বদণ্ডোপরি দেহভারং
সন্ন্যস্য সাধুঃ সুস্থমুত্থিতঃ সন্।
নিঃশব্দভাবেন কুটীর মধ্যতো
বহির্গতঃ শিষ্য সমাধিযোগতঃ ॥ ৮৩

পরন্তু চেৎ কোঽপি কুটীর মধ্যে
প্রবিশ্য গিয়স্য সমাধিভঙ্গং।
করোতি যদ্ধায়ুস সাধুরিত্থং
কৃত্বাবরুদ্ধং সুদৃঢ়ং তদালয়ং॥ ৮৪

Totapuri regained his consciousness after a lapse of four hours. He found his disciple still sitting serene without any sign of life. He got up leaning on his stick and came out of the cottage. He closed the door very tightly lest somebody should enter and disturb his disciple.
82 to 84

বঙ্গানুবাদ :—

প্রায় ৪ ঘণ্টা পরে পুরীর সমাধি ভঙ্গ হইলে ও নিজ শিষ্যকে পূর্ব্বের মত নিশ্চল অবস্থা দেখিয়া শিষ্যের দেহ-যন্ত্রের স্পন্দন শূন্যতা এবং প্রাণ নাড়ীর সর্ব্বতোভাবে বিলীনতা অবলোকন পূর্ব্বক নিজ যষ্টির উপর ভর দিয়া আনন্দের সহিত দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কুটীর মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন। ৮২ ৮৩

পরন্তু যদি কেহ কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শিষ্যের সমাধি ভঙ্গ করেন এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সেই গৃহটি সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ৮৪

স্থানে কুটীরস্য সমীপবর্ত্তিনি
স্বস্যাসনে পঞ্চবটী সুসঙ্গকে।
তন্মূলদেশে সুখসুস্থিমুন্মন
আস্তে কুটীরং সুবিলোক্য যোগী॥ ৮৫

মধ্যলীলায়াং ৭২শঃ অঃ।

দ্বারস্থ মুক্তৌ সদনস্য তস্য
গিষ্যস্য চাঞ্চল্যমপেক্ষমানঃ।
মধ্যন্দিনাদ্রাত্রি সমাগমেঽপি
ন স্পন্দনং নাপি সমাধিভঙ্গঃ॥ ৮৫
কিন্ত্বত্র সর্ব্বক্ষণ মুন্মুখঃ স
যোগী চমত্কারযুতস্তদানীং।
দীক্ষা দ্বিতীয়েঽহ্নি গতেঽপি তস্যৌ
ন চঞ্চলো ধৈর্য্য বিশেষ যুক্তঃ॥ ৮৬

Just in front of the cottage Totapuri seated himself under the trees at Panchabati with his eyes watching the cottage carefully. He waited and waited but his disciple did not move. Two days had passed and there was no stir or movement.

85 to 87

বঙ্গানুবাদ :—

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কুটীরের সামনে পঞ্চবটীর মূলদেশে নিজ আসনে উপবেশন পূর্ব্বক কুটীরের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়া যোগী তোতাপুরী আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৮৫

সেই কুটীরের দ্বার মুক্তির জন্য শিষ্যের চঞ্চলতা অপেক্ষা করিয়া প্রায় রাত্রি আগতা হইলেও শিষ্যের চাঞ্চল্য বা সমাধিভঙ্গ হয় নাই। ৮৬

কিন্তু যোগী তোতাপুরী ঐ স্থানে সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া অত্যাশ্চর্য্য ভাবে দীক্ষার দ্বিতীয় দিন গত হইলেও শিষ্যের সমাধির কোনরূপ চাঞ্চল্য না দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ৮৭

मध्यलीलायां १३श: अ:

अलौकिकन्तं सुविलोक्य योगी
समाधियुक्तं पुरुषं महान्तं।
गवाक्षरन्ध्रे कृतदृष्टिपात:
सुविस्मृत स्तत्र तृतीय घस्रे ॥ ८८
गतेऽपि नो तस्य शरीर विक्रिया
नाभूत्तदा तस्य समाधिभङ्ग:।
अगाधगम्भीर समुद्रवत्तदा
ददर्श देवन्त्वचल स्वरूपं ॥ ८९
तदा गुरो स्तस्य सुदीर्घ धैर्य्यं
साधो: सुभग्नं बहु विस्मयेन।
तत: परित्यज्य निज हि पीठं
तद्द्वारमुद्घाटय कुटीर मध्ये ॥ ९०

Totapuri did not find any change in his disciple even though three days had passed. He lost his patience and went inside the cottage 88 to 90

বঙ্গানুবাদ :—

যোগী তোতাপুরি মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক সমাধি দেখিয়া দীক্ষার তৃতীয় দিবসে জানালার ছিদ্র দিয়া দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অত্যন্ত বিস্মিত হইলে পর প্রায় তৃতীয় দিবসের শেষেও শিষ্যের সমাধি ভঙ্গ হইল না দেখিয়া সেই সময় অচঞ্চল অগাধ গম্ভীর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিয়া গুরুর সুদৃঢ় ধৈর্য্য বিস্ময়ের সহিত ভগ্ন হইয়াছিল। ৮৮।৮৯।৯০

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

তৎপরে তোতাপুরী নিজাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুটীরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পূর্ব্বের মত শিষ্যের সুস্থির ভাব দর্শন করিয়া শিষ্যের আশ্চর্য্য সমাধিভাব এবং দেহে প্রাণের প্রকাশশূন্য দেখিলেও প্রশান্ত গম্ভীর শিষ্যের মুখমণ্ডলের পূর্ণতা দেখিয়া তোতাপুরী বিচারপূর্ব্বক শিব শান্ত মূর্ত্তি সেই শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। ৯০।৯১।৯২

প্রবিশ্য শিষ্যস্য দদর্শ ভাবং
স্থৈর্য্যং তথাপূর্ব্বমিবাবভাসং।
আশ্চর্য্য শিষ্যস্য সমাধিযোগং
দেহে তথা প্রাণবিকাশ হানিং ॥ ৯১
তথাপি তস্যাননমণ্ডলস্য
প্রশান্ত গম্ভীর যুতস্য ভাবং।
বিলোক্য যোগী স্ববিচার যোগাৎ
পস্পর্শ দেবং শিবশান্তমূর্ত্তিং ॥ ৯২
এবঞ্চানুমিতস্তেন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেণ হি।
মদীয়োঽয়ং মহাশিষ্যোঽধুনা বাহ্যজগত্যুত চ ॥ ৯৩
সম্পূর্ণং মৃতকল্পোঽস্তি নির্ব্বিকল্প সমাধিনা।
চিত্তং ব্রহ্মণি লীনন্তু নিষ্কম্পে ব প্রদীপিকা।' ৯৪

Totapuri touched the body of his disciple and found him still lost in profound meditation. 91 to 94

বঙ্গানুবাদ:—

এবং সেই ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ অনুমান করিয়াছিলেন যে আমার এই মহাশিষ্য নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা বাহ্য জগতে সম্পূর্ণ মৃত কল্পরূপে

অবস্থান করিতেছেন। এবং নিষ্কম্প প্রদীপতুল্য শিষ্যের চিত্ত ব্রহ্মে বিলীন হইয়াছে। ৯৩।৯৪

তোতাপুরী সমাধিজ্ঞঃ শ্রীরামকৃষ্ণ যোগিণঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং নির্ব্বিকল্প সমাধিং সমচিন্তয়ৎ॥ ৮৯
চত্বারিংশদ্বর্ষমিত কঠোর সাধনাফলং।
উপলব্ধং ময়া যত্তৎ কিমনেনৈক বাসরে॥ ৯৩
বঙ্গদেশ ভুবাযুনা স্বায়ত্তীকৃত মেব হি।
ততো যৌগিক যত্নেন স ধ্যানমগ্নস্য যোগিনঃ॥ ৯৭
সমাধিং দর্শয়িত্বাতিবিস্ময়ানন্দসংপ্লুতঃ।
ততঃ সুস্বরেণাথ শিষ্যং প্রোবাচ ব্রহ্মবিৎ॥ ৯৮
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সমাধৌ ব্রহ্মদর্শনং।
ব্রহ্ম বিচারাখ্য শাস্ত্রবেদান্তে যো নিরূপিতঃ॥ ৯৯
একেনাহ্না স সমাধি স্তব সম্পূর্ণতাং গতঃ।
কথমেবং ন জানামি ভো শিষ্য বূহি তদ্বিমাং॥ ১০০

On seeing this wonderful achievement of Sri Ramakrishna, Totapuri mused in himself. "How is it that he has achieved in a day what cost me forty years' hard and austere penance!" He then brought his disciple to consciousness and said to him, "Oh my disciple, tell me how you have been able to realise Brahma in a day." 95 to 100

বঙ্গানুবাদ :—

সমাধির তত্ত্ব বিশেষভাবে অবগত তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণ যোগীর অপূর্ব্ব নির্ব্বিকল্প সমাধি দর্শন করিয়া এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। ৯৫

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

যে আমি উপস্থিত যাহা দেখিতেছি ইহা কি সত্য? আমি ৪০ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত যাহা অত্যন্ত কষ্টকর সাধনার ফল সম্যক্‌রূপে অনুভব করিয়াছি তাহা বঙ্গদেশীয় একটি যুবক এক দিনেই আয়ত্ত করিয়াছে। ৯৫।৯৬

তৎপরে তোতাপুরী যোগী ধ্যাননিমগ্ন শিষ্যের নির্ব্বিকল্প সমাধিটি যৌগিক শক্তিবলে অপসারিত করিয়া বিস্ময়ানন্দে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ তোতা অতি উচ্চৈস্বরে শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলিয়াছিলেন। ৯৭।৯৮

সমাধি দ্বারা ব্রহ্ম দর্শন সত্য সত্য ধ্রুব সত্য ব্রহ্মবিচারাখ্য ব্রহ্ম-সূত্রে যাহা নিরূপিত হইয়াছে। একদিনেই তোমার সেই সমাধি পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হইল। এইরূপ কিরূপে সম্ভব হয় তাহা আমি জানিনা। হে শিষ্য তুমি আমাকে তাহা বল। ৯৯।১০০

শ্রুত্বৈবং শ্রীগুরোর্বাক্যং প্রত্যুবাচ তমীশ্বরঃ।
অস্তি পৌরাণিকী বার্ত্তা খট্টাঙ্গো নৃপতির্বরঃ॥ ১০১
উপদেশাদ্দেবগুরোর্মুহূর্ত্তং সময়েন হি।
মমত্বং সম্পরিত্যজ্য দেহাদৌ বিষয়েষু চ॥ ১০২
স্বস্যায়ুষঃ ক্ষণং জ্ঞাত্বা গতবানভয়ং হরিং।
ভরতস্যাম্বরীষস্য গয়স্য নহুষস্য চ॥ ১০৩
দেবব্রতস্য রাজর্ষের্বিষ্ণুরাতাদিকস্য চ।
ভক্তরামপ্রসাদস্য কৃষ্ণরামনৃপস্য চ॥ ১০৪
স্ত্রৈলঙ্গ তুলসীদাস স্বামিনোরপি বা তথা।
সর্ব্বেষাং সিদ্ধিলাভোঽভূন্নির্ব্বিকল্পসমাধিনা॥ ১০৫
তথৈব মামকং বিদ্ধি নির্বিকল্পসমাধিজং।
ঝটিত্যেবাগতামিদ্ধি জগদম্বা প্রসাদতঃ॥ ১০৬

মধ্যলীলায়াং ৭ম: অ: ।

ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদীনামারাধ্যা শক্তিরেব সা ।
নৈবাত্র বিস্ময়: কার্য্যো যত: সৈব গুরোর্গুরু: ॥ ১০৩

At this, Sri Ramakrishna replied, "There are many instances of realisaton of Brahma in a very short time. King Khattanga realised in less than two hours. Bharat, Ambarisa, Gaya, Debabrata, Parikshit, Ramprosad, Krishnaram, Trailanga, Tulsidas etc.—all of them realised Brahma.
101 to 105

I have also achieved success in a very short time by the grace of the Goddess, who is worshipped even by Bramha. Vishnu and Shiva.
10 to 107

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এইরূপ গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন। হে গুরু এ বিষয়ে পৌরাণিক বার্ত্তা অনেক আছে। তন্মধ্যে খট্টাঙ্গ নামে একটি রাজর্ষি দেবগুরু বৃহস্পতির উপদেশমত দুইদণ্ড সময়ের মধ্যে দেহাদিতে মমত্ব ও দেহাদিতে আসক্তিশূন্য হইয়া এবং নিজের আয়ু মাত্র এক মুহূর্ত্ত অর্থাৎ দুই দণ্ড জানিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা ভগবানকে পাইয়াছিলেন। ১০১।১০২

এইরূপ ভরত রাজা অম্বরীষ, গয়াসুর, নহুষ, ভীষ্মদেব এবং রাজর্ষি পরীক্ষিত প্রভৃতিরও অত্যল্প সময়ের মধ্যে সমাধিদ্বারা ভগবানকে পাইয়াছিলেন। ১০৩

এবং অল্পদিনের কথা ভক্তচূড়ামণি রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ,

মধ্যলীলায়াং ১৩শ: অ: ।

ত্রৈলঙ্গস্বামী, তুলসীদাস প্রভৃতি ইঁহারা সকলেই নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ১০৪।১০৫

তদ্রূপ জগদম্বার কৃপায় আমার শীঘ্রই নির্বিকল্প সমাধি আবির্ভূত হইয়াছে। এইরূপভাবেই আপনি অবগত হউন। অতএব এ স্থলে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই যেহেতু সেই জগদম্বাই গুরুর গুরু।

১০৬।১০৭

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য তোতাপুরী নামক দিগম্বর সন্ন্যাসি সকাশাদ্ ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণাৎপরমেব ত্রিদিনং যাবৎ নির্ব্বিকল্প সমাধিস্বরূপো মধ্যলীলায়াস্ত্রয়োদশাধ্যায়: । অ: ১৩ ।

Here ends the thirteenth chapter of Srf Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতের পরমহংস সংহিতার তোতাপুরী নামক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ নির্বিকল্প সমাধির বিষয় মধ্যলীলার ত্রয়োদশ অধ্যায় বর্ণিত হইল। অ: ১৩ সমাপ্ত।

মধ্য লীলায়াশ্চতুর্দ্দশোঽধ্যায়:

এবং শ্রীরামকৃষ্ণস্য শিষ্যস্য মুক্তিদাতৃতা।
স্তুত্বা সীতা বিমুগ্ধোঽভূৎ প্রভাবং নৈব স ॥ ১

मध्यलीलायां १४श: अ: ।

विरावं कुर्वाणि न स तिष्ठति स्मेति निश्चित: ।
क्रोधी कठोर सन्न्यासी निजाश्रम मठाद्बहि: ॥ २
मुक्ताम्बरात् किञ्चिदन्यत् मस्तकाच्छादनं नहि ।
किन्तु श्रीरामकृष्णस्य शिष्यस्याश्चर्य्य शक्तित: ॥ ३
भूत्वात्यन्त समाकृष्टो दक्षिणेश्वर मन्दिरे ।
एकादशमासकालं एकादिक्रमतस्तया ॥ ४
भगवन्तं समासाद्य परमानन्द निर्भृत: ।
यापयामास हर्षेण शिष्येण सह सङ्गत: । ५
क्षणं शिष्यं परित्यज्यान्यत्र गन्तुं न शक्नुते ।
मनोऽपि नेच्छति त्यक्तुं पादौ न चलितुं क्षमौ ॥ ६

On hearing these words from Sri Ramakrishna and also seeing his uncommon spiritual attainment, Totapuri was greatly charmed. He never stayed anywhere for three nights since he had left his abode ; and he would not use anything to cover his head. But he was so attached by Sri Ramakrishna that he continued to stay at Dakshineswar for eleven months. He never thought to part with his disciple for a moment.

1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময় শিষ্য রামকৃষ্ণের মুখ হইতে এইসকল কথা শুনিয়া এবং শিষ্যের প্রভাব দেখিয়া তোতা বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ।

অত্যন্ত ক্রোধী কঠোর সন্ন্যাসী নিজের আশ্রমের কুটীর হইতে অন্যত্র কোথাও তিন রাত্রি বাস করেন নাই।

এবং মস্তকের আচ্ছাদনমুক্ত আকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। কিন্তু শিষ্য রামকৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য্য শক্তিতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া একাদিক্রমে একাদশ মাসকাল শিষ্যের সহিত মিলিত হইয়া পরামানন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ৩।৪।৫

ক্ষণকাল শিষ্যকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনে সমর্থ হইতেন না। মনও শিষ্যকে ভুলিত না। দুটি পাও সেইরূপ চলিতে সমর্থ হয় নাই। ৬

ক্ষতবানতিধন্যন্ত স্বয়ং সফলতাং গতঃ।
কিন্ত্বলৌকিক শিষ্যেণ ব্রহ্মজ্ঞস্য যতেরপি ॥ ৩
বেদান্ত সাধনাসিদ্ধা বসমোর্দ্ধ গুরোস্তথা।
স্বেপার্থদ্যোতকত্বঞ্চ বাক্যৌঘয় উদীরিতঃ ॥৮
তদ্বাচানে গুরুঃ ক্রুদ্ধঃ কিন্তু বিস্ময়মাস্থিতঃ।
শিষ্য বাক্যোপলব্ধ্যর্থং প্রয়াস প্রাপবান্ মুহুঃ ॥ ৯
তৎ কথা খণ্ডনে সাধুর্বেদবেদান্তপারগঃ।
অসমর্থো ব্রহ্মবাদী মুহ্যত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ১০
রামকৃষ্ণস্য সিদ্ধান্ত বচোভির্ন্যাসিনো বল।
সর্ব্বং মচ্ছুর্ণতামেতি কেবল শাম্ভবচক্ষুষঃ ॥ ১১
দৃষ্ট্বা সাধোঃ সুকম্পোঽভূচ্ছিষ্যস্য যোগবৈভব।
আধ্যাত্মিক জীবনস্য মমাদ্যপি প্রয়োজনম্ ॥ ১২

Both Totapuri and Sri Ramakrisona were profited each other- Sometimes Sri Ramakrishna

would use very coarse words sarcastically at Totapuri who was a follower of Vedanta philosophy. But Totapuri would not be angered rather he would be surprised, and try to realise the significance underlying the sayings of his disciple. His knowledge of philosophy did not help Totapuri to prove the sayings of his disciple insignificant. On the other hand Sri Ramakishna shattered the knowledge of Totapuri, who felt that he had many things to learn from Sri Ramakrishna. 7 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

গুরু শিষ্যকে অতি ধন্য করিয়াছিলেন এবং নিজেও সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ যতি বেদান্ত সাধনাসিদ্ধি সম্বন্ধে অসমোর্দ্ধ গুরুর সম্বন্ধে সেইরূপভাবে অলৌকিক শিষ্য শ্লেষ ও রুক্ষ বাক্য বলিলেও তোতাপুরী গুরু ক্রুদ্ধ হইতেন না। বরং বিস্মিত হইতেন। এবং শিষ্যের বাক্যসকল বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতেন।

৭।৮।৯

বেদ বেদান্ত বাক্যের উপলব্ধি কারী ব্রহ্মবাদী সাধু তোতাপুরী শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথার খণ্ডনে অসমর্থ হইয়া মুগ্ধ হইতেন। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথার অর্থ বিশেষভাবে বুঝিতে পারিতেন না। ১০

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিদ্ধান্ত বাক্য দ্বারা কেবলমাত্র শাস্ত্র চক্ষু সন্ন্যাসীর সকল শক্তি নষ্ট হইয়াছিল। ১১

मध्यलीलायां १४श: अ: ।

সাধু তোতাপুরীর শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যোগৈশ্বর্য্য দেখিয়া হৃৎকম্প হইত। এবং ভাবিতেন আমার এইরূপ আধ্যাত্মিক জীবনেরও শিষ্যের নিকটে জানিবার বিষয় বহু আছে। ১২

अस्त्यसंख्यशास्त्रवाक्य शिक्षाया बहुविस्तरं ।
शिष्य स्थलाभिषिक्तोऽयं सर्व्वदर्शी विचक्षणः ॥ १३
आधारः सर्व्वशक्तीनां महीयान् महतोऽपि च ।
स्वासनोपरि संविश्य तोता नामा यथाविधि ॥ १४
प्रत्यहं ध्यानमग्नोऽभूद्ब्रह्म चिन्ता पुरःसरं ।
एकदा श्रीरामकृष्णो गुरुं पप्रच्छ सादरं ॥ १५
पुंसो ब्रह्मज्ञस्य तव नित्यध्यान मनर्थकं ।
श्रुत्वैवोवाच श्रीरामकृष्णं तोता सुयुक्तिकं ॥ १६
शुद्ध्यर्थं मनसो वत्स नित्य ध्यान प्रयोजनं ।
परन्तु तेन मालिन्यं मनसः सुविनश्यति । १७

Totapuri thought, "Who is Shri Ramakrishna, his disciple. He seems to be well-versed in all the Sashtras and the wisest of the wise." He thought and thought. One day Sri Ramakrishna said to Totapuri, "Possessed with the knowledge of Brahma as you are, it is quite unnecessary for you to sit for meditation every day." Totapuri replied, "It is necessary to purify the mind."
13 to 17

কলেবরে। ৩০

এবং ভাবিতেন মহৎ হইতে মহত্তর সর্ব্বশক্তিযুক্ত বিচক্ষণ সর্ব্বদর্শী আমার শিষ্যরূপে অধিষ্ঠিত এই মহাপুরুষ কে? ১৩

এইরূপভাবে তোতাপুরী প্রতিদিন নিজ আসনে বসিয়া যথাবিধি ধ্যান মগ্ন হইতেন। ১৪

এইরূপভাবে ব্রহ্ম চিন্তায় অধিষ্ঠিত তোতাপুরীর নিকটে কোন এক সময়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব গুরুকে সমাদরপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আপনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ আপনার প্রতিদিন ধ্যানের প্রয়োজন কি? রামকৃষ্ণের বাক্যার্থ বেত্তা তোতা সেইরূপ কথা শুনিয়া বলিলেন বৎস? মনের শুদ্ধির জন্য নিত্য ধ্যান প্রয়োজন। নিত্য ধ্যান করিলে মনের মালিন্য দূরীভূত হয়।

১৫।১৬।১৭

যথেদং পিত্তলং পাত্রং মত্যহং মার্জিতং যদি।
মালিন্যেন ন লিপ্যেত গৃহরূপেণ তিষ্ঠতি ॥ ১৮
শ্রুত্বেদং শ্রীরামকৃষ্ণ ইদমাহাস্য পুরঃসরং।
প্রোবাচ যদি তৎ পাত্রং জাম্বুনদময়ং ভবেৎ ॥ ১৯
তত্র নিত্য গৃহরূপে মালিন্যং সম্ভবেৎ কুতঃ।
সর্ব্বদা গৃহরূপস্যমালিন্যেন ন যুজ্যতে ॥ ২০
তোতা শ্রীরামকৃষ্ণস্য শ্রুত্বা প্রত্যুত্তরং বচঃ।
ক্ষণং বাক্‌শূন্যতামাপ মত্যহমিতি নিন্দিতম্ ॥ ২১
পুনরন্যদিনে প্রাহ্ন বিচার সময়ে তয়োঃ।
প্রজ্বলিত হোমবহ্নে ঊর্দ্ধস্থং কাষ্ঠখণ্ডকং ॥ ২২

"Just as this brass utensil requires rubbing and cleaning to keep it free from impurities" At this Sri Ramakrishna smiled and said. "If the

utensil is made of gold, the question of impurities, rubbing and cleaning cannot arise. You have purified your mind for all times by your knowledge of Bramha. Hence the process of purification in your case is quite unnecessary." Totapuri had nothing to say further. Another day when both of them were discussing on Bramha before the holy fire. 18 to 22

বঙ্গানুবাদ :—

যেরূপ এই পিতলের ঘটী যদি প্রতিদিন মাজিত হয় তবে তাহাতে মালিন্য হয় না। পরন্তু পাত্রটি পরিষ্কারই থাকে। ১৮

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব গুরু তোতাপুরীর এইরূপ কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিয়াছিলেন। যদি এই লোটাটি সোণার হয়, তবে ইহা সর্ব্বদাই শুদ্ধভাবে থাকিবে। তাহাতে ময়লা ধরে না। ১৯।২০

তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেইরূপ প্রত্যুত্তর শুনিয়া অবাক হইয়াছিলেন এবং ইহা ধ্রুব সত্য এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন। ২১

পুনরায় অন্য একদিন গুরু শিষ্যের ব্রহ্মবিচার সময়ে সম্মুখস্থ প্রজ্বলিত হোমাগ্নির একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড। ২২

देवालयस्य सहसा भृत्यो जग्राह तं यदा।
तदा तत्साहसं दृष्ट्वा तोता वह्निरिव ज्वलन्॥ २३
सक्रोधं प्राह तं भृत्यं कथं त्वमग्निमग्रहीः।
यत्र पवित्राग्नि मध्ये सर्व्वे देवाः सवासवाः॥ २४

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ।

বঙ্গানুবাদঃ—

মর্য্যাদাশূন্য গুরুরূপী ব্রহ্মজ্ঞ আপনাকে ধিক্। যেহেতু আপনি এই এখনই বলিতেছিলেন জগৎ ব্রহ্মময়, এই পরিদৃশ্যমান জগতে যাহা দেখা যাইতেছে সমস্তই ব্রহ্ম হইা ধ্রুব সত্য। সেই ব্রহ্মই সত্যবস্তু তিনিই আত্মা। এইসকল বেদবাক্যের অনুকূল সাধনের কি এই ফল। ২৮।২৯

এইরূপভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা শুনিয়া তোতাপুরী-ত্রিশূল ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া স্তব্ধভাবে পুনর্ব্বার আসনে উপবেশনপূর্ব্বক অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন। ওহে রামকৃষ্ণ তুমি যাহা বলিলে তাহা অতি উপাদেয় আমার পরম মঙ্গলদায়ক ও ক্রোধ শান্তির বাক্য। এই ক্রোধই আমার মহা শত্রু এবং সদসৎ ভাবের নাশকারী। ৩০।৩১।৩২

অদ্যৈবাহং সন্ত্যজামি পাপক্রোধং সুনিন্দিতম্।
যেন মে যোগযুক্তস্য স্খলনং ভবতি ধ্রুবং॥ ৩৩
অগ্নেস্তদ্বাহ্নিকাশুক্লেরভেদঃ শাস্ত্রসম্মতঃ।
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মশক্তেশ্চ প্রাহাভেদং শ্রুতিস্তথা॥ ৩৪
আজন্ম পুরুষাকারালম্বো তোতা ন তু ক্বচিৎ।
শক্তি শক্তিমতো রেবমভেদং স্বীকরোত্যসৌ॥ ৩৫
ব্রহ্মনির্দ্দেশকং বস্তু তোতা বদতি সন্ততং।
শ্রীরামকৃষ্ণো বদতি পূর্ণব্রহ্ম সশক্তিকং॥ ৩৬
এবং ব্রহ্ম বিচারে তু গুরোঃ শিষ্যস্য চ দ্বয়োঃ।
সংঘর্ষঃ সুমহান্ জাতো ব্রহ্ম সিদ্ধান্ততস্তয়োঃ॥ ৩৭

"From this day onwards I shall not allow myself to be overcome by anger, which causes set-back in my penance." It is said in the holy books that fire and its power of burning is one and the same and that Bramha and its power is one and the same. Totapuri did not agree that power and the powerful was one and the same. He maintained that Bramha was devoid of any quality or virtue. Shri Ramakrishna held that Bramha was allpowerful. In this way a very wide difference of opinion between the two developed.
33 to 37.

বঙ্গানুবাদ :—

আজ হতে আমি পাপরূপী ক্রোধকে সুনিশ্চিতভাবে সম্যক্ প্রকারে ত্যাগ করিলাম। এই ক্রোধের দ্বারাই যোগযুক্ত আমার পতন অনিবার্য্য। ৩৩

যেরূপ অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তির শাস্ত্রসম্মত অভেদ। সেইরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির অভেদ বেদে বলা হইয়াছে। ৩৪

কিন্তু আজন্ম পুরুষাকারের পক্ষপাতী তোতাপুরী যোগী সেই শক্তি এবং শক্তিমানের অভেদ স্বীকার করেন নাই। ৩৫

তোতা সর্ব্বদাই বলেন ব্রহ্ম নির্বিশেষ বস্তু। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলেন পূর্ণব্রহ্ম শক্তিযুক্ত বা সধর্ম্মক বস্তু। ৩৬

এইরূপে ব্রহ্ম বিচার সময়ে গুরু শিষ্যেরও পরস্পর অত্যন্ত বাদানুবাদ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বিষয়ে উভয়ের পৃথক মত। ৩৭

কিন্তু যে ভগবান জগদ্বাসী সকলের সর্বপ্রকার বিষয়ের সর্ব্ববিধান কর্ত্তা স্বামী, মাতা, পিতা, প্রিয় ও সুহৃৎ ইত্যাদি ভাবে সেই সেই সাধন দ্বারা সর্বোত্তম সাধকগণ শ্রুতিগণেরও আরাধ্য, সর্বানন্দপ্রদ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ এক অদ্বয় তত্ত্বস্বরূপ মুক্তিদাতা ভগবানকেই নিশ্চয়রূপে পাইয়া থাকেন। ৩।৪১।৪২

জ্ঞানিনো যং ন বিন্দন্তি কেবলং জ্ঞান চক্ষুষা।
বিন্দন্তি সততং তে হি যে হি তচ্চরণং গতাঃ ॥ ৪২

তোতাঃ শ্রীরামকৃষ্ণস্য বাক্যং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং।
শ্রুত্বাপ্যাহ বিকৃতস্য প্রলাপোঽয়ং সুনিশ্চিতঃ ॥ ৪৪

শ্রুত্বেবং রামকৃষ্ণস্তু প্রোবাচ তং গুরুং পুনঃ।
জ্ঞাস্যসি ত্বং তদা সাধো যদা মাতু কৃপা ভবেৎ ॥ ৪৫

তৎপ্রসাদং বিনা কোঽপি ব্রহ্মরূপাং সনাতনীং।
ন বেত্তি জ্ঞান বৈরাগ্যযুক্তেন মনসা ক্বচিৎ ॥ ৪৬

এতস্মিন্নন্তরে সাধু রক্তাতিসার পীড়য়া।
কঠোর যন্ত্রণাযুক্তো বভূব পীড়িতো ভৃশং ॥ ৪৭

"God cannot be known by intellectual efforts. Those who pray and await his grace can know him." Tota said, "What you say is very sweet to hear but is at bottom void of any reason or rhyme." Ramakrishna replied, "You will know the truth only when my Mother will be kind to you." In the meantime Totapuri was suffering from painful dysentery. 43 to 47.

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ।

বঙ্গানুবাদ :—

জ্ঞানিগণ কেবলমাত্র জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তাঁকে জানিতে পারেন নাই। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার শরণ লয় তাঁহারাই তাঁহাকে জানিতে পারেন। ৪৩

তোতাপুরী ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাক্য শ্রবণ করিয়াও বলিয়াছিলেন ইহা পাগলের প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ৪৪

ঠাকুর পুরীর এইরূপ কথা শুনিয়া গুরুরূপী সন্ন্যাসীকে পুনর্ব্বার বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন। হে সাধু আপনি তখন জানিবেন যখন মায়ের কৃপা পাইবেন। ৪৫

কৃপাময়ীর কৃপা ভিন্ন কেবলমাত্র জ্ঞান বা বৈরাগ্যের দ্বারা সেই ব্রহ্মরূপী সনাতনী ভগবতীকে কোনও ব্যক্তি কখনও জানিতে সমর্থ হন নাই। ৪৬

তৎপরে দুই একদিনের মধ্যেই সাধু তোতাপুরী রক্তাতিসার বা রক্ত আমাশা রোগে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ভীষণভাবে যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। ৪৭

सोदरस्य महानाड्याः कर्त्तनादिव भीषणा।
जातासह्य यातनाहि ध्यान ज्ञान विलोपिका॥ ४८
अभूदत्यन्तरूपेण हाहतोऽस्मि वदन् मुहुः।
एवं चित्तस्य वैकल्यं ब्रह्मनिष्ठस्य योगिनः॥ ४९
किं कर्त्तव्य विमूढस्य देहानस्तित्व वादिनः।
जगज्जीवादिकं वस्तुसर्व्वं मिथ्येति तन्मतम्॥ ५०
किन्तु देहस्य पीडायाः कथमस्वीकृतिर्भवेत्।
वेदान्तवादी सन्न्यासी निशीथ समये स्वयं॥ ५१

मध्यलीलायां १४शः अः।

रोगचिन्ता व्याकुलितो मनस्येवंचिन्तयत्।
पञ्चभूतोत्थ देहोऽयं यन्त्रणाधाररूपकः॥ ५२

Very acute stomach trouble accompained with unbearable pain maid him too restless to observe his holy practice. He repeatedly exclaimed, "Alas, I am in the jaws of death." Such was the unbalanced state of mind. He who held that Brahma was the only reality and the world with all animate and inanimate things was as false as a mirage, now could not deny the reality of his physical pain. The ascetic felt that this physical body made of five elemnts was the abode of all pains. 48 to 52.

বঙ্গানুবাদ :—

উদরের নাড়ীসকল কাটিয়া ফেলার মত যন্ত্রণা, ধ্যান ও জ্ঞানের নষ্টসাধনরূপা অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়াছিল। ৪৮

এবং হায় আমি মরিলাম এইরূপ পুনঃপুর্ব্বার বলিতে বলিতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় যোগী তেঁতোপুরী দেহ বলিয়া কিছুই নাই এইরূপ সিদ্ধান্তবাদী যোগীর মত জীবাদি সমস্ত জগৎ মিথ্যা হইলেও দেহের যাতনার অস্বীকার কিরূপে করেন। ৪৯।৫০

সেই সন্ন্যাসী তখন রোগচিন্তায় অস্থির হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন যে এই দৃশ্যমান দেহ পঞ্চভূত হইতে উদ্ভব হইয়াছে। অতএব এই দেহটি যন্ত্রণার আধারস্বরূপ ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। ৫১।৫২

মধ্যলীলায়াং ৭২ঃ অঃ ।

কো বিদ্বানাত্মসাৎ কৃত্বা দেহং পুষ্ণাতি যত্নতঃ ।
রাত্রাবস্যামিমং দেহং গঙ্গাগর্ভে সুনিক্ষিতং ॥ ৫২
বিসৃজ্যাখিল দুঃখানামবসানং করোম্যহং ।
সঙ্কল্পমাত্রং তৎ কর্ম্ম কর্ত্তুং তোতা ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫৪
স্বমনো ব্রহ্ম চিন্তায়াং পূর্ব্বাভ্যাস বলেন হি ।
নিযুজ্য ধীরভাবেন গঙ্গায়ামবতীর্য্য চ ॥ ৫৫
জানুদঘ্নং জলং বীক্ষ্য ক্রমশোঽগ্রে সরত্যসৌ ।
কিন্ত্বত্র মহদাশ্চর্য্যং বহু দূরগতোঽপি সঃ ॥ ৫৬
কুত্রাপি ন জলং প্রাপ জানোরুপরি সঙ্গতম্ ।
প্রায়েন ক্রমশঃ সাধুঃ পরপারস্য সন্নিধিং ॥ ৫৩

"Who is that wise man who thinks that his body is his own and sets himself to nourish it carefully. This night I shall throw my body into the Ganges and thus make an end to all my pains." With his mind meditating on Bramha, he slowly stepped into the river. He was a long long way off from the bank, yet the water was only knee-deep. He moved onwards for the desired depth. But he was surprised to see that no-where the water rose above his thigh. He had almost crossed the river and come very near to the opposite bank. 53 to 57.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব কোন পণ্ডিত ব্যক্তি নিজের দেহকে আমার বলিয়া যত্ন-পূর্ব্বক পোষণ করেন। আমি এই দেহটি গঙ্গা গর্ভে নিমজ্জিত

করিয়া পরিত্যাগ করিব। তাহা হইলে আমার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হইবে। এইরূপ সঙ্কল্পমাত্রে সেই কার্য্য করিবার জন্য তোতা প্রস্তুত হইলেন। ৫৩।৫৪

পূর্ব্বের অভ্যাসের বলে নিজের মনকে ব্রহ্ম চিন্তায় নিমগ্ন করতঃ ধীরে ধীরে গঙ্গাগর্ভে যাইলেন। ৫৫

গঙ্গায় জানু পরিমিত জল দেখিয়া ক্রমশঃই তোতা গঙ্গার মাঝখানে যাইলেও অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেখানেও গঙ্গার জল জানুর উপরিভাগ উঠিল না দেখিয়া সাধু ক্রমশঃ প্রায় গঙ্গার পরপারের নিকটবর্ত্তী হইয়া গঙ্গা পার হইয়া রাত্রির অন্ধকারে গঙ্গার তীরবর্ত্তী গৃহ বৃক্ষ এবং তীরস্থ গো মহিষাদি ছায়ার মত দেখিয়া ছিলেন। ৫৬।৫৭।৫৮

প্রাপ্তো নিশান্ধকারেণ দূরস্থান্ গৃহপাদপান্।
তথা তত্রস্থ দ্রব্যাণি চ্ছায়ামিব স দৃষ্টবান্॥ ৫৮
বিস্ময় স্তব্ধভাবেন তদা তোতা পরিপ্লুতঃ।
প্রায়েন ঘটিকাং যাবৎ তত্র স্থিত্বাপ্যচিন্তয়ৎ॥ ৫৯
মায়াকেয়ং কুতো বেয় মায়াতা বিশ্বমোহিনী।
আসুরী বাথ দৈবী বাথবা কালী পরীক্ষণম্॥ ৬০
শিব্য মাতা জগদ্ধাত্রী বৈলোক্য জননী শিবা।
অনুকম্পা বলাদ যস্যা মৃত্যুর্মাং ন গ্রসিষ্যতি॥ ৬১
কলেবরং তুচ্ছমিদং ন নিমজ্জয়িতুং ক্ষমঃ।
ভাগীরথ্যা জলং নাস্তি জানুমানাধিকং কিল॥ ৬২

In the darkness of the night, the dwellings trees and and all other things on the bank were

मध्यलीलायां १४शः अः।

seen like shadows He remained there wonder-struck for about an hour and began to brood over the matter. "Is it due to some evil influence or godly power or a test by the Goddes Kali, by whose grace even death would not lay his hand upon me. I have not been able to drown myself as the water dose not rise anywhere above my thigh. 58 to 62.

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময় তোতাপুরী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্তব্ধভাবে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রায় এক ঘণ্টাকাল সেই পরপারে গঙ্গাগর্ভে অবস্থানপূর্ব্বক এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। ৫৯

ইহা কি মায়া? কোথা হইতেই বা এই বিশ্ববিমোহিনী মায়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা কি আসুরী মায়া কিংবা দেব মায়া অথবা কালীমাতার পরীক্ষা। ৬০

বোধহয় শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাতা ত্রৈলোক্য জননী ব্রহ্মময়ী শিবাণী যাঁহার কৃপা বলে মৃত্যু আমাকে গ্রাস করিল না। ৬১

এই ক্ষুদ্র দেহটাকে গঙ্গার জলে ডুবাইতে পারিলাম না। মনুষ্য দেহ প্রমাণ গঙ্গায় জল নাই। ৬২

अतो हीश्वरलीलेयं दुर्विभाव्या शरीरिणाम्।
नोचेद्वागीरथी गर्भे बृहत् पोताः सहस्रशः। ६३
नीरोपरि सदा भान्ति समायान्त्यर्णवात्तया।
एवं तस्यान्तरञ्चक्षुरुन्मीलितमभूत्तदा। ६४

মোহোনষ্টঃ স্মৃতির্লব্ধা ভগবত্যাঃ প্রসাদতঃ।
অপরূপো জ্বলালোকসম্পাতৈর্দিক্ প্রকাশিতা ॥ ৬৫
তত্রাপশ্যন্মাতৃ মূর্ত্তিং জ্যোতিষামন্তরে স্থিতাং।
বিশ্বস্য জননীং সাক্ষাদচিন্ত্য শক্তিরূপিনীং ॥ ৬৬
জলে স্থলেচান্তরীক্ষে শরীরে স্বে মনস্যপি।
সুস্থতায়াং যাতনায়াং স্নানেঽস্নানেঽবস্থিতাং ॥ ৬৭

He realised that such miracles were ever a mystery to man. Surely the river was deep enough to float thousands of ships sailing to and from the sea. He perceived the all-pervading glory of the Goddess, in the earth, water and the sky, inside and outside his own body.
63 to 67

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব এই ঐশ্বরিকীলীলা দেহধারী মানবগণের অচিন্তনীয়া ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। তা যদি না হয় তবে ভাগীরথী গঙ্গার গর্ভে অসংখ্য বৃহত্তর জলযান ভাসমান হইয়া সর্ব্বদা রহিয়াছে। এবং সমুদ্র হইতে কত অসংখ্য জলযান আসিতেছে। এইরূপভাবে সেই সময় তোতাপুরীর অন্তরের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। ৬৩।৬৪

মাতা বিশ্বজনীর অনুগ্রহে তোতাপুরীর অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট ও জ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছিল। এবং সেই সময় বর্ণনাতীত অত্যুজ্জ্বল আলোক পতনে দিকসকল জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছিল। ৬৫

সেই জ্যোতির্মধ্যে সাক্ষাৎ জগম্বার অচিন্তস্বরূপিনী মাতৃ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। ৬৬

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ।

যে মাতা অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার স্বরূপা সনাতনী জলে স্থলে অন্তরীক্ষে স্বকীয় শরীরে যাতনায় সুস্থতায় জ্ঞানে ও অজ্ঞানে সর্ব্বত্র বিরাজিতা। ৬৭

জীবিতেঽপ্যথবা মৃত্যৌ যদৃষ্টে যত্ শ্রুতেঽপি চ।
সা মাতাখিল বিশ্বস্যাধাররূপা সনাতনী ॥ ৬৮
নয়তি ধ্রুবমধ্রৌব্যমধ্রুবং ধ্রৌব্যমপ্যসৌ।
অন্তর্যামি স্বরূপেণ জীবানামন্তরে স্থিতা ॥ ৬৯
তস্যা ইচ্ছাং বিনা কোঽপি স্বপ্রভাবেন মুক্তাং।
প্রাণং কদাপি নো শক্তো মর্ত্তুং বাপি ন শক্যতে ॥ ৩০
শরীর বুদ্ধি মনসামতীতে চ সদাস্থিতিঃ।
তুরীয়া নির্গুণা শুদ্ধা চিদানন্দস্বরূপিনী ॥ ৩১
মাতা ব্রহ্মময়ী জ্ঞাতাধুনা প্রত্যক্ষরূপতঃ।
তয়া মৃত্যুমুখস্থো হ্যহং সম্পূর্ণং সুস্থতাং ॥ ৩২

"She is the Eternal Being who is the creator, preserver and destroyer of this universe. It is she who can make the truth untruth and the untruth truth. She is the source of life. None can do anything against Her will. She is beyond all knowledge and intelligence. She has made me free from the disease which would have caused death to me. 68 to 72

বঙ্গানুবাদ :—

অথবা যিনি জীবিতাবস্থায় মৃত্যু সময়ে দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়ে সেই মাতাই সমগ্র জগতের আধার স্বরূপা নিত্যা। ৭৮

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ।

এবং যিনি ধ্রুবকে অধ্রুবে অধ্রুবকে ধ্রুবে পরিণত করেন অর্থাৎ সমস্ত জীবের অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করেন। ৬৯

এবং কোনও একটি জীব ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ভিন্ন নিজ শক্তিতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। এবং এরূপ শক্তি কাহারও নাই যাহাতে সে ইচ্ছা করিয়া মরিতে পারে। ৭০

শরীর বুদ্ধি ও মনের অগোচরে তাঁহার স্থিতি। সেই তুরীয়া নির্গুণা সচ্চিদানন্দরূপা বিশুদ্ধা ব্রহ্মময়ী মাতা সম্প্রতি প্রত্যক্ষরূপে আমার পরিচিতা হইলেন। সেই ব্রহ্মময়ী দ্বারা মৃত্যুর গ্রাসে পতিত আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থতা প্রাপ্ত হইলাম। সম্পূর্ণরূপে রোগশূন্য হইয়াছি রোগ যন্ত্রণা কোথায় গেল। ৭১/৭২

নীতো রোগো গতঃ কুত্র গতা বা রোগযাতনা।
নাস্তি তথা বিধো রোগঃ শোকো বাপি শরীরিণাং ॥ ৭৩

ন নাশয়সি যং কালী কৃপাদৃষ্ট্যৈব কেবলং।
প্রায়েন সমতি সমা বাঙ্মনসামগোচরং ॥ ৭৪

ব্রহ্মেত্যুপাসনাযুক্তা স্তস্মৈ সর্ব্বং সমর্পিতম্।
দেহপ্রাণামনথাপি তস্মৈ দত্তং ময়া ধ্রুবং ॥ ৭৫

ব্রহ্মৈব সা জগন্মাতা মম প্রত্যক্ষতাং গতা।
হরগৌরী স্বরূপেণ মৎসমীপে স্ফুরত্যসৌ ॥ ৭৬

ব্রহ্মণো ব্রহ্ম শক্তেশ্চ ভেদো নাস্তি কথঞ্চন।
সাক্ষাদৃষ্টা ময়াদ্যৈব মহামায়া প্রসাদতঃ ॥ ৭৭

Her kind look alone can cure all diseases. I have dedicated my life and all to Bramha. I

have now realised that she is Bramha aad that Bramha and its power is one and the same.
73 to 77

বঙ্গানুবাদ:—

দেহধারী জীবসকলের যত বড়ই রোগ বা শোক হউক না কেন কালীর কৃপাদৃষ্টি হইলে সমস্ত দূরীভূত হইয়া যায়। ৭৩

আমি প্রায় ৭০ বৎসর যাবৎ ব্রহ্মের উপাসনা বা সাধনপূর্ব্বক ব্রহ্মেই সকল সমর্পন করিয়াছি। দেহ মন প্রাণ এই সকলও ব্রহ্মেই সমর্পন করিয়াছি। ৭৪।৭৫

সেই ব্রহ্মই জগদম্বা তিনিই আমার প্রত্যক্ষা হইলেন। আমার নিকটে সম্প্রতি হরগৌরীরূপে প্রকাশিতা হইয়া ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির ভেদ কিছুমাত্র নাই এই বেদ বিহিত সিদ্ধান্ত মহামায়ার কৃপায় আজ আমি প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিলাম। ৭৬।৭৭

मध्यलीलायां १४शः अः ।

पुनः पुनः स्वोदरे स कृत्वा तु करताड़नं ।
सम्पूर्णं यातनाभावं रोगमुक्तिं विलोक्य च ॥ ८२

Totapuri again crossed the river on foot and came back to Dakshineswar. He seaied himself at Panchabati by the side of the holy fire and felt himself quite recovered. 78 to 82.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই গভীর রাত্রে জগদম্বা কালী ব্রহ্মময়ী শিবানী তোতাপুরী সাধুর ভক্তি গদগদচিত্তে প্রকাশিতা হইয়াছিলেন। ৭৮

সেই অব্যক্ত ও অচিন্ত্যস্বরূপা মহামায়ার দর্শন করিতে করিতে তোতা পুনর্ব্বার জানুপরিমিত গঙ্গার জল লঙ্ঘনপূর্ব্বক পরপার হইতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৭৯

ভাগীরথী গঙ্গাকে নমস্কার করিয়া গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গিমা দর্শন করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ৮০

তৎপরে ধীরে ধীরে পঞ্চবটীর মূলদেশে নিজ হোমাগ্নি সমীপে অত্যন্ত আনন্দের সহিত অজিনাসনে উপবেশনপূর্ব্বক পুনঃপুনর্ব্বার উদরে হাত দিয়া পরমানন্দে রোগমুক্তি জন্য সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রণাশূন্য দেখিয়া রাত্রিকালে গঙ্গাগর্ভে নূতন সমাধি আবির্ভূত হইয়াছিল তখনও তাহা মনের প্রীতিদায়ক হইতেছে। ৮১।৮৩

गङ्गागर्भे निशायां यः समाधिर्नवरूपकः ।
आविर्भूतोऽधुना सोऽपि मनसः प्रीतिदायकः । ८३
तच्चिन्तया ततस्तोता विनिद्र नयनेन वै ।
सुमधुरं रात्रिशेषं मातुर्नाम जपेन च ॥ ८४

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ

ধ্যানেনাপি জগন্মাতুরুপপ্রত্যক্ষপূর্ব্বকং ।
ক্ষপয়িত্বা স্বমানন্দাৎ কৃতকৃত্য ममन्যত ॥ ৮৫
এবং ব্রহ্মময়ী ভাবং প্রাপ্তঃ পূর্ব্বতপোবলাৎ ।
সর্ব্বমেব রামকৃষ্ণ প্রভাবান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৬
প্রত্যুষে শ্রীরামকৃষ্ণো রোগাতুর গুরোরথ ।
দৈহিকং কুশলং জ্ঞাতুমাগত্য গুরু সন্নিধৌ ॥ ৮৭

He passed the rest of the night brooding over his divine experience. In the morning Sri Ramakrishna came to Tota to enquire about his health. 83 to 87.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপে তোতা সেই ঘটনাটির চিন্তায় এবং বিনিদ্র নয়নে সুমধুর রাত্রির অবশিষ্ট সময় জগদম্বার নাম জপ এবং ধ্যানের দ্বারা জগদম্বার স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করিয়া পরমানন্দে রাত্রি যাপনপূর্ব্বক নিজকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। ৮৪।৮৫

পূর্ব্বের তপস্যাশক্তিতে এইরূপভাবে ব্রহ্মময়ীর ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গায় এক হাঁটু জল দেবীর দর্শন রোগ মুক্তি এবং সমাধি এই সকল অবস্থা এই সকল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাবেই হইয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহ। ৮৬

অতঃপর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রোগাতুর গুরু তোতাপুরীর দেহ সম্বন্ধে কুশলাকুশল জানিবার জন্য ঠাকুর গুরুর নিকটে যাইয়া সেই স্থানে সেই সময়ে সেই গুরুকে অন্যরূপ দেখিয়াছিলেন। ৮৭

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ।

অপশ্যৎ স গুরুং তত্র রূপান্তরমবস্থিতং।
ন রোগলক্ষণং কিঞ্চিজ্জাতিব পৃথগাত্মতা ॥ ৮৮
হাস্যহীনস্য মুখস্য সর্ব্বতঃ পরিবর্ত্তনং।
আনন্দপ্লুতদেহোঽয়ং রোগমুক্তোঽভবত্তথা ॥ ৮৯
স্বশিষ্যং শ্রীরামকৃষ্ণং স্বপার্শ্বেঽপ্যতিযত্নতঃ।
উপবেশ্য ব্যতীতায়াং যামিন্যাং যা হ্যলৌকিকী ॥ ৯০
ঘটনাঘটিতা তাং হি সর্ব্বাং স সমবর্ণয়ৎ।
এবঞ্চোক্তং কথামেষে কালো মে নিষ্ফলো গতঃ ॥ ৯১
ব্রহ্মময়্যা যতো মাতুর্নাহং বেদ্মি স্বরূপকং।
অহোঽজ্ঞতা বাধতে মাং ব্রহ্মশক্তি র্বিমানিতা ॥ ৯২

He found Tota quite hale and hearty. No symptom of any disease was visible. Tota cordially welcomed his disciple and narated all that happened in the night. He further said. "I have wasted so many years of my life in vain, as I was quite ignorant of the glory of the Goddess. I have been too foolish to attach any importance to the power of Bramha (the Supreme being)
88 to 92

বঙ্গানুবাদঃ—

অর্থাৎ ঠাকুর পুরীর রোগলক্ষণ কিছুই দেখিতে পাইয়াছিলেন না সম্পূর্ণরূপে অন্য ভাব। ৮৮

পুরীর বদনমণ্ডল হাস্যযুক্ত অতএব রোগমুক্ত হইয়াছেন এইরূপই ঠাকুর ভাবিয়াছিলেন। ৮৯

मध्यलीलायां १४शः अः।

পুরী শিষ্য রামকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে সযতনে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া রাত্রিকালে যেসকল অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বলিয়াছিলেন এবং কথার শেষে বলিলেন আমার এত কাল নিষ্ফলে গিয়াছে। ৯০'৯২

যেহেতু সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী কালীমাতার স্বরূপ জানিতে পারি নাই। আজ আমার বুদ্ধিহীনতা আমাকে দুঃখ দিতেছে। যেহেতু আমি ব্রহ্মশক্তির অবমাননা করিয়াছি। ৯২

वत्साद्य दिव्यचक्षुर्मे स्फुटितं त्वत्प्रसादतः।
श्रुत्वैव श्रीगुरोर्वाक्यं प्रत्युवाच पुरीं प्रभुः॥ ८३
ज्ञातमेतद्भवद्भिस्तु संशयः कर्णचक्षुषोः।
गतोऽद्य सविशेषं हि कृपामय्याः कृपाबलात्। ८४
प्रागेवाहमिदंमात्रा ज्ञापितं बहुरूपतः।
ब्रह्मणो ब्रह्मशक्तेश्च भेदो नास्ति कथञ्चन॥ ८५
अग्नेस्तद्दाहिकाशक्तेर्नानात्वं नास्ति निश्चितं।
तादृगियं ब्रह्मशक्तिर्ब्रह्मरूपामतामम॥ ८६
तत स्तोता रामकृष्णमुवाच परपूरुषं।
या ममाध्यात्मिकी शक्तिरपूर्णा विद्यते हृदि॥ ८७

"Oh, my son, it is due to your kindness that I have realised the truth" On hearing these words of Totapuri, Sri Ramkrishna replied. "All this was known to you Your eyes and ears did not believe it. Now by the grace of Goddess all your doubts are cleared. In various ways I had

sought to impress upon you that there was absolutly no difference between Bramha and its power, just like fire and heat. Totapuri said, "It is due to your kind help that I have been able to attain the ultimate knowledge in the spiritual field. 93 to 97.

বঙ্গানুবাদ :—

হে বৎস তোমার অনুগ্রহে আজ আমার দিব্যচক্ষুঃ উন্মীলিত হইয়াছে।

ঠাকুর এইরূপ শুনিয়া পুরীকে বলিয়াছিলেন। ৯৩

এখন আপনার চক্ষুঃ ও কর্ণের সন্দেহ ভঞ্জন হইল ত। পূর্ব্বেই মা আমাকে ইহা জানাইয়া দিয়াছেন যে ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম শক্তির ভেদ কিছুমাত্র নাই। ৯৪।৯৫

অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি যেরূপ অগ্নি হইতে পৃথক হয় না। সেইরূপ এই ব্রহ্ম শক্তিই ব্রহ্মরূপা সনাতনী মাতা জগদম্বা ইহাই যথার্থ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বাক্য। ৯৬

তৎপরে তোতা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে বলিয়াছিলেন যে আমার হৃদয়ে যে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি অসম্পূর্ণ ছিল। সেই সিদ্ধি আজ তোমার সঙ্গ বশতঃ সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ হইল। ৯৭

साधुना त्वत् सहायस्य परितः पूर्णतां गता।
कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं दृष्ट्वा मातुः कृपाकणां ॥ ९८
एवस्तौ गुरुशिष्यौ द्वौ समसिद्धियुतौ तदा।
प्रविश्य जगदम्बाया मन्दिरं भक्तिपूर्वकं ॥ ९९

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ।

পুরী শিষ্য রামকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে সযতনে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া রাত্রিকালে যেসকল অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বলিয়াছিলেন এবং কথার শেষে বলিলেন আমার এত কাল নিষ্ফলে গিয়াছে। ৯০-৯২

যেহেতু সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী কালীমাতার স্বরূপ জানিতে পারি নাই। আজ আমার বুদ্ধিহীনতা আমাকে দুঃখ দিতেছে। যেহেতু আমি ব্রহ্মশক্তির অবমাননা করিয়াছি। ৯২

বৎসাদ্য দিব্যচক্ষুর্মে স্ফুটিতং ত্বৎপ্রসাদতঃ।
স্মৃত্বেব শ্রীগুরোর্বাক্যং প্রত্যুবাচ পুরীং প্রভুঃ॥ ৯৩
জ্ঞাতমেতদ্ভবদ্ভিস্তু সংশয়ঃ কর্ণচক্ষুষোঃ।
গতোঽদ্য সবিশেষং হি কৃপাসহ্যাঃ কৃপাবলাৎ। ৯৪
প্রাগেবাহমিদংমাবা স্থাপিতং বহুরূপতঃ।
ব্রহ্মণো ব্রহ্মশক্তেশ্চ ভেদো নাস্তি কথঞ্চন॥ ৯৫
অগ্নেস্তদাহিকাশক্তৌ নানাত্বং নাস্তি নিশ্চিতং।
তাদৃগিয়ং ব্রহ্মশক্তির্ব্রহ্মরূপামলাত্মম॥ ৯৬
তত স্তোতা রামকৃষ্ণমুবাচ পরপূরুষং।
যা মমাধ্যাত্মিকী শক্তি রপূর্ণা বিদ্যতে হৃদি॥ ৯৭

"Oh, my son, it is due to your kindness that I have realised the truth" On hearing these words of Totapuri, Sri Ramkrishna replied. "All this was known to you Your eyes and ears did not believe it. Now by the grace of Goddess all your doubts are cleared. In various ways I had

sought to impress upon you that there was absolutly no difference between Bramha and its power, just like fire and heat. Totapuri said, "It is due to your kind help that I have been able to attain the ultimate knowledge in the spiritual field. 93 to 97.

বঙ্গানুবাদঃ—

হে বৎস তোমার অনুগ্রহে আজ আমার দিব্যচক্ষুঃ উন্মীলিত হইয়াছে।

ঠাকুর এইরূপ শুনিয়া পুরীকে বলিয়াছিলেন। ৯৩

এখন আপনার চক্ষুঃ ও কর্ণের সন্দেহ ভঞ্জন হইল ত। পূর্ব্বেই মা আমাকে ইহা জানাইয়া দিয়াছেন যে ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম শক্তির ভেদ কিছুমাত্র নাই। ৯৪।৯৫

অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি যেরূপ অগ্নি হইতে পৃথক হয় না। সেইরূপ এই ব্রহ্ম শক্তিই ব্রহ্মরূপা সনাতনী মাতা জগদম্বা ইহাই যথার্থ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বাক্য। ৯৬

তৎপরে তোতা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে বলিয়াছিলেন যে আমার হৃদয়ে যে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি অসম্পূর্ণ ছিল। সেই সিদ্ধি আজ তোমার সঙ্গ বশতঃ সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ হইল। ৯৭

ত্বয়ুনা ত্বৎ সহায়স্য পরিতঃ পূর্ণতাং গতা।
কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং দৃষ্ট্বা মাতুঃ কৃপাকণাং ॥ ৯৮
এবন্তৌ গুরুশিষ্যৌ দ্বৌ সমসিদ্ধিযুতৌ তদা।
প্রবিশ্য জগদম্বায়া মন্দিরং ভক্তিপূর্ব্বকং ॥ ৯৯

मध्यलीलायां १४थः अः ।

नेमतुर्दण्डवद्भूमौ तावुभौ सिद्ध साधकौ ।
प्रत्यक्षा सा तदा माता मस्तके योगिनोर्दधौ ॥ १००
करौ दत्वावदद्देवी पश्य मे योगवैभवं ।
मत्तः परतरं नास्ति भूतं भव्यं भवच्च यत् ॥ १०१
अहमेव हरिः साक्षाद्वैकुण्ठाधिपतिर्भवान् ।
रामःकृष्णो हरिर्विष्णुर्जिष्णुर्नारायणोऽव्ययः ॥ १०२

"I feel myself blessed by the grace of the Goddess." Then both of them entered the temple of the Goddess who placed her hands on their heads and said, "Nothing except me in this world exists. I am Hari, Rama, Krishna, Vishnu, Jishnu and Narayana" 93 to 102.

मध्यलीलायां १४शः अः ।

योगोयाग स्तथा सिद्धिर्देवता मन्त्र एव वा ।
मद्भक्तियोगमाश्रित्य भक्ता जानन्ति तत्त्वतः ॥ १०३

ज्ञानेन कर्म्मणा वापि वैराग्येन दृढ़ेन च ।
न विन्दन्ति स्वरूपं मे भक्तिरेव हि कारणम् ॥ १०४

एवं काली विश्वरूपं दर्शयामास तौ तदा ।
पुरी दृष्ट्वैव तद्रूपं निमज्यानन्दसागरे ॥ १०५
स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव जगदम्बिकां ।
देवी त्वं जगतां मातः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी ॥ १०६

सर्व्वाधारे सदानन्दमयि दुर्गे नमोऽस्तुते ।
कालिके कृष्णवर्णे त्वं कामारि कृष्णविग्रहे ॥ १०७

"My grace cannot be acquired by knowledge, work, service or renunciation, but by devotion." The joy of Totapuri knew no bounds on seeing the Goddess and hearing Her words. They chanted hymns to please Her. 103 to 107.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং যোগ যাগ সিদ্ধি দেবতা ও মন্ত্র একমাত্র আমিই। আমার ভক্তি যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক ভক্তগণ যথার্থরূপে আমাকে জানেন।

জ্ঞান কর্ম্ম বা দৃঢ় বৈরাগ্য দ্বারা আমার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন্ নাই একমাত্র ভক্তিই আমাকে জানিবার উপায় ॥ ১০৪

এইরূপভাবে জগদম্বা দুইটি সাধককে আনন্দের সহিত বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন ॥ ১০৫

পুরী সেই অপূর্ব্বরূপ দর্শন পূর্ব্বক আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইয়া এইরূপ ভাবে স্তব করিয়াছিলেন ॥ ১০৬

হে মাতঃ কালিকে অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারিণী কাম নাশিনী কৃষ্ণ স্বরূপা সদানন্দময়ী দুর্গা তোমাকে নমস্কার। ১০৭

ত্বত্ পাদপদ্মযুগলে স্থরতির্মমাস্তু
মাতঃ প্রসীদ ভবদুঃখহরা ত্বমাদ্যা ।
দেবী প্রসীদ বরদে সুখশান্তিদাত্রী
ছায়ীঃস্বজ' বিতর হে মম মূর্দ্ধি, নিত্যং ॥ ১০৮

ত্বমেব সর্ব্বস্য সুবোজরূপা
ত্বমেব সিদ্ধিঃ সুখবোধদাত্রী ।
ত্বমেব ধাত্রী জনমুক্তি হেতু
স্ত্বমেব নিত্যা পরতঃ পরাসি ॥ ১০৯

বিমোহিতাস্তে জড়বুদ্ধয়ঃ সদা
দারাত্মজার্থেষু নিমগ্নমানসাঃ ।
সদাসদানন্দ ময়ার্থ সম্পদ'
ত্বত্ পাদপদ্ম' পরিহায় যামরাঃ ॥ ১১০

"Oh Goddess, be pleased to shower your blessings on our head. Thou art the root cause of everything of this world. Thou art the giver of all knowledge and happiness. Thou art the Mother of this universe. Man becomes free from all bondages of this world by your grace. Woe

मध्यलीलायां १४शः अः।

to those who serve Mamon and Cupid and never looks for the enternal bliss. 108 to 110.

বঙ্গানুবাদঃ—

হে মাতঃ কালিকে তুমি আমার প্রতি সুপ্রসন্না ও দুঃখ হরা হও। তোমার পাদপদ্মযুগলে যেন আমার সুমতি হয়। হে সুখশান্তি দাত্রী বরদে দেবি আমার প্রতি কৃপা কর। সর্ব্বদা আমার মস্তকে আশীর্ব্বাদীয় পুষ্প বিতরণ করুন। ১০৮

তুমিই জগতের একমাত্র কারণ স্বরূপা তুমিই সিদ্ধি স্বরূপা জ্ঞানানন্দ প্রদায়িনী জননী। তুমিই জনগণের একমাত্র মুক্তির কারণরূপা। তুমিই নিত্যা এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতরা। ১০৯

পত্নী পুত্র গৃহ ও বিষয়াদিতে অত্যন্ত আসক্ত জড়বুদ্ধি জনগণ সর্ব্বদা নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম সম্পদ তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া মোহান্ধকারে পতিত হয়। ১১০

धन्योऽहमद्य महत् स्तवपादपद्म
सम्पर्कलेशपरिशुद्ध गदाधरस्य।
सङ्गादहो सकल शान्तिमयीं भवाद्धेः
पाराय पादतरणीं परमां प्रयातः॥ १११
यदि गमनमधस्तात् पूर्व्वकर्म्मप्रभावात्
भवति कुलविहीने जन्म कीटानुकीटे।
द्वर हर हरकान्ते दुर्गतिं त्वं मदीयां
भवतु मम हृदिस्था त्वत् पदे भक्तिरेका॥ ११२
एवं पुरी तदा स्तोत्रं विश्राम्य भवतारिणीं।
मन्दिराद्बहिरागत्य पञ्चवट्यामुपाविशत्॥ ११३

"To-day I have been blessed by virtue of my company with Gadadhar. I have got your feet which will take me across this world of sorrows. Oh Goddess, be pleased to give me devotion to you, even if I may happen to take my birth as the meanest of all living things because of my misdeeds in previous births." After praying so, Totapuri came out of the temple and returned to the Panchabati. 111 to 113.

বঙ্গানুবাদ :—

তোমার সম্পর্ককণায় পরিশুদ্ধ মহান্ গদাধরের সঙ্গ হেতু আজ আমি ধন্য হইলাম।

অহো ভব সমুদ্র পারের নিমিত্ত সকল শান্তিময় অত্যুত্তম জলযান স্বরূপ আপনার পাদপদ্ম পাইলাম॥ ১১১

যদি পূর্ব্বকর্ম্ম প্রভাবে নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ হয়। অথবা কুলবিহীন কীটানুকীটে গতি হয়। হে হরবল্লভে আমার দুর্গতি হরণ কর। হরণ কর॥ এবং তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি আমার হৃদয়ে অবস্থান করুক॥ ১১২

এইরূপভাবে পুরী সেই সময় ভবতারিণীকে স্তব শ্রবণ করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া পঞ্চবটীর আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। ১১৩

ততঃ কতিপয়াহানি তত্র স্থিত্বামুদাযুতঃ।
গিথৈঃ সহ জগন্মাতুঃ প্রসাদং পরিগৃহ্য সঃ॥ ৭৭৪
লব্ধা শ্রীভবতারিণ্যাঃ সদনুজ্ঞাং মহামতিঃ।
ভুক্ত্বা দৈব্যা মহাভক্ত্যা গতঃ স দক্ষিণেশ্বরাৎ॥ ৭৭৫

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ।

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য তোতাপুরী সন্ন্যাসী সকাশাৎ ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহনানন্তর তৎ কৃপাকরণরূপো মধ্যলীলায়াং চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

Thus Totapuri became a great devotee to the Goddess, and left Dakshineswar after a few days. 114 to 115.

Here ends the fourteenth chapter of Madhya-lila in the Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে সেই দক্ষিণেশ্বরে কিছুদিন আনন্দের সহিত অবস্থান করিয়া শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত আনন্দময়ীর প্রসাদ পরিগ্রহ পূর্ব্বক মহামতি তোতাপুরী মাতা ভবতারিণীর অত্যুত্তম অনুমতি লাভ করিয়া দেবীর মহা ভক্ত হইয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দির হইতে অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন॥ ১১৪।১১৫

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের মধ্য লীলার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তোতাপুরী সাধুর নিকটে অদ্বৈত ব্রহ্ম মন্ত্র গ্রহণ। এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় তোতাপুরী সাধুর ব্রহ্মময়ী কালীর কৃপালাভে তোতাপুরী ধন্য হইয়া বিশ্বরূপ দর্শন ও ভবতারিণীর স্তবাদি করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন।

(মঃ ১৪ অঃ সমাপ্ত)

मध्यलीलायां १५श्रः अः।

मन्दिरस्य कियद्दूरेऽवस्थितस्य सुयोगिनः।
अत्यन्तमाग्रहश्चाभूदेस्लामधर्म्मसाधने ॥ १
अद्वैत साधना सिद्धेः परं तस्यैव योगिनः।
धर्म्मान्तर साधनायां वासनाभूद्गरीयसी ॥ २
आर्य्याचारमार्य्यधर्म्मं मतिक्रम्य महामतिः।
विभिन्न धर्म्मगौलानां तत्तद्धर्म्मानुवर्त्तिनां ॥ ३
परमेश्वर लाभार्थं साग्निध्यं यतते सदा।
महासाधक वर्य्योऽयं सच्चिन्तयतः परं बहु ॥ ४
तत्तत् सिद्धि प्राप्तिहेतोरुद्युक्तो नवसाधने।
यदृच्छयागत स्तत्र दक्षिणेश्वर पत्तने ॥ ५

Even though Shri Ramakrishna had attained success in his penance for realisation of Brahma, he desired to undergo penance according to the practice and process followed in Islam and other religions. For this purpose he dwelt at a place at a distance beyond the temple premises. Just at that time there appeared Govinda Roy, a preacher of Islam religion at the village of Dakshineswar. 1 to 5.

मध्यलीलायां १५श: अ: ।

গ্রামে ইসলামী সুফী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক গোবিন্দ রায় নামে একটি আল্লামন্ত্রের সাধক আসিয়াছিলেন। ১।২।৩।৪।৫।৬

कालेऽस्मिन्निस्लामीसुफी सम्प्रदाय प्रचारक:।
श्रीगोविन्द राय नामा आल्ला साधक सत्तम:॥ ६
तस्मादेव रामकृष्णो दीक्षितो ह्यभवन् मुदा।
यावनिकस्य धर्म्मस्य साधना समये प्रभु:॥ ७
त्यक्त्वा मथुरसम्पर्कं मन्दिरस्य च सन्निधिं।
बहिर्भागे मन्दिरस्य सर्व्वदा समवस्थित:॥ ८
तद्धर्म्मानुगुणं पानं भोजनञ्च तथा करोत्।
इदमुक्तं ठाकुरेण साधनाया: प्रसङ्गत:॥ ९
शिष्याणां श्रवणेच्छायां कौतूहलवशात् कदा।
आल्लामन्त्रं तदाहन्तमजपं प्रीतिपूर्व्वकं॥ १०

Sri Ramkrishna was very glad to be initiated in the Islamic religion. At the time of his penance according to Islamic process, he cut off all his connections with Mathuranath and remained always outside the temple premises. It was so said by him to his disciples to satisfy their curiosity regarding his ways of penance that he drank and ate and chanted the names of Allah with great pleasure. 6 to 10.

বঙ্গানুবাদ:—

ঠাকুর সেই রায়ের নিকট হইতে আগ্রহের সহিত আল্লা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এবং সেই সময়ে যাবনিক ধর্ম্ম বিহিত পান ও ভোজন করিতেন। ৭।৮

কোন সময়ে শিষ্যবর্গের কৌতূহল বশতঃ ঐ বিষয়ে শ্রবণের ইচ্ছা হইলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন। আমি যাবনিক ধর্ম্মের সাধন সময়ে মন্দিরের সম্পর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহির্ভাগে মথুরানাথের কোনও একটি ঘরে সর্ব্বদা থাকিতাম এবং সেই সময়ে যবন শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পান ও ভোজনাদি করিতাম। এবং আল্লা মন্ত্রটি প্রীতি পূর্ব্বক একাগ্র চিত্তে জপ করিতাম। ৯।১০

পরিধেয় যবনবদগৃহীতমতিযত্নতঃ।
নামাজ বিধিনা সন্ধ্যা বন্দনং বিধিবৎ কৃতং ॥ ১১
তদার্য্যভাবো মনসঃ সম্পূর্ণং লুপ্ততাং গতঃ।
হিন্দু প্রতিষ্ঠিতা মূর্ত্তি দেবদেবী মথাদিষা ॥ ১২
তদানীং নানমস্কাহং দর্শনেচ্ছাপি নো মম।
দিনত্রয়গতে চৈবং রূপে ভাব পুরঃসরং ॥ ১৩
সাধনস্য ফলং সম্যগুপলব্ধং কৃতং ময়া।
পরমেব সিদ্ধিলাভো দৈবস্যাম ধর্ম্মসাধনে ॥ ১৪
জ্যোতির্ম্ময় দীর্ঘশ্মশ্রুবিশিষ্ট পুরুষস্য হি।
দিব্যদর্শনলাভেন ধন্যোঽহমভবং তদা ॥ ১৫

He carefully clad himself just like Jabanas and prayed in the morning and in the evening according as they did. He forgot all Hindu rites and also never desired to pay his obeisance to gods and goddesses. He gained the fruit of his Islamic penance after three days, when he felt blessed at the sight of a godly person with long beard.

11 to 15.

বঙ্গানুবাদ :—

অতি যত্নের সহিত মুসলমানদের মত কাপড় পরিতাম। যাবনিক বিধিমত ত্রৈকালিক নামাজ পাঠ করিতাম। ১১

সেই সময় আমার মন হইতে আর্য্য সনাতন ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছিল। পরন্তু হিন্দু প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারিতাম না।

বা প্রণামাদি করিতে ও ইচ্ছা হইত না॥ ১২

এইরূপে যবনভাবে ভাবিত হইয়া তিন দিন গত হইলে সাধনার ফল সম্যক রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলাম॥ ১৩

ইসলামী ধর্ম্ম সাধনের সিদ্ধি সময়ে একটি জ্যোতির্ম্ময় দীর্ঘ শ্মশ্রু বিশিষ্ট পুরুষের দিব্য দর্শন লাভে ধন্য হইয়াছিলাম। ১৪।১৫

ততো বিরাট পুরুষস্য রূপ দর্শনপূর্ব্বকং।
গুণাতীতে তুরীয়াখ্যে ওঁ তৎ সদিতি শব্দিতে॥ ১৬
লীনং ব্রহ্মণ্যভূচ্চিত্তং নির্ব্বিকল্প সমাধিনা।
এবমানন্দরূপস্য জীবানন্দ প্রদায়িনঃ॥ ১৭
পরমব্রহ্মভূতস্য সাধনাচিন্ত্য গোচরা।
স্বনুষ্ঠিতানন্তরূপা যয়া তং সমুপৈষ্যতি ১৮।
শাক্ত বৈষ্ণব গাণেয় সৌর শৈবাদি সাধনং।
বৌদ্ধ জৈন খৃষ্টীয়াদি সাধনান্যকরোৎ প্রভুঃ॥ ১৯

অবৈষ তস্য মহতঃ পুরুষস্য সাধ্বীঃ
শ্রীরামকৃষ্ণ গুরু গৌরব বিগ্রহস্য।
ধর্ম্মাত্মনঃ সকল ধর্ম্ম সুসিদ্ধিলাভং
প্রাপ্তস্য যোগতপসামভবৎ সমাপ্তিঃ॥ ২০

He also felt himself lost in eternal life and bliss. Thereafter he underwent penance of the Saktas, the Vaishnabas, the Ganeshas, the Sauras, the Shaivas, the Buddhists, the Jains, and the Christians etc. Shri Ramakrishna is unique among all the figures in the religious world for his searching curiosity in attaining the end through various avenues. 16 to 20.

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে বিরাট পুরুষের স্বরূপ দর্শন পূর্ব্বক ওঁ তৎসৎ শব্দের বাচ্য গুণাতীত তুরীয়াখ্য ব্রহ্মে চিত্ত বিলীন হইয়াছিল। ১৬

এইরূপ পরব্রহ্ম ঘনানন্দ বিগ্রহ জীব জগতের পরমানন্দ প্রদাতা ভগবান রামকৃষ্ণের সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত অচিন্ত্য ও অনন্ত প্রকার সাধনা সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ১৭।১৮

যে সকল সাধনা দ্বারা জীবগণ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। সেই সকল সাধনাই ভগবানের সাধনা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব গণেশ, সূর্য্য, শিব, শক্তি, বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ, বৌদ্ধ, জৈন ও খৃষ্টীয়াদি সাধনাতেও সম্যক্ রূপে সিদ্ধি লাভ করেন।

এইরূপে সর্ব্বধর্ম্মে সিদ্ধি লাভ বিশিষ্ট গুরু গৌরবান্বিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সময়েই সর্ব্ব সাধনার সমাপ্তি হইয়াছিল। ২০

যদা শ্রীরামকৃষ্ণস্তু সর্ব্বসিদ্ধি যুতোঽভবৎ।
তদা তদ্বয়সঃ সংখ্যা দ্বাত্রিংশদ্বর্ষ মস্তিতা॥ ২১

मध्यलीलाया १५श: अ:।

एवञ्चासौ स्वल्पकाल विभिन्नमार्ग साधने।
भूत्वावतीर्णो भगवां स्तां स्तां सिद्धिमवाप्तवान्॥ २२

त्याग एव परोधर्म्म: सर्व्व धर्म्म प्रवर्त्तक:।
एकमेवाद्वितीयं यत्तत्त्व साधक सत्तमै:॥ २३

साध्यते बहुभिर्दु:खै स्तत्तत्त्व ठाकुरेण हि।
स्वल्पायासेनोपलब्धं सर्व्वं निरवशेषत:॥ २४

एवमुक्त भगवता श्रीमुखेन स्वयं तदा।
धार्म्मिकानां धर्म्ममते बहुरूप गतेऽपि च॥ २५

When he completed his penance his age was only thirty-two years. In this early age he attained success in different ways with ease. He said later on that although the ways were different in different religions, the result was the same. 21 to 25.

বঙ্গানুবাদ :—

যে সময় ঠাকুর সর্ব্বধর্ম্মে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স বত্রিশ ৩২ বৎসর। ২১

ঠাকুর এই অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন ধর্ম্ম সাধনে যোগদান করিয়া সেই সেই ধর্ম্মে সিদ্ধি লাভ করেন। ২২

সর্ব্ব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ত্যাগই উত্তম ধর্ম্ম। এবং এক মাত্র অদ্বয় ব্রহ্ম তত্ত্বই যথার্থ তত্ত্ব। যে তত্ত্বকে সাধকোত্তমগণ বহু দুঃখে সাধন করিতে সমর্থ হন। ঠাকুর অকিঞ্চিৎকর পরিশ্রমে সেই সকল তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ২৩।২৪

জীবানামিব ভিন্নং ন মৎস্বরূপং কদাচনঃ।
জীবঃ কর্ম্মফলভুংক্তে কর্ম্মাতীতো ভবাম্যহং ॥ ৩৫

"I am an incarnation of God. I have manifested myself for the good of the suffering humanity. In this Kali yuga when people are not capable of doing austere religious rites and are given to selfishness and sexual pleasure, all my activities tend to bring salvation to them, to purge them of their sins. I am not a mortal being who enjoys the fruit of his own doings. I am not affected by the result of my actions."
31 to 35.

বঙ্গানুবাদ :—

আমি ঈশ্বর, আমার সাধন সাধারণ জীবের জন্য। এই ঘোর কলিযুগে স্ত্রীসঙ্গ আর উদর পূরণ এই দুইটিকেই প্রধান অবলম্বন বলিয়া মনে করিয়া জপ হোমাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন সেই সকল জনগণের উদ্ধারের জন্যই আমি এইসকল সাধন করিয়াছি। সে সকল সাধনের ফলে অধর্ম্মোৎপন্ন নরনারীগণ এই ভয়ঙ্কর সময়ে আমার নাম উচ্চারণমাত্রে পাপমুক্তি পাইবে।

৩১।৩২।৩৩।

জীবসকলের মঙ্গলার্থে আমি এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছি। নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ঈশ্বর হইতে আমার স্বরূপ ভিন্ন নয়। জীব-কর্ম্মফল ভোগ করে আমি কর্ম্মাতীত এইসকল ঈশ্বরের ধর্ম্ম আমার দেহে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছে। অতএব আমার বন্ধন বা মুক্তি কিছুই নাই। ৩৪।৩৫।৩৬

मध्यलीलायां १५श अः

एवमीश्वर धर्म्मोऽयं मम देहे प्रवर्त्तते ।
अतो मे नास्ति मुक्तिश्च बन्धनं वा कुतो भवेत् ॥ ३७
किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरं पीडयाम्यहं ।
एवं निर्लिप्तभावेऽपि कर्त्तव्यं मयि विद्यते ॥ ३७
युगे युगेऽवतीर्य्याहं युगधर्म्मं चरामि हि ।
यथा राजा स्वराष्ट्रेषु यत्र राजद्रोहाः प्रजाः ॥ ३८
तत्र गत्वा प्रजा शान्तौ करोति शासनं महत् ।
तद्वदेवात्र भगवानाविर्भवति सन्ततं ॥ ३८
पृथिव्यामधुना तद्वदधर्म्मग्लानि र्विवर्द्धते ।
धर्म्मबाधां विधास्यन्ति ये भोजा धनिनो जनाः ॥ ४०

All those godly qualities are there in my body. I have no bondage, and as such I need no salvation. I have nothing to strive for. Even though I have no attachment, I have my duties. I manifest myself in every yuga and establish the rules of that age, just as a king comes forth to quench rebellion, control his subjects and establish his rule. Now the earth is fested with wild growth of impiety. Rich men creates hindrances to religious practice and usages. 36 to 40.

বঙ্গানুবাদঃ—

আমি কি ইচ্ছা করিয়া কাহার জন্য শরীরকে পীড়িত করিব। এইরূপভাবে আমি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইলেও আমার কর্ত্তব্য কর্ম

আমি প্রতি যুগে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকি। অর্থাৎ যে যুগে যেরূপ আচরণে জগতের জীবগণ শান্তিলাভ করে সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকি। ৩৭ ৩৮

যেমন রাজা নিজের রাজ্য মধ্যে যেখানে রাজদ্রোহী প্রজা থাকে সেই স্থানে যাইয়া প্রজাবর্গের শান্তি রক্ষার জন্য বিশেষভাবে শাসন করেন। সেইরূপ ইহ জগতে ভগবান প্রায়ই আবির্ভূত হয়েন। ৩৯

সম্প্রতি এই জগতে ধর্ম্মগ্লানি ও ধর্ম্মবিরোধ বৃদ্ধি পাইতেছে যে সকল ভোগী ধনীগণ ধর্ম্ম ধ্বংশ করিতেছেন সেইসকল ধর্ম্মনাশের নিবৃত্তির জন্য এই কলিযুগে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। ৪৩

তস্যাঃ সংরোধনার্থায় হ্যবতীর্ণোঽভবং কলৌ।
জনিষ্যমান জীবানাং তথাস্মদনুবর্ত্তিনাং ॥ ৪৭
সন্মার্গদর্শনার্থায় সাধনেয়মনুষ্ঠিতা।
ঠাকুরঃ শ্রীরামকৃষ্ণো ব্রতী বেদান্ত সাধনে ॥ ৪৮
চন্দ্রাদেবী তদা তত্র কামারপুকুরালয়াৎ।
দক্ষিণ দ্বার আগত্য স্থিতা মন্দির কোষ্ঠকে ॥ ৪৯
সশ্লোকো মথুরানাথো সাক্ষাত্তাং জগদম্বিকাং।
মত্বা চৈকান্তিকীং সেবাং কৃত্বা ধন্যো বভূব হ ॥ ৪৪
ঠাকুরোঽপি প্রতিদিনং নিদ্রাভঙ্গে খলুষপি।
সর্ব্বং কর্ম্ম পরিত্যজ্য সর্ব্বাগ্রে মাতৃসন্নিধৌ ॥ ৪৫
গত্বা শ্রদ্ধান্বিতো ভক্ত্যা বিনয়াদি পুরঃসরং।
পাদপূজাং বিধায়াথপীত্বাচ চরণোদকং ॥ ৪৬

"All my penance is intended to show the way to them who are now my followers and who

will follow my steps after my demise." When Thakur was undergoing penance to realise unity in diversity, Chandra Devi came down from Kamarpukur to Dakshineswar and put up in a room in the temple premises. Mathuranaih with his wife regarded her as the Goddess and offered their services accordingly. Thakur also would come to her every morning and worship her feet. 41 to 46.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

উপস্থিত যাঁহারা আমার মতাবলম্বী হইয়াছেন। পরে অর্থাৎ আমার অবর্ত্তমানে যাঁহারা আমার মতানুবর্ত্তী হইবেন এইসকল বিশুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে সৎপথ দেখাইবার জন্য আমি সাধনসকলের অনুষ্ঠান করিয়াছি। ৪১

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যে সময়ে বেদান্ত সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন সেই সময়ে তাঁহার গর্ভধারিণী চন্দ্রদেবী কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া মন্দিরস্থ কোনও একটি ক্ষুদ্র কুটীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। ৪২।৪৩

মথুরানাথ পত্নীর সহিত চন্দ্রাদেবীকে সাক্ষাৎ ভগবতী মনে করিয়া তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলন। ৪৪

ঠাকুর প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পর সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে মাতৃসন্দর্শনে গমন করিয়া অতুলনীয় শ্রদ্ধা ভক্তি বিনয়াদি পুরঃসর গর্ভধারিণীর যুগল পাদপদ্মের পূজা করিয়া চরণোদক

पान पूर्ब्बक आमि धन्य हइलाम कृतकृतार्थ हइलाम आमार जन्म सफल हइल इत्यादि स्तवस्तुति करिया सर्ब्बाराध्या मातृपदे विलुठित हइतेन। ४५।४६।४७

धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं फलवांश्चैव मे भवः।
एवमुक्त्वा पदे मातुर्लुण्ठितश्चाभवन्मुदा ॥ ४७
दृश्यञ्चैतत् श्रीमथुरो दृष्टवानति भक्तितः।
अत्रान्तरे श्रीमथुरो मनस्यैतदचिन्तयत् ॥ ४८
पित्रे श्रीरामकृष्णाय दास्यामिबहु विस्तरं।
भूखण्डं तत् प्रीति कामो येन तस्य सुखं भवेत् ॥ ४९
श्रुत्वैं तद्रामकृष्णस्तु सर्व्वं हृदय वक्रतः।
घृताहुत्या यथा वह्नेः शिखासंवर्द्धिता भवेत् ॥ ५०
तद्वदेव तदैवासौ क्रोधाग्नि परिपूरितः।
मथुरमनुसन्धाय यष्टिमुत्तोल्य तं प्रति ॥ ५१

Thakur would place his head at the feet of his mother and say, "I am blessed. My life has been worth-living." Mathuranath observed all this with great devotion. He proposed to Hriday to give enough property to Sri Ramakrishna so that he would not be troubled with poverty and scarcity. On hearing this from Hriday Sri Ramakishna became very furious and ran up to Mathuranath with a stick in his hand, 47 to 51.

मध्यलीलायां १५श अः

বঙ্গানুবাদ ঃ—

প্রিয় ভক্ত মথুরানাথ এই সকল দৃশ্য অতি ভক্তিসহকারে দর্শন করিয়া ধন্য হইতেন। এই সময় মথুরানাথ মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। যে বাবাকে তাঁহার প্রীতির জন্য বহুতর সম্পত্তি দান করিব। তাহাহইলে বাবার আনন্দ হইবে। ৪৮।৪৯

ঠাকুর এইসকল সম্পত্তি দানের কথা হৃদয়রামের মুখে শুনিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন। ৫০

পরন্তু মথুরানাথের অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে যাইয়া যষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক বীরভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন রে দুষ্ট আমকে তুমি বিষয় বিষে জর্জরিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ। ৫১।৫২

वीरभावं समाश्रित्य प्रोवाचोच्चैः स्वरेण तं ।
विषय विषलिप्तं मां किञ्चिकीर्षसिदुष्टभोः ॥ ५२
विषयेषु महाप्रीतिः पशूना मेव दृश्यते ।
टाकुरस्योग्रभावं तं दृष्ट्वा नो वाच किञ्चन ॥ ५३
परन्तु मथुरानाथो भयेना दृश्यतां गतः :
एवं तद्भाव विज्ञोऽपि न किञ्चिदपि चालितः । ५४
स्वसङ्कल्प सुसिद्ध्यर्थं चन्द्रादेव्याः समीपगः ।
प्रणतश्चरणोपान्त इदं वचनमब्रवीत् ॥ ५५
भवत्या यद्यहं कोऽपि स्वात्मीयो मन्यते ततः ।
पितामहि समीपे मे भवती प्रार्थिनी भव ॥ ५६

He said to Mathuranath in a very forceful voice, "Oh, the worst of all sinners, do you like me to drink the venom of worldly pleasure? The

beasts are found to be fond of earthly pleasure," Mathuranath had no answer. On the other hand he disappeared with great fear. He however did not lose his heart. He approached Chandra Devi, with great respect and humility and said, "Oh grandmother, if you really take me as one of your well-wishers, be pleased to have your desire fulfilled by me." 52 to 56.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বিষয় প্রাপ্তিতে পরমানন্দ পশুদিগেরই দেখা যায়। মথুরানাথ ঠাকুরের সেইরূপ উগ্রভাব দেখিয়া কিছু না বলিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ৫৩

এইরূপভাবে ঠাকুরের মনোভাব জানিয়াও বিচলিত হন নাই। পরন্তু নিজ সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য ঠাকুর মা চন্দ্রাদেবীর নিকটে গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণোপান্তে প্রণতঃ হইয়া বলিয়াছিলেন। ৫৪।৫৫

ঠাকুরমা আমাকে যদি কোনও একটি হিতৈষী বলিয়া মনে করেন তবে আপনি আমার নিকটে কিছু প্রর্থনা করুন। ৫৬

भूमिं बहुतरां देवि मद्दत्तां शस्यशालिनीं।
गृहानेयं कामना मे पूर्य्यतां पुत्र वत्सले ॥ ५७
श्रुत्वा ठाकुरमाता तां मथुरोक्तिं पुनः पुनः।
प्रत्युवाच श्रीमथुरं ईशद्धास्य पुरःसरम् ॥ ५८
भो पुत्र तव कल्याणात् सर्व्वदा कुशलं मम।
प्रसादं भवतारिण्याः प्रत्यहं देव दुर्लभं ॥ ५९

মধ্যলীলায়াং ৭মঃ অঃ

প্রাপ্নোমি চ তথা দ্রব্যং গৃহবস্ত্রাদিকঞ্চ যৎ।
ততঃ সর্ব্বং ময়া প্রাপ্তং নাস্ত্যভাবঃ কথঞ্চন ॥ ৫৯
অতোঽধুনা প্রার্থনীয়ং নোচিতং নাস্তিকিঞ্চিন্মম মম।
শ্রুত্বাপীত্থং শ্রীমথুরঃ পিতামদ্ভাবচ স্তথা ॥ ৬৭

I pray that you will be kind enough to accept my gift of a big area of cultivated land. On hearing this, the mother of Thakur replied, "By your goodwill we have no trouble. We are being daily served with the holy food, and supplied with all our daily necessities. So I have no want and nothing to ask for." 57 to 61.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

হে দেবি। আপনি অনুমোদন করিলে আমার প্রদত্ত বহু শস্য প্রসবিনী বহুতরা ভূসম্পত্তি গ্রহন করুণ। হে পুত্রবৎসলে! আমার আমার এই বাসনাটি পূরণ করুন। ৫৭

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের গর্ভধারিণী চন্দ্রাদেবী মথুরানাথের তাদৃশ প্রার্থনা শুনিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে মথুরানাথকে প্রত্যুত্তর বাক্য বলিয়াছিলেন। ৫৮

ওহে নাতি! তোমার কল্যাণে আমার সর্ব্বদাই কোন অভাব নাই। প্রতিদিন মাতা ভবতারিণীর দেবদুর্লভ প্রসাদীয়ান্ন এবং বস্ত্রাদি দ্রব্যসকল যাহা কিছু তোমার নিকট হইতে পাইতেছি তাহাতে আমার কোনরূপ অভাব নাই। ৫৯।৬৬

मध्यलीलायां ৭৫শ অঃ

অতএব সম্প্রতি তোমার নিকট হইতে আমার চাহিবার কিছুই নাই ইহাই আমার মত। মথুরানাথ এইরূপ ভাবে ঠাকুমার কথা শুনিয়াও। ৬১

दानाशामपरित्यज्य दृढ़ भावेन चाब्रवीत् ।
मया पितुर्भगवतः श्रीरामकृष्ण रूपिनः ॥ ६२
दास्यामि निश्चितं किञ्चित् सम्पत्तिं सुखहेतवे ।
वंशोद्भव जनानां हि नान्नाभावौ भविष्यति ॥ ६३
एवमुक्तः पुनस्तेन दृढ़भावेन सा तदा ।
दानार्थमनुरुद्धा हि प्रत्युवाच पुनश्च तं ॥ ६४
अभावोऽस्ति हि मे पौत्र यदि त्वं पूरयिष्यसि ।
तदाहं सुखिनी स्यां वै दानेच्छा यदि विद्यते ॥ ६५
तर्हि चतुस्ताम्रमुद्रालभ्या तामाकु पत्रिका ।
देहि मे मुखशुद्ध्यर्थं याभिश्चूर्णं भविष्यति ॥ ६६

On hearing these words of the grand-mother, Mathuranath still hoped to persuade her and said, "I desire to give some property to my holy father, Sri Ramakrishna, to bring him peace of mind and happiness, and also to remove want and scarcity so far as his discendants are concerned. Being so pressed by Mathuranath to accept his gifts, she said, "Oh my grand-son, I have my want which, if you so desire, you may fulfil. I shall be very happy if yo give me a quantity of

tobacco at the cost of four copper coins, to prepare my tooth.powder." 62 to 66.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সম্পত্তিদানের আশা পরিত্যাগ না করিয়া দৃঢ়ভাবে বলিয়াছিলেন আমি নিশ্চয়ই কিছু ভূসম্পত্তি দিব। যে সম্পত্তিতে আমার বাবা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বংশোদ্ভব পুত্রপৌত্রাদি সকলের অন্নাভাব দূরীভূত হইবে। ৬২।৬৩

এইরূপে মথুরানাথ পুনরায় দৃঢ়ভাবে অনুরোধ করিলে ঠাকুরমা চন্দ্রাদেবী পুনরায় মথুরানাথকে বলিয়াছিলেন। ৬৪

ওহে নাতি আমার একটি অভাব আছে যদি তুমি তাহা পালন কর তাহা হইলে আমি বিশেষভাবে আনন্দিত হইব। ৬৫

যদি তোমার সম্প্রতি দানের ইচ্ছাই প্রবল হইয়া থাকে তাহা হইলে তুমি চারিটি পয়সা দিয়া তামাকু পত্র অর্থাৎ বিষপাত দোক্তা খরিদ করিয়া দাও যাহা দিয়া আমার মুখ ধুইবার গুল প্রস্তুত হইবে। ৬৬

তৎ প্রাপ্তাবুত্তমা প্রীতিরধুনা মে ধ্রুবং ভবেৎ।
এবমাকর্ণ্য মদ্গুরুঃ পিতামহ্যাবচস্তদা॥ ৬৭

বিস্মিত স্তব্ধতামাপ প্রায়েন হৃতচেতনঃ।
কিমিদমিতি চোক্ত্বা স তদানিচ্ছা বিপর্যয়ম্ হি॥ ৬৮

সম্পূর্ণাং তাং পরিত্যজ্য পাদপাংশুং স্বমস্তকে।
প্রণম্যৈব পিতামহ্যা বিনীত স্তামুবাচ সঃ॥ ৬৯

মধ্যলীলায়াং ১৫শ অঃ

পিতামহি ময়া জ্ঞাতং স্বান্তৈবেদং সুনিশ্চিতং।
যত্ পিতুর্জননী ত্বং হি সত্যমেতন্নসংশয়ঃ॥ ৬৯
এবমলৌকিকী মাতা যদি ন স্যাত্তদা কথং।
সতাং ধর্ম্মস্থাপনায় প্রসমায়েতরস্য চ॥ ৭১

Hearing these words of the grandmother Mathuranath became stunt with wonder. He ceased to pursue the matter further. He humbly said, "Oh my grandmother, I have been foolish to forget that you are the mother of my father. Had you not been such, how could you give birth to the Saviour of mankind." 67 to 71.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সম্প্রতি যদি আমি সেই তামাক পাতা পাই তবে আমার উত্তম-রূপে আনন্দ হইবে ইহাই ধ্রুব নিশ্চিত। এইরূপভাব ঠাকুরমার কথা শুনিয়া মথুরানাথ বিস্মিত বা সংজ্ঞাহীন হইয়া একখণ্ড কাষ্ঠের মত হইয়াছিলেন। ৬৭

কিছুক্ষণ পরে চৈতন্যলাভ করিয়া বলিয়াছিলেন ইহা কি? এই-রূপ ভাবে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সম্পত্তি দানের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ঠাকুরমার পদধূলি মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন হে দেবী! আমি এখন বিশেষভাবে বুঝিতে পারিলাম যাহা সম্পত্তি দিব ইত্যাদি বলিয়াছি, তাহা আমি অত্যন্ত ভুল করিয়াছি। আমার বাবার উপযুক্ত মাতা আপনিই ইহা ধ্রুব নিশ্চিত।

আমার বাবার এইরূপ মা যদি না হবেন তাহলে কি সাধুগণের পরিত্রাণার্থে অসাধুগণের দূরীকরণার্থে ও কলিজীবের উদ্ধারের জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে আপনার গর্ভে আবির্ভূত হইতেন ? ৭১।৭২

ঘোরেঽস্মিন্ সময়ে দেবি তব গর্ভং সমাশ্রিতঃ।
কলৌজীবান্ সমুদ্ধর্ত্তুং প্রকটোঽভূদরিঃ স্বয়ং ॥ ৭১
ইত্যেবং মথুরানাথ উভয়ো স্ত্যাগশীলতাং।
নৈতেনরা দেবরূপাঃ সর্ব্বে লীলার্থমাগতাঃ ॥ ৭২
ইত্যেবং মন্যমানস্য মথুরস্য মহাত্মনঃ।
দিব্যজ্ঞান মভূত্তস্য রামকৃষ্ণ প্রসাদতঃ ॥ ৭৪

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরাকৃষ্ণ ভগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য বহুবিধ ধর্ম্মসাধনে সিদ্ধি-লাভাদনন্তরং মথুরস্য ভূমিদান প্রার্থনা দূরীকরণরূপো মধ্য লীলায়াং পঞ্চদশোঽধ্যায় ॥ মঃ ১৫

On seeing this aversion to earthly pleasure in both of them, Mathuranath realised that they were divine beings who had come down to this mortal world to serve their own will. 72 to 74

Here ends the fifteenth chapter of Madhyalila in the "Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam" written by Pandit Ramendra Sunder Bhaktitirtha. ম: ১৫

মধ্যলীলায়াং ১৫শ অঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

মথুরানাথ এইরূপভাবে মাতা ও পুত্রের ত্যাগশীলতা দর্শন করিয়া ভাবিয়াছিলেন। ইহাঁরা মানুষ নয় দেবতাদিগেরও দেবতা লীলার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই সময়ে এইরূপভাবে তাঁহাদের স্বরূপ অবগত হইলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুগ্রহে মথুরানাথের দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছিল। ৭৩।৭৪

রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতের মধ্য লীলার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বহুপ্রকার সাধন এবং মথুরানাথের ঠাকুরকে ভূমিদান প্রসঙ্গে দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছিল। ১৫ অঃ সমাপ্ত।

মধ্যলীলায়াং ১৫শ অঃ

পূর্ব্বোক্তা ভৈরবী দেবী গঙ্গাতীরেঽতি নির্ম্মলে।
তদারভ্যাদ্যপর্য্যন্তং স্থিতা ভজনসাধনে ॥ ১

রতা স্ব পুত্রমিবতং রামকৃষ্ণং চদর্শ সা।
একদান্তরিকী তস্যাঃ সঞ্জাতেচ্ছাশুভপ্রদা ॥ ২

শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য জন্মস্থাননাবলোকনে।
তাতানুমোদনঞ্চাস্তি শ্রুতং তন্ময়ুরেণ তু ॥ ৩

হৃদয়েন সমালোচ্য তত্রৈবমবধারিতং।
পিতা মে যাতি ভৈরব্যা জন্মমুদর্গনোৎসুকঃ ॥ ৪

তত স্তৎপরিচর্য্যার্থং হৃদয়োঽপ্যনুগচ্ছতু।
এবং শ্রীমথুরানাথো গমনে যত্ প্রয়োজনম্ ॥ ৫

Bhairabi Devi had been still residing at Dakshineswar and looking after Sri Ramakrishna as her own son. Once she desired to visit the birth place of Sri Ramakrishna. When Mathuranath came to know of this and also that Sri Ramakrishna also desired to accompany her, he allowed Hridaya to accompany Sri Ramakrishna and made all arrangements for the journey. 1 to 5.

বঙ্গানুবাদ :—

অতঃপর মধ্যলীলার ষোড়শ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বে যে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর বিষয় বলা হইয়াছে সেই ভৈরবী দেবী তখন হইতে এ পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে সাধনভজনে লিপ্ত হইয়া নিজ পুত্রবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে উপাদেশ দিতেন। একদিন ভৈরবী দেবীর মনো মধ্যে রামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমিদর্শনে শুভ ইচ্ছা হইয়াছিল। মথুরানাথও শুনিয়াছিলেন যে বাবা রামকৃষ্ণেরও জন্মভূমি দর্শনে আগ্রহ আছে।

১।২।৩

তখন মথুরানাথ হৃদয়রামের সহিত আলোচনা করিয়া এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন যে বাবা ভৈরবীর সহিত কামারপুকুরে যাইতেছেন অতএব বাবার পরিচর্য্যার জন্য হৃদয়ও বাবার সঙ্গে গমন করুন। ৪

এবং বাবার যাইবার জন্য যে সকল দ্রব্য আবশ্যক সেই সকল দ্রব্য এবং নগদ টাকাকড়িও কিছু দিয়াছিলেন।৫

মধ্যলীলায়াং ১৫শঃ অঃ

তত্তদ্‌ব্যানি বিত্তানি দত্তবান্ বিধিপূর্ব্বকং।
তথা তত্র স্থিতানান্তু যেন্ স্যাৎ পরিপোষণং ॥ ৬
মথুরানাথ পত্নী শ্রীজগদম্বা পতিব্রতা।
হিরাগমে যথা কন্যা নানা দ্রব্যৈঃ সুসংযুতা ॥ ৭
কৃত্বা মাতা প্রেরয়তি তথা তদ্‌দ্রব্যমাহৃতং।
বহু গো শকটৈঃ সজীকৃত্যাদাদ্ গুরবে যথা ॥ ৮
শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ সুতস্তদা।
অক্ষয়ো ভবদারিখ্যাঃ পূজাকার্য্যেঽভবদ্‌ব্রতী ॥ ৯
অতি প্রিয়মক্ষয়ং তমুপদিশ্য যথাবিধি।
সাঙ্গোপাঙ্গাদিভিঃ সার্দ্ধং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরাৎ ॥ ১০

He also gave sufficient money and things to remove want and scarcity of his relatives at Kamarpukur. Jagadamba, wife of Mathuranath also supplied huge stores loaded in many bullock-carts. Sri Ramakrishna gave necessary advice to Akshaya, the son of his eldest brother in the matter of doing his services as priest to the Goddess, and set out with all his attendents and followers for Kamarpukur. 6 to 10

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই স্থানে বাবার আত্মীয় স্বজনের যাহাতে কোনরূপ অভাব বোধ না হয় সেইরূপ দ্রব্যাদিও দিয়াছিলেন। ৬

মধ্যলীলায়াং ১৬শ অঃ

যেরূপ কন্যার বিবাহের পর পতিগৃহে দ্বিরাগমন সময়ে গৃহস্থ ব্যক্তি নানাপ্রকার দ্রব্য অর্থাৎ শয্যা বস্ত্র ও তৈজসাদি দিয়া কন্যাটিকে স্বামী গৃহে পাঠাইয়া থাকেন সেইরূপ পতিব্রতা শ্বাশ্বী মথুরানাথের পত্নী জগদম্বা ও বহুতর দ্রব্য দিয়াছিলেন। সেই সকল দ্রব্য বহু গোযানে সজ্জিত করিয়া পরিপূর্ণরূপে ভক্তিপূর্ব্বক বাবা শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে কামারপুকুরে পাঠাইাছিলেন। ৭৮

ঠাকুর যখন কামারপুকুর গমন করেন তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের পুত্র শ্রীমান অক্ষয় ভবতারিণীর পূজাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র অক্ষয়কে যথাশাস্ত্র ভবতারিণী কালীর পূজা বিষয়ে উপদেশ দিয়া প্রায় ৮ বৎসর পরে নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত দক্ষিণেশ্বর হইতে কামারপুকুরে গমন করিয়াছিলেন। ১০

चिदानन्द स्वरूपोऽयं कामारपुकुरं गतः।
वर्षाष्टकात् परं तत्र स्व जन्मभूमि सद्मनः॥ ११

प्रवेशे परमानन्दं प्राप्तवान् परमेश्वरः।
तत्रस्थ जनसंघोऽपि मुदमापतदागमात्॥ १२
चन्द्रादेवी स्नुषां स्वायां पितृगेहाच्च तत्रतां।
युनीं दिसप्त वर्षीयां भव्यामानाययद्मदा॥ १३
योगेश्वरी श्रीभैरवी कठोरा ब्रह्मचारिनी।
ब्राह्मणी श्रीरामकृष्णं प्रोवाचेत्थारकं वचः १४
नारी सम्बन्ध गन्धोऽपि सन्यासाश्रम सेविनः।
सर्व्वथापरिहर्त्तव्यः सावधानस्ततो भव।" १५

মধ্যলীলায়াং ১৫শ অঃ

As Shri Ramakrishna came back to his native village after a lapse of eight years, his joy knew no bounds, and the villagers also became very glad to see him again in their midst. Chandra Devi brought her daughter-in-law back from her father's house to Kamarpukur. Shri Bhairabi, who observed stern austerity remind Sri Ramakrishna of his of his voice as an ascetic and said, "Be careful to keep yourselves aloof from women"

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তৎপরে নিজ গৃহে প্রবেশের সময়ে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন এবং কামারপুকুর নিবাসী জনগণ ও গদাধরের আগমনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। ১১।১২

সেই সময়ে গদাধরের গর্ভধারিণী চন্দ্রাদেবী চতুর্দ্দশ বয়স্কা যুবতী বধূমাতা সারদাদেবীকে পিতৃ গৃহ হইতে নিজ গৃহে আনয়ন করিয়াছিলেন। ১৩

অত্যন্ত কঠোর যোগেশ্বরী ব্রহ্মচারিণী ভৈরবীদেবী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে স্মরণীয় বাক্য বলিয়াছিলেন। ১৪

অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমী যোগীর নারীর সহিত আলাপ করাও সর্ব্বতোভাবে বর্জনীয়। অতএব তুমি সাবধান হও। ১৫

गन्धलीलायां १६श अः

श्रीरामकृष्ण स्तच्छ्रुत्वा भैरव्या यदुदीरितं ।
गुरोर्ब्रह्मज्ञस्य तथा चाद्वैत ब्रह्मवादिनः ॥ १६
तोतापूर्य्या दृढं वाक्यं कर्णयोः प्रति नादितं ।
योगिनो न प्रतिष्ठास्यात् स्त्रीपुंसो र्भेददर्शने ॥ १७
अतोऽधुना भगवतः श्रीरामकृष्ण योगिनः ।
सम्मुखे वर्त्तते सेयं परीक्षाति भयङ्करी ॥ १८
तथापि श्रीरामकृष्णः कठोरतर संयमी ।
शुभार्थे सहधर्म्मिन्या इहामुत्र च सर्व्वदा ॥ १९
तथा शिक्षा साहचर्य्यं विधेयमिति चिन्तयन् ।
अकृत्रिम सुपवित्र स्नेहमत्युच्च रूपकं ॥ २०

On hearing the words of Bhairabi, Shri Ramakrishna remembered the saying of his preceptor, Totapuri, who held that the devotee who had not lost his sense of sex had not achieved anything in his holy pursuit. Now Shri Ramakrishna found himself in the threshold of that formidable test. Yet for the sake of good will in this life and in the life after death, he took it as his bounden duty to impart instructions to her and accordingly he initiated her with holy utterings. 16 to 24

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে ভৈরবী দেবীর কথা শুনিয়া এবং অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মজ্ঞসাধক তোতাপুরীর স্ত্রী পুরুষের ভেদদর্শনে যোগীগণের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ৬১।১৭

কথ্যলীলায়া ৭৫শ অঃ

এইরূপ কথাটিও কর্ণে প্রতি নাদিত হইলে সেই সময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও অতি ভয়ঙ্কর পরীক্ষা সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮

তথাপি কঠোরতর সংযমী শ্রীরামকৃষ্ণদেব পত্নী সারদার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনায় শিক্ষা সাহায্য কর্ত্তব্য মনে করিয়া অতি উচ্চস্তরের অকৃত্রিম সুনির্ম্মল স্নেহের পাত্র বশতঃ পত্নীর কর্ণমূলে বীজমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯।২০

কৃত্বা পত্ন্যাঃ কর্ণমূলে বীজমন্ত্রং প্রদত্তবান্।
দেবদৈব প্রসাদাত্তু মহা গুরোরনুগ্রহাত্ ॥ ২১
সদ্য স্তদঙ্কুরোজাতো বিশুদ্ধ হৃৎসরোরুহে।
যেন সা সারদাদেবী সারদেতি প্রগীয়তে ॥ ২২
শ্রীরামকৃষ্ণ দেবস্য তদ্রূপাচরণং তদা।
অবলোক্য শক্তিতন্ত্রে মহাসিদ্ধা তপস্বিনী ॥ ২৩
ন লেভে ভৈরবী তুষ্টিং গর্জিতা ঘনবদ্ভবৎ।
দৃষ্ট্বৈবং ভৈরবী দেব্যাঃ কঠোরাচরণং তদা ॥ ২৪
কম্পিতা সারদা দেবী ব্যাঘ্রং দৃষ্ট্বা যথা মৃগী।
যেন কেন সাধকেন যদি সম্মেলনং ভবেৎ ॥ ২৫

By ihe grace of Sri Ramakrishna, Sarada Devi attained divine knowledge and power. Bhairabi, however. was not satisfied by this act of Shri Ramakrishna. On seeing the stern attiude of Bhairabi Devi, Saradadevi would tremble like a deer at the sight of a tiger. Bhairabi used to

get furious in case Shri Ramakrishna came in touch with any oiher yogi devotee, 21 to 25.

বঙ্গানুবাদ :—

দেবতা এবং দৈবের আনুকূল্যবশতঃ মহাগুরু স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কৃপায় শ্রীমতী সারদাদেবীর বিশুদ্ধ হৃৎকমলে সত্বর সেই বীজমন্ত্রস্বরূপ বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। অর্থাৎ সারদাদেবী অতি শীঘ্রই মন্ত্রময় দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যাঁহার প্রভাবে সারদাদেবী সারদা অর্থাৎ দুর্গা বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন।

২১।২২

শক্তিতন্ত্র সাধনে সিদ্ধা ভৈরবী দেবী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তাদৃশ অপূর্ব্বভাব দর্শন করিয়াও সন্তুষ্ট হইযাছিলেন না। পরন্তু মধ্যে মধ্যে মেঘতুল্য গর্জন করিতেন। ২৩

এইরূপে ভৈরবীদেবীর কঠোর ভাব দেখিয়া সেই সময় সারদাদেবী ব্যঘ্র দেখিয়া হরিণীর মত অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। ২৪

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যদি কোনও সাধকের সহিত সম্মিলন হইত তাহা দেখিয়া ভৈরবী দেবী অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিতেন। ২৫

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবস্য ভৈরব্যগ্নি সমাভবৎ।
কিন্ত্বলৌকিক ভাবত্বাদ্বিস্ফোটকার স্বভাবতঃ॥ ২৬
অত্যন্তঞ্চ সাধিকায়া অভূদ্ভ্রমাপনোদনং।
শ্রীভৈরব্যা পরন্ত্বেবং নিন্দিতং সবিশেষতঃ॥ ২৭
নিত্যশুদ্ধমুক্ত স্বভাব ব্রহ্মচারিণি।
শ্রীরামকৃষ্ণ দেবে হি ন্যূনত্বে যেদং কৃতং ময়া॥ ২৮
স্বভাবশুদ্ধমুক্তাদৌ যথা মালিন্য শূন্যতা।
তথাস্মিন্ পুরুষশ্রেষ্ঠে নৈর্ম্মল্যং বিদ্যতে সদা॥ ২৯

এবং সা ভৈরবী দেবী স্ব শ্রান্তিমবগম্য চ।
আত্মজ্ঞানিযুতা স্বস্মর্হ যামাস সর্ব্বথা। ২৯

At last, on seeing unaudulterated purity of mind and heart of Sri Ramakrishna, Bhairabi realised her own mistake and bitterly repented 26 to 30

বঙ্গানুবাদ :—

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক ভাব বা সর্ব্বদা দিব্যভাবে বিভাবিত নির্ব্বিকারবশতঃ অতি উচ্চ সাধিকা ভৈরবী দেবীরও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি সন্দেহ ভ্রম দূরীভূত হইয়াছিল। ২৬

পরন্তু শ্রীভৈরবী দেবী বিশেষভাবে জানিয়াছিলেন যে নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ব্রহ্মচারী এই রামকৃষ্ণদেবের প্রতি ভুলবশতঃ আমি এইরূপ আচরণ করিয়াছি। ২৭।২৮

স্বভাবতঃই সর্ব্বদা নির্ম্মল মুক্তাদি রত্নে যেরূপ কখনও মালিন্য সম্ভব হয় না। সেইরূপ এই রামকৃষ্ণদেবে সর্ব্বদাই মালিন্য হীনতা বিদ্যমান আছে। ২৯

এইরূপভাবে সেই ভৈরবীদেবী নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া নিজেকে বুদ্ধিহীনা ভাবিয়া সর্ব্বতোভাবে নিন্দা করিয়াছিলেন ॥ ৩০

অতঃপরমেকদা সা সাচাদ্ গৌরাঙ্গসন্নিধেঃ।
শ্রীরামকৃষ্ণ দেবন্তং পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতং ॥ ৩১
কৃত্বা পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা পাদয়ো র্বিধিপূর্ব্বকং।
তদনুজ্ঞাং গৃহীত্বৈব কাশীক্ষেত্রং জগাম সা ॥ ৩২
স্থিত্বা স্ব সম্ভবস্থিত্যা পঞ্চমাসান্ ভগবাং স্ততঃ।
পুনঃ প্রত্যাগত স্তস্মিন্ দক্ষিণেশ্বর ধামনি ॥ ৩৩

মধ্যলীলায়াং ১৬শ অঃ

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য দক্ষিণেশ্বরাৎ কামার-পুকুর গমনানন্তরং ব্রাহ্মনী শ্রীভৈরবী দেব্যাঃ কাশীক্ষেত্র-গমনাৎ পরমেব ঠাকুরস্য দক্ষিণেশ্বর প্রত্যাগমনরূপো মধ্যলীলায়াঃ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

ম: ১৬

অতৈব মধ্যলীলা সমাপ্ত ।

Thereafter one day Bhairabi paid due obesience to Ramakrishna and with his permission set out for holy Benaras. After staying in his native village for six months, Sri Ramakrishna came back to Dakshineswar. 31 to 33.

Here ends the Madhyalila in Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam, written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে সেই ভৈরবীদেবী একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মনে করিয়া পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করত ভক্তি পূর্ব্বক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদারবিন্দে বহুতর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুমতি লইয়া মুক্তি ক্ষেত্রে বারানসী ধামে গমন করিয়াছিলেন। ৩১।৩২

শ্রীভৈরবীদেবীর কাশীক্ষেত্রে গমনের পর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ জন্মভূমিতে প্রায় ৬ মাস কাল অবস্থান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দক্ষিণেশ্বর ধামে গমন করিয়াছিলেন। ৩৩

মধ্যলীলায়াং ১৬শ অঃ

ভক্তিতীর্থ শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর হইতে জন্মভূমি কামারপুকুরে আগমনের পর সন্ন্যাসিনী ব্রাহ্মনী ভৈরবীদেবীর কাশীক্ষেত্রে গমনের পর ঠাকুরের পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমনাদি মধ্য লীলার ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইল।

এইখানেই ঠাকুরের মধ্যলীলার সমাপ্তি হইল। মঃ ১৬ অঃ।

অন্ত্য লীলায়াঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ

অঃ ১ মঃ

কামারপুকুরে তত্র চৈকদা বহবো জনাঃ।
পার্শ্বেনার্দ্ধ শতং যাবন্নরনার্য্যঃ সুসঙ্গতাঃ। ১
মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশ্যাং বারুণ্যাং জাহ্নবীজলে।
বারুণ স্নান সিদ্ধ্যর্থং গন্তুং কৃত ধিয় স্তথা॥ ২
এতস্মিন্নন্তরে দেবী সারদা সারদায়িনী।
সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণস্য গেহিনী জগদম্বিকা॥ ৩
তেষাং সমীপমাগত্য ভাবমদ্‌গদচেতসা।
সার্দ্ধং ভবদ্ভির্যাস্যামীত্যুবাচ ললিতং বচঃ॥ ৪
তত্র ভাগীরথী তীরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে।
কালিকা ভবনে ভাতি সর্ব্বস্বং মমবল্লভঃ॥ ৫
সচ্চিদানন্দরূপোঽসৌ সাধকাভীষ্টদায়কঃ।
দৃষ্ট্বা সম্পূজ্যতং দেবং পুনরেষ্যামি মদ্‌গৃহং॥ ৬

Once about fifty persons assembled at Kamarpukur with a view to set out for an ablution in the holy Ganges on the occasion of Baruni on the thir-

teenth day of waning moon. Sarada told that she also desired to accompany them in their journey to the Ganges and return after she had seen and paid homage to her husband at Dakshineswar.

1 to 6

বঙ্গানুবাদ ঃ—

কামারপুকুরে প্রায় অর্দ্ধশত নরনারী চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে অর্থাৎ বারুণী যোগে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে একত্র সম্মিলিত হইলে ভগবান রামকৃষ্ণের পত্নী সারদাদেবী তাঁহাদের নিকট যাইয়া বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন আমি আপনাদের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইব। ১।২।৩।৪

সেই ভাগীরথীর তীরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে কালিকাদেবীর গৃহে আমার স্বামী আছেন। ৫

সেই সচ্চিদানন্দময় সাধকগণের প্রার্থনা পূরণকারী আমার একমাত্র দেবতা সেই স্বামীকে দর্শন ও পূজন করিয়া পুনরায় আপনাদের সঙ্গেই গৃহে আসিব। ৬

অতো মামপি সং দেয়ং প্রাপয়ধ্বং মহাজনাঃ।
এবং শ্যোমারদা দেব্যাঃ শ্রুত্বৈকান্তিক ভাষণং॥ ৩
সাধুং তাং সসম্মানং সমানীয় গতা বহিঃ।
দিবসত্রয়মস্থানং গত্বা তে তৃতীয়েঽহনি॥ ৪
প্রায়েনাস্তং গতে সূর্য্যে সারদা শ্বশ্রূপৌড়িতা।
অয়নাতিক্রমেঽযক্ষ্যা সারদা শ্বশ্রূপৌড়িতা। ৫

প্রান্তরে পতিতা দেবী সংজ্ঞাহীনা বভূবহ।
কিয়ৎকালমপীত্যেব সন্নিনস্তে দুরাশয়াঃ॥ ১০
আগচ্ছাগচ্ছ ভো দেবো নাত্র স্থেয়ং কদাচন।
প্রাণাপগমশঙ্কা চ দস্যু দুর্জ্জনতঃ সদা॥ ১১
অঘ্নৈব বয়ং সর্ব্বে গচ্ছামোনাত্র সংশয়ঃ।
একস্যার্থে বহূন্ জীবানঘাতয়তি বুদ্ধিমান॥ ১২

They acceded to her request and took her with them. On the third day of the journey in the afternoon she felt down unconscious with fever, on a vast waste land. Her companions thought it wise to leave her there and go ahead as the place was infested with dacoits and there was every chance to lose life and all of so many.

9 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব হে মহাভাগগণ আপনারা আমাকে সেই গঙ্গাতীরে আমাকে সঙ্গে লইয়া চলুন। এইরূপভাবে সারদাদেবীর অত্যন্ত আগ্রহান্বিত বাক্য শুনিয়া তাঁহারা সসম্ভ্রমে সম্মানের সহিত শ্রীমতী সারদাদেবীকে সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। ৭

পথিমধ্যে দুইদিন যাইয়া তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার পূর্ব্বে জ্বররোগে আক্রান্তা হইয়া পথ চলিতে না পারিয়া সেই ভয়ঙ্কর মাঠের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। ৮৯

তজ্জন্য সেইসকল দুষ্ট সঙ্গীগণ স্বল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন। ১০

হে সারদে এস এস এই স্থানে দস্যু দুর্জনের ভয়বশতঃ থাকা উচিত নয়। এমন কি এখানে থাকিলে প্রাণ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। ১১

আমরা এখনই এই স্থান হইতে চলিয়া যাইতেছি। এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কারণ এক ব্যক্তির জন্য বহু ব্যক্তিকে নাশ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়। ১২

এবমুক্ত্বা ততঃ সর্ব্বে সারদাং নিঃসহায়কাং।
মৃতোপমাং পরিত্যজ্য তং দেশঞ্চ ভয়াদগতা ॥১৩
পরিত্যক্তা পথি ভ্রষ্টা বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতা।
নিশীথে হৃতচৈতন্যা পতিতা সা মৃতোপমা ॥ ১৪
স্বপ্নবদেকাং শুশ্রামাং সম্মুখে শুভ্র মূর্ত্তিজাং।
কামপি স্ত্রীং সেব্যমানাং দদর্শ প্রমোদোত্তমা। ১৫
তৎ কারাজ্জামল স্বর্গান্মস্তকে তৎক্ষণাদহো।
সর্ব্বরোগ বিমুক্তা সা সুস্থতামাপ সারদা ॥ ১৬
পরন্তু চিদ্ঘনশ্যামা সারদামবদত্তদা।
ভো ভগিনি যাস্যসিত্বং পাগলস্বামিদর্শনে ॥ ১৭
তৎ স্বরূপং ন জানন্তি যে তং পাগলমব্রুবন্।
প্রত্যহং তমহং দেবি পশ্যামি ক্ষুদ্রবেশ্মনি ॥ ১৮

So they left her there all alone and helpless in the dying condition. In the dead of the night she gained her consciousness and felt herself cured of all her ailments by the touch of a woman

who was black in complexion and had long untrimmed hair, She said to Sarada, "Dear sister, are you going to meet your mad husband? They who call your husband mad do not know his real self. I however, call at his cottage everyday to see him. 13 to 18

বঙ্গানুবাদঃ—

এইরূপ বলিয়া জ্ঞানশূন্যা নিঃসহায়া সারদা দেবীকে এবং সেই স্থানকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ১৩

বৃক্ষের মূলে পতিতা পথভ্রষ্টা জ্বর রোগে মূর্চ্ছিতা সারদা রাত্রি দ্বিপ্রহরে স্বপ্নাবস্থায় যেন একটি অতি কৃষ্ণবর্ণা একটি স্ত্রীলোক সারদার ক্রোড়দেশে বসিয়া সারদার গাত্রে ও মস্তকে করপদ্মদানে ক্লান্তিদূর করিতেছেন। এইরূপ একটি আলুলায়িত কেশা হাস্যমুখী জ্যোতিঃস্বরূপা স্ত্রলোক দেখিয়াছিলেন। ১৪।১৫

অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই স্ত্রীলোকটির করপদ্ম স্পর্শ মাত্রে সারদাদেবী সর্ব্বরোগ বিমুক্তা হইয়া তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াচিলেন। ১৬

পরন্তু জ্ঞানানন্দ ঘনশ্যামাদেবী সারদাদেবীকে বলিয়াছিলেন। হে ভগিনি তুমি কি তোমার পাগলা পতিকে দর্শনের জন্য যাইতেছ? ১৭

যাঁহারা তোমার পতির স্বরূপ না জানেন তাঁহারাই পাগল বলেন। হে দেবি আমি তোমার স্বামীকে দর্শনের জন্য তাঁহার পঞ্চবটীর কুটীরে প্রতিদিন যাইয়া থাকি। ১৮

अन्त्यलीलायां १म अः

तव तुल्यो मम स्वामी महायोगी महेश्वरः ।
तमुन्मत्तं वदन्त्यज्ञाः किन्त्वहं तेन चाट्टता । १९
तवापि सादृश्यः स्वामी योगारूढः सदा शिवः ।
तव सम्भोग पुष्ट्यर्थं योगमार्गरतः सदा ॥ २०
मृदु गत्यागच्छ देवि तव स्वामिनमीश्वरं ।
क्षिप्रं सन्देशदानार्थं मच्छामि दक्षिणेश्वरे ॥ २१
एवमुक्त्वा तदा देवी तत्रैवान्तरधीयत ।
कृपया जगदम्बाया रोगमुक्ता मनस्विनी ॥ २२
आनन्द संप्लवे लीना दृष्ट्वा तां भवसुन्दरीं ।
चिन्तयामास कैषा स्त्री कथमत्र समागता ॥ २३
अहोज्ञाता मया सातु कालो केवल्यदायिनी ।
कृपयात्र गता माताममं रक्षणं हेतवे ॥ २४

"Like yours my husband is also a great yogi. Fools calls him a lunatic. But he loves me very dearly. Like mine your husband is a great devotee, and dedicated himself to holy services to bring pleasure to you. Dear lady, you may proceed slowly to reach your husband." On saying this she disappeared. Sarada Devi found herslf cured of all her ailments her felt herself blessed by this divine sight. As she thought over the matter she felt that the Goddess appeared to save her.

19 to 24

অন্ত্যলীলায়াং ১ম অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

তোমার মতই আমার স্বামী মহাযোগী মহেশ্বর। মূর্খলোকসকল তাঁহাকে পাগল বলে। কিন্তু তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। ১০

আমার মত তোমার স্বামীও সদাশিব যোগারূঢ় তোমার প্রণয় বৃদ্ধির জন্যই তিনি সর্ব্বদা যোগাসনে অবস্থান করেন। ২০

হে দেবি তুমি ধীরে ধীরে এস। আমি তোমার স্বামীকে আগমন বার্ত্তা দিবার জন্য এখনই দক্ষিনেশ্বরে যাইতেছি। ২১

এই বলিয়া মহাদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। এইরূপভাবে জগদম্বার কৃপায় সারদাদেবী রোগমুক্তা হইয়াছিলেন। ২২

তখন সারদাদেবী সেই ভবসুন্দরী কালিকাদেবীকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া আনন্দসমুদ্রে নিমগ্না হইয়া এইরূপ ভাবিয়াছিলেন ইনি কে কি জন্যইবা এখানে আসিয়াছিলেন। ২৩

এখন আমি বিশেষ ভাবে জানিলাম মুক্তিপ্রদায়িনী মাতা কালিকা দেবী আমার রক্ষার জন্য দয়া করিয়া এই স্থানে আসিয়াছিলেন। ২৪

ततो महानिशायां सा चैतन्योपगता सती।
सुस्थतामुपलभ्यैवा लोक्य भीमाश्चतुर्द्दिशः॥ २५
दूरे दृष्टिं प्रसार्य्यैकं ददर्श सा जलाशयं।
स्व गात्रकान्त्या तं देशं बभौ वितिमिरं तदा॥ २६
विघूर्णिता देहतापात् शुष्ककण्ठा पिपासया।
प्रतिक्षणं शङ्कमाना प्राणेषु भयशिश्वला २७
अद्धातिक्रमणेऽशक्ता प्राप्ता क्तिं यमवाटिकां।
एवं विचिन्त्य सा देवी सम्मुखेऽति भयानकं॥ २८
ददर्श दस्यु प्रवरं यमदण्डमिवा परं।

ধৃত দণ্ডং মহাবাহুং লালাটে রক্তবস্ত্রকং ॥ ২৫
দীর্ঘশ্মশ্রু সমাযুক্ত ভীষণাস্যং বনস্থবৎ।
বিচিন্ন মূর্দ্ধজান্ মূর্দ্ধি, রক্তাভং নয়নদ্বয়ং ॥ ২৬

In the dead of the night she felt that a mysterious awe reigned all around. She found a tank at a distance and the darkness thinned down by the lustre of her own body. She felt unbalanced due to fever and thirst, and became afraid of imminent death, as she felt herself unable to walk. Just at that time she came accross a dreadful robber with a rod in his hand, red cloth tied round his forehead, long beard, tiger-like face, rough and untrimmed hair on head and blood-shot eyes. 25 to 30

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে সেই মহানিশায় সতী সারদা সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়া সেই স্থানে অতি ভয়ঙ্কর ভাব দেখিয়া নিকটে একটী পুষ্করিণী দেখিয়াছিলেন এবং নিজ গাত্র কান্তি দ্বারা সেই সময়ে সেই স্থানটি আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ২৫।২৬

দেহের উত্তাপে মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ক্ষণে ক্ষণে প্রাণনাশের আশঙ্কায় অধীরা পথলঙ্ঘনে অসমর্থা আমি যমের ঘরে আসিয়াছি। মাতা সারদাদেবী এইরূপ চিন্তা করিয়া সম্মুখে একটি অতি ভয়ানক দস্যুকে দেখিয়াছিলেন। ২৭

যমদণ্ডসদৃশ ধৃত দণ্ড মহাবাহু ললাটে রক্তবস্ত্র আবদ্ধ দীর্ঘশ্মশ্রু ব্যাঘ্রের মত ভয়ঙ্কর মুখ অতি দীর্ঘ দেহ মস্তকের কেশসকল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ দুইটি হস্তে রৌপ্য বলয় এইরূপ কালান্তক যমের মত সেই দস্যুকে দেখিয়াবামা এই কথাটি মাত্র বলিয়া সারদাদেবী ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ৩৯।৩০।৩১

সুদৃঢ় রৌপ্যবলয়যুত হস্তদ্বয় তথা।
সুদীর্ঘ ভীষণাকার কালান্তক যমোপম ॥ ২৭
পিতৃস্বসা মূর্চ্ছিতাভূৎ পতিতা ধরণীতলে।
দস্যুরেবম্বিধা দেবীং জগদম্বা স্বরূপিনীং ॥ ২৮
কালিকাং পতিতাং দৃষ্ট্বা স্তম্ভিত স্তত্ক্ষণাদভূৎ।
মা মেত্যুক্ত্বা তদা দেব্যাঃ পতিতশ্চরণান্তিকে ॥ ২৯
রক্ষ রক্ষ মহাদেবি রক্ষ মাং বিদগেশ্বরি।
পুত্রং দস্যুং জগন্মাতঃ প্রোবাচায় কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩০
এবং সা জাগ্রতী দেবী পাদালঙ্কার মোচনং।
কৃত্বাদস্যু করে দত্ত্বা প্রোবাচ বিনয়ান্বিতা ॥ ৩১
ভো পিত স্তব কন্যাহং যামি জামাতুরন্তিকে।
কিন্তু মার্গপরি ভ্রষ্টা ভ্রমামি তিমিরে নিধি ॥ ৩২

He looked terrible like Death. Sarada Devi fell unconscious at the sight of this robber, who became overpowered by a divine influence and fell at the feet of Sarada Devi, addressing her "Mother", "Mother", and begged her grace with folded hands. On regaining her sense she put

off the ornaments of her feet and handed it over to the robber. Then she said, "Oh my father, I am yor daughter on the way to meet your son-in-law. But I have lost my way in the darkness of the night." 31 to 36.

বঙ্গানুবাদ :—

কিন্তু এ স্থলে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দস্যু দেখিলেন সাক্ষাৎ জগদম্বিকা কলিকাদেবীই ধরণীতলে পতিতা হইলেন। এবং এ কি বলিয়া মাতা সারদা দেবীর পাদপদ্মের সমীপে মামা বলিয়া পতিত হইয়াছিল। ৩২'৩২

এবং বলিয়াছিল হে দেবারাধ্যা মহাদেবি আমাকে রক্ষা করুন রক্ষা করুন। আমি আপনার দস্যু পুত্র এইরূপ ভাবে করজোড়ে প্রার্থনা করিয়াছিল। ৩৪

তখন মাতা সারদা চৈতন্যলাভ করিয়া পায়ের অলঙ্কার খুলিয়া দস্যুর হস্তে দিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিয়াছিলেন। ৪৫

হে পিতঃ আমি তোমার কন্যা তোমার জামাতার নিকটে যাইতেছি। কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রিতে পথ ভুলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ৩৬

মার্গং দর্শয় মে শীঘ্রং যেন মে দক্ষিণেশ্বরে।
রাত্রৌ রাসমনেঃ কালীমন্দিরে সুগতির্ভবেৎ ॥ ৩৭
এতস্মিন্নন্তরে কাপি স্ত্রী মূর্চ্ছাং দস্যু সন্নিধৌ।
আগতা সদ্বিনী তস্য মন্যমানা তদন্তিকং ॥ ৩৮

গত্বা তস্যা স্তদা দেবী ধৃত্বা হৌ করপল্লবৌ।
সারদা তব কন্যাহমবদৎ করুণ স্বরং ॥ ৩৯
প্রাপ্যাদ্যাহং মাতরং ত্বাং পিতরঞ্চ মহামতিং।
ভয়াদস্মাৎ সমুত্তীর্ণা নিশায়াং প্রাণসঙ্কটাৎ ॥ ৪০
রোগক্লান্তি পথ শ্রান্তি ভোজ্যাপ্রাপ্তি বশাদ্গমম।
নাম্বুনা ভাষণে শক্তির্নান্যত্রগমনেঽপিবা ॥ ৪১
নিদ্রা মাং বাধতেঽত্যর্থং ক্ষন্তব্যা পিতরাবহং ॥
এবমুক্ত্বা দস্যু পত্নী কোড়ে সংস্থাপ্যমস্তকং ॥ ৪২

"Please get me the way to the temples of Rani Rasmoni at Dakshineswar." Just then a woman appeared by the side of the robber, and so she caught hold of her hands and said sorrowfully, "Oh Mother, on seeing you and my father I have become free from all fear in this dreadful night. I am unable to speak further or go away from here due to my physical weakness, loss of of my way, and starvation. Sleep overcomes me. Oh my parents forgive me" On saying this, Sarada Devi placed her head on the lap of the wife of the robber and fell asleep. 37 to 42.

বঙ্গানুবাদ :—

হে মহাশয় ? আমাকে পথ দেখাইয়া দাও। যহাতে আমি রাণী রাসমনির দক্ষিনেশ্বরের কালী বাড়ীতে যাইতে পারি। ৩৭

এমত সময়ে কোন একটি স্ত্রীলোক দস্যুর নিকটে আসিলে তাঁহাকে সেই দস্যুর পত্নী মনে করিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া মা সারদা তাহার দুইটি হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন মা আমি তোমার কন্যা সারদা এই কথাটি অতি করুণ স্বরে বলিয়াছিলেন। ৩৮।৩৯

দেখ মা আমার রোগযন্ত্রণা পথশ্রান্তি ও অনাহারে কথা বলিতেও কষ্ট হইতেছে এবং যাইতেও পারিতেছি না অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। বাবা মা আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। এই কথা বলিয়া সেই দস্যু পত্নীর কোলে মাথা রাখিয়া নির্ভয়ে নিদ্রিতাহইয়াছিলেন। ৪০।৪১।৪২

নিদ্রিতা সারদাদেবী নির্ভয়েনান্তরাত্মনা।
ঐহিকামুষ্মিকাৎ পাপাদ্যমে পুণ্যস্য সম্ভবঃ॥ ৪৩
দুর্ভগায়াঃ কথং সৌখ্যং ফলদর্শনজং ভবেৎ।
অথবা মে কিঞ্চিদস্তি সৌভাগ্যং পূর্ব্বং পুণ্যজং॥ ৪৪
যেনেয়ং দেবকন্যা মাং মামিত্যুক্ত্বা মমোরসি।
সুখং স্বপিতি নিঃশঙ্কং যথা কন্যা স্বগর্ভজা॥ ৪৫
এবং চিন্তয়তী সাধ্বী দস্যুপত্নী পতিং তদা।
নিষ্পন্দং শঙ্কু সদৃশং বিলোক্যোবাচ সত্বরং॥ ৪৬
সুস্বাদু ভোজনীয়ং যৎ পানীয়মপি বা তথা।
শীঘ্রমানয় ভো স্বামিন্ কন্যা ভোজন হেতবে॥ ৪৭
শ্রুত্বৈব তত্ক্ষণাদ্ গত্বা গ্রামং মোদক বাটিকাং।
প্রবিশ্য বিপুলং ভোজ্যং সমাদায়াগতোঽপি সঃ॥ ৪৮

The wife of the robber thought, "Due to sins committed by me in my previous lives, no child has been born to me. But I find myself fortunate enough to be called mother by this divine woman, who sleeps here fearlessly as if she is my own daughter." With this thought she asked the robber to bring some food and drink. He at once brought a huge quantity of sweets from a shop in the village. 43 to 48.

বঙ্গানুবাদ :—

তখন দস্যুপত্নী ভাবিয়াছিলেন আমি অত্যন্ত হতভাগিনী আমার জন্ম জন্মান্তরের পাপ বশতঃ পুষ্পোদগমই হয় নাই অর্থাৎ আমার আদ্য ঋতু হয় নাই অতএব ফলের আশা কিরূপে হইবে। অর্থাৎ স্ত্রীলোক পুষ্পবতী না হইলে তাহার গর্ভে পুত্র কন্যা হয় নাই। অতএব আমার পুত্র কন্যা বলিয়া কি কিছু আছে। ৪৩

অথবা আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সৌভাগ্য বা পুণ্য আছে তাহার ফলে আজ এই দেবকন্যা আমাকে মা মা বলিয়া ডাকিয়া আমার কোলে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন।

যেরূপ নিজের গর্ভজাত কন্যা গর্ভধারিণীর ক্রোড়ে সুখে ঘুমায় সেইরূপ॥ ৪৪।৪৫

পতিব্রতা দস্যু পত্নী তখন এইরূপভাবে চিন্তা করিয়া সম্মুখে শুষ্ক কাষ্ঠের মত অচল স্বামীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন॥ ৪৬

তুমি কি দেখছ আমাদের এই কন্যাটির খাইবার জন্য উত্তম খাদ্য দ্রব্য ও বিশুদ্ধ জল শীঘ্র আন। ৪৭

দস্যু প্রবর পত্নীর কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ গ্রামে যাইয়া ময়রার ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ মিষ্ট দ্রব্য লইয়া আসিয়া পত্নীকে দিয়াছিলেন॥ ৪৮

উক্তশ্চ পত্ন্যৈ ত্বং কন্যাং ভোজয় ত্বং সযত্নতঃ।
আনয়ামি জলং স্বচ্ছং শীঘ্রমেব সুনির্ম্মিতং॥ ৫৫
এবং সা সারদাদেবী সুস্থতা মুপলভ্য চ।
তং দস্যুং সুজনং দৃষ্ট্বা পরমানন্দ নির্বৃতা॥ ৫০
ততঃ স দস্যুপ্রবরো মহামতিঃ
সংস্থাপ্য দেবীং শিবিকান্তরে মুদা।
তদ্ ভৃত্য মুখ্যানুচর স্বরূপক
স্তস্যাঃ প্রিয়স্থানমদর্শয়চ্চ তাং॥ ৫৭
তস্মিন্দদর্শাখিল লোকনাথং
ত্রিলোকনাথানত পাদপীঠং।
কন্যা কৃপা প্রাপ্তি বশাত্ সকন্যো।
দস্যু স্তদা পঞ্চবটো গৃহস্থং॥ ৫২

He asked his wife to feed the daughter well. Then he went off to bring drinking water. Sarada Devi became quite well very soon and also very glad to see that the robber was kind and generous. The robber showed the way and took her

to Dakshineswar. He became blessed by the sight of Sri Ramakrishna. 49 to 52.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং বলিলেন তোমার কন্যাকে যত্ন পূর্ব্বক ভোজন করাও আমি শীঘ্রই ভাল জল আনিতেছি ॥ ৪৯

এইরূপভাবে মাতা সারদা দেবী সুস্থ হইয়া দস্যু এবং তৎ পত্নীকে তাহাদের আচরণ দেখিয়া সুজন বলিয়া মনে করিয়া অতিশয় আনন্দিতা হইয়াছিলেন ॥ ৫০

তৎপরে সেই দস্যুরাজ অতি নিকৃষ্ট ভৃত্যের মত হইয়া মাতা সারদাকে একটি শিবিকায় আরোহণ করাইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া তাঁহার অতিপ্রিয় ভগবান, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে তাঁহার পাদস্থলে কন্যাটিকে অর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ৫১

তখন সেই কন্যার অনুগ্রহে সেই দস্যু প্রবর দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী গৃহে ইন্দ্র চন্দ্রাদি পূজিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ৫২

ভয়েন ভক্ত্যা বিনয়েন বাচা
সমর্প্য কন্যাং মহতঃ সমীপে।
প্রসন্নতাং তস্য প্রলব্ধু কামঃ
সবৈপথুঃ পাদতলে পপাত ॥ ৫৩
জ্ঞাত্বাস্য সৎকর্ম্ম দয়ার্দ্র চেতসঃ
শ্রীসারদা ভীতি বিমুক্তি হেতুকং।
স্বয়ং তমুত্তোল্য গদাধরো মহান্
সদার দস্যোঃ সুরূপাঞ্চকার ॥ ৫৪

প্রকাশিতেয়ং জগতো জনন্যা
লীলা যয়াসা বহবঃ সুবিজ্ঞাঃ।
মাতুঃ স্বরূপাধিগমে বিমোহং
বদন্তি চাচিন্ত্য মহাপ্রভাবা ॥ ৫৫

এষা সা সারদাদেবী সাধনস্য সুসিদ্ধয়ে।
শ্রীরামকৃষ্ণ লীলায়াঃ পরিপূর্ত্তি প্রদায়িনী ॥ ৫৬

The robber made over Sarada Devi to Sri Ramakrishna with fear, devotion and humble submission and fell at his feet. Gadadhar blessed the robber and his wife, as he came to know of his good and kind services towards Sarada Devi. Thereafter Sarada Devi stayed at Dakshineswar rendering her services to her husband and helping him in his holy pursuit.

53 to 56.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভয় ভক্তি ও বিনয় বাক্যে ভগবানের নিকটে কন্যা স্থানীয়া মাতা সারদা দেবীকে অর্পণ করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা পূর্ব্বক দস্যু রাজ কম্পান্বিত কলেবরে ভগবানের পাদমূলে পতিত হইয়াছিল। ৫৩

দয়ার্দ্রচিত্ত দস্যু রাজের সারদার ভয়মুক্তিরূপ সৎকর্ম্ম অবগত

হইয়া ভগবান গদাধর স্বয়ং সেই দস্যু প্রবরকে দয়া করিয়াছিলেন ॥ ৫৪

জগজ্জননী সারদা দেবীই দস্যু কৃপা লীলা প্রথম প্রকাশ করেন যাঁহার লীলা যোগিগণও বহুতর চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারেন নাই। পরন্তু শক্তি প্রভাব অচিন্তনীয় ॥ ৫৫

ঠাকুরের লীলা সম্পূর্ণ বিধায়িণী মাতা সারদা দেবী সাধনা সিদ্ধির জন্য কিছুকাল অবস্থান পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ভাবে উত্তমা ভক্তি সহকারে পতি সেবা করিয়াছিলেন। ৫৬।৫৭

কিয়ৎকাল স্থিতা তত্র স্বামিনঃ সন্নিধৌ সতী।
শ্রী মাতা সারদাদেবী পতিভক্তি পরায়ণা ॥ ৫৩
চকার পরয়া ভক্ত্যা পতিসেবাং মনস্বিনী।
শূন্যাষ্ট পঞ্চচন্দ্রাব্দে নাম্না সা ফলহারিণী ॥ ৫৮
তৎ পূজা দিবসে রাত্রৌ স্বপত্নীং সারদাং শিবাং।
ষোড়শীং ষোড়শসমাং সর্ব্বানন্দপ্রদঃ শিবঃ ॥ ৫৯
পূজয়ামাস তাং দেবীং পূর্ব্বযুগানুসারতঃ।
বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদাং ॥ ৬০
একান্তে তাং সমাহূয় ষোড়শীং সহধর্ম্মিনীং।
উবাচ পরয়া প্রীত্যা যোগীশ্বর মহাগুরুঃ ॥ ৬১
অহং সম্পূজয়াম্যদ্য রাত্রাবস্মিং তিথিত্রয়ে।
জ্ঞান সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপ্য কুলকামিনি ॥ ৬২

In the Bengali year 1280, Sri Ramkrishna worshipped Sarada Devi in a moon-less night at

the time of Falaharini Kalika Puja He advised her to fast and observe all austerities and stay in the cottage at Panchabati till she is worshipped. 57 to 62.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বাংলা সন ১২ শত ৮০ আশী সালে ফলহারিণী কালিকা পূজার দিন রাত্রিতে সর্ব্বানন্দ প্রদাতা সর্ব্ব মঙ্গলালয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব নবোদিত সূর্যের মত দেহ কান্তি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল দায়িনী মঙ্গলময়ী ষোড়শী নিজপত্নী শ্রীমতী সারদা দেবীকে দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মত পূজা করিয়াছিলেন। ৫৮।৫৯

অর্থাৎ সেইদিনে ঠাকুর পত্নীকে নির্জনে ডাকিয়া অতি কোমল স্বরে বলিয়াছিলেন। আজ আমি অমাবশ্যা তিথিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে তোমাকে পূজা করিব। অতএব হে কুলকামিনি তুমি প্রাতঃকালে স্নান সন্ধ্যা পূজা ও স্তব পাঠাদি সমাপন পূর্ব্বক কিছু না খাইয়া শুদ্ধ ভাবে এই পঞ্চবটী গৃহে অবস্থান কর। ৬০।৬১।৬২

তিষ্ঠ পঞ্চবটী গেহে সোপবাসা সুসংযতা।
এবমুক্ত্বা স্বশক্তিং তাং ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্ ॥ ৬৩
পূজায়া দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহার্থং সমুত্সুকঃ।
ভাণ্ডাগারং সমাবিশ্য সিন্দূরাম্বরভূষণম্ ॥ ৬৪
সংগৃহ্য ফলপুষ্পাদীন্ পঞ্চবট্যামুপাগতঃ।
সায়াহ্নে স্নান সন্ধ্যাদিং সমাপ্য বিধিবত্তদা ॥ ৬৫

অন্ত্যলীলায়াং ১ম অঃ

শ্রীসারদাং স্বহস্তেন বস্ত্রালঙ্কার ভূষিতাং।
কৃত্বৈব পীঠকে ন্যস্য পাদপীঠে পদদ্বয়ং ॥ ৬৫
অলঙ্কারস্থিতং কৃত্বা বিনিবেশ্য সযত্নতঃ।
শ্রমাযা অর্দ্ধরাত্রৌ তাং ষোড়শীং জগদম্বিকাং ॥ ৬৬
তেন পাদ্যাদিভিঃ পূজা তন্ত্রোক্ত বিধিনা কৃতা।
প্রার্থনা চ কৃতা তত্র বিশ্বনাথেন যাদৃশী ॥ ৬৮
অত্র ভিক্ষা কৃতা সর্ব্ব জীবানামত্র হেতবে।
ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ কৃষ্ণো যথা বৃন্দাবনে বনে ॥ ৬৯

During the day-time he remained busy collecting all requisite things. In the evening after performing usual rites, he decorated Sarada Devi with holy cloth and ornaments. In the mid-night he worshipped her as if she was the Goddess Kalika Lord Krishna did the same thing in the Dwapar yuga by worshipping the feet of Sri Radhika in Brindaban, 63 to 69,

বঙ্গানুবাদ :—

সর্ব্বশক্তিমান ঠাকুর শ্রীশ্রী সারদাকে পূজার বিষয়ে বলিয়া পূজার দ্রব্য সংগ্রহার্থে ভাঁড়ারে প্রবেশ করতঃ বস্ত্র সিঁদুর শঙ্খ ও আলতা এবং ফল মূলাদি লইয়া পঞ্চবটীর গৃহে সেই সকল দ্রব্য রাখিয়া সায়াহ্নে স্নান সন্ধ্যাদি সমাপন পূর্ব্বক রাত্রিকালে যথাশাস্ত্র স্বহস্তে সারদা দেবীকে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিত করতঃ

অন্ত্যলীলায়াং ১ম অঃ

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং মাতুঃ শ্রীসারদাদেব্যা গঙ্গাস্নান গমন পথি রাত্রৌ দর্শন কৃতা পূজা দক্ষিণেশ্বর গমনং তত্র ঠাকুরেণ ষোড়শী পূজানন্তরং পুনর্দেব্যাঃ কামারপুকুরে প্রত্যাগমনরূপান্ত্যলীলায়াঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ। সঃ ৭ অঃ॥

Shri Ramakrishna held the feet fo Sarada Devi in his hands and bowed down to her. He worshipped her in various ways. He also revealed to her that in their previous births they appeared as Lord Krishna and Sri Radhika. According to the advice of Sri Ramakrishna Sarada Devi left her husband and went to Kamarpukur. 70 to 73.

Here ends the first chapter in the Antyalila of Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. ১ম অঃ অন্ত্যলীলা।

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এইরূপভাবে তান্ত্রিক ও বৈদিক মতে নানা বিধ পূজা করিয়াছিলেন যে সকল যোগিগণ ও জানেন না। ৭২

তৎপরে মাতা-সারদা দেবী ঠাকুরের আদেশ মত দক্ষিণেশ্বর হইতে কামার পুকুরে গমন করিয়াছিলেন। ৭৩

অন্ত্যলীলায়াং ১ম অঃ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দরের রচিত পরমহংস সংহিতা নামক শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের শেষ লীলার প্রথমাধ্যায়ে সারদা দেবীর গঙ্গা স্নান উপলক্ষে দস্যু কৃপা দক্ষিণেশ্বরে গমন এবং তথায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সারদা দেবীকে ষোড়শী পূজা করেন তৎপরে ঠাকুরের আদেশে পুনর্ব্বার সারদা দেবী কামার পুকুরে প্রত্যাগমন করেন।

অঃ ১ সঃ

অন্ত্যলীলায়াঃ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

কালেঽস্মিন্ সদ্ধর্ম্মিষ্ঠা সহিতো মথুরো মহান্।
চকার যোজনং নানাতীর্থেষু গমনোন্মুকঃ॥ ১
যানবাহন ভোজ্যাদি নানাদ্রব্যানি যত্নতঃ।
বিধিবৎ সংগৃহীতানি তীর্থে দেয়ানি যানি চ॥ ২
তীর্থ গতিঃ সুসম্পূর্ণা শ্রীরামকৃষ্ণ যোগতঃ।
অভূৎ শ্রীমথুরানাথঃ শুভেকালে শুভে দিনে॥ ৩
সস্ত্রী ঠাকুর হৃদয় স্তীর্থযাত্রাং চকার সঃ।
গৃহাদ্বহির্গতাঃ সর্ব্বে গৃহভাব পুরঃসরম্॥ ৪
ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবস্য তীর্থযাত্রেয়ং সর্ব্বোত্তম
সাধনা যস্যাং খলু যোগবলেন জগতীতলে
সর্ব্বজীবে শিবজ্ঞান দরিদ্রনারায়ণ সেবা চ।
ঠাকুরেণৈব নূতনরূপেণ প্রকটী কৃতা আসীৎ॥ ৫

Mathuranath set out on pilgrimage to various holy places with his wife, Thakur and Hridaya. He took with him all requisite things. This

pilgrimage had been the best of all holy pursuits ever followed by Sri Ramakrishna. Here he took a new turn and preached divine manifestation in all living things, and holy services to the poor. 1 to 5.

বঙ্গানুবাদঃ—

অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ হইতেছে এই সময় মথুরানাথ পত্নীর সহিত কয়েকটি তীর্থ গমনের জন্য তদুপযোগি দ্রব্যাদির আযোজন করিয়াছিলেন অর্থাৎ যান বাহন ভোক্ষ্য ভোজ্য বা তীর্থেদেয় দ্রব্য সকল যোগাড় করিয়াছিলেন। এবং তীর্থ গমনে ঠাকুরের যোগদান জন্য মথুরবাবুর তীর্থ যাত্রা সুষ্ঠুরূপে হইয়াছিল। ১।২।৩

শুভদিনে শুভক্ষণে সপত্নীক মথুর বাবু ঠাকুর ও হৃদয়ের সহিত তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন। এবং সকলেই যথাবিধি শুদ্ধভাবে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তীর্থ গমন একটি উত্তম সাধনা। কারণ যে তীর্থ যাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া সর্ব্বজীবে শিবজ্ঞান। এই জগতে দরিদ্রনারায়ণ সেবা কার্য্য ইনিই যোগ বলে প্রকাশ করেন পূর্ব্বে ইহা ছিল না॥ ৫

আদৌ শ্রীবৈদ্যনাথ ধাম গত্বা নত্বস্য পুরাতুর ধৃতকঙ্কাল মাত্র দৃষ্ট্বা দরিদ্রদর্শনে দয়ার্দ্রহৃদয় দরিদ্রদেবতা দরিদ্র সেবার্থং সকাতরং

मथुरानाथ मुक्तवान्। भो मथुर! केवलमेकदिनमेतेषां भक्ष्य दानेनोदरं परिपूरय। ६

ददस्व प्रचुरतरं तैलं मस्तकेषु। तथा प्रत्येकं परिधय वस्त्रमपि प्रयच्छ। ७

एवं भगवता मृतायमानवचांसि सूक्ताव्यपि तदा वारानसी यात्रा समुत्सुको मथुरो वारानस्यामेव दरिद्रभोजनादि व्यवस्था विधेयेति सांग्रह मुक्तवान्। ८

श्रुत्वैवं दरिद्र प्ररमदेवता सरोषमवदत्। नाहं यास्यमि वाराणस्यां एभिरेवात्रवसामि। दरिद्राणामेषां नास्तिकिं कोऽपि दाता? ९

ततो मथुरेण दरिद्रान्तर्गतं भगवन्त मवलक्य सद्य स्तदाज्ञा पूरणे कृते ठाकुर ईषद्धस्य पुरःसरं परमानन्दमवाप। १०

At first they visited the tepmles of Vaidyanath. Shri Ramakrishna was greatly moved by the sight of emaciated bodies of the poor hungry people and so he requested Mathuranath to give them enough food for a day, sufficient oil for their heads and a piece of cloth to each of them. But Mathuranath in his eagerness to start [illegible]aranasi replied that necessary arrangements to feed and clothe the poor would be made at Varanasi. On hearing this Thakur became very furious and said that he would remain with the starving people here and see if

any kind and generous hearted man be available. Al this Mathuranath did as he was asked to do. Thakur became much delighted and smiled with great satisfaction.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বৈদ্যনাথ ধামে যাইয়া ক্ষুধায় কাতর কঙ্কাল মাত্র সার জীবন্মৃতের ন্যায় দেহধারী দরিদ্র সকলকে দেখিয়া দীনবন্ধু ঠাকুর দয়ার্দ্র হৃদয়ে দরিদ্রগণের সেবার জন্য অতি কাতর বাক্যে মথুরানাথকে বলিয়াছিলেন হে মথুর কেবল মাত্র একদিনের মত এই সকল দরিদ্রদিগকে উদর পূরণ করিয়া খাওয়াও। ৬

ইহাদের মাথায় তৈল দাও। এবং প্রত্যেকটি দরিদ্রকে এক একটি করিয়া বস্ত্র দাও। ৭

ঠাকুর এইরূপ উত্তম কথা বলিলে ও ৺কাশীধামে যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত মথুরানাথ বলিলেন ৺কাশীধামেই দরিদ্র ভোজনের ব্যবস্থা করিব। ৮

अन्त्यलीलायां २य अः

एवं गयासुरं क्षेत्रं भगवान् श्रीगदाधरः ।
अपरोक्षी कृत स्तेन साक्षाद् गदाधरेण हि ॥ ११
ततो वारानसीं क्षेत्रं प्राप्य श्रीभगवान् स्वयं ।
ददर्श श्रीविश्वनाथ मन्नपूर्णाञ्च मातरं ॥ १२
मुक्ति क्षेत्रस्यावनतिं दृष्ट्वा भूदति दुःखितः ।
उक्तं भगवता तेन परमार्त्तेन तत्र च । १३
कथमत्राहमानीतः स्थानादक्षादपि ध्रुवं ।
स्थितोऽत्यन्तं सुखी भूत्वा तत्र श्रीदक्षिणेश्वरे ॥ १४
किन्तु श्रीमणिकर्णिकाश्मनहरा मुक्तिप्रदा राजते
गत्वा तत्र महाश्मशान निलयं श्रीशङ्करं शङ्करम् ।
दृष्ट्वा तं शव सङ्गकं पुरहरं प्रायः पुराशोभतां
दृष्ट्वैवं शिवलोक सङ्गत जनस्यानन्दमासी हरिः ॥ १५
ततो वृन्दावनं गत्वा गोविन्द मन्दिरे प्रभुः ।
श्रीराधया श्रीगोविन्दं दृष्ट्वैव भुवि लुण्ठितः ॥ १६

Thereafter Sri Ramakrishna went to Gaya and visited Gadadhar. Then he went to the temples of Biswanath and Annapurna in Varanasi. But on seeing the unholy condition of the city he said sorrowfully, "Why have I been brought to this place from Dakshineswar where I had been very happy". When he visited the famous burning ghat of Shri Monikarnika, he was glad to see the souls transported to the abode of Lord Siva as

জন্ত্যলীলায়াং ২য় অঃ

the dead bodies were touched by Sri Sankar. Then he went to Vrindavana and paid his obesience to Sri Radha with Sri Govinda. 11 to 16

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে সাক্ষাৎ গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণদেব গয়াক্ষেত্রে ভগবান গদাধরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন অতঃপর ঠাকুর ৺কাশী ধামে যাইয়া দেবাদিদেব বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণাকে দর্শন করিয়াছিলেন মুক্তি ক্ষেত্র বারাণসীর বিশুদ্ধ ভাব না দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন।

কি জন্য আমাকে এখানে আনিলে ইহার অপেক্ষায় আমি দক্ষিণেশ্বরে অতি আনন্দের সহিত ছিলাম। ১৩।১৪

কিন্তু পাপ নাশিনী মুক্তি দাত্রী মণিকর্ণিকায় যাইয়া দেখিলেন সেখানে মহাশ্মশানে যে সকল শব দেহ আছে ভগবান শঙ্কর সেই সকল প্রত্যেকটিকে স্পর্শ করিবা মাত্র তাঁহারা দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কৈলাস ধামে গমন করিতেছেন। এই রূপ দেখিয়া ঠাকুর অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ১৫

তৎপরে ঠাকুর কাশী ক্ষেত্র হইতে বৃন্দাবনে যাইয়া গোবিন্দ মন্দিরে রাধা গোবিন্দ দর্শন করিয়া ভগবদ্ভাবে বিভোর অলৌকিক প্রেমের সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে করিতে কাতর বাক্যে বলিয়াছিলেন। ১৬।১৭

भावाकुलितचित्तःसोऽपूर्व्वं प्रेम पुरःसरम्।
सङ्कीर्त्तयन् कृष्णनाम प्रोवाच कातरं वचः॥ १७

अन्त्यलीलायां २य अः.

भो कृष्ण सर्वमेवास्ति यमुना तीर सन्निधौ।
गोवर्द्धनं रासभूय वनं वृन्दावनं तव ॥ १८
तथा निधुवनञ्चास्ति निकुञ्जवन मेव च।
किन्त्वत्रत्वां न पश्यामि पश्यामि केवलं रजः ॥ १९
कादम्बेयस्य घट्टन्तु भगवान् भक्तरूपधृक्।
यातो यदा तदा तेन दृष्टः श्रीभगवान् स्वयं ॥
यमुनान्तर्जले महासर्प मूर्द्ध्नि विराजितः।
कालीयःसह पत्नीभि स्तौति तं नन्दनन्दनम् ॥ २१
जय गोपामुखाम्भोज मधुपान मधुव्रत।
निराकार निराधार निर्गुण पाहि कृष्ण मां ॥ २२
ततो महाभाव वशात् बाह्यज्ञान परिक्षयं।
प्राप्यतद्धाम माहात्म्यं वर्णयामास ठाकुरः ॥ २३

In a divine mood he chanted the name of Krishna and said sorrowfully. "Oh Lord Krishna, I find on this bank of Jamuna every thing viz. Gobardhan Hill, the place of Rashalila, Brindaban, Nidhuban and Nikunjaban etc. But I don't find you. I see the dust of your feet only." When he stood on Kaliyadaman Ghat, he found in the water of the river Sri Krishna standing on the head of the great serpent Kaliyanag with his wives praying for mercy of Sri Krishna. In his divine mood Thakur would describe the glory of that holy place. 17 to 23.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

হে কৃষ্ণ তোমার সবই আছে অর্থাৎ, যমুনাতীর গোবর্দ্ধন পর্ব্বত রাসস্থলী বৃন্দাবন নিধুবন নিকুঞ্জবন প্রভৃতি সকলই আছে কিন্তু তোমাকেই প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পাইতেছি না। কেবলমাত্র তোমার পদরজই প্রত্যক্ষ হইতেছে।১৮।১৯

কিন্তু ভক্তরূপধারী ভগবান ঠাকুর যে সময়ে কালীয়দমনের ঘাটে যাইয়াছিলেন। সেইস্থানে অর্থাৎ যমুনার জলের মধ্যে কালীয় সর্পের মস্তকোপরি বিরাজিত শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং পত্নীগণের সহিত কালীয়নাগ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতিকরিতেছেন সেই সকল স্তববাক্য এইরূপ।২০।২২ হেনিরাকারনিরাধার মধুব্রত গোপী মুখপদ্ম মধুপায়ী তোমার জয় হৌক আমার কিছু মাত্রগুণ নাই আমাকে রক্ষা করুন।২২

এইরূপ সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্বরূপ দর্শনে মহাভাব-বশতঃ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া বৃন্দাবানধামের মাহাত্ম্য প্রচুরভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন।২৩

এবং তত্তত্তীর্থমধ্যে তত্তদ্রূপং স দৃষ্টবান্।
ততঃ শ্রীরামকৃষ্ণেন কৃষ্ণাকুলিত চেতসা ॥ ২৪
দীর্ঘকালাৎ পরং বৃন্দারণ্যে প্রেমপ্রবাহিতঃ।
তদ্ধামবাসিনাং যেন কৃষ্ণঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ ॥ ২৫
তত্তত্তীর্থ পর্য্যটনাৎপরং শ্রীদক্ষিণেশ্বরে।
পুনঃ প্রত্যাগতো রামকৃষ্ণঃ স্বসিদ্ধ ধামনি ॥ ২৬
বৃন্দাবনস্য শ্রীরাধায়াম কৃষ্ণোদ্ভূত রজঃ।
যদানীতং ভগবতা যত্নতঃ পরমং শিবং ॥ ২৩

अन्त्यलीलायां २य अः

गङ्गोदकेन तत् सर्व्वं कृत्वा सम्मिश्रणं प्रभुः ।
पञ्चवट्याश्चतुर्द्दिक्षु रभिषेक पुरःसरं ॥ २८
उवाचेयं क्षितिर्भूता वृन्दावन समाद्यतः ।
उवाच च महायोगी महायोगयुतः स्वयं ॥ २९
तीर्थयात्रा भगवती स्तीर्थ मङ्गल हेतवे ।
सर्व्वतीर्थपदस्यास्य तीर्थ यात्रा विड़म्बना ॥ ३०

In the same way, Thakur had seen the presiding diety of the respective holy places. The intense devotion to Lord Krishna, which he displayed in the holy Brindavana, bestowed upon him a divine glamour which made him an idol among the people of the locality After his pilgrimage to vairous holy places, he came back to Dakshineswar and sprinkled the holy dust collected from Shyamkunda and Radhakunda in Brindavana, mixed with the water of the Ganga, all around Panchavati, to make the place as holy as Brindavana. The purpose of pilgrimage on his part was to add holiness to holy places and not to acquire any merit for himself who was the Divinity itself. 24 to 30.

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর প্রত্যেক তীর্থে ভগবানের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন কিন্তু বৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া এইরূপভাবে প্রেমের বন্যা

প্রবাহিত করিয়াছিলেন যাহাতে বৃন্দাবনবাসী ঠাকুরকেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ২৪।২৫

ঠাকুর তীর্থপর্য্যটনের পর স্বকীয় সিদ্ধধাম দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়া বৃন্দাবনের শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড হইতে যে সকল রজ আনিয়াছিলেন সেই সকল পরম মঙ্গলময় মৃত্তিকা গঙ্গা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পঞ্চবটীর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন আজ হতে ঐ স্থান বৃন্দাবন সদৃশ হইল। এইরূপ ভাবে মহাযোগী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নির্বিকল্প সমাধি পুরঃসর বাস করিয়াছিলেন। ২৬।২৭ ২৮।২৯

সর্ব্বতীর্থময় ঠাকুরের তীর্থ গমন লোকানুকরণ বা তীর্থকে পবিত্র করাই মূল উদ্দেশ্য। ৩০

পশ্চিমদিকের প্রসিদ্ধ বিবিধ ভারতীয় তীর্থ দেখিয়াছি। কিন্তু গৌড়দেশবাসী বৈষ্ণব মহাজনগণের পরম পবিত্রতীর্থ শ্রীমন্নবদ্বীপধাম আমাদের বঙ্গদেশে সুবিরাজিত আছেন। ৩০।৩১.৩২

ক্রচ্চ্ছ্রগম্য ভারতীয় তীর্থানি বিবিধানি চ।
বারুণ্যাং দিশি সিদ্ধানিময়া দৃষ্টানিতানি চ ॥ ২১
নবদ্বীপেতি গৌড়ানাং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
তীর্থানাং পরমং তীর্থং বঙ্গদেশে বিরাজতে ॥ ২২
যত্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আবির্ভূয় স্বয়ং হরিঃ।
হরিনামমহামন্ত্রং সর্ব্বেভ্যঃ সম্প্রদত্তবান্ ॥ ২৩
কলৌ জীবান্ সমুদ্ধর্ত্তুং কৃপয়া করুণানিধিঃ।
অমায়েতত্র তীর্থেঽন্যতীর্থ দর্শনজং ফলং ॥ ২৪
ভবিষ্যতি ন চাস্মাকং যতো বঙ্গোদ্ভবাবয়ং।
মত্বেদং শ্রীনবদ্বীপ গমনায় মতিং দধে ॥ ২৫

अन्त्यलीलायां २य अः

ठाकुरस्याभिलाषोऽयं ज्ञात्वा श्रीमथुरोमहान् ।
बहुकोष्ठ समायुक्त वासगेहनिभं शुभं ॥ ३६
जलयानं समानीय ठाकुरं भक्ति पूर्व्वकं ।
तत्रोत्थाप्य ठाकुरेष्ण गतवान् मथुरोऽपि च ॥ ३७

There are various holy places in the West. But Navadwip in Bengal is the holiest of all. There appeared Sri Kishna Chaitanya who initiated all with holy names irrespective of caste and creed, to bring salvation to the suffering humanity of this Kali yuga. The Bengalees must visit this holy place to make themselves worthy of the merit derived from pilgrimage to other holy places. With this thought in his mind Thakur desired to visit Navadwip. When Mathuranath came to know of this, he took Thakur in a huge boat and started for Navadwip. 31 to 37.

বঙ্গানুবাদ :—

যেনবদ্বীপেস্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া দয়ার সাগর দয়া করিয়া কলিহত জীব সকলের উদ্ধারের জন্য আচণ্ডাল মনুষ্যকে হরিনাম রূপ মহামন্ত্র দিয়াছেন। সেই নবদ্বীপ তীর্থে যদি আমি না যাই তবে আমার অন্যান্য তীর্থদর্শনের ফল হইবে না। যে হেতু আমরা বঙ্গদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ঠাকুর এইরূপ মনে করিয়া নবদ্বীপে যাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন। ৩৩,৩৪

अन्त्यलीलायां २य अः

কৃপাধন্য মথুরানাথ ঠাকুরের ইচ্ছা জানিয়া বহুকোষ্ঠ সমাযুক্ত বাসগৃহ সদৃশ একটি সুবিস্তৃত নৌকা আনয়ন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই জলযানে ঠাকুরকে বসাইয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিয়াছিলেন। ৩৫।৩৬।

पथिमध्ये च जाह्नव्याह्यासीत्तद्वारुनी तटे।
अम्बिका कालना नाम्ना ग्रामः सज्जन वेष्टितः॥ ३८
वर्द्धमान नरपते रस्ति देवालयोमहान्।
समाज भवनञ्चात्रविद्यते तेन सुन्दरं॥ ३९
तत्र श्रीभगवान् दास नाम्ना प्राचीन वैष्णवः।
सिद्ध भक्तः सदाचारो गौडीयो गौर सेवकः॥ ४०
वदत्ययं हरेर्नाम नाम ब्रह्मेति बोधतः।
नाम ब्रह्म जपेनैव सिद्धिलाभं चकार सः॥ ४१
भक्तः प्राक्तन वैष्णवः कुलपति र्गौड़ीयचूड़ामणि
स्तस्माद्वैष्णवसम्प्रदाय सदसः सर्व्वाधिपत्यं गतः।
एवञ्चास्य समीप एव सदसद यद्यद्यदानुष्ठितं
भक्तैस्तत् सकलं विचार विषये भक्तोऽयमेकागतिः॥ ४२
अनेन यत् सदित्युक्तं प्रशंसनीयमेवतत्।
मच्चासत् कथितं तद्वै वैष्णवैर्निन्दितं भवेत्॥ ४३

On the way to Navadwip there is a village known as Ambika Kalna inhabited by many well-to-do persons. There is a big temple erected by the king of Burdwan. There is also a society building to add to the beauty of the village. In

that building there lived an aged Vaisnava who was a follower of Sri Gouranga. He was regarded as the Head of Vaisnava community. Accordingly all matters concerning Vaisnava cult and practice were placed before him for decision. What he would accept would be accepted by all and what he would condemn would be condemned by all. 38 to 43.

বঙ্গানুবাদ :—

যাইতে যাইতে পথিমধ্যে গঙ্গার পশ্চিম তীরে বহুতর সজ্জনের বাসভূমি অম্বিকা কালনা নামে একটি বিশিষ্টজনপদ আছে। সেই গ্রামে বর্দ্ধমানের মহারাজার একটি সুবৃহৎ দেবালয় আছে। পরন্তু একটি অতি সুন্দর পবিত্র সমাজ বাটিকা শোভিত বশতঃ যথার্থই গ্রামটি অতি মনোহর।৩৭ ৩৮

সেই সমাজবাটিতে গৌড়ীয় ভক্ত গৌরাঙ্গ সেবক সদাচারী সিদ্ধ-ভক্ত ভগবান দাস নামক একটি বৃদ্ধ বৈষ্ণব বাস করেন। ৩৯

এই বাবাজী হরিনাম মন্ত্রটিকে নামব্রহ্মজ্ঞানে জপের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেন। ৪০

যেহেতু ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মস্তকের ভূষণ সদৃশ কুলপতি অতএব ইনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্ব্বাধিকার লাভকরিয়াছিলেন। এবং এই বাবাজীর নিকটেই ভক্তবর্গ যে সকল ভালমন্দ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন সকলের বিচার ইনিই করিতেন।৪১।৪২

अन्त्यलीलायां २य अः

এই বাবাজী যে সকল বৈষ্ণবদিগের কার্য্য ভাল বলিতেন বৈষ্ণবগণও তাহাকে ভাল বলিতেন। এবং যে সকল কার্য্য মন্দ বলিতেন। বৈষ্ণবগণ ও তাহাকে নিন্দনীয় বলিত। ৪৩

ठाकुरो गतवां स्तत्र वावाजो वैष्णवाश्रमं ।
सहृदयो दर्शनार्थं सर्व्वाङ्ग वसनावृतः ॥ ४४
द्वारदेशं गतो देवो वैष्णवस्य गृहान्तरे ।
हृदयं प्रेरयामास वदत्व मह मागतः ॥ ४५
दर्शनार्थं भगवतो दासस्य सुमहात्मनः ।
प्राप्यानुज्ञां तस्य देवस्तत् समीप सुपागतः ॥ ४६
तदा श्रीभगवान् दासो वैष्णवानां कृतागसां ।
विचार कार्य्ये निरतः कस्यापि वैष्णवस्य वै ॥ ४७
अर्थदण्डं विधत्ते स कण्ठीं जग्राहवैरुषा ।
एवं विचारक प्रख्य आदेशं प्रददाति च ॥ ४८
कलिकाता कलुटोलास्थितस्य स्वर्ण वनिजः ।
तदीय भवने चास्ति हरिभक्ति प्रदा सभा ॥ ४९
तस्यां सभायां श्रीकृष्ण चैतन्यस्य महाप्रभोः ।
कल्पितं वैष्णवैरेकमधिष्ठानार्थमासनं ॥ ५०

Shri Ramakrishna with Hridaya went to see Bhagabandas Babaji. He asked Hridaya to go inside and tell Babaji that Sri Ramakrishna was waiting outside to see him. Babaji allowed Shri Ramakrishna to come in. On entering the house he found that Babaji was meting out various sorts

বঙ্গানুবাদ :—

of punishment to the members of his community for their misconduct. There was a holy seat of Sri Krishna Chaitanya in the house of a Subarna Banik at Colootolla in Calcutta. It was not accessible to the devotees. 44 to 50.

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্ব্বদেহে বস্ত্রাবৃত করতঃ হৃদয়ের সহিত ভগবানদাস বাবাজীকে দেখিবার জন্য তাঁহার সমাজ বাটীতে গিয়াছিলেন। ৪৪

ঠাকুর গৃহের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া হৃদয়রামকে বলিয়াছিলেন তুমি বাবাজীর ঘরের ভিতরে যাইয়া বল অতি পবিত্র মহাপুরুষ ভগবান দাস বাবাজীর দর্শন জন্য আমি রামকৃষ্ণদেব আসিয়াছি এই বলিয়া হৃদয়রামকে পাঠাইযাছিলেন।৪৫

তৎপরে বাবাজীর আদেশমত ঠাকুর যে সময়ে তাঁহার নিকটে যাইযাছিলেন। তখন বাবাজী অপরাধী বৈষ্ণবগণের বিচার কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন অর্থাৎ কোনও বৈষ্ণবের অর্থদণ্ড করিতেছেন কাহারও বা গলার মালা জোরপূর্ব্বক ফেলিয়া দিতেছেন। এইরূপভাবে বিচারকের মত দণ্ডাদেশ দিতেছেন। ৪৬।৪৭

কলিকাতার কলুটোলায় একজন বিশিষ্ট সুবর্ণ বণিকের বাড়ীতে হরিভক্তিদায়িনী নামে সভাগৃহ ছিল তথায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর একটি স্বতন্ত্র আসন ছিল বৈষ্ণবগগণ সেই আসনটিকে মহাপ্রভুর আসন মনে করিয়া পূজা করিতেন। এমন কি সেই আসনটিকে যে কোনও সদাচারী বৈষ্ণবও যখন তখন স্পর্শ করিতে সমর্থ হইতেন না। ৪৮।৪৯।৫০।৫১

मत्वा महाप्रभोरेवासनं तदति पूजितम् ।
कश्चित्तदासनस्पर्शंकर्तुं न वैष्णवः क्षमः ॥ ५१

कतिभक्ताष्ठाकुरस्य ठाकुरं श्रीमहाप्रभुं ।
साक्षाद्रूपेनजानन्तितेस्तवसुसभा गृहे ॥ ५२

सगानोतः स भगवान् रामकृष्णस्तदालये ।
भक्ताभ्यान्निर्गतं शुद्धं हरिनाम यदाशृणोत् ॥ ५३

भावाविष्टः स ठाकुरः श्रीचैतन्य वरासने ।
क्षतोपवेश स्वङ्गानाः साक्षा चैतन्य विग्रहं ॥ ५४

मत्वात् पूजयामासुःस्थिता ये भागवर्जिताः ।
अज्ञात्वाठाकुरभावमन्य साधारणा जनाः ॥ ५५

अमन्तुष्टा बभूवुस्ते सदाचार विलङ्घनात् ।
श्रुत्वेदं रामकृष्णस्य व्यापारं वैष्णवास्ततः ॥ ५६

भगवान् दास बाबाजी सरोषमवदत्तदा ।
तत्रयद्यहमस्यास्यं घाटं येन कृतं हितत् ॥ ५७

When Thakur was taken into the room, he lost himself in his divine mood and sat on the holy seat. At this, those who had no khowledge of the glory of Thakur became much displeased with him. When Babaji was told of this incident, he grew angry and said that he would have punished Thakur on the spot, if he had been present there. 51 to 57.

অন্ত্যলীলায়াং ২য় অঃ

বঙ্গানুবাদঃ—

ঠাকুরের একটি ভক্ত ঠাকুরকেই সাক্ষাৎ মহাপ্রভু মনে করিয়া সেই সভাগৃহে আনিলে ঠাকুর ভক্তবৃন্দের মুখ নিঃসৃত হরিণাম শ্রবণ করিয়া ভাবাবিষ্ট অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর উত্তম আসনে উপবেশন করিলে ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ ঠাকুরকেই মহাপ্রভুরূপে দেখিবা পূজা করিয়াছিলেন কিন্তু অতি দুর্ভাগ্য যে সকল সাধারণ জন ছিল তাঁহারা ঠাকুরের অন্যায় আচরণ মনে করিয়া অর্থাৎ ঠাকুরের যথাযথ স্বরূপ না জানিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। ৫২।৫৩।৫৪।৫৫

ঠাকুরের এই ঘটনাটি বৈষ্ণবগণের মুখে শুনিয়া ভগবান দাস বাবাজী অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন। সেই সময় আমি যদি সেইস্থানে থাকিতাম তবে সেইরূপ আচরণ যিনি করিয়াছিলেন তাঁহাকে আমি নিশ্চয়বিশেষভাবে দণ্ড দিতাম।৪৬।৫৭

तस्मैदण्ड विशेषेण प्रादास्य मिति निश्चितं ।
भक्त मङ्गलदानाय यस्य भगवतो हरेः ॥ ५८
आविर्भाव स्तदर्थं तं प्राचीन भक्त वैष्णवं ।
मोहमुक्तं सञ्चिकोर्षु रर्द्धबाह्य शरीरकः ॥ ५९
ठाकुरो दण्डवत्स्थित्वा बाबाजी मिदमब्रवीत् ।
जानाम्यहं जगत्कर्त्ता भगवानिति निश्चितं ॥ ६०
तदन्यः कोऽपिनोकर्त्ता ससारेऽस्मिन्नसंशय ।
अहङ्कार स्तवे दृग्वै कर्त्ताहमेव केवलं ॥ ६१
तेनाहं सर्व्व लोकानां कर्त्ताहं दण्डमन्डयोः ।
तदासीद्वृद्ध बाबाजी ठाकुरस्य सुभर्त्सनात् ॥ ६२

অন্ত্যলীলায়াং ২য় অঃ

লব্ধাজ্ঞান' দণ্ডবত্ত' প্রণম্য ভক্তি ভাবতঃ।
পাদধূলি' গ্রহণ্যাস্য কৃতাঞ্জলিপুরঃসরম্ ॥ ৫৯
ভবতঃ কৃপয়াদ্যাহ' পশ্যামি দিব্য চক্ষুষা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর্ভবানিব ন চাপরঃ ॥ ৬৪

Thakur who manifested himself to bring good to humanity desired to impart good sense to this aged Babaji and said to him, "I know it for certain that God alone is the supreme authority to inflict punishment, You are proud enough to think that there is none but you to dispense justice and punishment." On hearing these words, Babaji came to his good sense and repented his ignorance and folly. 58 to 64.

বঙ্গানুবাদ :

ঠাকুরের আবির্ভাব কেবলমাত্র ভক্তবর্গের মঙ্গল বিধানের জন্যই অতএব এই বৃদ্ধ ভগবান দাস বাবাজীকেও অজ্ঞান মুক্ত করিবার জন্য ঠাকুর অর্দ্ধপ্রকাশিত দেহে একটি কাষ্ঠখণ্ডের মত দণ্ডায়মান হইয়া বাবাজীকে বলিয়াছিলেন। আমি ইহা নিশ্চিত রূপে জানি যে ভগবানই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দণ্ডমুণ্ড বিধানেরই একমাত্র কর্ত্তা।

তিনি ভিন্ন জগতের দ্বিতীয় কেহ কর্ত্তা নাই। কিন্তু তোমার এইরূপ অহঙ্কার যে আমি ভিন্ন জগতে দণ্ড মুণ্ডের বিধান কর্ত্তা অন্য আর কেহ নাই। ৫৮।৬৯।৬০।৬১

অতএব আপনি পূর্ব্বে কলুটোলায় যে পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়াছিলেন তাহা কিছু মাত্র অযথা হয় নাই। আপনার আসনেই আপনি বসিয়াছেন। ৬৫

আপনি যখন আমার আশ্রমের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখনই আপনার পাদপদ্মের অলৌকিক সদ্‌গন্ধ অনুভব করিয়া ভক্তবর্গকে বলিয়াছিলাম। দেখ কোনও দেবতা বা সাক্ষাৎ ভগবান্ আমাকে কৃপা করিবার জন্য এই আশ্রমে আসিয়াছেন। অতএব আজ আমি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনে ধন্য হইলাম। ৬৬।৬৭

তৎপরে ঠাকুর নবদ্বীপধামে যাইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে কোন সময়ে ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। সেই নবদ্বীপধামে যাইয়া কাষ্ঠ নির্ম্মিত অতি সুন্দর মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দণ্ডায়মান হইয়া অবস্থান করিতেছেন দেখিয়াছিলাম। ৬৮।৬৯

এবং সেই মহাপ্রভুর মন্দিরেই আমার মনঃকষ্ট মা জগদম্বাকে জানাইয়া পুনর্ব্বার গঙ্গায় আসিয়া নৌকায় বসিয়াছিলাম। ৭০

তখন আকাশে সঙ্কীর্ত্তনময় স্বর্ণবর্ণ ভাব ময় বিগ্রহ ভক্ত বেষ্টিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আমাকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন দেখিয়াই এলো রে ঐ এলো রে বলিতে বলিতে ভক্তগণের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ আমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব বুঝিয়াছিলাম শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান। ৭১

অতএব উপস্থিত আমার দেহে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত তিনটি মূর্ত্তিই। ৭২।৭৩

বিরাজিত। পুনর্ব্বার এই নির্ব্বিকল্পে সমাধিস্থ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন কি সম্ভব হইবে? ৭৪।৭৫

साङ्गोपाङ्गादिभिः सार्द्धं गौराङ्ग सम्प्रविष्टवान् ।
अनेनेदं मयाज्ञातं गौराङ्गो भगवान् स्वयं ॥ ७३

योगौराङ्ग नित्यानन्दाद्वैतकृपाः सुविग्रहाः
साम्प्रतं ममदेहेते वयः सन्तोतिनिश्चितं ॥ ७४

पुनरस्य भगवतः श्रीरामकृष्णयोगिनः ।
प्रत्यागतिः सुसम्भाव्यामवेत् किं दक्षिणेश्वरे ॥ ७५

इति श्रीगौरेन्द्र सुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां ठाकुरस्य नवद्वीपगमनादि रूप शेष लीलायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ य ॥

Babaji said, "Now I realise the truth and understand, how you could take the holy seat. I also rightly guessed immediately on your arrival here that a great man has come to bless me with his grace. I have been blessed by your kind visit." Thereafter, Thakur went to Navadwip. Later, in course of conversation, Thakur told that Sri Gouranga with his devotees and followers entered his body and still they were inside his person. 65 to 75.

Here ends the second chapter of Antyalila (last part) of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam.

অতএব আপনি পূর্ব্বে কলুটোলায় যে পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়াছিলেন তাহা কিছু মাত্র অযথা হয় নাই। আপনার আসনেই আপনি বসিয়াছেন। ৬৫

আপনি যখন আমার আশ্রমের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখনই আপনার পাদপদ্মের অলৌকিক সদ্‌গন্ধ অনুভব করিয়া ভক্তবর্গকে বলিয়াছিলাম। দেখ কোনও দেবতা বা সাক্ষাৎ ভগবান্ আমাকে কৃপা করিবার জন্য এই আশ্রমে আসিয়াছেন। অতএব আজ আমি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনে ধন্য হইলাম। ৬৬।৬৭

তৎপরে ঠাকুর নবদ্বীপধামে যাইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে কোন সময়ে ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। সেই নবদ্বীপধামে যাইয়া কাষ্ঠ নির্ম্মিত অতি সুন্দর মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দণ্ডায়মান হইয়া অবস্থান করিতেছেন দেখিয়াছিলাম। ৬৮।৬৯

এবং সেই মহাপ্রভুর মন্দিরেই আমার মনঃকষ্ট মা জগদম্বাকে জানাইয়া পুনর্ব্বার গঙ্গায় আসিয়া নৌকায় বসিয়াছিলাম। ৭০

তখন আকাশে সঙ্কীর্ত্তনমগ্ন স্বর্ণবর্ণ ভাব ময় বিগ্রহ ভক্ত বেষ্টিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আমাকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন দেখিয়াই এলো রে ঐ এলো রে বলিতে বলিতে ভক্তগণের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ আমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব বুঝিয়াছিলাম শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান। ৭১

অতএব উপস্থিত আমার দেহে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত তিনটি মূর্ত্তিই। ৭২।৭৩

বিরাজিত। পুনর্ব্বার এই নির্ব্বিকল্পে সমাধিস্থ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন কি সম্ভব হইবে? ৭৪।৭৫

অন্ত্যলীলায়াং ২য় অঃ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ঠাকুরের মথুরানাথের সহিত নবদ্বীপ তীর্থে গমন পথিমধ্যে বাবাজীকে স্বরূপ দর্শন নবদ্বীপে নৌকায় শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনাদি অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় অধ্যায় বর্ণিত হইল। অঃ ২ অঃ

অন্ত্যলীলায়াং স্তৃতীয়োঽধ্যায় অঃ ৩য়

তীর্থ প্রত্যাগমাদূর্দ্ধং কিয়ৎকালে গতে সতি।
ভগবদ্রামকৃষ্ণস্য জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ সুতস্য হি ॥ ১
দেহপীড়া বিশেষেণ সঞ্জাতা দক্ষিণেশ্বরে।
মত্বা তস্যান্তিমাং পীড়াং ভগবান্ করুণানিধিঃ ॥ ২
কিঞ্চিৎ কালমপি তস্য সান্নিধ্যং ন জহাত্যসৌ।
অক্ষয়স্যান্তসময়ে তস্যাত্মে যোগদৃষ্টি তঃ ॥ ৩
ददর্শ দেবতুল্যস্য প্রাণ মংযান মুত্তমং।
তর্হি দেবীমুদং লেভে তৎকালে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪
কিন্তু দিনত্রয়াতীতে শোকেনা কুলিতোভৃশং।
শোকদুঃখাতীতো যোগী তদৈব মবদৎ প্রভুঃ ॥ ৫
মমাপি মর্ম্ম স্থানানি নিকৃত্তানিশুবাস্য বৈ।
মযা ন জ্ঞাতমেতত্তু শোকাধিক্য সুভীষণং ॥ ৬

After some time on his return from pilgrimage, the son of his eldest brother fell seriously ill at Dakshineswar. Understanding that his illness was fatal. Shri Ramkrishna attended on him with constant care, and was delighted to see that Aksheya left this moral world for Heaven

अन्त्यलीलायां ३य·अः

But after three days he felt himself greatly afflicted with bereavement even though no earthly attachment could prevail upon him. He said that he could not guess that the pangs of bereavement would be so severe. 1 to 6.

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর নবদ্বীপ হতে প্রত্যাগমনের কিছুদিন পরে রামকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র অক্ষয় বিশেষ ভাবে পীড়িত হইলে ঠাকুর অক্ষয়ের শেষ পীড়া জানিয়া তাহার নিকটে সর্ব্বদাই থাকিতেন এবং মৃত্যুকালে ঠাকুর যোগদৃষ্টিতে অক্ষয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেবতুল্য ভ্রাতুষ্পুত্রের পরলোক গমন অতি উত্তম হইল জানিয়া সেই সময় ঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১।২।৩।৪

কিন্তু শোক দুঃখের পরপারে অবস্থিত ঠাকুর অক্ষয়ের মৃত্যুর তিন দিন পরে অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া সেই সময় বলিয়াছিলেন। শোকের জন্য আজ আমারও মর্ম্মস্থলে অত্যন্ত আঘাত হইতেছে। শোকের প্রবলতা এত ভয়ঙ্কর ইহা আমি জানিতাম না। ৫।৬

वियोगे दारपुत्राणां गृहस्थानां कीदृग्भवेत्।
एव मक्षय स्वर्गार्थं अक्षयस्याक्षयो हरिः ॥ ७

भगवान् रामकृष्णस्तु योगशक्तिं न्ययोजयत्।
एव मक्षय संयानं सर्व्वथालौकिकं मतं ॥ ८

इतःपर मागतोऽयं द्वितीयवियोगो महान्।
ठाकुरस्योत्तमोभक्तो मथुरानाथ संज्ञकः ॥ ९

अन्त्यलीलाया ३य अः

मथुरानाथ तुल्य यष्ठाकुर सम वैक्षत।
सर्व्वं यच्चरणेन्यस्य देह देहिकमात्मनः ॥ १०

कृतकृत्य मन्यमानोयत् सेवा प्राप्तवान् सुधी ।
तद्वियोगाद्भगवत शोकोऽभूदति दारुण ॥ ११

जिज्ञासिताया तदगत्यां ठाकुरः स्वयमब्रवीत् ।
मथुरो मुक्ति लाभार्थं न कदापि विचेष्टित ॥ १२

He wondered to think what could be the intensity of sorrow on the part of the people who lived with family He had another great shock at the death of Mathuranath When he was asked about the life after death of Mathuranath, he said that Mathuranath never longed for salvation 11 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ ভাবে ঠাকুর অক্ষয়ের অক্ষয় স্বর্গ কামনায় যোগশক্তির পরিচালনা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য অক্ষয়ের পরলোক গমন সর্ব্বতোভাবে অলৌকিক হইয়াছিল। ৭।৮

অক্ষয়ের স্বর্গ গমনের পরই আর একটি খুব বড় শোক উপস্থিত হইয়াছিল। সেই শোকটি হইল ঠাকুরের অতি প্রিয় ভক্ত মথুরানাথের শোক। ৯

अन्त्यलीलायां ३य अः

যে মথুরানাথ ঠাকুরকে সাক্ষাৎ মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের মত দেখিতেন। এবং যিনি নিজের দেহ ও দৈহিক সম্বন্ধ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করিয়া নিজকে কৃতার্থ ভাবিয়া ঐকান্তিক ভাবে ঠাকুরের সেবাকার্য্য করিতেন। সেই মথুরানাথের মৃত্যুতে ঠাকুরের অতি ভয়ঙ্কর শোকাগ্নি উত্থিত হইয়াছিল। ১০।১১

আমরা তখন মথুরানাথের মৃত্যুর পর তাঁহার গতি কিরূপ হইল এইরূপ ভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন মথুর নিজের মুক্তির জন্য কখনও কোনরূপ কামনা করেন নাই। ১২

केवलं प्रार्थयामास सान्निध्यं मम भाग्यवान्।
येनाहं भगवत् सेवां प्राप्स्यामि जन्मजन्मनि ॥ १३

भक्तानामपिवासेवां वासनैषामतिर्म्मम।
तद्वाञ्छापूरणं माताकरिष्यत्येव कालिका ॥ १४

अतोराजर्षिदेहं स प्राप्य श्रीमथुरोमहान्।
श्रीभवतारिणीमातुः सेवाकार्य्यमवाप्तवान् ॥ १५

जननी रामकृष्णस्य तदात्र दक्षिणेश्वरे।
स्वर्णद्यामवगाहार्थं पुत्र सान्निध्यहेतवे ॥ १६

स्थित्वा देवीगृहे देवीसाधनायां सदारता।
तदा रामेश्वरो रामकृष्णस्यमध्यमाग्रजः ॥ १७

स्वर्गतोऽभूज्जन्मभूमौ हित्वा देहं जरायुजं।
एवं निदारुणः शोकोवृद्धमातुर्बृहद्धृदि ॥ १८

He desired to be fortunate enough to render holy services to gods and devotees. Goddess

Kalika had fulfilled his desire, The mother of Sri Ramakrishna was then staying at Dakshineswar, At that time the elder brother of Sri Ramakrishna, called Rameswar breathed his last at Kamarpukur. Understanding that this sad news would be a formidable shock to his mother, he prayed to the Goddess to save his mother from the shock. 13 to 18.

বঙ্গানুবাদঃ—

ভাগ্যবান মথুরাথ আমার নিকটে কেবল এই প্রার্থনা করিতেন। আমি যেন জন্মে জন্মে ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি। অথবা ভগবানের ভক্তের সেবা করিতে পারি। ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। অতএব মাতা জগদম্বা মথুরানাথের মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূরণ করিবেন। ১৩ ১৪

অতএব মথুরানাথ সম্প্রতি রাজর্ষি দেহ পাইয়া মাতা ভবতারিণী কালিকার সেবাকার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। ১৫

সেই সময় এই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের গর্ভধারিণী মাতা চন্দ্রাদেবী গঙ্গাস্নান এবং গদাধরের নিকটে অবস্থান জন্য এই মন্দিরের মধ্যেই অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বদা সাধন ভজনে রতা হইয়াছিলেন। ১৬

এই সময়ে ঠাকুরের মধ্যম সহোদর রামেশ্বর কামারপুকুরে ভৌতিক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেব দেহ প্রাপ্ত হইয়া দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন। ১৭

আমি জানি আমার বৃদ্ধা মাতা চন্দ্রাদেবীর অত্যুচ্চ হৃদয়ে এই ভয়ঙ্কর পুত্রশোক নির্দয়ভাবে বিশেষরূপে প্রহার করিবে, কষ্ট দিবে।

जानाम्यहं विशेषेण निर्दयः प्रहरिष्यति।
एवं विचिन्त्य स देवी जनन्याः शोकसुत्तये ॥ १९

मातुः शोकगदम्वाया सकाशे च मकातरं।
प्रार्थयामास वहुशः शोकग्रस्तो गदाधरः ॥ २०

व्यर्थान प्रार्थना तस्य सफलाभूत सुनियितं।
पुत्र शोकातुरामाता यतस्तः श्रीगदाधरं ॥ २१

स्वाढ्यशोकातिसन्तप्तं सान्त्वयामास सादरं।
स्वक्रोड़ेन्यस्यदेवी तमाशीर्व्वाद पुरःसरम् ॥ २२

उवाचशेषपुत्रत्व शेषे मेऽग्निं प्रदास्यसि।
एवं रामेश्वरे देवैकालधर्म्मसुपेयुषि ॥ २३

तस्य ज्येष्ठ सुतो रामलालः पन्डित उत्तमः।
दक्षिणेश्वर आगत्य पूजाकार्य्येऽभवद्व्रती ॥ २४

Goddess heard the prayer. The mother of Gadadhar took him to be sorely hit and came forward with words of solace and said that Gadadhar was only left to perform her funeral rites. The eldest son of Rameswar called Ramalal who was a great scholar was appointed to serve as a priest. 19 to 24.

অন্ত্যলীলায়াং ২য় অঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ ভাবিয়া ঠাকুর গর্ভধারিণীর শোক শান্তির জন্য শোকাতুর গদাধর জগদম্বা কালিকামাতার নিকটে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বহুতর ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৯।২০

বস্তুত ঠাকুরের প্রার্থনা জগদম্বা বিশেষ ভাবে পূরণ করিয়াছিলেন। বা প্রার্থনা সফল হইয়াছিল। কারণ ঠিক সেই সময়ে পুত্র শোকাতুরা চন্দ্রাদেবীই গদাধরকে শোকগ্রস্ত মনে করিয়া বহু প্রকারে সান্ত্বনা বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

পরন্তু মাতা চন্দ্রাদেবী পুত্র গদাধরকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া বলিয়াছিলেন। বাবা তুমি আমার কনিষ্ঠ পুত্র আশীর্ব্বাদ করি তুমি আমার শেষকৃত্য মুখাগ্নি করিবে।

এইরূপ ভাবে রামশ্বরের পরলোক গমনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ভবতারিণী কালিকার পূজা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ২৩।২৪

युग्मवस्वधिके सूर्य्यशताब्दे घटगेरवौ।
षोड़शाह्नि जन्मतिथौ रामकृष्णस्य धीमतः॥ २५

श्रीराम सेविकामाता प्रञ्च नवति वत्सरे।
शिवामृत जलस्थाहि पश्यन्ती जाह्नवीं चिता॥ २६

गङ्गानारायण ब्रह्मेत्युक्त्वाञ्जलिपुरःसरम्।
स्वभाले न्यस्तहस्तासा राम नामोच्चरन्त्यपि॥ २७

हित्वान्ते लौकिकं देहं शुद्धं चिन्मयरूपकम्।
देहं लब्धा गतामाता वैकुण्ठाख्यं परंपदं॥ २८

अन्तर्लीलायां द्वय अंशः

ततः श्रीरामकृष्णस्तुमातु रन्त्येष्टिकां क्रियां ।
तदौर्द्ध देहिकं तद्वत् कृत्वं सर्व्वं यथा विधि ॥ २९
शोकार्त्तत्वादथ स्मार्त्तकर्म्मणां परिवर्जनात् ।
कैवल्याश्रमयोगाद्वागलिताच्छ्वसितात्तथा ॥ ३०

On the 16th Falgun in the Bengali year 1282, at the age of 95 years, Chandra Devi, mother of Sri Ramakrishna, left this mortal world as she stood in the holy Ganges with folded hands over her head and uttering holy names. Shri Ramakrishna got all funeral rites and sradh ceremonies duly performed by Ramlal, the eldest son of his elder brother Rameswar. It might be that he did not do them himself due to profound sorrow, or his not being entitled to perform such rites. 25 to 30.

বঙ্গানুবাদ :—

সন ১২ শত ৮২ সালে ১৬ ফাল্গুন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্ম তিথি দিনে ৯৫ বর্ষে মাতা চন্দ্রাদেবী গঙ্গার জলে অন্তর্জলী অবস্থায় মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করতঃ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম বলিয়া গঙ্গাকে দর্শন করিয়া আজন্ম ভগবান রঘুবীর শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় প্রাণপাত পরিশ্রম কারিণী অন্তকালে শ্রীরামচন্দ্রের তারকব্রহ্ম নাম রাম নাম বহুবার উচ্চারণ করিতে করিতে পাঞ্চভৌতিক এই নশ্বর দেহ পরি-

অন্ত্যলীলায়াং ২য় অ

ত্যাগ পূর্ব্বক চিন্ময় বিশুদ্ধ ভগদ্দেহ লাভ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য ধাম বৈকুণ্ঠে স্বামী ক্ষুদীরামের সহিত মিলিতা হইয়াছিলেন। ২৭।২৮

এইরূপ ভাবে মাতার মৃত্যুর পর ঠাকুর শ্মশান কার্য চিতা পিণ্ডাদি আদ্য শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ঔদ্ধদৈহিক কার্য্য অচিন্ত্য জ্ঞানাধার ঠাকুর শোকার্ত্তবশতঃই হোক স্মার্ত্তকর্ম্মের পরিত্যাগ জন্য অথবা সন্ন্যাসাশ্রমে যোগদান বশতঃ গলিতাঞ্জলি হেতু জানিনা যে কারণেই হোক ঠাকুর মাতা চন্দ্রাদেবীর মুখাগ্নি প্রভৃতি যাবদীয় কার্য্য মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের পুত্র রামলালের দ্বারা সুসম্পন্ন করাইয়া ছিলেন। ২৯ ৩০।৩১।৩২

हेतुना येन केनापि ह्यचिन्त्यज्ञानगोचर ।
भगवान् रामकृष्णस्तु मुखोल्का दान पूर्व्वक ॥ ३१
मातृकृत्य सुसम्पन्न कारया मास सुव्रत ।
मध्यमाग्रजपुत्रेण रामलालेन वैतदा ॥ ३२
ब्राह्मणादीन्भोजयित्वा दानमानादिभिश्च स ।
नानास्थानागतान् सर्व्वान् पण्डितान् परितोष्य च ॥ ३३
मातुर्वैकुण्ठगमन पति सम्मेलनञ्च स ।
ददर्श भगवान रामकृष्णस्तु स्वय मेव हि ॥ ३४
योऽसौ केशव सेन नाम विदितो वेदेषुनिष्ठः सुधी
र्वेदानांप्रतिपाद्यवस्तु शिवद जीवाय यच्छाम्यह ।
यत् सत्य परम परात्परतर ब्रह्मैव कैवल्यद
मत्वैव समिति चकार परमां ब्राह्मेतिनाम्नामहान् ॥ ३५

On this occasion he fed bramhins and distributed gifts among them Keshab Chandra Sen

was the founder of Bramha religion, which aimed at the realisation of the Supreme Being. 31 to 35.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং দক্ষিণেশ্বরস্থ ব্রাহ্মণাদি ভোজন যথাসম্ভব পণ্ডিতবর্গের দান মানাদির দ্বারা সন্তুষ্ট করাইয়া ছিলেন। মাতা চন্দ্রাদেবীর বৈকুণ্ঠ গমন এবং সেই স্থানে পতির সহিত মিলনাদি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৩৩।৩৪

বিশ্ববিখ্যাত কেশব সেন নামে যে বেদজ্ঞ পণ্ডিত সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ বেদের সার বস্তু যাহা পরম সত্য মোক্ষপ্রদ ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম বস্তুকে আমি জগতের নরনারী সাধারণকে জানাইয়া দিব এইরূপ ভাবিয়া একটি সুমহান ব্রাহ্মসমাজ নামক স্থাপিত করিয়াছিলেন। ৩৫

অস্য কেশব সেনস্য প্রয়াণ শ্রবণং যদা।
শ্রুতং শ্রীরামকৃষ্ণেন ব্যথিতং বহুলং তদা ॥ ২৬
শোকযুক্তঃ শ্রীভগবানুবাচ করুণানিধিঃ
মমাদ্য সং ভগ্নমিদং প্রধানাঙ্গং ন সংশয়ঃ ॥ ২৭
শ্রীঠাকুরো গদিত্বৈবং কম্পজ্বরযুতোঽভবৎ.
প্রায়েনবিদিনং যাবদাচ্ছাদ্যস্থূলবাসসা ॥ ২৮
কায়শ্চৈতন্যহীনস্তু পতিতো ধরণীতলে।
কেশব সেন নির্য্যানাদভবৎ শোক সাগরং ॥ ২৯

ইতি শ্রীরামেন্দ্রবেন্দ্যর- ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বিয়োগ পর্ব্বনি অন্ত্যলীলায়া স্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। তঃ ২ তঃ ॥

अन्त्यलीलायां ३व अः

Shri Ramakrishna was greatly pained to know of his death, and felt as if he had lost an active part of his own body. He was down with fever for three days. 36 to 39.

Here ends the third chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর এই কেশব সেনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছিলেন তখন তিনি অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া বলিয়াছিলেন আজ আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া গেল এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৬৬।৩৭

এই কথা বলিয়া ভগবান কম্পজ্বরে কাতর হইয়া তিন দিন দেহটিকে কম্বলাদি দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে শয়ন করিয়াছিলেন। এই কেশব সেনের পরলোক গমনের জন্য ঠাকুরের শোকসমুদ্র উচ্ছসিত হইয়াছিল। ৩৮।৩৯

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের অন্তলীলার তৃতীয় অধ্যায়ে বিয়োগ পর্ব্ব বর্ণিত হইল॥ অ ৩অঃ॥

अथ अन्त्यलीलायाश्चतुर्थोऽध्यायः।

इत परमतीतेषु त्रिषुवर्षेषु सा तदा।
पत्नी श्रीरामकृष्णस्य सारदा शारदा यथा॥ १
पित्रासह समायाता शुभे पञ्चवटी गृहे।
यत्रविराजितो देवोपति पूज्य परोगुरुः॥ २
स्वकक्षे श्रीरामकृष्णः कृत्वा शय्यासने पृथक्।

অন্ত্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ

স্বপত্ন্যৈ স্থানমদদাৎ কৃপয়া করুণানিধিঃ ॥ ২
পতিব্রতা মহাভাগা রামকৃষ্ণৈক মানসা।
স্বামি সন্দর্শনাৎ সাধ্বী কৃত কৃত্যাবভূবহ ॥ ৪
পতি শুশ্রূষণপরা নিয়তং ব্রহ্মচারিণী।
অলৌকিক মনোভাবাপতি ভাববিভাবিতা ॥ ৫
মমস্বামী জগৎ স্বামীনাস্য স্ত্রীপুংভিদায়তঃ।
জগদুদ্ধারণার্থায় সদাতন্ময়তাং গতঃ ॥ ৬

After three years Sarada Devi come to Dakshineswar with her father. Sri Ramakrishna made separate arrangements for her stay in his own room. She was not only devoted to her husband but also held him in a very high esteem because of his uncommon spiritual achievements and holy mission for the humanity. 1 to 6.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ইহার পর প্রায় ৩ বৎসর অতীত হইলে সাক্ষাৎ মা দুর্গার মত ঠাকুরের পত্নী সারদা দেবী যে স্থানে পূজনীয় পরম গুরু স্বামী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিত্য বিরাজিত আছেন সেই মঙ্গলালয় পঞ্চবটী গৃহে পিতার সহিত আসিয়াছিলেন। ১।২

দয়াময় ঠাকুর পত্নী সারদা দেবীকে কৃপা পূর্ব্বক নিজ গৃহ মধ্যেই পৃথক্ ভাবে শয্যা ও আসনাদি দিয়া স্থান দিয়াছিলেন। ৩

কেবল মাত্র ঠাকুরে মনঃ স্থির পূর্ব্বক সেই মহাভাগ্যবতী পতিব্রতা সতী স্বামি সন্দর্শনে চরিতার্থা হইয়াছিলেন ॥ ৪

অন্ত্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ

সর্ব্বদা পতি সেবা পরায়ণা আলৌকিক মনোভাবা পতি ভাবে বিভাবিতা সেই ব্রহ্মচারিণী সারদা দেবী ভাবিতেন আমার স্বামী জগৎ স্বামী ভগবান্ ইহার স্ত্রী বা পুরুষে ভেদবুদ্ধি নাই। এবং সর্ব্বদা সর্ব্বজীবের মঙ্গলার্থে তন্ময়তা বা নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় অবস্থিত॥ ৫।৬

ত্রেতায়াং যোময়াসার্দ্ধং রামোরাজীবলোচনঃ।
রক্ষ কুল বিনাশার্থমাবির্ভূতঃস্বয়ং হরিঃ॥ ৩
স এব দ্বাপরযুগেঽকরোৎ ক্রীড়াময়া সহ।
জাতো যদুকুলাম্ভোধৌ কৃষ্ণচন্দ্রঃ কৃপানিধিঃ॥ ৮
যুগেঽধুনাধর্ম্মহীনে কলৌসোঽয়ং সনাতনঃ।
সন্মার্গদর্শনার্থায় জাতো ব্রহ্মকুলে হরিঃ॥ ৯
অপরিত্যজ্যমানেব কামারপুকুরাম্বুধেঃ।
উদিতং তৎ পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি ন সংশয়ঃ॥ ১০
এবং শ্রীরামকৃষ্ণস্য স্বস্যায় সারদাতটা।
স্বরূপং সম্যাতবতো স্বামিনঃ সুপ্রসাদত॥ ১১
গতেচৈবং কিয়ৎকালেপত্যুঃ পাদতলেস্থিতা।
তৎ পাদযুগলং ক্রোড়ে ন্যস্য সংবাহনাদিনা॥ ১২

"Sri Ramakrishna was Ramachandra who appeared with me in the Treta Yuga to kill Rakshasas, and Sri Krishna who played with me in the Dwapara yuga. He has now manifested himself as a Bramhin in this Kali Yuga to show the way to bliss and salvation to the suffering

humanity. He has deidcated himself to holy services but has not discarded me." Such was the thought of Sarada Devi about her husband. After some time one day she sat at the feet of her husband. 7 to 12.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ত্রেতাযুগে পদ্মপলাশলোচন স্বয়ং ভগবান যে দাশরথি রাম রাক্ষাসকুল নির্ম্মূল করিবার জন্য আমার সহিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং দ্বাপর যুগে যিনি কৃষ্ণচন্দ্ররূপে যদু বংশে অবতীর্ণ হইয়া আমার সহিত লীলা করিয়াছিলেন। ৮

সেই সনাতন ভগবানই অধর্ম্ম প্রচুর কলিযুগে সম্প্রতি বেদোদিত সনাতন ধর্ম্মপথ দেখাইবার জন্য ব্রহ্ম বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইনি আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া কামারপুকুর নামক সমুদ্র হইতে নরাকৃতি পরব্রহ্মই উদিত হইয়াছেন এ বিষয়ে সান্দহ নাই। ৯।১০

এইরূপে সেই সময়ে সারদা দেবী স্বামী ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুগ্রহে নিজের এবং স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন। ১১

এইরূপ ভাবে কিছুদিন গত হইলে কোন সময়ে সারদা দেবী স্বামীর পদতলে বসিয়া পাদপদ্ম দুইটি নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে তাঁহার তুষ্টি সাধন পূর্ব্বক অতি নম্র ভাবে বলিয়াছিলেন। আপনি আমাকে কিরূপ ভাবে জানেন যদি আমার এই কথাটি আপনার রুচিকর হয় তবে আমার এই জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তর-দানে আমাকে কৃতার্থ করুন। ১২।১৩

परितोष्यपति साध्वी पप्रच्छविनयान्विता ।
वेत्सिमां कोदृशो त्व हि प्रब्रूहि यदिरोचते ॥ १३
पृष्टश्चैव स भगवानुवाचालौकिक वच ।
स्त्रीमात्रे मातृबुद्धिर्मेभोगेच्छाभावहेतुत ॥ १४
यामाता भवतारिणी सुखयुता श्रीमन्दिरेऽवस्थिता ।
या माता जननी स्वगर्भकुहरे धृत्वा प्रसूयापि मां
कल्यान मम काङ्क्षती स्वकसुखंकृत्वातितुच्छ सदा ।
निद्रायाति सुखेन यागुरु तमादेवालये साम्प्रत ॥ १५
सेवासौपद सेवन कृतवतो स्वेच्छाद्र चित्ताधुना—
यामाता सकलार्थ साधन विधौ संसिद्दिदात्रीमता ।
सार या जगतो महा सुखमयं विज्ञानज सुस्थिर
यच्छत्येव सदा ततस्तु महतागीतासदा सारदा ॥ १६

She asked her husband with great humility, "If you so like I request you kindly to tell me how you *think of me*" He replied "Anyone who is a female is my mother Goddess Bhabatarini who is now sleeping in the temple is my Mother who gave birth to me and it is she who is now very kindly and affectionately serving my feet She is the giver of all bliss and wisdom and hence she is called Sarada" 13 to 16

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ঠাকুরকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর অলৌকিক অর্থাৎ জগতের কোন জীব কখনও তাহা বলিতে পারে না। সেইরূপ বাক্য ঠকুর বলিয়াছিলেন। ১৪

সেই বাক্যটি এইরূপ—আনন্দময়ী যে মাতা ভবতারিণী নাম ধারণ করিয়া মন্দির মধ্যে অবস্থান করিতেছেন এবং যে মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ পূর্ব্বক প্রসব করিয়া নিজ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল মাত্র আমার কল্যাণ কামনা পূর্ব্বক জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুরু যে মাতা সম্প্রতি দেবালয়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। ১৫

এবং যে মাতা ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সাধনায় সিদ্ধদান করেন। সেই মাতাই দয়া পরবশ হইয়া আমার পদ সেবা করিতেছেন। এবং যিনি জগতের সর্ব্ব জীবকে পরমানন্দময় বিজ্ঞান জনিত অচল অটল সারবস্তু সর্ব্বদা দিতেছেন এজন্যই তাঁহাকে শিব ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দ সারদা বলিয়া নাম দিয়াছেন। ১৬

অতস্ত্বংহি জগন্মাতু রূপান্তরমবস্থিতা।
মৎপাদৌ স্বহৃদিন্যস্য সেবাকার্য্যং কারোষি হি॥ ১৩
যদ্যপিপত্নীরূপেণ জাতঃ পানিগ্রহস্তব ?
নদ্রূপা চরণা গ্লানস্তৎ ক্ষমস্বাধুনা মম॥ ১৮

মমৈব পত্নীত্বং দেবিগ্রাম্বতী বেদসম্মতা।
তেনত্বামিহ সম্প্রাপ্তঃ সাম্প্রতং সুস্থিরা ভব॥ ১৯
বিস্মৃত্য পত্নীরূপাং ত্বাং জনামি মাতৃরূপিনীং।
যুগেঽস্মিংস্ত্বাং ন পশ্যামি পত্নীরূপেণ নিশ্চিতং॥ ২০

অন্তরলীলায়াং ৪র্থ অ

এব স্বতত্ত্ব সুজ্ঞায় সারদা স্বামি সন্নিধৌ।—
জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্না বভূব পারমার্থিকী ॥ ২১

অত পর তব সমাগতাস্তে
যে পণ্ডিতা ভারত বাসিমুখ্যা।
শ্রীরামকৃষ্ণস্য কৃপাশয়ে চ
তথাবতারত্ব পরীক্ষণায় ॥ ২২

"Thou art the Mother in another form Even if I have married you, I am unable to behave like a husband According to the codes of religion you are my wife and in this life I have got you as such I can only advise you to restrain yourselves and have patience I don't see you as my wife but I see you as my mother' Sarada felt herself blessed with the truth and wisdom imparted to her by her husband Thereafter some eminent pandits came to Dakshineswar to test the divine power of Shri Ramakrishna and to have his blessing 17 to 22

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব তুমিই জগদম্বার অন্যতম রূপ অবস্থান করিয়া আমার দুইটি পা নিজ হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক সেবা কার্য্য করিতেছ। ১৭

যদিও আমি অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপ পাণিগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ তোমাকে বিবাহ করিয়াছি তথাপি সাধারণ পতি পত্নীর মত তোমার সহিত ব্যবহার করিতে পারিতেছিনা। তজ্জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ১৮

হে দেবি তুমিই আমার পত্নী ইহা বেদপুরাণে প্রসিদ্ধ। এজন্যই তোমাকে ইহলোকে এই জীবনেই পাইয়াছি। সম্প্রতি তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান কর ॥ ১৯

সম্প্রতি আমি তোমাকে পত্নীরূপে বিস্মৃত হইয়া মাতৃরূপে দেখিতেছি। বিশেষতঃ এই যুগে তোমাকে আমি পত্নীরূপে দেখিব না ইহাই আমার ধ্রুব নিশ্চিত ব্রত ॥ ২০

এইরূপে মাতা সারদা দেবী স্বামীর নিকটে নিজের যথার্থ স্বরূপের পরিচয় পাইয়া যথার্থ জ্ঞান বিজ্ঞান বিশিষ্টা হইয়াছিলেন ॥ ২১

তৎপরে এই দক্ষিণেশ্বরে ভারতবাসি কয়েকটি পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রধান পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভগবদবতার কি না পরীক্ষা করিবার জন্য এবং বাস্তবিক যদি তিনি ভগবদবতার হন তবে তাঁহার কৃপা পইবার জন্য ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন্ ॥ ২২

রত্নানি যৈঃ সুবিপুলানি সমুদ্ভৃতানি
রত্নানি যৈঃ সুলিখিতানি সুভাষ্যজানি।
রত্নৈস্তু যৈ স্ত্রিজগতাং দুরিতানি যান্তি
রত্নানি তানি বিদুষানি ছিতর্ব্বরত্নৈঃ ॥ ২৩
দৃষ্ট্বা মহারত্নদ রামকৃষ্ণং
পরীক্ষ্য রত্নং সমুবাচ রত্ন।
যদ্যস্তিলিপ্সা পরমার্থ রত্নে
সদাসুতূর্ণং ধর রত্ন রত্নং ॥ ২৪
দৃষ্টানি তীর্থানিবহুনি ভূম্নি
স্থিতাঃ সদাতত্র সুসাধুবর্গাঃ।

ইষ্টবিত্ত ক্রিন্তু সুসাধুমধ্যে
সাধুর্নদৃষ্টো ভগবৎ স্বরূপ ॥ ২৫

Amongst those pandits there was one called Tarkaratna who had given up all his wealth and treasure to get rid of all sins and to be blessed with divine knowledge After he had seen and tested "Sri Ramakrishna, he said, 'If anyone is desirous of gaining divine knowledge, he should submit himself at the feet of Sri Rama krishna I have seen many saints and ascetics in many holy places but none of them can be compared with Sri Ramakrishna who is the very embodiment of Divinity 23 to 25

বঙ্গানুবাদ :—

তন্মধ্যে তর্করত্ন নামে কোনও একটি পণ্ডিত যিনি বহুতর ধন রত্ন পরিত্যাগ করিয়া যে রত্নের দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই ত্রিলোকের জীবের সর্ব্ব প্রকার পাপ নাশ হয় সেই সকল পরম রত্ন স্বরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া সেই সকল রত্নই ভূষণ স্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। ২৩

তিনি অর্থাৎ সেই তর্করত্ন যদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রত্ন অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি রূপ মহা রত্ন দানে সমর্থ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে দেখিয়া এবং পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন। যদ্যপি কোনও ব্যক্তির পরম পুরুষার্থ রূপ মহারত্ন লাভের ইচ্ছা থাকে তবে কাল বিলম্ব না করিয়া এই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শ রণা পন্ন হন। ২৪

अन्त्यलीलायां ৪র্থ অঃ

আমি পৃথিবীর বহু তীর্থ দেখিয়াছি এবং সেই সেই তীর্থে উত্তম সাধু সকল বিদ্যমান আছেন। কিন্তু সেই সকল সাধু সমূহের মধ্যে এইরূপ সাধু একটিও দেখি নাই যাহাতে এইরূপ সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ বিদ্যমান আছে। ২৫

श्रीदक्षिणेश्वर गुरोर्गुरुतां विलोक्य
तत् पादपद्म मकरन्दजुषोममाय ।
लाभोमहानिति यतः शरणागतोऽस्मि
भो दक्षिणेश्वर विभूषण देहिभक्तिं ॥ २६
स्तुत्वेवं श्रीरामकृष्णं तर्करत्नोगतस्तदा
यद्भाष्यं भारतीयानां विदुषां चक्षुरादिशत् ॥ २७
पूज्योयोजगतांस्वयं शशधरः स्निग्धांशुदाना द्दिवि
तद्वदयोवचसां प्रयोगविषये स्निग्धो महापण्डितः ।
नास्त्रासौ विदितः सुधी शशधर स्तर्केषु चुड़ामणि
स्तद्भाषाश्रवणायतत् सुनिकटं गत्वा तदा ठाकुरः ॥ २८
तत्रतेन कृतालापः पृष्टवान् पण्डितं प्रभुः ।
भवताकिं कृपामय्या कृपालाभादिदङ्कृतं ॥ २९
यल्लोकरञ्जनं कार्य्यं शास्त्र व्याख्या पुरः सरं ।
तेन त्वं ख्यातिमाप्नोति बहवः शिक्षिता जनाः ॥ ३०

India. Another great pandit named Shashadhar was a famous speaker and his speech was as soft and pleasing as the light and lustre of the moon. Thakur went to hear his speech. At the end of his speech Thakur asked him, "Do you deliver your speech with the grace of the Goddess. You are gaining name and fame by pleasing your learned audience with your speech. 26 to 30.

বঙ্গানুবাদ :—

এই দক্ষিণেশ্বরের গুরুর গুরুত্ব দেখিয়া এবং পাদপদ্মের সৌরভ পাইয়া আজ আমার জীবনের একটি মহান বস্তু লাভ হইল। যাহাতে আমি ইহাঁর দর্শন পাইয়াছি। অতএব আমি এই পুরুষোত্তমের নিকট প্রর্থনা করি আমাকে ভক্তিদানে কৃতার্থ করুন। ২৬

ভারত বিখ্যাত পরম পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে স্তব করিয়া স্বস্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং যে তর্করত্নের উপদেশে ভারতীয় পণ্ডিতগণের জ্ঞান দান করেন। ২৭

যে শশধর নির্ম্মল আকাশে অবস্থান করিয়া স্নিগ্ধ কিরণদানে জগতের পূজনীয় হইয়াছেন। তদ্রূপ যিনি বাক্‌পটুতায় বা বক্তৃতা দ্বারা সাধারণের অন্তঃকরণে আনন্দ দান করেন এবং যে পণ্ডিত শশধর নামে বিখ্যাত এবং যিনি ন্যায় শাস্ত্রে চূড়ামনি উপাধি পাইয়াছেন। সেই শশধর তর্ক চূড়ামণির বক্তৃতা শুনিবার জন্য তাঁহার নিকটে যাইয়া ঠাকুর সেই চূড়ামণির সহিত আলাপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আপনি কি কৃপাময়ীর কিছু কৃপাকণা লাভ করিয়া এইরূপ বক্তৃতা দিতেছেন। ২৮।২৯

अन्त्यलीलायां ४र्थ अः

যেহেতু শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া লোকরঞ্জন কার্য্য করিতেছ এবং ইহা দ্বারা শান্তি পাইতেছ ত। শিক্ষিত লোক সকল আপনাকে খুব বড় পণ্ডিত বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন। ৩০

प्रशं सन्ति विशेषेण भवन्तं वहु पण्डिताः।
जगदम्बा कृपाविन्दु मलब्धा चेद्वदिष्यति ॥ ३१
न तेन कस्यापि भवेदत्यल्पमुपकारकं।
वक्तृता च भवेद्व्यर्था सूच्च चित्कारकृपिका ॥ २
इत्युक्त्वा श्रीशशधर तर्कचूड़ामणिं प्रभुः।
गतः स्वमालयं तस्य तत्त्व ज्ञान मभूत्ततः ॥ ३३
आसीद्वारानसी धाम्नि विजयी पण्डितो महान्।
श्रीविशुद्धानन्दनामा वेदान्ते परिनिष्ठितः ॥ ३४
वेदान्ताध्यापनकारी वहु छात्र समन्वितः।
सन्न्यासी ब्रह्मानुभवी शास्त्रामोदी सुनैष्टिक. ॥ ३५
वेदान्त वागीशोपाधिधारी तस्य सुबुद्धिमान्।
छात्रो वङ्गोद्भवो ब्रह्मकुलेजातः सुपण्डितः ॥ ३६

"But atl your eloquence will bring no good to any body if you have no grace of God." At these words Shashadhar Tarkachuramoni came to his senses and felt himself blessed. In the City of Benaras there was a famous pandit named Bishuddhananda who had many students. One of his students was Kalibar Vedantabagish who was a Bengalee bramhin. 31 to 36.

অন্ত্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

যদি জগদম্বার করুণা লাভ না করিয়া শুষ্ক বক্তৃতা দাও তবে তাহাতে কিছুমাত্রও কাহারও উপকার হইবে না। ৩১

কেবলমাত্র তোমার চীৎকরাই সার হইবে। বক্তৃতার ফল কিছু মাত্র হইবে না। ঠাকুর এই কথা চূড়ামণিকে বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর ঠাকুরের সেই উপদেশেই চূড়ামণি পণ্ডিতের তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি লাভ হইয়াছিল। ৩২।৩৩

বারাণসীধামে বেদান্ত দর্শনে ঐকান্তিক অনুরক্ত বিশুদ্ধানন্দ নামে একটি খুব দার্শনিক বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু ছাত্রযুক্ত বেদান্ত দর্শনের অধ্যাপনায় রত শাস্ত্রানুশীলন কারী অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মানুভবী সন্ন্যাসী ছিলেন। ৩৪ ৩৫

সেইকাশীবাসী সন্ন্যাসী পণ্ডিত বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর অতিশয় বুদ্ধিমান্ বাঙালী ব্রাহ্মণ কালীবরবেদান্তবাগীশ নামে একটি পণ্ডিত ছাত্র ছিলেন। ৩৬

येन ब्रह्म सूत्र भाष्यं व्याख्यातं वङ्गभाषया।
स दक्षिणेश्वर आगत्य स्वयं भगवता सह॥ ३७
शास्त्रालापात् परञ्चोक्तं वेदान्तवागीशेन हि।
बहुपुण्यबलेनाद्य श्रीरामकृष्ण दर्शनं॥ ३८
जातं येन सुजटिलं शास्त्र सिद्धान्तजालकं।
धर्म्म तत्त्व समाधानञ्चास्य प्राकृत भाषया॥ ३९
कर्त्तुं शक्नोमि कृपया वेदमूर्त्तेर्महात्मनः।
धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि सफलं जीवनं मम॥ ४०

অন্ত্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ

এবমুক্ত্বা ভগবতঃ পাদরেণুন প্রণম্য সঃ।
গতো বেদান্ত বাগীশো দৃষ্ট্বাস্য যোগ বৈভবং ॥ ৪১
বিদ্যাসাগর সংজ্ঞকোগুণবতাং শ্রেষ্ঠো মহাপণ্ডিত
স্তং দ্রষ্টুং গত বানসৌসুখতনুঃ শ্রীরামকৃষ্ণো হরিঃ।
দৃষ্ট্বাতং সমুবাচ সাগরমহো কালোগতঃ খুল্লকে
খাতেঽস্মিন্নধুনাত্মগাধসলিলে সম্মিশ্রিতঃ সাগরে ॥ ৪২

He explained Vedanta Philosophy in Bengali. Once he came to Dakshineswar and had a discussion with Sri Ramakrishna on the most complicated points of philosophy. Sri Ramakrishna unknotted the points very easily in a very simple language. Pandit Kalibar was astound with wonder at the profound knowledge and wisdom of Sri Ramakrishna. One day Sri Ramakrishna called upon the famous Pandit Iswarchandra Vidyasagar at his residence. As he saw Vidyasagar, he said, "So long I had been in a narrow canal. Now I find myself in the sea." 37 to 42.

বঙ্গানুবাদ :—

এই কালীবর পণ্ডিতই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম বেদান্ত দর্শনের ব্রহ্ম সূত্রের বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রচার করেন। এবং বেদান্তবাগীশ পণ্ডিতও ঠাকুরের বিষয় অবগত হইয়া স্বয়ং দক্ষিনেশ্বরে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহিত বেদান্তদর্শনের কঠিন কঠিন বিষয় আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন আজ আমি ক্ষুদ্র জলাশয়ের সঞ্চিত বহুতর পুণ্যের

অন্ত্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ

ফলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের দর্শনলাভ করিলাম যাহার ফলে আর্য্য শাস্ত্রের অত্যন্ত জটিল বিষয়েরও এই মহাপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাধারণ ভাষায় মীমাংসা শুনিয়া ধন্য হইলাম কৃতার্থ হইলাম। আজ আমার জীবন সফল হইল। এইকথা বলিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের যোগশক্তি দেখিয়া পদধূলী গ্রহণ পূর্ব্বক পণ্ডিত বেদান্তবাগীশ অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন। ৩৭।৩৮ ৩৯।৪০।৪১

সর্ব্বোত্তম সদগুণ বিভূষিত জগদ্বিখ্যাত মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিবার জন্য আনন্দঘন বিগ্রহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার গৃহে যাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া বলিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতকাল আমি খালে বা ডোবায় ছিলাম। আজ আমি অগাধ জলের আধার সাগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছি। অতএব সম্প্রতি আমার আনন্দের সীমা নাই। ৪২

শ্রুত্বোবাচ স সাগরঃ স লবনং পীত্বাজলং বারিধে
র্লব্ধাশান্তিমিতঃ স্বধামপরমং গচ্ছাধুনাসত্তম।
শ্রীবিদ্যাম্বুধিভাষণং স ভগবাঁচ্ছ্রুত্বাবদত্তং তদা
না বিদ্যাজলধির্ভবাংস্ত্বয়ি কথং ক্ষারং জলং সম্ভবেৎ॥ ৪৩
পীযুষ সাগরনিভং পশ্যামি দিব্যচক্ষুষা।
ভবন্তং বসুধাদেব্যাঃ পূর্ণানন্দকরং সুতং॥ ৪৪
দন্তিনাং বাহ্য দন্তৌ তু শোভার্থমেব কেবলং।
দন্তান্তরাণি খাদার্থং বিদ্যন্তে মুখ গহ্বরে॥ ৪৫
তদ্বল্লোক হিতার্থায় বহির্বিদ্যোদ্য মস্তব।
কিন্তু ত্বদন্তরে ভাতি ভগবদ্ভক্তি সাগরঃ॥ ৪৬

अन्त्यलीलायां ४र्थ अः

तदर्थमेव जगति सुप्रतिष्ठा मता तव ।
ततो विद्यो सागरेण प्युक्तस्तत् सम्भवेत् कथं ॥ ४७

At this Vidyasagar sharply replied, "Oh respectable Sir, the taste of salt water of the sea will bring no satisfaction to you and so you shall have to go back to your place with great disappointment." In reply Sri Ramakrishna said, "You are not the sea of natural water, so how can salt water exist there. In my intellectual eye I find you to be the sea of milk, as you are a child of joy of our mother Earth. The tasks of an elephant are for show only but the teeth which are used for eating remain inside and are not seen. Likewise all your outward knowledge and learning are for the good of others but inwardly you are a sea of devotion to God. That is why your reputation has become firmly established in the world." Vidysagar said, "How is it ?" 43 to 47.

বঙ্গানুবাদঃ—

বিদ্যাসাগর মহাশয় পরমহংস ঠাকুরের এইরূপ কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন। হে সজ্জনাগ্রগণ্য মহাপুরুষ সম্প্রতি সাগরের নোনা জল খাইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া এই স্থান হইতে সর্ব্বোত্তম নিজ ভবনে গমন করুণ। বিদ্যাসাগরের কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন। তুমি ত প্রাকৃত জলের সমুদ্র নয় অতএব তোমাতে ক্ষার জল কি সম্ভব হয়। ৪৩

আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দ্বারা পৃথিবীর পূর্ণানন্দ দাতা পুত্র অমৃতের সাগরের মত দেখিতেছি। ৪৪

হাতির বাহিরে দুইটি দাঁত শোভার জন্য থাকে কিন্তু অন্য সকল দন্ত খাইবার জন্য মুখের ভিতর থাকে। ৪৫

সেইরূপ বাহিরে তোমার সাধারণের উপকারার্থে বিদ্যার প্রভাব প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু তোমার ভিতরে অগাধ ভগবদ্ভক্তি আছে তজ্জন্যই তোমার জগতে খুব বড় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

তৎপরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? ৪৬।৪৭

তমুবাচ ঠাকুরস্তু ঈষদ্ধাস্য পুরঃ সরম।
পটোল মালুকং বাপি সিদ্ধং কোমলতাং ব্রজেৎ॥ ৪৮
অতীব কোমলং ত্বান্তু পশ্যামি জ্ঞান সাগর।
ততস্তস্মাদ্বিনিষ্ক্রম্য ঠাকুরঃ শিষ্যমুক্তবান্॥ ৪৯
পুরুষোঽয়ং মহাত্যাগী বিদ্যাসাগর নামকঃ।
দর্শয়িত্বা নিজং দেহমুবাচ পরমার্থবিৎ॥ ৫০
কর্ম্মশূন্যস্য সংযোগাদ্বিদ্যাদানস্য কর্ম্মণঃ।
নষ্ট সম্ভাবনায়ৈবানেন মুক্তি রুপেক্ষিতা॥ ৫১
বহূনাং জন্মনামন্তে সাগরো মুক্তি মেষ্যতি।
এব মুক্তা সশিষ্যঃ স প্রাসবাজিজ মন্দিরং॥ ৫২
অন্যৈকঃ সিদ্ধপুরুষোবর্দ্ধমানাধিপস্যহি।
সভাপণ্ডিতরূপেণ বিখ্যাতঃ পণ্ডিতো মহান্॥ ৫৩

Thakur said with a smile, "When boiled, hard vegetables like potato etc. become soft. By

virtue of your vast knowledge I find you to be extremely soft." On his way back Thakur told his disciple that Vidyasagar was a great charitable person. "He has however, avoided contact with me who have renounced the world because freedom from all earthly bondages may impair his activities towards advancement of knowledge and learning. He will attain salvation after many births," There was a famous pandit who was the king's scholar in the Court of the Maharaja of Burdwan, 48 to 53.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর একটু হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন দেখুন মহাশয় আলু বা পটোল স্বভাবতঃই কঠিন বা শক্ত কিন্তু সেই দুটিকে যদি সিদ্ধ করা হয় তবে অতিশয় কোমল হয়। সেইরূপ তোমার ভিতরে জ্ঞানের প্রভাব বিশেষ ভাবে বিদ্যমান আছে। অতএব তোমাকে অতিশয় কোমল ভাবেই দেখিতেছি। এই কথা বলিয়া ঠাকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া শিষ্যকে বলিয়াছিলেন। ৪৮।৪৯

এই বিদ্যাসাগর মহাশয় মহা ত্যাগী পুরুষ এই কথা বলিয়া শিষ্যকে নিজ দেহটিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন। কর্ম্ম শূন্য আমি আমার সহিত মিলিত হইলে বিদ্যাসাগরের বিদ্যাদান কর্ম্ম নষ্ট হইবে এইরূপ মনে করিয়া আমার নিকট হইতে মুক্তি লইল না। বহু জন্মের পর বিদ্যাসাগর মুক্তি লাভ করিবে। এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর পঞ্চবটী গৃহে আসিয়াছিলেন। ৫০'৫১।৫২

অন্ত্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ

ঠাকুরের জন্মভূমি কামার পুকুরে অবস্থান কালীন আর একটি সিদ্ধপুরুষ মহাপণ্ডিত ইহাঁর নাম পদ্মলোচন ইনি বর্দ্ধমানের মহারাজার সভা পণ্ডিত বশতঃ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিলেন ইহাঁর আকৃতি অতি সুন্দর স্বভাব অতি নির্ম্মলসর্ব্বদা শান্ত ভাব শাস্ত্র চর্চ্চায় পরমানন্দিত হইতেন। ৫৩৫৪

শ্রীপদ্মলোচনঃ শুদ্ধস্বভাবোঽপ্যতিসুন্দরঃ।
নোগ্রভাবঃ কদাপ্যয়ং শাস্ত্রানন্দেন নন্দিতঃ ॥ ৫৪
অনেনৈব মিষ্টদেব বরপ্রাপ্তো মহাত্মনা।
পূর্ব্বং শাস্ত্র বিচারস্য স্বমুখং ক্ষালিতং যদি ॥ ৫৫
ভবেত্তর্হি সভায়াং বৈজয়ীভবতি নিশ্চিতঃ।
সর্ব্বসভাজয়ী চাসৌ তদ্রূপেণাভবদ্দ্বিজঃ ॥ ৫৬
মদ্গেহা গমনঞ্চাস্য বিজ্ঞায় ঠাকুরস্তদা।
পাত্রাণি জলশূন্যানি কৃত্বা তিষ্ঠন্ মুদাযুতঃ ॥ ৫৭
প্রবিশ্য পণ্ডিত স্ততো রামকৃষ্ণস্য সদ্মনি।
নির্জ্জলং সকলং পাত্রং দৃষ্ট্বাতিবিস্মিতোঽভবৎ ॥ ৫৮
মমেষ্ট দেবতা বরোঽজ্ঞাতো মদ্ ভার্য্যয়াপি চ।
যতোঽনেন সুবিজ্ঞাতঃ স্বেষ্টদেবস্ততো মম ॥ ৫৯
ততোবিধায়ভক্ত্যাস্য স্তবং স পণ্ডিতোমহান্।
কৃপালব্ধা গতোধীমান্ রামকৃষ্ণস্যসদ্মনঃ ॥ ৬০

This pandit Padmalochana, was very gentle, honest and agreeable by nature and loved study and teaching of shastras. He was given a boon that he would surely defeat his opponents in a

debate if he had washed his face before the commencement of the debate. Accordingly he was always the winner. When Thakur came to know that the pandit was coming to hold a discussion with him, he kept all the pots empty and waited to have the fun. On entering the room of Thakur, the pandit became surprised to find all the pots empty. He wondered how the secret of his success which was not known even to his wife could not be known to Thakur. So he felt himself defeated and left the place with all humility and respect to Thakur. 54 to 60,

বঙ্গানুবাদ :—

এই পণ্ডিত ইষ্টদেবের নিকট হইতে এইরূপভাবে একটি বর পাইয়াছিলেন যে তুমি পণ্ডিতবর্গের সহিত শাস্ত্র বিচারের পূর্ব্বে যদি নিজের মুখমণ্ডল বিধৌত করিয়া সভাস্থলে যাও তবে তুমি সভাস্থ সকল পণ্ডিতকে পরাজয় করিতে পারিবে। অতএব এই পদ্মলোচন পণ্ডিত পূর্ব্বোক্তরূপে সর্ব্বসভায় জয়ী হইতেন। ৫৫ ৫৬

ঠাকুর পদ্মলোচন পণ্ডিত আমার গৃহে আসিতেছেন জানিয়া গাড়ু ঘটী কলসী প্রভৃতি যাবদীয় জলপাত্র জল শূন্য করিয়া আনন্দ মনে অবস্থান করিতেছিলেন। এমত সময়ে পদ্মলোচন পণ্ডিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহে প্রবেশ করিয়া জল পাত্র সকল শূন্য দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ৫৭,৫৮

অন্ত্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ

এবং ভাবিয়াছিলেন আমার ইষ্টদেবতার প্রদত্ত বর আমার পত্নী পর্য্যন্তও জানেন না অতএব যে কারণেই হোক ইনি যখন জানিয়াছেন অতএব আমার নিশ্চিত রূপে ইহাই ধারণা হইতেছে যে ইনিই আমার ইষ্টদেব। ৫৯

তৎপরে সেই মহাপণ্ডিত ঠাকুরকে ইষ্টদেবতা জ্ঞানে স্তব স্তুতি করিয়া ঠাকুরের অনুগ্রহ লাভে কৃতার্থ হইয়া নিজ গৃহে যাইয়াছিলেন। ৬০

राढ़े इन्दास इत्याख्ये ग्रामे गौरीति पण्डितः।
मन्त्र चैतन्य पुरुषोविख्यातो दैव शक्तितः ॥ ६१
श्रीदुर्गाभ्यर्च्चनकाले स्वपत्नीं भव सुन्दरीं।
मत्वा तां पूजयामास भक्ति पूर्वं दिनत्रयं ॥ ६२
कृपया जगदम्बाया अथवा योग शक्तितः।
हेतुना येन केनापि वामेकरतले स्वयं ॥ ६३
प्रज्वाल्य काष्ठराशिञ्च धृत्वा होमं चकार सः।
किन्तु तदग्निनातस्य करोदरयो नचाभवत् ॥ ६४
पण्डित पर्षदि तथा ज्ञान गणेशमूर्त्ति धृक्।
पण्डितोऽयं हारे रे रे वदन्नुच्चैर्भयावहं ॥ ६५
ध्वनिं कृत्वा सभायां वै स यदा समुपाविशत्।
तदा पण्डित वर्गानां हृत्कम्पः समजायत ॥ ६६

In the village of Indas near Kamarpukur there was a pandit named Gouri who was famous for charms and spiritual power. He used to worship his own wife as Goddess Durga for three days

during Durga Puja Festival He also could hold burning wood on his palm without being afflicted by fire. When he would take his seat with the loud shout of "Hare Re Re," in the assembly of pandits all would tremble with fear. 61 to 66.

বঙ্গানুবাদ :—

রাঢ় দেশে অর্থাৎ কামার পুকুরের অনতি দূরে ইন্দাস গ্রামে গৌরীপণ্ডিত নামে দৈবশক্তিতে মন্ত্রসিদ্ধ বিখ্যাত সুপণ্ডিত বাস করিতেন। ৬১

এই গৌরীপণ্ডিত ৺শারদীয়া দুর্গা পূজার সময় সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী তিথিতে নিজ পত্নীকে দুর্গা ভাবিয়া পূজা করিতেন। ৬২

জগদম্বার কৃপায় অথবা যোগশক্তি বশতঃ কিম্বা যে কোনও যোগ শক্তিতেই হোক নিজ বাম হস্ততলে কাষ্ঠরাশি ধারণ পূর্ব্বক সেই সকল কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিয়া ঘৃত দিয়া যথাশাস্ত্র হোম করিতেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তথাপি তাঁহার হস্ত সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইত না। ৬৩।৬৪

এবং এই গৌরীপণ্ডিত পণ্ডিতগণের সভায় জ্ঞান গণেশের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হারে রে রে এই শব্দটি উচ্চারণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে সভায় বসিলে সেই সময় পণ্ডিতবর্গের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। ৬৫।৬৬

অতোঽস্যৈব জয়স্তত্র সভায়াং ভবতি ধ্রুবং।
এবং সর্ব্বে সভায়াং স স্যেষ্ট সম্মান মাপ্তবান্ ॥ ৫৩

अन्त्यलीलायां ४र्थं अः

सोऽयं श्रीरामकृष्णस्य तद्रूपेण यदा विशत् ।
गृहं तस्मादपि स्वोच्चरवं श्रुत्वा यतीश्वरः ॥ ६८
पण्डित स्कन्धमारुह्य सुकृपां ज्ञातवानति ।
एवं भगवतः स्पर्शं दिष्टदेव स्वरूपकं ॥ ६९
मत्वा स्तोषी द्राम द्राम विघ्नायतं गजानन
गललग्नो भवद्दासा साष्टङ्गं प्रणिपत्यतं ॥ ७०
नमो विघ्नविनाशाय नमो मङ्गल हेतवे ।
नमो भगवते तुभ्यं गणाधिपतये नमः ॥ ७१
पाशाङ्कुशौकल्पलताविषाणं
दधत् समुण्डाहित बोज पुरः ।
रक्तस्त्रिणेत्र स्तरु नेन्दु मौलि
हारीज्वलोऽस्ति सुखोऽयतात्रः ॥ ७२

Hence, he had always the undisputed superiority in every meeting and would win the highest honour. But when he entered the room of Thakur with his loud shout, Thakur pressed his shoulders with a more louder shout. By the touch of Thakur, Pandit Gouri felt that Thakur was none but his own presiding deity, Gajanan. So he fell at the feet of Thakur and prayed, "Oh lord, I bow down to you who relieve us of all our difficulties and give us all happiness." 67 to 72.

অন্ত্যলীলায়াং ৪র্থ অংশ

অতএব সকল সভাতেই গৌরী পন্দিতের জয়লাভ হইত। এই রূপভাবে তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিতেন। ৬৭

কিন্তু গৌরী পণ্ডিত যেসময়ে ঠাকুরের গৃহে জ্ঞানগণেশের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রবেশ করিয়া ছিলেন সেই সময়ে ঠাকুর পণ্ডিতের অপেক্ষা আরও উচ্চৈঃস্বরে হারে রে রে ধ্বনি করিয়া পণ্ডিতের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক পণ্ডিতকে কৃপা করিয়ছিলেন। ৬৮

এইরূপভাবে ঠাকুরের অনুগ্রহে এবং তাঁহার স্পর্শমাত্রে ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ইষ্টদেব স্বরূপ গণপতি জানিয়া গলদেশে বস্ত্রের সহিত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক এইরূভাবে স্তব করিয়াছিলেন। ৬৯।৭০

হে সর্ব্বমঙ্গলের আধার বিঘ্নবিনাশন গণাধিপতি আপনাকে পুনঃ পুনর্ব্বার নমস্কার করি। ৭১

হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব আপনিই পাশ অঙ্কুশ কল্পলতা ও একটি গজদন্ত ধারণ পূর্বক বিরাজিত আছেন। এবং আপনার শিরোদেশে যাবদীয় সাধন ফলের বীজ দ্বারা পরিপূরিত রক্তবর্ণ বিগ্রহ ত্রিনয়ন মস্তকে নবোদিত চন্দ্র, হারাদি ভূষণে বিভূষিত জ্যোতির্ম্ময় হস্তিমুণ্ড আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ৭২

नमो भगवते तुभ्यं वेद वेद्याय वेधसे।
जीवानामनुकम्पार्थं जातोऽसि पृथिवीतले ॥ ७३
स्तुत्वैवं श्रीरामकृष्णं भक्त्या गदगदया गिरा।
जगाम स्वशिष्यगणैः श्रीगौरी पण्डितोगृहं ॥ ७४
पण्डितानां गुणवतां साधूनां समचेतसां।
सर्व्वेषामेव सविधे रामकृष्णः स्वयं हरिः ॥ ७५

অন্ত্যলীলায়াং ৪র্থ অ

যাতিতেষা দর্শনার্থং তত্তদ্গেহে মহামতি ।
যদিকশ্চিন্নিজ জন ঠাকুর পরিপৃচ্ছতি ॥ ৭৬
ভবদ্বিধ জনস্যে দৃগযাচিত গতি কথ ।
শ্রুত্বেদ ভাষণন্তস্য ঠাকুর স্তমুবাচহ ॥ ৭৭
ভোবত্স যস্যাস্তি গুণো বিপুল স গুণী মত ।
অতত্ত্ব শাস্ত্র বাক্যন্তু শৃণু পুত্র যথোদিতম্ ॥ ৭৮

Thus, after paying all homage to Thakur, Pandit Gouri left the place with his followers Thakur used to go to visit all talented persons If somebody would protest against such visits and say that for prestige's sake Thakur should not call at any body's house without invitation, Thakur would reply that men of lasting qualities and virtues were always honoured 73 to 74

বঙ্গানুবাদ :—

হে বেদ গোচর ভগবান জগৎ কর্ত্তা আপনাকে নমস্কার করি। আপনি জীব সকলের উদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপ ভাবে গদগদ বাক্যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে স্তব করিয়া শিষ্যবর্গের সহিত গৌরী পণ্ডিত নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন। ৭৩।৭৪

সদগুণান্বিত সাধু সমদর্শী পণ্ডিতগণের দর্শনার্থে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব স্বয়ং প্রত্যেকের গৃহে যাইতেন। ৭৫

এজন্য যদি কোন শিষ্য বা আত্মীয় ঠাকুরকে কহিতেন যে আপনার মত লোক এরূপভাবে অনাহূত হইয়া অন্যের গৃহে গমন

করা আমাদের কেমন মনে হয়। এইরূপ কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিতেন।

দেখ হে বাপু যাঁর প্রচুর সদ্‌গুণ আছে তাহাকে গুণী বলে। এ বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য যাহা আছে তাহা বলছি শোন। ৭৮

মুক্তা হি জবয়া রক্তা জবা শুভ্রান মুক্তয়া।
ভবেৎ পরগুণগ্রাহী মহীয়ানেষ নেতরঃ ॥ ৭৯
অতোঽহং সজ্জনগুণান্ গ্রহীতুং ব্যগ্রতাং গতঃ।
তস্মাদ্গচ্ছামি দেবেন্দ্র-কেশব সাগরাদয়ঃ ॥ ৮০
এতেষাং কীদৃগস্ত্যস্তি গুণরত্নং সদাধিতু।
তদহং সকাশং গচ্ছামি রত্নলাভায় নিশ্চিতং ॥ ৮১
অতঃ সৎসঙ্গলাভায় মানবৈর্যত্নতা সদা।
সৎ সঙ্গেন বিনা কোঽপি মানুষ্যং নাভি বিন্দতি ॥ ৮২
অব্রবীত্ শ্রীভগবতা ভক্ত সুহিত্যচোদ্ধব।
সৎসঙ্গে নহি দৈত্যা যাতুধানাঃ খগামৃগাঃ ॥ ৮৩
গন্ধর্বাপ্সরসোনাগাঃ সিদ্ধাচারণ গুহ্যকাঃ।
বিদ্যাধরামনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ ॥ ৮৪

He also said, "Pearl can take in the red complexion of Jaba flower but the latter cannot imbibe the whiteness of the former. It is only the great man who can appreciate the virtues of others. I am eager to appreciate the talents of talented men. It is why I go to see such great personalities as Maharshi Debendra Nath, Keshab Vidyasagar and others. Without good compañon-

সর্প সমূহ সিদ্ধ চারণ গুহক ও বিদ্যাধরাদি এবং মানুষের মধ্যে ধর্ম্ম বণিক ধর্ম্ম ব্যাধ ব্রাহ্মণ পত্নীগণ রাজসিক বা তামসিক প্রবৃত্তি সম্পন্ন অতি নীচ জাতি রুহিদাস প্রভৃতি চর্ম্মকারগণ সেই সেই যুগে ত্বষ্টা বা কয়াধুর পুত্রগণ বৃষ পর্ব্বা বলিরাজ বাণরাজময় দানব সুগ্রীব হনুমান ব্যাধ কুব্জা গোপীগণ ইহাদের মধ্যে একটি ও বেদ বা বেদান্ত শাস্ত্র পড়েন নি বা গুরু কুলে বাসও করেননি এবং যার ব্রত তপস্যার কিছু মাত্র অনুষ্ঠান না করিয়া কেবলমাত্র আমার সঙ্গ বশতঃই আমাকে পাইয়াছেন। এইরূপভাবে সৎসঙ্গ মহিমা শাস্ত্রে বলিয়াছেন ॥ ৮৩।৮৪।৮৫।৮৬।৮৭।৮৮

বজ স্তামঃ প্রকৃতয় স্তস্মিং স্তস্মিন্ যুগে যুগে।
বহবোমৎ পদং প্রাপ্তা স্ত্বাষ্ট্র কায়াধবাদয়ঃ ॥ ৮৫
বৃষপর্ব্বা বলির্বানোময়শ্চাথ বিভীষণঃ।
সুগ্রীবোহনুমান্ ঋক্ষোগজোগৃধ্রো বণিকপথঃ ॥ ৮৬
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজগোপ্যোযজ্ঞ পত্ন্যস্তথাপরে।
তেনাধীতাঃ শ্রুতিগণা নোপাসীত মহত্তমাঃ ॥ ৮৭
অব্রতাস্তপ সো সত্সঙ্গান্মামুপাগতাঃ।
এবং সত্সঙ্গমহিমাধর্ম্মগাস্তে নিরূপিতঃ ॥ ৮৮
অতঃপরং লক্ষণঞ্চ সাধোঃশৃণুবদামি ভোঃ।
যচ্ছ্রুত্বামুচ্যতে জন্তুর্জগদ্ব্যাপার যাতনাত্ ॥ ৮৯
ন হৃষ্যতি সম্মানে নাবমানেন কুপ্যতি।
ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রুতেচ্ছে তৎ সাধোস্তু লক্ষণম্ ॥ ৯০

"Twastra, Kayadhu Brisaparba, Bali, Bana, Maya, Vibhishana, Sugrib, Hanumana, Riksha, Gaja,

अन्त्यलीलायां ४र्थ अः

Gridhra, Kubja, woman of Brajadham and others who had not studied the Vedas, nor acquired any merit through austerity or penance attained salvation by the virtue of their companionship with me only. Such is the fruit of good companionship. Now I tell you the virtues of a holy man. He who never feels himself elated by honour, nor gets angry when insulted, nor utters harsh words in anger is a good or holy man. 85 to 90

বঙ্গানুবাদ :—

ইহার পর তোমাদিগকে সাধু বা সজ্জনের লক্ষণ বলিতেছি শোন। যাহা শুনিলে সংসার যাতনা সমূলে বিনাশ হয়। ৮৯

যাঁহাকে সম্মান করিলেও আনন্দিত হন না। অপমান করিলেও ক্রোধ করেন না বা ক্রুদ্ধ হইয়া কখনও কঠিন কঠিন কথা বলেন না। ইহাই সর্ব্বোত্তম সাধুর লক্ষণ। ৯০

आत्मानं पीड़यित्वापि साधुः सुखयते परं।
ह्लादयन्नाश्रितान् वृक्षो दुःखञ्च सहते स्वयं ॥ ९१
यत् पूजायां भवेत् पूज्योदृष्ट्यान यमदर्शनं।
पापसंङ्घः स्पर्शनाच्च किमहो साधुसखमः ॥ ९२
साधूनां हृदयो धर्म्मो वाचोवोनः सनातनाः।
कर्म्मक्षयानि कर्म्मानि यतः साधुर्हरिः स्वयं ॥ ९३
अतो दुःसङ्गमुत्सृज्यसत्सुसज्जेत बुद्धिमान्।
सन्त एवास्य च्छिन्दन्तिमनोव्यासङ्गमुक्तिभिः ॥ ९४

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते

अन्त्यलीलायां ४र्थे अः

श्रीरामकृष्णभागवतसंहितायां अन्त्यलीलायांचतुर्थोऽध्याये श्रीसारदा देव्या, स्वामि सान्निध्यलाभ स्तया विद्यासागरादि बहु पण्डितवार्त्ता सत्-सङ्गोपदेशयश्च वर्णितः ॥ अः ४ अः ॥

He troubles himself to bring pleasure to others, just as a tree suffers to do good to its parasite creepers. A man becomes respectable, immortal and free from all sin by virtue of good companionship. Therefore, all wise men avoid bad companions and accompany the good. 91 to 94

Here ends the fourth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

चन्द्रलीलायाः पञ्चमोऽध्यायः ॥ अः ५ ॥

वदन्ति चैवं बहवो विचक्षणाः
श्रीरामकृष्णस्य न चास्ति शिक्षणम् ।
वेदे पुराणे खलु तन्त्र मन्त्रयो
स्तदर्थ मेतच्चरितं मयोच्यते ॥ १
कथं न ते वै जगतां परं गुरुं
दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः ।
विदन्ति तं वेद पुराणवाग् यतः
प्रकाशिता लोकहिताय मेव सा ॥ २
यदं शविद्धाः सुर मानवादयो
यल्लब्धबुद्धया प्रचरन्ति कर्म्मसु ।
स एव विज्ञानघनो हि संस्कृतां
वाचं न विन्दन्ति वदन्ति वातुलाः ॥ ३

It was said by some pandits that Sri Ramakrishna was not conversant with the Vedas, the Puranas and the Tantras etc. It was not correct. Those who are fond of earthly pleasure cannot know God from whom the Vedas, the Puranas etc. have emanated for the well-fare of humanity. They are void of intellect who can say that the Divinity whose a particle of intelligence can animate the world to move and work is ignorant of Sanskrit language. 1 to 3

অন্ত্যলীলায়াং ৭ম অঃ

অধ্যায়ে ঠাকুরের পুরাণাদিতে কিরূপ জ্ঞান ছিল তাহা বলা হইতেছে। ১

এই কলি যুগে দূষিত অন্তঃকরণ যে সকল ব্যক্তি কেবলমাত্র বাহ্য বিষয় সকলকে অর্থাৎ স্রক্ চন্দন ও বনিতাদি ভোগ্য বস্তু সকলকেই অতি প্রিয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা ভগবান হইতে জগতের মঙ্গলের জন্যই বেদ পুরাণাদি প্রকাশিত হইয়াছে সেই পরম গুরু পরমেশ্বর ভগবানকে জানিতে পারেনা। ২

এবং ভগবানের অতি সূক্ষ্ম চৈতন্যাংশ বিদ্ধ হইয়া জীবগণ বুদ্ধিবৃত্তি লাভ করতঃ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইতেছেন। সেই বিজ্ঞান ঘন স্বরূপ ভগবান সংস্কৃত বাক্য জানেন না এইরূপ বাক্য পাগলেরাই বলিয়া থাকে। ৩

বৈকুণ্ঠং ঠাকুরোঽপ্যাহ ভক্ত মৈকান্তিনং ক্বচিৎ।
সিদ্ধ ভক্ত গবর্য্যায়াশ্চরিতং পঠমোঽধুনা ॥ ৪
ভক্তে নোক্তং পঠ্যতে কিং মূলং বানুক্তিরেব বা।
ততঃ শ্রীঠাকুরেণোক্তং মূলমেব পঠস্ব ভো ॥ ৫
তচ্ছ্রুত্বা প্রবরঃ শিষ্য মনস্যেব ব্যচিন্তয়ৎ।
যৎকিঞ্চিদেব ভাষায়াং জ্ঞানং মেঽস্তিসুনিশ্চিতং ॥ ৬
ঠাকুরস্যাপিতদ্রূপং সংস্কৃতে শাস্ত্র সাগরে।
যৎকিঞ্চিদেব পাণ্ডিত্যং ভাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৭
বিশদ্ধ শাস্ত্র পঠনে যন্নির্নাস্তি মম ধ্রুবং।
তথাপি ঠাকুরস্যাজ্ঞালঙ্ঘনং মত্যমঙ্গলং ॥ ৮
অতোঽহং পাঠয়ামীদং মূলং সংস্কৃত মেবহি।
অন্তর্যামী সুবিজ্ঞায় শিষ্যস্য বক্তি বিক্রিয়াং ॥ ৯

Once Thakur asked his favorite disciple, Baikuntha, to read out the episode depicting the life of Sabari, a holy devotee. Baikunth asked, "Should I read the original in Sanskrit or its translation in Bengali?" Thakur asked him to read out the original story in Sanskrit. At this, Baikuntha thought, "I, and so also Thakur, have little knowledge in Sanskrit. However it will not be wise to disobey Thakur. So I should read out the original in Sanskrit." Thakur understood the mind of Baikuntha. 4 to 9

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর একদিন প্রিয় ভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালকে বলিয়াছিলেন। ওহে সান্ন্যাল এখন সিদ্ধ ভক্ত শবরীর চরিত্র পাঠ কর। সান্ন্যাল বলিয়াছিলেন মূল সংস্কৃত পাঠ করিব না বাংলা অনুবাদ পাঠ করিব। ঠাকুর বলিয়াছিলেন তুমি মূল সংস্কৃতটিই পাঠ কর। ৫

শিষ্য প্রবর ঠাকুরের কথা শুনিয়া মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন দেব ভাষায় আমার জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র ইহা নিশ্চিত। অত্যন্ত দুর্বোধ্য সংস্কৃত শাস্ত্রে ঠাকুরেরও তদ্রূপ অতএব আমাদের উভয়েরই যে এ বিষয়ে অতি অল্প জ্ঞান এবিষয়ে নিঃসন্দেহ। বিশুদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠে শক্তি নাই ইহা যথার্থ সত্য। তথাপি ঠাকুরের আদেশ যদি পালন না করি তাহাতে ভাল হইবে না। ৬।৭।৮

অতএব আমি মূল সংস্কৃতটিই পাঠ করি। এইরূপ নিশ্চয় করিলে অন্তর্যামী ঠাকুর অতি প্রিয় শিষ্য বৈকুণ্ঠনাথকে বলিয়াছিলেন ওহে বৎস আজ তোমার নিকটে আমার পরীক্ষা উপস্থিত হইল। ৯।১০

অন্ত্যলীলায়াং ৯ম অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

এই পরম পবিত্র রামায়ণে ভয়ঙ্কর অরণ্য কাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ে মহর্ষি বাল্মকী মুনি শবরীর সর্ব্বোত্তম সাধন ও বিশুদ্ধ চরিত্র বলিয়াছেন যে সাধনার ফলে সেই সময় শবরী শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় অত্যন্ত দুর্লভ বিশিষ্ট পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গেরই বাসভূমি দেবালয়ে গমন করিয়াছিলেন। ১১।১২

সেই অধ্যায়ে যে সকল শ্লোক আছে সেইগুলি আমার মুখ হতে শোন। যে রামায়ণ শঙ্করের মুখ হইতে শঙ্করী শ্রবণ করিয়া শ্রবণের ফলে সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ১৩।১৪

সেই শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবের অনুসন্ধানে যাইতে যাইতে পম্পা নামে পুষ্করিনীর পশ্চিম তীরে যাইয়া সেই স্থানে শবরীর পবিত্র আশ্রম দেখিয়াছিলেন। ১৫

তীতমাশ্রম মাসাদ্য দ্রুমৈ র্বহুভিরাবৃত'।
সুরম্য মভিপশ্যন্তৌ শবরী মভ্যুপেয়তুঃ ॥ ১৬
তৌদৃষ্ট্বাতু তদাসিদ্ধা সমুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
পাদৌজগ্রাহ রামস্য লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ ॥ ১৭
পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ সর্ব্বং প্রাদাদ্ যথাবিধি।
তমুবাচততোরামঃ শ্রমনী'ধর্ম্ম সংহিতা ॥ ১৮
কচ্চিত্তে নির্জিতাবিঘ্নাঃ কচ্চিত্তে বর্দ্ধতে তপঃ।
কচ্চিত্তে গুরু শুশ্রূষাসফলা চারু ভাষিনি ॥ ১৯
কচ্চিত্তে নিয়তঃ কোপ আহারস্য তপোধনে।
কচ্চিত্তে নিয়মাঃ প্রাপ্তাঃ কচ্চিত্তে মনসঃ সুখ' ॥ ২০
রামেণ তাপসী পৃষ্টা সা সিদ্ধা সিদ্ধ সম্মতা।
শশংস শবরী হৃষ্টা রামায় প্রত্যবস্থিতা ॥ ২১

Rama and Lakshmana approached Shabari as they passed through enjoying the beautiful scenery of the place. Sabari fell at their feet and welcomed them cordially. Sri Ramachandra enquired, "Have you any grievance? Are you doing well with your penance? Have your services to your superiors been fruitful? Are your habits moderate and controlled? Have you gained your peace of mind?" On hearing this, Shabari replied. 16 to 21

বঙ্গানুবাদঃ—

বহুতর বৃক্ষ বেষ্টিত পবিত্র আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ প্রবেশ পূর্ব্বক আশ্রমের চতুর্দ্দিকে অতি মনোরম দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে শবরীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৬

তখন সিদ্ধা শবরী তাঁহাদের দুই জনকে দেখিয়া উঠে দাঁড়াইয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের এবং জ্ঞানাবতার লক্ষ্মণের পাদপদ্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭

এবং যথা শাস্ত্র পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয়াদি দিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে পূজিত শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম্মচারিণী সন্ন্যাসিণী শবরীকে বলিয়াছিলেন। ১৮

হে শবরী তোমার বিঘ্ন সকল দূরীভূত হইয়াছে ত। তোমার তপস্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে ত।

তোমার ক্রোধ উপশমিত হইয়াছে ত। আহারে সংযম করিতেছ ত। তোমার তপস্যার নিয়ম অর্থাৎ যম যে অনুষ্ঠান

করা কর্ত্তব্য তাহা হইতেছে ত। তোমার মন সর্ব্বদা আনন্দে আছে ত। হে সুন্দর ভাবিণী তুমি গুরু সেবার ফল ভগবানের দর্শন লাভ করিয়াছ ত। ১৯ ২০

সিদ্ধ যোগীদিগের ও সমাদরণীয়া সিদ্ধা শবরীকে শ্রীরামচন্দ্র এইরূপভাবে জিজ্ঞাসা করিলে বৃদ্ধা শবরী শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন। ২১

অদ্যপ্রাপ্তা তপঃসিদ্ধি স্তব সন্দর্শনান্ময়া।
অদ্য মে সকলং জন্ম গুরু বশ্চসুপূজিতাঃ ২২
অদ্য মে সফলং তপঃ স্বর্গশ্চৈব ভবিষ্যতি।
ত্বয়িদেব বরে রাম পূজিতে পুরুষর্ষভ ॥ ২৩
তবাহং চক্ষুষা সৌম্য পূতা সৌম্যেন মানদ।
গমিষ্যাম্যক্ষয়াল্লোকান্ ত্বৎ প্রসাদাদরিন্দম ॥ ২৪
চতুর্থং শ্লোক মারভ্য যাবৎ স্যাত্তু ত্রয়োদশ।
শবরী রামসংবাদ শ্লোকাশ্চৈতে ময়োদিতাঃ ॥ ২৫
অন্তরাবহবঃ শ্লোকাঃ সন্তিতানাধুনা বয়ং।
ভোঃ পুত্র ত্বাং বদিষ্যামঃ শেষং যত্তদ্বদাম্যহং ॥ ২৬
কর্ণয়ৈকাগ্র মনসা সর্ব্বলোক মলাপহং।
দ্বাত্রিংশল্লোকাদারভ্য ষট্ত্রিংশাবধি পুত্রক ॥ ২৭

"To day I have attained the end of penance by your appearance before me. My life have been worth living, and I feel myself blessed." I have now told you from the fourth to thirteenth verses narrating the conversation between Ramachandra and Sabari. There are many other

verses of which I shall now tell you the concluding ones, extending from thirty-second to thiriy-sixth verses." 22 to 28

বঙ্গানুবাদ :—

হে ভগবান আপনার দর্শনেই আজ আমি সিদ্ধি লাভ করিলাম। আমার জন্ম সার্থক হইল। গুরু পূজার ফল পাইলাম। তপস্যা সফল হইল। আজ আমি নিশ্চয় স্বর্গে যাইব। হে পূর্ণ ব্রহ্ম রাম তুমি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দেবতা। তোমার দর্শন মাত্রে জীব মুক্ত হয়। ২২।২৩

হে সম্মান দাতা শুভ দর্শন রাম! তোমার মঙ্গলময় দৃষ্টিতে আজ আমি পবিত্র হইলাম। হে শত্রু তাপন রাম আজ আমি তোমার অনুগ্রহে ভগবল্লোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করিব। ২৪

আমি তোমাকে চতুর্থ শ্লোক হতে ১৩ ত্রয়োদশটি শ্লোক পর্যন্ত শবরীর সহিত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কথোপকথন বলিলাম। ২৫

হে পুত্র তোমাকে যে সকল শ্লোক বলিলাম তাহার মধ্যেও অনেক শ্লোক আছে সেগুলি এখন বলিব না। সর্গের শেষে যে সকল শ্লোক আছে সেইগুলি বলিতেছি তুমি শোন। ২৬

যে সকল শ্লোক শুনিলে পাপ নাশ হয়। সেই শ্লোকগুলি ৩২ বত্রিশ শ্লোক হতে আরম্ভ করিয়া ছত্রিশটি শ্লোক পর্য্যন্ত। ২৭

তপোবলাৎ শবর্য্যা হি স্বর্গারোহণমুত্তমং।
যস্মিন্ শ্রুতে নরাণাং বৈ স্বর্গঃ সুনিকটোভবেৎ॥ ২৮
তামুবাচ ততোরামঃ শবরীং সংযতব্রতাং।
অর্হিতোঽহং ত্বয়াভদ্রে গচ্ছকামং যথা সুখং॥ ২৯

अन्तर्लीलायां ५म अः

इत्येवमुक्ता जटिला चीरकृष्णा जिनाम्बरा ।
अनुज्ञाताऽथ रामेणहुत्वात्मान हुताशने ॥ ३०
ज्वलत्पावक सङ्काशा स्वर्गमेवजगाम सा ।
दिव्याभरण संयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना ॥
दिव्याम्बर धरातत्र बभूव प्रियदर्शना ।
विराजयन्ती त देश विद्युत् सौदामनी यथा ॥ ३२
यत्रते सुकृतात्मानो विचरन्ति महर्षय: ।
तत् पुण्य भवरीस्थान जगामात्म समाधिना ॥ ३३

"By virtue of her penance Shabari attained eternal bliss. Those who listen to this story become also blessed. Rama said to her, "Dear lady, I am very pleased with you. You may take your course as you like." At this Shabari cast herself into fire. She became transformed into a heavenly body and went to the heavens."

28 to 33

अन्त्यलीलायां ५म अः

নিজ দেহটিকে হোমাগ্নিতে বিসর্জ্জন দিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির মত দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। ৩০

পরন্তু স্বর্গীয় বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য ও চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিতা শবরী অতি সুন্দর দেহ ধারণ পূর্ব্বক সেই প্রদেশটিকে বিদ্যুতের আলোকের মত আলোকিত করিয়াছিল। এবং পুণ্যাত্মা মহর্ষিগনের স্থানে অর্থাৎ স্বর্গে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপই শবরীর অলৌকিক তপস্যা। ৩১।৩২।৩৩

ठाकुरस्य मुखात् श्रुत्वा शिष्यो वाकशून्यतां गतः।
परन्तु कथमेतेषां सरला वृत्ति पूर्व्वकं ॥ ३४
श्लोकानामङ्क संख्याच ठाकुरः स वदत्यहो।
अत्याश्चर्य्य मिदं मन्ये न दृष्टं केन कुत्रचित् ॥ ३५
यथा ज्ञानैकसामास्ये क्षारदानेऽभवत्तथा।
ममास्य तादृगश्चाद्य नाहं वक्तुं समुत्सहे ॥ ३६
एवं चिन्तापरीतं तं ठाकुरः पुनरब्रवीत्।
इयं वैङ्गलभावानां युष्माकमागतेः पुरा ॥ ३७
स्थानेऽस्मिन्नागताः सर्व्वे स्थिताश्च बहुपण्डिताः।
तेषामास्यान्मयायत्तद्वेद वेदान्त संहितां ॥ ३८
रामायण भागवत धर्म्मशास्त्रादिकं श्रुतं।
तत्सर्व्वमङ्कितश्चासीन्मम चित्तपटे ध्रुवं ॥ ३९

Hearing all these from Thakur, his disciple was struck dumb. He wondered how Thkur could recite so easily the Sanskrit verses with their numbers. Thakur again said to him, "I have kept

अन्त्यलीलायां ५म अः

in my memory all these Shastras including the Vedas, Samhita, the Ramayana, the Bhagabat etc. which I have heard from Pandits who had come here." 34 to 39

ঈশানুবাদ :—

ঠাকুরের মুখ হইতে এইরূপ সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়া শিষ্য অবাক্ অর্থাৎ বোবার মত হইয়া ভাবিয়াছিল। ঠাকুর এই সকল শ্লোক অভ্যাস করার মত বিশুদ্ধভাবে পাঠ করিলেন। পরন্তু শ্লোক সকলের সংখ্যাই বা কিরূপে জানিতে পারিলেন ইহা অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। এরূপভাবে শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া মনে রাখা কেহ কখনও পারে নাই বা শুনেও নাই॥ ৩৪।৩৫

জোঁক নামক জলীয় কীটের মুখে চুন পড়িলে বা দিলে যেমন তার তৎক্ষণাৎ মুখ বন্ধ হইয়া যায় সেইরূপ আমার মুখ আর কথা বলিতে পারিতেছে না। ৩৬

ঠাকুর বলিলেন দেখ হে বাবু! এই দক্ষিণেশ্বরে তোমাদের মত ইংরেজী শিক্ষিত আসিবার পূর্ব্বে যে সকল পণ্ডিত আসিয়া থাকিতেন তাহাদের মুখ হইতে বেদ বেদান্ত সংহিতা রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র যে সকল শুনিয়াছি। সেই সকল আমার মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া আছে। ৩৭।৩৮।৩৯

ततः पुन रिद' वाक्य मुवाच ठाकुर स्तदा।
वेद पुराण शास्त्रानि शृनुयात् कर्णवर्त्मना॥ ४०
परन्तु तन्त्रोक्तदिशा साधयेत् साधकोत्तमः।
प्रायेणास्मिन् कलियुगे सर्व्वे देवाः सवासवाः॥ ४१

অন্ত্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ

নিদ্রিতা ন্নভবন্ কিন্তু দ্বাবেতৌ জাগ্রতঃ সদা।
জগদম্বা মম মাতা কালী কৈবল্যদায়িনী ॥ ৪২
শ্রীরামকৃষ্ণো ভগবানিতি মে নিশ্চিতং মতম্।
সাধকা সমনুধ্যানাৎ পশ্যেযুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩
পুনরপ্যেবমুক্তোঽহং ঠাকুরেণ মহাত্মনা।
পিতুঃ করং প্রগৃহ্যৈব বালকো যদি গচ্ছতি ॥ ৪৪
ন তস্য পতনাদ্ভীতিরস্তি তেন স রক্ষিতঃ।
দৃষ্টৈবং শ্রীঠাকুরস্য সাক্ষাৎ শ্রুতিধরস্য চ ॥ ৪৫

"Those who worship the Goddess with undiverted concentration do not listen to the Shastras. In this Kali yuya, all gods and goddesses except Goddess Kali and Lo rd Ramkrishna are asleep. So those who are devoted to these two beome blessed. The child who goes along holding the hand of his father has no fear of falling down." 40 to 45

বঙ্গানুবাদঃ—

পুনরায় ঠাকুর বলিলেন উত্তম সাধকগণ বেদ পুরাণের কথা কাণে শুনিবে আর তন্ত্র মন্ত্র মতে সাধন করিবে। ৪০

এই কলিযুগে ইন্দ্রাদি দেবতা সকল প্রায়ই নিদ্রিত থাকেন। কেবলমাত্র আমার মাতা জগদম্বা কৈবল্যদায়িনী কালী আর রামকৃষ্ণ ইহাঁরাই জাগ্রত আছেন। ইহাই আমার সিদ্ধান্ত মত। ৪১।৪২

সাধকগণ আজ পর্য্যন্ত সাধনা দ্বারা ইহাঁদিগকেই প্রত্যক্ষ করিতে-

अन्त्यलीलायां ५म अः

ছেন। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৪৩

ঠাকুর পুনরায় আমাকে বলিয়াছিলেন। বালক যদি পিতার হাত ধরিয়া যায় তবে সেই বালকের পতন জন্য ভয় থাকে না। যেহেতু পিতাই বালকের রক্ষক। ৪৪

সাক্ষাৎ শ্রুতিধর ঠাকুরের এইরূপ দিব্যশক্তি দেখিয়া প্রিয় শিষ্য বৈকুণ্ঠ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। ৪৫

अलौकिकीं महाशक्तिं शिष्यो विस्मयमाप्तवान्।
एतेनास्य ठाकुरस्य शास्त्रज्ञानं कीदृग्विधं ॥ ४६
ये जानन्ति ठाकुरस्य ज्ञानविज्ञानवैभवं।
तैरेव तस्य भक्तैर्हि सह जेनानुमीयते ॥ ४७
साक्षाद्भगवतो यस्य शौचाशौचातिगात्थितिः।
आचार पालनन्तस्य लोकशिक्षन हेतवे ॥ ४८
शौचात् परं ठाकुरस्तु युवकं कञ्चिदब्रवीत्।
अधुना जलमानीयमत् पादक्षालनं कुरु ॥ ४९
तेनाप्युक्तं कुथञ्चैतत् शुद्धस्य नास्ति शोधनम्।
श्रुत्वैवन्तद् युवकस्य भाषनं हास्यपूर्व्वकं ॥ ५०
उवाच यद्यहं धृष्ट मूत्रयामि समुत्थितः।
तर्हि भो श्यालका यूयं मूत्रयन्ति प्रदक्षिणं ॥ ५१
अतो वो मङ्गलार्थं मे अचार प्रतिपालनम्।
नह्याचार विहीनस्य सुखमत्र परत्र च ॥ ५२

The disciple became very much surprised to see such divine power of Thakur. This showed how profound was the knowledge of shastras of

Srt Ramakrishna. He who had raised himself far above purities and impurities abided by the rules and regulations only to set examples to teach the ways to others. One day after nature's call Thakur came back to the door of his cottage and asked a young man to wash his feet. At this, the young man said, "How is it that you who are free from all impurities need purification?" Thakur replied with a smile, "I abide by rules to bring good to you so that you may not have any reason to defy them. Indeed one who does not abide by rules is sure to be unhappy here and hereafter." 46 to 52

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ ব্যাপারে এই ভগবান ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শাস্ত্রজ্ঞান কিরূপ যেসকল ভক্ত জানেন তাঁহারাই সহজে অনুমান করিতে পারিবেন। ৪৬ ৪৭

যে ভগবানের শুদ্ধি এবং অশুদ্ধির পরপারে অবস্থান। তাঁহার সদাচার পালন কেবলমাত্র লোকশিক্ষা দিবার জন্য। ৪৮

ঠাকুর কোন একদিন শৌচকার্য্য শেষ করিয়া গৃহের নিকটে আসিয়া একটি যুবক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন তুমি জল আনিয়া আমার পা ধুইয়া দাও। ৪৯

যুবক শিষ্য ঠাকুরের কথা শুনিয়া বলিল যাঁহার নামে লোক শুদ্ধ হয় সেই নিত্য শুদ্ধ বস্তুর আবার শুদ্ধি হইা কিরূপ? সেই যুবক শিষ্যের কথা শুনিয়া ঠাকুর হাস্য পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। ৫০

ওহে চঞ্চল যুবক দেখ যদি আমি দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করি তাহলে তোমরা শালারা ঘুরে ঘুরে মুতবে। ৪১

অতএব তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমার এই সদাচার পালন। কারণ সদাচার শূন্য ব্যক্তির ইহলোক বা পরলোকে সুখ হয় না। ৫২

অথান্যস্মিন্দিনে মল্লো বলরাম বসুঃ শুচিঃ।
শৌচগৃহে সদাচারী দেহশুদ্ধিং প্রকল্পয়ন্ ॥ ৫২
দূরে দণ্ডায়মানন্তং দৃষ্ট্বান্তর্যামী ঠাকুরঃ।
তৎকরং স্বকরেনৈব বিধৃত্য সহসা প্রভুঃ ॥ ৫৪
সমানীয় স্ব সান্নিধ্য মুবাচ ত্বং সদা শুচিঃ।
যে কাম্য কর্ম্মিণো লোকাঃ সংসার বশবর্ত্তিনঃ ॥ ৫৫
তেষামেবসদাচার পালনং শাস্ত্রসম্মতম্।
সৎসঙ্গেন বিশুদ্ধা যে ভগবন্তং সমাশ্রিতাঃ ॥ ৫৬
তেষাং শুদ্ধ শরীরাণাং শৌচাশৌচেন তিষ্ঠতঃ।
ভগচ্চরণাচ্ছুদ্ধিঃ সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা ॥ ৫৭
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়মেবাহ ভক্তপ্রবরমুদ্ধবং।
শুকদেবাস্য গলিত শ্রীমদ্ভাগবতান্তরে ॥ ৫৮

One day Balaram Basu who was a very good devotee and a man of good manners and habits, was found to be waiting to wash himself. Thakur caught him by the hand and dragged him near to himself saying, "All these processes of purification are for them who live a family

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

life and serve the will of others. But those who purified themselves by holy companionship need not think of purities and impurities. In any state you are always pure as you remember God. In the Srimath Bhagabat of Sukadev, Lord Krishna told his devotee Uddhab." 53 to 58

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অন্য আর একদিন অতি পবিত্র সদাচারী ভক্ত বলরাম বসু শৌচ কার্য্য সমাপন করিয়া বস্ত্র ও গাত্র ধৌত করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া কিঞ্চিদ্দূরে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া অন্তর্যামী ঠাকুর হঠাৎ নিজ হস্তে বলরামের হস্ত ধারণ করিয়া নিজের কাছে বসাইয়া বলিয়াছিলেন ওহে বলরাম তুমি সর্ব্বদাই শুচি। অতএব তোমার শুদ্ধ দেহ অশুচি হইতে পারে না। যে সকল সংসারী বা সৎকর্ম্মে আসক্ত তাঁহাদেরই সদাচার পালন করা কর্ত্তব্য। ৫৪।৫৫

যে সকল লোক সৎসঙ্গ বশতঃ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ হইয়া ভগবানকেই একান্তভাবে আশ্রয় করেন সেইসকল বিশুদ্ধ দেহধারী ভক্তের শুচি অশুচি বলিয়া কিছুমাত্র থাকে না। তাঁহাদের সর্ব্বদাই ভগবৎ স্মৃতি থাকায় সকল অবস্থায় সর্ব্বদা শুচি থাকেন। ৫৬ ৫৭

মুক্ত পুরুষ শুকদেবের মুখনির্গত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ভক্ত-চূড়ামণি উদ্ধবকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। ৫৮

ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वा नपेक्ष कः।
सलिङ्गानाश्रमां स्त्यक्त्वाचरेदविधि गोचरः॥ ५९

अन्त्यलीलायां ५म अः

तावत् कर्म्माणि कुर्व्वीत न निर्विद्येत यावता।
मत् कथा श्रवनादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ ६०
अतोऽत्रठाकुरेणैव कृतः सिद्धान्त उत्तमः।
अधिकारि विभेदेन शस्त्राचारः प्रदर्शितः ॥ ६१
युवकस्य सदाचारं समान्ये नोक्तवान् प्रभुः।
बलराम सदाचारो विशेषेण प्रदर्शितः ॥ ६२

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्ण देवपत्नी सारदायां स्वतत्त्व विज्ञानं पण्डित वर्य्याणां कृतार्थी करणं श्रुतिधरत्वादि विज्ञापनं शौचाशौच स्वरूप कथनादिरूपोऽन्त्यलीलायाः पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५अः।

"Those who have attained divine wisdom, or have given up all attachments' or have dedicated themselves to God, have nothing to obey or abide by. Rules and regulations are for them who have attachments and no profound faith in God. The rules of the shastras vary according to the merit, and as such the rules which the aforesaid young man should follow do not hold good in the case of Balaram." 59 to 62

Here ends the fifth chapter of Antyalila of Shri Shri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

জ্ঞানী সন্ন্যাসী বা আমার নিষ্কাম ভক্ত ইঁহার, বর্ণাশ্রমের বহির্ভূত হইয়া বিধিনিষেধ লঙ্ঘন পূর্ব্বক বিচরণ করিবেন। ৫৯

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

যতদিন পর্য্যন্ত বৈরাগ্যের উদয় না হয় অথবা ভগবৎ কথায় ঐকান্তিক বিশ্বাস না জন্মে ততদিনই মানুষ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিবেন। ৬০

এখানে ঠাকুর এইরূপ সিদ্ধান্তই উত্তম বলিয়া মনে করেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তির অধিকার যেরূপ তিনি সেই মত শাস্ত্রোক্ত সদাচার পালন করিবেন। ৬১

ঠাকুর যুবক শিষ্যের সদাচারটিকে সাধারণের মত দেখাইয়াছেন। এবং বলরাম বসুর সদাচার বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন। ৬২

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে অন্ত্যলীলার পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাক্ষাৎ শ্রুতি-ধরত্ব ও সদাচারাদি বলা হইল। অঃ ৫ অঃ।

অন্ত্যলীলায়াঃ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

অথ মাতৃবিয়োগাৎ স পূর্ব্বস্মিন্ বৎসরে প্রভুঃ।
মধুমাসমধ্যমাসে ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বিনা ॥ ১
নেতারং পণ্ডিতবরং মহাভাগ সদাশয়ম্।
শ্রীকেশবচন্দ্র সেনং বরেণ্যং লোকবিশ্রুতং ॥ ২
দ্রষ্টুমত্যন্তমুদ্বিগ্নো বভূব ভক্তবৎসলঃ।
তদা কেশব সেনস্তু কলিকাতা সমীপত. ॥ ৩
জয়গোপাল সেনস্য বিল্বঘরিয়া গ্রামকে।
উদ্যান বাটিকা মধ্যেস্থিতঃ পরম যত্নতঃ ॥ ৪
ঠাকুরোঽপি তদুদ্যানে জগাম হৃদয়েনবৈ।
এবং শ্রীরামকৃষ্ণস্য দেবস্য শুভ দর্শনং ॥ ৫

অন্ত্যলীলায়াং ৫ষ্ঠ অঃ

প্রাপ্তঃ কেশব সেনেন পুণ্যপুঞ্জপ্রভাবতঃ।
ভাবভাবিত বাক্যৈশ্চ ঠাকুরস্য স কেশবঃ ॥ ৫

A year before the death of his mother, Thakur was very anxious to see Keshab Chandra Sen who was the famons scholar and leader of Brahma religion. At that time Keshab was residing in the house of Joy Gopal Sen in Belghoria near Calcutta. Thakur went to that place with Hriday. Keshab was much impressed by the divine and devotional words of Thakur. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর মাতৃবিয়োগের এক বৎসর পূর্ব্বে চৈত্র মাসে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের নেতা বিশিষ্ট পণ্ডিত মহাভাগ্যবান্ অতি উচ্চহৃদয় জগদ্বিখ্যাত কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়কে দেখিবার জন্য ভক্তবৎসল ঠাকুর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। ১।২

সেই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন কলিকাতার সন্নিকটে বেলঘরিয়া গ্রামে জয়গোপাল সেনের বাগান বাটীতে পরম সুখে অবস্থান করিতেছিলেন। ৩।৪

ঠাকুর হৃদয়ের সহিত সেই বাগান বাটীতে উপস্থিত হইলে কেশব সেনও বহু পুণ্যফলে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। ৫

এবং ঠাকুরের ভক্তিভাবিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মবাদী কেশব সেনও ভক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়াছিলেন। ৬।৭

अभेद ब्रह्मवादी च भक्त्या क्रष्टो बभूव ह ।
परन्तु श्रीरामकृष्णं पूजयामास भक्तितः ॥ ७
तेन सर्व्वैः कलिकाता वास्तव्यै र्मानवै स्तदा ।
विदितो रामकृष्णस्तु केशवेन प्रपूजितः ॥ ८
अपूर्व्वं साधकत्तम उदितो दक्षिणेश्वरे ।
एवं नानादिग्विदिक्षुः प्रभावस्य प्रभोस्तदा ॥ ९
प्रचारः पूर्णतां प्राप्तः प्राज्ञानां पूर्णसङ्गमात् ।
एवं ब्रह्म समाजस्योपरि श्रीठाकुरस्य च ॥ १०
प्रभुत्वस्य प्रकाशोऽभूद्विशिष्टय समादरः ।
प्रकाशकेष्वन्यतमो ब्राह्म धर्म्मस्य येन सः ॥ ११
विजयकृष्ण गोस्वामी स्व मतं परिवर्त्तितं ।
कृत्वा ब्राह्मसमाजञ्च तत्याज यदनुग्रहात् ॥ १२

Keshab sen who believed in one undivided entity was much attracted by devotional approach to God as enunciated by Sri Ramkrishna, and thereupon he appreciated the greatness of Sri Ramkrishna with great regard. Soon the news that Keshab Sen had worshipped Sri Ramakrishna with great devotion spread all over Calcutta, and the fame of Sri Ramakrishna as a great saint spread far and wide. Thakur secured a great influence over Brahma community. Bijoy Krishna Goswami who was one of the greatest exponent of Brahma religion became converted to Hindu religion, by the grace of Sri Ramakrishna. 9 to 12

অন্ত্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তজ্জন্য কলিকাতা বাসী জনসাধারণ সেই সময়ে জানিয়াছিলেন যে কেশব সেনের মত একজন মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া পূজা করিয়াছেন। ৮

অতএব দক্ষিণেশ্বরে একটি ভগতুল্য অত্যুচ্চ সাধক উদিত হইয়াছেন। এইরূপভাবে ঠাকুরের প্রভাব নানাদিকে পূর্ণরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার বিশেষ কারণ এই যে সেই সময়ে ঠাকুরের দর্শনার্থে পণ্ডিতগণ প্রায় দক্ষিণেশ্বরে গমনের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেন। এইরূপভাবে ব্রাহ্মসমাজেও ঠাকুরের বিশেষ ভাবে প্রতিপত্তি হইয়াছিল। এবং তাঁহাদের দ্বারা পূজিতও হইতেন। ৯।১০

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকের মধ্যে একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরের সংসর্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম সমাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক সনাতন কুলধর্ম্ম ভগবদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১১।১২

श्रीदक्षिणेश्वरोद्याने तदारभ्य महात्मनः।
अश्रुत पूर्व्व भावस्य महाशक्ति युतस्य च ॥ १३
साधकस्य सुप्रभावो व्याप्तो नाना ककुप्सुहि।
दक्षिणेश्वर आक्रोड़ो नाना जन समागमे ॥ १४
महातीर्थ स्वरूपोऽभूत्तीर्थ पाद समाश्रयात्।
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्य शूद्रः शङ्कर जातयः ॥ १५
ब्रह्मज्ञानी धनी मानी पण्डितो व्यवसायकः।
सन्न्यासी ब्रह्मचारी च वैद्या वैज्ञानिका स्तथा ॥ १६
विचारका राजभृत्या अत्युच्च पदधारिणः।
सर्व्वेऽप्यत्र समायाताः स्व स्व वृत्ति प्रगृह्य च ॥ १७

অন্ত্যলীলায়াং ৫ষ্ঠ অঃ

কোঽপি বা বিত্তদানায় বিশেষেণ সমুৎসুকঃ।
তথান্যে বিত্তলাভার্থমাগতা বহুদূরতঃ॥ ১৮

From that time onwards the glory of Sri Ramakrishna radiated far and wide, and due to constant pouring in of large number of visitors Dakshineswar temples became one of the holiest places of the world. People irrespective of caste or creed flocked to Dakshineswar from far off places, some to spend money on holy services and some to earn money from pilgrims. 13 to 18

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময় হইতেই ঠাকুরের মহাভাব বা মহাশক্তির প্রভাব চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সান্নিধ্য বশতঃ দক্ষিণেশ্বরের বাগানটি মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। ১৩।১৪

এমন কি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নীচ ব্রহ্মজ্ঞানী ধনী মানী পণ্ডিত ব্রহ্মচারী ব্যবসায়ী সন্ন্যাসী হৈন্ত বৈজ্ঞানিক বিচারক রাজদূতা ও অত্যুচ্চ পদধারী ইহাঁরা সকলেই নিজ নিজ কামনা পূরণার্থে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। ১৫।১৬।১৭

কেহবা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ঠাকুরকে অর্থ দিবার জন্য কেহবা বহু দূর হতে অর্থ প্রাপ্তির আশায়, কেহবা রোগ মুক্তির জন্য কেহবা পুত্রকে বশীভূত করিবার জন্য কেহবা নেকেন্দমার জন্য লাভের জন্য কেহ পুত্র লাভার্থে এইভাবে বহুতর ব্যক্তি বহুতর কামনা পরিপূরণার্থে অগাধ গম্ভীর অর্থাৎ অচঞ্চল ঠাকুরকে অতিশয় চঞ্চল করিয়াছিল। ১৮।১৯।২০

रोगनाशार्थं मन्ये वा स्त्रीपुत्र वश्यतेच्छया ।
राजद्वारे जयार्थं वा पुत्र प्राप्त्यर्थयाथवा ॥ १९

एवं नाना जना नाना कामना पूर्त्ति हेतवे ।
अनाथ गन्धोरमपि चञ्चल चक्रु रेवतं ॥ २०

तदैव माया परिमुक्त चेतसः ।
श्रीरामकृष्णस्य मुखारविन्दतः ।
उदात्त शब्दः सुमहान् समुत्थितो
ह्यहं सुदग्धो विषयस्य वार्त्तया ॥ २१

देहीतिमह्यं सुख भोगरूपे
स्त्रीकाञ्चने वाक्यचयेन सर्व्वदा ।
दग्धोऽस्मि तैः श्रवणे निरन्तरं
एतान् मां पान्तु मदीय किङ्कराः २२

कुत्रस्थिता स्ते विषयादिरागिणो
मदीय भक्ताः खलु ते सुसत्वरं ।
आगत्य सर्व्वे मम कार्य्य भारं
संगृह्णन्तु दुरागयादितः ॥ २३

Some came to be cured of their disease, or to tide over family troubles, or to have a favorable decree of the Court of Law, or to have a child born to them. Thus people came there to have their various desires fulfilled. Thakur became very much perturbed and said, "I am greatly afflicted with all these prayers for

earthly comfort and pJeasure. Oh my devotees and followers, come quickly to relieve me of my troublesome task." 19 to 23

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময় সর্ব্ব কামনা শূন্য বিশুদ্ধান্তঃকরণ ঠাকুরের মুখারবিন্দ হইতে জগতের মঙ্গলের জন্য যে অত্যুচ্চ শব্দ উদিত হইয়াছিল তাহা এইরূপ অর্থাৎ আমি বিষয় বিষের জ্বালায় পরিদগ্ধ হইতেছি কেবল মাত্র এইরূপ বার্ত্তাই শুনিতেছি যে আমাদিগকে স্ত্রী দাও কাঞ্চন দাও তাহাতেই আমরা সুখী হইব এই সকল বার্ত্তায় আমার কর্ণদ্বয় গদ্ধ হইতেছে। অতএব এমত সময়ে আমার ভক্তবৃন্দ আমার কাছে আসিয়া আমায় রক্ষা কর। ২১।২২

বিষয়মুক্ত আমার শিষ্যবর্গ এখন কে কোথায় আছ। তোমরা শীঘ্র আমার নিকটে আসিয়া আমাব কার্য্যভার গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে এইরূপ দুষ্ট ভাব হতে পরিত্রাণ কর। ২৩

এব স্বপূর্ণস্বভাব বিভাবিতাত্মনঃ
পুণ্যেচ্ছয়াকৃষ্ট তদীয় পার্ষদাঃ।
জগদ্ধিতায়ৈব গৃহীত শক্তয়ঃ
প্রাপুয়তে শ্রীগুরুপাদ সন্নিধিং॥ ২৪
তেনৈব লভ্যং বিমলং বিশিষ্টং
জ্ঞানং সতত্ত্বাধিগমং পুরাণং
নীত্বাঞ্জলী তে সমুপস্থিতা স্তদা
যে চাস্য ভক্তা জগতো বরেণ্যাঃ॥
সুরেন্দ্রনাথঃ পরমার্থ বেদী কালী ময়ী তারকনাথ ভক্তঃ।
নিরোধ গঙ্গাধর রামদত্তা রাখাল রাজোত্তম ভক্তবর্গাঃ॥ ২৫

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अः

श्रीबाबुरामादय एव सर्व्वे देहो मनः प्राण वचांसि वै तदा।
गुरोः पदाब्जे सकलं समर्प्य जनौघ चाञ्चल्यमशोशमन् गुरोः॥ २७

To relieve Thakur of his worriers, there came forward many an able and wise devotee in response to his call. Among them most noteworthly were Narendranath, Kashinath, Shashi, Taraknath, Girish, Gangadhar, Ramdatta, Rakhal, Latu and Baouram. who dedicated themselves to serve the will of Thakur and pacified the people crying for earthly pleasure and comfort. 24 to 27

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ ভাবে চিন্তান্বিত পবিত্র কামনায় আকৃষ্ট ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ জগতের মঙ্গল কামনায় অসীম শক্তিশালী শিষ্যগণ ভগবানের পদারবৃন্দে প্রণত হইয়াছিলেন। ২৪

এবং ঠাকুরের অনুগ্রহেই বিশুদ্ধ ভগবানের শক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারা সেই সকল বিশুদ্ধ জ্ঞান লইয়া পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২৫

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अः

देवस्य तत्रैव सुभक्तगोष्ठ्यां
श्रीरामकृष्णस्य मुखारविन्दात् ।
यन्निःसृतं वेदपुराणसिद्धं
कथामृतं तेन तरन्ति भव्याः ॥ २८

तदेव विश्वस्य जनस्य मङ्गलं
सुमङ्गलं यत् परमं प्रगीयते ।
तेनैव लभ्यं पुरुषार्थजातं
धर्मार्थकामाः परमो हि मोक्षः ॥ २९

नव्या युवकवर्गा ये भक्ताः सन्ति प्रभोः प्रियाः ।
तदीयैः सह सं गम्य तत्रागच्छत् स ठाकुरः ॥ ३०
यन्नाच्युतात्मनां जातः सङ्कीर्तनमहोत्सवः ।
श्रीदक्षिणेश्वरस्थानाद्गव्यूतौ यक्षराड् दिशि ॥ ३१

At that time, the wise sayings Thakur uttered in consonance with the Vedas and the Puranas beckon the way to eternal bliss, and mean to fulfil the earnest desires of the suffering humanity. Once Thakur went with his young disciples to participate in the great musical festival of the Vaishnavas held at a place about four miles off from Dakshineswer. 28 to 31

কথামৃত বহির্গত হইয়াছিল সেই সকল কথামৃত পান করিয়া সাধকগণ ভব সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হন ইহা ধ্রুব সত্য। ২৮

সেই কথামৃতই জগদ্বাসি জনগণের পরম মঙ্গল স্বরূপ।

যে কথামৃত বেদ পুরাণাদিতে পরম মঙ্গল বলিয়া কথিত হইয়াছে। এবং এই কলিযুগে সেই কথামৃত দ্বারাই ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল কামনানুসারে লাভ হইয়া থাকে। ২৯

ঠাকুর কোন সময়ে তাঁহার অতি প্রিয় নূতন ভক্ত যুবকবৃন্দের সহিত সেই স্থানে যাইয়াছিলেন। যে স্থানে বৈষ্ণবগণের সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসব হয়।

দক্ষিণেশ্বরের দুই ক্রোশ দূরে। ৩০।৩১

দূরে সংশোভতে কশ্চিৎ সংবসথো মহত্তমঃ।
পানিহাটীতি নাম্নায়ং তত্রৈকো বৈষ্ণবোমহান্ ॥ ৩২

শ্রীমচ্চৈতন্য দেবস্য পাদার্পণ প্রভাবতঃ।
হরৌ জাতরতির্হীনঃ শ্রীরঘুনাথ নামকঃ ॥ ৩৩

রাজঃকুমার এবৈকস্তস্য ভার্য্যাতিসুন্দরী।
রাজকন্যা বরারোহারূপেনা প্রতিমা ভুবি ॥ ৩৪

লক্ষাধিকানাং মুদ্রাণা মাযী ভবতি ধার্ম্মিকঃ।
কিন্ত্বর্থে নিজ পত্নাশ্চ নাসক্তিস্তস্য বিদ্যতে ॥ ৩৫

দৃঢ় বৈরাগ্য যোগাচ্চ হরিভক্তি সমাশ্রয়াৎ।
গৌরাঙ্গ কৃপয়া কৃষ্ণভজনৈকাভিলাষবান্ ॥ ৩৬

সংসার বন্ধনন্যাসী কামিনীকাঞ্চনাদিকং।
পরিত্যজ্য স পিবতি হরিনামামৃতং সদা ৩৭

অন্ত্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ

The place was called Panihati. There lived a famous Vaishnava devotee named Raghunath Das. He was a prince and his wife was a paragon of beauty. The annual income of his estate was more than a lakh of rupees. But he had no attraction for money or woman. He dedicated himself to the holy services to Lord Krishna. He lived only to sing hymns to God. 32 to 37.

বঙ্গানুবাদ :—

পাণিহাটী গ্রামে কায়স্থকুলজাত রঘুনাথ দাস নামে একটি পরম বৈষ্ণবের জন্মভূমি।

ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের সেই গ্রামে পদার্পণের প্রভাব বশতঃ ভগবানে জাতরতি বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ভজনে একমাত্র অভিলাষী ছিলেন। এই রঘুনাথ একমাত্র রাজকুমার ইঁহার পত্নী ও রাজ কন্যা পৃথিবীতে এরূপ পরমা সুন্দরী কন্যা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ৩২।৩৩।৩৪

এবং প্রতি বর্ষে বহু লক্ষ টাকা আয় ছিল। কিন্তু রঘুনাথ দাসের এইরূপ পত্নী এবং কুবেরের মত অর্থাদিতে কিছুমাত্র আসক্তি ছিল না। ৩৫

বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তিবশতঃ কামিনী কাঞ্চনাদিকে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা হরিনামামৃত পান করিতেন। ৩৬ ৩৭

রঘুনাথং সমুদ্দিশ্য পিতা বন্ধুগণৈর্যদি।
নানোপদেশ বাক্যানি গদিতান্যপি তৎ পিতা ॥ ৩৮
বন্ধুবর্গান্ যদর্থেব ধৈর্য্যমানস্বয় বুদ্ধিমান্।
অপ্সরঃ সদৃশী ভার্য্যা কুবের সদৃশং ধনম্ ॥ ৩৯

अन्त्यलीलायां ६४ अः

यं बन्धु न च शक्तेस्तः किमुतत्रान्यचेष्टया ।
पवमुक्तं तस्य पित्रा सुदुःखमनसाभृशं ॥ ४०
वैराग्यं रघुनाथ दास कृतिनो गोस्वामिचूड़ामने
र्भक्तिञ्चापि हरेरलौकिकविधां गौराङ्गदेवो हरिः ।
श्रुत्वा प्रीतमनाः स्व भक्त ममलङ्कर्त्तुञ्च धन्यं तथा
भक्तान् शिक्षयितुं निजानपि परां भक्तिं स नीलाचलात् ॥४१
ज्यैष्ठे पक्ष परे त्रयोदश तिथौ प्रत्यागमे ठाकुर
स्तत्र श्रीरघुनाथ दास भवने प्राकट्यमाप स्वयं ।
दृष्ट्वा तं सुर मुन्दरं भगवतः प्रेमैकमूर्त्तिं हरिं
श्रीचैतन्यमहाप्रभोः पदतले संलुण्ठितः प्रेमवान् ॥ ४२

If the friends of the father of Raghunath would ask him to take steps to prevent Raghunath from keeping himself aloof from his family, he would say, "All this vast property of mine and his wife who is a paragon of beauty have not been able to attract him Hence I don't think that he can be rectified by any strong and forcible steps. On coming to know of the uncommon devotion and aversion to earthly pleasure Lord Gouranga himself appeared at the residence of Raghunath on the thirteenth lunar day in the month of Jaistha to bless him and also to present an inspiring example to his disciples. On seeing the holy appearance of Sri Gouranga, Raghunath fell at his feet. 38 to 42

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अः

বঙ্গানুবাদ ঃ—

রঘুনাথ দাসের পিতাকে বন্ধুবর্গ যদি বলিতেন তবে তাঁহাদিগকে পিতা বলিতেন যে রঘুনাথকে অপসরার মত স্ত্রী এবং কুবেরের মত ধন বন্ধন করিতে পারিল না তাহাকে অন্যরূপ শাসনাদি বা বন্ধনাদি দ্বারা সাংসারিক বিষয়ে প্রবিষ্ট করান কি সম্ভব হইবে এইরূপ ভাবে অত্যন্ত দুঃখের সহিত সেই সকল বন্ধুবর্গকে বলিতেন। ৩৮।৩৯।৪০

মহাপুণ্যবান গোস্বামী চূড়ামণি রঘুনাথ দাসের বৈরাগ্য ও উত্তমা ভগবদ্ভক্তি শুনিয়া রঘুনাথকে অত্যন্ত কৃতার্থ করিবার মানসে এবং অন্যান্য নিজ ভক্ত বর্গকে বিশুদ্ধাভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু নীলাচল হইতে জৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে রঘুনাথ দাসের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৪১

এবং ভক্ত রঘুনাথ দাস প্রেমের মূর্ত্তি দেবোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনে কৃতার্থ হইয়া তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। ৪২

एवन्तं रघुनाथ दास ममलञ्चोत्थाप्य तन्मस्तके
दत्वा श्रीकरपल्लवं मधुरयावाचावदत् स प्रभुः।
यत्त्वं श्रीपितरौ कलत्रविभवौ हित्वा सुखन्तिष्ठसि
तस्मात्ते करुणां करोमि नितरां दन्डच्छले नात्र भोः॥ ४३

अतो दण्डस्वरूपस्य सभक्तस्य मम त्वया।
सेवाकार्य्या तेन तव मङ्गलं सम्भविष्यति॥ ४४

रघुनाथ स्तत स्तस्य कृपा मधुर शासने।
सम्यगुल्लसितो भूत्वा तात्कालिक सुभोज्यकं। ४५

অন্ত্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ

চিপিটক দধি মিষ্টফলাদিকমনুত্তমং ।
প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপন্তৎক্ষতবানুত্সবং শুভং ॥ ৪৬

স এব বৈষ্ণবৈঃ সর্ব্বৈ চিপিটক মহোত্সবঃ ।
দণ্ডমহোত্সবো বায়ং প্রসিদ্ধো গদিতশ্চ তৈঃ ॥ ৪৩

Sri Gouranga lifted him up and said, "Dear Son, as you are living in great peace of mind by making yourselves free from all earthty bondages, I shall bless you as if with a punishment. Just arrange to feed me with my followers and have my blessing." A great feasting as well as a festival was arranged, and all of them was well fed with flatened rice and sweets. The Vaisnavas called it the Festival of flatened rice, or the Festival of punishment. 43 to 47.

বঙ্গানুবাদঃ—

এইভাবে পাদতলে পতিত রঘুনাথের মস্তকে করপদ্ম দান পূর্ব্বক উঠাইয়া মধুর বাক্যে বলিয়াছিলেন ওহে রঘুনাথ তুমি যেহেতু পিতা-মাতা পত্নী ঐশ্বর্য্যাদি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আনন্দে অবস্থান করিতেছ অতএব আজ আমি দণ্ডচ্ছলে বিশেষ ভাবে কৃপা করিব। ৪৩

অতএব ভক্ত বৃন্দের সহিত আমার সেবা কর এই দণ্ড যেসেবার ফলে তুমি মঙ্গল লাভ করিবে। ৪৪

রঘুনাথ প্রভুর কৃপারূপ শাসনে বিশেষ ভাবে আনন্দিত হইয়া সময়োপযোগী সুমধুর খাদ্য চিপিটকাদি ফল মূল ও মিষ্টান্নাদি সংগ্রহ

পূর্ব্বক ভগবানের প্রীতির জন্য সেই সকল দ্রব্য দ্বারা একটি বিশেষ-ভাবে মহোৎসব করিয়াছিলেন। ৪৫।৪৬

সেই দণ্ডস্বরূপ মহোৎসবের নাম সেই দিন হইতেই দণ্ড মহোৎসব বা চিপিটক মহোৎসব বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বিখ্যাত হইয়াছিল। ৪৭

ভূতপূর্ব্বং কথা সাপি তস্য পুণ্যস্মৃতিঃ পুনঃ।
সম্যগুদ্ঘোষনেচ্ছায়াং তস্মিন্নেব দিনে শুভে ॥ ৪৮
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাস্তব হরিনাম সুকীর্ত্তনে।
এতাদৃশোন্মত্ততাং যান্তি যেন ন তিষ্ঠতি ॥ ৪৯
অবশ্যাগো বৈষয়িকচিন্তায়া স্তব বৈধ্রুবং।
অত স্তদুৎসবঃ পুণ্য ষ্ঠাকুরো বদতি স্বয়ং ॥ ৫০
হরিনাম ক্ষয়স্থান বৈষ্ণবানাং সুনিশ্চিতম্।
পরন্তু কৃষ্ণচৈতন্যচরিত ভাবধারয়া ॥ ৫১
বিদ্যতে হরিভক্তেষু স্রোতঃ প্রবাহিতং তয়া।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈত কৃপয়াঃ ॥ ৫২
স্বয়ং ত্রিমূর্ত্তিকো ভূত্বা ঠাকুরো লিপ্সয়া নয়া।
তত্রাবির্ভূয় ভক্তেভ্যঃ শুদ্ধ প্রেম প্রদত্তবান্ ॥ ৫৩

From that time onwards the Vaisnavas offer flatend rice to Sri Gouranga on all festive occasions. Every year on that day they hold the Festival at that place and become so much absorbed in singing the holy names that they forget their earthly attachments. Thakur also

held that this festival was the holiest of all Vaisnava festivals. Thakur also participated in that Festival and displayed, the divine moods of Sri Krishna Chaitanya, Nityananda and Adwaita. 48 to 53.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতএব বৈষ্ণবগণ আজ পর্য্যন্ত ভক্তিভাবে মহাপ্রভুর উদ্দেশে চিপিটক ভোগ দিয়া থাকেন।

এই ব্যাপারটি অনেক দিনের কথা অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় হইয়াছিল। সেই পুণ্য স্মৃতির উদ্দীপনেচ্ছায় সেই তিথিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সকল সেই স্থানে এইরূপভাবে সঙ্কীর্ত্তনে আত্মহারা হইতেন যাহাতে অত্যল্প সাংসারিক ভাব কিছু মাত্র আসিতে পারিত না।

এজন্য ঠাকুরও এই উৎসবটিকে একটি পবিত্র উৎসব বলিতেন। পরন্তু পৃথিবীতে গঙ্গা ধারা যেরূপ প্রবাহিত হয় সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সঙ্কীর্ত্তনরূপে আচরিত হরিভক্তির ভাব ধারা সেই স্থানে বিরাজিত হইত বলিয়া বৈষ্ণবগণের হরিনাম সংগ্রহের একমাত্র স্থান বলিয়া এই স্থানটিকে ঠাকুর বলিতেন। ৪৮।৪।৫০

আমাদের ভাব বিগ্রহ ঠাকুর একাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত মহাপ্রভুর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অর্থাৎ ইহাদের যে সকল ভাব-স্ফুরিত হইত সেইরূপভাবে অবস্থান পূর্ব্বক সেই মহোৎসবে যোগদান করিয়া অতিশয় আনন্দের সহিত ভক্তবর্গকে বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রেম দান করিয়াছিলেন। ৫১।৫২।৫৩

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अः

ततो युवक सङ्घैः स मिलित्वा भगवान् स्वयं ।
पूर्ववदधुना तत्र हरिनाम महोत्सवे ॥ ५४
योगदानं कृतं तेन भक्तानुग्रहकारिणा ।
तत्रस्था वैष्णवा. सर्वे प्रभोः पुण्यप्रदर्शनात् ॥ ५५
प्रोल्लासिताः प्रोल्लसन्तः कृष्णचैतन्य आगतः ।
एवं ठाकुरमाविष्टा महानन्द परं सरं ॥ ५६
उच्चैः सङ्कीर्तनं कृत्वा नित्यानन्द परिप्लुतः ।
भक्तानां श्रीभगवति रतिर्दृढार्थं मेव सः । ५७
मग्नोऽभूत् कीर्तनानन्दे प्रायः सर्व्वदिनन्तदा ।
मेघवर्षणत स्तत्र तद्दिने मिलत ठाकुरः ॥ ५८
नृत्यात् परमार्द्रभूमौ नग्नपद्भ्यां गतेः पथि ।
पीतारोहनतयापि स्वचेत्रे देवमन्दिरे ॥ ५९

In that Festival Thakur appeared to be no other than Sri Krishna Chaitanya himself. For nearly the whole day he sang the holy songs greatly adding to the joy of the devotees. It was a rainy day and he sang and danced bare-footed. Consequently he felt very cold on his way back to Dakshineswar. 54 to 59.

অন্ত্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ

ঠাকুরের পুণ্য পদার্পণে প্রোৎসাহিত হইয়া আমাদের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যই আসিয়াছেন এইরূপ প্রমাণ করিয়া ঠাকুরকে বেষ্টনপূর্ব্বক উচ্চৈস্বরে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া নিত্যানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। ঠাকুরও ভক্তবর্গের ভগবানে ভক্তি বাড়াইয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই স্থানে কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন ছিলেন। সেই দিন সেই স্থানে বারি বর্ষণের আধিক্য বশতঃ ঠাকুর জলে ভিজিয়া নৃত্য কীর্ত্তনাদির পর ভিজে মাটিতে খালি পায় পথে গমন এবং নৌকায় জলে বসিয়া অনেকক্ষণ থাকিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমনের জন্য খুব ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল।

৫৪।৫৫।৫৬।৫৭।৫৮।৫৯

প্রত্যাগমনবেলায়াং গ্রীবাতামুপলব্ধবান্ ॥
তদ্বৈতো স্বাঙ্গবতো বেদনাগলগহ্বরে ॥ ৬০
পূর্ব্বং জলৌঘলং ভুক্তা বেদনাসূচিতা ভবৎ।
অধুনা নৈত্যযোগেন প্রবলা সম জায়ত ॥ ৬১
অমুদত্যন্তরূপেণাস্মাকং ভাগ্যবিপর্য্যয়াৎ।
অসাধ্য গলরোগোঽয়ং রোগবিদ্ভির্নিরূপিতঃ ॥ ৬২
যদ্যপি ভক্তবর্গেষু যে বৈদ্যাঃ প্রবরা স্থিতাঃ।
কলিকাতা নগর্য্যাস্তে গত্বা দেবালয়ং প্রভোঃ ॥ ৬৩
কুর্ব্বন্তোঽপি সুচিকিৎসাং নালংগময়িতুং ক্ষমং।
তদোবাচ স্বভক্তেভ্য ঠাকুরো ভক্তবৎসলঃ ॥ ৬৪
নির্দ্দিষ্ট কালপর্য্যন্তং পীড়া স্থাস্যতি নিশ্চিতং।
তদ্বৈতোঃ ক্লিমনৌ রসপ্রজালাপ পরাঙ্মুখঃ ॥ ৬৫

He became much afflicted with a pain in his throat. Previously he had a similar attack as he

অন্ত্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ

took some ice-cream. Now the pain became growingly unbearable. Experienced physicians declared that the disease was incurable. Among his devotees there was many a great physician. In spite of every effort disease cauld not be cured. At this Thakur said, "The disease will take its own course. This, however, should not hamper my holy discouso with my disciples.
60 to 65.

বঙ্গানুবাদ :—

আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সময় ঠাকুরের গলার ভিতরে বিশেষভাবে বেদনা হইয়াছিল। ৬০

চিকিৎসকগণও এই রোগটিকে অসাধ্য গলরোগ বলিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই কুলপী বরফ খাইয়া গলদেশে বেদনা হইয়াছিল তার উপর এই ঠাণ্ডা লাগিয়া বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। ৬১।৬২

যদিও ঠাকুরের ভক্তবর্গের মধ্যে সুচিকিৎসক অনেকেই ছিলেন। তাঁহারা কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া চিকিৎসা করিলেও রোগের কিছুমাত্র উপশম হইয়াছিল না।

এইরূপ দেখিয়া ঠাকুর ভক্ত সকলকে বলিয়াছিলেন আমার এই রোগ নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ রোগের ভোগকাল যতদিন ততদিন নিশ্চয় থাকিবে। তজ্জন্য কি আমি শিষ্যবর্গকে সৎ শিক্ষাদানে পরাঙ্মুখ হইব। ৬৩.৬৪ ৬৫

ভবিষ্যামীতি মত্বা ঠাকুরো নিজ দেহজা।
রোগারোগ্যমুপেক্ষ্যৈব ভক্তমঙ্গলহেতবে ॥ ৬৬

अन्तर्लीलायां ६८ अः

पूर्ववद्भगवत्तत्त्वकथनात् ठाकुरस्य हि ।
सहसा वेदना स्थानाद्रक्तं निःसरणं बभौ ॥ ६७
भगवत् साधनासिद्धा योगेन्द्र जननी तदा ।
तद्रूपा गोपालमाता स्त्रीभक्तौ प्रवरौ च ते ॥ ६८
मातुः श्रीसारदा देव्या नितान्तं वश्यतां गते ।
ते द्वे श्रीठाकुरो जया विजयेत्यब्रवीन्मुदा ॥ ६९
गोपाल जनन्या स्तस्या गृहे गुरु महोत्सवे ।
समायाता भक्तवर्गाः श्रुत्वा रक्तं बहिर्गतं ॥ ७०
प्रभोरुद्विग्न चित्तास्ते देवालयमुपागमन् ।
सुचिकित्सा भवेदस्य कलिकाता स्थितस्य हि ॥ ७१

But as he started to impart tnstuctions to his devotees without taking any care for recovery from his disease, blood came out of the aching part of his throat. Among his devotees there were two women who were lovingly called by him Jaya and Vijaya, as they were very obedient to Sarada Devi. They were the mothers of Jogendra and Gopal respectively. Many devotees assembled in the house of the mother of Jogendra on the occasion of Guru Puja Festival. When they heard of this bleeding of Thakur, they immediately came to see him and advised him to stay at Calcutta for medical treatment. 66 to 71.

অন্ত্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ

ন মে সমুপযুক্তন্তু ভক্তবর্গৈঃ সহস্থিতেঃ।
তচ্ছ্রুত্বা ভক্তবর্গা যত্প্রভোরত্যধিকং প্রিয়ং ॥ ৩৩
মন্দিরং বলরামস্য বসো স্তদানয়ন্ প্রভুং।
বলরাম বসুস্যাপি প্রাপ্যতং ঠাকুরং তথা ॥ ৩৮

They also assured good nursing arrangements. Thakur cosented to their proposal. At the village of Bagbazar which was near to the holy river, a small two-storeyed house was hired. Thakur stayed there for a few days and refused to stay there longer. He said, "This house is quite suitable for them whose days are numbered and who like to breathe their last on the bank of the holy Ganga. I like to be constantly associated with my devotees who can hardly be accommodated here." So he was shifted to the house of Balaram Bose who was very glad to receive him. 72 to 78.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপভাবে ভক্তবর্গের ইচ্ছা ঠাকুর অনুমোদন করিলে বাগবাজার গঙ্গাতীরে একটি ক্ষুদ্র দোতালা ঘর ভাড়া করিলে ঠাকুর সেই ঘরে যাইয়া বলিয়াছিলেন ভগবান শঙ্কর জীবগণের রোগ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ঔষধের সৃষ্টি করিয়াছেন।

অতএব মানবগণ রোগমুক্তির জন্যই ঔষধ সেবন করেন।

ঠাকুর সেই ঘরে ২।৪ দিন থাকিয়া বলিয়াছিলেন। এই বাড়ীটি গঙ্গাযাত্রীদিগের ভাল। ৭২।৭৩।৭৪।৭৫।৭৬

অন্তরলোলায়াং ৭ম অঃ

আমার মত সর্ব্বদা শিষ্যাদিবেষ্টিত মানুষের পক্ষে সুবিধাজনক নয়।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভক্ত সকল অতি প্রীতিকর স্থান নহাটা বলরাম বসুর গৃহ স্থির করিয়া তথায় ঠাকুরকে আনিয়াছিলেন।

৭৭।৭৮

অপ্রার্থিত প্রকারেণ ভক্তবর্গেণ বেষ্টিতং।
ভগবন্তং সমাসাদ্য পরমানন্দমাপ্তবান্ ॥ ৭৯

রোগোপশমলিপ্সাতু তিষ্ঠতু বা ন তিষ্ঠতু
নবাগত পিপাসূনাং দানে কাপ্যমৃতস্য চ ॥ ৮০

ভূক্তিমুক্তিমদাত্তেভ্যো বিস্মৃত্য স্বাময়ং প্রভুঃ।
তৎ কথামৃত পানাদি সর্ব্বে মানুষতাং গতাঃ ॥ ৮১

অত্রৈকা ঘটনা কাচিদুল্লেখ্যানন্দদায়িনী।
যস্য সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ কুণ্ঠো বিনশ্যতি ॥ ৮২

প্রভোঃ সন্দর্শনার্থায় বলরামস্য মন্দিরে।
কর্ম্মযোগাভাববশাদ্রবিবাসর যোগতঃ ॥ ৮৩

সমাগতা ভক্তবর্গাস্তত্রৈকঃ পণ্ডিতো মহান্।
টীকা মহাবিদ্যালয়াধ্যাপক প্রবরো গুরুঃ ॥ ৮৪

নিত্যগোপাল গোস্বামী কৃপালু ঠাকুরস্য হি।
মুখাম্ভোজাদ্বিনির্যান্তীং বাচং শ্রুত্বা বদন্তীং ॥ ৮৫

rable incident took place. It was a Sunday, the day of recreation and rest. Hence many devotees had the opportunity to meet Thakur at the house of Balaram. Among them Nitya Gopal Goswami, a professor of Dacca University, was present there to listen to the sayings of Thakur. 79 to 85.

বঙ্গানুবাদ :—

বলরাম বসু ও ভক্তবর্গবেষ্টিত ঠাকুরকে স্বগৃহে পাইয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। ৭৯

আমি রোগমুক্ত হই বা না হই তাহাতে আবশ্যক নাই নবাগত ঠাকুরের কথামৃত পানার্থী ব্যক্তিবর্গকে শিক্ষা দিয়া নিজের রোগ যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

ঠাকুরের কথামৃত পান করিয়া শরণাগত ভক্তবৃন্দ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ৮০।৮১

এই সময় একটি অতিশয় আনন্দদায়িনী ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাঁহার স্মরণমাত্রে মানুষ পবিত্র হয়।

রবিবারে অবসর বশতঃ বহু ব্যক্তি বলরাম বসুর গৃহে ঠাকুরের দর্শনার্থে আসিয়াছিলেন।

তন্মধ্যে একজন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ধার্ম্মিক ও মহাপণ্ডিত ঠাকুরের মুখপদ্ম বিনির্গত কথামৃত শ্রবণ করিয়া নিত্যগোপাল গোস্বামী মহাশয় নিজের সন্দেহ মোচনের জন্য ভক্তি-পূর্ব্বক ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। ৮২।৮৩।৮৪।৮৫

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अः

उवाच ठाकुरं भक्त्या स्वसन्देह क्षयाय हि।
हार केयूर कुण्डल किरीट वलयादिभिः ॥ ८६
भूषणै र्भूषितो भाति भगवान् भक्तवत्सलः।
कथमेवम्विधो वेशः स्वयं भगवत स्तव ॥ ८७
नास्त्येकमपि तर्ज्जण्यां तुञ्छ रौप्याङ्गुरीयकम्।
किं वीजमत्रमेव ब्रूहि कृपया करुणानिधे ॥ ८८
न ङ्गीकृतं भवद्भिस्तु भूषणञ्चातिशोभनं।
भवद्धेतोर्मयानीतं भूषणं प्रतिगृह्यताम् ॥ ८९
गुर्व्वीचेयं वासना मे त्वद्देहे तद्धि शोभतां।
भूषणै र्भूषितं त्वां हि दृष्ट्वा यामि कृतार्थताम् ॥ ९०
श्रुत्वैवं गोस्वामि मुखा ठठाकुरः प्रत्युवाच तं।
भो गोस्वामिन्निदं सत्यं यदुक्तं भवता वचः ॥ ९१
भगवां स्त्रिषु कालेषु भूषणं स्वीचकार ह।
युगादौ भगवान् साक्षाद्धरिर्नारायणः प्रभुः ॥ ९२

He said. "It is told that God shines with ornaments like neck-lace, ear-ring. crown and bangles etc. How is it that thou are bereft of all ornaments, even the silver ring which is used by all holy men? I have brought a little piece of ornament for you and I shall be glad if you kindly accept my offer and wear it." At this Thakur replied, "Dear sir, you are right to say so. In the three yugas God appeared with ornaments. In the Satya yuga God appeared as Narayana." 86 to 92.

অন্ত্যলীলায়াং ২৪ অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

ভক্ত বৎসল ভগবান নারায়ণ সর্ব্বদা হার কেয়ূর কুণ্ডল ও বলয়াদি ভূষণে অলঙ্কৃত থাকেন। কিন্তু স্বয়ং ভগবান আপনার এরূপ বেশ কেন অর্থাৎ সামান্য একটি রূপার আংঠিও আপনার তর্জ্জনী অঙ্গুলীতে নাই? হে দয়ানিধি ইহার কারণ কি আমাকে বলুন।

আপনি কি কোনও অলঙ্কার বা রত্নাদি গ্রহণ করেন নাই।

আমি আপনার জন্য যৎ সামান্য অলঙ্কার আনিয়াছি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুণ। আমার প্রদত্ত অলঙ্কার আপনার দেহে শোভিত হউক। ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

পরন্তু আপনাকে অলঙ্কার দ্বারা শোভিত দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইব। ৮৬ ৮৭।৮৮ ৮৯ ৯০

গোস্বামীর কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন। হে গোস্বামী চূড়ামণি আপনি যাহা বলিলেন তাহা ধ্রুব সত্য।

ভগবান তিনটি যুগে অলঙ্কার পরিধান করেন। সত্যযুগে ভগবান নারায়ণ প্রভু। ৯১'৯২

पद्मासने चोपविष्टः किरीटादिभिरन्वितः।
तं तदामनुजाः सर्व्वे ध्यायन्ति भक्तिभावतः॥ ८३
नारायण परावेदा नारायण पराक्षरा।
नारायण परामुक्ति नारायण परागतिः॥ ८४
कृते चैवं भगवता स्वनाम प्रकटो कृतः।
त्रेतायाञ्च तथा साक्षात् श्रीरामो भगवान् स्वयं॥ ८५
अयोध्यायामभूद्राजा मुकुटाङ्गद भूषितः।
त्रिलोक वासिनः सर्व्वे देवाश्च वासवादयः॥ ८६

অস্ত্যলীলায়াং ৫৪ অঃ

তারকব্রহ্মরূপেণ ধ্যায়ন্তি সততঞ্চ তং।
রামনারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন ॥ ৯৩
কৃষ্ণ কেশব কংসারি হরি বৈকুণ্ঠ বামন।
লীলা শ্রীরামচন্দ্রেণ কৃতা ত্রেতাযুগে স্বয়ং ॥ ৯৮
দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসাদি সংযুতঃ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম কৌস্তুভাদি বিভূষিতঃ ॥ ৯৯

"He decorated with ornaments, was seated on a lotus. In the Treta yuga He appeared as Ramchandra king of Ayodhya, and had his crown and ornaments. In the Dwapara yuga He appeared as Sri Krishna who had his ornaments in addition to a conch, a wheel, a club and a lotus in his four hands." 93 to 99.

বঙ্গানুবাদ :—

পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া কিরীট কটক কুণ্ডলাদি নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত থাকেন। সেই ভগবানকে সত্যযুগবাসী মানবগণ এইরূপভাবে ধ্যান করেন বা আরাধনা করেন।

যথা। নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্রিয়া।
নারায়ণ পরামুক্তি নারায়ণ পরাগতিঃ ॥

সত্যযুগে ভগবান এইরূপভাবে নিজ তারক ব্রহ্ম নাম প্রকাশ করিয়াছেন। ৯৩-৯৪

ত্রেতা যুগে স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মুকুট ও অঙ্গাদাদি বহুতর অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া অযোধ্যার রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহাকে

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

ইন্দ্রাদি দেবতা এবং ত্রিলোকবাসী সকলেই তারক ব্রহ্ম নামে উপাসনা করিতেন সেই নাম এইরূপ। রামনারায়নানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥

এইরূপে শ্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত লীলা করিয়াছিলেন।
৯৫।৯৬।৯৭।৯৮

দ্বাপর যুগে ভগবান শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ পীত বস্ত্র পরিধান করিয়া শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ও কৌস্তভাদি রত্ন ধারণ পূর্ব্বক ভক্ত বর্গকে বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি বিতরণ এবং পৃথিবীর ভার অপনোদনের জন্য যদুবংশ সাগরে উদিত হইয়াছিলেন ॥ ৯৯।১০০

স্বভক্ত প্রেমদানায় ভূভার হরণায় চ।
জাতো যদুকুলাম্ভোধৌ কৃষ্ণচন্দ্রঃ কৃপানিধিঃ ॥ ১০০

অস্যৈব তারকব্রহ্ম নাম জল্পন্তি যে জনাঃ।
তত্ক্ষণাত্তে প্রগচ্ছন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ১০১

হরিমুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশনারায়ণ কৃষ্ণবিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥ ১০২

স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণেন তৃতীয়ে যুগপর্য্যয়ে।
প্রেমলীলা কৃতা তেন বহুপত্নীযুতেন বৈ ॥ ১০৩

তদ্বত্ কলৌ সম্প্রবৃত্তে চতুর্থে যুগপর্য্যয়ে।
হরিভক্তি বিহীনা যে নরাঃ সুখ্য বিবর্জিতাঃ ॥ ১০৪

দুরাচার রতাঃ সর্ব্বে সত্যবার্ত্তা পরাঙ্মুখাঃ।
পরদারাপহর্ত্তারো হিংসা হেয় সমন্বিতাঃ ॥ ১০৫

মাতা মিত্র সুতা হেয়াঃ স্ত্রী দেবাঃ কাম কিঙ্করাঃ।
মহাপাতকিনামেষাং পাবনায় স্বয়ং হরিঃ ॥ ১০৬

অন্ত্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ

"He appeared to teach devotion and love and also to purge the earth of sins. In the fourth yuga which is Kali yuga, God appeared to save mankind from engulfing sins and to protect religion and piety." 100 to 106.

বঙ্গানুবাদ :—

সেই ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের তারকব্রহ্ম নাম যাঁহারা জপ করেন তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুর পরম পদ লাভে কৃতার্থ হন। ১০১

সেই তারক ব্রহ্ম নাম এইরূপ হরে মুরারে মধু কৈট ভারে গোপাল গোবন্দ মুকুন্দ শৌরে। যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় যুগে এইরূপ প্রেমলীলা করিয়া দ্বাপরবাসী জীব সকলকে কৃষ্ণ ভক্তিদানে চরিতার্থ করেন। ১০২।১০৩

ক্রমশঃ চতুর্থ যুগ কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে দুরাচাররত সত্য কথা শূন্য পর পত্নী হরণ হিংসাদিদোষযুক্ত পুণ্য বিবর্জিত হরিভক্তি বিহীন পিতৃমাতৃদ্বেষী স্ত্রী দেবতা কামের দাস এই সকল মহাপাতকীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি ॥ ১০৪।১০৫।১০৬

জাতো শচী গর্ভসিন্ধৌ শ্রীনবদ্বীপধামনি।
শ্রীচৈতন্য কৃপাসিন্ধুর্ভগবান্ ভক্তরূপকঃ ॥ ১০৩
কলিকল্মষ নাশায় জীবেভ্যঃ সম্প্রদত্তবান্।
হরিনাম মহামন্ত্রং দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মকং ॥ ১০৮
তারকব্রহ্ম নামৈতৎ কলিযুগে বিমুক্তিদং।
যস্যামতী ধ্রুবামুক্তিঃ কৃষ্ণভক্তিশ্চ লভ্যতে ॥ ১০৯

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ১১০
স্বর্ণং রৌপ্যং বজ্র মুক্তা রত্নানি বিবিধানি চ।
পুষ্প চন্দন মাল্যানি বর্জিতানি মহাত্মনা ॥ ১১১
তেন স্বীকৃত সন্ন্যাস ত্যাগ সন্দর্শনায় বৈ।
ত্যাগ লীলাং কলৌ দেহ্যৈ তন্যঃ সমদর্শয়ৎ ॥ ১১২
তন্মত মুররী কৃত্য কামিনী কাঞ্চনাদিকং।
বর্জয়িত্বা মহানন্দ সুখাব্ধৌ মজ্জিতোঽহং ॥ ১১৩

"He appeared as Sri Chaitanya at Nabadwip. He had no ornaments, not even a garland of flowers. He showed the way to bliss by renunciation. I have thought it wise to follow him by avoiding gold and woman, and thereby attained peace and happiness." 107 to 113.

বঙ্গানুবাদ :—

শচীগর্ভে নবদ্বীপ ধামে ভক্তরূপধারী ভগবান জীব সকলের কলির পাপ নাশের জন্য আবির্ভূত হইয়া বত্রিশ অক্ষর তারক ব্রহ্ম নাম যে নাম হতে জীব সকল মুক্তি লাভ করিয়া অন্তে শ্রীকৃষ্ণ সেবা লাভ করে। ১০৭।১০৮।১০৯

সেই নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই এই ঘোর কলিযুগে বিতরণ করিয়াছেন। সেই নাম এই—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ১১০

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अः

সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বর্ণ রৌপ্য মণি মাণিক্য প্রভৃতি বিবিধ রত্নালঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়া ত্যাগ ধর্ম্ম দেখাইয়াছেন এবং আমিও তাঁহার মত গ্রহণ পূর্ব্বক মহানন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছি। অতএব আমি যদি পিত্তল বা লৌহাদি যে কোন ও ধাতু দ্রব্য স্পর্শ করি। তাহাতে উত্তপ্ত লৌহ স্পর্শ মাত্রে যেরূপ হাত পুড়িয়া যায় তদ্রূপ যে কোন ধাতু স্পর্শমাত্রে আমার মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা হইয়া থাকে।

১১১।১১২।১১৩।১১৪

अतः पित्तल लौहादेःस्पर्शनं यदि जायते ।
देहो मे तेन दग्धः स्यादुत्तप्त लौहपृष्ठवत् ॥ ११४
एवं नाना सत् प्रसङ्गात् परं कविवरोमहान् ।
श्रीगिरीशचन्द्र घोषः कालीपदः सुबुद्धिमान् ॥ ११५
गीतमेकं सुमधुरं श्रीगौर प्रेमसूचकं ।
प्रगायतां भावयुक्ता वुभौ गायक सत्तमौ ॥ ११६
भावप्रवण गीतन्तु श्रुत्वा भावमयो हरिः ।
संगृह्य गान तात्पर्यं तत्रैवं समचिन्तयत् ॥ ११७
जीवानां परम श्रेयो दानार्थमत्र भूतले ।
आविर्भूय जीव ऋणं शोधितुं न क्षमो ह्यहं ॥ ११८
परन्तु तेन ऋणेन भवामि विक्रीतः क्षितौ ।
अथवा प्राण पातञ्च कृत्वापि सुफलं यया ॥ ११९
न लब्धं येन जीवास्ते भगवत् प्रेम सागरे ।
मज्जिता ना भवन् सर्व्वे दारवित्तैषणातुराः ॥ १२०

"So the very touch of metallic ornaments burns me like red-hot iron." After such other

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अः

holy discourses, the great poet Girish Chandra Ghosh and the most intellectually gifted Ka'ipada sang together a very sweet song about devotion to Sri Gouranga. The purport of the song was that Sri Gouranga lamented his inability to fulfil the mission of his life as the people could not be purged of their sins due to their proneness to earthly pleasure and aversion to holy pursuits.

114 to 120.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপভাবে নানাবিধ সৎ প্রসঙ্গের পর মহাকবি গিরীশ এবং বুদ্ধিমান কালীপদ এই দুইজনে গৌরাঙ্গ প্রেম সূচক গান গাহিয়াছিলেন। ভাবময় ঠাকুর গানের ভাবার্থ এইরূপভাবে বুঝিয়াছিলেন যে আমি জগতের জীবের মুক্তি দিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছি কিন্তু জীব সকলের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেছি না। পরন্তু সেই ঋণের দায়ে আমি আত্ম বিক্রীত হইতেছি।

অথবা প্রাণপাত করিয়াও সুফল লাভ করিতে পারিতেছি না। যেহেতু জীব সকল ভগবৎ প্রেম সাগরে মজ্জিত না হইয়া কেবলমাত্র স্ত্রী এবং অর্থে আসক্তি বাড়াইতেছে। ১১৫।১১৬।১১৭।১১৮।১১৯।১২০

एवं बाह्यज्ञानशून्यो महाभावेन संयुतः।
नित्यगोपाल गोस्वामि क्रोड़े स्वं दक्षिणं पदं ॥ १२१
ददौ यदा स गोस्वामी तत्क्षणात्तत्पदं हृदि।
सुविन्यस्याश्रुतोयेनाभिषेकं कृतवांस्तदा १२२

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अः

प्रभोर्भावावसाने तं नित्यगोपाल पण्डितं।
तत्रस्थानन्यभक्तांश्च सर्व्वानप्यवदत् प्रभुः ॥ १२३
उच्चतामुच्चतामुच्चैर्भवद्भिः सर्व्वसत्तमैः।
मिष्टमिष्टमिदं गानं हरेर्नामैव केवलं ॥ १२४
तथा श्रीकृष्णचैतन्य नामोच्चारयतामलम्।
प्रभो श्रीकृष्णचैतन्य कृष्णचैतन्य हे प्रभो ॥ १२५
निरन्तरं वदन्तूच्चै स्तेन शान्तिर्भवेदध्रुवा।
तत्र कोऽप्येवमवद त्त्रिवारोच्चारणद्वयम् ॥ १२६
एकेनैवोच्चारणेन सर्व्वं सम्पद्यते यतः।
नैतत् सुसङ्गतं वाक्यं गिर्याणां सद्गुरोर्भवेत् ॥ १२७

When Thakur in his divine mood extended his right leg towards Goswami, the latter held it on his breast and washed it with his tears. When Thakur regained his balance of mind, he said to his devotees, "Sing aloud the holy names of Sri Krishna Chaitanya, which will bring you all joy and happiness." At this, one of the devotees said, "When uttering the holy name once only is sufficient to dispel all our sins, repeated recital of holy names should not be advised by any holy man." 121 to 127.

বঙ্গানুবাদ :—

মহাভাবে ভাবিত বাহ্যজ্ঞান শূন্য ঠাকুর নিজের দক্ষিণ চরণটি গোস্বামীর বক্ষে বাড়াইয়া দিলে পবিত্র পণ্ডিত গোস্বামী ঠাকুরের পাদ পদ্মটি হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক অশ্রুসিক্ত করিয়াছিলেন। ১২১।১২২

অন্ত্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ

ঠাকুরের ভাবাবেশের অবসান হইলে গোস্বামী এবং অন্য ভক্তবৃন্দ সকলকেই বলিয়াছিলেন।

হে মহাভাগ সত্তম! আপনারা সকলে অভিলষিত ফল দাতা সুমধুর হরিনাম গান করুণ। এবং ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করুন। বলুন প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অনবরত এই নাম উচ্চারণ করিলে আপনাদের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। ইহা ধ্রুব সত্য। ঠাকুর এইরূপ বলিলে সেই সময় কোন একটি শিষ্য বলিয়াছিলেন।

একবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেই জীবের মুক্তি হয় তবে তিনবারের উচ্চারণ কেন।

আমরা গুরুর এইরূপ বাক্য ভাল বলিয়া মনে করি না॥

১২৩।১২৪ ১২৫।১২৬।১২৭

দার্ঢ্যার্থং দেহ মনসাং ভাবদাদি প্রমেদতঃ।
ব্যবস্থানং বা শুদ্ধার্থং ত্রিবারং হরিকীর্ত্তনম্॥ ১২৮

যাস্তোয়ং বিধি মাথিত্য কর্ত্তব্যং সজ্জনৈঃ সদা।
অত্রেদং ঠাকুরৈরুক্তং যুয়ং কিং তত্র মন্যত। ১২৯

নৌচানকে যেদা নৌকা বন্ধনার্থং ধৃতং মুদা।
প্রোথনার্থং বংশদণ্ডং নদ্যাস্তীরে বিশেষতঃ॥ ৭২০

বারম্বারং সর্ব্বশক্ত্যা প্রোথিতং নিখলং ক্ষিতং।
যেন নদ্যা জলোচ্ছ্বাসে বন্ধিতে ন চলত্যসৌ॥ ৭২১

ভবং সংসার জলধেঃ সন্ততং নিম্ন বিগ্রহান্।
শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্ষুত্পিপাসা ষড় ঋিতঃ॥ ৭২২

अन्तरलीलायां ६४ अः

रक्षां कुर्वन्ति भक्ता स्ते वदन्त स्तत् पुनःपुनः।
ग्रोहरे मङ्गलं नाम न निमज्जन्ति सागरे ॥ १३३
एवन्तत्र शिष्यगणान् कृतार्थान करोत् प्रभुः।
उषित्वा बलरामस्य वसोः शिष्यस्य सद्मनि ॥ १३४

On hearing this Thakur said, "Such remarks of my disciples about a good preceptor are not wise. To attain soundness of body and mind and also to purify mind in its three states of wake, drowsiness and deep steep, it is necessary to utter holy names repeatedly. You might have observed that boatsmen try repeatedly to fix the bamboo pole in the river at the time of rest to get their boat tied to the pole so that the tides of the river cannot meke them restless. Just in the same way men can save themselves from the six worldly waves, viz, bereavement, undue attachment, age, death, hunger and thirst, by repeated chanting of holy names. Thus, during his stay in the house of Balaram Basu, Thakur blessed his disciples with his wise sayings. 128 to 134.

বঙ্গানুবাদ :—

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন। সদ্‌গুরুর সম্বন্ধে শিষ্য বর্গের এরূপ বলা ঠিক হয় না। দেহ এবং মনের দৃঢ়তার জন্য অথবা জাগ্রৎ-স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার বিশুদ্ধির জন্য তিনবার বা

বহুবার হরিনাম কীর্ত্তন শাস্ত্রীয় বিধিমত সাধকগণ করিবেন। এবং আরও বলিয়াছিলেন। তোমরা কি দেখনি নৌকার দাঁড়ী মাঝী যখন নৌকা বাঁধিয়া রাখে সেই সময় বংশদণ্ডকে প্রোথিত করিবার জন্য গর্ত্তমধ্যে আপ্রাণ চেষ্টায় পুনঃ পুনর্ব্বার প্রোথিতকরে যাহাতে নদীর জল বাড়িলেও নৌকা ঠিক থাকে সেইরূপ সংসার সমুদ্রে পতিত দেহ তরণীকে শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্ষুধা পিপাসা এই ছয় প্রকার উর্ম্মি অর্থাৎ তরঙ্গ হইতে রক্ষার জন্য পুনঃ পুনঃ ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলে, কিছুমাত্র যন্ত্রণা হয় না। সমুদ্রে ভেলার মত তাঁহাকে রক্ষা করে, বা সমুদ্রে ডুবে যায় নাই।

এইরূপভাবে বলরাম বসুর গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক শিষ্য বর্গকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। ১২৮ হইতে ১৩৪।

সমর্প্য স্বেষ্ট দেবস্য সেবার্থা সর্ব্বমেবহি।
ধন্যোঽহং বৈ ভবিষ্যামি সচ্চিন্ত্যেব মহামতিঃ॥ ৭২৫
বলরাম বসু স্তস্য সেবাং চক্রে দৃঢ়ব্রতঃ।
শিষ্টাচার সুরক্ষার্থং চিন্তিতং ঠাকুরেণ তু॥ ৭২৬
যদ্যপি মম ভক্তোঽয়ং বলরাম বসু মহান্।
সুখস্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার্থমানন্দ মনসা সদা॥ ৭২৭
সর্ব্বদা সহতে সর্ব্বং প্রতিকূলং তথাপ্যহং।
সর্ব্বদাস্য শুভাকাঙ্ক্ষী সুখয়ান্তি প্রিয়স্য চ॥ ৭২৮
স্তস্য ধনিনঃ স্নিগ্ধ দেহস্য ব্যগ্রতা সদা।
বহুকার্য্যবশাদত্র ন করিষ্যামি মে মতিঃ॥ ৭২৯
ততোঽন্যস্মিংশ্চকস্মিংশ্চিৎ স্থাস্যামি ভবনে সুখং।
ঠাকুরেচ্ছামিমাং জ্ঞাত্বা কালোপদঃ সুবুদ্ধিমান্॥ ৭৩০

অন্ত্যলীলায়াং ৫ষ্ঠ অঃ

শ্যামপুষ্করিণী মধ্যে স্বঘট্টস্য সমীপতঃ।
শ্রীগোকুল ভট্টাচার্য্য গৃহং তেন প্রকল্পিতং ॥ ১৪৭

Balaram longed to be blessed by dedicating his life and property to the service of Thakur. On the other hand Thakur thought, "Balaram is taking great pains to bring me comforts. Being a rich man, he is not accustomed to such troubles and worries. It is therefore desireable that I should leave his house and restore his easiness of body and mind." Understanding thedesire of Thakur, Kalipada made arrangements to take Thakur to the house of Gakul Bhattacharya near to his own house in Shyam-pukur. 135 to 141.

ভবানুবাদ :—

মহামতি বলরাম বসু নিজ ইষ্টদেব ঠাকুরের সেবায় সমস্ত ধন সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া আমি ধন্য হইব এইরূপ ভাবিয়া বিশেষভাবে ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর শিষ্টাচার রক্ষার্থে মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে যদিও আমার পরম ভক্ত বলরাম আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার জন্য সর্ব্বদা আনন্দ মনে নানা প্রকার দুঃখ সহ্য করিতেছে। তাহা হইলেও শিষ্যের সর্ব্বদা শুভাকাঙ্খী আমি এই ধনীর পুত্র অতএব সুকোমল দেহ সুখ শান্তি প্রিয় ইহাকে আমার সেবার জন্য ব্যতিব্যস্ত করা আমার উচিত নয়।

অতএব আমি অন্য স্থানে যাইলে ইহার একপ উদ্বেগ হইবে না। ঠাকুরের এইরূপ মনোভাব জানিয়া অতি প্রিয় ভক্ত বুদ্ধিমান কালীপদ

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

নিজ গৃহের নিকটে শ্যামপুকুর নামক স্থানে গোকুল ভট্টাচার্য্যের গৃহে ঠাকুরের থাকিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৩৫ হইতে ১৪১।

শ্রীপ্রতাপ মজুন্দারো হোমিওরীতি বৈদ্যকঃ।
ঠাকুরস্য চিকিৎসার্থং ঠাকুরেণ নিযোজিতঃ॥ ১৪২
সোঽপি তং ঠাকুরং মত্বা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং।
চিকিৎসামকরোত্তস্য বিশুদ্ধ মনসা মহান্॥ ১৪৩
ভক্তা যুবক বর্গাস্তে পর্য্যায় ক্রমতঃ প্রভোঃ।
সেবা কার্য্যং যথান্যায় মকুর্ব্বন্তি যত্নতঃ॥ ১৪৪
মাতাপি সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বর পত্তনাৎ।
আগত্যাত্র পথ্যভারং ঠাকুরস্য সমগ্রহীৎ॥ ১৪৫
অনীরস প্রজাস্তস্য ঠাকুরস্য পরং প্রিয়াঃ।
রাখালরাজ পূর্ব্বাস্তে ভক্তবর্গাঃ সহস্রশঃ॥ ১৪৬
যথাকালে যথারীতি শক্নুঃ সেবাং মহত্তরাং।
প্রিয়ভক্ত গিরীশেন বিখ্যাতঃ সুচিকিৎসকঃ॥ ১৪৭
মহেন্দ্রলাল সরকার আনীতো রোগমুক্তয়ে।
ঔষধস্য সুপথ্যস্য সংগ্রহার্থং সমুৎসুকাঃ॥ ১৪৮

He also appointed the famous Homeopathic doctor. Pratap Mazumder for medical treatment of Thakur. The doctor treated Thakur with great care, and the young disciples also nursed him very carefully. Sarada Devi used to bring food and diet from Dakshineswar. The devotees like Rakhal Raj and others were busy in rendering all services to Thakur. His most favorite

disciple Girish brought the famous physician Mahendra lal Sarkar to cure Thakur of his disease. 142 148.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং ঠাকুর হোমিও ডাঃ প্রতাপ মজুমদারকে নিযুক্ত করেন ডাক্তারও ঠাকুরকে ভগবান জানিয়া চিকিৎসা করেন। ঠাকুরের তরুণ ভক্তবৃন্দ পর্য্যায় ক্রমে অতি সাবধানের সহিত বিশেষভাবে সেবা করিয়াছিলেন। এবং আমাদের পরমারাধ্যা মাতা সারদা দেবী দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া ঠাকুরের পথ্য ভার গ্রহণ করেন। ১৪২ হইতে ১৪৫।

এবং ঠাকুরের অতি প্রিয় শিষ্য রাখাল রাজ প্রভৃতি যথারীতি অর্থাৎ যে সময়ে যাহা ঔষধ বা পথ্য ঠিক সময়ে সেই সকল দ্রব্য সুষ্ঠু ভাবে সুসম্পন্ন করিতেন।

ইত্যবসরে ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত গিরীশচন্দ্র বিখ্যাত সুচিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারকে ঠাকুরের রোগ মুক্তির জন্য আনিয়াছিলেন।

১৪৬।১৪৭।১৪৮

অপরে ভক্তবর্গা যে স্নানাহার বিবর্জিতাঃ।
ক্বত্র লভ্যং সুপথ্যন্তু ক্বত্র তদৌষধোত্তমং ॥ ১৪৯
ধাবন্তো হি দিশঃ সর্ব্বা নাবিন্দন্ যে জলস্থলম্।
ভক্তোদ্যোগনস স্তুষ্টৈ রোগনির্ণয় হেতবে ॥ ১৫০
পাশ্চাত্যমিষজং সত্রানো তবান্ সুবিচক্ষণম্।
হোমিথ্যো মত মাশ্রিত্য চিকিৎসা সম্বভূব হ ॥ ১৫১

অন্তালীলায়াং ৫ম অঃ

কৃতে যুগে যথা দক্ষপ্রজাপতি কনিষ্ঠকা।
সতী দাক্ষায়ণী কন্যা পিতুর্যজ্ঞ মহোৎসবে ॥ ১৫২
তত্র গত্বা পিতু মুখাৎ পতিনিন্দাং নিশম্য সা।
কলেবরং পরিত্যজ্য সতীধর্ম্মং মহত্তরং ॥ ১৫৩
পৃথিব্যাং দর্শয়ামাস তথা শ্রীসারদাম্বুনা।
সাসাঙ্গবতী সেয়ং করুণামূর্ত্তিধারিণী ॥ ১৫৪
আবির্ভূতা পূর্ব্বং সতী শ্রীরামচন্দ্র কন্যকা।
বিশ্বমাতা জগদ্ধাত্রী স্বকীয়ানুব্রতাগতঃ ॥ ১৫৫

Some other disciples took utmost pains to gather diet and medicine from far off places. One of his disciples brought one European doctor for the treatment of Thakur, who, however, preferred to remain under Homeopathic treatment. Just as the youngest daughter of king Daksha set an example of devotion of a wife to her husband by sacrificing her life on her husband being abused by her father, so also Sarada Devi, who was the wife of Ramchandra in her previous birth, resorted to utmost austerity and penance lest the reputation of her husband be impaired by her own carelessness.
149 to 155.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং অন্যান্য শিষ্যগণ স্নান আহার বর্জ্জন করিয়া পথ্য ও ঔষধের জন্য জলপথ বা স্থলপথ দূর নিকট কিছুমাত্র না ভাবিয়া জ্ঞান শূন্য হইয়া পথ্য বা ঔষধের অনুসন্ধানে মত্ত হইয়াছিল।

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

এবং অন্য এক ভক্ত নিজের মনস্তুষ্টির জন্য ইংরাজ ডাক্তার আনিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার রোগ পরীক্ষা ভালভাবেই করেন। চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিক মতেই হইয়াছিল।

সত্যযুগে যেমন দক্ষ প্রজাপতির কনিষ্ঠা কন্যা দাক্ষায়ণী সতী দেবী পিতৃযজ্ঞে গমন করিয়া পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম সতী ধর্ম্ম জগতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৪৯।১৫০।১৫১।১৫২।১৫৩

সেইরূপ সাক্ষাৎ করুণার মূর্ত্তি ধারিণী ভগবতী মাতা সারদা দেবী সম্প্রতি সর্ব্বকল্যান কারিণী বিশ্বমাতা জগদ্ধাত্রী পূর্ব্ব সতী আবির্ভূতা হইয়া নিজের অসাবধানতা বশতঃ স্বামীর বিপুল যশের হানি আশঙ্কা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যেরূপ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিতেন। এখানেও সর্ব্বদা সেইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১৫৪।১৫৫।১৫৬।১৫৭

স্বামিনো গুরু গৌরবহানি মাগন্ধয় ভামিনী।
দক্ষিণেশ্বর সংবাসে কঠোর ব্রতচারিণী ॥ ৭৫৬
যথাস্থিতা নির্বিকারা তথাত্রাপি মহীয়সী।
কঠোরাচরণং দেবী সর্ব্বদাসৌ সমাচরৎ ॥ ৭৫৩
অতঃ স্বয়ং ভগবতঃ সেবার্থং স্বামিনঃ সতী।
প্রাণত্যাগং স্বীচক্রার নৈদমার্য্যং কারণং ॥ ৭৫৮
পরন্ত্বত্র বহুজনৈঃ পরিপূর্ণে গৃহান্তরে।
বিদ্যমানাপি সা দেবী গৌচস্নানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৭৫৯
কদা কেন প্রকারেণ সমাপ্তা জগদম্বিকা।
যত্রস্থা বহবো ভক্তা ন জানন্তীতি নিশ্চিতং ॥ ৭৬০

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

তথা মাতুঃ স্থিতে বার্ত্তা ন জ্ঞাতা বহুভির্জনৈঃ।
স্থিতাপি তত্র সা দেবী জনদৃষ্টেরগোচরা ॥ ১৬১

মহেন্দ্রলাল সরকার চিকিৎসক শিরোমনিঃ।
চিকিৎসার্থং সমাগম্য প্রত্যহং ঠাকুরস্য সঃ ॥ ১৬২

It is no wonder that she would take so much pains to serve her husband. Even though the house was full of people, none could know how and when she would take her bath and meal. Even many of the visitors did not know that she was there in the house. The great physician Mahendra Lal Sarkar would remain for hours together everyday and carry on with holy discourse. 156 162.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব জগৎ স্বামী স্বামীর সেবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম ইহাঁর পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। পরন্তু এই গৃহ বহুলোকে পরিপূর্ণ হইলেও মাতা শৌচ স্নান পূজা ও ভোজনাদি কখন কি ভাবে সমাধা করিতেন। অথবা এখানে অবস্থান করেন যে সকল ভক্তবৃন্দ তাঁহারা কেহ কিছুমাত্র জানিতে পারিতেন না। একথা ধ্রুব সত্য। এবং বহিরাগত ব্যক্তি সকলও কেহই জানিতেন না যে মাতা সারদা দেবী এইস্থানে আছেন।

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अः

চিকিৎসক চূড়ামণি মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য প্রত্যহ আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিয়া প্রায় ২।৩ ঘণ্টাকাল ভগবৎ কথা প্রসঙ্গে থাকিতেন।

এবং বলিতেন আমি জানিনা আপনার উপরে আমার এরূপ ভক্তি কেন হয়। ১৫৮ হইতে ১৬৪

समीपे समुपाविश्य प्रायेन घटिका त्रयं।
ऐश्वरीय प्रसङ्गेन तत्काल स्तेन यापितः ॥ १६३

उक्तञ्च न ज्ञातमेतद्भवदुपरि मे तथा।
अनुरागोऽभवद्ये न दृष्ट्वा त्वां गतवानपि ॥ १६४

स्वगेहे सुखभावेन स्थातुं न पारयाम्यहं।
केवलं भवतोभावं भावयामि पुनः पुनः ॥ १६५

नेदृगन्यं वित्तवन्तं कदाचिदपि रोगिनं।
प्रभूत वित्तदातारं न चिन्तयामि निश्चितं ॥ १६६

मन्येऽहं मोहितथास्मि भवद्भिर्भगवत् परैः।
अथवा त्वयि मे भक्तिर्जाता सद्गुण दर्शनात् ॥ १६७

पश्याधुना दिनस्यास्य कालो भूयान् गतोलयं।
त्यक्त्वा त्वां स्वगृहे गन्तुं नेच्छामि च तथाप्यहं ॥ १६८

पीत्वा कथामृतं तेऽहं सम्मविष्टः सुधार्णवे।
मन्ये त्वां देवदेवानामीश्वरं जगतां गुरुं ॥ १६९

He would say, "I cannot explain how and why I have been so much devoted to you that I do not find rest even after my return to my own

house, as I think of you again and again. I never think of rich patients who give me lots of money. I think, I have been overpowered by your divine influence, or I have developed devotion to you for your godly qualities. You may please see that even the greater part of the day is passed. yet I do not like to leave you and go back to my house. Your utterings have opened up a world of joy to me, and I regard you as Divinity itself." 163 to 169.

বঙ্গানুবাদ :—

যাহাতে আপনাকে দেখিয়া গৃহে যাইয়াও আমি সুস্থভাবে থাকিতে পারি নাই। কেবলমাত্র আপনার অবস্থাই বারম্বার চিন্তা করি। অন্য ধনী রোগীকে অর্থাৎ প্রচুর অর্থ দেয় এরূপ রোগীর জন্য এমত ভাবি নাই। আমার মনে হয় আপনার ভগবৎপরতাই আমাকে মোহিত করে। অথবা আপনাতে ভগবানের লক্ষণ দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছি।

এখনই দেখুন এই দিনের অধিক সময় গত হইলেও আপনাকে ছাড়িয়া আমার নিজগৃহে যাইবার ইচ্ছাও হইতেছে না।

পরন্তু আপনার মুখনির্গত কথামৃতপান করিয়াই সম্প্রতি আমি আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছি।

অতএব আমি নিশ্চয় বুঝিলাম আপনি ভগবান দেবতাদিগেরও দেবতা জগদ্‌গুরু। ১৬৫।১৬৯.

आशङ्कया रोगवृद्धे र्बहुभिः सह भाषणं ।
न कर्त्तव्यं मयेत्युक्तं सुनिर्दिष्टमिदं मया ॥ १७०

किन्त्वस्माभिः कथालापे रोगवृद्धि र्न सम्भवेत् ।
स्वल्प वाक्येन वाक्यानां तात्पर्य्यार्थं सुगृह्यते ॥ १७१

यत चिकित्सकोऽहंवै विचिन्त्य कथयामि ते ।
अयं महेन्द्रलालस्तु मथुरस्योत्तमः सुहृत् ॥ १७२

ठाकुरेणापि विदितः सरकारः पूर्व्वंत स्तथा ।
यत स्त्वमिति संबोध्य ठाकुरं संबदत्यसौ ॥ १७३

ठाकुरोऽपि बन्धुतुल्यं सरकारं समुदीक्षते ।
तथान्यस्मिन्दिने सोऽयं ठाकुरमब्रवीत् स्वयं ॥ १७४

भवान् भगवतो वार्त्तां यामवदत् सुखेन तां ।
अवगन्तुं समर्थोऽस्मि प्राप्नोम्यानन्दमुत्तमं ॥ १७५

किन्तु ते नन्दन भक्ताः सर्व्वधर्म्मे विघट्टिताः ।
वदन्ति केचन जनाः अचोनन्दनमाश्रय ॥ १७६

"However, I advise you not to talk much as it may aggravate your disease. Exchange of a few words as between ourselves is not harmful." Mahendra Lal was a friend of Mathuranath and so he was already known to Thakur since long, and talked in a very familiar way. Thakur also talked to him like a friend. One day Mahendra Lal said, "What you tell me about religion

and God is quite understood by me, and brings me great joy. There is, however, a group of people who bring about great confusion in our holy thoughts. Some advise worship of the son of Sachi." 170 to 176.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

যাহাহৌক আমি আপনাকে বিশেষভাবে বলিতেছি যে আপনি বহু লোকের সহিত বহু কথা বলিবেন না। তাহাতে রোগবৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা। ১৭০

কিন্তু আমাদের মত লোকের সহিত কথোপকথনে রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কারণ আমরা অত্যল্প কথার দ্বারাই তাৎপর্য্য লইতে পারি।

যেহেতু আমি সুচিকিৎসক অতএব সুচিন্তিত বাক্যই বলিয়া থাক। এই মহেন্দ্র লাল সরকার মথুরানাথ বাবুর প্রিয় বন্ধু তজ্জন্য ঠাকুরও পূর্ব্ব হইতেই ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারকে জানিতেন। এই জন্য সরকারও ঠাকুরকে তুমি বলিয়া বলিয়াছিলেন। ১৭১।১৭২।১৭৩

ঠাকুরও সরকারকে বন্ধুর মতই দেখিতেন। তৎপরে আর একদিন সরকার ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। আপনি ভগবৎ কথা যাহা বলেন আমি তাহা ভালভাবে বুঝিতে পারি এবং পরমানন্দ উপলব্ধি করি। কিন্তু কতকগুলি নন্দনের দল আছে তাহারা ধর্ম্মের সম্বন্ধে গোলোযোগ উপস্থিত করে। কতকগুলি লোক বলে শচীনন্দনের সেবা কর। কেহ কেহ বলে কৌশল্যানন্দন ভজ। ১৭৪।১৭৫।১৭৬

अन्त्यलीलायां ६ष्ठअः

कौशल्या नन्दनं केऽपि यशोदानन्दनं तथा ।
मेरी नन्दन मित्यन्ये ह्येते सन्देह सागरे ॥ १७७

जनान्निमज्जितान् कृत्वा श्वासरोधान कुर्व्वत ।
किन्त्वहं स्वविशुद्ध्यर्थमीश्वरानुभवाय च ॥ १७८

विज्ञानालोचनेनैव प्राप्स्यामि भगवत् कृपां ।
भवत् कथामृतेनैव मया धर्म्मो विनिश्चितः ॥ १७९

वाक्यव्ययम कृत्वैव प्रभुर्माष्टारमब्रवीत् ।
कृतार्थीकरणार्थाय केवलं कृपया तदा ॥ १८०

तस्य शान्त स्वभावत्वादुच्चैर्गानादुपप्लव ।
मत्वा स शिक्षकस्तत्र गानं नकृतवान् सुधीः ॥ १८१

दौर्व्वल्यं तस्य तद्दृष्ट्वाप्यादरेण तदा प्रभुः ।
आह्वय युवकञ्चैक भक्तं प्रोवाच गीतवित् ॥ १८२

त्वमेवोच्चैःस्वरयुक्तो गानं कुरु सुपुत्रक ।
भगवदाज्ञया भक्तश्चकार गीतमुत्तमं ॥ १८३

"Some others plead for the son of Kaushallya, some again for the son of Jasoda. Again others shout for the son of Mary. Thus we are thrown into the sea of doubts and feel strangled. I am, however, sure that I shall win the grace of God by knowledge and learning and also by your wise guidance." Without giving any reply to Sarkar, Thakur asked master to sing a song.

Considering that Sarkar would feel very uneasy by a loud song, Master remained mute. Thakur then asked a young disciple to sing aloud. He did it very nicely. 177 to 183.

বঙ্গানুবাদ :—

কেহবা বলে যশোদানন্দনের সেবা কর। কেহবা বলে মেরী নন্দনের আশ্রয় লও। এইরূপ নানাজনের নানা মতে সন্দেহসাগরে ডুবিয়া শ্বাসরোধ হইয়া থাকে। কিন্তু আমার মনে হয় আমি আমার বিশুদ্ধির জন্য এবং ভগবদনুভূতির জন্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারাই ভগবৎ কৃপা লাভ করিব। আপনার কথামৃতের উপদেশেই ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছি বা ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিয়াছি। ১৭৭।১৭৮।১৭৯

সরকারের মনোভাব জানিয়া ঠাকুর আর বেশী কথা না বলিয়া সরকারকে কৃপাপূর্ব্বক কৃতার্থ করিবার জন্য মাষ্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন একটি গান করত। মাষ্টার মহাশয় ডাক্তারবাবুকে অতি শান্ত প্রকৃতির লোক জানিয়া উচ্চৈঃস্বরে গানে অশান্তি হইবে। অতএব মাষ্টার মহাশয়ের গানে অসম্মতি দেখিয়া গীতজ্ঞ ঠাকুর একটি যুবক ভক্তকে বলিয়াছিলেন তুমিই একটি গান কর। সেই যুবকটি ঠাকুরের আদেশ লইয়া একটি অতি মধুর গান করিয়াছিলেন। ১৮০।১৮২।১৮৩

কো জানাতি কিটক, কালো ষড়দর্শনৈরদর্শনং
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমুদরং তস্যাঃ কীটক, প্রকাণ্ডনা ॥ ৭৮৪
পাদাধঃপতিতো যস্তু শ্যামইশ্বর সংজ্ঞকঃ।
ভগবান্ শঙ্করঃ কিম্বিজ্ঞানাত্যন্যে ন কেচন ॥ ১৮৫

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अः

लोकहास्यकरञ्चेदं रामप्रसाद भाषणं ।
बाहुचालनशक्त्यैव समुद्रतरणं यथा ॥ १८६

अथवा वामनेनापिधार्य्यते किं निशाकरः ।
मनः शक्नोति तां बोद्धुं प्राणोनेति कथञ्चन ॥ १८७

यदेदं गानमभवठठाकुरस्य च सन्निधौ ।
श्रीमुणीन्द्र गुप्त नामा तत्पार्श्ववर्त्तिवेश्मनि ॥ १८८

तद् गानमुत्तमं श्रुत्वा समाधिं स तदा विशत् ।
तद्वद्दण्डायमानस्य लाटु भक्तस्य वै तदा ॥ १८९

आशङ्क्य पतनं तस्य भावावेशाद्गत स्मृतेः ।
बाहुभ्यां तं विधृत्यैव श्रीनिरञ्जन नामकः ॥ १९०

The purport of the song was this, "Who knows what is Kali like? She is not realised by the six branches of Philosophy. How big is She who carries these endless universe in Her belly? Lord Sankara who lies at the feet of Kali may know something about Her. but none else. Just as any attempt to swim across the sea or to catch the Moon by a dwarf is ludicrous so also it is quite futile to realise the Goddess by our mind and intelligence." On hearing this song Munindra Gupta lost his sense. Latu babu who was standing became also unconscious. Niranjan who attempted to hold Latu babu, became also senseless. 184 to 190.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

গানটি এইরূপ। কে জানেরে কালী কেমন।
যাঁর ছয় দর্শনে না পায় দর্শন।
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
কালীপদ্ম বনে হংস সনে হংসী হয়ে করে রমণ॥
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
কালী ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড তাঁর প্রকাণ্ডতা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কিছু কালীর মর্ম্ম অন্যে কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু যেমন,
আমার প্রাণ বোঝেছে মন বোঝেনা ধরবে শশী হয়ে বামন॥

১৮৪ হইতে ১৮৭

ঠাকুরের নিকট যখন এই গানটি হইতেছিল ঠিক সেই সময়ে পাশের ঘরে ভক্ত মুণীন্দ্র গুপ্ত এই গানটি শুনিবার সময় সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। সেইরূপ ভাবাবেশ বশতঃ হতচৈতন্য দণ্ডায়মান লাটু ভক্তের পতন জানিয়া দুই বাহু দ্বারা ধারণ করিয়া ভক্তপ্রবর নিরঞ্জনও সমাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এরূপ আশ্চার্য্য দৃশ্য প্রায় দেখা যায় না।

১৮৮ হইতে ১৯১

ভক্তানাং প্রবরঃ সোঽপি তদবস্থা সুসাগমৎ।
অভূতপূর্ব্বং দৃশ্যোঽয়ং ন প্রায়েনাক্ষিগোচরঃ॥ ৭৮৭
যতী ভগবতী নাম গান শ্রবণমাত্রত।
সমাধেঃ সন্মুখী ছৌ দ্বৌ ভক্তানামমবদ্দ্রুতম্॥ ৭৮৮

ततः श्रीठाकुरः प्राह सरकारं देह संविदं ।
त्वन्तु चिकित्सकश्रेष्ठः पश्यैतेषां हठात् कथं ॥ १८३
लुप्तसंज्ञा मुनि पुनः परीक्ष्य सत्वरं वद ।
ठाकुरेनैवमुक्तः स सरकारयाच्चसा तदा ॥ १८४
परीक्ष्य प्राक् प्राणनाड़ीं पादनाड़ीं ततः परं ।
यन्त्रयोगेन हृतपिण्डं चक्षुषो च कराङ्गुलीन् ॥ १८५
दत्वा तेषां सर्व्वविधां परीक्षां सुसमाप्य सः ।
ठाकुरान्तिकमागम्य विस्मितस्तमुवाच ह ॥ १८६
विज्ञान शास्त्रविदुषामस्माकमिति निश्चय ।
लुप्तज्ञाना भवद्भक्ता मृताश्चैते न संशयः ॥ १८७

It was very surprising that three devotees would become senseless on hearing a song. Thakur asked Sarkar to examine their condition. Sarkar instantly examined each of them as thoroughly as he could. He came back to Thakur and said, "According to the laws of medical science, they are dead." 191 to 197.

ইহারা চৈতন্যশূন্য হইল ইহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া বিশেষভাবে দেখিয়া আমাকে ব'ল। ঠাকুর এইরূপ বলিবামাত্র সরকার তৎক্ষণাৎ সসব্যস্তে সেইসকল ভক্তের প্রাণনাড়ী পাদনাড়ী হৃৎপিণ্ড যন্ত্র দ্বারা হস্ত দ্বারা চক্ষুর ভিতরে অঙ্গুলি দিয়া সর্ব্বপ্রকার পরীক্ষা করিয়া ঠাকুরের নিকট আসিয়া অশ্চার্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে আমাদিগের মতে আপনার এইসকল ভক্তের মৃত্যু হইয়াছে এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাই আমার যথার্থ ধারণা। ১৯২—১৯৭

ঠাকুরস্য জন্মভূমে নিকটস্থালয়ে ক্বচিৎ।
কীর্ত্তনানন্দ মগ্নস্য চেতনালুপ্ততাং গতা॥ ১৯৮

কদাপি চেতনাযুক্তো ননর্ত্ত হরিকীর্ত্তনে।
দৃষ্ট্বৈব তত্র ত্যজনা অবদন্ বিস্মিতা স্তদা॥ ১৯৯

ঈদৃগাশ্চর্য্যং পুরুষঃ সমায়াতো মহোৎসবে।
মরণং জীবিতঞ্চাস্য ভবেদেব ক্ষণ ক্ষণ॥ ২০০

অত স্তবেচ্ছয়ৈবে তে কৃপাপাত্রাঃ সেবকা জনাঃ।
দৃষ্ট্বা যে ভবিষ্যন্তি নৈতদাশ্চর্য্যং কারণম্॥ ২০১

ততঃ সমাধিযুক্তাস্তে ঠাকুরস্য পদাম্বুজে।
প্রণামার্থং যদায়াতা স্তদাসৌ সুচিকিৎসকঃ॥ ২০২

বিজ্ঞানবিদতিশয়ং বিস্মিত স্তমুবাচ হ।
পশ্যামি সর্ব্বমেবৈতৎ ক্রীড়নং তব নিশ্চিতং॥ ২০৩

সকাশে ভবতাদ্যাহং নিঃশ্রীপেণ পরাজিতঃ।
অহঙ্কারো বলং বিদ্যা চিকিৎসাভিজ্ঞতা মম॥ ২০৪

Once near the native village Thakur lost his senses in his joy in singing holy names. After a while he regained his senses and began to sing. People who were present there became very much surprised to see him dead and alive alternatively. It is therefore, no wonder that his disciples came back to life and gathered at the feet of Thakur. The famous physician became greatly astonished and said to Thakur, "I feel myself utterly defeated by your divine power, and my pride in the knowledge of medical science is now qiute shattered." 198 to 204.

বঙ্গানুবাদ :—

কোন এক সময়ে ঠাকুরের নিজ বাড়ীর নিকটে সঙ্কীর্ত্তনানন্দে ঠাকুরের জ্ঞান লোপ হয়। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্যলাভ করিয়া পুনর্ব্বার সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিয়া নৃত্য করেন। ঠাকুরের এইরূপ ভাব দেখিয়া সেই সকল লোক আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন। আমাদের এই হরিসঙ্কীর্ত্তন সভায় এমন একটি আশ্চার্য্য লোক আসিয়াছেন যাঁহার ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে বাঁচিয়া উঠেন। অতএব আপনার ইচ্ছানুসারেই আপনার কৃপা প্রাপ্ত হইয়া আপনার বহুতর সুসন্তানগণ এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নয়। ১৯৮ হইতে ২০১

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अः

তৎপরে সেইসকল শিষ্যবৃন্দ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানলাভ করতঃ ঠাকুরের পদতলে আসিয়া প্রণাম করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে তখন বিজ্ঞানবিৎ ডাঃ সরকার অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন আমি দেখিতেছি যে ইহা আপনারই ক্রীড়া ভিন্ন আর কিছুই নয়। আজ আমি আপনার নিকট বিশেষভাবে পরাজিত হইলাম। আমার অহঙ্কার বিদ্যাবল চিকিৎসা ও অভিজ্ঞতা প্রভৃতিতে যাহা কিছু অভিমান ছিল আজ সেইসকল সম্পূর্ণরূপে বিচূর্ণ হইল। ২০২।২০৩।২০৪

यत्किञ्चिदस्ति दर्पश्च सर्व्वं सम्पूर्णतां गतम्।
भवान् यदि वदेन्मह्यं ये चात्र तव दर्शने ॥ २०५

समायाता स्तत् पादुका माल्यं धृत्वा स्वमस्तके।
स्वच्छन्दं राजमार्गेऽहं सञ्चरामि सगौरवं ॥ २०६

श्रुत्वेदं ठाकुरःप्राह स्वल्पहास्य पुरःसरं।
त्वमतीव महोदय जनो विद्वान् विचक्षणः ॥ २०७

भिषक् श्रेष्ठतमत्वात्ते प्रतिष्ठाभूद्गरीयसी।
वागेवते कर्य्यसमा यतस्त्वं सज्जनो महान् ॥ २०८

कृतार्थी कृत एवासौ ठाकुरेण चिकित्सकः।
मत्वा श्रीभगवन्तं तं न नामदण्डवद्भुवि ॥ २०९

"If you so like, I can walk along the streets of the city with the garland of your visitors' shoes on my head, and take it as a matter of great honour." On hearing this Thakur said with a smile, "You are a great scholar and the best of

physicians of modern times. What you have said is as good as what you would have done." Thus Thakur blessed tha physician who fell flat before Thakur with utter submission and great devotion. 205 to 209.

বঙ্গানুবাদ :—

আপনি যদি বলেন যে আমাব দর্শনার্থে যাহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের পাদুকার মালা গলদেশে ধারণ পূর্ব্বক আমি স্বচ্ছন্দে রাজপথে সগৌরবে বিচরণ করিতে পারি। সরকারের কথা শুনিয়া ঠাকুর ঈষৎ হাস্য-সহকারে বলিয়াছিলেন। আপনি অতিশয় ধার্ম্মিক বিদ্বান্ মহাশয় ব্যক্তি এবং চিকিৎসকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বশতঃ আপনার প্রাতষ্ঠা বড়। আপনার বাক্যই কার্য্য যেহেতু আপনি অতিশয় সজ্জন।

এইরূপে ঠাকুর মহেন্দ্রলাল সরকারকে কৃতার্থ করিলে ডাঃ ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান্ মনে করিয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছিলেন। ২০৫—২০৯

স্বরূপং দর্শয়ামাস ভগবানপি তং তদা।
পুনরাগমনন্তস্য কিং ভবিষ্যতি ভূতলে ॥ ২১০
যৈ স্বদা শ্রীভগবতঃ সান্নিধ্যং বাঙ্মনোচরং।
কৃতস্তৈ স্তস্য কৃপয়া স্বরূপমবলোকিতং ॥ ২১১

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং শ্রীরামকৃষ্ণ দেবস্য কেশব সেন সমাগম

অন্ত্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ

স্তথা পানিহাটী গ্রাম গমনে রোগারম্ভাৎ পরং বাগবাজার বলরাম মন্দির শ্যামপুষ্করিণী স্থানে ক্রমাদ্গতে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক মহেন্দ্র লাল সরকারং প্রতি স্বরূপ দর্শনাদিনা কৃতার্থী করণ রূপোঽন্ত্য-লীলায়া. ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ অঃ ৬ ।

Thakur showed his divine self to that physician. Will it be possible in this Kali Yuga to have such occurence repeated ?

210 to 211

Here ends the sixth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrshna Bhagabatam written by Shri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. (অঃ ৬)

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভগবান ঠাকুর ও ডাঃ মহাশয়কে নিজের স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। এই ঘোর কলি যুগে আর কি এরূপ ভক্ত ও ভগবানের সাক্ষাৎ সম্মিলন পৃথিবীতে কখনও কি সম্ভব হইবে। ২১০।২১১

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত এই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ঠাকুরের কেশব সেনের সহিত সম্মিলন।

পানিহাটী গমনে রোগোৎপত্তি। দক্ষিণেশ্বর হইতে বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে শ্যামপুকুরে আগমনান্তে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে কৃপাকরণ প্রভৃতি অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইল।

অঃ ৬ অঃ ॥

अन्त्यलीलायां ७म अः

ठाकुरस्य महाभक्तः सुरेन्द्र मित्र नामकः ।
लब्धागुरोः कृपारूपामाज्ञां ससाधको महान् ॥१
कलावश्वमेधतुल्या दुर्गापूजेतियां विदुः ।
बहु बाधामतिक्रम्य पूजांचक्रे यथाविधि ॥ २
दुर्गेव श्रीरामकृष्णः साक्षात् श्रीभगवान् स्वयं ॥
साधकानां हितार्थाय भक्तमूर्त्ति परिग्रहं ॥ ३
कृत्वाविर्भूय भगवान् लीलामानन्ददायिनीं ।
युगे युगे प्रकरोति मर्त्त्य लोके विशेषतः ॥ ४
अखण्डानन्दरूपोऽयं भगवान् भक्तवत्सलः ।
शुभे महाष्टमीदिने सन्धिपूजा समागमे ॥ ५
पूजामण्डप आगत्य दिव्यदृष्ट्या स ठाकुरः ।
अपश्यत् प्रासुरेन्द्रस्य भक्तियोग प्रभावतः ॥ ६
प्रतिमायां जगन्मातुः साक्षादुदयमात्मनः ।
भक्ति गद्गदरूपेण मामेत्युक्त्वारुदन्मुहुः ॥ ७

With the permission of Thakur. Surendra Nath Mitra celebrated Durga Puja after overcoming great impediments. Like Durga, Sri Ramakrishna also manifests himself in different yugas for the well-fare of devotees. Thakur went to see the Puja on the Mahastami day, and found that the Goddess had appeared in the image and Surendra Nath was shedding tears of joy with his eyes fixed on the Goddess. 1 to 7

বঙ্গানুবাদ :—

সাধক চূড়ামণি মহাভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ঠাকুরের কৃপাদেশ পাইয়া কলিযুগে যে পূজাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ বলে, বহু বাধা অতিক্রম করিয়া সেই দুর্গা পূজা করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবই সাধকগণের মঙ্গলের জন্য সেই সেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া প্রতি যুগে আনন্দময়ী লীলা এই মর্ত্তালোকে প্রকাশ করেন।

পূর্ণানন্দ স্বরূপ ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং মঙ্গলময় মহাষ্টমী দিনে সন্ধি পূজার সময়ে সুরেন বাবুর পূজা মণ্ডপে যাইয়া দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র নাথের ভক্তির প্রভাবে প্রতিমাতে জগন্মাতা দুর্গার সাক্ষাৎ আবির্ভাব হইয়াছে। এবং সুরেন্দ্রনাথ ভক্তি গদগদ চিত্তে মা মা বলিয়া পুনঃ পুনর্ব্বার রোদন পূর্ব্বক গলদেশে বস্ত্রের সহিত করযোড়ে মা দুর্গার পাদপদ্মে একাগ্র-চিত্তে দৃষ্টি পূর্ব্বক অশ্রু জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া মহাভাবে বিভাবিত হইয়াছেন। ১ হইতে ৭

মাতুঃ পদে ন্যস্তদৃষ্টির্গলবস্ত্রকৃতাঞ্জলিঃ।
অশ্রুভিঃ সংসিক্তবক্ষা মহাভাবং গতশ্চ সঃ ॥ ৮
দৃষ্ট্বৈব ঠাকুরস্তস্য দুর্গাভক্তিমুবাচ হ।
শাস্ত্রে সিদ্ধান্তে বাক্যন্তদ্ভক্তিগ্রাহ্যোদিতং মহৎ ॥ ৯
অর্ব্বাকস্য তপোযোগাদর্ব্বনস্যাতিগমনাৎ।
আমিষ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমিচ্ছতি ॥ ১০
সর্ব্বমেতৎ সুরেন্দ্রস্য লক্ষিতং প্রভুনা তদা।
ভক্ত্যা সুরেন্দ্রনাথস্য সুপীনষ্টাকুরো মহান্ ॥ ১১
পরন্ত্বলৌকিকোল্লস্য পূজাং সংদৃশ্য যত্নতঃ।
প্রত্যাগম্য স্বকং ধাম নরেন্দ্র প্রসুপ্তো হৃদা ॥ ১২

অন্ত্যলীলায়াং ৩য় অঃ

সুসন্তানগণাং স্তস্য সুরেন্দ্রস্য কৃতার্থতাং।
অপূর্ব্বং পূজাব্যাপারমুক্ত্বা চ সবিশেষতঃ॥ ১৩
জগন্মাতুঃ প্রসাদাচ্চ যদ্বপুষার্থং স ঠাকুরঃ।
প্রেষয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ সুরেন্দ্র ভবনং তদা॥ ১৪

Thakur was pleased to see that the Puja was grandly successful inasmuchas everything was arranged according to prescribed procedure and the worship was performed with great devotion. On coming back to Dakshineswar Thakur told his disciples what he had seen, and sent them to the house of Surendra Nath to take the offered rice. 8 to 14

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর সুরেন্দ্রনাথের এইরূপ ভক্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন ভক্তিশাস্ত্রে যে সকল মঙ্গলময় সিদ্ধান্ত বাক্য বর্ণিত হইয়াছে। সেই অর্থাৎ পূজকের সাধনার যোগ পূজোপকরণের ঠিক ভাবে আয়োজন। এবং প্রতিমার মূর্ত্তি ধ্যানানুসারে গঠন হইলে সেইস্থলে দেবতার আগমন নিশ্চয় হয়। ঠাকুরের কৃপায় সুরেন্দ্রনাথের কোনটিরই ত্রুটি হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথের ভক্তি দ্বারাই ঠাকুর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

পরন্তু ঠাকুর সুরেন্দ্রনাথের নিকট বিশেষভাবে পূজা গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সন্তানসকলকে

অন্ত্যলীলায়াং ৩য় অঃ

সুরেন্দ্রনাথের পূজার সাফল্য এবং পূজার পারিপাট্য অত্যাশ্চর্যরূপে বলিয়া জগদম্বার প্রসাদ-গ্রহণের জন্য সকলকে সুরেশবাবুর গৃহে পাঠাইয়াছিলেন। ৮ হইতে ১৪

ততঃ পরং স ভগবান্, চিন্ময়ীং ভবসুন্দরীং।
কালিকাং দক্ষিণাং দেবীং সম্যূজয়িতুমুদ্যতঃ॥ ১৫
কালীপূজাদিনে প্রাপ্ত ভক্তানাহূয় যত্নতঃ।
উবাচাদ্যাগমিষ্যন্তি মাতুরদ্যাবির্ভাব বাসরে॥ ১৬
অতোঽহং কালিকাং দেবীমর্চয়ামিতিধিষ্ণ্যে।
সাত্ত্বিকান্যর্চন দ্রব্যান্যানয়েত সুযত্নবং॥ ১৭
নিশায়াং ভক্তবর্গাস্তে পূজোপচারমুত্তমং।
ঠাকুরায় সমানীয় দত্তবন্তোমুদান্বিতাঃ॥ ১৮
পূজাকালে স ভগবান্ দিব্যভাব পুরঃসরং।
পুষ্পং দত্ত্বা স্ব শিরসি প্রোবাচ তানিদং বচঃ॥ ১৯
সর্ব্বে যূয়ং জগন্মাতুঃ কালিকায়াঃ স্বরূপকং।
চিন্তয়ত চিত্তপটে ভক্তিভাবেন ভাবিতাঃ॥ ২০
তে সর্ব্বে তত্তথা কৃত্বা যচ্চোক্তং গুরুণা তদা।
পরং সপাদমুদ্রায়া ভক্তং য বেত্তি ঠাকুরঃ॥ ২১

Thereafter Thakur intended to perform Kali Puja on the day of the new moon, and asked his disciples to bring the requisite things on that night. The things which were required for the puja were collected nicely. At the time of

worship Thakur advised his disciples to meditate upon the image of the Goddess. All his disciples did so. But the devotee who was called by Thakur as worth one Rupee and a quarter thought within himself. 15 to 21

বঙ্গানুবাদ :—

অতঃপর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব চিন্ময়ী ভব সুন্দরী মাতা দক্ষিণা কালিকার পূজার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া কালী পূজার দিনে প্রাতঃকালে ভক্তবর্গ সকলকে যত্ন পূর্ব্বক ডাকিয়া বলিয়াছিলেন। আজ আদ্যা মহাশক্তির আবির্ভাবের দিন অতএব এই অমাবশ্যার দিনে আমি কালী পূজা করিব। তোমরা পূজার উপযোগী সাত্বিক দ্রব্য সকল শীঘ্র আয়োজন কর।

ভক্তবর্গ আনন্দিত হইয়া সন্ধ্যার পর অত্যুত্তম পূজার দ্রব্যসকল আনয়ন পূর্ব্বক ঠাকুরকে দিয়াছিলেন। ১৫।১৬।১৭।১৮

পূজার সময় ঠাকুর দিব্যভাবে ভাবিত হইয়া সেই সকল ভক্ত বর্গকে বলিয়াছিলেন। তোমরা সকলে ভক্তি ভাবে জগন্মাতা কালিকার মূর্ত্তিটি মনোমধ্যে চিন্তাকর। গুরুর উপদেশ মত সেই সকল ভক্ত সেই ভাবে চিন্তা করিয়াছিল। কিন্তু ঠাকুর যাঁহাকে পাঁচ সিকার ভক্ত বলিয়া বলেন। ১৯।২০।২১

তেনৈব শ্রীগিরীশেন মনসেদং বিচিন্তিতং।
প্রত্যক্ষদেবতাং হিত্বা কথমন্যাং ভজাম্যহং ॥ ২২
এবং প্রাণাবিগবয়াম্মামেত্যুক্ত্বা তদাহি সঃ।
দদৌ পুষ্পাঞ্জলিং ভক্ত্যা ঠাকুরস্য পদাম্বুজয়োঃ ॥ ২৩

अन्त्यलीलायां ७म अः

ठाकुर स्तत्क्षणादेव दिव्यभाव विभावितः ।
भूत्वा प्रसन्नवदना वराभयकरा तदा ॥ २४
अपूर्व्वज्योतिषां मध्ये कालिकायाः स्वरूपकं ।
स्वात्मानं दर्शयामास भक्तेभ्यः कृपया प्रभुः ॥ २५
श्रीरामकृष्ण रूपाया स्तदा ते भक्त सत्तमाः ।
कालिकाया जगन्मातुः सच्चिन्मय्याः पदाम्बुजे । २६
पुष्पाञ्जलिं समादाय कृतार्थाश्चाभवं स्तदा ।
श्रीरामकृष्ण लीलेयं कालीरूपा सनातनी ॥ २७
एवं श्यामपुष्करिण्यां यत्किञ्चित् सुस्थतां गते ।
प्रभौ तदासरकारेण स्थानादस्मान्मङ्गलात् ॥ २८

"Why should I worship the Goddess disregarding the living God I see before me?" Being inspired with this thought Sri Girish Sen worshipped with great ardour the the feet of Thakur. At once Thakur transformed himself into the shape and appearance of the Goddess with divine brilliance, and showed his Divine self to his disciples who felt themselves blessed and worshipped the feet of Thakur in the shape of Kali. When Thakur felt a little better at Shampukur, Sarkar thought that it would be better if Thakur be removed from that house which was so full of noise and lacking in the ventilation, 22 to 28

সেই ভক্ত গিরীশ মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন যে প্রত্যক্ষ দেবতা ভগবান ঠাকুরকে পরিত্যাগ করিয়া কেন অন্য দেবতা কালীর ভজন করিব। এইরূপ প্রাণের আবেগ বশতঃ সেই সময়ে গিরীশ মা মা এই কথা বলিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে ভক্তি পূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন। ঠাকুর ও তৎক্ষণাৎ দিব্য ভাবে বিভাবিত চতুর্ভুজে খণ্ডগমুণ্ড বর এবং অভয় করা হইয়া প্রসন্ন বদনা প্রভু নিজকে অপূর্ব্ব জ্যোতির মধ্যে কৃপা পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দকে কালিকার মূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন। তখন সেই সকল ভক্তবৃন্দ রামকৃষ্ণ রূপিনী কালিকাকেই স্ব স্ব ইষ্টদেবী মনে করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ২২।২৩।২৪।২৫।২৬

ঠাকুরের কালী মূর্ত্তি ধারণ ইহা একটি সনাতনী লীলা হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে শ্যাম পুকুরে কিঞ্চিৎ স্বস্থ হইলে সরকার বলিয়াছিলেন এই স্থান কোইহল পূর্ণ বশতঃ। ২৭।২৮

তন্মুক্ত বায়ুমন্যত্রাস্যন্যত্র বায়ুসঙ্গতৌ
স্যাদি গতি সুখা মন্যে এবমুক্তা তিরোদধে॥ ২৯
কলিকাতা বহির্ভাগে গমনং সুত রোধসি।
রোগাণোগ্য মন্যমান মদ্যমস্থানমেবচ যঃ॥ ৩০
সুস্থৈঃ মনঃসর্ব্বদা স্যাদান্বেষণ তৎপরা।
দ্বিয়টিমাখ্যস্তরে তু মিলিত স্যানমুত্তমং॥ ৩১
ভটীষ্যা কলিকাতায়াঃ কাশীপুরাখ্য পত্তনে।
শ্যামর্ক্ষমঙ্গনা ইত্যা মন্দিরস্য সমীপতঃ। ৩২
গোপালস্যস্য শ্যামস্য কাল্যাযন্যা মথৈন যঃ।
স্থানং ঘাটিকায়াগীত সা মর্ত্যৈঃ পরিকল্পিতা॥ ৩৩

বাতায় শ্রীভগবতো রোগোপশম হেতবে।
ফলপুষ্প সুশোভাঢ্য বহুবৃক্ষ সমন্বিতা ॥ ২৪
বহুদ্বার বহুগৃহযুতা সুপ্রস্তাঙ্গনা।
শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তানাং মাহুনামপি সংস্থিতিঃ ॥ ২৫

So he advised that Thakur should be removed outside Calcutta to a place with sufficient light and air. In a few days the disciples searched out a house at Cossipore. The house was owned by Gopal, son-in-law of Maharani Katyayani. It was a two-storeyed house with several spacious rooms, surrounded with a garden, quite suitable for his disciples to stay in and also for Sri Ramkrishna to live a quite, happy and peaceful life. 29 to 35

বঙ্গানুবাদ :—

এবং উন্মুক্ত বায়ু না থাকায় যে স্থানে সূর্য্য কিরণাদিতে উদ্ভাষিত অর্থাৎ খোলা জায়গা মাঠ বা বাগানাদিতে অবস্থান করা আমি ভাল বলিয়া মনে করি। আমার মতে কহিকাতার অনতি দূরে থাকাই ভাল। এই মত করিলে রোগ মুক্তির সম্ভাবনা মনে করি। ২৯।৩০

ভক্তবৃন্দ ডাক্তারের কথা শুনিয়া সেইরূপ গৃহের সন্ধানে ২।৩ দিনের মধ্যেই একটি উত্তম স্থান পাইয়া ছিলেন। কলিকাতার উত্তরাংশে কাশীপুর নামক স্থানে ৺সর্ব্বমঙ্গলাদেবীর মন্দিরের নিকটে মহারাণী কাত্যায়নীর জামাতা গোপালবাবুর বাগান বাড়ীটিই ভক্তগণ

স্থির করিয়াছিলেন এই বাগানের মধ্যে দ্বিতল বিস্তৃত বাড়ীতে ঠাকুরের অবস্থান হইলে রোগ মুক্তির বিশেষ সম্ভাবনা বাগানটি ফল পুষ্প সুশোভিত বৃক্ষ সকল এবং বড় বড় বহু গৃহ গৃহাঙ্গন প্রশস্ত উন্মুক্ত বায়ু নির্জ্জন শান্তভাব অতএব স্থানটি অতীব রমণীয় ঠাকুর সেবক ও সেবিকা প্রভৃতির সকলেরই অবস্থান অতি উত্তম হইবে। ৩১ হইতে ৩৫

ভবিষ্যত্রানন্দময়ী তদুদ্যান মহত্তরং।
'সর্ব্বোপরি ঠাকুরস্য বাসগৃহং সুকল্পিতং ॥ ৩৬
ততঃ ক্রোদণ্ড সংক্রান্ত্যাঃ পূর্ব্বেঽহ্নি শুভচণ্ডিকাং।
শ্রীসারদাং পুরস্কৃত্য শ্যামপুষ্করিণী গৃহাৎ ॥ ৩৭
সর্ব্বমঙ্গল দাতারং প্রভুং তং শিবিকান্তরং।
নীত্বা কুর্ব্বন্ত বৈ যাত্রাং কাশীপুর গৃহং প্রতি ॥ ৩৮
সুখপোষিত সন্তানাধনিনা যুবকায় যে।
সাক্ষাৎ শ্রীভূতনাথস্য সেবা ভূতগণৈর্যথা ॥ ৩৯
তথা তৎ সেবনেব্যগ্রাঃ স্নানাহার বিবর্জ্জিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি ভক্তিভাবেন ভূতমুক্ত্যৈ কৃপেপ্সবঃ ॥ ৪০
দৃষ্টৈবং শ্রীনরেন্দ্র স্নানাহ্নয় সবিধে মহান্।
গীতগাথাদিনা সর্ব্বান্ পরিতোষ্য মহামতিঃ ॥ ৪১
উৎসাহবর্দ্ধনং সেবাং কারয়ামাস সুব্রতঃ।
জ্ঞাতমেব শ্রীনরেন্দ্রনাথেন বিদিতাত্মনা ॥ ৪২

On the day before the last day of the month of Agrahayana, with Sarada Devi going ahead, and Shri Ramakrishna inside a palankin, all the disciples left the house at Shyampukur for

Cossipore. The young men who were born and brought up in wealth and luxury were always eager to serve Thakur without the least care for themselves. On seeing this Narendranath encouraged them by pleasing them with songs and music. For Narendranath felt that if the young men would find joy in doing their service his end would be achieved. 36 to 42

বঙ্গানুবাদ :—

সেই বাগান বাড়ীর উপরিস্থ গৃহে ঠাকুরের অবস্থান হইবে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইলে অগ্রহায়ণ মাসের ২।১ দিন থাকিতে সর্ব্বমঙ্গলা মাতা সারদাদেবীকে অগ্রে লইয়া সর্ব্বমঙ্গলময় ঠাকুরকে ভক্ত সকল শিবিকা মধ্যে আরোহন করাইয়া কাশীপুরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। ধনীর সন্তান অতএব সুখ লালিত যুবক ভক্ত সকল সাক্ষাৎ ভূতনাথের সেবা ভূতগণ যেরূপ করিয়া থাকেন। ভূতভাব মুক্তির জন্য কৃপা প্রার্থী হইয়া যেরূপ সেবা করেন। সেইরূপ যুবক ভক্তগণ ঠাকুরের সেবায় সসব্যস্তে স্নান আহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

৩৬ হইতে ৪০

মনো ম্যানন্দযুক্তানি যুবকানাং ভবন্তি চেৎ।
তর্হ্যস্মাকং কার্য্যসিদ্ধির্ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪১
একোপরি বহুকার্য্যভারদানে কৃতে সতি।
নৈকমপি সুমম্যক্ ভবেৎ কার্য্যং সুনিশ্চিতং ॥ ৪২

अन्त्यलीलायां २म अः

अतः सर्व्वकर्म्म विज्ञो नरेन्द्रः श्रेष्ठ साधकः ॥
एक श्चिकित्सकागारेह्यौषधानयनाय वा ॥ ५५
अन्यः पथ्य संग्रहार्थं वित्तार्थं मन्य एव वा ।
एवं नियोजिताः सर्व्वे युवकास्ते महात्मना ॥ ४६
घटीयन्त्रं वारमेकं चालितञ्चेद् जनैर्यदि ।
तर्हि बहुक्षणं यावत् गतिस्तस्य भवेदिति ॥ ४७
तद्वदत्र भगवतः सेवा तेन प्रचालिता ।
तत्रस्था गृहिनः सर्व्वे कुर्व्वन्नर्थं सहायतां ॥ ४८
तदोक्तः श्रीबलरामष्ठाकुरेण कृपालुना ।
त्वमेव मम पथ्यादिद्रव्यं संयोजयिष्यसि ॥ ४९

Narendranath was wise enough to give different charges to each of them. One was employed to get the medicine, another to get the diet and some other to collect money. Thus everything was managed smoothly and peacefully. The people of the locality donated generously for the purpose. Thakur asked Balaram to procure his diet. 43 to 49

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ দেখিয়া সেবক চূড়ামণি নরেন্দ্রনাথ নিজ নিকটে আনিয়া গীতবাদ্যাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করাইয়াছিলেন। ৪১।৪২

অন্ত্যলীলায়াং ৩ম অঃ

নরেন্দ্রনাথ জানিতেন যদি যুবকগণের মন আনন্দে থাকে তবে, আমাদের কার্য্য সিদ্ধির কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। একজনের উপর বহুতর কার্য্য ভার অর্পণ করিলে একটি কার্য্য ও সুসম্পন্ন হইবে না। ইহা ধ্রুব সত্য অতএব সর্ব্ব কার্য্যে অভিজ্ঞ নরেন্দ্রনাথ কোনও একটি যুবককে ডাক্তারের গৃহে ঔষধ আনিবার জন্য কাহাকেও বা পথ্য সংগ্রহের জন্য অন্য একজনকে অর্থ সংগ্রহের জন্য এইরূপ ভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক মহাত্মা নরেন্দ্রনাথ যুবক বর্গকে যথারীতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৪৩ হইতে ৪৬

যেমন ঘড়ীতে একবার দম দিলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চলে। সেইরূপ এখানে ঠাকুরের সেবা ঠিক ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। এবং কাশীপুর নিবাসী বহু গৃহস্থ বহু প্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন।

এবংদয়াল ঠাকুর সেই সময় বলরাম বসুকে বলিয়াছিলেন তুমি আমার পথ্য সংগ্রহ কর। ৪৭।৪৮।৪৯

তথোদারবুদ্ধিযুত সুরেন্দ্রনাথ সেবকঃ।
উক্ত স্বত্বমস্য গেহস্য স্বামিনং পরিতোষয় ॥ ৫০
গৃহীতং সুষ্ঠু সানন্দং তাভ্যামপি গুরোর্বচঃ।
এবং শ্রীঠাকুরেনৈব ব্যবস্থা সুনিরূপিতা ॥ ৫১
তত্র কাশীপুরোদ্যানে পূর্ব্বতঃ পরমাত্মনঃ।
সুস্থতামবলোক্যৈব ভক্তাস্তেঽতীব নন্দিতাঃ ॥ ৫২
পরন্তু পরিচর্য্যান্তে লিপ্তা ভজনসাধনে।
নরেন্দ্রনাথ প্রমুখা ভক্তাঃ কতিপয়াযতে ॥ ৫৩
একত্র মিলিতাঃ সর্ব্বে ভজনীয় কথান্তরে।
ভক্তচূড়ামণিঃ প্রাহ ভক্তমঙ্গল হেতবে ॥ ৫৪

অন্ত্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ

নিত্যধ্যান বয় কুম্মোগৈছাভ্যন্তর সংস্থিতাঃ।
অদ্য ভস্মবিলিপ্তানাং নাগাসন্ন্যাসিনা মহক্ ॥ ৫৫
ভজামঃ শ্রীভগবন্ত বাসনেষা মমোদিতা।
ভস্ম বা কুত্র প্রাপ্সামঃ সংহৃত সাধুসম্মত ॥ ৫৬

Surendranath was asked to pay rent of the house. Both of them gladly accepted their charges. The disciples were happy to see Thakur improving in his health. Some of them headed by Narendranath devoted themselves to holy pursuits after discharging their services to Thakur. In course of holy discussions Narendranath said, "Usually we meditate in a room. Today I intend to emulate the practice of naked ascetics with bodies smeared with ashes. But, how can the holy ashes be available ?" 50 to 56

বঙ্গানুবাদ :—

এবং উদার বুদ্ধিযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভক্তকে বলিয়াছিলেন তুমি ঘর ভাড়া দাও। নরেন্দ্র ও সুরেন্দ্র ইহারা দুইজনে আনন্দের সহিত গুরু বাক্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৫০

এইরূপভাবে ঠাকুর নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিয়াছিলেন। সেই স্থানে ঠাকুরের পূর্ব্বাপেক্ষা রোগের উপশম দেখিয়া ভক্তবর্গ আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৫১ ৫২

পরন্তু ঠাকুরের সেবা ও শুশ্রূষায় শ্রেষ্ঠ ভক্ত নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্ত বৃন্দ সাধন ভজনে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ৫৩

ভক্ত সকলে ভজন বিষয়ের কথা বার্ত্তার মধ্যে ভক্ত শ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র নাথ ভক্ত সকলের মঙ্গলের জন্য বলিয়াছিলেন আমরা প্রতিদিন গৃহের মধ্যে থাকিয়া ভজন সাধন করিয়া থাকি। অদ্য আমরা নাগা সন্ন্যাসীদের মত ছাই মাখিয়া ভজন করি। আমার মনে আজ এইরূপ একটি ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ সাধুগণের অনুমোদিত ভস্মই বা আমরা কোথায় পাইব। ৫৪।৫৫।৫৬

এবং বিচিন্ত্য তে সর্ব্বে ভক্তা বাল স্বভাবকাঃ।
তামাকু ভস্মসং গৃহ্য কৃত্বা গাত্রে বিলেপনম্॥ ৫৩
আনীয় শুষ্কপত্রাণি প্রজ্বাল্যাগ্নিং সমুজ্জ্বলং।
পদ্মাসনেচোপবিশ্য কৌপীনমাত্র ধারিণঃ॥ ৫৮
নেত্রে নিমীল্য তে সর্ব্বে ধ্যানমগ্না সদা ভবন্।
তত্রাজ্যাহুতি যোগাৎ সাগ্নিশিখাঅবর্দ্ধত॥ ৫৯
এবং পূর্ব্বসংস্কারজা যোগেন দগ্ধসা গতাঃ॥
তথাত্র শ্রীঠাকুরস্য কৃপয়া ক্ষমগুণ্যতাং॥ ৬০
প্রাদাবন্তঃ শিবকামো নিত্যশুদ্ধ চিদাত্মতাং।
মায়য়া দেহসম্বন্ধী জীবানাং সম্ভবেদিতি॥ ৬১
অপরোক্ষেণ প্রাত্যক্ষি স্বনরেন্দ্রোঽয়মাত্মবান্।
অনয়ত্য ব্যবহারজ্ঞোবিনঃ স্বর্গমাত্ পরং॥ ৬২
বিক্রিয়ুং সা বিহ্বলিতমস্তমায়াদান্বিতঃ।
আনীয় সদুপযোগি যস্যা বিক্রেণ সম্ভবি॥ ৬৩

অস্তালীলায়াং ৩য় অঃ

They collected ashes left after smoking tobacco and smeared their bodies with it. They also made fire with dried leaves and wore a piece of cloth to gird their loins. Then they sat all around the fire and meditated with closed eyes. By doing so they purged themselves of all impurities and attained divine wisdom. After the death of his father Narendranath began to study books of Law with a view to take up the profession of a lawyer like his father. 57 to 63

বঙ্গানুবাদ ঃ

এইরূপ ভাবিয়া বালকের মত উদার স্বভাব ভক্ত সকল তামাক খাইলে যে সকল ছাই হয় সেই সকল ভস্ম সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ গাত্রে লেপন পূর্ব্বক শুষ্ক পত্র সকলকে ধূনী স্থানীয়রূপে অগ্নি সংযোগ করতঃ প্রত্যেকে পদ্মাসনে বসিয়া কেবলমাত্র কোপীন ধারণ করতঃ চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া সকলেই ধ্যান মগ্ন হইয়াছিলেন। ৫৭।৫৮

ঘৃতাহুতি বশতঃ সেই অগ্নি শিখা বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে ভক্ত বর্গের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারজাত বাসনা সকল দগ্ধ হইয়াছিল। এই স্থানে সেইরূপ সেবক সকল ঠাকুরের কৃপায় নিষ্কাম হইয়া নিত্য শুদ্ধ পরব্রহ্মের মায়া দ্বারা জীব সকলের এইটি সাক্ষাৎ রূপে জানিয়াও এই আত্মারাম নরেন্দ্র ব্যবহারজীবী পিতার স্বর্গ গমনের পর নিজেও ওকলাতি বৃত্তি করিবেন বলিয়া তদুপযোগী বহি

अन्त्यलीलायां ৩য় অঃ

সকল আনিয়া ঠাকুরের সেবা শুশ্রূষার সমাপনান্তে নিজ গৃহে যাইয়া সংসারের অভাব মোচনের জন্য সেই সকল গ্রন্থ পড়িতেন।

৫৯ হইতে ৬৩

सेवावकाश समयेचकार पठनं प्रभोः।
संसाराभावमुक्तिश्च तयावृत्त्या भविष्यति ॥ ६४
इतः पूर्व्वं नरेन्द्रस्य दक्षिणेश्वर संस्थितिः।
तदैकस्मिन्दिने देवो नरेन्द्र मिदमब्रवीत् ॥ ६५
त्वमादौ मातृ भ्रात्रादेरर्थस्य संग्रहं कुरु।
ततोहन्त्वां करिष्यामि ज्ञानानन्द स्वरूपकं ॥ ६६
यो मरौ भीमकान्तारे पर्व्वते पथिदुर्गमे।
नौकां चालयितुं शक्तः को वेत्ति तस्य कौशलं ॥ ६७
दुर्बोध्या भगवल्लीला इति शास्त्रस्य भाषणं।
एवं श्रीठाकुरेणोक्तः सेवकानां हिताय वै ॥ ६८
एकस्मिन्दिवसेऽकस्मादुन्मत्तेन समो महान्।
श्रीनरेन्द्रः समयात श्रीगिरीशस्य सद्मनि ॥ ६९
एकवस्त्र नग्नपादः पृष्टोहेतु तदावदत्।
मायामातुर्वियोगित्वाद्विवेक पुत्र सम्भवात् ॥ ७०

In liesure hours he would study the law books with a view to maintaining his dependents by earning money by the profession of a lawyer. During his stay at Dakshineswar Thakur once said to Narendranath, "You should arrange first for the maintenance of your dependent mother,

brother and others. Thereafter I shall impart divine knowledge and wisdom. Inscrutable are the ways of God by whose grace we can safely pass through deserts, vast expanse of waste land, inaccessible mountains and troubled waters." One day Narendranath appeared like a mad man in the house of Girishchandra and said that his mother had breathed her last and a child was born to him. 64 to 70

বঙ্গানুবাদ :—

ইহার পূর্ব্বে নরেন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান সময়ে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন। তুমি সর্ব্বাগ্রে মা ও ভাই বোনদের অন্ন সংস্থান কর। পরে আমি তোমাকে আমার জ্ঞানানন্দ স্বরূপটি দিব। যিনি মরু ভূমিতে, ভয়ঙ্কর বনে, পর্ব্বতে, বা দুর্গম পথে নৌকা চালাইতে পারেন। তাঁহার উদ্দেশ্য যে কি কে জানিতে পারে। ৬৪ হইতে ৬৭

অত্যন্ত কষ্ট করিয়াও কেহ ভগবানের লীলা বুঝিতে পারে নাই। ইহা শাস্ত্রের কথা। ঠাকুর শিষ্য বর্গের শিক্ষার জন্য এই কথা বলিয়াছিলেন। ৬৮

হঠাৎ একদিন খালি পায়ে এক বস্ত্রে নরেন্দ্র পাগলের মত হইয়া ঠাকুরের পরম ভক্ত গিরীশচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এইরূপ অবস্থার কারণ কি গিরীশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলে নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন আমার অজ্ঞানরূপিনী মাতার মৃত্যু এবং বিবেক সদৃশ পুত্রের আবির্ভাব বশতঃ সম্প্রতি আমার অশৌচ বশতঃ আমি এইরূপ বেশ ধারণ করিয়াছি। ৬৯।৭০

अधुना शौचयुक्तत्वा देवं वेगोमया धृतः ।
गिरीशस्यानुरोधेन विश्रम्य तद गृहे क्षणं ॥ ७१
काशीपुरस्थमुद्यानं गत्वा श्रीगुरवे तदा ।
विनिवेद्य स्वमात्मानं प्रभोः श्रीपादपद्मयोः ॥ ७२
अन्तिकेदण्डवद्भूमौ यावज्जीवं पपात सः ।
श्रीनरेन्द्रो गृहं त्यक्त्वा कैवल्याश्रममाविशत् ॥ ७३
अधिष्ठानं भगवतो यतो भक्तहृदि ध्रुवं ॥
तेषां जाति विचारो न कर्त्तव्यं धार्म्मिकैर्जनैः ॥ ७४
देवैरपि पूज्यास्ते भक्ताहि भगवत् पराः ।
अतोऽत्र श्रीनरेन्द्रः श्रीराखालराज सेवकः ॥ ७५
बाबुरामो योगीन्द्रश्च नित्यसिद्धा भवन्त्रमी ।
ईश्वरकोटयो ह्येते बुद्धमुक्त स्वरूपकाः ॥ ७६
उत्तरायण संक्रान्तयां गङ्गासागर संगमे ।
स्नात्वा श्रीकपिलं देवं दृष्ट्वा नीलाचले प्रभुं ॥ ७७

From the house of Girishchandra, Narendranath went to Cossipore and met Thakur. He dedicated himself to holy pursuits and left his family life for good. The heart of a holy man is the abode of God. Hence, all devotees are regarded as caste-less and adored even by gods for their holiness. Narendra, Rakhalraj, Baburam and Jogindra were endowed with divine wisdom and freedom from all bondages.

Brother Gopal took his holy bath at Ganga-sagar, visited the temple of Jagannath at Puri.

71 to 77

বঙ্গানুবাদ ঃ—

গিরিশ বাবুর অনুযোধে কিছুক্ষণ তাঁহার গৃহে থাকিয়া তৎপরে কাশীপুরের বাগান বাটিতে গুরুপাদপদ্মে বিলুণ্ঠিত হইয়া যাবজ্জীবনের মত আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। ৭১।৭২

সেইদিন হইতে শ্রীনরেন্দ্রগৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ৭৩

যেহেতু ভক্ত হৃদয়ে ভগবানের অবস্থান বিশেষভাবে হয়। ইহা ধ্রুব সত্য। এবং সেইসকল ভক্তের জাতি বিচার ধার্ম্মিকগণ করেন নাই। ভক্ত দেবতাদেরও পূজ্য এবং ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র। ৭৪

অতএব ঠাকুরের লীলাক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ, রাখালরাজ, বাবুরাম, যোগীন্দ্র প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ হইারা নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি। এবং ইহারা বুদ্ধমুক্ত স্বরূপ। ৭৫।৭৬

উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান ও কপিলমুনি দর্শন পরে নীলাচলে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রভু জগন্নাথ দেবের দর্শনান্তে। ৭৭

জগন্নাথমভ্যর্চয়িত্বা কলিকাতাখ্য পত্তনে।
দৃষ্ট্বানন্দময়ীং কালীং কালীঘট্টে সভক্তিকং ॥ ৩৮
অত্র ভাগীরথী তীরে সাধুসঙ্ঘাসি ভিক্ষুকাঃ।
স্থিত্বা ক্রিয়ন্তিনং সর্ব্বে স্ব স্ব স্থানং পুনর্গতাঃ ॥ ৩৯
ভ্রাতা গোপাল দৃষ্টৈবং প্রমোবিশিষ্ট সেবকঃ।
গৈরিকং বস্ত্রং রুদ্রাক্ষ মালা কমণ্ডলুং স্তথা ॥ ৪০

দাতুকামঃ সন্ন্যাসিভ্যো জিজ্ঞাসিতে তদা প্রভৌ।
প্রভুনোক্তং যুবকা মে সন্তানাঃ সন্তি সাধকাঃ ॥ ৮১
সন্ন্যাসি সহস্রনিভং প্রত্যেকং নাত্র সংশয়ঃ;
ত্বয়া সম্পূজিতেভ্যেষু সিদ্ধিং প্রাপ্স্যসি ত্বং ধ্রুবং ॥ ৮২
গোপাল ভ্রাতা শ্রুত্বৈব ঠাকুরস্য বচ স্তদা।
আহূয় যুবকান্ ভক্তান সকলানপি যত্নতঃ ॥ ৮৩
ত্যাগ পবিত্রতা চিহ্নং গৈরিকং বসনাদিকং।
গ্রাহ্যং ভূষণং দত্বা গোধিতশ্চ করৈঃ প্রভোঃ ॥ ৮৪

He also visited the temple of Goddess Kali at Kalighat in Calcutta. On seeing many mendicants and saints on the bank of the Ganges he desired to give them cloth, water pans and beads. On learning his desire Thakur advised him to give all things to his young disciples, each of whom was equal to thousand of holy men. Accordingly Gopal welcomed the young disciples and distributed all those things among them. 78 to 84

বঙ্গানুবাদ :—

কলিকাতায় কালীঘাটে কালী দর্শন করিয়া ভাগীরথী তীরে সাধু সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকগণ দিন কয়েক অবস্থান করিয়া পুনরায় নিজ নিজ আশ্রমে গমন করেন। প্রভুর বিশিষ্ট সেবক আমাদের গোপাল দাদা গঙ্গতীরে সেই সকল সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়া তাঁহাদিগকে গৌরিক বস্ত্র,

অন্ত্যলীলায়াং ৩য় অঃ

রুদ্রাক্ষের মালা ও কমণ্ডলু দিবার জন্য ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন। আমার পরম সাধক যুবক সন্তানগণ আছেন। ইহাদের প্রত্যেকটি যুবক সহস্র সন্ন্যাসী সদৃশ। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি ঐসকল দ্রব্য দিয়া উহাদিগকে সম্মান করিলে তুমি নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ করিবে ইহা ধ্রুব সত্য। ৭৮-৮২

ঠাকুরের কথা শুনিয়া গোপালদাদা যত্নপূর্ব্বক যুবক ভক্তসকলকে অহ্বান পূর্ব্বক সাদরে ত্যাগ ও পবিত্রতার চিহ্নস্বরূপ সেইসকল গৈরিক বস্ত্রাদি ঠাকুরের হস্তে সংশোধিত ভস্মলিপ্ত যুবক সন্ন্যাসীদিগকে দান করিয়া গোপালদাদা কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ৮৩।৮৪

ঠাকুর গোপালের কার্য্য দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৮৫

ते सन्न्यासितमाः सर्व्वे द्रव्यै स्तैः परितोषिताः।
दृष्ट्वा गोपाल कृत्यन्तं मुदमाप स ठाकुरः॥ ८५
किन्त्वहङ्कार निधनं सुदुष्करं मतं मम।
श्रीठाकुरो विचिन्त्यैवं चिकीर्षण मान वर्जितान्॥ ८६
भिक्षाटने प्रेरितवान् निर्लिप्तष्ठाकुरो महान्।
सन्न्यासि वेशमाश्रित्य यदा सर्व्वे वहिर्गताः॥ ८७
सद्वंशजाः सुशिक्षिताः सन्ताननिचयाः प्रभोः।
प्राप्तुकामा भगवन्तं सेवा वैराग्यमाश्रिताः॥ ८८
विश्वस्य जननी साक्षादन्नपूर्णेव सारदा।
दृष्ट्वा पादनतान् पुत्रानाशीर्व्वादं स्वरूपकं॥ ८९
अन्नमर्थञ्च तेभ्योऽदान्माता किञ्चिन्महेश्वरी।
भिक्षुकानां न मर्य्यादा नास्ति मानापमानकौ॥ ९०

অন্তরঙ্গলীলায়াং ৩য় অঃ

কটূক্তিঃ সাদরোক্তির্বা জনানাং সমতা গতে।
দীনহীননিভা যান্তি ভিক্ষুকাস্তে গৃহং গৃহং ॥ ৮৭
তথা তে তাড়িতাঃ ক্বচ্চ ক্বচিদ্বাসন্ প্রপূজিতাঃ।
ভিক্ষালব্ধান্নসা মাতাপ্যন্নং সম্পাদ্য যত্নতঃ ॥ ৯২

Thakur became much pleased to see that Gopal had done as he was asked to do. With a view to curbing the egoism of his disciples. Thakur sent them out to beg alms from door to door, in the guise of ascetics. At first they approached Sarada Devi with their heads bent down to her feet. Sarada blessed them with alms. Beggars have no dignity, prestige or respect. They move from door to door with all humility. They receive harsh words and kind greetings with equanimity. Sometimes they are driven out and sometimes cordially welcomed. They thus collected some rice and gave it to Sarada Devi who cooked it carefully. 85 to 92

বঙ্গানুবাদ :—

সুশিক্ষিত সদ্বংশজাত ধনীর সন্তান যুবক ভক্তবৃন্দসকলের সেবা ও দৃঢ়তর বৈরাগ্য দর্শনে ঠাকুর এইরূপ ভাবিয়াছিলেন উপস্থিত ইহাদের অভিমানশূন্য প্রয়োজনে ভিক্ষার জন্য বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভক্তবর্গ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণপূর্বক বহির্গত হইবার সময়

অন্ত্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ

জগজ্জননী অন্নপূর্ণা সদৃশী বিশ্বেশ্বরী মাতা সারদাদেবী পাদনত গর্ভজাত পুত্রতুল্য সন্তানগণকে আশীর্বাদ স্বরূপ কিঞ্চিৎ তণ্ডুল ও ২।১টি পয়সা তাঁহাদের ভিক্ষার ঝুলি মধ্যে দিয়াছিলেন। ভিক্ষুকদিগের মান অপমান ও মর্য্যাদা কিছুই নাই। লোকসকলের কটু কথা বা সাদর সম্ভাষণ সমান দীন হীন ভিক্ষুকসকল প্রতিগৃহেই যাইয়া থাকেন। কোথাওবা তাড়িত হয়েন কোথাওবা পূজিত হয়েন। এইরূপ ভাবে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল দ্বারা মাতা সারদা শ্রদ্ধা সহকারে অন্ন প্রস্তুত করিয়া। ৮৬ ৯২

ঠাকুরায় দদৌ দেবী স্বেষ্টদেবায় ভক্তিতঃ।
সানন্দং ঠাকুরোঽন্নস্য গৃহীত্বা ভাগমগ্রিমং ॥ ৯৩
তদন্ন সম্বর্দ্ধনার্থং ধৃতবান্ মস্তকে প্রভুঃ।
লীলেয়ং শ্রীভগবতঃ সন্তানানর্থ মোচনা ॥ ৯৪

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং শ্রেষ্ঠভক্ত শ্রীসুরেন্দ্রস্য দুর্গাপূজা তথা ঠাকুরস্য কালীপূজায়াং কালীরূপ ধারণং নরেন্দ্রস্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণং তথান্য-ভক্তানামপি মানাপমান দূরীকরণরূপোঽন্ত্যলীলায়াঃ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

Sarada Devi offered it to Thakur who gladly accepted it and held it on his head. Thus Thakur got his disciples rid of spiritual evils.
93 to 94

Here ends the seventh chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Shri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. অঃ ৭ম.

অন্ত্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

ভক্তির্বপূর্ক নিজ ইষ্ট দেবতা ঠাকুরকে অর্পণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরও সেই অন্নের অগ্রভাগ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া জগতের অন্নবৃদ্ধির জন্য মস্তকে ধারণ করিলেন এবং সন্তানগণের কামনাশূন্য জন্যই এই লীলা করিয়াছিলেন। ৯৩।৯৪

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত রামকৃষ্ণভগবতে অন্ত্যলীলার সপ্তম অধ্যায়ে সেবক সুরেন্দ্রনাথের দুর্গাপূজা ঠাকুরের কালী পূজায় কালী মূর্ত্তি ধারণ নরেন্দ্রাদি ভক্তবৃন্দের সন্ন্যাস গ্রহণ এবং অন্যান্য ভক্তগণের অভিমান দূরীকরণ বলা হইল। অঃ ৭ অঃ॥

অন্ত্যলীলায়াং ৮ম অঃ

অস্মাকং ক্ষুদ্রবুদ্ধীনাং চিত্তাকর্ষণ হেতবে।
বালবদাচরি যুতঃ স্বয়ং সর্ব্বেশ্বরোমহান্॥ ১
তস্যাভাসং দদৌ দেবঃ কদাচন কদাচন।
প্রভাতে বা দিনান্তে বা ভোজনে শয়নেঽপি বা॥ ২
ভগচ্চরণং কুর্য্যাদিত্যুক্তে ঠাকুরেণ হি।
উক্তং গিরীশচন্দ্রেণ স্বভাবদোষতো যদি॥ ৩
নাহং কর্ত্তুং সমর্থঃস্যা মত স্তদবাক্যলঙ্ঘনে।
অপরাধী ভবিষ্যামি ন সম্ভবেদিদং ময়ি॥ ৪
এবমস্য গিরীশস্য প্রভুঃ সরলয়া গিরা।
প্রোবাচ সমুবাচৈব যদি কর্ত্তুং ন শক্যতে॥ ৫
তর্হি প্রতিনিধিত্বেন বরয় মাং হি সাম্প্রতং।
প্রত্যহং ত্বৎ স্বরূপোঽহং ভূত্বা স্মরামিহীশ্বরং॥ ৬
এবমুক্তে ভগবতি গিরীশেনানুমোদিতং।
স্বস্য যৎ করণীয়ন্তৎ সর্ব্বমস্মৈ সমর্পিতং॥ ৩

অন্ত্যলীলায়াং ৮ম অঃ

For spiritual amelioration Thakur would sometimes advise to remember God at sur.-rise and sun-set and also at the time of taking meals and going to bed. At this Girish chandra said, "It is not possible for me to abide by this instruction as I am sure to be guilty of violating your instruction due to my bad habits." Thakur became much pleased with such straightforward confession and said, "Well if you cannot do it, I may be authorised to do it for you." Girish chandra agreed and made over all the charges of memorable things to Thakur.

1 to 7

বঙ্গানুবাদ :—

অতি অল্পবুদ্ধি আমাদের মনের আকর্ষণ জন্য বালক স্বভাব স্বয়ং ঠাকুর সর্ব্বজ্ঞ হইলেও মনের শুদ্ধির জন্য কিছু কিছু আভাস কখন কখন আমাদের মঙ্গল কামনা করিয়া বলিতেন। সকালে বা সন্ধ্যায় ভোজনে বা শয়নে ভগবানের স্মরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ঠাকুর এই কথা বলিলে ভক্ত গিরিশ এইরূপ বলিয়াছিলেন। স্বভাবের দোষে যদি আপনার কথা স্মরণ করিতে না পারি তবে আপনার বাক্যলঙ্ঘনে নিশ্চয় অপরাধী হইব। অতএব প্রতিদিন স্মরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। ১।২।৩৪

তবে সম্প্রতি আমাকে প্রতিনিধি দাও। আমি তোমার হইয়া প্রত্যহ স্মরণ করিব। ঠাকুর এইরূপ বলিলে গিরীশ বলিয়াছিলেন তাহাই হউক। নিজের স্মরণীয় যা কিছু ঠাকুরকে গিরীশ দিয়াছিলেন।

৫।৬।৭·

কিন্তু কিঞ্চিদ্বিচিন্ত্যৈব গিরীশ স্তৎপরক্ষণে।
উবাচ ঠাকুরং তেন যদ্যধঃপতনং মম ॥ ৮
ভবেত্তর্হি তদাকৃত্যস্মরণং যামি তদ্বদ।
তং তদা ঠাকুরঃ প্রাহ স্মিতহাস্য পুরঃসরং ॥ ৯
বিষহীনস্য সর্পস্য দংশনে ন বিষক্রিয়া।
ভবেদতোনরঃ কোঽপি মৃত্যুং নাপ্নোতি নিশ্চিতং ॥ ১০
কিন্তু মহা বিষধরো যদি জন্তুং মদংশতি।
তত্ক্ষণাত্তস্য মৃত্যুঃস্যাদত্যুগ্র বিষযন্ত্রিতঃ ॥ ১১
ইত্থং মত্ কৃপয়া পুত্র তব বৈষয়িকী ক্রিয়াঃ।
সর্ব্বাঃ প্রযম মায়ান্তিত্বন্মনোময়ি মজ্জতি ॥ ১২
এবং কিয়দ্দিনে যাতে শ্রীগিরীশোঽব্রবীদ্বচঃ।
যাতনে দৃক্ প্রতিনিধী প্রাগহং নাবযুদ্ধবান্ ॥ ১৩
অধুনাহং প্রপশ্যামি সর্ব্বকার্য্যানুশীলনে।
মদর্থং ঠাকুরো নিত্যং ক্লিশ্যত্যাময়বান্ যথা ॥ ১৪

After a little deliberation Grish chandra said, "In case my spiritual degradation take place, whom shall I remember?" Thakur replied, "The biting of a poisonous snake can only cause death. Just remember me and I.

shall rid you of all your impious habits." After some days Girish chandra said to Thakur, "I could not guess before that to discharge duties through a representative would pain me so much. I now see that you are suffering like a sick man for my sake in everything you do."
8 to 14

বঙ্গানুবাদ ঃ—

কিন্তু গিরীশ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়াই পরক্ষণে বলিয়াছিলেন যদি আমার অধঃপতন হয় ? ৮

তাহা হইলে তখন আমি কার স্মরণ লইব তাহা বলুন। ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া গিরীশকে বলিয়াছিলেন। দেখ বিষহীন বিষধরের দংশনে কেহ মরে নাই বা কোনরূপ বিষক্রিয়া হয় নাই। কিন্তু যদি মহা বিষধর সর্প দাশন করে তবে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। কারণ অতি উগ্র শক্তিবশতঃ কেহই বাঁচে না। ৮-১১

হে পুত্র তোমার বিষয়ভাব সমূলে বিনষ্ট হইয়া আমাতে মন প্রবিষ্ট হইবে। এইভাবে কিছুদিন গত হইলে গিরীশচন্দ্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। প্রতিনিধি দেওয়ায় এত যাতনা হয় ইহা আমি পূর্ব্বে বুঝি নাই। এখন আমি যে কিছু কার্য্য করি তাহাতেই দেখিতে পাই ঠাকুর যেন রোগীর মত আমার জন্য কষ্ট পান। ১২।১৩।১৪

धिङमां विगर्हितं सद्भिर्दुष्कृतं कुलकज्जलं।
योऽहं प्रीगुरवेदत्वां कलुषं नन्दितोभृशं ॥ १५
कदिन्द्रियैः कदाचार रत बन्धुगणैः सह।
करोमि कुत्सितं कर्म्म वर्द्धते नोपशाम्यते ॥ १६

अन्तरलीलायां ८म अः

अपि वैषयिकानन्दं सुपभोक्तुं न शक्यते ।
तस्मात् प्रतिनिधेः श्रेयः प्रातः सायं वरं यदि ॥ १७

भगवच्चरणं यामि तत् सुखमिति मे मतं ।
शिष्यस्य सद्गुरोः कृपालाभं शीघ्रं भवेत्ततः ॥ १८

अनौरस प्रजाः सर्वा गुरोस्तुल्या भवन्ति वै ।
प्रयत्नवान् गुरुर्नित्यं शिष्याभ्युदय हेतवे ॥ १९

भ्रातर्वांछाकुरयेत्थं दिक्पाला भवेयुर्ध्रुवं ।
शिष्या मे ध्यानयोगेन यतस्तन्मयतां गताः ॥ २०

तथाप्येषां कमप्येकं सर्वश्रेष्ठ गुणान्वितम् ।
अत्युच्च साधनासिद्धं कर्त्तुं शक्नोमि चेदहं ॥ २१

"Fie upon me. I am so mean and vicious that I have made my preceptor suffer for my abominable habits and conduct. I never think of abstaining myself from bad practices. I now find peace of mind in remembering God in the morning and evening, and I am sure to be blessed by my preceptor if I do so. The preceptor treats impartially all his disciples and has the same good wishes for all." Thakur knew that his disciples who had attained profound spiritual concentration would rise to the summit of divine glory. Still he desired to make one of them the greatest of all holy men

in order that many others might be benefitted by him. 15 to 21

বঙ্গানুবাদ :—

সজ্জনগণের দ্বারা অতিনিন্দিত বংশের কুলাঙ্গার মহা পাপী আমাকে ধিক্। আমি এমন হতভাগ্য যে গুরুকে পাপ দিয়া বিষয়ভোগে চরিতার্থ হইতেছি। এখন আমি দুরাচাররত বন্ধুবর্গের সহিত প্রতিদিন কুৎসিত ইন্দ্রিয় দ্বারা আমার মন সুখ ভোগ করিতেছে। এবং পূর্ব্বে আমি যে সকল কার্য্যে ঘৃণা করিতাম, তাহাকে ভাল বলিয়া মনে করিতেছি। অর্থাৎ পাপপুণ্যের ভার যখন গুরুর উপরে ন্যস্ত করিয়াছি তখন আমি যাহা ইচ্ছা করিতে পারি এইরূপ দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছি, অতএব আমাকে শতধিক। বরং আমি প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যার সময়ে ভগবানকে ডাকি তাহাই আমার পরম মঙ্গলদায়ক প্রতিনিধির অপেক্ষা খুব ভাল। এইরূপ করিলে শিষ্যের সদ্‌গুরুর কৃপা শীঘ্রই হয়। ১৫-১৮

শিষ্য সকল গুরুর মত হউক তজ্জন্যই গুরু সর্ব্বদা শিষ্য সকলের গুরু ভক্তির বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন। ঠাকুর জানিতেন যেহেতু আমার শিষ্যগণ ধ্যান দ্বারা নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করে ইহারা প্রত্যেকে এক একটি দিক্‌পাল বা জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু বলিয়া নিশ্চয় পরিচিত হইবে। তাহা হইলেও ইহাদিগের মধ্যে কোনও একটি সর্ব্বোত্তম গুণান্বিত শিষ্যকে যদি আমি অতি উচ্চ সাধনায় সিদ্ধ করিতে পারি তবে আমার অবর্ত্তমানে বহু শিষ্যের মঙ্গল হইবে।

১৯।২০।২১

भाविनि समये तेन वहूनां मङ्गलं भवेत् ।
तस्मादाजन्मवैराग्य ध्यानवन्तं नरोत्तमं ॥ २२

श्रीनरेन्द्रनाथ शिष्यं विज्ञेयेणोपदिष्टवान् ।
यैः साधनैः सिद्धिलाभं चकार भगवान् स्वयं ॥ २३

तत् सर्वं साधनामार्गं नरेन्द्राय प्रदत्तवान् ।
यदा श्रीठाकुर आसोदचिणेश्वरधामनि ॥ २४

मातृभावोपलब्धार्थं शक्तिमन्त्रेण दीक्षितं ।
अकरोद् यं श्रीठाकुरः सोऽयमद्यान्यरूपकः ॥ २५

भगवतः पितृभावोपलब्धिकाम्यया तदा ।
जनो यदा सुप्तिमग्नानिशीथेऽति भयङ्करे ॥ २६

उद्यानस्य चतुर्दिक्षु स्तदासौ रामनामभिः ।
तदुद्यानं मुखरितं कृत्वा नरेन्द्र साधकः ॥ २७

उन्मत्तवद्विचरतिविज्ञायेदं प्रभु स्तदा ।
स्व सकाशे समानीय भावावेशित चेतसे ॥ २८

With this object Thakur imparted the best of his advice and guidance to Narendranath. Thakur initiated Narendranath with the holy name of the Goddess Kali. A change came over Narendranath. Once in the dead of night he ran to and fro in the garden shouting the holy name of Rama like a mad man. Thakur brought him near to himself. 22 to 28

অন্ত্যলীলায়াঃ ৮ম অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ চিন্তা করিয়া ঠাকুর আজন্ম বৈরাগ্য ও ধ্যাননিষ্ঠ নরোত্তম শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ শিষ্যকেই বিশেষভাবে উপদেশ করিয়াছিলেন। যে সকল সাধনায় ঠাকুর নিজে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সাধনার সেই সকল পথ নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়াছিলেন। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন সেই সময় শক্তি সাধনায় সিদ্ধির জন্য যে নরেন্দ্রকে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। আজ সেই নরেন্দ্র অন্যরূপ অর্থাৎ দাস্য ভক্তির উপলব্ধির জন্য যে সময় লোক সকল গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত সেই রাত্রি দ্বিপ্রহরে ভয়ঙ্কর সময়ে বাগানের চতুর্দিকে রাম রাম এই নামের দ্বারা উদ্যান পরিপূরিত করিয়া সাধক চূড়ামণি নরেন্দ্র পাগলের মত বেড়াইতেছেন। ঠাকুর এই ব্যাপারটি জানিয়া নরেন্দ্রকে নিজের নিকটে বসাইয়া ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময় তারক ব্রহ্ম রাম নাম কর্ণমূলে দিয়াছিলেন। যে তারক ব্রহ্ম রাম নাম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সেই নাম বিশুদ্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অসাধারণ শিষ্য একমাত্র নরেন্দ্রকেই দিয়াছিলেন। ২২-২৯

দদৌ তারকব্রহ্ম রামনাম বিশোধকং।
অসাধারণ শিষ্যায় নরেন্দ্রায় সুযোগিনে ॥ ২৮
বৈরাগ্যনবতারস্য বুদ্ধদেবস্যৈকদা।
গৌরেন্দ্রঃ সমালোক্য সুচিন্তাং কৃতবানিমাং ॥ ২৯
মমৌ পরি ঠাকুরস্য স্নেহোঽপি বন্ধনং মম।
যত্র স্নেহো ময়ং তত্র স্নেহোদুঃখস্য কারণম্ ॥ ৩১
স্নেহ মূলানি দুঃখানি তস্মিংস্ত্যক্তে মহৎ সুখং।
ত্যক্ত্বাস্যঠাকুরস্নেহং স্থিত্বাস্যত্র সুনির্জনে ॥ ৩২

অন্ত্যলীলায়াং পঞ্চম অঃ

তত্র তপস্থরিষ্যামি ঠাকুর' প্রাণপাতিকং ।
যদি দৃগ্‌গোচরোনস্যাদীশ্বরো মে তপস্যয়া ॥ ৩২
জীবনান্তং করিষ্যামি তদৈবাহং ন সংশয়ঃ ।
এবং ব্যবসায় মতিঃ শ্রীনরেন্দ্রঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥ ৩৪
বুদ্ধগয়াং গতঃ সাধুর্নোক্ত্বা কমপি কিঞ্চন ।
সিদ্ধচৈত্রং মন্যমানস্ত্যক্ত্বা তং গুরুসন্নিধিং ॥ ৩৫

He brought home to Narendranath the inner significance of the holy name of Rama. On studying the life and character of Buddha, Narendranath thought, "I feel myself tied to Thakur by his affection. Love or affection is the root of all misery. So I should cut off all connection with Thakur and get on with my holy pursuits in a lonely place. In spite of this if I fail to see God I shall cease to breathe." With this thought, Narendranath went to Buddha Gaya without disclosing his intention to anybody. 29 to 35

বঙ্গানুবাদ :—

একদিন নরেন্দ্র বৈরাগ্যের অবতার ভগবান বুদ্ধদেবের চরিত্র আলোচনা করিয়া এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। আমার উপরে ঠাকুরের অত্যধিক ভালবাসাই আমার বন্ধনের জন্য হইতেছে। কারণ যেখানে স্নেহ সেইখানেই ভয় অতএব ভালবাসাই দুঃখের কারণ

অন্তর্লীলায়াং পঞ্চম অঃ

দুঃখ সকলের মূল স্নেহ সেই স্নেহকে যদি ত্যাগ করিতে পারা যায় তাহাহইলেই যথার্থ আনন্দ হয়। অতএব ঠাকুরের স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জনে যাইয়া সেইখানে কঠোর প্রাণপাত তপস্যা করিব।

৩০।৩১।৩২

তাহাতেও যদি ঈশ্বর প্রত্যক্ষ না হয়। তবে তপস্যার দ্বারাই জীবনান্ত করিব। ইহা নিঃসন্দেহ এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধিযুক্ত ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য শ্রীনরেন্দ্র কাহাকেও কিছু না বলিয়া গুরুর সান্নিধ্য ত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধ ক্ষেত্র মনে করিয়া বুদ্ধগয়াতে গমন করিয়াছিলেন।

৩৩।৩৪।৩৫

তেন কাশ্যীতারকস্য সৌদর্য্যং প্রতিমা বুধৌ।
সাধুসঙ্গং মন্যমানৌ গতবন্তৌ মুদান্বিতৌ ॥ ২৬
বুদ্ধগয়াং গতাস্তেতু দিনানি কতিচিৎ সুখং।
স্থিত্বাদ্বৈতমতেনৈব চক্রুস্তে ব্রহ্মসাধনং ॥ ২৭
যদাতৈঃ শ্রীঠাকুরস্যাকর্ণং বিদিতং মহৎ।
শ্রীনরেন্দ্র স্তদৌষাচ্চ দুঃখাকুলিত চেতসা ॥ ২৮
সিদ্ধিং ন বিন্দতে কোঽপি বহুযত্নযুতোঽপি সন্।
প্রভোঃ কৃপা বিনান্যত্র কুত্রাপি কামপি ধ্রুবং ॥ ২৯
এবং সলজ্জিতোভূত্বা ত্যক্ত্বা বুদ্ধগয়াং সুধীঃ।
পুনঃ প্রত্যাগতস্তত্র যত্র দেবো বিরাজিতঃ ॥ ৪০
যথৈকস্মিন দিনেঽপ্যত্র দুঃখান্তকরণ প্রভুঃ।
স্ব সন্নিধৌ স্থিতং কঞ্চিদ্ যুবকং মিথমব্রবীৎ ॥ ৪১
পশ্য ভোঃ শ্রীনরেন্দ্রোঽয়মতি চাঞ্চল্যভাগ্ যতঃ।
পীড়িতং সম্পরিত্যজ্য নৌকা মামপি কিঞ্চন ॥ ৪২

Kashi and Tarak, who were like brothers to Narendranath, accompanied him to Buddha Gaya. For some days they stayed there happily. Narendranath, in spite of all concentration in his penance, felt that the attraction of Thakur was too great to be avoided. He said that in spite of every effor none could attain success without the favour of one's preceptor. He became ashamed of his conduct and came back to Thakur from Buddha Gaya. Once, when Narendranath left Thakur for Buddha Gaya, Thakur said sorrowfully to one of his young disciples, "You see, Narendra is so impatient that he has left me in my sick bed without my knowledge. 36 to 42

বঙ্গানুবাদ :—

সহোদর সদৃশ কাশী এবং তারক এই দুইটি গুরু ভাই উত্তম সঙ্গ মনে করিয়া আনন্দের সহিত নরেন্দ্রের সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহারা তিন জনে বুদ্ধ গয়াতে যাইয়া কিছুদিন সুখে অবস্থান করিয়া শুষ্কাদ্বৈত মতে ব্রহ্ম সাধন করিয়াছিলেন। '৩৬ ৩৭

যখন সেই নরেন্দ্র ঠাকুরের আকর্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তখন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন। সাধক বহু চেষ্টা করিলেও গুরু কৃপা ভিন্ন অন্যত্র কোথাও অর্থাৎ যত নির্জন স্থানেই থাকুক না কেন কিছু মাত্র সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

৩৬।৩৭।৩৮।৩৯

অন্ত্যলীলায়াং ৮ম অঃ

এইরূপভাবে নরেন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বুদ্ধ গয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভগবান যে স্থানে বিরাজিত আছেন সেই স্থানে প্রত্যাগমন করিয়া ছিলেন অর্থাৎ সেই কাশীপুরের উদ্যান গৃহে আসিয়াছিলেন। ৪০

যখন নরেন বুদ্ধ গয়া যাইয়াছিলেন। সেই সময় ঠাকুর অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে একটি যুবক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন দেখ হে নরেন্দ্র বড়ই চঞ্চল আমাকে পীড়িত অবস্থায় কিছু না বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া কাশী এবং তারকের সহিত চলিয়া গিয়াছে। এই কথা আমি শুনিয়াছি। ৪১।৪২

কাশী তারকযুক্তোঽসৌ গতবানিতি মে শ্রুতং।
অর্ভকমিব তং দেবং যুবকঃ শ্রান্তবাগসৌ ॥ ৪৩
প্রোবাচ পরমানন্দং হিত্বা ত্বাং ক্বন্ন যাস্যতি।
শ্রীনরেন্দ্রো মহাভাগঃ শীঘ্রমেষ্যতি নিশ্চিতং ॥ ৪৪
নোচিন্তা নাপিশঙ্কাচ ভবত স্তৎ ক্বতে ধ্রুবং।
সর্ব্বানন্দপদং পাদপদ্মং তব ত্যক্ষ্যতি ? ৪৫
শ্রুত্বা শ্রীভগবাং স্তস্য যুবকায় সুভাষিতং।
আনন্দসিন্ধু মগ্নোঽভূদীষদ্ধাস্য পুরঃসরম্ ॥ ৪৬
উবাচ পুনরেবেদং সত্যমুক্তং ত্বয়া সুত।
আম্রতলে বিল্বতলে পনসস্যতলেঽথবা ॥ ৪৭
যত্র ক্বচস্থিতির্বাপি সা স্থিতির্নাস্তি ক্বচিৎ।
গুরো স্তস্য পাদমূলে স্থিতিরেব ভবেদ্ধ্রুবা ॥ ৪৮
মৎ কর্ম্ম সাধনার্থায় চানীতো জগদম্বয়া।
যঃ স কথং পরিত্যজ্য মামন্যত্র গমিষ্যতি ॥ ৪৯

"I am told that he has gone with Kashi and Tarak." The young disciple comforted Thakur saying, "How can he leave you? Surely he will soon come back. You need not be worried for him." Thakur smiled and felt comforted. "Dear child," said Thakur, you are right. He may sit under a mango tree or any other tree which bears fruit. But he must sit at the feet of his preceptor for the divine wisdom. Moreover, the Goddess brought him to me to serve my purpose and so he cannot leave me and go elsewhere." 43 to 49

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই কথা শুনিয়া সেই যুবক শিষ্য বালককে যেরূপ সান্ত্বনা বাক্য বলে ঠাকুরকে সেইরূপ ভাবে বলিয়াছিল। মহাভাগ শ্রীনরেন্দ্র পরমানন্দ স্বরূপ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে তিনি শীঘ্রই আসিবেন। আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

৪৩।৪৪

নরেনের জন্য আপনি কোনরূপ চিন্তা বা আশঙ্কা করিবেন না। সচ্চিদানন্দপ্রদ আপনার পাদপদ্ম সে কি পরিত্যাগ করিতে পারে। ঠাকুর সেই যুবক শিষ্যের মধুর বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য সহকারে আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৪৫।৪৬

এবং বলিয়াছিলেন হে পুত্র তুমি যাহা বলিলে তাহা অতীব সত্য। আমতলা বেলতলা কাঁঠাল তলা যেখানেই যাউক না কেন তার সেরূপভাবে অবস্থান কোথাও হইবে না সেই নরেন্দ্রের গুরু পাদ মূলেই অবস্থান নিশ্চয়ই হইবে। আমার কার্য্য সাধনের জন্য জগদম্বা যাহাকে আনিয়াছেন সে কি আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে। ৪৭।৪৮।৪৯

অত স্তস্য গতিঃ পথাস্মমেব সর্ব্বদা ভবেৎ।
যস্মিন্নরেন্দ্রস্য গতে যুবকেনাহনি প্রভোঃ॥ ৫০
কথোপকথনস্বামীত্তস্বর্তুহিনতঃ পরং।
যথা কঠিন দণ্ডার্হোঽপরাধগ্রস্ত সঙ্কুলঃ।
তাদৃক্ প্রভোঃ সমীপে স নরেন্দ্রো মুখ্য সেবকঃ॥ ৫১
পাদমূলে গুরোস্তস্য পতিতঃ সম্বভূব হ।
এবন্তস্য নরেন্দ্রস্য স্বাহঙ্কারে গতে সতি।
সুনির্ম্মলমভূত্তস্য হার্দ্দিকাশং সুযোগিনঃ ৫২
জ্ঞাতং শ্রীঠাকুরৈরিত্থং শ্রীনরেন্দ্রো গতে ময়ি।
মদীয়ামৃতবাক্যানাং সংরক্ষিষ্যত্যয়ং যুবা॥ ৫৪
ব্রাহ্ম সমাজ সভ্যত্বাদ্বৈষমূর্ত্তেঃ সুচিন্তনং।
পূজনং বা নরেন্দ্রস্য কদাপি নহ সংভবেৎ॥ ৫৫
কিন্তু ঠাকুর সম্পর্কান্মাদৃ মূর্ত্তেঃ সমীক্ষণাৎ।
মাদৃ ভক্তিঃ সুসঞ্জাতা কালিকায়াং বিশেষতঃ॥ ৫৬

"Hence Narendra cannot but follow me." Just after four days Narendra came and surrendered himself at the feet of Thakur like a culprit

trembling with the fear of rigorous punishment. *Narendranath had lost his pride in his own* ability and his mind had become free from all impurities. Thakur knew that Narendranath would be one of his best disciples after his demise. As a member of Bramha Samaj Narendra cannot worship the Goddess. But due to close touch with Thakur and frequent visit to the temple, a devotion to the Goddess had developed in him. 50 to 56

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব নরেন সর্ব্বদাই আমার পশ্চাতে থাকিবে যেদিনে যুবক শিষ্যের সহিত ঠাকুরের নরেন্দ্রের অন্যত্র গমন বিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল সেইদিন হইতে চতুর্থ দিনের পর অর্থাৎ পঞ্চম দিনে যেমন বিচারকের নিকটে কঠিন দণ্ড যোগ্য অপরাধী ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয় তদ্রূপ ঠাকুরের মুখ্য সেবক শ্রীনরেন্দ্র ঠাকুরের সমীপে যাইয়া পাদমূলে পতিত হইয়াছিল। ৫০।৫১।৫২

এইরূপভাবে নরেন্দ্র অহমিকা শূন্য হইয়া বিশুদ্ধ স্বরূপ হইয়াছিলেন। ঠাকুর জানিয়াছিলেন আমার অবর্ত্তমানে কথামৃতের রক্ষক একমাত্র নরেন্দ্রই হইবে। নরেন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য বশতঃ দেবী মূর্ত্তির ধ্যান বা পূজাদি অসম্ভব হইলেও ঠাকুরের সম্পর্কবশতঃ প্রায় মাতৃমূর্ত্তি দর্শন জন্য মাতা কালিকাতে বিশেষভাবে মাতৃভক্তি হইয়াছিল। ৫৩।৫৪।৫৫।৫৬

परन्तु कालिका मातु रूपविश्रान्तिके हि सः ।
प्रार्थनामकरोन्नित्यं गलवस्त्रःकृताञ्जलिः ॥ ५७
देहि विवेक वैराग्ये मातर्मह्यं महेश्वरि ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ५८
पुत्रे सूच्च पदारूढ़े यथाप्नोति पिता सुखं ।
श्रीनरेन्द्रे तथादेव्याः प्रपन्ने ठाकुरोऽपि च ॥ ५९
प्राप्तवान परमानन्दं ननर्त्त्त धीरतां गतः ।
एवमलौकिकीं शक्तिं दर्शयामास तं तदा ॥ ६०
ठाकुरेण यदा दृष्टो नरेन्द्रः साधनोद्यमी ।
यत्र यद्रूप साधनमकरोद्भगवान् स्वयं ॥ ६१
तद्रूपं साधनं तं वै कर्त्तुमुपदिदेश सः ।
श्रीमन्नरेन्द्रस्य तदा यज्ञकुण्डल धारणं ॥ ६२
योगसिद्धेर धारणीयमिति मत्वा महाप्रभुः ।
ज्ञात्वा कालात्ययं देवः यज्ञकुण्डल संग्रहे ॥ ६३

He would sit before the Goddess and pray to Her with all humility and earnestness, "Oh Mother, be pleased to give me wisdom and freedom from all earthly attachments. Just as a father gets delighted with his son's attainment of the most dignified position so also Thakur was much pleased to see Narendra seeking the grace of the Goddess. He danced in joy and showed the divine power to Narendranath. He

also gave him all instructions as to the ways to attain success in his holy pursuits. Narendranath desired to wear ear-rings made of conch.

57 to 63

বঙ্গানুবাদ :—

পরন্তু মাতা কালিকাদেবীর সম্মুখে বসিয়া প্রতিদিন গলবস্ত্রকৃতাঞ্জলি পুরঃসর প্রার্থনা করিতেন।

হে মহেশ্বরী আমাকে বিবেক ও বৈরাগ্য দাও হে মাতঃ তোমাকে পুনঃ পুনর্বার নমস্কার করি। ৫৭।৫৮

পুত্র উচ্চ পদস্থ হইলে পিতা যেরূপ আনন্দিত হয়েন। সেইরূপ নরেন্দ্র মাতা কালিকা দেবীর শরণাপন্ন হইলে ঠাকুর ও পরমানন্দ লাভ করিতেন, এবং আনন্দে অধৈর্য্য হইয়া নৃত্য করিতেন। সেই সময়ে ঠাকুর নরেন্দ্রকে দিব্য দর্শন করাইয়াছিলেন। ৫৯।৬০

অন্তর্লীলায়াং ৮ম অঃ

কিন্তু গভীর রাত্রে পঞ্চ বাটীর নিম্নে পঞ্চ মুণ্ডীর আসনে বসিয়া সাধন করা দুঃখদায়ক হইবে। অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর মহা শ্মশান সাধকগণের ভয় ও বিঘ্ন সঙ্কুল এবং যেখানে সাক্ষাৎ ভগবতী শ্মশান

মৃৎকুণ্ডলং ঘটয়িত্বা কর্ণয়োরতিশোভনং।
ধারণং কারয়ামাস বুদ্ধদেবানুসারতঃ॥ ৬৪
আশীর্ব্বাদং কৃতস্তেন প্রভুনানন্দ চেতসা।
বুদ্ধবদ্ যোগসিদ্ধিঃ স্যাত্তবমে সুপ্রসাদতঃ॥ ৬৫
কিন্তু ঘোর নিশাকালে তত্র পঞ্চবটী তলে।
পঞ্চমুণ্ডাসনে স্থিত্বা সাধনং দুষ্করং ভবেৎ॥ ৬৬
ভীতি বিঘ্নময়ে স্থানে দক্ষিণেশ্বরধামনি
যত্র শ্রীজগদম্বায়াঃ পীঠরক্ষক ভৈরবঃ॥ ৬৭
বিরাজিতঃ সর্ব্বদৈব সাধকানাং ভয়াবহঃ।
অতঃ স প্রাণতুল্যন্তং নরেন্দ্রং হি তদা প্রভুঃ॥ ৬৮
সার্দ্ধং হুট্‌কো গোপালেন নির্ভীকি সেবকেন হি।
তত্র মহাপীঠ মধ্যে প্রেরয়ামাস তং তদা॥ ৬৯
গত্বা যত্র নরেন্দ্রোঽপি মহাপীঠে যথাবিধি।
নিজাসনে চোপবিশ্য সমাহাভ্যন্তরে সুধীঃ॥ ৭০

On seeing that it would take long time to procure the conch ring, Thakur made him wear earthen rings, like the Buddhists, and blessed him. However; considering that it would be very difficult for Narendra to practise holy rites in the dead of night at Panchavati, Thakur sent

Narendra with Hootaka Gopal to the place. In a week Narendra attained success in his penance. 64 to 70

বঙ্গানুবাদ :—

কালিকার অতি ভয়ঙ্কর পীঠ রক্ষক ভৈরব সর্ব্বদাই বিরাজ করেন এইরূপ ভাবিয়া ঠাকুর নিজের প্রাণতুল্য নরেন্দ্রকে নির্ভীক সেবক হুটকো গোপালের সহিত সেই পঞ্চ মুণ্ডীর মহা পীঠে নরেন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন। ৬৬,৬৭।৬৮।৬৯

ঠাকুরের উপদেশ মত নরেন্দ্রও সেই মহা পীঠে যাইয়া সিদ্ধ পঞ্চ মুণ্ডীর মহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সপ্তাহ মধ্যে সিদ্ধি লাভ করিয়া পুনরায় প্রভুর পাদ মূলে সাধনের বিষয় যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ৭০।৭১

ঠাকুরস্যানুগ্রহে ন সিদ্ধিং লব্ধা মহামতিঃ।
পুনঃ প্রভোঃ পাদমূলে তৎ সর্ব্বং সমবর্ণয়ৎ ॥ ৩৭
বার্ত্তাস্তিকাচিদেবং সা মুরিভোচ্যতি যঃ সুতঃ।
ততোঽধিকং প্রার্থয়তি খাদিতুং পিতুরন্তিকে ॥ ৩২
নহ্যত্র নরেন্দ্রোঽয়ং ঠাকুরস্যান্তিকে সদা।
সাধনাসিদ্ধি মাপ্তোঽপি বদত্যেবং পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৩
অহং ব্রহ্মেত্যভিধ্যানং সমাধিরিতি গীয়তে।
স্বরূপস্তস্য কথয়া বদ মাং ভক্তবৎসল ॥ ৩৪
যদনুষ্ঠানতো মে স্যাৎ সমাধি র্নির্বিকল্পকঃ।
শ্রুতং ময়া সাধকস্য স এব মোক্ষরূপকঃ ॥ ৩৫
সর্ব্বোচ্চ সাধনা সা তু যয়া স্যাদপরোক্ষকং।
ব্রহ্মদর্শনরূপঞ্চাদ্ বশিষ্ঠ ব্যাস সম্মতং ॥ ৩৬

অন্তর্লীলায়াং পঞ্চম অঃ

শ্রুত্বৈব ঠাকুরঃ প্রাহ নরেন্দ্রং শ্রেষ্ঠ সাধকং।
ভবিষ্যতি যথাকালে সাম্প্রতং সুস্থিরো ভব ॥ ৭৩

After that, Narendranath requested Thakur to impart the instructions as to how to lose oneself in God. Thakur asked him to have patience for the time being. 71 to 77

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ প্রবাদ আছে যে যাহার পুত্র যত খায় তাহার পুত্র তত চায় এ স্থলে সাধন সিদ্ধ নরেন্দ্র ও ঠাকুরের নিকট প্রায়ই পুনঃ পুনঃ বলিতেন শাস্ত্রে অহং ব্রহ্মাস্মিরূপে সাধনে সমাধি লাভ হয়। অতএব হে ভক্ত বৎসল সেই সমাধির স্বরূপটি কিরূপ তাহা আমাকে বলুন। যে অনুষ্ঠান করিলে আমার নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হইবে। শুনিয়াছি সাধকের সেই নির্ব্বিকল্প সমাধিই মোক্ষ স্বরূপ।

১২ ৭৩।৭৪।৭৫

তাহাই সর্ব্বোচ্চ সাধন যে সাধনা হতে ব্রহ্ম স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়। সেই সমাধিই ব্যাস বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি সম্মত। এই কথা শুনিয়া ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন। ঠিক সময়ে হইবে। যেহেতু তুমি শ্রেষ্ঠ সাধক উপস্থিত তুমি চঞ্চল হইও না। ৭৬।৭৭

কিন্তু ভবিষ্যতিকদা কথং বা তৎ প্রকারক।
ন কিঞ্চিৎ ঠাকুরেণোক্তমাশ্বাস বাক্য কেবলং ॥ ৩৮
অথৈকস্মিন্দিনে যোগীধ্যানমগ্নো যদা ভবৎ।
তদা তস্য নরেন্দ্রস্য স্থূলদেহাদিনির্গতঃ ॥ ৩৯

अन्त्यलीलायां ८म अः

सूक्ष्म देहो गत स्तस्यसूच्चे चित्सुखधामनि ।
काष्ठपुत्तलिकातुल्यं तदा जड़वपुः स्थितं ॥ ८०
दृष्ट्वैवं भ्राता गोपा लः सत्वरं यत्र ठाकुरः ।
तत्र गत्वावदत् सर्व्वं ठाकुरं भक्तिपूर्व्वकं ॥ ८१
नरेन्द्रस्य निर्विकल्प समाधिं श्रुतवान् यदा ।
तदा परममानन्दं लेभे परमठाकुरः ॥ ८२
उवाच चोत्तमं भूतं यूयं सर्व्वे पपश्यत ।
न तस्य कोऽपि चाञ्चल्यं जनयेद् योगिनोऽधुना ॥ ८३
एतदर्थं चञ्चलं मां श्रीनरेन्द्रो यदा तदा ।
सा माताप्यकरोत्तस्मै काली कैवल्यदायिनी ॥ ८४

But Thakur did not say how and when Narendra would achieve his desired end. One day when Narendra was in profound meditation his soul came out of his body which remained stiff like a piece of wood. Brother Gopal brought it to the notice of Thakur, who advised Gopal to see that none should cause any disturbance to Narendra. "My Mother," said Thakur, "has now been kind to Narendranath." 78 to 84

বঙ্গানুবাদ ঃ—

কিন্তু কোন সময়ে কিরূপে নির্ব্বিকল্প সমাধি হইবে ঠাকুর তাহা কিছুই বলিলেন না কেবলমাত্র হবে হবে বলিয়া আশ্বাস বাক্য দিলেন। ৭৮

অন্তর্লীলায়াং ৮ম অঃ

পরে একদিন মহাযোগী নরেন্দ্র যে সময় ধ্যান মগ্ন হইয়াছিলেন। সেই সময়ে নরেন্দ্রের স্থূল দেহ হইতে একটি সূক্ষ্ম দেহ বহির্গত হইয়া অলৌকিক চিদানন্দময় ধামে গিয়াছিলেন। এবং স্থূল দেহটি একটি কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত অসাড় হইয়াছিল। ৭৯।৮০

নরেন্দ্রের এইরূপ অবস্থাটি গুরু ভাই গোপাল দাদা দেখিয়া যেখানে ঠাকুর আছেন সেই স্থানে যাইয়া ভক্তি পূর্ব্বক সেই সকল ব্যাপার বলিয়াছিলেন, এবং নরেন্দ্রের নির্ব্বিকল্প সমাধি শুনিয়া পরম গুরু ঠাকুর অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৮১।৮২

এবং বলিয়াছিলেন বেশ ভালই হইয়াছে। তোমরা নরেন্দ্রকে দেখ উপস্থিত যেন কোন লোক তাহার চঞ্চলতা না আনে, এই নির্ব্বিকল্প সমাধির জন্য নরেন্দ্র আমাকে যখন তখন চঞ্চল করিত।
৮৩।৮৪

নির্বিকল্পং সমাধিং মে দত্তবত্যনুকম্পয়া।
যেন মে যামিনী পূর্ণা জ্ঞাতস্য জগদম্বয়া ॥ ৮৫
অধুনানেন রূপেন নিহতু মম পুত্রকঃ।
লৌকবৎ স্বপ্ননীলাং তাং দর্শয়ামাস ঠাকুরঃ ॥ ৮৬
ভগবন্ কৃপয়া বাপি মাঘবাপি তপশ্চয়া।
যাবদ্বিশ্বং যদি ভবেৎ সমাধি নির্বিকল্পকঃ। ৮৮
যোগিনো ঘোরসংসারে মনস্যস্য ন মজ্জতি।
পরন্তু পুষ্পকাকীর্ণ লোষ্ট্রখণ্ড নিভং ভবেৎ ৮৮ ॥
যোগিনঃ শ্রীনরেন্দ্রস্য তদুপমমভক্তয়া।
স্বয়ং ভগবতো যস্য যদর্থমিহ কল্পনিঃ ॥ ৮৯
কৃপাকৃষ্যা বলাদ যস্য নরেন্দ্রোঽহৈত সিদ্ধিমান্।
অত স্মাদিষ্টবৈরাগ্যো দগ্ধবস্ত্র ইবো যথা ॥ ৯০

If a devotee can once realise the all pervading Being no earthly thing can have any attraction for him. Just as iron is attracted by magnet, so also Narendra was attracted and lost himself in the Supreme Being. Yet by the will of God he moved about in this mortal world disinterestedly like one with a cloth burnt out. 85 to 90

বঙ্গানুবাদ :—

আজ আমার ব্রহ্মময়ী মা নরেন্দ্রকে কৃপা করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি দিয়াছেন। আজ শিব সুন্দরী আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। ৮৫

এক্ষণে নরেন্দ্র এই ভাবেই থাকুক, এইরূপ ভাবে ঠাকুর সাধারণ মানুষের মত লীলা দেখাইয়াছিলেন। ৮৬

প্রাণপাত তপস্যা দ্বারাই হোক অথবা গুরু কৃপা বশতঃই হোক যদি একবার নির্ব্বিকল্প সমাধি হয় তবে সেই যোগীর, মন আর সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন হয় না। পরন্তু চুম্বক দ্বারা যেরূপ লৌহ খণ্ড আকৃষ্ট হয় সেই যোগীর মন ও সেইরূপ হইয়া থাকে আমাদের মহা যোগী নরেন্দ্রের তাহাই হইয়াছিল। ৮৭।৮৮

যে ভগবানের সহিত নরেন্দ্রের জীবগণের উদ্ধারের জন্য ইহ জগতে সম্মিলন। সেই ভগবানের কৃপা কণা হইতেই আজ সেই নরেন্দ্র অদ্বৈত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন, এবং ভগবানের ইচ্ছাতেই শ্রীনরেন্দ্র দগ্ধ বস্ত্র পরিধানের মত পুনর্ব্বার বাহ্য বিষয়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ৮৯।৯০

अन्त्यलीलायां ८म अः

श्रीनरेन्द्रः पुनर्वाञ्छविषये लिप्सतां गतः ।
प्राप्तुमर्थं पादरेणुना पदप्रान्तं प्रभोर्यदा ॥ ९१
समागतः श्रीनरेन्द्र ठाकुरं प्राह सस्मितः ।
तत्त्वमस्यादि वाक्यस्य तात्पर्यं यत् परम्पदं ॥ ९२
तूरीय ब्रह्मशब्दितमवाङ् मनसगोचरं ।
यतो वाचोनिवर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ ९३
केवलानुभवानन्द स्वरूप ब्रह्मवस्तुनः ।
आनन्दं त्वामहं चाद्यस्राद पूर्णमलभय ॥ ९४
त्वदर्थमेव नान्यार्थं मसावानन्दराशिराट् ।
हार्दीकाश पेटिकाया अन्तरे यत्नतः सुत ॥ ९५
संरक्षितो मयाद्याद्य जानीहि त्वं सुनिश्चितं ।
पुनर्यदा मदीयेहा भविष्यति पुन र्नुवं ॥ ९६
तुभ्यं समाधिं दास्यामि निर्विकल्पस्वरूपकं ।
अस्यां दशायां कर्त्तव्यं विशुद्धाचरणं बुधैः ॥ ९७

When Narendra came to Thakur to offer his obesience to him. Thakur received him cordially and said. "I have made you realise the Supreme Being who is not knowable through our senses including mind and who has been described as Divine Joy in the shastras. I treasured that Joy in my heart only for your sake. I shall again give you another taste of it when I shall so desire. At this stage it is wise to keep yourselves free from all impurities. 91 to 97

अन्त्यलीलायां ८म अः [1]

বাঙ্গনুবাদ ঃ—

নরেন্দ্র ঠাকুরের পদধূলি লইবার জন্য নিকটে আসিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন। বেদে যে ব্রহ্ম বস্তুকে মনের দ্বারা না পাইয়া যাহা হইতে বাক্য নিবর্ত্তিত হয়। কেবল অনুভব স্বরূপ সেই ব্রহ্ম বস্তুর বাক্য মনের অতীত তুরীয় ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা অভিহিত তত্ত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যেয় তাৎপর্য্য যে পরম পদ আজ আমি তোমাকে সেই আনন্দটি আস্বাদযুক্ত করিয়াছি। হে পুত্র সেই আনন্দের রাজা অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ কেবল তোমার জন্যই আমার হৃদয় আকাশ রূপ পেটিকার মধ্যে যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়াছি। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে, অতএব পুনরায় যখন আমার ইচ্ছা হইবে তখন আমি তোমাকে নিশ্চয় সাদরে সেই নির্ব্বিকল্প সমাধিটি দিব, জ্ঞানীগণ এইরূপ অবস্থায় বিশুদ্ধাচারণ অর্থাৎ বিশেষভাবে সদাচার পালন করেন। তোমরা বোধ হয় দেখিয়াছ জটা ভস্ম বিভূষিত সন্ন্যাসী সকল সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ অগ্নি সমীপে অবস্থান করেন। ৯১ হইতে ৯৮

किं न पश्यथ यूयं भो जटाभस्मविभूषिताः।
सन्न्यासिनः सदा सन्ति विशुद्ध शुचिसन्निधौ ॥ ९८
विशुद्ध फलमूलादिकृताहाराः सुयोगिनः।
तेन तेषां चित्तशुद्धिः सुलभा भवति ध्रुवं ॥ ९९
ततो ध्रुवा स्मृति प्राप्तिर्यथास्यान्निर्विकल्पकः।
समाधिः सर्व्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षस्ततो भवेत् ॥ १००
श्रुत्वैवं श्रीनरेन्द्रस्तु केवलं पौरुष प्रियः।
तत्र तेन बहुतरा कृताचेष्टा प्रयत्नतः ॥ १०१
न लेभे तं समाधिन्तु नरेन्द्रो मुख्यसेवकः।
एवं गते बहुतिथे तिरोधानात् परं प्रभोः ॥ १०२

अन्तर्लीलायां पञ्चमः

तीर्थं श्रेष्ठं हृषीकेशचैव कुरुजाङ्गले यदा ।
स्थितो योगी तपस्यार्थं तत्रैं कस्मिन्दिने तदा ॥ १०३
ध्यानैक मनसस्तस्य बाह्यज्ञान विलुप्तता ।
गतस्य देहयन्त्रस्य भूतले पतितस्य च ॥ १०४

"You must have seen holy men with matted hair and bodies smeared with ashes sitting by the fire and living upon fruits only to maintain purity of mind and soul, which causes merit for realisation of Divinity and salvation.' Of all the disciples only Naredra made utmost efforts to have the Divine joy once again but in vain. Some time after Thakur had left this mortal world, Narendra went to the holy place of Hrishikesh. Once during his stay there while in deep meditation he lost his consciousness. 89 to 104

अन्त्यलीलायां ८म अः

বহু প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তথাপি প্রভুর মুখ্য সেবক নরেন্দ্র সমাধি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে প্রভুর তিরোভাবের পর যে সময়ে যোগী নরেন্দ্র তপস্যার জন্য হৃষীকেশ তীর্থের মধ্যে কুব্জাম্র নামক ক্ষেত্রে অবস্থান করেন। সেই সময় সেই স্থানে একদিন একমাত্র ধ্যানান্তঃকরণ নরেন্দ্রের বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইলে ভূতলে পতিত দেহের। ৯৯ হইতে ১০৪

निस्पन्दासुर्घ मनिरपि न स्पन्दते नेत्रयुग्मं
नासाश्वासानिल विरहितं जीवनं नोपलब्धं।
शङ्कास्माकं सम भवदियं मृत्यु नाग्रस्यमान
स्त्यक्त्वा देहं परमभवनं याति यन्त्री यशस्वी। १०५
सर्व्वे चैवं पदनखरतो जानु जङ्घोदरादिं
वक्षः कण्ठः सुनयनयुगं भाल नासोदिकांश्च।
उद्वीक्ष्यैतान्न खलु विकलान् मन्यमानांस्तदैवं
अत्युच्चै स्तत् खलु भगवतो रामकृष्णस्य नाम॥ १०६
घस्रे रात्रौ श्रवणकुहरे भूय एवालपन्तं
सञ्ज्ञांलब्धो खलु परदिने सर्व्वलोकां स्तदीयान्।
प्रोवाचैवं मम भगवतो भूय एवा शिषाद्य
नीवाकोऽयमभदहो निर्व्विकल्प स्वरूपः॥१०७

He appeared to be dead. But his followers observed that his bcdy was however not distorted or decomposed like other dead bodies. So they loudly chanted the holy name of Ramakrishna all the night long till next day Narendra regained

अन्त्यलीलायां ८म अः

his senses, and said, "By the grace of Thakur I attained the Divine consumation, once again."

105 to 107

বঙ্গানুবাদ :—

তাঁহার প্রাণ নাড়ীর স্পন্দন শূন্য হইয়াছিল। এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সকল বা চক্ষুর্দ্বয় স্পন্দন শূন্য হইয়াছিল। নাসিকার শ্বাস প্রশ্বাস জনিত বায়ু শূন্য বশতঃ প্রাণহীন বা মৃত বলিয়া নিশ্চয় করাইয়াছিল। অতএব আমাদের এইরূপ ভীতিপ্রদ আশঙ্কা উপস্থিত হইলে একমাত্র কর্ণ ধারক বা চালক মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইয়া স্থূল দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবল্লোকে গমন করিয়াছেন। এইরূপ ভাবনা করিয়া আমরা সকলে তাঁহার পায়ের নখ হইতে আরম্ভ করিয়া বাহু জঙ্ঘা ও উদরাদি বক্ষঃ স্থল কণ্ঠদেশ ও চক্ষু দুইটি ললাট কণ্ঠদেশ ও নাসিকাদি এই সকল বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম কোন ইন্দ্রিয়ই নষ্ট হয় নাই অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া না থাকিলেও কিছু মাত্র বৈপরীত্য হয় নাই। তখন আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া সকলে একত্রিত হইয়া অতি উচ্চ কণ্ঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নাম তাঁহার কর্ণকুহরে পুনঃ পুনর্ব্বার দিবারাত্র বলিতে বলিতে প্রভাত হইলে পরদিনে চৈতন্য লাভ করিয়া তাঁহারই আশ্রিত আমাদের সকলকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। শ্রীগুরু ভগবান ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে আজ আমার পুনর্ব্বার এইরূপ আশ্চর্য্য নির্ব্বিকল্প স্বরূপ সমাধি হইল। ১০৫ হইতে ১০৭

स्कन्दपुराणस्य मध्ये केदारखण्ड नामके।
अध्यायेऽस्ति पुण्यकथा रैभ्युदेवतपस्यया॥ १ ८

अन्त्यलीलायां ८म अः

सन्तुष्टो भगवानासीद्धृषीकेशे स्वधामनि ।
आम्रस्याभ्यन्तरे स्थित्वा भगवान् कुब्जरूपकः ॥ १०८
स्वरूपं दर्शयित्वा तं रैभ्युदेवं तपस्विनं ।
तद्वाञ्छितं वरं तस्मै दत्वा चैवमुवाच तं ॥ ११०
क्षेत्रेऽस्मिन् यः प्राणपातं तपश्चरति मन्मनाः ।
आशुसिद्धिर्भवेत्तस्य ददाम्येतद्वरञ्च भो ॥ १११
तत् कालतो हृषीकेश तीर्थस्यास्य तपस्विनः ।
कुब्जाम्रक क्षेत्रमिदं नाम सुन्दरमाददन् ॥ ११२
बद्रिनारायण द्वाराद्धरिद्वार इति स्मृतः ।
केदारनाथ द्वारत्वाद्धरद्वारोऽपिमन्यते ॥ ११३
यत्र भागीरथी गङ्गा सप्त स्रोतस्वती सती । ११४
मिलिता सीद्ब्रह्मकुण्डे गङ्गाद्वारोऽपितं विदुः ॥ ११४

There is the story of Raibhyudev in the chapter named Kedarkhanda in the Skandha Puran. While Raibhyudev was in deep meditation in Hrishikesh God in a very dwarfish figure appeared from a mango fruit and gave him the desired boon. God also said, "It is also a boon to those who will perform holy penance here that they will soon achieve their end." From that time onwards the place is known as Kubjamra Kshetra which is now called Haridwar as it falls on the way to the temple of Badrinath, and also

अन्त्यलीलायां ८म अः

called Har-dwar as it also leads to Kedarnath. It is also called Ganga-dwar as the seven currents of the Ganga meet here in Bramha-kunda.

108 to 114

বঙ্গানুবাদ :—

স্কন্দ পুরাণের কেদার খণ্ডে একটি পবিত্র কথা বর্ণিত হইয়াছে যে রৈভ্যুদেবের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া এই হৃষীকেশধামে ভগবান্ কুব্জ রূপ ধারণ পূর্ব্বক একটি আম্র ফলের ভিতরে থাকিয়া সেই তপস্যাকারী রৈভ্যু দেবকে নিজের স্বরূপ দর্শন করাইয়া রৈভ্যুদেবকে তাঁহার অভিলষিত বর দান করিয়া বলিয়াছিলেন যে ব্যক্তি এই কুব্জাম্র ক্ষেত্রে আমাতে মনোনিবেশ পূর্ব্বক তপস্যা করিবেন তাহার শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ হইবে। এই বরটিও দিলাম। সেই সময় হইতেই এই হৃষীকেশ তীর্থের কুব্জাম্র ক্ষেত্র বলিয়া সুন্দর নাম সন্ন্যাসী সকল দিয়াছেন। ১ ২

এই স্থানটি বদরিকাশ্রমে যাইবার দ্বার স্বরূপ বলিয়া হরিদ্বার বলে, এবং কেদার যাইবার দ্বার স্বরূপ বলিয়া এই স্থানটিকে হর দোয়ারা বা হর দ্বারও বলে। ১১৩।১১৪

प्रायेणोक्तं ठाकुरेण शास्त्रसिद्धान्तमुत्तमं।
कृत्वा द्वैतसम्विदर्थं सुसम्बद्धं पटाञ्चले ॥ ११५
यथेष्टाचार निरतोभव तेन न दोषभाक्।
आहार व्यवहारादि जप पूजादिकादि च ॥ ११६
यदि भवेद्विपरीतं सर्व्वमद्वैतभानतः।
सम्पूर्णं पूर्णतां प्राप्तं योगिनो भवति ध्रुवं ॥ ११७

অন্ত্যলীলায়াং ৮ম অঃ

প্রভোঃ শ্রীমুখপদ্মাচ্চ্যুতং সেবকসত্তমৈঃ।
শ্রীনর্ম্মদা নদী তীরে কুটীরে নির্জনে সদা ॥ ১১৮
ধ্যাননিষ্ঠঃ পুরী তোতা ত্রিচত্বারিংশ বৎসরে।
নির্বিকল্প সমাধিং তং প্রাপপাতি পরিশ্রমৈঃ ॥ ১১৯
অলং বভূব সম্প্রাপ্তুমতিক্লচ্ছ্রগতোপি সঃ।
ঠাকুরস্য সমাধিঃ স সর্ব্বাশ্চর্য্যময়স্য তু ॥ ১২০
নিমেষকালমধ্যেঽভূন্নির্ব্বিকল্প স্বরূপকঃ।
যেন দিনত্রয়ং যাবদেকরূপেণ সংস্থিতিঃ ॥ ১২১

Thakur would often say that if a holy man behaved according to his own will, with full knowledge of oneness underlying all this apparent diversity, he could not be guilty of anything. In performing holy rites or daily duties if he would do adversely, he would get the desired merit or fruit because of his divine wisdom. It is said that Totapuri performed penance for long thirty four years in a lonely place on the bank of the river Narmada to attain spiritual sublimity, which Thakur attained in a moment and could retain for long three days at a stretch. 115 to 121

বঙ্গানুবাদ :—

এবং এই স্থানে ভাগীরথী গঙ্গার সাতটি ধারা হওয়ায় কেহ কেহ গঙ্গা ধারও বলে। গঙ্গা এই স্থানে ব্রহ্ম বুদ্ধে মিলিতা হইয়া

তৎপরে অন্যদিকে যাইয়াছেন। ঠাকুর প্রায়ই এইরূপ একটি উত্তম শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বলিতেন। অদ্বৈত জ্ঞান স্বরূপ ধন বা রত্নকে বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া যে কোনও রূপ আচার ব্যবহার কর না কেন তাহাতে কোনরূপ দোষ হয় না। আহার ব্যবহার জপ ও পূজা প্রভৃতি যদি সাধারণের মত অথবা শাস্ত্র সম্মত না হয় তাহা হইলেও অদ্বৈত স্বরূপের প্রকাশে আচারাদি বিষয় সম্পূর্ণরূপে যোগিগণের সুসম্পন্ন হইয়া থাকে ইহা ধ্রুব নিশ্চিত জানিবে। ১১৫।১১৬.১১৭

সেবকগণ আমরা সকলে ঠাকুরের মুখপদ্ম হইতে শুনিয়াছি। নির্জন কুটীরে নর্ম্মদা নদীর তীরে ত্রিচত্বারিংশদ্বৎসর ধ্যান মগ্ন হইয়া তোতাপুরী সন্ন্যাসী প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের সর্ব্বাশ্চর্য্যময় ঠাকুরের নিমেষমাত্র সময়ের মধ্যে সেই সমাধি অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধি হইত। যে সমাধি দ্বারা ঠাকুর তিন দিন পর্য্যন্ত নির্ব্বিকারে তন্ময় হইয়াছিলেন॥ ১১৮ হইতে ১২১

অতীবাশ্চর্য্য বিষয়ঃ সর্ব্বেষামাদয়মুত্তমঃ।
বহিরং প্রাণতুল্য নরেন্দ্রং শ্রেষ্ঠ সেবকং॥ ১২২
সমাধে নির্ব্বিকল্পস্য রসস্যাস্বাদনং পুনঃ।
কারয়িত্বা শ্রীভগবান্ কৃপয়া মম ঠাকুরঃ॥ ১২৩
সুচপটং দর্শয়ামাসতদ্বিদ্যোঃ পরমং পদং।
অত্যন্ত যত্নশীলানা সেবকানাং মহাত্মনাং॥ ১২৪
শুশ্রূষায়া ভগবত স্তুটিঃ স্বল্পা ন চাভবৎ
বপুঃশ্রীণ মশ্লিত্বাদ্ধা মাবনয়াযবা॥ ১২৫
উদ্যানবাটিকামধ্যে যদা প্রাবল্যতোঽপি বা॥।
রোগদ্বি স্তদা জাতা যত্ স্বতস্বান্তরে স্থিতং॥ ১২৬

অন্ত্যলীলায়াং ৮ম অঃ

তত্ক্ষত বাহ্য দেহোঽপি সম্পূর্ণং দৃশ্যতাগত।
সহ তেন চ রক্তস্য স্রবণেন তদা প্রভোঃ। ১২৭
যাতনা স্ব শরীরস্য সম্পূর্ণং বৃদ্ধিমাগতা।
চিকিত্সকেন বিজ্ঞেন যদ্যপি সুচিকিত্সিতঃ। ১২৮

In spite of every care and utmost effort the disease began to aggravate due to weakness of age, anxiety for his disciples, or undried condition of the garden. The wound spread from inside to the skin outside, Excessive bleeding accompanied with acute pain all over his body made him restless 122 to 128

বঙ্গানুবাদ :—

সম্প্রতি সর্ব্বাশ্চর্য্যময় এই একটি অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে ঠাকুরের বহিশ্চর জীবনের মত শ্রেষ্ঠ সেবক নরেন্দ্রকে এই নির্ব্বিকল্প সমাধির উত্তমরূপে রসাস্বাদ করাইয়া বিষ্ণুর পরম পদ দর্শন করাইয়াছেন। মহাত্মা সিদ্ধ সেবক সকলের পরম যত্নে ঠাকুরের শুশ্রূষার ত্রুটি হয় নাই। ঠাকুরের ক্রমশঃই দেহের ক্ষীণ শক্তি বশতঃ অথবা ভক্ত সকলের জন্য চিন্তা দ্বারা অথবা বাগান বাটীর মধ্যে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বশতঃ রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ ক্ষত ভিতরে ছিল। সেইরূপ ক্ষত বাহিরেও দেখা দিয়াছিল। সেই সময় সেই সকল ক্ষত স্থান হইতে রক্ত নিঃসৃত হওয়ায় শরীরের যাতনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। যদ্যপি সুচিকিৎসকের দ্বারা খুব ভাল ভাবেই চিকিৎসা হইতেছিল।

১২২ হইতে ১২৮

अन्त्यलीलायां ८म अः

तथाप्यष्ट मासकाले प्रायेन गतवत्यपि ।
आशानुरूप रोगस्य प्रशमो नोपलक्ष्यते ॥ १२९

एवमुद्विग्न चेतोभिर्भक्तवर्गैः सुचिन्तितं ।
रोगपरीक्षणञ्चास्य कर्त्तव्यं सुचिकित्सकैः ॥ १३०

विचिन्त्यैवं महाभागाः सेवका भगवत् पराः ।
नगर्य्याः कलिकातायां रोगारोग्य निकेतनात् ॥ १३१

सर्व्वश्रेष्ठ रोगवेदी कोटस् साहेबेति नामकः ।
तत्रानीतः स सम्मानं सेवकैर्य्यत्र ठाकुरः ॥ १३२

स श्वेताङ्गभिषक् तस्य कण्ठनाली परीक्षणे ।
अङ्गुलीभिः समाक्रान्ते ठाकुरस्य गले यदा ॥ १३३

कठोर यातनायुतः श्वेताङ्गं ठाकुरोऽब्रवीत् ।
क्षणं तिष्ठाधुना तात इदमुक्त्वास्वभावजं ॥ १३४

निर्व्विकल्प समाधिं तं तत्क्षणात् प्राप ठाकुरः ।
ततस्तं श्वेताङ्ग भिषक् परीक्ष्येच्छानुसारतः ॥ १३५

How was under treatment of the best physician for about eight months, yet there was no indication that the disease had been brought under control. His disciples brought Mr. Cots, the best of physicians in Calcutta Hospitals to examine the disease of Thakur. To facilitate examination of his woud, Thakur took his consciousness out of physical plane. 129 to 135

অন্ত্যলীলায়াং ৮ম অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

তথাপি রোগের আরম্ভ হইতে প্রায় ৮ মাস কাল গত হইলেও রোগের আরোগ্য আশানুরূপে লক্ষিত হইয়াছিল না। ১২৯

এইরূপে ভক্ত সকল অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিয়াছিলেন ঠাকুরের রোগ পরীক্ষা বিশেষভাবে সুচিকিৎসকের দ্বারা করা কর্ত্তব্য। ১৩০

গুরু ভক্তি পরায়ণ মহাভাগ সেবকগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক অর্থাৎ মেডিকেল কলেজের কোট সাহেব নামক চিকিৎসক মহাশয়কে সসম্মানে ঠাকুরের নিকটে আনিয়াছিলেন। ১৩২

তৎপরে সেই ইংরেজ ডাক্তার ঠাকুরের কণ্ঠনালী পরীক্ষার জন্য গলার ভিতরে অঙ্গুলি প্রবেশ করিলে ঠাকুর অত্যন্ত যাতনা অনুভব করিয়া সাহেব ডাক্তারকে বলিয়াছিলেন মহাশয় আপনি একটু অপেক্ষা করুন এই কথা বলিয়া ঠাকুর তৎক্ষণাৎ স্বভাবজাত নির্ব্বিকল্প সমাধি যুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার নিজের ইচ্ছামত ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন। ১৩৫

उवाच क्यान्सार रोगोऽसाध्य : प्राणविघातकः ।
कण्ठनाली क्षताज्जातोनौषधञ्चास्य विद्यते ॥ १ ३६
अविराममैश्वरिकी वार्त्तायां धर्म्मयाजकाः ।
रतास्तस्मादियं पीड़ा सञ्चनिष्यति निश्चितं ॥ १३७
गलमध्यस्थ झिल्लीनां शिराणामति सूक्ष्मया ।
उत्तेजनातउत्पत्तिर्भवेदस्यामयस्य हि ॥ १३८
देशेऽस्माक मिमं रोगं बहुजल्पि महात्मनः ।
धर्म्मयाजकस्य रोगः कण्ठरोगो वदन्ति ते । १२६

ঔষধৌষধমস্মাকং ন প্রযোজ্যং কদাচন।
এতাদৃশ্যামবস্থায়াং মূর্চ্ছিতো ভবিষ্যতি ॥ ১৪০
অতো যাদৃক্ চিকিৎসাস্য রোগিনঃ প্রচলিষ্যতি।
সৈবশুভকরী হ্যস্য ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৪১
বক্তব্যং যত্তদুক্তং মে কিন্তু কিঞ্চিদদামি বঃ।
তচ্ছ্রুতুধ্বং মহাভাগা ভবন্তো গুরু জীবনাঃ ॥ ১৪২

After careful examination of the wound, Mr. Cots said, "It is cancer which is incurable. No medicine for this disease has been invented as yet. Usually, priests who are habituated in holy talks are affected by this disease. This disease originates from excessive exertion of the finer tissues of the throat. It is known as throat disease in Western countries. Strong medicine should not be applied as it brings but unbearable pain. So mild homeopathic medicine only can be taken. I have told what I had to say about the disease. I have, however, to say something else. Kindly listen to me. 136 to 142

বঙ্গানুবাদ :—

ইহা প্রাণনাশকারী কেনসার রোগ। ইহা গলদেশের শিরা হইতে উৎপন্ন এ রোগের ঔষধ নাই বা এই রোগ মুক্ত হয় না। ধর্ম্মযাজকগণ অনবরত ঈশ্বরের কথায় সর্ব্বদা রত থাকেন তজ্জন্য

ধর্ম্মযাজকগণেরই প্রায় এই রোগ হইয়া থাকে। গলদেশের ভিতরে অতি সূক্ষ্ম শিরা সকলের এবং সেই শিরাতে অতি ক্ষুদ্র কীট সকলের উত্তেজনায় বা আঘাতে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১৩৮

আমাদের দেশে অর্থাৎ ইওরোপে এই রোগটিকে বহুভাগী ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্ম যাজকগণের কণ্ঠ রোগ নামে অভিহিত হয়। ১৩৯

এইরূপ অবস্থায় আমাদিগের উগ্র ঔষধ প্রয়োগ করা একবারে অবিধেয়। ইহাতে রোগীর ভয়ঙ্কর কষ্ট হইবে। ১৪০

অতএব ইহাঁর যেরূপ ভাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চলিতেছে তাহাই সুচিকিৎসা। ১৪১

আমার চিকিৎসা বিষয়ে যাহা বলা উচিত তাহা বলিলাম। কিন্তু ইহাঁর সম্বন্ধে আমি যৎ কিঞ্চিৎ বলিতেছি হে ভগবৎ প্রিয় মহাভাগ সকল আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করুণ। ১৪২

অত্যাশ্চর্য্যময়ঞ্চৈনং রোগিনমীদৃশরূপকং।
প্রথমং দৃষ্টবানত্র জীবিতে ভীমহাজনাঃ॥ ১৪৩
বাইবেলাখ্য ধর্ম্মশাস্ত্রে পঠিতমেব কেবলং।
তত্র প্রভোরীশামসী নামক স্যার্য্যরূপিনঃ॥ ১৪৪
ইমং চর্চ্চাং প্রযত্নেন ভবদীক্ষ্ণ সমাধিজঃ।
স্বদেহস্মৃতি বিধ্বংসরূপোভাবঃ সমুত্থিতঃ॥ ১৪৫
কিন্ত্বস্যাস্যভগবতঃ সাক্ষাদ্দৃষ্টঃ স্বচক্ষুষা।
অত্যল্প সময়েনায়ং জহৌ দেহাত্মধিষণাং ১৪৬
পরন্ত্বস্য স সমাধিরদ্যাপি ন মুঞ্চতি।
অস্যৈবং দর্শনেনাদ্য ক্ষনার্দ্ধোঽহং ভবামি বৈ॥ ১৪৭
পরন্তু পারিশ্রমিক গ্রহনাত্ কলুষীকৃতং।
করং ন কারয়িষ্যামি সম্মতিরিত্যমেব মে॥ ১৪৮

"I am quite astonished to see the divine power of this patient. I have read in the Hcly Bible about such divine power of transporting the soul of the holy apostle named Ishamoshi from the plane of physical reality. I now feel myself blessed by seeing such a miracle with my own eyes and I don't iike to take fees for my services to this holy man. 143 to 148

বঙ্গানুবাদ :—

অতীব আশ্চর্য্যময় এই রোগীকে আমি ঈশ্বর রূপে দেখিতেছি। হে মহাপুরুষগণ আমি জীবনে এরূপ কোথাও দেখি নাই। ১৪৩

আমাদের বাইবেল নামক ধর্ম্ম শাস্ত্রে কেবল মাত্র পড়িয়াছি তাহাতে ঈশামসী নামক ধর্ম্ম যাজক মহাপুরুষের ঈশ্বরের অলৌকিক প্রসঙ্গে নিজ দেহের স্মৃতি শূন্য সমাধিজাত এইরূপ ভাব সমুত্থিত হইয়াছিল। ১৪৪।১৪৫

কিন্তু আজ এই সাক্ষাৎ ভগবানের সম্বন্ধে নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম। ইনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেহাত্ম বুদ্ধি পরিত্যাগ করিলেন। ১৪৬

অধিকন্তু ইহাঁর সেই সমাধি এখনও যায় নাই। এইরূপ দর্শন বশতঃ আজ আমি ধন্য হইলাম এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

১৪৭

পরন্তু আমি এমত অবস্থায় ইহাঁর নিকটে পারিশ্রমিক লইয়া হস্তকে পাপ লিপ্ত করাইব না ইহাই আমার সমীচিন মত। ১৪৮

অন্ত্যলীলায়াং ৮ম অঃ

মদুপার্জ্জিত বিত্তানাং কিঞ্চিদ্দাতুং প্রভুর্যদি।
তদাহং নূনমেষ্যামি কৃপামীশস্য শান্তিদাং ॥ ১৪৯
এবমুক্ত্বা জগমাসৌ ডাক্তারঃ শ্বেতবিগ্রহঃ।
স্ব জন্ম সফলং জ্ঞাত্বা ভগবদ্ভাব ভাবিতঃ ॥ ১৫০

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ঠাকুরো নরেন্দ্রনাথং কাশীপুরাদ্বিশ্বেশ্বরে তপস্যার্থং প্রেরিতবান তত্র পঞ্চমুণ্ডাসনে সপ্তাহ কালমধ্যে নরেন্দ্রস্য সাধনাসিদ্ধির্জাতা ততঠাকুর সমীপে নির্বিকল্প সমাধি প্রসঙ্গেন কৃপাকৈব হস্তান্ত বর্ণনং। ততঃ শ্বেতাঙ্গ চিকিৎসকস্য কৃতার্থতা-কৃপোঽন্ত্যলীলায়া অষ্টমোধ্যায়ঃ। অঃ ৮ অঃ ॥

"*On the other hand I feel that I* shall be blessed by the grace of God if I can give a little of my earning to this holy man." Thus the great physician left the place with his mind absorbed in holy thoughts. 149 to 150

Here ends the eighth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. অঃ 8 অঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আমার উপার্জিত অর্থের যদি কিছুমাত্র ও ইহাকে দিতে পারি তবে আমি নিশ্চয় ভগবানের শান্তিদায়িনী কৃপা লাভে সমর্থ হইব।

अन्त्यलीलायां ८म अः

তৎপরে শ্বেতাঙ্গভিষক এইরূপ বলিয়া ভগবদ্ভাব দর্শনে নিজকে ধন্য মনে করিয়া ঠাকুরের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। ১৫০

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে তপস্যার জন্য দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইলে সেই স্থানে সাতদিনের মধ্যে পঞ্চ মুণ্ডির আসনে বসিয়া তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে ঠাকুরের নিকটে নির্ব্বিকল্প সমাধির আলোচনা সময়ে হৃষীকেশ তীর্থ বলা হইয়াছে। তৎপরে সাহেব ডাক্তারের বিষয় অন্তলীলার ৮ম অঃ বলা হইল ॥

अथ अन्त्यलीलायां नवमोध्यायः

अतःपरं भक्तवर्गैरन्विष्टः सुचिकित्सकः।
महेन्द्रलाल सरकारं प्राप्यापि सुचिकित्सकं ॥ १
तस्य तु रोगि सान्निध्यं नास्ति ज्ञात्वा तमत्यजन्।
नवीनचन्द्र नामास्ति प्रवीनो वैद्यसत्तमः ॥ २
सर्व्वे गत्वा तत् सकाशं प्रभोः पीड़ामवर्णयन्।
किन्तु तस्य चिकित्सायां अनुपान सुसंग्रहं ॥ ३
असाध्यं मन्यमानास्ते तत्यजुस्तं चिकित्सकं।
एवं प्रभोर्भक्तवर्गा वैद्यार्थं चिन्तितोभृशं ॥ ४
सर्व्वान्तिमे भगवतः परमस्य पुंसः
सत्सेवकोऽतुलगुणोऽतुल नाम भक्तः।
राजेन्द्र दत्त इति नाम चिकित्सकन्त
मानीय तत्र भगवन्त मदर्शयत्तं ॥ ५

In search of a good physicn, the disciples approached Mahendra Lal Sarkar who was one

of the most reputed physicians of the times. He, however, was unable to visit the patient at his residence and so he was not considerd suitable. They approached another renowned physician named Nabinchandra. It was, however, too difficult to prepare and administer medicine according to his prescription. So he was also rejected. At last, one of the disciples, named Atul, called in a good physician, Rajendra Dutta, and got Thakur examined by him. 1 to 5

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে ভক্ত সকল সুচিকিৎসকের অনুসন্ধান করিয়া শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারকে পাইয়াও তাঁহার কলিকাতা হইতে কাশীপুরে যাইয়া রোগী দেখা অসম্ভব জানিয়া তাঁহাকে চিকিৎসায় নিযুক্ত না করিয়া নবীনচন্দ্র নামে একটি প্রাচীন বৈদ্যের নিকটে যাইয়া সেবকবৃন্দ তাঁহার নিকটে রোগের অবস্থা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার আদেশ মত ঔষধের উপযোগী দ্রব্য সকল সংগ্রহ করা বা অতি কঠিন মনে করিয়া তাঁহাকেও ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপভাবে ভক্তবর্গ চিকিৎসকের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। ১।২।৩।৪

সর্ব্বশেষে পরম পুরুষ ভগবান পরমহংসদেবের অতুলনীয় সদ্‌গুণ সম্পন্ন অতুল নামক সেবক রাজেন্দ্র দত্ত নামক চিকিৎসককে সেই স্থানে আনিয়া ঠাকুরকে দেখাইয়াছিলেন। ৫

अन्तरलीलायां ६म अः

आगत्य सोऽपि गुणराशि युतः सुवैद्यो
दृष्ट्वा परीक्ष्य च गदं सुख चिद्घनस्य ।
प्राप्यापि भीतिबहुलं मनसि प्रहृष्टं
बाह्ये सहास्य वदनः समुवाच किन्तु ॥ ६
नास्यास्य रोगविगमे भवतां हि काचि
च्चिन्ताथवा सुमनसां खलु भीति हेतुः ।
येनैव रोगगुरुता प्रकटीतकृता हि
तेनैव तद्गद विमुक्त्र गदो हि सृष्टः ॥ ७
उक्त्वैवं प्रभुभक्तान् स राजेन्द्रः मुचिकित्सकः ।
दैनन्दिनं समागम्य रोगिनं रोग मुक्तिदं ॥ ८
सन्ददर्श सदातस्य रोगिनो हर्ष हेतवे ॥
सुपुष्प सुफलादीनि द्रव्यानि विविधानि च ॥ ९
समानीय ददौ तस्मै परस्मै पुरुषाय हि ।
ठाकुरोऽपि महाप्रीतोऽभवत्तस्मिं श्चिकित्सके ॥ १०

The physician was much frightened after examining the patient but he assumed a very cheerful front, and said, "You should not have any fear or doubt about the cure of the disease. The maker of the disease is also the maker of medicine." He paid visit everyday and advised the needful. He would also offer fresh fruits and flowers to bring pleasure to Thakur, who admired the physician for his good treatment and behaviour. 6 to 10

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বহুতর সদ্‌গুণ বিশিষ্ট সেই সদ্বৈদ্য রাজেন্দ্র দত্ত আনন্দ ঘন বিগ্রহ ঠাকুরের রোগ পরীক্ষা পূর্ব্বক অন্তরে অত্যন্ত ভয় পাইয়াও বাহিরে সহাস্য বদনে বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের রোগ মুক্তির জন্য মহামনা আপনাদিগের কোনও চিন্তার কারণ নাই। যে ভগবান কঠিন রোগ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই সেই সুকঠিন রোগের সর্ব্বতোভাবে নিরাময় করিবার জন্য ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬।৭

সেই সুচিকিৎসক রাজেন্দ্রবাবু ঠাকুরের ভক্ত সকলকে এইরূপ বলিয়া প্রতিদিন ঠাকুরের নিকটে আসিয়া সর্ব্বরোগ বিমুক্তিপ্রদ রোগী ঠাকুরকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। এবং ঠাকুরের আনন্দ বর্দ্ধন জন্য উত্তম পুষ্প ও উত্তম উত্তম ফল প্রভৃতি বহুবিধ উপাদেয় দ্রব্য আনয়ন পূর্ব্বক পরম পুরুষ ভগবানকে প্রত্যর্পণ করিতেন। তজ্জন্য ঠাকুরও অত্যন্ত প্রীত হইতেন ॥ ৮।৯।১০

এবম্ভূতয়োঃ প্রীতিবর্দ্ধনাদল্পকালতঃ।
দুরন্ত যাতনাযুক্তরোগো হ্রাসত্বমাগতবান্ ॥ ১১
পাদুকাদ্বীন বিপ্রায় যঃ প্রযচ্ছত্যুপানহৌ।
ন তস্য মনসো দাহঃ কদাচিদপি জায়তে ॥ ১২
ইতি সঞ্চিন্ত্য রাজেন্দ্রঃ প্রভোরর্থং মহামতিঃ।
সুকোমলেন বস্ত্রেণ নির্ম্মিতং পাদুকাদ্বয়ং ॥ ১৩
স্বহস্তাভ্যাং প্রভোঃ পাদযুগলে পর্য্যধাপয়ৎ।
প্রভো স্তৎ পাদুকাযুগং বেলুড়মঠ সদ্মনি ॥ ১৪
অদ্যাপি দৃশ্যতে ভাতি তদ্ভক্তৈর্ভক্তিপূর্ব্বকং।
যত্নতঃ রক্ষিতঞ্চাপি জগন্মঙ্গল হেতবে ॥ ১৫

অন্তর্লীলায়াং ৫ম অঃ

রাজেন্দ্রনাথ দত্তস্য ভক্তিপূর্ণা চিকিৎসয়া।
পীড়াশান্তিং প্রভোর্জ্ঞাত্বা ভক্তাযানন্দ সংযুতাঃ॥
যমীষ্ট দেবতা সেবাং মনীক্ষত্য স্বজীবনং।
কুমার সেবকাযক্ত রৈকান্ত ভক্তিসংযুতাঃ॥ ১৩

Thus, due to happy exchange of feelings between Thakur and the physician, the very painful disease subsided very appreciably in a very short time. With the thought that if a bare-footed bramhin would be given a prize of shoes for protection from the heated-earth, he would regain his peace of mind, Rajendra got a pair of shoes prepared of soft cloth and worn by Thakur. This pair of shoes is still preserved in Belur Math, and worshipped by his devotees. It was a matter of great joy that the treatment of Rajendra Nath Dutta had brought a great relief to Thaknr. The young disciples rendered their services to Thakur with all sincerity and devotion. 11 to 17.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপে রোগী ঠাকুর ও চিকিৎসক উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রীতি বর্দ্ধনবশতঃ অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুরন্ত দুঃখদায়ক রোগ কিছু উপশমিত হইয়াছিল। রৌদ্রতাপাদিশ্লিষ্ট যদি কোনও ব্রাহ্মণকে

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

কোনও লোক যদি পাদুকা দান করেন। তবে সেই ব্যক্তির কখনও সন্তাপজনিত দুঃখ হয় না।

এইরূপ চিন্তা করিয়া মহামতি ডাক্তার রাজেন্দ্রবাবু ঠাকুরের জন্য অতি সুকোমল বস্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত পাদুকা দুইটি নিজে দুই হস্তে প্রভুর পাদ যুগলে পরাইয়া ছিলেন। ঐ পাদুকা দুইটি আজ পর্য্যন্ত বেলুড় মঠে পূজিত হইয়া থাকে। ১৩।১৪

এবং তাঁহার ভক্তবর্গের মঙ্গলার্থে ভক্তিপূর্ব্বক সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। ১৫

এবং ডাঃ রাজেন্দ্রবাবুর চিকিৎসায় ঠাকুরের পীড়ার উপশম বা অনেকটা আরোগ্য জানিয়া ভক্ত সকল অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ১৬

কুমার সেবকগণ একান্ত ভক্তি সহকারে ইষ্ট দেবতার সেবা প্রাণপনে করিয়াছিলেন। ১৭

सेवार्थं श्रीभगतश्चाङ्गप्रत्यङ्ग स्पर्शने।
बाह्याभ्यन्तरशुद्धत्वाल्लेभिरे परमां कृपां ॥ १८
परन्तूत्तरकाले ते तद्धर्म्म परिवेशने।
यदि मालिन्य मायान्ति तदर्थं घटवारिभिः ॥ १८
सिक्त्वा तानब्रवीद्देवो युष्माकं सुपवित्रता।
ईदृग् यातो यथा यूयं दुर्जनैर्मिलिता अपि ॥ २०
अथवा तैर्दत्तमन्नं भक्षयिष्यथ यद्यपि।
न किञ्चिदपि मालिन्यं युष्मद्देहे भविष्यति ॥ २१
कल्मषं स्वल्पमात्रञ्च न तेन सम्भविष्यति।
सर्व्वदा शुद्धरूपेण यूयं स्थास्यथ निश्चितम् ॥ २२

अन्त्यलीलायां ८म अः

भवितव्य विधानेन विधातुरिच्छयाथवा।
सेवकानां सुदुर्भाग्यात्शर्म्मावसानमागतं ॥ २३
तदा शुचौ शैत्यमभूत् पर्य्यन्य वर्षणाद्भृशं।
तेन क्षीणशरीरस्य प्रभोः पीड़ा व्यवर्द्धत ॥ २४

When the devotees touched the body of Thakur by way of services they became purged of their impurities, both inner and outer. Lest devotees would be unable to preach his religion, Thakur sprinkled holy water on them and said, "From now onward such divine purity has been bestowed upon you that bad companionship or the act of taking unholy food will not impair your purity of mind and body. You will ever remain pure and holy under any circumstances." By the will of God the happy days came to an end. The disease aggravated due to cold caused by excessive rains in the month of Ashara 18 to 24.

বঙ্গানুবাদ :—

সেবা সময়ে ঠাকুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পর্শমাত্রে ভক্ত সকলের বাহ্য ও অভ্যন্তর শুদ্ধি হইয়া পরম কৃপা লাভ তৎক্ষণাৎ হইত। ১৮

কিন্তু আমার অবর্ত্তমানকালে এই সকল ভক্তবৃন্দ আমার ধর্ম্ম প্রচারে যদি অসমর্থ হয় তজ্জন্য ভগবান ভক্ত সকলকে ঘটস্থ জলের

যারা অভিষেক করিয়া বলিতেন আজ হতে তোমাদের এইরূপ পবিত্রতা হইল যাহাতে তোমরা দুর্জন ব্যক্তির সহিত মিলিত হইলেও অথবা পাপান্ন ভোজন করিলেও তোমাদের দেহে কোনরূপ পাপ বা মালিন্য স্বল্পমাত্রও হইবে না। ১৯।২০।২১

তোমরা সর্ব্বদা পবিত্রভাবে থাকিবে। ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। ২২

সেবকগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ ভবিতব্যের বিধান জন্য অথবা ভগবানের ইচ্ছাতেই হউক সুখের অবসান হইয়াছিল। সেই সময় আষাঢ় মাস অত্যধিক বারি বর্ষনের জন্য শীতল বা খুবঠাণ্ডা হইয়াছিল।

এজন্য ক্ষীণ শরীর প্রভুর পীড়া বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল॥

২৩।২৪

গলাভ্যন্তরদেশস্থ ক্ষতাৎ ক্লেদোবিনির্গতঃ।
শ্বাসকাস প্রাবল্যাচ্চ যাতনা দুর্দ্দিনাগতা॥ ২৫
জলবত্তরলং পথ্যং ক্ষুধাধিক্যস্থিতাবপি।
ভোজনে ন সমর্থোঽভূদ্ যদিবা গ্লানিচালনাৎ॥ ২৬
স্বল্পং গলাধঃকরণে যাতনা শতধা ভবৎ।
যয়াধৈর্য্যং ভবেদ্রষ্টুং সাক্ষাদ্ ভগবতীরপি॥ ২৭
পরন্তু তৎক্ষণাত্তস্মাৎ ক্ষতস্থানা দ্বিনিঃসৃতঃ।
পূয়রক্তাদিসমিশ্র ক্লেদোঽত্যন্ত ব্যবর্দ্ধত॥ ২৮
অসাধ্যব্যাধিচিহ্নমবলোক্য মহাজনাঃ।
প্রভো স্তব সেবকাঃ সর্ব্বে নরেন্দ্র প্রমুখাদয়ঃ॥ ২৯
সুতরাং ভয়বিস্রান্তাশ্চাভবন্ প্রভু হেতবে।
কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ়াস্তে প্রায়েণ ক্ষয়চেতনাঃ॥ ৩০

अन्त्यलीलायां ८म अः

एकदा मुखनिर्गत क्लेदसंयुक्त पायसं ।
प्रभोरभूत तुल्यन्तन्मन्यमानो महत्तरः ॥ २१

Due to painful coughs and vomiting blood which came out of the wound inside the throat, Thakur became restless. In spite of acute appetite he could not eat anything. Even if he took any liquid food, it would cause unbearable pain as soon as it entered his throat, and simultaneously terrible vomiting of blood would take place. At this even Thakur himself lost all patience and hope, and his disciples did not know what to do. One day Narendra held in his hand the blood with all impurities which was vomitted by Thakur as if it was holy nectar.
25 to 31

বঙ্গানুবাদ :—

তজ্জন্য গলদেশের ভিতরের ক্ষত হইতে ক্লেদ অর্থাৎ রক্তপূঁজ বহির্গত হইলে শ্বাস কাসির প্রাবল্যবশতঃ ঠাকুরের যাতনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল ॥ ২৫

বিশেষভাবে ক্ষুধার বৃদ্ধি হইলেও জলের মত তরল পথ্যও ভোজনে অসমর্থ হইয়াছিলেন। ২৬

যদি বা জোর পূর্ব্বক অল্পমাত্র ভোজনীয় দ্রব্য খাইতেন তাহাতেও অত্যন্ত যাতনা হইত যে যন্ত্রণাবশতঃ সাক্ষাৎ ভগবানেরও ধৈর্য্য নষ্ট হইয়াছিল। ২৭

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

এবং তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষত স্থান হইতে পূয়রক্তাদি মিশ্রিত ক্লেদ ভয়ঙ্কর রূপে নির্গত হইত। ২৮

ভগবানের অসাধ্য রোগ চিহ্ন দেখিয়া নরেন্দ্র প্রভৃতি মহামনা প্রভুর সেবক সকল প্রভুর জন্য অত্যন্ত ভয়ে বিহ্বলিত হইয়াছিলেন এবং কি করা কর্ত্তব্য কিছুমাত্র নিশ্চয় করিতে না পারিয়া সকলে এক প্রকার জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল॥ ২৯,৩০

অতি বড় মহৎ শ্রীনরেন্দ্র সর্ব্বোত্তম সাধক একদিন প্রভুর মুখারবিন্দ নির্গত রক্ত পূঁজের সহিত পায়স প্রভুর অমৃততুল্য মনে করিয়া দুই হস্তে ধারণপূর্ব্বক কাতর বাক্যে গুরু ভ্রাতা সকলকে বলিয়াছিলেন। ৩১

उवाच स्वहस्ते धृत्वा श्रीनरेन्द्रः सकातरं।
प्रभोःसुस्थदशायां यत् प्रसाद ग्रहनेन नः॥ ३२
चित्तप्रसादः सञ्जातोऽधुना भाग्य विपर्य्ययात्।
तद्रूपस्य प्रसादस्य पुनः प्राप्ति र्न सम्भवेत्॥ ३३
आगच्छन्तु महाभागा येनेदं क्लेदमिश्रणं।
प्रभोः सत्तास्वरूपं यत् पायसममृतोपमं॥ ३४
अत्स्यामश्चेत्तेनास्माकं तदधिष्ठानमुत्तमं।
देहास्थिमज्जा नाड़ीषु भवेदनुभूतं सदा॥ ३५
एवमुक्त्वा श्रीनरेन्द्रःपीत्वाग्रे स्वयमुत्तमं।
पायसमपि चास्माकमपाययदनुत्तमं॥ ३६
एवं लीला मनुष्यस्य श्रीनरेन्द्रस्य धीमतः।
किं विदन्तिजना लीलां शिश्नोदर परायणाः॥ ३७

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

প্রভুনেদং যদা প্রাপ্তং প্রায়ো মে কাল আগতঃ।
অতো মে প্রেমলীলায়াঃ প্রাকট্যং নঙ্ক্ষ্যতি ধ্রুবং ॥ ৪৮

He said, "We do not now expect to have the same holy residuals from Thakur as was available when he was hale and sound. Let us take this blood as holy nectar so that we shall feel Thakur's divine self in our body, bones and nerves." With this Narendra drank the blood and made all other disciples drink it. Thus, Narendra did a miracle which was beyond comprehension of people addicted to earthly pleasure. When Thakur realised that his days were numbered, he resolved to asbtain himself from all outward activities. 32 to 88.

বঙ্গানুবাদ :—

প্রভুর সুস্থ অবস্থায় যে প্রসাদ ভোজন করিয়া আমাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে সম্প্রতি আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ সেইরূপ প্রসাদের পুনঃ প্রাপ্তির আশা আর নাই। অতএব হে মহাভাগ সেবকবৃন্দ আপনারা আসুন যদ্দ্বারা এই রক্ত ও পূঁজ মিশ্রিত প্রভুর সত্তারূপ এই অমৃততুল্য পায়স যদি আমরা ভোজন করি তাহা হইলে আমাদের শরীরের অস্থি মজ্জা ও নাড়ী সকলের মধ্যে ভগবানের স্থিতি সর্ব্বদা ভালভাবে অনুভূত হইবে। ৩২।৩৩,৩৪,৩৫

এইরূপ বলিয়া শ্রীনরেন্দ্র স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে সেই সুধাতুল্য পায়স পান করিয়া তৎপরে আমাদিগকেও পান করাইয়াছিলেন। ৩৬

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

ভগবানের লীলার সর্ব্বোত্তম পার্ষদ নররূপী নরেন্দ্রের লীলা পত্নী ও উদর পূরণে আসক্ত অর্থাৎ রসনেন্দ্রিয়কে ও উপস্থকে যাঁহারা জয় করিতে না পারিয়াছেন সেই সকল মনুষ্য কি ভগবানের বা তাঁহার পরিকর বর্গের লীলা বুঝিতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি ভগবল্লীলা বা ভক্ত লীলা বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রবেশ করিতে পারেন না। ৩৭

প্রভু যখন জানিয়াছিলেন আমার অন্তর্দ্ধানের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে অতএব প্রকাট্য লীলারও অবসান হইবে। ৩৮

বিজ্ঞায়ৈবং শ্রীভগবান্ গভীর নিশি চৈকদা।
স্ব স্বরূপ শ্রীনরেন্দ্রনাথমাহূয় যত্নতঃ ॥ ৩৯
তদ্গতং জীবনমপি শশিভূষণ সেবকং।
স্ব স্থানাদ্বিতলাত্তন্বৈ পৈরয়িত্বাপ্যধোগৃহং ॥ ৪০
প্রোবাচ শ্রীনরেন্দ্রন্তং সুস্পষ্টং পশ্য ভোঃ প্রিয়।
যদ্যত্রাস্তিজনঃ কোঽপি সর্ব্বং মে নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৪১
যথাকৈলাসাধিপতিঃ শঙ্করো ভগবান্ স্বয়ং।
নিশার্দ্ধে প্রাণিশূন্যন্তং কৃত্বা স্বযোগ পীঠকং ॥ ৪২
অর্দ্ধাঙ্গিনীং শঙ্করীং স সাবধানতয়া ভৃশং।
জ্ঞানতত্ত্বমদ্বয়ং যদ্বিশুদ্ধং সমুপাদিশৎ ॥ ৪৩
তথা স্ব প্রাণতুল্যন্তং নরেন্দ্রং প্রেমমূর্ত্তিমান্।
বিগৃহ্য বাহুযুগ্মেন মুখচুম্বন পূর্ব্বকং ॥ ৪৪
তদদ্বয়ং জ্ঞানতত্ত্বং বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং।
যদ্বিজ্ঞানাদিদং সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি ধ্রুবং ॥ ৪৫

Knowing this, once in the dead of night Thakur called for Narendra in his room on the upstairs and sent Shasibhusan downstairs. He asked Narendra to see and be sure that nobody was there on the upper floor for otherwise all would go in vain. Lord Shiva also made his place void of any living thing when he imparted the knowledge of one Supreme Being pervading the universe to Goddess Sankari. So also Thakur imparted that divine knowledge to Narendra.

39 to 45.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপে ঠাকুর নিজ লীলায় অপ্রকট অবগত হইয়া একদিন গভীর রাত্রে নিজেরই অন্যতম মূর্ত্তি নরেন্দ্রনাথকে যত্ন পূর্ব্বক ডাকিয়া ঠাকুরগত প্রাণ শশিভূষণ সেবককেও দোতলার গৃহ হইতে নিম্নের ঘরে পাঠাইয়া দেবতাদিগেরও দেবতা ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন। ওহে প্রাণ প্রিয় নরেন্দ্র! তুমি বেশ ভাল করে দেখ আমার এই দোতলায় কোনরূপ প্রাণী আছে কি না। যদি থাকে তবে সব নিষ্ফল হইবে। ৩৯।৪০।৪১

যেমন কৈলাসধামের অধিপতি ভগবান্ শঙ্কর মহানিশাকালে নিজের যোগপীঠ প্রাণীশূন্য করিয়া অর্দ্ধাঙ্গিনী শঙ্করীকে সাবধানপূর্ব্বক যে বিশুদ্ধ অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। ৪২।৪৩

সেইরূপ মূর্ত্তিমান্ প্রেম বিগ্রহ ঠাকুর নিজের প্রাণতুল্য সেই

अन्त्यलीलायां ९म अः

নরেন্দ্রকে দুই বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন পূর্ব্বক সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বা বিষ্ণুর পরম পদ যাহা জানিলে লৌকিক বা অলৌকিক সর্ব্ববিধ বস্তুর বিজ্ঞান হয় বা জ্ঞানে সমর্থ হয়। ৪৪।৪৫,

असंख्य बुद्बुदोपम ब्रह्माण्ड ब्रह्मसागरं।
समुद्भूतं पुन स्तस्मिन् ब्रह्मण्येव प्रलीयते ॥ ४६
योऽसौरूपविहीनोऽपि सर्व्वरूप स्वरूपकः।
निर्गुणोऽपि सदा योऽसौ गुणानामाकरो महान् ॥ ४७
सर्व्वत्रानुगतो वापि सङ्गहीनो भवत्यसौ।
सर्व्वचित्तान्तरस्थोऽपि बुद्धिवृत्तेरगोचरः ॥ ४८
चक्षुर्भ्यान्तु न दृष्टोऽसावचलोऽपि चलत्यसौ।
ईदृक् सर्व्वाश्चर्य्यमयः सच्चिदानन्द ईश्वरः ॥ ४९
प्राणदेहादिभृद्देही पूर्व्वं पुण्य बलेन हि।
श्रीगुरोः कृपया वापि वेत्ति चेत् परमेश्वरं ॥ ५०
सूक्ष्मानुसूक्ष्मरूपोऽपि जीवो याति विमुक्ततां।
तद्रूपोऽसौभवेद्वापि यथा स परमेश्वरः ॥ ५१
बहुना वा किमुक्तेन वत्स जानीहि तं सदा।
सर्व्वेषामात्मजो ह्यात्मा पितामाता स ईश्वरः ॥ ५२

"Innumerable worlds come to existence like bubbles on the surface of the sea, and again lose their existence in the Supreme Being from whom they were born. He who is the maker of shapes is shapeless. He has no quality or virtue even though all qualities and virtues originate

from him. He is all alone though He pervades everything, No intelligence can reach him though all thoughts are fed by him. He is not seen with eyes. He is both static and dynamic. He can be known by devotion and by the grace of preceptor. Even though the soul of a man is a very small thing, it can attain salvation and Divinity. Our sons and parents are none but God." 46 to 62.

বঙ্গানুবাদ :—

অসংখ্য জল বুদ্‌বুদ্ সদৃশ ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ ভূ ভুর্বঃ স্বঃ মহজন তপঃ সত্য এবং অতল বিতল সুতল রসাতল তলাতল মহাতল ও পাতাল এই ১৪টি লোক যাহাতে আছে তাহাকেই ব্রহ্মাণ্ড বলে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর পুনরায় অন্তে ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া থাকে। ৪৬

যিনি এই পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপ ভগবান নিরাকার বা রূপ শূন্য হইয়াও সর্ব্বরূপের স্বরূপ। এবং যিনি নির্গুণ হইয়াও সর্ব্ব সদ্‌গুণের আকর।

এই ভগবানই সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থিত হইলেও নির্লিপ্ত এবং সকলের অভ্যন্তরে সর্ব্বদা থাকিলেও মানুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ৪৭।৪৮

এবং আমাদের এই বাহ্য চক্ষু দুইটি দ্বারা তিনি প্রত্যক্ষ হন না। তিনি অচল হইয়াও চলিতে পারেন এই সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ সর্ব্বাশ্চর্য্যময় ঈশ্বরের স্বরূপ। ৪৯

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

প্রাণযুক্ত দেহবিশিষ্ট জীব পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য বলেই হউক অথবা শ্রীগুরুর কৃপাতেই হউক সেই পরমেশ্বরকে জানা যায়। ৫০

জীব সকলের স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম হইলেও তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত রূপ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অথবা সেই ভগবান যেমন জীবগণও সাধনা দ্বারায় ভগবানের স্বরূপতা লাভ করে। হে বৎস, আর অধিকভাবে ভগবানের স্বরূপ কি বলিব তুমি সর্ব্বদাই জানিবে সেই ঈশ্বরই সকলের আত্মা সকলের পুত্র সকলের পিতা ও সকলের মাতা প্রভৃতি তিনিই সব। ৫১।৫২

অতঃপরং স্বস্য সমীপগস্য
নরেন্দ্রনাথস্য নরোত্তমস্য।
লব্ধাবসঘ্য স্মৃতিমূলরন্ধ্রে
সুধারবিন্দং ভগবানুবাচ ॥ ৫৩
যদ্ব্রহ্ম তত্ত্বং জগতো হিতায়
সৃষ্টেঃ পুরা পদ্মজনাভ দেবঃ।
তস্মৈ দদৌ পদ্মজ যোনয়েত
নরেন্দ্রনাথায় সুগোপনীয়ং ॥ ৫৪
পরন্তু কারুণ্য কটাক্ষ দৃষ্ট্যা
নরেন্দ্রনাথং পুনরাহ দেবঃ।
সার্দ্ধং ত্বয়া যদ্যপি নাস্তি ভেদ
স্তথাপি মে বাঞ্ছা পৃথক্ত্বমস্তি ॥ ৫৫

Thakur imparted that divine knowledge to Narendra which was imparted by Lord Narayan to the lotus-born Bramha, before the creation of

this universe. Thakur also said. "You and I are one and the same. Yet physically we differ."
53 to 55.

বঙ্গানুবাদ :—

অতঃপর ঠাকুর নিজ সমীপে অবস্থিত নরোত্তম নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণ কর্ণে মুখারবিন্দ দিয়া বলিয়াছিলেন সৃষ্টির পূর্ব্বে পদ্মনাভ নারায়ণ জগতের মঙ্গলার্থে পদ্মযোনী ব্রহ্মাকে যে ব্রহ্ম তত্ত্বটি দিয়াছিলেন। অত্যন্ত গোপনীয় সেই ব্রহ্ম তত্ত্বটি ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে দিয়াছিলেন। ৫৩।৫৪

পরন্তু কৃপাকটাক্ষ দৃষ্টি দ্বারা ঠাকুর নরেন্দ্রকে পুনরায় বলিয়াছিলেন হে নরেন্দ্র যদিও তোমাতে আমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই তথাপি বাহিরের লোক সকল তুমি এবং আমি এইরূপ ভেদ দর্শন করে। ৫৫

কিন্ত্বদ্য তুভ্যং সকলং মমেদং
বৈরাগ্য বিজ্ঞান তপো বলাদি।
সমর্প্য নিঃস্বঃ খলু নামমাত্রং
শ্রীরামকৃষ্ণেতি ভবামি বাহ্য ॥ ৫৬
শ্রীরাজরাজেশ্বরতামবাপ্য
মদীয় শক্ত্যা জগতামধীশং।
জ্ঞাত্বা বিদূরং নরমামকৃষ্ণো
ভূত্বা গুরুর্মে ভব সেবকানাং ॥ ৫৭
ইত্যেবমুক্ত্বা নিজ দিব্যশক্ত্যা
নরেন্দ্র মধ্যে সমনুপ্রবিশ্য।
তং দিব্যভাবেন বিভাবিতঞ্চ
চকার দেবঃ শুচিশুদ্ধ রূপং ॥ ৫৮

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

"To.day I have made over to you all that I know and my name is only left to me. You may now be sole monarch in the spiritual world and the only guide to my followers." Saying this, Thakur transported his spirit into the body of Narendranath and thus bestowed divine power upon him. 56 to 58

বঙ্গানুবাদ :—

কিন্তু আজ আমি তোমাকে আমার বৈরাগ্য বিজ্ঞান ও তপো বলাদি যাহা কিছু সেই সকল অর্পণ পূর্ব্বক নিঃস্ব হইয়া কেবল নাম মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া হইলাম। ৫৬

তুমি রাজ রাজেশ্বর হইয়া আমার শক্তি লইয়া জগতের পাপ সমূহ দূরীকরণ পূর্ব্বক নূতন একটি রামকৃষ্ণ হইয়া আমার সেবক-গণের তুমিই গুরু হও। ৫৭

এইরূপ বলিয়া নিজ দিব্য শক্তি দ্বারা নরেন্দ্রের দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুবিশুদ্ধ মূর্ত্তি ঠাকুর সেই নরেন্দ্রকে দিব্য ভাবে বিভাবিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ নরেন্দ্রকে জীবন্মুক্ত স্বরূপ করিয়াছিলেন ॥ ৫৮

धाराच्छलेनाद्य स सागरेयं
शोकाश्रु संप्लावित सर्व्वभूमिः।
साध्वी यथा स्वामी वियोगकाले
बभौ धरित्री नभसोऽवसाने ॥ ५९

অন্ত্যলীলায়াঃ ৫ম অঃ

সৌভাগ্য সূর্য্যস্য বিভো স্তথাদ্য
প্রায়োঽস্তভাবং পরিপশ্যতীব।
অশ্রু প্রপাতস্য সুকিঙ্করাণা
মারশ্চ কালঃ সমুপাগতো নঃ॥ ৫৯
দেবন্দিনং সেবক সঙ্ঘ বার্ত্তা
যাদৃক্ ক্ষতা তেন তথাদ্য নাস্তি
ভাবান্তরস্তন্মনসোঽপ্য চিন্ত্যঃ
প্রতিক্ষণঞ্চাস্তি সমাধি ভাবঃ॥ ৬১

On the last day of the month of Sravana the rains set in and the earth appeared to shed tears profusely like a female consort at the death of her beloved husband, The followers and disciples of Thakur felt that the glory of their fortune had lost its glamour and the dark days were ahead. Usual daily practices were no more. The mind of Thakur moved away from his associates and oscilates between consciousness and unconsciousness. 59 to 61.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আজ সসাগরা বসুন্ধরা বর্ষার ধারা উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে শোকাশ্রুরূপে প্লাবিত করতঃ সাধ্বী স্ত্রী স্বামী বিয়োগ সময়ে যেরূপ ক্রন্দন দ্বারা ধরা প্লাবিত করেন সেইরূপ শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিনে পৃথিবী হইয়াছিলেন। ৫৯

সেইরূপ আজ সৌভাগ্য সূর্য্যের প্রায় অস্তাচলে গমন হইতেছে এইরূপ ভাবে পরিলক্ষিত প্রভুর প্রিয় কিঙ্করগণ আমাদের অশ্রুপাতের আরম্ভ হইল এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। ৬০

ঠাকুর প্রতিদিন যেরূপ ভক্তবর্গের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন আজ আর সেরূপ নাই ক্ষণে ক্ষণে সমাধি এবং সেই সময় তাঁহার মনের অন্যরূপ একটি ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। ৬১

ভুক্তং ন কিঞ্চিদ্গদবেনাতো
দেয়ং সুখাদ্যমুদরস্য মধ্যে।
দেহস্য পুষ্ট্যৈ সুবিভোজ্যরূপং
যদৌষধং পথ্য বিদো বদন্তি ॥ ৬২
তৎ সেবকৈরিত্থমবেক্ষ্যমাণে
দৃষ্ট্বং তদর্থং সকলং গৃহীতম্।
দিবাবসানে সুখশান্তমূর্ত্তিং
বভাষ শিষ্যান্ ভগবাংস্তদৈব ॥ ৬৩
ইন্দ্রাদি দেবাগমনাশ্রমাদ্য
খেদে তদীয়ৈঃ সহ বাক্ প্রয়োগাৎ।
সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যস্ত তয়া গতত্বাৎ
সার্দ্ধং ভবদ্ভি র্বিরতঃ কথায়াং ॥ ৬৪

Thakur did not take any food due to aggravation of his painful disease. To avoid physical weakness due to starvation, the physicians prescribed suitable diet. His followers were eager to serve Thakur with it. At the end of the day

अन्त्यलीलायां ८म अः

Thakur said softly. "For the whole day I was busy in talking with Lord Indra and other gods who were here, and so I could not talk to you."

62 to 64

বঙ্গানুবাদ :—

রোগযন্ত্রণার প্রাবল্যতা বশতঃ কিছুই খাইতেন না। অতএব উদরের মধ্যে যেকোনও প্রকারে কিছু বিশুদ্ধ খাদ্যবস্তু দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য চিকিৎসকগণ দেহপুষ্টির জন্য রোগিকে সেইরূপভাবে পথ্য দানের ব্যবস্থা করান। ৬২

প্রভুর সেবকসকল চিকিৎসকের মতে খাদ্য দেওয়া হউক এইরূপ মনে করিয়া তদুপযোগী দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'কিন্তু আনন্দ ও ধৈর্য্যের বিগ্রহ ঠাকুর শিষ্যবর্গকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। ৬৩

আজ আমার ঘরে ইন্দ্রাদি দেবতার আগমন বশতঃ এবং তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা জন্য প্রায় সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকায় তোমাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে পারি নাই।

भोक्ष्ये हि पुत्राः परमान्नमद्य
प्रभो स्तदित्थं वचनं निशम्य।
मातुः समीपे विनिवेदिते तैः
सम्पाद्य माताप्यददात्तदग्रे ॥ ६५
दृष्ट्वा प्रभुः पायसमब्रवीद् भोः
पास्यामि पद्मासन सन्निविष्टः।
श्रुत्वाच ते तत्क्षणमेव तस्य
क्षीनं क्षयेनैव कलेवरन्तत् ॥ ६६

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

উত্তোলয়তস্তাদৃশিযত্নপূর্ব্বকং
প্রায়েণ তদ্রূপ ধৃতস্তদা গুরোঃ।
শান্তিং ন লেভে শ্রমবৃদ্ধি দর্শনা
দাপ্রাণতো বৈ ব্যজনং প্রচক্রুঃ ॥ ৬০

"Dear sons," said Thakur, "I shall take to-day rice boiled with milk." At once the disciples asked Sarada Devi to prepare it. When the desired thing was offered to Thakur, he said, "Dear sons, help me to sit in Padmas-ana." They did so and fanned him as he became restless due to exertion. 65 to 67

বঙ্গানুবাদ :—

হে পুত্রগণ আজ আমি পায়সান্ন খাইব। প্রভুর এইরূপ কথা শুনিবামাত্র সেবকগণ তৎক্ষণাৎ মাতা সারদাদেবীকে বলিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরের সাম্নে দিয়াছিলেন। ৬৫

প্রভু সেই পায়সান্ন দেখিয়া সন্তান সকলকে বলিয়াছিলেন। আমি পদ্মাসনে বসিয়া পায়স খাইব। এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের পার্ষদবৃন্দ তৎক্ষণাৎ তাঁহার অত্যন্ত কৃশ দেহটিকে শয্যা হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক অতি যত্নপূর্ব্বক প্রায় পদ্মাসনে উপবেশন করাইলেও ঠাকুর শান্তিলাভ করিতেছেন না। এইরূপে তাঁহার কষ্ট দেখিয়া শিষ্যবর্গ প্রাণপণে ব্যজন করিয়াছিলেন। ৬৬।৬৭

अन्त्यलीलायां ८म अः

एवं यदा भोजनलुब्धे भावः
प्रभु स्तदा द्वौ निज शूद्रशिष्यौ ।
दृष्ट्वा स्वतल्पं समवस्थितौ तौ
प्रोवाच दृष्ट्वा क्षुभित स्तदानीं ॥ ६८

भो स्त्वं नर श्रेष्ठ नरेन्द्र नाथ
त्यजास्ततल्पं वद शूद्रशिष्यौ ।
वाक्यान्तु श्रुत्वा प्यतदर्थ वेदी
प्रोवाच देवं कथमेतदेवं ॥ ६९

जातेर्विचारस्य भवत् सकाशे
यतो भवानीश्वर एव नान्यः ।
एवं कथं स्तत्र विदाम देव
भ्रान्ताः स्थिता तेन वयं वदामः ॥ ७०

Thus, when Thakur was about to take the rice, he found that two of his non-bramhin disciples were in touch with his bed. On seeing this Thakur said in vexation, "Oh Narendra, ask these non-bramhins to get themslves away from my bed." Narendra could not understand the intention of Thakur and said, "So far as you who are God's own Self are concerned how the question of caste can arise. We say so due to our ignarnce." 68 to 70

अन्त्यलीलायां ৫ম অঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপভাবে ঠাকুর যখন খাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। তখন দেখিলেন তাঁহার দুইটি শূদ্র শিষ্য বিছানা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে এইরূপ দেখিয়া বিরক্তসহকারে ঠাকুর বলিয়াছিলেন।

ওহে নরোত্তম নরেন্দ্র তুমি ঐ দুইটি শূদ্র শিষ্যকে বল উহারা শীঘ্র যেন আমার বিছানা ত্যাগ করে। এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্র ঠাকুরের কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন কেন এরূপ হবে আপনার নিকটে জাতির বিচার? যেহেতু আপনি স্বয়ং ভগবান্ অতএব এরূপ কেন? আমরা ভ্রান্ত অর্থাৎ অজ্ঞ তজ্জন্যই এইরূপ বলিতেছি। ৬৯।৭০

श्रुत्वा नरेन्द्रस्य सुयुक्तिपूर्णं
वाक्यन्तदा वाक्य विदांमधीशः।
उवाच वेदस्य य एव कर्त्ता
तद्वाक्य रक्षापि च तेन कार्य्या ॥ ७१
उक्तन्तदा देव वरेण चैवं
भक्तस्त्विदं भक्तमतस्त्विदं भो।
वर्ज्यं हि तद्ब्राह्मण विग्रहेन
भवेद्ध्रुवं शास्त्र निषेधवाक्यात् ॥ ७३
प्रागेव तौ तस्य गुरोः सुतल्पं
त्यक्त्वा सुविज्ञाय मनोऽभिलाषं।
प्रजग्मतुर्दूरत एव तस्मा
त्ततः सुभुक्तं महतादरेण ॥७३

On hearing this well-justified contention of Narendra. Thakur replied, "The Author of the

Vedas should also abide by it." He also said, "It is rice which, touched by non-bramhins, is not to be taken by bramhin. This is so enjoined in the shastras." Those two non-bramhin disciples kept themselves aloof from the bed of Thakur knowing the intention of Thakur. Then Thakur took that rice with great relish. 71 to 73

বঙ্গানুবাদ :—

বাক্যজ্ঞানী ঠাকুর নরেন্দ্রের তদ্রূপ সুযুক্তিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া বলিয়াছিলেন। যিনি বেদের বক্তা তাঁর বেদবাক্য রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থাৎ আমিই নারায়ণ স্বরূপে বেদ বলিয়াছি এখন সেই আমিই রূপান্তরিত হইয়া অবস্থান করিলেও আমার সিদ্ধান্তবাক্য আমার রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। ৭১

পরন্তু সেই দেবাদিদেব ঠাকুর আরও বলিয়াছেন ওহে নরেন্দ্র ইহা যে ভাত রে ভাত অর্থাৎ যে ভাত শূদ্র স্পর্শ করে সেই অন্ন ব্রাহ্মণ স্পর্শ করিবে না বা ব্রাহ্মণের সেই অন্ন বর্জনীয়। ইহা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বাক্য বা শাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছেন। ৭২

শূদ্রস্পৃষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণ কাদাচ খাইবে না। পায়সান্ন আনিবার পূর্ব্বেই সেই দুইটি শূদ্র শিষ্য ঠাকুরের অভিপ্রায় জানিয়াই তাঁহার শয্যাত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। অতএব ঠাকুর তখন অত্যন্ত আনন্দের সহিত পায়সান্ন ভোজন করিয়াছিলেন। ৭৩

মুখশুদ্ধিং বিধায়াথ সুস্থতামুপলভ্য চ।
উবাচ শাস্ত্রীয়বচঃ শ্রীনরেন্দ্রং বিশেষতঃ ॥ ৭৪

अन्तर्लीलायां ६ष्ठ अः

शूद्रान्नेन तु मुक्तेन खोदरस्थेन योमृतः ।
स वैखरत्वमुष्ट्रत्वं शूद्रत्वञ्चाधिगच्छति ॥ ७५
एवमुक्तं ठाकुरेण गोधूमचूर्ण पिष्टकं ।
भोक्तव्यं शूद्रदत्तञ्चेदभोक्तव्यमनापदि ॥ ७६
कलावद्यगतं पापं महापापं विदुर्बुधाः ।
तस्मात् शूद्रस्पृष्टमन्नमस्पृश्यमग्रजन्मनः ॥ ७७
पुनर्यदाग्रहनार्यन्तन् प्रायसान्नं समग्रहीत् ।
तदायातः समाधिः स बाह्यज्ञान विघातकः ॥ ७८
गते किञ्चित् क्षणे तत्र पायसान्नं कुतोगतं ।
तदन्नं कोऽभुञ्जीत कस्य वा तत्प्रयोजनं ॥ ७९
पुनर्व्युत्थान समयेऽसह्य वेदनयार्दिते ।
गलाधःकरणङ्कर्त्तुं तदन्नं नैव पारितं ॥ ८०

Then, after washing his mouth, when Thakur felt himself refreshed, he said to Narendra, "In case of death of a bramhin having in his stomach rice touched by a non-bramhin, he takes his re-birth as an ass, a camel or a non-bramhin. Under unavoidable circumstances a bramhin may take bread and curry offered by a non-brahmin. In absence of compulsion, this is also prohibited. In this Kali Yuga unholy rice begets great sin. So rice touched by non-bramhins is not touched or taken by bramhins." When

Thakur was about to take that rice for the second time he lost his senses. When he regained his senses, he felt so much pain that the rice would not go down his throat. 78 to 80

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক মুখশুদ্ধি করিয়া সুস্থ হইয়া নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রবাক্য বলিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া সেই অন্ন উদরে অবস্থান সময়ে যদি মরেন সেই ব্রাহ্মণ পর জন্মে গর্দ্দভ বা উষ্ট্র হয় অথবা শূদ্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৪।৭৫

এবং ঠাকুর ইহাও বলিয়াছিলেন অভাব হইলেও শূদ্রদত্ত গোধূম চূর্ণ পিষ্টকাদি অর্থাৎ লুচি তরকারি খাইতে পারে ইহাও আপৎকল্পে কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক অনাপৎকালে কোনরূপ বাধা না থাকিলে শূদ্রদত্ত ঐসকল দ্রব্যও খাইবে না। কলিযুগে অন্নগত পাপই মহাপাপ ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের মত। অতএব শূদ্র যে অন্ন স্পর্শ করে সেই অন্ন ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য। ৭৬,৭৭

পুনর্ব্বার খাইবার জন্য কিছু পায়সান্ন হস্তে লইবামাত্র সমাধি দ্বারা তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নষ্ট হইয়াছিল। অতএব সমাধিসময়ে পায়সান্নের খবর কে রাখিবে কেবা খাইবে কারবা আবশ্যক। ৭৮।৭৯

সমাধিভঙ্গ হইলে ঠাকুর রোগযন্ত্রণায় অত্যন্ত পীড়িত হইলে সেই পায়সান্নের গলাধঃ করণ অসম্ভব হইয়াছিল। ৮০

তথাপি তৎসেবকানামাগ্রহাতিশয়াৎ প্রভুঃ।
গৃহীত্বা স্বল্পমাস্যন্তদুবাচাত্যন্ত দুঃখিতঃ॥ ৮১

अन्त्यलीलायां ८म अः

पुत्रा एतादृशी क्षुधा दिद्यते हि ममोदरे।
खेचरान्न सुसम्पूर्णां बहुस्थालीं ययाधुना ॥ ८२
भोक्ष्येऽहं किन्तु मे माता महामाया महेश्वरी।
नकिञ्चिदपि मह्यं सा भोक्तुं पुत्राय यच्छति ॥ ८३
एवमत्र सुविज्ञेयं गतावतार सञ्चये।
प्रत्येकस्य प्रियं स्वाद्यं नूतनं नूतनं भवेत् ॥ ८४
सुमिष्टान्न राजभोगः प्रियो दाशरथे रति।
श्रीवृन्दावन चन्द्रस्य गोरसोत्पन्नमुत्तमं ॥ ८५
श्रीमन्महाप्रभोः प्रीतिर्भोगे चिपिट संङ्गके।
किन्त्वस्माकं रामकृष्ण देवस्य प्रीतिदायकं ॥ ८६
सुखाद्यं खेचरान्नं हि भवेद् युगानुसारतः।
कलावन्नगताः प्राणा जीवानां भवति ध्रुवं ॥ ८७
सर्व्वे केवलमन्नानां तृप्तिमेष्यन्ति भोजनात्।
अतो व्रीह्यादि मिश्रान्नं सघृतं मिष्टसयुतं ॥ ८८

Yet at the most earnest request of his disciples Thakur took a little of that rice and said, "My sons, I have got so strong appetite that I can devour a huge quantity of Khichuri (rice cooked with pulse) but my Mother would not allow me to take anything." Here, it may be remembered that every Incarnation of God had a relish for a special kind of food. In the Treta Yuga Ramachandra liked sweets and royal dishes. In the

Dwapar Yuga Krishnachandra liked milk-made food. In the Kali Yuga Sri Gouranga liked flattend rice. Our Ramkrishna liked rice cooked with pulse. In this Kali Yuga men live upon rice.
81 to 88

বঙ্গানুবাদ :—

তথাপি সেবকবর্গের অনুরোধে স্বল্পমাত্র গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন হে পুত্রগণ আমার ভিতরে এইরূপ ক্ষুধা আছে যাহাদ্বারা আমি হাঁড়া হাঁড়ী পায়স বা খিঁচুড়ি খাইতে পারি। ৮১।৮২

কিন্তু আমার মহামায়া মহেশ্বরী মাতা এই হতভাগ্য পুত্রকে একটুও খাইতে দিতেছেন না। ৮৩

এস্থলে এইরূপ একটি জানিবার বিষয় আছে অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে সকল অবতার হইয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি নূতন নূতন প্রিয় খাদ্যদ্রব্য ব্যবস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন ত্রেতাবতার ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের রাজভোগ নামে মিষ্টান্ন অতিপ্রিয় খাদ্যবস্তু ছিল। ৮৪

দ্বাপরযুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দুগ্ধজাত দ্রব্য অতি প্রিয় খাদ্যবস্তু ছিল। এবং কলিযুগে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চিপিটকের ভোগে পরম প্রীতি ছিল। কিন্তু আমাদের যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের খেচরান্ন বা খিঁচুড়ি ভোগ অতি প্রিয় খাদ্যবস্তু কারণ যুগানুসারে অর্থাৎ এই ঘোর কলিযুগে জীব সকল অন্নগত প্রাণ বা নরনারী সকল অন্ন ভোজন করিয়াই পরিতৃপ্ত হন। ৮৫।৮৬।৮৭।৮৮

অন্ত্যলীলায়াং ৮ম অঃ

অমৃতাস্বাদ সম্পন্নং দেবভোগ্যং ভবেত্ কিল।
মত্বৈবং ঠাকুরেণেদং গৃহীতং খেচরান্নকং ॥ ৮৯
অদ্যাপি তদ্ ভক্তবর্গা রামকৃষ্ণ মহোৎসবে।
খেচরান্নেন তদ্ ভোগং তত্ প্রীত্যৈ দদতেমুদা ॥ ৯০

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং শ্রীভগবতো রোগগ্রহিঃ, রাজেন্দ্র দত্ত নামক চিকিৎসক নিয়োগঃ। তেন প্রদত্ত সুকোমল বস্ত্রাচ্ছাদিত পাদুকা পরিধাপনং। পারমান্ন গ্রহণে গৃহস্থিত্যবর্জনং। খেচরান্ন গ্রহণাদি রূপোঽন্ত্যলীলায়াং নবমোঽধ্যায়ঃ। অ. ৯ ॥

Hence, rice cooked with pulse, ghee and sugar becomes a holy thing to be offered to gods, and Thakur liked it so much. His disciples always offer this rice to Shri Ramakrishna in all their festivals. 89 to 90

Here ends the nineth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Shri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতএব ব্রীহিমুদ্গ মসুরাদি মিশ্রিত তণ্ডুল নিষ্পাদ্য ঘৃত মিষ্টাদি যুক্ত অন্ন অমৃততুল্য আস্বাদনীয় বা দেবভোগ্য হইয়া থাকে। বোধহয় ঠাকুর এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই তাঁহার অতিপ্রিয় খেচরান্নকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তবৃন্দ মহারাজগণ সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-

অন্ত্যলীলায়াং ৯ম অঃ

দেবের মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রীতির বা তৃপ্তির জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া খিঁচুড়ি ভোগ দিয়া থাকেন। ৮৯।৯০

শ্রীরাধেন্দ্রসুন্দর বিরচিত শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণভাগবতে ঠাকুরের রোগবৃদ্ধি ডাঃ রাজেন্দ্র দত্তের চিকিৎসা এবং ডাঃ প্রদত্ত সুকোমল পাদুকা পরিধান পায়সান্ন গ্রহণে শূদ্রশিষ্যের অনধিকার খেচরান্ন প্রশংসাদি এই অন্ত-লীলার নবম অধ্যায়ে বর্ণিত হইল।

অথ অন্ত্যলীলায়া দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

অষ্টাধিকেঽষ্টাদশসংখ্যকে গতে
শাকে রবৌ চন্দ্র গৃহং গতে রবৌ।
চন্দ্রাগ্নিমানে সময়ে নিশার্দ্ধে
সংহর্ত্তুমৈযীদিহলোকলীলাং ॥ ১
শ্রীরামকৃষ্ণোগদ পীড্যমানঃ
সমাধিনিষ্ঠঃ সহ শিষ্যবর্গৈঃ।
কাশীপুরোদ্যান গৃহে পবিত্রে
চকার বাসং কতিচিদ্দিনানি।। ২
শয্যা পার্শ্বে শ্রীনরেন্দ্র স্তদীয়াং
সেবাং কুর্ব্বং স্তন্মস্কো মহাত্মা।
এবং গুরৌচ্চিন্তয়ামাস নানা
কোঽয়ংজনো মানব রূপধারী ॥ ৩

In the Saka year 1808 and Bengali year 1293 on the 31st day of the month of Sravana on Sunday, Thakur desired to pass away from this mortal world at midnight. Thakur lived for some time at the Rest House in Cossipore with his

disciples during the period of his illness. Narendra nath seated by the side of Thakur's bed was deeply thinking abcut Thakur's divine self. 1 to 3

বঙ্গানুবাদ :—

১৮০৮ শকাব্দার বাংলা সন ১২৯৩ সালে ৩১শে শ্রাবণ রবিবারে সংক্রান্তির দিনে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরে ঠাকুর নরলীলা সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ১ রোগপীড়িত সমাধিযুক্ত ঠাকুর শিষ্যসকলের সহিত কাশীপুরের পবিত্র বাগানবাটীতে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। শয্যার পার্শ্বে মহাত্মা নরেন্দ্র তন্ময় হইয়া ঠাকুরের পদসম্বাহনাদি করিতে করিতে এই মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহকারী কে! ঠাকুরের সম্বন্ধে এইরূপভাবে নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছিলেন। ৩

য' যোগিনো নিত্যমনন্য চেতাঃ
স্তুবন্তি নিত্য' পরমাত্মভূত'।
নিত্য' বিমুক্ত' কিল শুদ্ধবুদ্ধ'
বরেণ্যরূপ' পরম' পদঞ্চ ॥ ৪
কিমেষ সাক্ষাদ্ভগবান্ পরেশো
জীবান্ সমুদ্ধর্ত্তুমিহাবতীর্ণঃ।
স্বলোকতয়াময় পীড্যমানঃ
শেতেঽত্র কি' প্রাক্তনবদ্ গুরুর্ম্মে ॥ ৫
কিম্বা মদীয়োবত বুদ্ধি মোহো
গিরীশ গঙ্গাধর রাম দত্তৈঃ।
উপাসিতত্বাত্ পরমেশ বুদ্ধ্যা
জানামি চেম' ভগবন্তমাদ্য' ॥ ৬

को वा परः संशय नाशकारो भवेन्मामात्यन्त निमूढ़बुद्धेः।
यद्यद्य देवो दयया निजोक्त्या छिन्द्यात्ततो यास्यति दुष्टमोहः॥ ७

"Is he the incarnation of God who came to this mortal world to bring salvation to mankind? If so, how is it that he is lying here like a mortal man afflicted with painful disease. Girish, Gangadhar, Rama Dutta and others worship him as God and so I know him as such. But my doubt in this respect can only be removed by Thakur himself if he so likes. 8 to 9

বঙ্গানুবাদ :—

যোগিগণ যাঁহাকে প্রতিদিন অনন্যমনে বহুপ্রকার বেদবাক্য দ্বারা স্তব করেন। এবং যাঁহাকে নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত বরণীয় বিষ্ণুর পরমপদ পণ্ডিতগণ বলে। ৪

ইনি কি সাক্ষাৎ ভগবান পরমেশ্বর? জীবসকলকে উদ্ধার করিবার জন্যই নিজধাম বৈকুণ্ঠাদি হইতে এই মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া সাধারণ মানুষের মত রোগপীড়িত হইয়া আমার পরম গুরু শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। ৫

আথবা আমার বুদ্ধির দোষ বশতঃই এইরূপ ভাবিতেছি। যেহেতু ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য গিরীশ গঙ্গাধর রাম দত্ত প্রভৃতি ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া উপাসনা করেন তজ্জন্য আমিও ইহাঁকে ভগবান্ বলিয়া জানি। ৬

অতএব ঠাকুর যদি কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং আমার এই সন্দেহ মোচন করেন তবেই আমার এই অজ্ঞান দূরীভূত হয়। ৭

अन्तर्लीलाया १०म अः

एवं नरेन्द्रान्तर भावजात
विज्ञाय देवः सहसा सुनेत्रे ।
उन्मील्य दृष्ट्वा समुवाच सद्यो
नरेन्द्र नाथं परमं स्वशिष्यं ॥ ८
नाद्यापि जाता मयि ते गभीरा
पूर्णावतारे सुखबोधरूपे ।
विश्वास धीर्येन मदीय शैवे
प्रवेशकाले मम नित्यधाम्नि ॥ ९
सन्दिग्धभावो मम भाषणं प्रति
नितान्त माकाङ्क्षसि साम्प्रतं त्वं ।
मत्तः शृणुष्वावहितः प्रियोऽसि
यथा गति र्येन यतोऽत्र जन्म ॥ १०
त्रेतायुगे श्रीहरि रामचन्द्रो
ब्रह्मकुलध्वंससृक्षत्य हेतोः ।
सौर्यैरकुले दाशरथि. स्वयं यो
जातः पृथिव्यामह मेव नान्य ॥ ११

Thakur understood the mind of Narendra nath and said, "It really pains me to see that even now when I am about to leave this world you are not convinced about my divinity. However, your curiosity is good for the world. Listen to me as I say about who I am and why I am here. I am that Ramachandra who appeared as the son of King Dasharath in the Treta yuga to kill Rakshasas. 8 to 11

বঙ্গানুবাদ ঃ—

নরেন্দ্রের এইরূপ অন্তরের অবস্থা অবগত হইয়া ঠাকুর হঠাৎ চক্ষু উন্মিলন করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বশিষ্য নরেন্দ্র নাথকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন ওহে নরেন্দ্র পূর্ণাবতার জ্ঞানানন্দস্বরূপ আমাতে তোমার বিশেষ ভাবে বিশ্বাসবুদ্ধি জন্মিল না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। যেহেতু আমার দেহাবসানে নিত্যধামে প্রবেশের সময় তোমার এইরূপ সন্দেহ হইল। ৯

অতএব তোমার এইরূপ আগ্রহ ইহা জগতের মঙ্গলের জন্যই। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় আমি যে জন্য যে স্থান হইতে এখানে আসিয়াছি এবং যে জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি তুমি আমার নিকটে সাবধানে শ্রবণ কর। ১০

ত্রেতাযুগে রাক্ষসকুল বধরূপ সুমহৎ কার্য্যের জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সূর্য্য বংশে দশরথের পুত্ররূপে যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই রাম আমিই। ১১

অতঃপরং দ্বাপর এব কৃষ্ণো
মাধুর্য্য লীলা পরিপূর্ত্তি হেতোঃ।
জাতো ভুবোভার জিহীর্ষয়া য
ত্তমেব মাং বিদ্ধি বিশুদ্ধ সত্ত্বং ॥ ৭২
শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বয় মেব তত্ত্ব
মেকী ভবন্ বৈ জগতো হিতার্থে।
কলৌ মহী দেবকুলে বিশুদ্ধে
জাতোঽস্মি সন্দেহলবোঽত্র নাস্তি ॥ ৭৩
এবং নরেন্দ্রং প্রতিভাপয়ানো
দেবাদিদেবো ভগবাংস্তদৈব।

অন্তরলীলায়াং ১০ম অঃ

শ্রীরামকৃষ্ণৌ যতনু বিধৃত্য
স্বতল্পমধ্যে সমদর্শয়ত্তং ॥ ১৪
রামং ধনুর্ব্বানধরং দ্বিহস্তং
কৃষ্ণং তথা বেনুকরং সুখায়ে।
স সব্যহস্তং বিনিবেশ্য কুক্ষৌ
তথান্যহস্তঃ সুরবর্ত্মগামী॥ ১৫

"I am also the same Krishna chandra who appeared in the Dwapara yuga to remove the burden of sins on the earth. Hence, Ram chandra and Krishna chandra are jointly manifested in me." So saying, Thakur showed Narendranath his Divine self having three heads and six hands with bow and arrow of Ram chandra and the flute of Krishna chandra. 12 to 15

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে দ্বাপর যুগে প্রেম লীলার পরিপূরণার্থে এবং পৃথিবীর পাপ ভার দূরীকরণ জন্য যে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং যদু বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন আমাকে সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ রূপে জানিবে। ১২

এই কলিকালে সেই শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই দুইটি তত্ত্ব অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য রসের একত্র সমাবেশ রূপ মিশ্রিত হইয়া অতি বিশুদ্ধ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ১৩

অন্ত্যলীলায়াং ৭০ম অঃ

এই সকল তত্ত্ব কথা নরেন্দ্রনাথকে বলিতে বলিতে সেই সময়ে রাম ও কৃষ্ণের একতারূপ দেহ ধারণ করিয়া দেবাদিদেব ভগবান্ নিজের বিছানার মধ্যেই সেই নরেন্দ্রকে ষড়ভুজ যুক্ত বিরাট রামকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। ১৪

অর্থাৎ ধনুর্ব্বানধারী দ্বিভুজ শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি এবং গদাধরের বাম হস্ত কুক্ষিদেশে বিনিবেশিত এবং দক্ষিণহস্তটি শূন্য বা আকাশদর্শীরূপে ষড়ভুজ ও ত্রিমস্তক নিজ বিগ্রহ স্বরূপটিকে কৃপা পূর্ব্বক শ্রীমান নরেন্দ্রকে দেখাইয়াছিলেন। ১৫

এবং তথা ষড়ভুজ বিগ্রহং স
রূপং স্বয়ং স্বং কৃপয়া ব্যদর্শয়ৎ।
যদ্ যোগিভির্যোগবলৈর্দৃষ্টং
কৃপৈব তদ্দর্শনলাভহেতুঃ॥ ১৬
দৃষ্ট্বা তদাদ্যং পুরুষং পুরাণং
তৎ পাদমূলে পতিতো বিসংজ্ঞঃ।
তন্মস্তকেঽনুগ্রহদত্ত হস্তো
জ্ঞানং দদাবাত্মসমং স তস্মৈ॥ ১৭
ততোত্থিতঃ স প্রতিবুদ্ধ মূর্ত্তিঃ
সহাম্বুধি র্জানুযুগং নিধায়।
মূর্দ্ধ্নী তদাদ্যে বিনিবেশ্য দৃষ্টিং
কৃতাঞ্জলি স্তং পুরুষং সমীড়ে॥ ১৮
ক্বাহং মহামূর্খতমো দুরাত্মা
ক্বিচাপি দীক্ষা ন চ মে কথঞ্চিৎ।
সৎকর্ম্ম সদ্ভাব সুপুণ্য লভ্যে
ত্বৎ পাদপদ্মে ন রতি র্মমাস্তি॥ ১৯

The six-handed appearance of the Divine Being which even the yogis cannot see was seen by Narendranath by the grace of Sri Ramkrishna. Narendra fell unconscious at the feet of Thakur who bestowed divine wisdom upon him by placing his hand on his head. On getting back his senses, he lamented saying, "What a fool I was that I did not dedicate my soul to you.

16 to 19

বঙ্গানুবাদ :—

যে রূপটি যোগিগণও যোগবলে দেখিতে পান না একমাত্র কৃপাই তাঁর বিশুদ্ধ মূর্ত্তির প্রকাশক। ১৬

সেই সর্ব্বাবতারের মূল স্বরূপ পুরাণ পুরুষ ভগবানের বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া নরেন্দ্র ভগবানের পদতলে পতিত হইয়া জ্ঞান শূন্য হইলে ঠাকুর কৃপা পূর্ব্বক নরেন্দ্রের মস্তকে করপদ্ম প্রদান পূর্ব্বক নরেন্দ্রকে নিজের বিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবৎশক্তি অর্পণ করিয়াছিলেন। ১৭

এখন ঠাকুরের কৃপায় সর্ব্বজ্ঞ নরেন্দ্র উত্থিত হইয়া দুইটি জানু ভূমিতে সংলগ্ন পূর্ব্বক ভগবানের মুখারবিন্দে দৃষ্টি রাখিয়া অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। ১৮

আমি অত্যন্ত মহামূর্খ দুর্ব্বুদ্ধি বিশিষ্ট আমার শিক্ষা বা দীক্ষা কিছুমাত্র নাই। সৎকর্ম্ম সদ্ভাব ও উত্তম পুণ্যদ্বারা প্রাপ্য আপনার পাদপদ্মে আমার মতি নাই। ১৯

दुष्टं सुदुष्टाशय दुष्टजीवे
तवानुकम्पा विमला विशिष्टा ।
न शोभते देव यथा सुजङ्गे
दत्तं पय स्तत् गरलं वहुत्यात् ॥ २०
ज्ञात्वा न ते रूपमरूपमाद्यं
सदा सदानन्दमयं वरेण्यं ।
अनन्त कल्याण गुणात्मकस्य
मन्ये पुरा प्राकृत विग्रहं स्वं ॥ २१
नमः पुरस्तात् पुरमङ्गलाय
पृष्ठे नमस्ते प्रकृतेर्वशाय ।
पार्श्वे नमस्ते परिपन्थिनो मे
नाशाय पादे पदमुक्ति हेतुः ॥ २२
संसार सागर भयङ्कर कालचक्र
मध्ये सदा पतित खण्डित विग्रहस्य ।
दीनस्य देव कृपया पदमागतस्य
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बं ॥ २३

I am so wicked that I do not deserve your grace just as good nourishment given to a snake only begets poison. As I did not know your real divine self, I took you to be but a mortal man like us. I bow down to you on the east for the well-being of my body. I bow down to you on the back for purification of my mind. I bow

down to you on your sides to overcome my enemies. I bow down at your feet to get rid of honour and dignity. The terrible wheel of time causes all miseries and sorrow. Be pleased to give me shelter at your feet. 20 to 23

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ অত্যন্ত দুষ্ট চিত্ত দুষ্ট ব্যক্তি আমাতে আপনার বিশেষ ভাবে বিশুদ্ধ দয়া শোভা পায় না। হে দেব যেরূপ সর্পকে দুগ্ধ ভোজন করাইলে সেই দুগ্ধ কাল কূটের গরলই বৃদ্ধি করে। সেইরূপ অনধিকারী আমাকে আপনার স্বরূপটি দেখাইয়া ভুল করিতেছেন। ২০

আপনার এই আদিভূত সর্ব্ব ফলের মূল স্বরূপ অসংখ্য মঙ্গলময় গুণের আধার সর্ব্বদা সদানন্দময় প্রাকৃত রূপ বিহীন বরণীয় এবম্বিধ স্বরূপ অবগত না হইয়াই আমি পূর্ব্বে আপনাকে প্রাকৃত বিগ্রহ বলিয়া মনে করিয়াছি। ২১

আমার দেহের মঙ্গলার্থে আপনার পূর্ব্বদিকে নমস্কার করি। দুষ্ট স্বভাব নাশের জন্য আপনার পৃষ্ঠদেশে নমস্কার করি। শত্রুগণের নাশার্থে আপনার পার্শ্বদেশে নমস্কার করি। এবং আমার পদমর্য্যাদার মুক্তির জন্য আপনার চরণ কমলে নমস্কার করি। ২২

হে দেব সংসার সাগররূপ ভয়ঙ্কর কালচক্রে পড়িয়া সর্ব্বদা দেহ সকল খণ্ড খণ্ড রূপে অত্যন্ত দুঃখ গ্রস্ত এবং বিপদে পতিত আমার সম্বন্ধে আপনি পাদপদ্মদানে রক্ষা করুন। ২৩

अन्त्यलीलायां १०म अः

संसार वृक्षमतुलं बहुकर्म्मबीजं
काण्ड प्रकाण्डमति भीषण लालसञ्च ।
आरुह्य दुःखफलदं पततं कृपालो
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बम् ॥ २४
संसार कूप पतनादुरुदुःख मूला
दुस्तारणे तव कृपैव गुणस्वरूपा ।
ज्ञात्वापि सा न विधृता कलुष प्रसङ्गात्
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बम् ॥ २५
संसार दुःख दहनातुर मूर्च्छितस्य
त्वत् पादसिन्धु स्रलिलामृत लोलुपस्य ।
दुर्दैवमीदृशमहो कलि कातरस्य
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बम् ॥ २६
कैवर्त्तजाल पतितार्त्त झषोपमस्य
संसार जाल पतितस्य तथा दयालो ।
जालं कृपास्त्र निकरेण कुरुष्व कृत्तं
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बम् ॥ २७

"Save me from that great tree of the world whose seeds are our doings and whose fruits are our sorrows. Save me who am incapable of availing myself of your grace which is the only rope to drag me out of the deep well of this sorrowful world. Be kind to give a little grace from your ocean of kindness to relieve me of the

fire of this world. Be kind to make me free from the terrible net of this world by the knife of your grace. 24 to 27

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতি ভয়ঙ্কর অনন্ত কামনা যে বৃক্ষের শাখা প্রশাখা অনন্ত কর্ম্মই যাহার বীজ স্বরূপ ও দুঃখ সকলই যাহার ফল সেই অসীম সংসার বৃক্ষ আরোহনে হতচৈতন্য আমাকে আপনার পাদপদ্ম রূপ কল্প বৃক্ষের ছায়াদানে কৃতার্থ করুন। ২৪

প্রাণান্ত দুঃখের মূল স্বরূপ সংসারকূপে নিমজ্জিত বশতঃ সেই কূপ হইতে উদ্ধার বিষয়ে আপনার কৃপাই রজ্জু স্বানীয় ইহা জানিয়াও পাপ প্রসঙ্গ বশতঃ সেই কৃপা রজ্জু ধারণে সম্পূর্ণ অসমর্থ আমাকে আপনার পাদপদ্মদানে কৃতার্থ করুন। ২৫

বড়ই দুঃখেব বিষয় এই যে আমার এমন দুর্দৈব যে সংসার দুঃখাগ্নি দ্বারা পীড়িত ও মূর্চ্ছিত আপনার পাদপদ্ম রূপ অমৃত সমুদ্রের জল প্রার্থী কলিদোষে দূষিত আমাকে হে রামকৃষ্ণ ঃ আপনি পাদপদ্মের ছায়াদানে উদ্ধার করুন। ২৬

মৎস্যজীবী ধীবরের জালমধ্যে পতিত অতএব মরণান্ত দুঃখে পীড়িত মৎস্য সদৃশ সংসার জালে পতিত আমার সংসার জাল আপনার কৃপা অস্ত্র দিয়া অদ্যই ছেদন করুন হে দয়ালো রামকৃষ্ণ অভয় পাদপদ্ম দানে আমাকে চরিতার্থ করুন। ২৭

নাত্যদ্ভূতমহং মন্যে তবেদং রূপদর্শনং।
আর্য্যাণাং বন্ধনাং হি নিধিঃ পরমকো ভবান্ ॥ ২৮

धन्योऽतिधन्योऽद्य सुधन्य जन्म
कृत्यं सुकृत्यं कृतकृत्यतां मे ।
दृष्टं सुदृष्टं भवतः स्वरूपं
तवाधुना दर्शय पूर्वरूपं ॥ २८

श्रीरामकृष्णं शिरसा नमामि
श्रीरामकृष्णं वचसा गृणामि ।
श्रीरामकृष्णं मनसा स्मरामि
श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये ॥ २९

एवं नरेन्द्रं प्रति रामकृष्ण
स्वदर्शयित्वा स्वकमेव रूपं ।
मायामयः पश्यत एव तस्य
सद्यः स्वतल्पोपरि संशया नः ॥ ३१

"This six handed appearance of yours is no wonder to me as you are the root cause of all wonders. I now feel myself blessed by your grace. Be pleased to show again your human shape. I bow down my head to Sri Ramakrishna. I utter the name of Sri Ramakrishna by my mouth. I remember him in my mind. I beg his grace." Thus showing his divine self to Narendra, Thakur lay down in his bed in his human shape. 28 to 31

अन्त्यलीलायां १०म अः

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আপনার এইরূপ ষড়ভুজ বিগ্রহের সন্দর্শন আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য মনে করি নাই কারণ একমাত্র আপনিই বহুবিধ আশ্চর্য্যের আশ্রয় স্থানীয় ॥ ২৮

আজ আমি ধন্য বা অতি ধন্য হইলাম আমার জন্মও সুধন্য হইল। আমি যে সকল পুন্য কর্ম্ম করিয়াছি তাহার ফল সম্পূর্ণরূপে পাইলাম আপনার ভগবৎ স্বরূপ দেখিলাম বা ভালভাবে দেখিলাম। সম্প্রতি আমাকে আপনার পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ মনুষ্যোচিত রূপটি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখান। ২৯

আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। শ্রীরামকৃষ্ণনাম অনবরত উচ্চারণ করি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে মনে মনে স্মরণ করি এইরূপে আমি শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের স্মরণ লইলাম। ৩০

এইরূপ নিজের স্বরূপটি নরেন্দ্রকে দেখাইয়া মায়াময় ঠাকুর তৎক্ষণাৎ দেখিতে দেখিতে নিজ বিছানায় পূর্ব্ববৎ শয়ন করিয়াছিলেন। ৩১

उवाच कृच्छ्रेण तदा नरेन्द्रं
भोज्यं सुपेयं किल देहि मह्यं।
सन्त्यत्र किं मे प्रिय भक्तवर्गा
स्तान् दर्शयत्वं त्वरितं सुपुत्र ॥ ३२
श्रुत्यैवेदं श्रीगुरोर्वाक्य जातं
तत्तत् कार्य्यं साधयित्वा सुखेन।
आरयेतस्य स्वां समावेश्य दृष्टिं
अश्रुस्रोतः संव्यमुञ्चन् महीयान् ॥ ३३

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

ততঃ স তং সর্ব্বং বিজহ্ম সুতং
দৃষ্ট্বা তদাসৌ দয়িতং নরেন্দ্রং।
অন্তে জনানাং স্মরণীয় মেকং
জগাদ মামেতি সকাতরং সঃ ॥ ৩৪

যস্যাং জনঃ প্রাণবিয়োগ কালে
ক্ষণং সমাবেশ্য মনো বিশুদ্ধং।
নিহ্নত্য কর্ম্মাগয়মাশু যাতি
পরাং গতিং ব্রহ্মময়োঽর্কবর্ণঃ ॥ ৩৫

Then Thakur said to Narendra, "Bring me something to eat and call for my disciples." It was all done as he desired. Narendra sat with his tearful eyes rivetted upon him. After casting his eyes upon all of them, Thakur uttered, "Mother", "Mother", with great eagerness. If a man can remember Mother for a moment at the time of death, he is sure to attain salvation.

32 to 35

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই সময়ে নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন বাবা নরেন আমাকে কিছু খাবার দাও। হে সুপুত্র। এখানে আমার প্রাণতুল্য ভক্ত সকল আছে কি, যদি থাকে তবে তুমি আমাকে শীঘ্র দেখাও। ৩২

ভগবান শ্রীগুরু রামকৃষ্ণদেবের সেই সকল কথা শুনিয়া এবং নির্বিঘ্নে সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভগবানের মুখারবিন্দে দৃষ্টি রাখিয়া অতি বড় মহান্ নরেন্দ্র অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ৩৩

অন্ত্যলীলায়াং ৭০ম অঃ

তৎপরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্ব্ব সন্দেহ মুক্ত অতি প্রিয় নরেন্দ্রকে দেখিয়া জীবনান্তকালে জীব সকলের একমাত্র স্মরণীয় মা মা এই বিশুদ্ধ মাতৃনাম অতি কাতর বাক্যে বলিয়াছিলেন। ৩৪

মানবগণ জীবনান্তকালে যে মাতৃ মূর্ত্তিতে ক্ষণকালের জন্য বিশুদ্ধ মনোনিবেশ করিয়া সমস্ত কর্ম্ম বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া জ্যোতিঃ স্বরূপ রূপে উত্তমগতি লাভ করেন। ৩৫

काली काली कालिकेति त्रिवारं
जल्पन् देवः सूच्चकण्ठं सुखं सः।
निःशब्दन्तद्वेश्म संकम्पयित्वा
शिष्यान् पश्यन् श्वासशून्यो बभूव ॥ ३६

ततो महात्मा जगदेक नाथो
नरेन्द्रनाथोऽप्यमरेन्द्रतुल्यः।
सुविस्मित स्तस्य ददर्श रूपं
विशाल नेत्रस्य विशाल नेत्रः ॥ ३७

तदा ववुस्तत्र सुगन्ध वाता
दिशश्च सर्व्वा विमला बभूवुः।
समागता देव मृदङ्गनादा
जाता सुवृष्टिः कुसुमावलीनां ॥ ३८

देहाद्वि निष्क्रम्य गुरो स्तदानीं
शुभ्राभ्रतः पूर्णशशि प्रभावत्।
तज्ज्योतिषां ज्योतिरखण्ड रूपं
यं वेदमुख्यं प्रणव स्वरूपं ॥ ३९

Thakur uttered in a very clear and loud voice the name of the Goddess, "Kali", three times, and breathed his last with his eyes looking at his disciples. Narendra saw in great amazement the divine soul of Shri Ramakrishna. At that time sweet and fragrant wind began to blow, all directions became clear, divine music was heard and the sky showered holy flowers. The soul of Shri Ramakrishna, as it came out of his body, shone like the full moon in the clear sky.

36 to 39

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব অত্যুচ্চ কণ্ঠে আনন্দের সহিত কালী কালী কালী এই নাম তিনবার বলিয়া শয়ন গৃহ কম্পিত করাইয়া আর কিছু না বলিয়া শিষ্য বর্গকে দেখিতে দেখিতে গত শ্বাস হইয়াছিলেন। ৩৬

সেই সময় জগতের একমাত্র সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক অমরেন্দ্র তুল্য বিশাল নেত্র মহাত্মা নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সুবিশাল নেত্র ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্ত্তিটি দেখিয়াছিলেন। ৩৭

সেই সময় সেই স্থানে সুগন্ধ বায়ু বহন করিয়াছিল। দশদিক নির্ম্মল হইয়াছিল। দেব দুন্দুভি বাজিয়াছিল এবং স্বর্গীয় পুষ্প বৃষ্টি হইয়াছিল। ৩৮

সেই সময় নির্ম্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্র প্রকাশের তুল্য সর্ব্বজ্যোতিঃ শ্রেষ্ঠ অখণ্ড রূপ বেদের মুখ্য প্রণব স্বরূপ গুরুরূপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহ হইতে বহির্গত হইয়া। ৩৯

अन्तर्लीलायां १०म अः

तदन्तरे तस्य महाविभूतेः
श्रीरामकृष्णात्म गदाधरस्य ।
ददर्श रूपं परमं स्वरूपं
विष्णोः पदन्तद्भ्रुवमचरं यत् ॥ ४०
हंसं विमानं शशि कोटिकान्ति
मारुह्य सौम्यं सुरवर्त्म मध्ये ।
गच्छन्तमेवं निजधाम देवं
विलीयमानं क्रमशो ददर्श ॥ ४१
स्वरूपशक्तिं किल यां तदीयां
विरोजितां विश्व जन प्रसूतिं
तदीय लीला परिपूर्त्ति दात्रीं
मलक्षित स्तां समवाप देवः ॥ ४२
तां सारदां सारविशेष दायिनीं
यच्छक्तिमाश्रित्यजनाः सुयोगिनः
कुर्वन्ति कार्यं सुनि मानवादयः ॥ ४३

Narendranath saw that divinely briliant soul of Shri Ramakrishna, gradually going up to the Heaven and fading out of sight. It was also beyond the comprehension of anybody that the soul of Shri Ramakrishna attained consumation with the soul of Sarada devi who embodied the eternal power of the Goddess on the Earth.

Thakur left her behind for the good of pious souls 11 to 43

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই প্রণবের মধ্যে- মহাবিভূতিময় রামকৃষ্ণ গদাধরের যথার্থ স্বরূপ অপ্রাকৃত রূপ নরেন্দ্র দেখিয়াছিলেন যাঁহাকে জ্ঞানীগণ বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া নিশ্চিতরূপে অবগত আছেন। ৪০

কোটি চন্দ্র প্রতীকাশ সেই হংস বিমানে আরোহণ করিয়া অপূর্ব্ব সৌম্যমূর্ত্তি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব শূন্যমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক নিজ ধামে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদিলোকে যাইতেছেন এইরূপে ক্রমশঃ দৃষ্টির অগোচর হইলেন এইটিও দেখিয়াছিলেন। ৪১

কিন্তু এই মর্ত্ত্যধামে সেই ভগবান রামকৃষ্ণের লীলা সম্পূর্ণকারিণী বিশ্ব জননী হ্লাদিনী শক্তি যিনি বিদ্যমানা আছেন তিনি তাঁহার সেই শক্তিরূপিণী সারদাদেবীকে অন্যের অলক্ষিত ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪২

যে দেবীর কণামাত্র শক্তি আশ্রয় করিয়া পরম যোগীগণ অথবা মুনিমানবাদি সকলেই স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন অর্থাৎ এই কলিযুগে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলদাত্রী মহিয়সী বা সর্ব্ব মহিমান্বিতা সারদাকে ইহ জগতে রাখিয়া গমন করিয়াছিলেন। ৪৩

প্রভুনা শ্রীনরেন্দ্রস্য যল্লৌকিক কল্পনং।
ভূতং বা স্ব স্বরূপং যদ্যং যামাস ঠাকুরঃ ॥ ৪৪
নরেন্দ্রেনৈব বিজ্ঞাতং নান্য ভক্তৈঃ কথঞ্চন।
তদা মহানিশাকালাৎ প্রায়েন ঘটিকাদ্বয়ং ॥ ৪৫
মোহিতা স্তত্র যে ভক্তা ভগবদিচ্ছয়া ভবন্।
গতে হি ঘটিকাকালে ভক্তাস্তে প্রাপ্তচেতনাঃ ॥ ৪৬

षष्ठालोलायां ८म अः

एकीभूय समाधिस्थं प्रभुं मत्वा विचक्षणाः।
ॐ हरिरिति शब्दस्य समाधेर्भङ्ग हेतवे ॥ ४७
उच्चारयन्ति ते सूच्चैः समाधेर्भञ्जनेऽमति।
दिश्यतनोःशेष पूजां मत्वोद्यानि प्रविश्यते ॥ ४८
नानाविधानि पुष्पाणि दिव्यानि विपुलानि च।
ब्राह्मे मुहुर्त्ते संगृह्य पादपूजां विधायते ॥ ४९
गन्धपुष्पादिभिर्भव्यां गव्यामपि विभूषितां।
कृत्वा यदा गले माल्य दानार्थं व्यग्र मानसाः ॥ ५०

The words which Thakur uttered and the divine appearance with six hands which he showed, were known only by Narendranath and none else. During the period from 12 o'clock to 2 A.M. in the night all living things were fast asleep. After 2 A.M. all of his disciples awoke. At first they thought that Thakur might have been in a temporary unconscious state of mind and accordingly they tried for some time to bring him back to life and consciousness by shouting holy names, but in vain. So they brought flowers and worshipped the feet of Shri Ramakrishna for the last time. 44 to 50

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ঠাকুরের সহিত নরেণের যে সকল অলৌকিক কথাবার্ত্তা বা স্তব স্তুতি হইয়াছিল এবং ঠাকুর ষড়ভুজ মূর্ত্তি নিজ স্বরূপটি যাহা দেখাইয়াছিনে তাহা কেবলমাত্র নরেন্দ্রনাথই দেখিয়াছিলেন। ৪৪

তা ছাড়া অন্য কোন ভক্তই কিছু মাত্র জানিয়াছিলেন না। সেই সময় রাত্রি ১২টার পর রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের ইচ্ছায় পশুপক্ষী প্রভৃতি সকলেই গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিল। এবং রাত্রি ২টার পর প্রায় সকল ভক্তই জাগরিত হইয়াছিলেন। ৪৫।৪৬

তৎপরে সেই সকল ভক্ত প্রভুর নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা মনে করিয়া সকলে একত্রিত হইয়া ওঁ হরি এই শব্দটি বহুক্ষণ উচ্চারণ করিলেও সমাধি ভঙ্গ না হওয়ায় ঠাকুরের দিব্য দেহের শেষ পূজা কর্ত্তব্য এইরূপ মনে করিয়া পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ পূর্ব্বক। ৪৭।৪৮

নানাবিধ সর্ব্বোত্তম প্রচুর পুষ্প সংগ্রহ করিয়া সেই সকল ভক্ত ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে অর্থাৎ ভোরের সময় ভগবানের পাদ পূজার অবসানে।

৪৯

অত্যুত্তম সুগন্ধ পুষ্পাদি দিয়া ঠাকুরের শয্যাকেও পুষ্প বিভূষিত করতঃ ঠাকুরের গলদেশে মাল্য দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ৫০

স্বস্থভাবং সমুত্তাপং বিজ্ঞায় বিগ্রহস্য চ।
তথা তদঙ্গালোকেন গৃহমালোকিতঞ্চ সঃ ॥ ৫১
দৃষ্ট্বা সমাধ্যবস্থন্তং মন্যমানাঃ সুনিশ্চিতম্।
প্রভোঃ পুনর্বাহ্যভাবো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫২
এবমাগান্বিতাঃ সর্ব্বে ভক্তাস্তেষু ভবন্ যদা।
তস্মিন্নেব প্রতুষসি মহেন্দ্রলাল নামকঃ ॥ ৫৩
ভিষক্তমঃ সমায়াতঃ শ্রীপ্রভোর্দর্শনেচ্ছয়া।
যানন্দপূর্ণং বদনং রোমাঞ্চিত কলেবরং ৫৪
তদঙ্গজ্যোতিষাপূর্ণং গৃহং দৃষ্ট্বাতিবিস্মিতঃ।
উবাচ দিব্যাবস্থায়া শ্চস্যাঃ প্রতিকৃতেঃ প্রভোঃ ॥ ৫৫

अन्तालीलायां १०म अः

उत्तोलनं साधु मन्ये पूजादर्शन हेतवे।
अतोहं कलिकातास्थ गेहं गत्वाधुनैवहि ॥ ५६
सम्पादयामि तत् कृत्यमित्युक्ता प्रययौ द्रुतं।
अत्रान्तरे श्रीनेपालराज प्रतिनिधिर्भद्दान् ॥ ५७

When they were eager to place a garland round the neck of Thakur, they felt the divine glow and warmth of the body of Thakur. They again thought that Thakur was temporarily in a swoon. At day-break Doctor Mahendra Lal Sarkar came there, and found Thakur in his death bed. He hurried back to his house to make arrangements to have a photo of Thakur. 51 to 57

বঙ্গানুবাদ :—

স্পর্শমাত্রেই ঠাকুরের দেহের উত্তাপ অনুভব এবং দেহ জ্যোতিদ্বারা গৃহ আলোকিত দেখিয়া ঠাকুর নিশ্চয় সমাধিস্থ এইরূপ ভাবিয়া এবং কিছুক্ষণ পরে নিশ্চয় বাহ্য জ্ঞান হইবে এইভাবে আশান্বিত হইয়াছিলেন। ৫১।৫২

এবং সেই উষাকালে ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার প্রভুর দর্শনের জন্য সেই স্থানে আসিয়া ঠাকুরের হাস্যযুক্ত মুখারবিন্দ রোমাঞ্চিত দেহ এবং অঙ্গ কান্তিতে গৃহ পরিপূর্ণ দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ৫৩ ৫৪

ঠাকুরের এই দিব্যাবস্থার ছবি (ফটো) উত্তোলন আমি ভাল

বলিয়া মনে করি। কারণ মূর্ত্তি না থাকিলে পূজা ও দর্শনাদির অসুবিধা হয়। ৫৫

অতএব আমি গৃহে গমন করিয়া শীঘ্রই ইহার ব্যবস্থা করিতেছি। এই বলিয়া ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার গৃহে গমন করিয়াছিলেন। ৫৬

এই সময়ে নেপালের রাজ মন্ত্রী বিশ্বনাথ উপাধ্যায় প্রভুর দর্শনার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন ঠাকুর উপাধ্যায় মহাশয়কে ক্যাপ্টেন বলিয়া বলিতেন। ৫৭।৫৮

উপাধ্যায়ো বিশ্বনাথ আগতঃ প্রভু সন্নিধৌ।
কাপ্টেন ইতি নাম্না য মবদৎ ঠাকুরঃ স্বয়ং ॥ ৫৮
যশ্চ নারায়ণং শ্রুত্বা ঠাকুরং ভক্তিপূর্ব্বকং।
পূজয়ামাস সোঽপ্যদ্য দিব্যরূপ প্রদর্শনাৎ ॥ ৫৯
ঠাকুরস্য সম্মোহিত উবাচৈবং বচ স্তদা।
মহাসমাধি মগ্নোঽভূদদ্য যোগীশ্বরেশ্বরঃ ॥ ৬০
এতাদৃশ্যামবস্থায়াং বিধিরস্তি মহত্তরঃ।
যোগশাস্ত্রে মহাভাগাঃ শৃণুধ্বং সুবিশেষতঃ ॥ ৬১
যে চাত্র ব্রাহ্মণাত্মানঃ শিষ্যাঃ সন্তি প্রভো. প্রিয়াঃ।
সর্ব্বৈ স্তৈঃ শ্রীভগবতো গ্রীবায়ামপি বক্ষসি ॥ ৬২
দক্ষাঙ্গুষ্ঠেন গুল্ফয়ো য র্মর্দ্দিতেষু ক্রিয়ত্ক্ষণং।
সমাধিভঙ্গ সম্ভব স্যাগাস্তোতি মতং মম ॥ ৬৩
ভবদ্ভিরধুনৈবাস্যানুষ্ঠানং ক্রিয়তাং তথা।
তস্যাশ্বাসিতবাক্যন্তচ্ছ্রুত্বা তত্ক্ষণমেব হি ॥ ৬৪

In the mean time the Minister to the King of Nepal appeared on the spot. His name was

अन्त्यलीलायां १०म अः

Biswanath Upadhyaya and he was called Captain by Thakur. He was much devoted to Thakur. He thought that Thakur was in his Samadhi, a temporary state of unconsciousness. He advised massage on the breast and heels with ghee by the bramhin disciples. 58 to 64

বঙ্গানুবাদ :—

উপাধ্যায় মহাশয়ও ঠাকুরকে স্বয়ং ভগবান মনে করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিতেন। ইনি আজ ঠাকুরের দিব্য মূর্ত্তি দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন। আজ ভগবান যোগীশ্বর সমাধিমগ্ন হইয়াছেন এমতাবস্থায় একটি করণীয় বিষয় আছে হে মহাভাগ ভক্তবৃন্দ যোগশাস্ত্রে যাহা বলিয়াছেন আপনারা বিশেষ ভাবে তাহা শ্রবণ করুন। ৫৯।৬০।৬১

এই স্থানে ঠাকুরের অত্যন্ত প্রিয় যে সকল ব্রাহ্মণ শিষ্য আছেন। তাঁহারা ভগবানের স্কন্ধ বক্ষঃ ও গুলফ অর্থাৎ গোড়ালিতে গব্য ঘৃত দিয়া কিয়ৎক্ষণ মর্দ্দন করিলে সমাধি ভঙ্গের আশা আছে। আমার এইরূপ মত। ৬২।৬৩

অতএব এই ক্ষণেই এইরূপ অনুষ্ঠান করুণ।

উপাধ্যায় মহাশয়ের এইরূপ আশ্বাস বাক্য শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ। ৬৪

अहं श्रीवैकुण्ठशर्म्मा गुल्फयोर्यत्नपूर्व्वकं।
वक्षसि श्रीशरच्चन्द्रो ग्रीवायां शशिभूषणः॥ ६५
प्राय स्त्रिघटिका कालं कृतवन्त स्तथा क्रियां।
हा कष्टं व्यर्थतामापतत् कृत्यं भाग्य भङ्गतः॥ ६६

अन्तर्लीलायां १०म अः

एकान्तये बहुदिनमास्थितापि महेश्वरौ ।
सहात्मभि र्भगवती श्रीमाता सारदेश्वरी ॥ ६७
अलौकिकी ह्रीसम्पदा लोकादृश्या महीयसी ।
प्रभोरर्द्धाङ्गिनी सा पि जगदम्बास्वरूपिणी ।
या देवी सर्व्वदा सर्व्वस्वामिनः स्वामिनः शुभा ।
चकार परिचर्य्यां सा चिन्मयी चिन्मयस्य च ॥ ६८
कुलस्त्रीनां धनं लज्जां विज्ञायेदं महासती ।
छात्वं प्रविदधे सर्व्वं सर्व्वदा रङ्गसि स्थिता ॥ ७०
स्वस्याः कण्ठस्वरस्यापि न श्रुतः केन कुत्रचित् ।
साध्वीत् कण्ठायुता माता निष्पन्दाप्यचलोपमा ॥ ७१

Baikuntha Sharma began to massage the heels, Saratchandra the breast and Shashibhusan the neck. The massage continued for three hours without any reaction. Sarada Devi was staying in the same house but none could see her even though she had been doing services to her husband regularly. None also could hear her voice. 65 to 71

বঙ্গানুবাদ :—

আমি বৈকুণ্ঠ শর্ম্মা যত্ন পূর্ব্বক শ্রীপদ দেশে শরচ্চন্দ্র বক্ষে এবং শশীভূষণ গ্রীবায় প্রায় তিন ঘণ্টাকাল গব্য ঘৃতে মর্দ্দন করিলেও বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের ভাগ্য বিপর্য্যয় বশতঃ সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। ৬৫।৬৬

অন্ত্যলীলায়াং ৭০ম অঃ

এই বাগান বাটীতে জগদীশ্বরী ভগবতী মাতা সারদেশ্বরী বহুদিন আমাদের সহিত অবস্থান করিলেও অলৌকিক লক্ষ্মাশীলা অতএব সাধারণের অদৃশ্যা মহামহিমান্বিতা ঠাকুরের অর্দ্ধাঙ্গিনী জগদম্বা স্বরূপিনী। ৬৭।৬৮

চিন্ময় স্বরূপিনী সর্ব্বমঙ্গলা যে দেবী জগৎ স্বামীই নিজের চিন্ময় স্বামীর সর্ব্বদা সেবা করিয়াছিলেন। ৬৯

সমগ্রাং শর্ব্বরীং স্থিত্বা প্রভাতে যাবদগ্রহীৎ।
সমাধিং নির্দ্দয় স্তস্য ন চ ভঙ্গো ভবিষ্যতি ॥ ৭২
আশাশূন্যা তথা ভূত্বা যথা বেগবতী নদী।
জলোচ্ছ্বাসৈঃ পূর্য্যমাণা সেতুং ভঙ্ক্ত্বা প্রসর্পতি ॥ ৮২
তথা সর্ব্বং পরিত্যজ্য ব্রোড়াং সা খলু লৌকিকীং।
উবাচ কালিকে মাতঃ সর্ব্বমঙ্গলকারিণি ॥ ৭৪
দৃষ্ট্বা মমাপরাধং কং দুঃখ শোক বিনাশিনি।
মাং পরিত্যজ্য যাসি ত্বং কথং স্বং পতিং প্রিয়ে ॥ ৭৫
এবমশ্রুমুখী মাতাতুরচক্রন্দনকারিণী।
বাহুদ্বয়ং সমুত্তোল্য ক্বত্র ত্বমিতি লাপিনী ॥ ৭৬
পতিতো মূর্চ্ছিতাদ্যামীদরণ্যাং ধরণী সমা।
ভ্রাতুষ্পুত্রী ঠাকুরস্য পূজ্যাস্মাকং স্বসা চ যা ॥ ৭৭
তথা গোপাল মাতা যা তয়োঃ শুশ্রূষয়া তদা।
চৈতন্যাপাদিতা সাপি নিত্যচৈতন্যেব লক্ষিতা ॥ ৭৮

When she came to know in the morning that Thakur would not come back to life, she burst into torrents of tears. "Oh Mother Kalika," she

shouted. "what was my fault that I have been left behind so destitute and wretched?" Thus lamenting loudly she fell unconscious. By careful nursing of Thakur's niece and the mother of Gopal, she regained her senses but lay still like a lifeless thing. 72 to 78

বঙ্গানুবাদ :—

এবং যে মহাসতী সারদাদেবী কুলস্ত্রীদিগের লজ্জাই পরম ধন এইটি জানিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বসমক্ষে বহির্গত না হইয়া নিজেকে গোপন ভাবে রাখিয়া স্নান ও শৌচাদি কার্য্যসকল সম্পাদন করিতেন। ৭০

এমন কি যে দেবীর কণ্ঠস্বরও কেহ কখনও কোথাও কিছুমাত্র ও শ্রবণ করেন নাই। সেই পর্ব্বতোপমা নিস্পন্দ। মাতা সারদা অধৈর্য্যা হইয়াছিলেন। ৭১

সমগ্র রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে যখন জানিলেন ঠাকুরের নির্দ্দয় সমাধি আর ভঙ্গ হইবে না তখন তিনি আশা শূন্যা হইয়া বারিবেগে পরিপূরিতা বেগবতী নদী যেমন নদীতট ভগ্ন করিয়া দ্রুত বেগে প্রবাহিতা হয়। ৭২।৭৩

তখন সেইরূপ ভাবে সারদামাতা সর্ব্বতোভাবে লৌকিক লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন হে মাতঃ সর্ব্বমঙ্গলকারিনী কালিকে। ৭৪

এইরূপ ভাবে অশ্রু ধারায় বিগলিত হইয়া অতি উচ্চ স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা সারদেশ্বরী দুই বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক কোথায় তুমি এই কথা বলিতে বলিতে পৃথিবীর মত ক্ষমাশীলা ভূমিতে পতিতা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। ৭৬

ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী অতএব আমাদের পূজনীয়া ভগিনী এবং গোপাল মাতা এই দুইটি স্ত্রীলোকের শুশ্রূষা দ্বারা সেই সময়ে মাতার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলেও মূর্চ্ছিতের সদৃশই অবস্থা হইয়াছিল॥ ৭৭।৭৮

হরিণী দাবদগ্ধেব বিললাপাতি দুঃখিতা।
সুখ সৌন্দর্য্য মায়াতি যদি বৃক্ষায়িতা লতা॥ ৭৯

ভগ্নে তরৌ ন লতা ত্বং তস্যা স্তিষ্ঠতি কিঞ্চন।
রমন্যা রমণীয়ত্বং পতিমর্ত্তরি জীবিতে॥ ৮০

না পতিঃ শোভতে নারী চন্দ্রশূন্যা নিশা যথা।
প্রাপ্য তু পশ্চিমাবস্থাং মৃতেব ভাতি সর্ব্বদা॥ ৮১

যত্র পুষ্প ফল চ্ছায়া মূল বল্কল দারুভিঃ।
ছেত্তারমপি সম্প্রাপ্তং যো বৃক্ষঃ সম্যগর্চ্চতি॥ ৮২

সর্ব্বানন্দপ্রদঃ সোঽয়ং শাখী মৈদ্য বিনশ্যতি।
শাখিনো ন বিনাশোঽয়ং লতায়া মম নিশ্চিতং॥ ৮৩

যতঃ শাখী দারুমূর্ত্তির্জনৈঃ সংপূজিতো ভবেৎ।
মূর্ত্তয়ন্তরেণ সততং গৃহস্থানাং গৃহে গৃহে॥ ৮৪

অতোঽস্য নিধনং নাস্তি পরোপকারিণো ধ্রুবং।
যতঃ সজ্জন ভাষেয়ং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি॥ ৮৫

She, like a deer burnt in the forest, tossed in agony and said, "Just as the beauty of the creeper is impaired with the break-down of the sheltering tree so also the beauty and sweetness of a woman vanish with the death of her husband. A widow is but a night without the moon. and lives a joyless life. The tree also entertains its cutter with its leaves, flowers, fruits, roots and wood. The tree which sheltered me goes down but is not dead. Its creeper is only destroyed. It will live in wooden shapes in every household. It is also said, "Men live through their achievements." 79 to 85

বঙ্গানুবাদ :—

এবং বনাগ্নি পীড়িতা হরিণীর মত মাতা অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন লতা যদি বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে তবেই তাহার সুখ ও সৌন্দর্য্য থাকে কিন্তু বৃক্ষ ভগ্ন হইলে লতার আর কিছুই থাকে না। তদ্রূপ রমণীর রমনীয়ত্ব ততক্ষণ যতক্ষণ স্বামী জীবিত থাকে। ৭৯।৮০

চন্দ্রহীনা রাত্রির মত পতিহীনা নারীর শোভা কিছুমাত্র থাকে না। পরন্তু বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইয়া মৃততুল্যা হইয়া থাকে। ৮১

যে বৃক্ষ নিজের ছেদন কর্ত্তাকেও পত্র পুষ্প ফল ছায়া বল্কল ও কাষ্ঠ দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। ৮২

অন্ত্যলীলায়াং ৭০ম অঃ

অতএব সকলের আনন্দপ্রদ লতা রূপিনী আমার বৃক্ষ স্বরূপ স্বামী বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু বৃক্ষের বিনাশ কখনই হয় নাই। লতারূপিনী আমারই বিনাশ হইল। যেহেতু বৃক্ষ কাষ্ঠ মূর্ত্তি এবং ত্যাগশীল দাতার মৃত্যু কখনই হইতে পারে না যেহেতু তিনি বৃক্ষরূপে ফল পুষ্পাদি শোভিত না হইলেও কাষ্ঠ মূর্ত্তিতে গৃহস্থদিগের গৃহে কপাট বা গবাক্ষ ইত্যাদি নানাবিধ রূপে সর্ব্বদাই পূজিত হন। ৮৩।৮৪

অতএব এই পরোপকারী বৃক্ষের মৃত্যু নাই কারণ সাধুগণ বলিয়া থাকেন যাঁহার কীর্ত্তি বা চিহ্ন থাকে তিনি নিত্য জীবিত। ৮৫

ইতি শোক পরায়ণা তদা
বিললাপাতি বিমোহিতা সতী।
খলু দেব মমাপরাধত
স্তব চিত্তেঽতি কঠোর বেদনা॥ ৮৬
অনুভূয় গতোঽসি মুচ্ছতাং
বচসা নাবসরো যতোঽস্তি তে।
কুরু মামপরাধিনীং প্রভো
তব দাসী গত নীচ দাসিকাং॥ ৮৭
অথবা মররাজধামত
স্তব সেবাবিধি সংবিধায়িনঃ।
ইহ চাগত দেব সেবকা
নুপদেশং কুরু মাং বিহায় ভোঃ॥ ৮৮
নহি দেব কদাপি মে ভবে
ভব সঙ্গঃ সুবিধান্বিতঃ শুভা।
ইতি বাক্ মমুদীরিতা ত্বয়া
ত্বয়ুনা কিং বিতথায়তাং সা॥ ৮৯

She again lamented saying, "As you do not speak again I feel that my offerce might have hit you so hard that you have succumbed to it. Place my guilty self at the lowest of all who serve you. Or, setting me aside, give orders to your godly followers who had come down with you to this mortal world from Heaven. You said that I should never lose your company. Should your assurance now prove to be untrue ?" 86 to 89

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ শোক নিমগ্না মাতা সারদা একেবারে জ্ঞানশূন্যা হইয়া বিলাপ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন হে দেব! নিশ্চয় আমার অপরাধ বশতঃই আপনার প্রাণে আপনি কঠোর বেদনা অনুভব করিয়া অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৮৬

যেহেতু সম্প্রতি আপনি একটি কথাও বলিতেছেন না। অতএব এই অপরাধিনী আমাকে আপনার অসংখ্য দাসীগণের মধ্যে অতি নিকৃষ্টা দাসী করিয়া রাখুন। ৮৭

অথবা হে দেব! দেবরাজের ধাম অর্থাৎ স্বর্গলোক হইতে এই মর্ত্ত্যলোকে আসিয়াছেন আপনার সেবার পরিজনবর্গকে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই সকল সেবক বর্গকে পূর্ব্বের মত উপদেশ দান করুণ। ৮৮

হে দেব! কখনও আমার সান্নিধ্য তোমার নষ্ট হইবে না।

এইরূপ শুভ বাণী যাহা আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন আপনার সেই সিদ্ধ বাক্য কি আজ মিথ্যায় পরিণত হইল। ৮৯

তব বৈদ কথা হি নান্যথা
মম দুর্ভাগ্যবশাদিয়ং তথা।
উত মানসমেব দুর্ব্বলং
ভবতো ভাষিত সংগ্রহেঽক্ষমং ॥ ৯০
ভবতঃ শুভদৃষ্টিরেব মে
সুখশান্তিশ্চিরকালিকী ভবেৎ।
বদ মা মনয়াধুনা কথং
পতিহীনামকরোঽবনিমাং ॥ ৯১
রসসংখ্যকহায়নামিমাং
পরিয়ন্তু স্তব পানিধারণে।
গতবান্ মম দেহ বিশ্বসং
চলতি ত্বদ্য ন শোকসাগরং ॥ ৯২
নিজধাম গতস্য পাদয়োঃ
পুনরেবাপতদস্য কাতরা।
লতিকা হি তরৌ বিশুষ্যতি
পাদমূলে পততি স্থিতা যথা ॥ ৯৩

"What you had promised cannot be untrue. It is due to my misfortune or weakness that I have failed to understand the significance of your saying. Your holy sight would give me peace

and happiness for all times. Tell me why I have been made a widow now. Since I was married to you at the age of six years I became free from all troubles and worries. How is it that my bereavement knows no bound." She fell like a creeper of a felled-down tree at the feet of Thakur. 90 to 93

বঙ্গানুবাদ :—

হে দেব! আপনার এই বেদ বাণী কখনও মিথ্যা হইতে পারে না আমার বিশাল দুর্ভাগ্যবশতঃ অথবা আমার মনের দুর্ব্বলতা বশতঃই আপনার কথা বুঝিতে না পারিয়াই এইরূপ বলিতেছি। ৯০

আপনার শুভ দৃষ্টিই আমাকে চির জীবনের মত সুখ শান্তি দিবে হে দেব বলুন আজ আমার সেই সুখশান্তি হীন আপনিই করিলেন কেন ?আমার ছয় বৎসর বয়সে আপনার পাণিগ্রহণের সময় যাবতীয় শোক দুঃখ যাইয়াছিল। কিন্তু আজ কেন আপনার বিচ্ছেদ জন্য এই মহাশোকের কিছু মাত্র লাঘব হইতেছে না। ৯২

তরুরাজ বিখণ্ডিত হইলে তদাশ্রিতা লতার মত সারদা নিজধাম গত ঠাকুরের পাদ যুগলে পুনর্ব্বার পতিতা হইয়াছিলেন। ৯৩

মদনোঽমরলোকষঙ্কটে
রতিরার্ত্তৈবরুরোদ সারদা।
ন তু সা রতিভাব ভাবনা
জ্বলনসৌভাগ্য রবেরদগ্ধনাৎ ॥ ৯৪

अन्त्यलीलायां १०म अः

कृपयादिश पूर्व्ववद्वपुः
प्रतिपद्याद्य महत्तरं वचः।
जगतः सुखशान्तिदं परं
गतिरस्याः सुखदापि तद्भवेत् ॥ ८५
ततः स्वभर्त्तुं चरणाम्बुजासवं
विचिन्तयन्ती च गुरोर्न चापरं।
पतिव्रतानां प्रतिलोक संग्रहे
व्रतं हि पत्युर्विदधाति नापरं ॥ ८६
तदीय लक्ष्म्यादय एव भक्ता
दृष्ट्वा तदा शोकपरायणान्तां।
पादाब्जयुग्मं शिरसा धृतां ता
आलिङ्ग्य देवी मपरत्र जग्मुः ॥ ८७

Rati lamented at the death of Madan. But Sarada lamented the irreparable loss to the humanity of the world. She said, "Oh my Lord, be pleased to utter immortal sayings for the wel fare of the mankind, that will give me eternal joy and happiness." Thereafter she was taken away from the feet of Thakur by the female devotees who were present there. 94 to 97

বঙ্গানুবাদ :—

মদন স্বর্গগত হইলে রতির মত সারদা বিলাপ করিয়াছিলেন, কিন্তু সারদা কেবল মাত্র রতির মত পতি বিচ্ছেদ ভাবে ভাবিতা

অন্ত্যলীলায়াং ৭০ম অঃ

না হইয়া জগতের জীবের সৌভাগ্য রবির অস্তাচলে গমন জন্য শোকার্ত্তা হইয়াছিলেন। ৯৪

হে প্রিয়তম তুমি অদ্য পুনরায় পূর্ব্বের মত দেহ ধারণ করিয়া জগতের সুখ শান্তি প্রদ সুমহান বাক্য কৃপা পূর্ব্বক উপদেশ কর সেই সকল কথামৃতই এই হতভাগিনীর সুখ প্রদ হইবে। ৯৫

এইরূপ ভাবে মাতা সারদা দেবী জগদ্ গুরু নিজ ভর্ত্তার চরণার বিন্দ দুইটি চিন্তা করিতে করিতে দেহ দৈহিক ভাব একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কারণ পতিব্রতাদিগের পতিলোক সংগ্রহার্থে পতির শুভই কামনা করিয়া থাকেন। এইটিই সাধ্বী স্ত্রীগণের একান্ত কর্ত্তব্য॥ ৯৬

তৎপরে সেই স্থানে লক্ষ্মী প্রভৃতি যে সকল স্ত্রীলোক ভক্ত ছিলেন তাঁহারা পতির পাদপদ্ম দুইটি মস্তকে ধারণ কারিণী অত্যন্ত শোকাতুরা দেখিয়া মাতা সারদাদেবীকে সেই সকল সেবিকা স্ত্রীলোক আলিঙ্গন পূর্ব্বক গৃহান্তরে লইয়া গিয়াছিলেন। ৯৭

श्रुत्वा प्रभोः शाश्वतीं शेषलीलां
नाना गताः किङ्करा दर्शनार्थं।
भक्तैः पराङ्मुखेऽस्यशून्यं शरीरं
उच्चै र्गेहात् प्रापितं तै रधस्तात्॥ ८८

पर्य्यङ्क मध्यस्थित-विग्रहस्य
प्रसून माल्यादिभिरर्च्चितस्य।
प्रतिच्छविं प्राणगतस्य तस्य
गृहीतवन्तो हि शुभालयस्य॥ ८९

अन्त्यलीलायां १०म अः

अपार कारुण्यगुणैकसिन्धु
र्यः शिष्यवर्गस्य सुखैक बन्धुः ।
निशातमोघ्नो भगवान् यथेन्दु
र्बिभुक्तिदोयङ्जनस्य विन्दुः ॥ १००

यः सेवकानां बहु दुःखदायिनं
भारं स्वयञ्चात्र परत्र सङ्गिनं ।
उवाह लीला परिपुष्टिकारिणं
तमद्य खट्टोपरि शेषशायिनं ॥ १०१

Followers and devotees poured in from far off places at the news of Thakur's demise. In the afternoon Thakur's body was brought down from the upper floor to the ground floor, and decorated with flowers and garlands. Phcto of the body was taken. He who was the ocean of kindness and the source of all blessings and eternal joy to his devotees. and who took over all miseries from the sufferers, lay dead. 98 to 101

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুরের চিরন্তনী শেষ লীলা শ্রবণ করিয়া বহু স্থান হইতে ভক্তবর্গ দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন। অপরাহ্নে ভক্ত সকল তাঁহার সেই ছায়া শরীর উচ্চ গৃহ হইতে নিম্নতলে আনিয়া পর্য্যঙ্ক মধ্যে শয়ন করাইয়া পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা ভূষিত করতঃ প্রাণহীন বিগ্রহের প্রতিমূর্ত্তি লইয়াছিলেন। ৯৮।৯৯

अन्त्यलीलायां १०म अः

সর্ব্বশুভালয় অতুলনীয় দয়ার সাগর শিষ্যবর্গের পরমানন্দ দানের পরম বন্ধু রাত্রির অন্ধকার মোচনে যেমন ভগবান চন্দ্র দেব এবং যাঁর ভজনের কণা মুক্তি দানে মুক্ত হস্ত। ১০০

যে ভগবান ভক্ত সমূহের ইহকালের এবং পরকালের সঙ্গী বহু দুঃখ দায়ী পাপ ভার স্বয়ং বহন করেন। এবং লীলার জন্য যাঁহার দেহ ধারণ আজ তাঁহাকে পর্য্যঙ্কোপরি অন্তিম শয্যায় শয়ন করিতে দেখিয়া। ১০১

दृष्ट्वा तदा शोकपरायणा भृशं
भक्ता स्तदीया. परमं सुविग्रहम्।
स्कन्धे समादाय गताः सुदुःखिता
भागीरथी तीर महोऽति पावनं ॥ १०२
संस्थाप्य तत्राखिल लोकमङ्गलं
प्रगीयते यत् परमं सुमङ्गलं।
सत्यं चिदानन्दमयं सुविग्रहं
संवेष्ट्य सर्व्वे समुपाविशन् गुरु ॥ १०३
उक्तञ्च तै स्तत्र विभोर्वाचांसि
श्मशानमालम्ब्य यथोदितानि।
पूर्व्वं स्वभक्तान् कृपया जगाद
तान्यब्रुवन् दाह सरोवरे ते ॥ १०४
श्मशब्देन शवः प्रोक्त. शानं शयनमुच्यते।
निर्ब्रुवन्ति श्मशानार्थं मुने शब्दार्थकोविदाः ॥ १०५
महान्त्यपि च भूतानि प्रलये समुपस्थिते।
शेरतेऽत्र शवोभूत्वा श्मशानन्तु ततो भवेत् ॥ १०६

अन्त्यलीलायां १०म अः

His devotees carried his body on their shoulders and slowly and sadly proceeded to the bank of the holy Ganga. They placed the dead body on the bank and remembered what Thakur told them about the crematory ground. 102 to 106

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই সময়ে ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া ভগবানের সর্ব্বোত্তম সুবিগ্রহটিকে স্কন্ধে লইয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে অতি পবিত্র ভাগীরথী তীরাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। ১০২

জ্ঞানিগণ যাঁহাকে পরম মঙ্গলময় বলেন সেই অখিললোকপাবন চিদানন্দময় সুবিগ্রহটিকে গঙ্গাতীরে স্থাপনপূর্ব্বক ভক্তবৃন্দ ভগবানকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছিলেন। ১০৩

এবং সেই গঙ্গাতীরে ঠাকুরের নানাবিধ উপদেশের অনুশীলন পূর্ব্বক তন্মধ্যে পূর্ব্বে শ্মশান সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ বাক্য ভক্ত বৃন্দকে কৃপাপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন ভক্ত বৃন্দ ঠাকুরের সেই সকল কথা শ্মশান মধ্যে আলোচনা করিয়াছিলেন। ১০৪

অর্থাৎ শ্ম শব্দে মৃত ব্যক্তি বা শব দেহ শান শব্দে শয়ন। শব্দার্থ জ্ঞানিগণ শ্মশানের অর্থ এইরূপই বলিয়া থাকেন। ১০৫

ভগবানের সদৃশ জনগণও অন্তকাল উপস্থিত হইলে এই শ্মশানেই শব রূপে শয়ন করেন এই জন্যও ইহার নাম শ্মশান বলিয়া কথিত হয়। ১০৬

नाना मृत सुहृन्नादरौद्र कोलाहलैर्युतः।
हा पुत्र मित्र हा बन्धो भ्रातर्वत्स प्रियाद्य मे ॥ १०७

अन्त्यलीलायां १०म अः

हा पते भगिनि मातर्हा मातुल पितामह ।
मातामह पितः पौत्र क्व गतोऽस्येहि बान्धवः ॥ १०८
इत्येवं वदतां यत्र ध्वनिः संश्रूयते महान् ।
ज्वलन् मांसवसामेद शमच्छमित सङ्कुलं ॥ १०९
अर्द्धदग्धाः शवाः श्यामा विहसद्दन्तपङ्क्तयः ।
हसन्तीवाग्नि मध्यस्थाः कायस्येयं दशा त्विति ॥ ११०
वैराग्याधाररूपं हि श्मशानं स्वर्गदं विदुः ।
एवं स्वशिष्यवर्गान् यः प्रेष्ठान् पूर्व्वमुवाच ह ॥ १११
तस्याद्य छाया देहस्य कर्त्तुं श्मशानिकीं क्रियां ।
चन्दनं काष्ठमादाय गन्धर्वं देवतं बहु ॥ ११२
चितां सम्पाद्य विधिवत् स्नानं पिण्डक्रियामपि ।
कारयित्वा दक्षशीर्षं चिता मध्ये न्यवेशयत् ॥ ११३

This crematorium becomes usually resounded with such dreadful cries as. "Oh my son," "Oh my husband," etc The dead bodies are placed on the pyre. As they burn they become terrible to look at. All must die and their bodies will be cremated sooner or later. Yet, strangely enough people are fond of earthly attachments. So Thakur would advise his disciples to rise above the earthly level. Now Thakur's body is placed on the pyre. 107 to 113

অন্ত্যলীলায়াং ৭০ম অঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই শ্মশানে নানাবিধ আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু জন্য ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ এইরূপ হয় হা পুত্র হা মিত্র হা পিতঃ হা পতি হা মাতুল হা মাতামহ হা ভগিনীপতি ইত্যাদি ক্রন্দন ধ্বনিতে শ্মশান পরিপূর্ণ হয় এবং প্রজ্বলিত শব দেহের মাংস মেদ বসা প্রভৃতি দাহকালে সাঁ সাঁ শব্দ করে অর্দ্ধ দগ্ধ শব দেহ সকল কৃষ্ণ বর্ণ হয় এবং দন্তপঙ্‌ক্তি সকল বাহির হইয়া পড়ে তখন মনে হয় শব দেহ যেন দাহকারি লোক সকলকে হাস্য করিয়া বলিতেছে যে ওহে ভাই সকল সকলেরই দেহের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে অতএব বৈরাগ্যের আশ্রয় একমাত্র শ্মশান সম্বন্ধেই স্বর্গপ্রদভাব হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবেই ঠাকুর নিজ প্রিয়তম শিষ্যবর্গকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন।

১০৭ হইতে ১১১

আজ সেই ঠাকুরের ছায়া মূর্ত্তির দাহ করিবার জন্য গন্ধর্ব্ব দৈবত বহু চন্দন কাষ্ঠ আনয়ন পূর্ব্বক চিতা সম্পাদন পূর্ব্বক যথা শাস্ত্র স্নান ও চিতা পিণ্ডাদি দান করাইয়া দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখিয়া চিতার উপরি ভাগে শয়ন করাইয়াছিলেন। ১২২।১১৩

पूताग्नि दानत स्तस्मै तस्य नित्य शरीरिणः।
क्षित्यादि पञ्चभूतानि सर्व्वान्यध्यक्षतां दधुः॥ ११४
एकैकशो दग्धभूतं पञ्चपञ्चीकृतस्य तं।
व्याप्तन्तत्र चतुर्द्दिक्षु स्तद् गात्रधूम सौरभं॥ ११५
मकरन्द प्रलब्धास्तेऽगमन् कोटि मधुव्रताः।
पुञ्जीभूताग्नि मध्ये तं श्रीरामकृष्ण विग्रहं॥ ११६

अन्तर्लीलायां १०म अः

शिव ब्रह्मेन्द्र चन्द्रादि दैवतैरपि संयुत' ।
दृष्ट्वा गुरुगत प्राण शशिभूषण सेवकः ॥ ११७
आनन्दसंप्लवे लीनः साश्रुनेत्रः समाधिमान् ।
तुच्छीकृताग्नि तापन्त' दुर्द्धर्ष' सर्व्वभक्षक' ॥ ११८
चकार व्यजनं प्रेम्ना पूर्व्ववदग्नि मध्यगः ।
न दग्धो नापि चाचल्यमाप भूषण भूषणः ॥ ११९
एकान्तिकी गुरोर्भक्तिः सर्व्वशक्ति प्रदायिनी ।
वाय्वग्नि जलशस्त्रोनां शक्तिर्भक्ते न विद्यते ॥ १२०

The funeral rites were performed and fire was set to the pyre. Huge smoke spread all around, Soon the body was enveloped with huge flames of fire. Shashibhushan in a divine mood entered the fire to bring relief to Thakur from the unbearable heat of the fire. Shashibhushan was not scorched by the fire. In fact, a true devotee is not affected by fire, water or wind. 114 to 120

বঙ্গানুবাদ :—

পরে পবিত্রাগ্নি দানে সেই নিত্য দেহের ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। ১১৪

ঠাকুরের পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত প্রত্যেকে এক একটি করিয়া দগ্ধ হইয়াছিল। তৎকালে ভগবানের গাত্র সংলগ্ন চিতা ধূমের সৌগন্ধ চতুর্দ্দিকে ছড়িয়া পড়িয়াছিল। ১১৫

অন্ত্যলীলায়াং ১০ম অঃ

পুষ্পরসপানে প্রলুব্ধ কোটি কোটি মধুপ সেই স্থানে আসিয়াছিল। এবং ভয়ঙ্কর অগ্নিমধ্যে শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র বিগ্রহবান্ দেবতাবৃন্দকে স্তব করিতে দেখিয়া গুরুগত প্রাণ শশিভূষণ আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া অশ্রুপ্লাবিত নেত্র সমাধি বিশিষ্ট অতি দুর্দ্ধর্ষ সর্ব্বভক্ষক সেই অগ্নি তাপকে তুচ্ছ বোধ করিয়া ভগবৎ প্রেমে আত্ম হারা হইয়া অগ্নি মধ্যে যাইয়া পূর্ব্বের মত ঠাকুরকে ভজন করিয়াছিলেন।

১১৬।১১৭।১১৮

তৎকালে সেই অগ্নির দাহিকা শক্তি শীতলতায় পরিণত হইয়াছিল। অতএব শশিভূষণ দগ্ধ হন নাই এবং তজ্জন্য কোনরূপ চাঞ্চল্য হয় নাই। কারণ ভক্ত বৃন্দের ভূষণ স্বরূপ শশিভূষণ অর্থাৎ ভক্ত চূড়ামণি এইরূপ আচরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঐকান্তিক গুরু ভক্তি সর্ব্ব শক্তি দানে সর্ব্বদা সমর্থ বা অগ্নি বায়ু জল প্রভৃতির শক্তি ভক্তের নিকটে কোন রূপ শক্তি পরিচালনা করিতে সমর্থ হয় না। ১১৯।১২০

प्रभोः शेष महायज्ञावसानेऽस्थि निमज्जनं ।
गङ्गाम्भसि कारयित्वा श्रीनरेन्द्रो महामतिः ॥ १२१

सुसंगृह्य परिष्वास्थि रक्षितं स्वस्य सन्निधौ ।
आदिष्टवान् तथा चान्यान् गुरुभ्रातॄन् विशेषतः ॥ १२२

भस्मास्थि किञ्चित् किञ्चिच्च प्रत्येकं नय भक्तितः ।
स्व स्व गेहे सुसंस्थाप्य नित्यं सम्पूजयिष्यथ ॥ १२३

तथा ते सेवकाः सर्व्वे पूतास्थि भस्मसंयुतं ।
गृहीत्वा परमानन्दमाश्रिता स्तत्क्षणादहो ॥ १२४

অন্ত্যলীলায়াং ১০ম অঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবস্য শ্রৌতযজ্ঞঃ সমাপ্যতে।
সমবগাহ্য গঙ্গায়াং শ্রীকর্ষভিন্ন চেতসঃ ॥ ১২৫
প্রত্যাহৃত্য ভক্তবর্গা স্তদুদ্যানস্য বাটিকাং।
গিরীধৃতং পবিত্রাস্থিযুতং পাত্রং সমঙ্গলং ॥ ১২৬
শয্যোপরি ভগবতোরক্ষ ভক্তিপূর্ব্বকং।
যানি কতিপয়াহানি স্থিত্বাস্থি তত্র সংস্থিতং ॥ ১২৭

When the dead body was burnt out, a portion of the last remains was immersed in the holy water of the Ganges and the other portion was taken by Narendranath who also advised other disciples to take the holy ashes to their homes and worship it every day They also did so. All of them returned with the holy remains to the Rest House at Cossipore and placed it on the bed of Thakur So long it was there, all the devotees felt that Thakur himself was present there. 121 to 127

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুরের শেষ কার্য্য সমাধা হইলে গঙ্গা গর্ভে অস্থি নিমগ্ন করাইয়া মহামতি নরেন্দ্র ভগবানের কিঞ্চিৎ অস্থি নিজের নিকটে রাখিয়াছিলেন। এবং অন্যান্য গুরু ভাই দিগকে বলিয়াছিলেন আপনারা প্রত্যেকে প্রত্যহ কিছু কিছু চিতা ভস্ম ও অস্থি ভক্তি পূর্ব্বক গ্রহণ করুন। এবং নিজ নিজ গৃহে স্থাপন পূর্ব্বক প্রতিদিন পূজা করিবেন। ১২১।১২২।১২৩

अन्त्यलीलायां ৭০ম অঃ

নরেন্দ্র এইরূপ বলিলে সেই সকল গুরু ভাই ঠাকুরের ভস্মের সহিত পবিত্র অস্থি গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অপূর্ব্ব আনন্দ পাইয়াছিলেন। ১২৪

ভক্ত বৃন্দ ঠাকুরের শেষ যজ্ঞ শেষ করিয়া গঙ্গায় স্নান করিয়া শোকার্ত্ত হইয়া সেই বাগান বাটীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মস্তকে ধৃত সুমঙ্গল পবিত্র অস্থি পাত্র ঠাকুরের শয্যার উপরি ভাগে ভক্তি পূর্ব্বক রাখিয়াছিলেন। ১২৫।১২৬

ঠাকুরের দিব্যাস্থি যতদিন বিছানায় ছিল ভক্ত বৃন্দ ভগবানের সাক্ষাৎ অবস্থিতি মনে করিয়াছিলেন। ১২৭

सान्निध्यं मे निरे साक्षाद्भक्त वत्सलरूपिनः।
श्रीरामकृष्ण देवस्य तथा तदद्भाषणं श्रुतं ॥ १२८
भक्तैरेवं यथा साक्षादाविर्भूय दयानिधिः।
सुप्रीत मनसा पूजां तदीयां प्रतिगृह्य सः ॥ १२९
तथा भजन सङ्गीतं श्रुत्वोवाच समादरं।
पुत्रा भो लोक दृष्ट्याहमन्तर्द्धानं गतो ध्रुवं ॥ १३०
न त्यजामि किन्तु युष्मान् मम ध्यान विवृद्धये।
वोबाह्य चक्षुषोः पुत्रा गोचरो न भवाम्यहं ॥ १३१
अन्तरालमधिष्ठाय कृपादृष्टिं करोमि हि।
अनुभूता भवद्वाणी तत्रैवं सेवकैः प्रभोः ॥ १३२
यावज्जीवं प्रभुः प्रायो गङ्गातीरेऽति निर्म्मले।
स्थित्वा जीवानुद्दिधीर्षुरकरोत्तप उत्तमं ॥ १३३
अतः प्रभोरस्थिखण्डमत्र भागीरथी तटे।
समाहितं करिष्यामि गुर्वीयं वासना मम ॥ १३४

They could even hear the voice of Thakur. He was much pleased with Narendra and other disciples for their devotion and worship. and appeared before them. He said, "It is true that I am now out of your sight. But I have not left you. Without being seen by you, I am always looking upon you with my blessings and favour." Thakur had spent his life on the bank of the Ganges for the redemption of the suffering humanity. So his last remains should be placed on the bank of this holy river. It was so desired by Narendra. 128 tc 134

বাঙ্গানুবাদ ঃ—

এমন কি ঠাকুরের কথাও শোনা যাইত। ১২৮

দয়ানিধি ভগবান ভক্তবর্গের সহিত সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ মনে ভক্তবর্গের পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। হে পুত্রগণ আমি সাধারণ লোকের দৃষ্টির অগোচর হইয়াছি একথা ধ্রুব সত্য। ১২৯।১৩০

কিন্তু আমার ধ্যান বুদ্ধির জন্য তোমাদিগকে আমি ত্যাগ করি নাই। হে পুত্রগণ তোমাদের বাহ্য চক্ষু দুইটির সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ না হইলেও আমি তোমাদের অসাক্ষাতে অবস্থান করিয়া কৃপাদৃষ্টি করিতেছি। সেই স্থানে সেই সময় ঠাকুরের এই সকল কথা সেবকগণ সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছিলেন। ১৩১।১৩২

অন্তালীলায়াং ৭০ম অঃ

ঠাকুর প্রায় যাবজ্জীবন অতি পবিত্র গঙ্গাতীরে অবস্থান করতঃ জীব সকলের মুক্তি কামনায় সর্ব্বোত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন। ১৩৩

অতএব ঠাকুরের দিব্যাস্থি এই গঙ্গা তীরেই সমাহিত করিব ইহাই আমার ঐকান্তিকী কামনা। ১৩৪

এবমাগ্রহযুক্তঃ স নরেন্দ্রো মুখ্য সেবকঃ।
তদুপযুক্ত ভূখণ্ড লাভায় চিন্তিতোঽভবৎ ॥ ১৩৫
কিন্তু শ্যৌল নরেন্দ্রস্য তদিচ্ছা পরিপূরণে।
গ্রিয়স্যাহমিকৈবাত্র প্রত্যূহঃ সমজীজনৎ ॥ ১৩৬
শ্রীকৃষ্ণস্য ভগবতঃ পূর্ব্বং জন্মাষ্টমী তিথেঃ।
হঠাদ্দিনদ্বয়াদ্বোদ্যানে ঘোরে নিশাক্ষণে ॥ ১৩৭
অক্রূর সদৃশঃ ক্রূরো দুষ্টানুচরবেষ্টিতঃ।
নিত্যগোপালকো রাম দত্ত মাতুলসুঃ সুতঃ ॥ ১৩৮
আগত্য শ্যৌনরেন্দ্রাদি প্রমুখান্ প্রভুমন্দিরে।
স্থিতান্ সর্ব্বান্ সমাহূয়োবাচাতি গর্ব্বযা গিরা ॥ ১৩৯
অস্তি দিব্যাস্থি যত্তাবৎ প্রভোঃ শয্যোপরি ধ্রুবং।
বাক্যব্যয়মকৃত্বৈব সদ্যমর্পয় সত্বরং ॥ ১৪০
কাঁকুড়গাছি নামকে গ্রামে যোগোদ্যানে বয়ং।
জন্মাষ্টমী দিনে পুণ্যে করিষ্যামঃ সমাহিতম্ ॥ ১৪১

Narendra became anxious for the suitable land on the bank of the Ganges. But the audacity of one of his fellow brothers stood in his way. Nitya Gopal, maternal brother of Ramdutta, forcibly entered the bed-room of

अत्रैवं श्रीनरेन्द्रस्तु नित्यगोपाल मुक्तवान्।
नित्यं भगवतो यस्य गङ्गायामेव संस्थितिः ॥ १४२
तस्य किमस्थि समाधिः शोभते यत्र तत्र च।
नाहं सुसङ्गतं मन्ये भागीरथ्या स्तटाद्द हिः ॥ १४३
एवं सुयुक्तिपूर्णान्तं प्राक्थं श्रुत्वापि भिन्नटक्।
तर्कस्योपरितर्कोऽस्तीत्युक्त्वास्थि दम्भपूर्वकं ॥ १४४
नीत्वा गच्छद् योगोद्यानं गोपालो राम सन्निधौ।
श्रीराम भ्रातुरिच्छेयं महोत्सव पुरःसरं ॥ १४५
प्रभोर्देहावशेषं त पवित्रं परमं शुभं।
अस्थि समाहितं कार्य्यं योगोद्यानं मनिश्चितं ॥ १४६
किन्त्वे केन कार्य्यसिद्धि र्विघ्नाया सम्भवं सुधीः।
गृहस्थाश्रमिनो भक्तानतुरुध्य यथाविधि ॥ १४७
अर्थं दानार्थमत्यन्तं कार्य्यारम्भं चकार सः।
किन्तु प्रभोः प्राणनिभः सुरेन्द्रनाथ सेवकः ॥ १४८

At this proposal Narendra protested saying, "I do not consider it advisable to place the holy remains at a place other than the bank of the Ganges where Thakur had spent his life." But Nityagopal was adamant and would not brook any argument. He forcibly took the holy thing and went to the garden at Kakurgachhi. It was the desire of Ram Dutta's brother that the holy remains would be duly founded in the garden

Thakur with some ruffians and commanded Narendra and others to hand over to him the last remains of Thakur, so that it would be duly placed in the garden at Kankurgachhi, on the auspicious day of Srikrishna Janmastami. 135 to 141

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ আগ্রহান্বিত হইয়া ঠাকুরের সর্ব্ব প্রধান শিষ্য মহাত্মা নরেন্দ্রনাথ সমাধি মন্দিরের উপযুক্ত ভূখণ্ড লাভের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। ১৩৫

কিন্তু মহাভাগ নরেন্দ্রের তদ্রূপ সদিচ্ছা সম্পাদনে ঠাকুরের অন্যতম শিষ্যের অহমিকাই এ বিষয়ে বিঘ্ন জন্মাইয়াছিলেন। ১৩৬

হঠাৎ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মাষ্টমী তিথির দুই দিন পূর্ব্বে অত্যন্ত গভীর রাত্রে এই উদ্যান বাটিকায় একটি দুষ্ট অনুচর বর্গে বেষ্টিত হইয়া অক্রুর সদৃশ ক্রুর রাম দত্তের মাসতুত ভাই নিত্যগোপাল ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে অবস্থিত নরেন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত শিষ্যবর্গকে আহ্বান পূর্ব্বক অত্যন্ত গর্ব্বিত বাক্যে বলিয়াছিলেন।

১৩৭।১৩৮।১৩৯

এই শয্যার উপরিভাগে প্রভুর যাহা দিব্যাস্থি আছে কোনরূপ বাক্যব্যয় না করিয়াই শীঘ্র আমাকে দাও। ১৪০

কাঁকুড়গাছি নামক গ্রামে যোগোদ্যানে পবিত্র জন্মাষ্টমী তিথিতে আমরা ঐ দিব্যাস্থি সমাহিত করিব। অর্থাৎ একটি মন্দির মধ্যে স্থাপিত করিব। ১৪১

with great revelry, pomp and festivity. It was, however, not possible for one individual to bear the entire expenditure. So all earning members of the disciples were requested to contribute their might. 142 to 148

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ নিত্যগোপালবাবুকে বলিয়াছিলেন। যে ভগবানের নিত্য গঙ্গা তীরে অবস্থিতি তাঁর অস্থি সমাধি কি যেখানে সেখানে শোভা পায়? ভাগীরথী তীরের বহির্ভাগে অস্থি সমাধি হোক ইহা আমি সমীচিন বলিয়া মনে করি না।

১৪২।১৪৩

এইরূপ নরেন্দ্রনাথের সুযুক্তি পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ও অন্যভাবাবলম্বী নিত্যগোপাল তর্কের পর আরও তর্ক আছে এই কথা বলিয়া সেই দিব্যাস্থি দম্ভ পূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া যোগোদ্যানে রামদত্তের নিকটে গিয়াছিল। ১৪৪

রামদত্ত ভায়ার এইরূপ ইচ্ছা ছিল যে ঠাকুরের দেহাবশেষ পরম পবিত্র সর্ব্বমঙ্গলদায়ক দিব্যাস্থি সমাহিত কার্য্য মহামহোৎসবের সহিত সুসম্পন্ন করি। ১৪৫।১৪৬

কিন্তু একজনের চেষ্টায় বাহুল্য কার্য্য অসম্ভব বশতঃ ঠাকুরের গৃহী ভক্ত বর্গকে অর্থদানের জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ উপরোধ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৪৭।১৪৮

শোকাশ্রুপূর্ণ নয়নঃ প্রোক্তবানতি ধার্ম্মিকঃ।
বয়মর্থান্ প্রভোরর্থে দাস্যামো বিপুলান্ ধ্রুবং ॥ ১৪৯

अन्त्यलीलायां १०म अः

किन्त्वत्र ये महाभागा भक्ता युवकसत्तमाः ।
बहुकालं भगवतः सेवायामति दारुणं ॥ १५०
चक्रुः स्वात्मार्पणं सर्व्वे निद्राहारविवर्जिताः ।
विशुद्धा भ्रातरस्ते वै सर्व्वे प्राणाधिका मम ॥ १५१
तैः सर्व्वैरत्र सङ्गत्य यथा भगवतो वयं ।
चरितामृतमालोच्य कर्त्तुं कालातिपातनं ॥ १५२
समर्थाः सम्भविष्यामस्त्वदनुष्ठान कर्म्मणि ।
आत्मपातं करिष्यामो यावज्जीवमितिस्पृहा ॥ १५३
सर्व्वार्थर्य्यमयस्यास्य लीलार्थर्य्यमयो भवेत् ।
देहलीलावसानेऽपि प्रभोर्यदस्थि सञ्चितं ॥ १५४
तन्मया स्थापितं गेहे पूजार्थाय करोम्यहं ॥
लीलाविलास समये तदङ्गसौरभेन हि ॥ १५५
गृहं गृहाङ्गनं सर्व्वं सुवासितमभूत्तदा ।
तथा तदङ्गसम्पर्कात् गन्ध चन्दन सौरभं ॥ १५६

But at this proposal, Surendranath, one of the most beloved disciples of Thakur, said sorrowfully with tearful eyes,"I can surely contribute much for the cause of Thakur's festival. But I desire to be associated with those young disciples who spared no pains to render their services to Thakur during his life time, here in this garden to perform this festival and also to pass our days by holy discources about the life and teachings of

Thakur. I wonder to see that the holy remains of Thakur causes sweet fragrance all over here just in the same way as it happened when he was staying here during his life time." 149 to 156.

বঙ্গানুবাদ :—

কিন্তু সেই স্থলে ঠাকুরের প্রাণতুল্য সুরেন্দ্রনাথ নামক শিষ্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শোকাশ্রু পূর্ণ নয়নে বলিয়াছিলেন আমার ঠাকুরের উৎসবের জন্য আমি বহুতর অর্থ দিতে পারি ইহা ধ্রুব নিশ্চিত।

কিন্তু এখানে যে সকল মহাভাগ বহু যুবক ভক্ত বহুকাল পর্য্যন্ত ভগবানের সেবায় সকলে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অতি কঠোর ভাবে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। সেই সকল যুবক ভ্রাতৃ বৃন্দ সকলেই আমার প্রাণাধিক প্রিয়। ১৫০।১৫১

তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া ভগবানের এই চরম গৃহে উদ্যান বাটিকায় আমরা যাহাতে ভগবানের চরিতামৃত আলোচনা করিয়া আনন্দের সহিত দিন পাত করিতে সমর্থ হই তদ্রূপ অনুষ্ঠান কার্য্যেই আত্ম পাত পর্য্যন্ত যাবজ্জীবন যোগদান করি ইহাই আমার একান্ত বাসনা। ১৫২।১৫৩

সর্ব্বাশ্চর্য্যময় ঠাকুরের লীলাও সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ী। ঠাকুরের দেহাবসান হইলেও আমি (সুরেন্দ্রনাথ) যাহা অস্থি সঞ্চয় করিয়াছিলাম ঠাকুরের সেই অস্থি অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া প্রতিদিন পূজা করিতাম। ঠাকুরের জীবিতাবস্থায় আমাদের গৃহে আগমন কালে তাঁহার গাত্রের সৌগন্ধে আমাদের গৃহ গৃহাঙ্গন যেরূপ সদ্‌গন্ধ যুক্ত হইত সেইরূপ

अन्त्यलीलायां १०म अः

आज তাঁহার দিব্যাস্থির অবস্থান বশতঃ পদ্মচম্পকাদি পুষ্পের সদ্য গন্ধের মত সদ্য গন্ধে সুবাসিত হইতেছে। १५४,१५५,१५६

मदीयेऽपि गृहे चास्य विचित्रं भवति ध्रुवं ।
आयान्ति मद् गृहे येऽपि तदा तद्गन्ध मोहिताः ॥ १५७
पृच्छन्ति विस्मितास्ते मां कथमेतद्भवेदिति ।
श्रुत्वा तेषामिदं वाक्यमब्रुवं तोषहेतवे ॥ १५८
साक्षाद् युगावतारस्य किञ्चिदस्थिकणं मम ।
श्रीरामकृष्ण देवस्य मद् गेहे भाति पूजितं ॥ १५९
दिव्यगन्धेन तस्येव गृहमापूरितं मम ।
भवद्भिरनुभूयन्तद् गन्धेन्द्रिय समाश्रयात् ॥ १६०
शृनुध्वं परमात्मोयाः किञ्चिदत्र वदाम्यहं ।
लीलां युगावतारस्य ह्यस्थि पात्रानुसारिणीं ॥ १६१
सन्ति शास्त्रगिरश्चैवमन्तः शुद्धि स्तपस्यया ।
बाह्य शुद्धिर्भवेदेव मृज्जलाभ्यां न संशय. ॥ १६२
यस्य शुद्धि विहीनस्य देव विग्रह पूजने ।
नाधिकारो भवेत्तस्य ऋषिभि र्भाषितन्त्विदं ॥ १६३

"The sweet fragrance is also felt by those who come to see me in my residence. To satisfy their curiosity I tell them that this is due to the presence of the holy remains of Thakur in my residence. It is enjoined in the Sashtras that penance purifies our mind and on the other hand earth and water purify our body. Those whose body is not duly purified are not fit for holy services and worship." 157 to 163

अन्त्यलीलायां ৭০ম অঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

যে সকল আত্মীয় স্বজন আমার ঘরে আসেন তাঁহারা পদ্ম চম্পক ও গোলাপাদি পুষ্পের মত সদ গন্ধে আমোদিত হইয়া। ১৫৭

আমাকে জিজ্ঞাসা করেন এরূপ সদ্ গন্ধ কোথা হতে আসে। তাহাদের কথা শুনিয়া মনস্তুষ্টির জন্য বলিতাম। ১৫৭।১৫৮

যুগাবতার সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কিঞ্চিৎ দিব্যাস্থি আমার গৃহে পূজিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহারই সদ্ গন্ধে আমার গৃহের চতুর্দ্দিকে সৌগন্ধে পরিপূর্ণ হইতেছে এবং আপনাদেরও নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সদ্ গন্ধ অনুভূত হইতেছে।

১৫৯।১৬০

হে পরম আত্মীয় বৃন্দ। আপনারা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুণ এই দিব্যাস্থি সম্বন্ধে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেয় অত্যাশ্চর্য্য কিঞ্চিৎ লীলা বলিতেছি। ১৬১

চিত্তশুদ্ধি তপস্যা দ্বারাই হইয়া থাকে এইরূপ শাস্ত্র বাক্য অনেক আছে। বাহ্য শুদ্ধি মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা হয়। বাহ্য শুদ্ধি বিহীন ব্যক্তির দেব পূজায় অধিকার হয় না! ঋষিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। ১৬২।১৬৩

वेलुडमठ संस्थानं स्वामीजी कृतवान् यदा।
अलिबुलेति नाम्न्येका मार्किन देश सम्भवा ॥ ৭৬৪
रमणी लोकविख्याता रामकृष्णानुरागिनी।
विपुलार्थ प्रदानेन स्वामीजीं पर्य्यतोषयत् ॥ ৭৬৫
गङ्गायाः पश्चिमेभागे तौरे वेलुड़ संज्ञके।
बभूव येन वित्तेन श्रीरामकृष्ण मन्दिरं ॥ ৭৬৬

अन्तर्लोलायां १०म अः

अत्युच्च गगनस्पर्शी सुन्दरः सुमहान मठः ।
तस्याः श्रीखामिजौ प्रतिपात्सल्य मावमुत्तमं १६७
दृष्ट्वाति सारल्य मतिः सारदानन्द आदरात् ।
श्रीरामकृष्ण देवस्य भक्तायां मस्तकोपरि ॥ १६८
प्रभोः पवित्रास्थि पात्रं स्पर्शयामास मुक्तिदं ।
येन तस्या वर्द्धितामूद् गुरोर्भक्तिर्गरीयसी ॥ १६९
पाश्चात्य नरनारीणां नास्ति शौचं न विद्यते ।
भक्तिमत्यामपिह्यस्यां नास्ति शौचं मनागपि ॥ १७०

"When Belur Math was founded by Swamiji, an American lady who was much attracted to the life and teachings of Sri Ramakrishna, made a gift of a huge amount of money to the great satisfaction of Swamiji. With this money, the temple at Belur Math with the image of Shri Ramakrishna has been built and founded on the west bank of the Ganges. Saradananda Maharaj made her touch the holy ashes of Thakur to achieve manifold increase of her devotion to Thakur. The people of Western countries do not mind purification of body. Though the American lady was very pious, she did not observe the rules of purification of body. 164 to 170

বঙ্গানুবাদ :—

স্বামিজী যে সময় বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময় রামকৃষ্ণানুরাগিনী লোকবিখ্যাতা মার্কিনদেশ বাসিনী ওলিবুল নাম্নী রমণী বিপুল অর্থদানে স্বামিজীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ১৬৪।১৬৫

সেই অর্থেই বেলুড় নামক জনপদে গঙ্গার পশ্চিম তীরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব মন্দির ও উত্তম বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৬৬

স্বামিজীর প্রতি ওলিবুলের অত্যুত্তম অপত্য স্নেহ দেখিয়া অত্যন্ত সরল মতি সারদানন্দ মহারাজ ঠাকুরের পরম ভক্ত ওলিবুলের মস্তকোপরি সসম্ভ্রমে সমাদরপূর্ব্বক মুক্তিদায়ক পবিত্র অস্থিপাত্র স্পর্শ করাইয়াছিলেন। সারদানন্দ মহারাজের তখন এইরূপ মনে হইয়াছিল যে এই পাশ্চাত্য রমণীর যাহাতে গুরুভক্তি গুরুতরভাবে বর্দ্ধিত হয়।

১৬৭ ১৬৮।১৬৯

পাশ্চাত্য নরনারীদের বাহ্যশুচি বলিয়া কিছুই নাই। অতএব ওলিবুল অত্যন্ত ভক্তিমতী হইলেও ইহার বাহ্যশুদ্ধি বলিয়া অত্যল্পও নাই। ১৭০

যদ্যপি ভারতীয়ানাং শুচিত্বমত্যলৌকিকং।
অত স্তস্যা নিগায়াং যোঠাকুর: স্বামিজীং প্রতি ॥ ৭৭১
স্বপ্রাদেয়ং চকারেষ মাকুরু ত্বং যদা তদা।
যস্মৈ তস্মৈ ন দেয় মে বিগ্রহং স্বর্গতং ক্বচিৎ ॥ ৭৭২
তদবধি তত্ পুতাস্থিপাত্রং পরম মঙ্গলং।
কৃপাপূতৈ: প্রভোর্মস্তে রক্ষিতং বৈদিকান্তরৈ ॥ ৭৭৩

अन्त्यलीलाया १०म अः

नित्य मद्यापि तत् पात्रमुद्दिश्य वेदिकोपरि ।
तत् स्वरूपं मन्यमानै स्तद्भक्तैः पूजितं भवेत् ॥ १७४
बहिराणीय तत् पात्रं पूजितं प्रतिवत्सरं ।
भवेत् सम्मोतये तस्य तज्जन्म तिथि वासरे ॥ १७५
यस्य दर्शनमात्रेण जनाः सन्ति निरामयाः ।
संसारसागरोत्तीर्णा स्तद्भक्ता नात्र संशयः ॥ १७६

इति श्रीरामेन्द्र सुन्दर विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारम हंस्यां संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्ण देवस्य स्वधाम प्रवेशः तदस्थि स्थापनादिरूपोऽन्त्यलीलायां दशमोऽध्यायः ॥ १०

"The Indians always purify their bodies and clothes before they start their holy services and worship. On that night Thakur himself appeared before Swamiji in his dream and said, "Do not commit such things over again, nor allow one and all to touch my holy remains." From that time onwards it is being carefully preserved inside an altar. The devotees place their offerings on the altar. The holy remains are placed outside only for a day in the year on the occasion of Birth anniversary of Thakur. The very sight of this holy thing removes all sins, worries and troubles and causes salvation. 171 to 175

Here ends the tenth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. 10

অন্ত্যলীলায়াং ১০ম অঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভারতবাসীদিগের যেরূপ অপূর্ব্ব বাহ্যশুদ্ধি দেখা যায় বা আছে তজ্জন্য ঠাকুর সেইদিন রাত্রিকালে স্বয়ং স্বামিজীকে স্বপ্নে আদেশ করিয়াছিলেন। ১৭১

এরূপ আচরণ যখন তখন করিও না। এবং আমার বিগ্রহ যাকে তাকে স্পর্শ করাইবে না। এই জন্য সেই সময় হতে পরম মঙ্গলময় পবিত্র অস্থিপাত্র ঠাকুরের আদেশানুসারে পবিত্র ভক্তবৃন্দ একটি বেদিকার অভ্যন্তরে রক্ষা করিতেছেন। ১৭২।১৭৩

অদ্যাবধি সেই অস্থিপাত্রটিকে ঠাকুরের স্বরূপ মনে করিয়া বেদিকার উপরিভাগে অস্থিপাত্রটির উদ্দেশ্যে ভক্তবৃন্দ নিত্য পূজা করেন। ১৭৪

ঠাকুরের বিশেষভাবে প্রীতির জন্য জন্ম তিথি দিবসে প্রতিবৎসর মাত্র একদিনের জন্য সেই অস্থিপাত্রটিকে বাহিরে আনিয়া পূজা করা হয়। ১৭৫

যে পাত্রটীর দর্শনমাত্রে নরনারীগণ সর্ব্ব সন্তাপ হইতে বিমুক্ত হন। এবং ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ সকল অনায়াসে সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়েন। এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৭৬। ১০ অঃ মঃ।

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বধাম প্রবেশ এবং তাঁহার দিব্যাস্থি স্থাপনাদি অন্ত্যলীলার ১০ম অধ্যায় বলা হইল। অঃ ১০

অন্ত্যলীলায়াং ১১শ অধ্যায়

দেব দানব গন্ধর্ব্ব দৈত্য নর রাক্ষসাঃ।
সর্ব্বে তপঃপ্রভাবেন কাম্যং বিন্দন্তি যস্য যৎ ॥ ১
তপসা সৃজতি ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ পালন মস্তিধৃক্।
হরোহরতি নিত্যং হি তপ এব পরং বলং ॥ ২

तपोमयं तपोराशिं तपो मूर्त्तिं तपात्मकं ।
तपसैव सृजस्तेन विन्दन्ति परमं पदं ॥ ३
यशः सौख्यं धनं पुत्रं ज्ञानं विज्ञानमेव च ।
प्राप्नुवन्ति महात्मानो जगाः सर्व्वं तपस्यया ॥ ४
भगवानपि विश्वात्मा सर्व्वकामवरेश्वरः ।
तपश्चरति नित्यं हि ब्रह्म रुद्रादि देवतैः ॥ ५
स्व स्वाधिकार रक्षार्थं कुर्व्वन्ति तप उत्तमं ।
कृतादियुगपर्य्यायेऋषीनां पुण्य आश्रमः ॥ ६

Gods, men, demons, Gardharva and Rakshasas achieve their ends through penance. It is through penance that the Creator creates, Vishnu reigns and Hara destroys. So penance is the source of all power. Fame, fortune, friendship, progeny, knowledge, wisdom and even salvation can be acquired through penance. Gods perform penance to maintain their power. The hermitage of the ascetics was the seat of penance in the three Yugas prior to Kali Yuga. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

দেবতা মনুষ্য দৈত্য দানব গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস প্রভৃতি সকলেই তপস্যার প্রভাবে যাহার যে কামনা তাহা পায়। ১

সৃষ্টিকর্ত্তা তপস্যার প্রভাবেই সৃষ্টি করেন। বিষ্ণু তপস্যার প্রভাবে পালন করেন এবং রুদ্রদেবও তপস্যার প্রভাবে সংহার কর্ত্তা হন্। অতএব তপস্যাই পরম বল। ২

अन्त्यलीलायां ११श अः

উত্তম তপস্যা দ্বারাই তপোময় তপোরাশি তপোমূর্ত্তি স্বরূপ হইয়া ভগবানের পরমপদ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন। ৩

মহাপুরুষগণ তপস্যাদ্বারা যশ আনন্দ ধন পুত্র জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। ৪

সর্ব্ব কামনা পরিপূরণে সমর্থ জগৎ পিতা ভগবান ও নিত্য ব্রহ্ম রুদ্রাদির সহিত তপস্যা করেন। ৫

নিজ নিজ অধিকার রক্ষার জন্যও অন্যান্য দেবতাসকল তপস্যা করেন। সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে জ্ঞান ও সংসারের পরপারে অবস্থিত ঋষিগণের আশ্রমই তপস্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার পবিত্র স্থান ছিল। ৬

तपसो ब्रह्मविद्यायाः क्षेत्रमासीत् सुनिर्म्मलं ।
बौद्ध युगे सौगतानामालयो धर्म्म मन्दिरं ॥ ७
शङ्करस्य भगवतः शुभाविर्भावितः परः ।
धर्म्मस्थानं मठ इति व्याहृतं ब्रह्मवादिभिः ॥ ८
ततोऽनार्य्य जातीयानां राज्ञां शासनतः सुराः ।
भयभीता. सदासर्व्वे शास्त्राचार सुरक्षणे ॥ ९
शैथिल्यभावमाप्तास्ते प्राणपाति परिश्रमैः ।
धर्म्म सरक्षणार्थाय कोचिद्ब्राह्मणपण्डिताः ॥ १०
नवद्वीपे रामनाथ जगदीश गदाधराः
सर्व्वे वैषयिकं भावं स्त्यक्त्वा शास्त्रानुशीलिनः ॥ ११
चतुष्पाठीति संज्ञां ते प्रदाय वेदरक्षकाः ।
धर्म्मस्य विमलं स्थानं कृतन्तैस्तत्र पण्डितैः ॥ १२

In the era of Buddhism, the Buddhist institutions were the seat of penance. During the regime

of Sankaracharya many such institutions called Matha were established. Thereafter, being afraid of non-Hindu rulers great thinkers and pandits like Ramanath, Jagadish and Gadadhar established such institutions called Chatuspathis in Navadwip to preserve Hindu religion and culture. 9 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

বৌদ্ধযুগে সৌগতদিগের অর্থাৎ বৌদ্ধসন্ন্যাসিদিগের বাসস্থানই ধর্ম্ম মন্দির বা তপস্যার স্থান ছিল। ৭

ভগবান শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পর ব্রহ্মবাদি সন্ন্যাসি সকল মঠ বলিয়া ধর্ম্মস্থানের নামকরণ করেন। ৮

তৎপরে অনার্য্য জাতীয় রাজন্যবর্গের ভয়ে ভীত হইয়া সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বেদোক্ত ধর্ম্ম ও সদাচার রক্ষার্থে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নবদ্বীপে রামনাথ জগদীশ গদাধর প্রভৃতি ধর্ম্মযাজকগণ বৈষয়িক ভাব বিস্মৃত হইয়া ধর্ম্মের ও শিক্ষার সর্ব্বোত্তম স্থান চতুষ্পাঠী নাম রাখিয়াছিলেন। ৯।১০,১১।১২

बहु शिष्यावृताः सर्व्वे सर्व्वशास्त्रविशारदाः।
सर्व्वेषां शान्तिलाभाय सद्धर्म्म पालनाय च ॥ १३
यावज्जीवं पण्डितास्ते शास्त्रचर्च्चा प्रसङ्गतः।
भगवन्तं समाश्रित्य परां गतिमवाप्नुयुः ॥ १४
अतः श्रीभगवानाह सव्यसाचिनमाहवे।
यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्त्तते कामकारतः ॥ १५

ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন সুখং নপরাং গতিং।
তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণন্তে কর্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ॥ ৭৬
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি।
গ্রিচ্ছাদান ভগবতা ন কেবলং কৃতং স্বয়ং॥ ৭৭
ব্রহ্মনারায়ণ রুদ্রা: সৃষ্টি স্থিত্যন্তকারিণ:।
তত্তৎ স্থান স্থিতা: সর্ব্বে তপর্য্যেরলৌকিকং॥ ৭৮

Great pandits devoted themselves to the study and teaching of Shastras for the peace and happiness of humanity. It was said by Lord Krishna to Arjuna in the battle-field, "One who disregards the instructions of the religious codes cannct attain peace and happiness. Everybody should. therefore, act according to the rules and regulations of Shastras" God not.only imparted teachings but also perform penance methodically. 10 to 18

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সকল চতুষ্পাঠীতে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতবর্গ সর্ব্বদা বহু ছাত্র অধ্যাপনা করাইয়া সাধারণের শান্তিলাভ ও সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ভগবদুদ্দেশ্যে যাবজ্জীবন শাস্ত্র চর্চ্চা প্রসঙ্গে উত্তম গতি লাভ করিয়াছেন। ১৩।১৪

এই জন্যই স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক নিজের ইচ্ছামত ধর্ম্ম কর্ম্ম করে সেই ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ সুখশান্তি এবং সদ্গতি লাভও করিতে পারে

অন্ত্যলীলায়াং ৭৭শ অঃ

না। অতএব সৎ অসৎ কার্য্য যাহা কিছু কর না কেন তাহা শাস্ত্র-সঙ্গতই করিবে। অতএব শাস্ত্রানুসারে কার্য্য কর। ১৫।১৬

ভগবান কেবলমাত্র শিক্ষাদানই করিয়াছেন তাহা নয় তিনি নিজে ব্রহ্মা ও রুদ্রাদির সহিত সকলেই নিজ নিজ অভিলষিত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক অলৌকিক তপস্যা করিয়াছিলেন। ১৭।১৮

योऽसौ श्रीभगवाननादि निधनः सर्व्वेश्वरश्चिन्मयः
पूज्यात् पूज्यतमः सुखैकनिलयः सर्व्वार्थदः श्रीहरिः।
सर्व्वांस्तद्विमुखाञ्जनान् करुणयाकर्त्तुं सुभक्त्यन्वितान्
धृत्वा योगतनुं तपश्चरति वै बद्रीविशालां श्रितः। १९
तद्वद्दाहसरोवरैकवसतिं कृत्वेश्वरः शङ्करः
जप्त्वा श्रीहरिनाम मन्त्रममलञ्चाभूत्तपस्या रतः।
श्रीदुर्गापि कुमारिकाख्य जलधेस्तीरस्थिताः शाम्भवं
कौमारीं तनुमाश्रिता कृतवती तीव्रं तपोऽलौकिकं॥ २०
एकदा ठाकुरेणोक्तं वृक्ष पर्व्वत सन्निधौ।
लीलाक्षेत्रं भगवतो भवेन्नैव कदाचन॥ २१
लीलामयः श्रीभगवान स्वभक्तैः सह सर्व्वदा।
करोति विविधां लीलां जगन्मङ्गल हेतवे॥ २२

God who is the source of all power and knowledge is observing penance in the shape of Badri Narayana. So also Lord Sankara is chanting holy names in the great burning ghat of Manikarnica; and Goddess Sankari is performing austere penance at Cape Comorin. It was once

said by Thakur that God does not rest on a tree or a mountain but appears among his devotees to serve his own end. 19 to 22

বঙ্গানুবাদ :—

যাঁহার আদি অন্ত নাই এবং যিনি সর্ব্বেশ্বর জ্ঞানস্বরূপ একমাত্র আনন্দের আধার ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মুক্তিদাতা পূজনীয় হইতেও অতি পূজনীয়তম এই ভগবানও বদ্রীনারায়ণরূপে বদরিকাশ্রমে যোগদেহ ধারণ পূর্ব্বক আজ পর্য্যন্তও তপস্যা করিতেছেন ১৯

সেইরূপ ভগবান দেবাদিদেব শঙ্করও মহাশ্মশানে মনিকর্ণিকায় হরিনাম মহামন্ত্র জপ করিয়া তপস্যারত আছেন। এবং আদ্যাশক্তি ভগবতী শঙ্করীও কুমারিকা নামে সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক কন্যাকুমারী মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক অতি কঠোর অলৌকিক শৈব ব্রত করিতেছেন। ২০

ঠাকুর এক সময় বলিয়াছিলেন বৃক্ষে বা পর্ব্বতে ভগবানের লীলা-ক্ষেত্র বলিয়া কিছুই নাই। লীলাময় ভগবান জগতের মঙ্গলের জন্য নিজ ভক্তবৃন্দের সহিত আবির্ভূত হইয়া নানাবিধ লীলা করেন।

২১।২২

রসস্বরূপো ভগবান্ লীলা তস্য রসাত্মিকা।
অত স্তদ্রসসম্ভোগী ভক্তা এবাধিকারিণঃ॥ ২৩
ভগবদ্ভাবনাযুক্তা স্ত্বেব মহিমান্বিতাঃ।
মাহাত্ম্যস্য ভগবতঃ প্রচারে পটবঃ সদা॥ ২৪
প্রায়েন দৃশ্যতেচৈব মানবাঃ সর্ব্বেএব হি।
বহির্বিষয় সংলিপ্তান পশ্যন্ত্যন্তরাশয়ং॥ ২৫

অন্ত্যলীলায়াং ৭৭শ অঃ

যাসুধাভ্যন্তরে ভাতি মানবানাং বিশেষতঃ।
দেহ ব্যাবৃত্তিকালেঽপি পাতুং নেচ্ছন্তি তাং জনাঃ ॥ ২৬
পরন্তু ন দ্রষ্টুমপি শক্নুবন্তি দুরাশয়াঃ।
বোধার্থং ভক্তবর্গানাং পুনরন্যদিনে প্রভুঃ ॥ ২৭
উদ্দিশ্য ভগবল্লীলামত্রবীদনুকম্পয়া।
যদা বিরাজতে ভগবাল্লীলার্থমবনৌ তদা ॥ ২৮
তদৈব দেবতাবর্য্যাস্তল্লীলাস্বাদ হেতবে।
স্বং স্বং লোকং পরিত্যজ্য তত্রৈব মিলিতাশ্চিরং ॥ ২৯

The devotees can understand the ways of God and can feel and express the glory of God. Men see through their senses and are incapable of realising the unseen ways of mind and soul. Men who are addicted to earthly pleasure do not like to have a taste of the divine joy which is enshrined in the soul of every living being. Thakur once told his disciples that when God manifests Himself with a purpose, Brahma, Shiva, Indra and other gods come down from their respective abodes to associate themselves with God to add to their knowledge of the ways of God, 20 to 29

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান রসস্বরূপ তাঁর লীলাও রসময়ী অতএব শ্রীভগবানের লীলারসের আস্বাদনে ভক্তসকলেই অধিকারী। ২৩

अन्त्यलीलायां ११श अः

भगवद्भक्तसम्भूत आसीत्तत् प्रीति हेतवे ।
मह्यं शुश्रूषवे गानं मातुः श्रावयतीच्छया ॥ ३४
पितास्य विश्वनाथाख्य दत्तवंश समुद्भवः ।
अनाड़म्बर दाता सौ पात्रापात्रे विचार्य्य न ॥ ३५
प्रार्थिभ्यो दत्तवान्नित्यं वित्तं यत् कृच्छ्र सञ्चितं ।
यदि कश्चिज्जनोऽप्येवमपात्रमवलोक्य च ॥ ३६

Where God appears in human frame, His so-called friends and relations give up their earthly attachments and dedicate themselves to the will of God. Thakur also told that Narendra was no ordinary devotee. He was of divine origin. He was Narayan in human form. He would sing holy songs to me to please the Goddess. The father of Narendra was Biswanath Dutta who was a great philanthropist. He would give away his hard-earned money to the beggars and the needy. 30 to 36

বঙ্গানুবাদ :—

এবং যে স্থানে অবির্ভূত হন সেই সকল আত্মীয় বন্ধুবান্ধব নিজ নিজ নিজ গৃহ বিত্তাদি সমস্ত প্রিয় বস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের সেবক হইয়া বা বিক্রীত দাসবৎ হইয়া একমাত্র ভগবানের পাদপদ্মকেই আশ্রয় করিয়া ধন্য হয়। ৩০

অন্ত্যলীলায়াং ৭৭শ অঃ

অতএব এই শেষ যুগে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য অবতার তুল্য লীলা সহচর নরেন্দ্রাদি ভক্তবৃন্দ সকল ইহারা সকলেই দেবতা মানুষ নয় একথা ধ্রুব সত্য। ৩১

ভক্তবৎসল ভগবান আর একদিন বলিয়াছিলেন নরেন সাধারণ ভক্তের মত নয়। ৩২

নরনারায়ণ ঋষির যিনি নররূপি নারায়ণ মহামায়ার অনুগ্রহে সেই নররূপই নারায়ণই এই নরেন্দ্র ইহার ভগবদংশে জন্ম ভগবতীর প্রীতির নিমিত্ত এবং জগদম্বার ইচ্ছায় আমার সেবা এবং আমাকে মায়ের গান শোনাইতেছে। ৩৩।৩৪

এই নরেনের পিতা দত্তবংশোদ্ভব বিশ্বনাথ নামে বিখ্যাত ইনি পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া অহঙ্কারশূন্য দাতা ছিলেন। ৩৫

বহুতর কষ্টে যে সকল অর্থ সংগ্রহ করিতেন সেইসকল অর্থ প্রর্থনাকারী বা ভিক্ষুকদিগকে দান করিতেন। ৩৬

वदत्यस्मै कथं दत्तमपात्राय धनं त्वया।
तदा तदुत्तरं वाक्यमुक्तं तेन महात्मना ॥ ३७
संसारोऽयं दुःखपूर्णोमद्वित्तेन क्षणं यदि।
आनन्दं विन्दते प्रार्थी न तत्र विघ्नमाचर ॥ ३८
भुवनेश्वरी माता स्य साक्षात् श्रीभुवनेश्वरी।
देवद्विज भक्तिमती भगद्भूतधारिणी ॥ ३९
अयं निजः परो वेतिन जानाति महीयसी।
यस्य मातुः पितुश्चैव मोदार्य्यं मनसो महत् ॥ ४०
तत् पुत्र यशसा धन्या धरणी हि भविष्यति।
आविर्भाव पुर्व्वाभासाल्लक्षितमस्य सज्जनैः ॥ ४१

অন্তরলীলায়াং ১১শ অঃ

অনেকৈরেব বিজ্ঞাতং বারাণস্যাং বিরাজিতঃ।
বীরেশ্বরো মহাদেবো হ্যপুত্র পুত্রদায়কঃ ॥ ৪২
নাবলোক্য পুত্র মুখং মাতা শ্রীভুবনেশ্বরী।
আরোধয়া কিলাদেশাৎ কলসগত সংখ্যকৈঃ ॥ ৪৩

If anyone of his relatives would say, "Why do you give your money to a person who does not deserve it?" In reply he would say, "The world is full of miseries. If anybody feels happy for a moment with my money, you should not object to it." The mother of Narendranath was Bhubaneswari. She was very pious and unselfish. It is therefore, no wonder that Narendranath whose parents were so pious and generous would rise to the summit of fame tn this world. Before the birth of Narendra it was felt by many that his parents would have a great son born to them. There is the image of Bireswar Mahadev in Benaras. Men and women worship Bireswar Mahadev to have a child born to them. As Bhubaneswari had no son, she poured one hundred jars of Ganges water on Bireswar. 37 to 43

বঙ্গানুবাদ :—

যদি কোন আত্মীয় বলিতেন এ লোকটি অতি অসৎ পাত্র ইহাকে কেন ধন দিতেছেন। তাঁহার কথা শুনিয়া বিশ্বনাথ বাবু বলিতেন দেখুন সংসার দুঃখময় আমার এই যৎকিঞ্চিৎ অর্থদ্বারা এই লোকটি যদি ক্ষণকাল আনন্দ লাভ করেন সে বিষয়ে আপনি বাধা দিবেন না।

নরেন্দ্রের মাতা ভুবনেশ্বরী ত্রিলোকের ঈশ্বরী ভগবতী জগদম্বার মত দেবতা ব্রাহ্মণে অচলা ভক্তি ভগবদ্ব্রতধারিণী অলৌকিক গুণবতী। ৩৯

ইনি আমার প্রিয় ইনি আমার অপ্রিয় এরূপ ভেদবুদ্ধি কিছুমাত্র ছিল না অর্থাৎ সকলকেই সমানভাবে দেখিতেন। অতএব যে নরেনের পিতা মাতার এইরূপ উদার স্বভাব তাঁহাদিগের পুত্রের সদ্‌গুণে পৃথিবী যে ধন্যা হইবেন এ বিষয়ে বলিয়ার কিছুই নাই। ম০

এই নরেনের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে সজ্জনগণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং অনেকেই জানেন বারানসী ক্ষেত্রে অপুত্রক জনের পুত্রদায়ক বীরেশ্বর নামে একটি শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছেন। ৪১।৪২

গঙ্গাজলৈঃ পূর্য্যমানৈঃ শ্রী বীরেশ্বর সংজ্ঞকং।
শিবলিঙ্গং স্নাপয়িত্বা কৃতকৃত্যা বভূব সা ॥ ৪৪
ততঃ পুত্রোঽভবত্তস্যা জগন্মঙ্গল কারকঃ।
সাক্ষাদ্রুদ্রাবতারস্য রামদাসস্য সন্নিভঃ ॥ ৪৫
নামাস্য সাদরেনোক্তং বীরেশ্বর বীরে বিলে।
তথাপ্যস্মদাগমনস্য সময়েঽস্য মহামতিঃ ॥ ৪৬
শ্রীনরেন্দ্র নাথ ইতি স্বয় নামাকরোৎ পিতা।
পুত্রোঽয়মুদিত স্তস্য কন্যা চতুষ্টয়াৎ পরং ॥ ৪৩
অতোঽয়মর্ভকঃ পিত্রো র্বভূবাদরভাজনং।
অত্যাদর লালিতত্বাদোপ্সিতং নো গতো যদি ॥ ৪৮
গৃহ দ্রব্যানি সর্ব্বাণি নিক্ষিপ্য চূর্ণয়িষ্যতি।
এষ দৌরাত্ম্যযুক্তোঽপি সুন্দরাকৃতি হেতুতঃ ॥ ৪৯
কেনাপি ন কিঞ্চিদুক্তং বচনং ভীতিদায়কং।
বীরেশ্বরস্য ভূতোঽয়মিত্যুক্ত্বা জননী যদা ॥ ৫০

'By this her desire was fulfilled and a great son like Mahabir, a great devotee of Ramachandra and incarnation of Rudra, was born to her for the wel-fare of the suffering humanity. Although he was lovingly called as Bireswar, Birey or Biley, he was given the name of Narendranath at the time of rice-taking ceremony. Due to the birth of Narendra after four female issues, he was the most favorite of his parents. In his childhood he was so naughty that he used to break down household things if he was not given what he wanted. He was so beautiful in his appearance that none would utter any threatening words for the mischiefs. His anger would, however, be cooled down when her mother poured water on his head or feet, saying "This is a ghost of Lord Bireswar." 44 to 50

বঙ্গানুবাদ :—

মাতা ভুবনেশ্বরী পুত্রমুখ না দেখিয়া কোন একটি আত্মীয়া স্ত্রী-লোকের আদেশ মত গঙ্গার জলে পরিপূর্ণ একশত কলশ দ্বারা বাবা বীরেশ্বর মহাদেবকে স্নান করাইয়া ভুবনেশ্বরী সফলকাম হইয়াছিলেন।

৪৩।৪৪

অর্থাৎ সেই বীরেশ্বর শিবলিঙ্গের স্নানের পরই তাঁহার কৃপায় মাতা

ভুবনেশ্বরীর সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার রামদাস মহাবীরের তুল্য জগন্মঙ্গল কারক পুত্র নরেন হইয়াছিল। ৪৫

পিতামাতা আদর করিয়া বীরেশ্বর বীরে বিলে বলিয়া ডাকিলেও মহামতি পিতা অন্নপ্রাশনের সময়ে শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ এই নাম করণ করেন। ৪৬

বিশ্বনাথ দত্তের ৪টি কন্যার পর এই পুত্রটি ভূমিষ্ট বশতঃ এই বালক পিতা মাতার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন। ৪৭

অতি আদরের সহিত লালিত পালিত বশতঃ যদি ইচ্ছামত জিনিষ না পাইত তবে গৃহ দ্রব্য সকল ভাঙিয়া ফেলিত। ৪৮

এইরূপ দুষ্ট ভাবান্বিত হইলেও সুন্দর আকৃতিবশতঃ কেহই কিছু-মাত্র ভীতিপ্রদ বাক্য বালককে বলিতেন না। ৪৯

অন্ত্যলীলায়াং ৭৭ম অঃ

গত্বা তত্র রামসীতা ক্রীতা পুত্তলিকা রসাৎ।
গৃহমানীয় তাং ভক্ত্যা ভগিনীং সমপৃচ্ছত ॥ ৫৩

Learning from what was told by his mother he felt proud that he was a ghost of Lord Bireswar. He would happily move about riding on the shoulder of his father's stabler. There was a temple belonging to a famous rich man near the house of Narendra. Once during the Shiva Puja Festival, Narendra went to see the fair and bought a doll of Ram-Sita. On returning home he asked his sister. 51 to 57

বঙ্গানুবাদ :—

মা যখন নরেন্দ্রের ক্রোধ নিবারণের জন্য এটা বীরেশ্বর ঠাকুরের ভূত বলিয়া মস্তকে বা দুই পায়ে জলঢালিয়া দিতেন। তৎক্ষণাৎ আর কিছুমাত্র ক্রোধ থাকিত না। ৫০।৫১

মাতৃ স্তন্যে দেহপুষ্টি বশতঃই মাতার কথার অনুসারে নরেন্দ্র নিজেকে বীরেশ্বর দেবতার ভূত বলিয়া মনে করিয়া গর্ব্ব করিতেন। ৫২

নরেন্দ্র পিতার অশ্বরক্ষকের স্কন্ধেই চড়িয়া আনন্দে এখানে ওখানে বেড়াইতেন। ৫৩

নরেন্দ্রের বাড়ীর নিকটে সুপ্রসিদ্ধ ধনবানের একটি মন্দির আছে। তিনি কায়স্থ কুলরত্ন বহুতর সৎকর্ম্মকারী মহাত্মা রামদুলাল সরকার ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে গাজন উৎসবের দিনে পঞ্চম বর্ষীয় বালক নরেন্দ্র সেই স্থানে যাইয়া রামসীতার মূর্ত্তি পুতুল খরিদ করিয়া

भक्तिपूर्ब्बक आनिया गृहে প্রবেশ মাত্রে ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৫৪ ৫৫।৫ ।৫৭

अनयोरस्ति किं पुत्रः कन्या वा यस्ति चेदृदं।
नरेन्द्रे नैवमुक्ता सा भगिनी भ्रातृवत्सला ॥ ५८
उवाचास्तिद्वयं पुत्रं कुशीलवेति संज्ञकम्।
श्रुत्वैव श्रीनरेन्द्रस्तु भगिनीं पुनरब्रवीत् ॥ ५९
यदेदृग् देवता नाम यस्य नास्ति सुतादयः।
अथवा पुत्र गेहादिं स्त्यक्त्वा योगरतः सदा ॥ ६०
श्रुत्वैव त्यागवार्त्तां सा भगिनी बालकात्यतः।
क्षणं वाक्शून्यतामाप किमेतदित्य चिन्तयत् ॥ ६१
ततो धैर्य्ययुता प्राह भ्रातरं सस्मितं वचः।
अस्ति योगीश्वरो योगी हिमाद्रि तनया पतिः ॥ ६२
सर्ब्बस्वं सम्परित्यज्य श्मशानालय मध्यगः।
अनन्य चेताः सततं करोति हरि चिन्तनं ॥ ६३
भगिन्यामेवमुक्तायां शिवांश सम्भवः सुतः।
सत्क्षणात्तां यथैवमूर्त्तिमानाप्य महतोमहान ॥ ६४

"Have Ram-Sita any children?" His sister replied, "Oh yes, they have two sons named Kushi and Laba." At this Narendra said, "Tell me the name of such a god as has no issue or has left his family and dedicated himself to holy pursuits." His sister wondered at this strange query of Narendra and patiently said, "There is

Lord Shiva. the husband of Goddess Durga. who lives in the crematary ground dedicating himself to divine thoughts." On hearing this Narendra at once got an image of Shiva purchased from the fair and placed it before him 58 to 64

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই রাম সীতা ঠাকুরের পুত্রকন্যা আছে কি না আমাকে বল। নরেন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ভ্রাতৃবৎসলা জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিয়াছিলেন ইহাঁদের কুশী ও লব নামে দুইটি পুত্র আছে। এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্র ভগিনীকে পুনরায় বলিয়াছিলেন। ৫৮।৫৯

এইরূপ একটি দেবতার নাম কর যাঁহার পুত্র কন্যা কিছুই নাই। অথবা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা যোগযুক্ত থাকেন। ৬০

এইরূপভাবে সেই ভগিনী বালক নরেন্দ্রের মুখ হইতে তদ্রূপ ত্যাগের কথা শুনিয়া ক্ষণকাল অবাক হইয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন ইহা কি! অর্থাৎ বালক নরেন্দ্রের এইরূপ ভাব অত্যাশ্চর্য্য। ৬১

তৎপরে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বালক ভ্রাতাকে ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিয়াছিলেন। আছেন মহাযোগী শঙ্কর ইনি হিমালয়ের কন্যা দুর্গার স্বামী। ৬১

সংস্থাপ্য মন্মুখে স্বস্য সদ্ভাব ভাবিতাত্মনা।
পদ্মাসনে চোপবিশ্য নিমীল্য নয়নদ্বয়ং ॥ ৬৫
ভুজাভ্যাং ক্রোড়মাচ্ছাদ্য যোগীব ধ্যানমান্ মুদা।
পূজয়িত্বা যথাস্থানং ননাম দণ্ডবদ্ভুবি ॥ ৬৬

यदि कस्मिन्दिनेऽप्यस्य नरेन्द्रस्य शिवार्चने ।
विलम्बोजायते तावत्तज्ज्येष्ठा भगिनी द्रुतं ॥ ६७
तत्रागत्य तदीयं सा विधृत्य करपल्लवं ।
गृहाभ्यन्तर मानीय भ्रातरं समभोजयत् ॥ ६८
तथा श्रुत्वा नरेन्द्रोऽयं शङ्करं गञ्जिकारतम् ।
धान्यड्गच्च समानीय तड्गूमं पीतवान् स्वयं ॥ ६९
नीतिविद्विदुषः पुत्रो यतोऽयं पण्डितो भवेत् ।
इत्याशया चतुर्वर्षात् परमेव सुपण्डितः ॥ ७०
विद्यारम्भं कुमारस्य कारयामास तत् पिता ।
विशिष्ट सम्भ्रमवतो विशुद्धवंश सम्भवात् ॥ ७१

He sat before the image with his eyes closed and hands placed on his breast. He worshipped it and bowed down with great devotior. On the day Narendra would be busy with the image for a very long time, his eldest sister would take him into the room and feed him. Narendra came to know that Lord Shiva smoked ganja. So he would light straw and smoke it. With the hope that Narendra, being the son of a lawyer, would be a great scholar, his father initiated him in reading and writing at the age of five years.

65 to 71

বঙ্গানুবাদ :—

এই মহাযোগী শঙ্কর সর্ব্বস্ব অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র গৃহ বিত্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা শ্মশানে বাস করিয়া অনন্য মনে শ্রীহরি নারায়ণের নাম জপ করেন। ৬৩

ভগিনী এইরূপ বলিলে শিবাংশসম্ভূত নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ সেই শিব মূর্ত্তি আনাইয়া মহান্ হইতেও অতি মহান নরেন্দ্র। ৬৪

নিজের সম্মুখে সেই শিব মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া শিবভাবে ভাবিত মনে পদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক দুইটি চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া ভুজদ্বয় দ্বারা ক্রোড়দেশ আচ্ছাদিত করতঃ যোগীর মত প্রফুল্লচিত্তে ধ্যানমগ্ন হইত। যথাযোগ্য জ্ঞানানুসারে পূজা করিয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। ৬৫।৬৬

যদি কোন দিন নরেন্দ্রের শিবপূজার জন্য অধিক বিলম্ব হইত জ্যেষ্ঠ সহোদরা সসব্যস্তে সেই পূজা স্থানে আসিয়া নরেন্দ্রনাথের দুইটি হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গৃহমধ্যে লইয়া যাইয়া নরেন্দ্রকে খাওয়াইত।

নরেন্দ্র শুনিয়াছিলেন শঙ্কর গাঁজা খান। তজ্জন্য নরেন্দ্রও ধান্য কাষ্টিকায় অগ্নিসংযোগ করিয়া সেই ধূম পান করিতেন। ৫৯

নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পুত্র নরেন্দ্র নিশ্চয় পণ্ডিত হইবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই পূর্ণ চারিবৎসর পরই পিতা বিশ্বনাথবাবু সুপণ্ডিতের দ্বারা নরেন্দ্রের বিদ্যারম্ভ করিয়াছিলেন। ৭০,৭১

আয়ন্তীনর সংসর্গং পুত্রং বিদ্যালয়ে পিতা।
পাঠার্থং নাদদাত্তং বৈ স্বগৃহে পর পণ্ডিতৈঃ॥ ৭২
সযত্নং শিক্ষয়ামাস বিদ্যালাভায় তস্য যৎ।
স্বীনরেন্দ্রো বদন্নিত্যং শিক্ষকং প্রতি বালকঃ॥ ৭৩

अन्तरङ्गलीलायां ११श अः

तिष्ठाम्यहं गत्वित्वात्रगत्यायामधुना भवान् ।
पाठ्यं यदस्ति मे तद्भो द्विवारं पठतु स्वयं ॥ ७४
तदूप श्रुतिमात्रेणाभ्यसनं मे भविष्यति ।
अनेनास्य श्रुतिधर लक्षणं सूचितं प्रभो ॥ ७५
एवं कतिपयाब्देषु गतेषु गुणवत्तरः ।
मेट्रोपलिटनित्याख्ये पाठगेहेऽतिनिर्मले ॥ ७६
विश्वविख्यात विदुषः श्रीविद्यासागरस्य हि ।
कियत्कालं पठित्वात्र प्रवेशिका परीक्षणे ॥ ७७
श्रोनरेन्द्रः समुत्तीर्य स्वथा तामाकु सेवने ।
अत्यन्तोऽप्यभवत्तस्मात् पाठागारावरोधनं ॥ ७८

To avoid company with boys of lower castes in the school, a good teacher was appointed for his education at home. Narendra would lie on his bed and ask the teacher to tell him the lesson twice so that he would commit it to memory. Thus he showed his power of extra-ordinary memory from his childhood. Gradually he passed the Entrance examination from the Metropolitan Institution founded by the great Pandit Iswar Chandra Vidyasagar. In the meantime he also became a habitual smoker, and would smoke in his reading room carefully closed and bolted.

72 to 78

বঙ্গানুবাদ ঃ—

নরেন্দ্রের সম্ভ্রমশালী বিশুদ্ধ বংশে জন্মবশতঃ পিতা সাধারণ পাঠশালায় ইতর বালকের সঙ্গ হইবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া নরেন্দ্রকে পাঠশালায় শিক্ষার জন্য দেন নাই। নরেন্দ্রের শিক্ষার্থে নিজ গৃহেই পণ্ডিতের দ্বারা যত্নপূর্ব্বক শিক্ষাদান করাইয়াছিলেন। ৭২

বালক নরেন্দ্র পণ্ডিতকে বলিতেন আমি এখন এইখানে বিছানায় শুইয়া থাকি আজ আমার পড়িবার বিষয় যাহা আছে তাহা আপনি নিজে দুইবার বলুন তাহা শুনিলেই আমার অভ্যাস বা মুখস্ত হইয়া যাইবে। ইহা দ্বারা নরেন্দ্রের শ্রুতিধরের লক্ষণ সূচিত হইয়াছিল।

৭৩।৭৪।৭৫

এইরূপভাবে কয়েক বৎসর গত হইলে মহাগুণশালী নরেন্দ্রের বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন নামক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া কিছুদিন ঐ স্থানে অধ্যয়ন করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ৭৬।৭৭

এবং তামাকু সেবনে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। প্রায়ই নরেন্দ্র যখন তখন নিজের পড়িবার ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তামাক খাইতেন।

৭৮

প্রায়ঃ রুদ্ধ্বা যদা তদা করোত্তামাকু সেবনং।
বিজ্ঞায়াস্য পিতা প্রাহ মন্যে মম সুতোঽধুনা ॥ ৭৯
দেবদেবী পূজনার্থং ঘৃণাহি দানকর্ম্মণি।
লিপ্তোঽভূত্তেন সদ্গন্ধোঽপ্যস্মাকং ঘ্রাণগহ্বরে ॥ ৮০
মৃদুমন্দং প্রবহতি গৃহদ্বারা সুতোঽপি চ।
নস্য বিদ্যোন্নতিং দৃষ্ট্বা ন কিঞ্চিদবদৎ পিতা ॥ ৮১

অন্ত্যলীলায়াং ৭৭শ অঃ

যানিকানি চ শাস্ত্রানি বহুনি কঠিনান্যপি।
একাগ্রতা বলেনৈব সুস্থস্য সময়ান্তরে ॥ ৮২
গদ্ধরাংশসম্ভবত্বাদভ্যস্তানি মহাত্মনা।
বয়োবৃদ্ধ্যা সমং তস্য ধর্ম্মভাবস্য বৃদ্ধিতঃ ॥ ৮৩
গডগডিতিসূচককণ্ঠং মধুর প্রীতিদায়কং।
সংস্মৃত্য শ্রীভগবন্তং প্রেম্না বদতি সন্ততং ॥ ৮৪
ভগবত্তত্ত্বব্যাখ্যানং ব্রাহ্মসমাজ সদ্মনি।
কৃতং পণ্ডিতবর্য্যৈ র্যৎতচ্ছ্রোতুমাগ্রহান্বিতঃ ॥ ৮৫

His father would jokingly say, "He must be offering holy smoke to his gods as we understand by the smell which comes to us even though the room is carefully closed from inside." Seeing his proficiency in education his father did not chastise him for his bad habit. He could learn very difficult subjects in a very short time. He became more and more religious-minded with his age. He would utter holy names with great devotion. He was always very eager to listen to the holy discourses of great scholars in the institute of Bramha Samaj. 79 to 85.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ জানিয়া পিতা রহস্য করিয়া বলিতেন। সম্প্রতি নরেন্দ্র দেবদেবী পূজার জন্য ধূপধুনা দিতেছেন তজ্জন্য গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ

অন্ত্যলীলায়াং ৭৭শ অঃ

হইলেও মৃদুমন্দভাবে আমাদের নাসারন্ধ্রে সদ্‌গন্ধ প্রবিষ্ট হইতেছে। নরেন্দ্রের বিদ্যোন্নতি দেখিয়া বিশ্বনাথবাবু কিছু বলিতেন না। ৭৯।৮০।৮১

শঙ্করাংশ সম্ভববশতঃ যে কোন কঠিন গ্রন্থ হইলেও একাগ্রতা বলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র সমস্ত অভ্যাস করিয়া ফেলিতেন। বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাবেরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। ৮২।৮৩

মধুর ও প্রীতিদায়ক ভগবানের নাম গড্ গড্ এইটি উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের নাম প্রায়ই বলিতেন। ৮৪

পণ্ডিতসকল ব্রাহ্মসমাজে ভগবত্তত্ত্ব বিষয়ে যাহা ব্যাখ্যা করিতেন শ্রীমান নরেন্দ্র সেই সকল পণ্ডিতের ভাষণ শুনিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইতেন। ৮৫

শ্রীনরেন্দ্র স্তত্রগত্বা শ্রুতবানন্তরান্তরা।
এতস্মাৎ কারণাদস্য ব্রহ্মভাবোদয়ো বভৌ ॥ ৮৬
দ্বিতীয় শ্রেণি শিক্ষায়াং যোগদানং যদাভবৎ।
তদাস্য পরমাত্মীয়ো রামদত্তেতি সংজ্ঞকঃ ॥ ৮৭
ঠাকুরস্য সমাপন্নং নীত্বা গচ্ছন্ মহামতিঃ।
ঠাকুরোঽপি নরেন্দ্রং তং স্বাত্মীয়ং সার্ব্বকালিকং ॥ ৮৮
লীলাসহচরং দৃষ্ট্বা দূতবানতিসম্ভ্রমং।
স্নিগ্ধবাক্যে নোবাচেদং গীতং কিং বিদিতং ত্বয়া ॥ ৮৯
ঠাকুরেণৈবমুক্তঃ শ্রীনরেন্দ্রঃ প্রত্যুবাচ তং।
গানমেকং বিজানামি ভবন্তং শ্রাবয়ামি তং ॥ ৯০
নিশম্যাধ্যাত্মিকং গানমতি প্রীতোঽভবৎ প্রভুঃ।
স্বাসনে স্বসুতমিব কারয়িত্বোপবেশনং ॥ ৯১
পস্পর্শ হৃদয় তস্য যোগযুক্তেন পাণিনা।
তদা তস্য নরেন্দ্রস্য প্রভোস্তদ্ যোগবৈভবাৎ ॥ ৯২

He was so influenced by the preachings of Bhamha Samaj that he lost his faith in idolatry. When he was a student of class II. he was taken to Thakur by one of his relatives, named Ram Dutta. Thakur realised the in-born greatness of the child and took him as one of his favorites. He lovingly asked Narendra if he could sing. Narendra answered affirmatively and sang a song. Thakur became much impressed and placed him on his seat and touched his brest to bestow divine power on him. 86 to 92.

বঙ্গানুবাদ :—

মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মসমাজে যাইয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যা মনোযোগের সহিত শুনিতেন। এই জন্যই এই সময় হইতে নরেন্দ্রের ব্রহ্মভাবের স্ফুরণ হইয়াছিল। ৮৬

এবং নরেন্দ্রের দ্বিতীয় শ্রেণী শিক্ষায় যে সময়ে যোগদান হইয়াছিল। সেই সময়ে নরেনের একজন আত্মীয় রাম দত্ত নামক বিচক্ষণ ব্যক্তি নরেন্দ্রকে ঠাকুরের নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন। ৭৮

ঠাকুরও নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া এইটি আমার নিজের পুরাতন আত্মীয় এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলার প্রধান সহচর মনে করিয়া অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত সমাদর করিয়াছিলেন। ৮৮

এবং অতি মনোরম বাক্যে বলিয়াছিলেন তুমি কি গান জান? ঠাকুর এইরূপ বলিলে নরেন্দ্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন: আমি একটি গান জানি তাহা আপনাকে শ্রবণ করাইতেছি। ৮৯।৯০

এইরূপ বলিয়া নরেন্দ্র একটি গান গাহিয়াছিলেন। প্রভু নরেন্দ্রের পরমার্থ বিষয়ক গান শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। এবং ঠাকুর নরেন্দ্রকে নিজের পুত্রের মত নিজাসনে বসাইয়া যোগযুক্ত করকমল দ্বারা নরেন্দ্রের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিলেন। ৯১।৯২

শুদ্ধচৈতন্য সম্পর্কান্মননো গতিরন্যথা।
জাতা যয়া জগৎসর্ব্বং দৃশ্যং স্থাবর জঙ্গমং ॥ ৯৩
বিলোনত্বং গতং স্বস্য দেহস্যাপি তথাভবৎ।
গৃহস্যাচ্ছাদনং নাস্তি সর্ব্বং শূন্যমিদং জগৎ ॥ ৯৪
শ্রীগুরোঃ কৃপয়া লব্ধা শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুং।
ব্রহ্মলোক স্থিতৈর্লোকং দৃশ্যং গত্বা সনাতনম্ ॥ ৯৫
অমৃতং শাশ্বতং দিব্যমনন্তং শিবদং শুভং।
মোক্ষপ্রদং হিরন্ময়ং ব্রহ্মানন্দ সুখাত্মকং ॥ ৯৬
এবমাদিগুণোপেতং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধামপরমং হরেঃ ॥ ৯৭
নহি বর্ণয়িতুং শক্যং কালৈঃ কল্পশতৈরপি।
অপি দ্রষ্টুং ন শক্নুবন্তে ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ॥ ৯৮
জ্ঞানেন শাস্ত্রমার্গেন দৃশ্যতে যোগি পুঙ্গবৈঃ।
তৎ স্থানমুপভোক্তব্যমচরব্রহ্ম সেবিনা ॥ ৯৯

By the divine influence of Thakur, Narendra turned over a new leaf. The visible world melted away. He felt himself bodyless. There was no ground, no floor, no room. He was in an empty void. Thus he attained divine reality which is rarely attained by life-long penance. 93 to 99.

অন্ত্যলীলায়াং ৭৭শ অঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই সময়ে ঠাকুরের যোগপ্রভাবে নরেন্দ্রের শুদ্ধ চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ রশতঃ মনের গতি অন্যরূপ হইয়াছিল। যাহাতে পরিদৃশ্যমান স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎ লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং নিজের দেহেরও অস্তিত্ব ছিলনা। যেখানে বসিয়াছিলেন সেই স্থানের আবরণ বা গৃহাদি কিছুই ছিলনা অধিক বলা বাহুল্য সমগ্র জগৎ শূন্যময় হইয়াছিল। ৯৩।৯৪

শ্রীগুরুঠাকুরের কৃপায় বিশুদ্ধ ভগবদ্দেহ লাভ করিয়া সেই সময়ে ব্রহ্মলোকের ও উর্দ্ধলোকে দ্রুতগতিতে যাইয়া সনাতন অমৃত শাশ্বত নিত্য অনন্ত মোক্ষপদ পরমপদ হিরণ্ময় ব্রহ্মানন্দস্বরূপ এই সকল গুণ-বিশিষ্ট বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ যে স্থানে যাইলে পুনরায় এই নশ্বর জগতে আসিতে হয় না। ৯৫। ৬।৯৭

ভগবানের সেই পরম ধামের বর্ণনে কোটিকল্পকালেও কেহ সমর্থ হয় না। ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবতা সকলও যে ধামটি দেখিতে সমর্থ হয় না। ৯৮

যে স্থানকে শাস্ত্র পথাবলম্বনে জ্ঞানের দ্বারা যোগীশ্বরগণই দেখিতে সমর্থ হন। এবং সেই স্থানটি অক্ষর ব্রহ্মসেবকগণেরই সম্ভোগের যোগ্য। ৯৯

भगवद्भक्तियोगेन सर्व्वभोगविवर्जिताः।
प्रपश्यन्ति महाभागा भगवत्पाद सेवकाः॥ १००
तद्विष्णोः परमं धाम कृपया दृष्टवान् गुरोः।
यं न विदन्त्य धर्म्मिष्ठाः शठाभूतद्रुहः खलाः॥ १०१
योगारूढ़ा योगिनोऽपि प्रतिष्ठालोलुपा जनाः।
यत्र धाम्न्यमृतञ्चास्तिक्षेममप्यभयं त्रयं॥ १०२

अन्त्यलीलायां ११श अः

चिदानन्दमयी लीला विद्यते तत्र सर्व्वदा।
अपूर्व्वरूपलावण्या ब्रह्मरूपा सनातना ॥ १०३
यदाहं दृष्टवांस्तत्र प्रसन्नमुखपङ्कजं।
गुरुं तत्सन्निधावस्ति मम पूर्व्वकलेवरं ॥ १०४
तदाहं भीतिविभ्रान्तो गुरोःपादौ प्रगृह्य वै।
संक्रन्दन्नश्रुभिर्व्वाप्तो वदन्नित्थं वचो गुरुं ॥ १०५
अधुना कुत्र तिष्ठामि न जानामि कथञ्चन।
कृपया पूर्व्वरूपं मे दर्शय त्वं जगद्गुरोः ॥ १०६

It is only by the grace of one's preceptor that such divine experience is possible. The limitless ocean of eternal beauty and joy cannot be seen by the impious, cunning, cruel or crooked-minded, or even by yogis who desire fame or honour. The strangeness of this divine experience overwhelmed Narendra. He cried out to get back his earthly sense. 100 to 106.

বঙ্গানুবাদ :—

অথবা ভগবানের ভক্তিযোগ দ্বারা প্রাকৃতিক সর্ব্ব ভোগ পরিত্যাগী মহাভাগ্যবান ভগবানের পাদপদ্মের সেবকগণ গুরুকৃপায় সেই বিষ্ণুর পরম ধাম প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন। ১০০

এবং যে বিষ্ণুর পরম পদকে অধার্ম্মিক ধূর্ত্ত জীব হিংসাকারী এবং ক্রূর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় নাই। ১০১

অন্ত্যলীলায়াং ৭৭শ অঃ

এমন কি প্রতিষ্ঠালোভি যোগারূঢ় যোগিগণও দেখিতে পান নাই। যে স্থানে অমৃত ক্ষেম ও অভয় এই তিনটি বিদ্যমান আছে এবং চিদানন্দময়ীলীলা যে স্থানে সর্ব্বদা আছে সেই স্থানে অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য আনন্দনঘনবিগ্রহ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। ১০৩

এবং প্রসন্ন মুখারবিন্দ গুরুকেও দেখিয়াছিলাম। এবং সেই গুরুর নিকটে আমার পূর্ব্বের দেহও আছে। এই সকল দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভয়ে ভীত হইয়া গুরুর দুইটি পাদপদ্ম গ্রহণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে অশ্রু প্লাবিত হইয়া গুরুদেবকে এইরূপ বলিয়াছিলাম। ১০৪।১০৫

এক্ষণে আমি কোথায় আছি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হে দেব দেব আপনি দয়া করিয়া আমার পূর্ব্বদেহ আমাকে দিন। ১০৬

নিঃস্বার্থং স্নেহপূর্ণাস্তি মাতা মে পুত্রবৎসলা।
যৎ সর্ব্বস্বমহং স মে পিতাস্তি জন্মদো গুরুঃ। ১০৭
এবং কাতর্য্যং বচনং নিশম্য ভগবাংস্তদা।
কৃপয়োবাচ ভো পুত্র তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি মারতীং ॥ ১০৮
উক্ত্বা পুনর্মদ্ধৃদয়ং স্পৃষ্টমাত্রং তদৈব মে।
সঞ্জাতা চেতনা তাদৃক্ প্রাগ্ যাদৃগস্তি চেতনা ॥ ১০৯
তৎপ্রসাদীয় মোজ্যানি ভুক্ত্বা পীত্বা জলং ততঃ।
পুনঃ শ্রীরামদত্তেন সানন্দং গৃহমাগতঃ ॥ ১১০
সাক্ষাদ্ভগবতস্তস্য মমেদমাদ্য দর্শনং।
পূর্ব্বং পুণ্যং পুঞ্জ বলাদ ভব দ্রোমহর্ষণং ॥ ১১১

অন্ত্যলীলায়াং ৭৭য় অঃ

সত্যনিষ্ঠা নরেন্দ্রস্যবর্ব্বোক্তি সকলোপরি।
যদি ভূত ভয়ং কোঽপি শিশুং প্রতি প্রদর্শয়েৎ ॥ ৭৭২
শ্রুত্বৈবাচ নরেন্দ্রস্তং কথং সুবিতথং বচঃ।
পুনঃ পুনর্ব্রবীষিত্বং নেয়ং বদতি মানুষঃ ॥ ৭৭৩

Thakur again touched his breast and Narendra got back his earthly existence. He took some holy offerings and joyfully returned home with Ramadutta. This was the first meeting of Narendra with Thakur. Narendra loved truth and truthfulness. If anyone would try to make a child afraid of ghosts, he would at once forbid to speak of such false things. 107 to 113

বঙ্গানুবাদ ঃ—

নিঃস্বার্থস্নেহপূর্ণা পুত্রবৎসলা আমার মাতা আছেন। এবং আমিই যাহার সর্ব্বস্ব সেই আমার জন্মদাতা মহাগুরু পিতা আছেন। ১০৭

তখন ভগবান ঠাকুর নরেন্দ্রের এইরূপ কাতর বাক্য শুনিয়া হে পুত্র তিষ্ঠ তিষ্ঠ অর্থাৎ থাক থাক এইকথা কৃপা পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। ১০৮

এইরূপে পুনর্ব্বার আমার হৃদয় স্পর্শ মাত্রে তৎক্ষণাৎ আমার এই রূপ জ্ঞান হইয়াছিল পূর্ব্বে আমার দেহ দৈহিক সম্বন্ধে যেরূপ জ্ঞান ছিল। ১০৯

তৎপরে ঠাকুরের প্রদত্ত প্রসাদীয় দ্রব্য ভোজন পূর্ব্বক জল খাইয়া পুনর্ব্বার রামদত্তের সহিত উৎফুল্ল হৃদয়ে ঘরে আসিয়াছিলাম। ১১০

अन्त्यलीलायां ৭৭শ অঃ

আমার জন্ম জন্মান্তরের বহুতর পুণ্যবলে সাক্ষাৎ ভগবানের রোমহর্ষণরূপ এই প্রথম দর্শন হইয়াছিল। ১১১

ক্রমশঃই নরেন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যদি কেহ শিশু সন্তানকে ভূতের ভয় দেখাইত নরেন্দ্র শুনিয়া বলিতেন কেন তুমি অত্যন্ত মিথ্যাকথা পুনঃপুনর্ব্বার বলিতেছ। মানুষে এরূপ কথা কখনও বলে নাই। ১১২।১১৩

ठाकुरोऽप्यवद देवं शिष्यवर्ग समीपतः।
नरेन्द्रः सत्य सङ्कल्पः सत्यस्वरूपमीश्वरं ॥ ११४

करिष्यत्येव प्रत्यक्षं पश्यामि दिव्य चक्षुषा।
एवमयाचित कृपा भगवत्येव सम्भवेत् ॥ ११५

प्रवेशिका परीक्षायां समुत्तीर्णो यदा बभौ।
तदा मयाक्रान्त देहो विद्यागारे यथाक्षणे ॥ ११६

प्रवेष्टुं न समर्थोऽभू न्नरेन्द्रः सूच्चबुद्धिमान्।
न वृथा क्षपयिष्यामि कालं मत्वेति गायकं ॥ ११७

वेणी ओस्ताद नामक माहूय तस्य सन्निधौ।
अशिक्षत गीतविद्यां स्वर ब्रह्मविभूषितां ॥ ११८

मूर्च्छनाद्यालापवतीं गान्धारादिस्वरात्मिकां।
अनपेक्ष्यान्यविषयं प्राभ्यसद्गानमुत्तमं ॥ ११९

लोकातीतैकाग्रशक्त्या षण्मासाभ्यन्तरे सुधी।
गायकानां सभामध्ये प्रसिद्ध गायकोऽभवत् ॥ १२०

Thakur also said that Narendra always followed the path of truth, nay he was Truth itself, andhe

would surely realise God. After passing Entrance examination Narendra could not attend College for higher studies due to illness. Without idly wasting his time he began to learn music under the tutorship of Beni Ustad. Within six months he established himself as one of the famous singers of the times. 114 to 120

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর নিজে কোন সময়ে শিষ্যবর্গের নিকটে এইরূপ বলিয়াছিলেন। নরেন্দ্র সত্যসঙ্কল্প আমি দিব্যচক্ষুঃ দ্বারা দেখিতে পাইতেছি যে ১১৪

নরেন্দ্র সত্যস্বরূপ ভগবানকে নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করিবে বা সাক্ষাৎ দেখিতে পাইবে। এইরূপ অযাচিত গুরুকৃপা ভগবানেই সম্ভব হয়। ১১৫

প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণের পর কিছুদিন পীড়িত হইয়া যথা সময়ে কলেজে যাইতে পারেন নাই অত্যুচ্চ বুদ্ধিমান নরেন্দ্র বৃথা সময় নষ্ট করিব এইরূপ ভাবিয়া বেনী ওস্তাদ নামক শ্রেষ্ঠ গায়ককে ঘরে আনাইয়া তাঁহার নিকটে স্বরব্রহ্ম বিভূষিত। ১১৬।১১৭।১১৮

মূর্চ্ছনালাপসংযুক্ত রাগরাগিনীর সহিত গীতবিদ্যা শিক্ষা করেন। এবং গান্ধারাদি রাগস্বরূপা গীতি অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা না করিয়া একাগ্রচিত্তে গান অভ্যাস করিতেন। অলৌকিক একাগ্রতা বশতঃ নরেন্দ্র ছয়মাসের মধ্যে গায়ক সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি উত্তম গায়ক হইয়াছিলেন। ১১৯।১২০

दृष्ट्वैवन्तद् गीत गुरुरुवाच सादरं वचः ।
सन्ति मो गीत रत्नानि गुप्तानि यानि मद्धृदि ॥ १२१

सर्व्वानि तानि मत्तस्त्वं निःशेषेण गृहीतवान् ।
अत्रेदं सुरिभिर्भाव्यं स्वरग्रामं सदुर्गमं ॥ १२२

ब्रह्मज्ञानं भवेदेव तदायत्तं सुसाधनैः ।
गीत शास्त्रान्तरेचोक्तं नाद स्वरूप लक्षणं ॥ १२३

सच्चिदानन्द विभवात् सकलात् परमेश्वरात् ।
आसीत् शक्ति स्ततो नाद स्तस्माद्विन्दु समुद्भवः ॥ १२४

नादोविन्दुश्च बीजञ्च स एव त्रिविधो मतः ।
न नादेन विना गीतं न नादेन विना स्वरः ॥ १२५

न नादेन विना रागस्तस्मान्नादात्मकं जगत् ।
प्रायः शररसघटीकोलं भजन गीतिभिः ॥ १२६

श्रोत्रेन्द्र श्रीनरेन्द्रः कुरु ते मोहितं सदा ।
ठाकुरेणाप्येवमुक्तं न श्रुतं गानमीदृशं ॥ १२७

His tutor became astonished to see the most extra-ordinary talent of Narendra and said with high appreciation, "Oh Narendra, you have learnt whatever I had to teach you. It is held by great masters that proficiency in the art of singing depends on the knowledge of Bramha, the ultimate reality. In the code of musical art sound has been identified with Bramha. Power comes

from God, sound from power and Vindu from sound. Without sound, no tone or tune is possible. All this visible world is born of sound." Narendra could hold his audience spell-bound for long five to six hours. Thakur also said that he had not heard more finer song than that of Naren.

121 to 127

বঙ্গানুবাদ ঃ—

শিক্ষক মহাশয় নরেন্দ্রের এইরূপ অসাধারণ শক্তি দেখিয়া অত্যন্ত সমাদর করিয়া বলিয়াছিলেন। হে নরেন্দ্র গীতিবিষয়ক মহারত্নস্বরূপ অত্যন্ত গোপনীয় যে সকল আছে তুমি সেই সকল গুপ্তরত্ন আমার নিকট হইতে সকলগুলিই লইয়াছ। ১২১

অতএব পণ্ডিতগণের ইহাই চিন্তনীয় বিষয় যে সুকঠিন সুরগ্রামের আয়ত্ত কঠোর সাধনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরই হইয়া থাকে। গীত-শাস্ত্রে নাদস্বরূপের এইরূপভাবেই বলা হইয়াছে। ১২২।১২৩

পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে শক্তি হইয়াছে শক্তি হইতে নাদ হইয়াছে, নাদ হইতে বিন্দু হইয়াছে। নাদবিন্দুও বীজরূপে সেইটি তিন প্রকার প্রকাশিত হইলেও নাদ ভিন্ন রাগ স্বর গান কিছুই হয় না। অতএব সমস্ত জগৎই নাদস্বপ। ১২৪।১২৫

শ্রীমান্ নরেন্দ্র প্রায় ৫।৬ ঘণ্টা কাল ভজনগানে শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। ঠাকুরও বলিতেন নরেন্দ্রের মত গান আমি কখনও শুনি নাই। ১২৬।১২৭

श्रुत्वा गीतं नरेन्द्रस्य समाभ्यन्तर देवता ।
कुलकुण्डलिनी या सौ कुण्डलीरूपधारिणी ॥ १२८
सक्रोधं जाग्रतो भाति शान्तिरूपा सनातनी ।
साग्रक्ति में सहस्रारे शिवेन मिलिता यदा ॥ १२९
सदा. समाधिः सम्भूतः सर्वं ब्रह्मणि लीयते ।
उवाचेदं साग्रहेन साङ्गोपाङ्गादिभि र्हृतः ॥ १३०
भविष्यति ह्यवाचार्यः श्रीनरेन्द्रो भविष्यति ।
मन्येऽप्येवं नरेन्द्रस्य शास्त्रे दर्शन संङ्गके ॥ १३१
समहाननुरागोऽयमभवद् ज्ञानदायके ।
रेभारेण्ड हेष्टिमिति नामकः साहेबः सुधीः ॥ १३२
पाश्चात्य दर्शन ज्ञानी मानी विद्वत् सभासु च ।
विज्ञायेवं श्रीनरेन्द्रः पाण्डित्यं तस्य धीमतः ॥ १३३
जेनारेलेसेम्ब्ली नाम विद्यागारं प्रविश्य सः ।
अध्ययन प्रभावेन परीक्षान्यद्वयेऽपि च ॥ १३४

Thakur also said that Naren's song transported him to higher spiritual world and took away his consciousness of physical reality. He also predicted that Narendra would be a great religious preacher in future. It was also observed that Narendra had developed a special proneness towards Philosophy. Narendra came to know that Reverend Hastings had been honoured for his erudi-

tion in Western philosophy. He got his B. A. degree from the College of the General Assembly. 128 to 134

নরেন্দ্রের গান শুনিয়া আমার কুলকুণ্ডলিনী নামে ভিতরের দেবতা কুণ্ডলিনী রূপধারণ পূর্ব্বক সনাতনীশক্তি সক্রোধে জাগ্রত হইয়া প্রকাশিত হয়। যে সময়ে সেই শক্তি আমার সহস্রকমলে শিবের সহিত মিলিত হয়। ১২৮।১২৯

তৎক্ষণাৎ সমস্ত জগত ব্রহ্মে বিলীন হয়। এবং আমার সমাধি হয়। ঠাকুর আরও বলিয়াছিলেন বহুলোকের নিকটে শ্রীমান নরেন্দ্র উত্তর কালে ১টি প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য হইবেন। ১৩থ

আমার মনে হয় সমস্ত জ্ঞানের আধার দর্শন শাস্ত্রে নরেন্দ্রের বিশেষভাবে অনুরাগ হইয়াছে। রেভারেণ্ড হেষ্টিং নামে সাহেব পণ্ডিত পাশ্চাত্য দর্শনে অধিকারী পণ্ডিতগণের সভায় সম্মান প্রাপ্ত নরেন্দ্র সেই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য এইপভাবে জানিয়া জেনারেল এসেম্ব্লী নামক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া অতি বুদ্ধিমান শ্রীমান্ নরেন্দ্র অধ্যয়ন প্রভাবে বিএ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। ১৩১।১৩৪

জনকার্য্যো যমুবাচ শ্রীনরেন্দ্রোঽতি বুদ্ধিমান্।
প্রতিভায়াং পরস্যস্য সুপ্রীতাঽধ্যাপকো ভূয়ং ॥ ১৩৫

স্বকক্ষে তং সমানীয় জ্ঞানং ভূরি সমার্জিতং।
দদৌ তস্মৈ স্বকীয়ং যদনুভূতং সুনির্মলং ॥ ১৩৬

ধূমপান ব্যবস্থাপি শ্রীনরেন্দ্রস্য ধীমতঃ।
চকারাধ্যাপকস্তস্য প্রিয়স্য প্রীতি হেতবে ॥ ১৩৭

যে সকল শাস্ত্রজ্ঞান অনুভব করিয়াছিলেন সেই সকল নরেন্দ্রকে অকপটে অর্পণ করিয়াছিলেন। এবং প্রিয় নরেন্দ্রের প্রীতির জন্য ধূম-পানের ব্যবস্থাও কলেজের মধ্যেই করাইয়াছিলেন। কারণ যে ব্যক্তি যাহার প্রিয় হয় তাহার দোষও তাঁহার নিকটে গুণে পরিণত হয়।

১৩৫।১৩ ।১৩৭

এমার্সন্ নামে সাহেব খুব বড় বিখ্যাত কবি ছিলেন; ইনি মহা-ভাবুক ভগবানে বিশেষভাবে ভক্তি যুক্ত ভগবৎ প্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট হইতেন। ১৩৮।১৩৯

পাশ্চাত্য ভাষাভিজ্ঞ সুপণ্ডিত ইংরাজী ভাষায় এই ভাবাবেশের নাম ট্রান্স বলিয়া নাম দিয়াছেন। ১৪০

পণ্ডিত হেষ্টিং সাহেব ছাত্রদিগকে পড়াইবার সময় বলিতেন ট্রান্স একটি অন্তররাজ্যের ব্যাপার ইহা ইন্দ্রিয় গোচর হয় না। ১৪১

অতস্তং ভাষয়া বক্তুং সমর্থঃ কোঽপি ন ভবেৎ।
যোগীশ্বরো রামকৃষ্ণঃ পরমহংস ঈশ্বরঃ॥ ১৪২
জগদুদ্ধরণার্থায় বিদ্যতে দক্ষিণেশ্বরে।
ঐশ্বরীয় প্রসঙ্গেন ভাবভাবিত চেতসঃ ৭৪৩
তস্য মহাত্মনো দিব্য ভাবাবেশা ভবন্তি বৈ।
যুয়ং যদি তত্র দ্রষ্টুং রামকৃষ্ণং গমিষ্যথ॥ ১৪৪
তর্হি দ্রক্ষ্যথ ভাবরাজ্য বিষয়ং বোদ্ধুমর্হথ।
এবমুক্ত্বা ছাত্রবর্গান্ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে॥ ১৪৫
নয়ত্র প্রেষয়ামাস নরেন্দ্র প্রমুখান্ স্বয়া।
যত্র বিরাজিতঃ সাক্ষাদ্রামকৃষ্ণঃ স্বয়ং হরিঃ॥ ১৪৬

अन्त्यलीलायां ११श अः

न केवलं दर्शनशास्त्रवेदी नरेन्द्रनाथो बहु शास्त्रदर्शी।
विशेषतस्तर्कविशेषशास्त्रे सुदक्षको न्याय पथावलम्बी॥ १४७

तथा सुदक्षः खलु नास्तिकेनये नास्तीति वास्तीति विजल्पिते सति।
स्वस्यापि चास्तित्व विधौ महामतिः सन्देहयुक्तोऽभवदेव निश्चितं॥ ७४८

"This trance", said Hastings, "cannot be expressed in language. Sri Ramkrishna has appeared at Dakshineswar to bring salvation to mankind. He sometimes loses himself in a trance. If you visit him at Dakshineswar, you may have an idea of what is called "a trance." Narendra was not only well up in Philosophy and Logic but also in atheism. He would even forget his own existence when he would speak of nothingness.

142 to 148

কয়েকটি ছাত্রকে সেই দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়াছিলেন। যেখানে স্বয়ং ভগবান রামকৃষ্ণ বিরাজিত আছেন। ১৪২।১৪৩-১৪৬

নরেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র যে দর্শনিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা নয় প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী ছিলেন। বিশেষতঃ ন্যায় দর্শনে সুদক্ষতাবশতঃ তিনি ন্যায় পথাবলম্বী ছিলেন।

এবং নাস্তিক নীতিতেও তাঁহার খুব দক্ষতা ছিল। তিনি যখন বলিতেন কিছুই নাই কিছুই নাই তখন তিনি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও ভুলিয়া যাইতেন। ১৪৭।১৪৮

স্বয়ং নরেন্দ্র প্রতিভামলৌকিকীং
বিলোক্য নিত্যং সুভগং বিমোহিতাঃ।
শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বলেন নাস্তিকা
নাস্তিক্য ভাবৈ. সমযোজয়ত্ সুধীঃ ॥ ১৪৯

বিজ্ঞানমেব মহতাং পরমার্থ বস্তু
বিজ্ঞায়তেঁনিজজনৈর্মহতো মহীয়ান্।
সংবেষ্টিতঃ পরমশান্তিসুখং প্রদাতুং
গীতাত্মকেন তপসা সমযোজয়ত্তান্ ॥ ॥ ১৫০

এবং নরেন্দ্রস্য সতীর্থ এক উবাচ বিদ্যালয় নির্গতস্য।
অস্মাকমানন্দবিধৌ প্রহানির্জাতা সুবিদ্যাধিগমে সদৈব ॥ ১৫১

কিন্ত্বস্য গানাদ্ভুধূম পানা
দ্যানাকথায়াং মনমঃ প্রবেশাৎ।
দৈনন্দিনং জ্ঞানসমুন্নতির্যা
ভ্রাতুর্নরেন্দ্রস্য ভবত্যহো সা ॥ ১৫২

ঠাকুরোঽপ্যবদদেষ' চুম্বক এব কেবল'
নাকর্ষতি লৌহদণ্ডমিতি বিজ্ঞানভাষিত' ॥ ৭৫২

The genius of Narendra was unquestionable. With the help of the authoritative decisions of the sastras he could convert a non-believer into a believer. The wisdom of the great thinkers beckoned to the ultimate reality. He explained this and brought it home to his fellow brothers through songs. One of them said, "Songs are good but also an hindrance to our studies." It was however a wonder that they advanced in their studies even though they were frequently interrupted by the singing and smoking of Narendra. Thakur also said that it was proved by Science that iron and magnet attract each other.

149 to 153

বঙ্গানুবাদ :—

আমরা প্রায় দৈনন্দিন নরেন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভা দেখিয়া অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইতাম। পণ্ডিত নরেন্দ্র শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত শক্তিতে নাস্তিক সকলকে আস্তিক ভাবে লিপ্ত করিতেন। ১৪৯

অতিবড় মহান্ নরেন্দ্র মহৎ ব্যক্তিসকলের পরানন্দই সার বস্তু এইটি বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়া গুরুভ্রাতা সকলের সহিত মিলিত

হইয়া নির্ম্মল শান্তি সুখ দিবার জন্য গানরূপ তপস্যা দ্বারা আমাদের সকলকে পরমানন্দ দান করিতেন। ১৫০

এইরূপ ভাবে বিদ্যালয় হইতে বহির্গত নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী একটি ছাত্র বলিয়াছিলেন গান শোনার জন্য আনন্দ হইলেও পড়াশুনার বিঘ্ন হয় কিন্তু নরেন্দ্রের গান ধূমপানাদি নানা কথায় মন প্রবিষ্ট হইলেও দৈনন্দিন শাস্ত্র জ্ঞানের সমুন্নতি আমাদের বিশেষভাবে হয় ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। ১৫১।৫২

ঠাকুরও এইরূপ বলিতেন কেবলমাত্র যে চুম্বকই লৌহ খণ্ডকে আকর্ষণ করে তাহা নয় লৌহও চুম্বককে আকর্ষণ করে ইহা পণ্ডিতের কথা। ১৫৩

লৌহঽপি চুম্বকাকর্ষী ভবতীতি সুনিশ্চিতং।
উভয়োরেকধর্ম্মত্বান্মিলনং ভবতি ধ্রুবং॥ ৭৫৪
প্রাথম্যদর্শনাদেব নরেন্দ্রঃ সুমহামতিঃ।
প্রেম্না কৃষ্টঃ প্রভোরাসীচ্চুম্বকেন যথায়সঃ॥ ৭৫৫
মজ্জীবন বেদমাথ কর্ত্তারং শ্রান্তমানসৌ।
তয়া তস্য নরেন্দ্রস্য ভক্ত্যাকৃষ্টঃ স ঠাকুরঃ॥ ৭৫৬
বভূব মিলিতোঽত্যর্থং লৌহেন চুম্বকং যথা।
পরন্তু শ্রীনরেন্দ্রায় দত্বা শক্তিমলৌকিকীং॥ ৭৫৭
অতস্তদ্ গৃহসাবিভ্য ভক্তাবাস স্থিতো যদা।
শ্রীনরেন্দ্রং সমাহূয় তত্ত্বজ্ঞানং দদৌ প্রভুঃ॥ ৭৫৮
এবং ভগবতঃ যত্র কৃপয়া যত্র চেতসঃ।
সঞ্জাতা ভগবন্নিষ্ঠা ঠাকুরে সুবিশ্বেষতঃ॥ ৭৫৯

পুনঃ পুনঃ স্বর্শন দর্শনাভ্যাং
তথোপদেশাৎ পরমার্থ বস্তুনঃ।
দিনে দিনে তং প্রতি তস্য শ্রদ্ধা
বিশুদ্ধ ভাবেন সুবর্দ্ধিতা ভূৎ ॥ ৭৫০

Both Thakur and Narendra attracted each other. The divine power of Thakur attracted Narendra, and Thakur was also attracted by the devotion of Narendra and also by his instinctive knowledge of the mission of his life. He also bestowed divine power on Narendra. Whenever Thakur would visit a place near to the residence of Narendra, he would call for Narendra and impart divine wisdom. Thus day by day the devotion of Narendra towards Thakur increased more and more. 154 to 160

বঙ্গানুবাদ :—

উভয়ের সমানাধিকরণ্য না থাকিলে পরস্পরের মিলন হয় না। বুদ্ধিমান নরেন্দ্র ঠাকুরের প্রথম দর্শন হইতেই প্রেমাকৃষ্ট হইয়াছিলেন। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তদ্রূপ নরেন্দ্রের ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ঠাকুরও ভাবিয়াছিলেন আমার লীলা বেদের ভাষ্য কর্ত্তা একমাত্র নরেন্দ্রকেই জানাইয়াছিলেন। অর্থাৎ লৌহরূপ নরেন্দ্রের দ্বারা ঠাকুর বিশেষভাবে মিলিত হইয়াছিলেন। পরন্তু ঠাকুর নরেন্দ্রকে অলৌকিক শক্তি দিয়াছিলেন। ১৫৮।১৫৭

এইরূপে ঠাকুর যখন নরেন্দ্রের গৃহের নিকটে কোনও ভক্তের গৃহে

যাইতেন তখন সেইস্থানে নরেন্দ্রকে আনাইয়া তত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ করিতেন। ১৫৮

এইরূপভাবে ঠাকুরের কৃপায় বিশুদ্ধচিত্ত নরেন্দ্রের ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে ভগবদ্ভক্তি জন্মিয়াছিল। ১৫৯

পুনঃ পুনঃ ঠাকুরের দর্শন ও স্পর্শ জন্য এবং পরমার্থ বস্তুর উপদেশ পাইয়া দিন দিন ঠাকুরের প্রতি নরেন্দ্রের বিশুদ্ধভাবে আন্তরিক শ্রদ্ধা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৬০

अचिन्तय च्चास्य विभो र्नरेन्द्र
उन्मत्तवद्विग्रह धारिणोऽपि।
ऐश्वर्य्य योगान्मनुजः सुरोऽभू
न्मत्वैव मागात् खलु लोकितं तं ॥ १६१
श्रीरामकृष्ण स्थितिरस्ति यत्र
देवालये भक्तवरो नरेन्द्रः।
स ठाकुरं भक्तवरः कदापि
पप्रच्छ किं न्वीश्वर दर्वनं स्यात् ॥ १६२
एवं विजिज्ञासित देव देवः
सारल्य वाक्यैः समुवाच शिष्यं।
प्रत्यक्षतामेति हि नूनमीश्वर
स्तस्यैव यस्यास्ति विशेष साधना ॥ १६३
पश्यामि यादृङ् सम सन्निधौ त्वां
तथैव पश्याम्यहमीश्वरं भोः।
किन्त्वस्य साक्षात् परिदर्शनार्थं
समाधियोगं समपेक्ष्यते हि ॥ १६४

Even though Thakur looked like a mad man, he was regarded as a god by Narendra for his divine power and knowledge. Narendra would frequently call upon Thakur at Dakshineswar. Once Narendra asked Thakur whether God could be seen at all. In reply Thakur said, "Yes, God can be seen by a devotee just in the same way as I see you here and now. This, however, requires Samadhi-yoga which is an escape from the world of senses and physical reality." 161 to 164

বঙ্গানুবাদ :—

উন্মত্তের মত দেহধারী হইলেও ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্র এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। ঐশ্বরিকী শক্তিই মানুষকে দেবতা করে এইরূপ ঠাকুরের নিত্য দর্শনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাইত। ১৬১

ভক্তচূড়ামণি নরেন্দ্র একদিন ভক্তিপূর্ব্বক নত হইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ভগবানকে কি সাক্ষাৎ দেখা যায়? এইরূপ ভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর খুব সরল ভাষায় শিষ্যচূড়ামণি নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় যে ব্যক্তি শরণাগত হইয়া বিশুদ্ধভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করে।
১৬২।১.৩

আমি যেমন আমার নিকটে তোমাকে দেখিতেছি। ওহে নরেন্দ্র! এইরূপ ভাবে আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য সমাধি যোগ অপেক্ষা করে। ১৬৪

अन्त्यलीलायां ११श अः

यद्दर्शनं सम्भव साधकानां
तथैवच स्यात् कृपयेश्वरस्य ।
उक्त्वैव मविश्य वक्षेन तस्य
पस्पर्श वक्षो भगवां स्तदीय ॥ १६५
एव गुरो राप्त कृपो नरेन्द्रः
समाधिभावं गतवान् महात्मा ।
कस्त्व नरेन्द्रः कुत आगतोऽत्र
किं वा त्वदीय करणीयमस्ति ॥ १६६
एव कृतप्रश्न नरेन्द्रनाथो
भावेन त प्रत्यवदद्विसुग्धः ।
निमील्य नेत्रे सभय सकम्प
विशाल नेत्रः सुविशाल नेत्र ॥ १६७
नाहं मनुष्यो न च देवयक्षौ
न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः ।
न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो
भिक्षुर्नचाहं निजबोधरूपः ॥ १६८

"When we attain this state of trance we see God." On saying this Thakur touched the breast of Narendra who at once fell into a trance. At this stage Thakur asked Narendra "Who are you? Where you come from? What is your duty?" Narendra replied, "I am not a man with any caste or creed. I am only a bodiless point of consciousness." 165 to 168

अन्त्यलीलायां ৭৭শ অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

তন্ময় সাধকগণ ভগবানের কৃপায় তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে। এই কথা কলিয়া ঠাকুর নিজ হস্ত দ্বারা নরেন্দ্রের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবা মাত্র নরেন্দ্র গুরু কৃপায় সমাধি ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তৎপরে ঠাকুর নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন নরেন্দ্র তুমি কে? কোথা হতে তুমি এখানে আসিয়াছ? এবং তোমার কর্ত্তব্য বিষয় কি? ১৬৬

এইরূপ ভাবে ঠাকুর নরেন্দ্রকে প্রশ্ন করিলে ভাবাবিষ্ট বিশাল নেত্র নরেন্দ্র সভয়ে কম্পান্বিত কলেবরে চক্ষুঃদুইটি মুদ্রিত করিয়া সুবিশাল নেত্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। ১৬৭

আমি মনুষ্য নয় দেবতা নয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র নয় ব্রহ্মচারী বনবাসী সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু কিছুই নয়। আমি বিজ্ঞান স্বরূপ একটি পদার্থ মাত্র। ১৬৮

आप्ताधुना चिन्मय विग्रहस्य
कृपाययाहं सवितुर्वरेण्यम्।
विष्णोः पदञ्चाद्य सुखस्वरूपं
जानामि यद् योगिभिरप्यगम्यं ॥ १६८
सोऽयं ममाग्रे हृदि वर्त्तते च
ह्यन्तर्बहिश्चैव विभु स्वरूपः।
विभाति देवो मद्वतो महीयां
अनोरणीयान् परमो गुरुर्नः ॥ १७०
कलौ न मर्त्या जगतां परं गुरुं
त्रिलोक नाथानत पादपङ्कजं।

अन्तरलीलायां ११अ अः

प्रायेन सर्व्वे भगवन्तमच्युतं
यजन्ति पापण्ड विभिन्न बुद्धयः ॥ १७१
विज्ञाय चैवं भगवान् परेशः
स्वलोकतः सर्व्व विमुक्ति हेतुः ।
अत्राविरासीत् स्वजनैः समेतो
भवामि चैकः खलु नीचदासः ॥ १७२

"I have got the grace of God who is omniscient. I have now known the Unknowable. That pervading eternal Being is now manifest in and around me. He is greater than the greatest and smaller than the smallest. All gods like Shiva, Brahma, Indra etc. worship His feet. Due to utter foolishness and moral and intellectual degradation the people of kali yuga do not worship Him. To purge men of their sins God has now appeared on the Earth. I am an humble servant of the devotees of God. 169 to 172

বঙ্গানুবাদ :—

তন্ময় সাধকগণ ভগবানের কৃপায় তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে। এই কথা বলিয়া ঠাকুর নিজ হস্ত দ্বারা নরেন্দ্রের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবা মাত্র নরেন্দ্র গুরু কৃপায় সমাধি ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে ঠাকুর নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন নরেন্দ্র তুমি কে? কোথা হতে তুমি এখানে আসিয়াছ? এবং তোমার কর্ত্তব্য বিষয় কি? ১৬৬

এইরূপ ভাবে ঠাকুর নরেন্দ্রকে প্রশ্ন করিলে ভাবাবিষ্ট বিশাল নেত্র নরেন্দ্র সভয়ে কম্পান্বিত কলেবরে চক্ষুঃদুইটি মুদ্রিত করিয়া সুবিশাল নেত্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। ১৬৭

আমি মনুষ্য নয় দেবতা নয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র নয় ব্রহ্মচারী বনবাসী সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু কিছুই নয়। আমি বিজ্ঞান স্বরূপ একটি পদার্থ মাত্র। ১৬৮

আত্মাধুনা চিন্ময় বিগ্রহস্য
কৃপায়য়াহং সবিতুর্বরেণ্যম্।
বিষ্ণোঃ পদত্বাদ্য সুস্বরূপং
জানামি যদ্ যোগিভিরপ্যগম্যং ॥ ১৬৯
সোঽয়ং মমাপ্যে হৃদি বর্ত্ততে চ
হ্যন্তর্বহির্যেব বিভু স্বরূপঃ।
বিভাতি দেবো মহতো মহীয়া
অনোরণীয়ান্ পরমো গুরুনঃ ॥ ১৭০
কলৌ ন মর্ত্ত্যা জগতাং পরং গুরুং
বিলোক্য নাথানত পাদপঙ্কজং।

অন্ত্যলীলায়াং ৭৭শ অঃ

প্রায়েন সর্ব্বে ভগবন্তমচ্যুতং
যজন্তি পাষণ্ড বিভিন্ন বুদ্ধয়ঃ ॥ ১৬৯
বিজ্ঞায় চৈবং ভগবান্ পরেশঃ
স্বলোকতঃ সর্ব্ব বিমুক্তি হেতুঃ।
অবাবিরাসীৎ স্বজনৈঃ সমেতো
ভবামি চৈকঃ খলু নীচদাসঃ ॥ ১৭২

"I have got the grace of God who is omniscient. I have now known the Unknowable. That pervading eternal Being is now manifest in and around me. He is greater than the greatest and smaller than the smallest. All gods like Shiva, Brahma, Indra etc. worship His feet. Due to utter foolishness and moral and intellectual degradation the people of kali yuga do not worship Him. To purge men of their sins God has now appeared on the Earth. I am an humble servant of the devotees of God. 169 to 172

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সম্প্রতি আমি জ্ঞানঘন বিগ্রহের কৃপা পাইয়াছি। যে কৃপায় জগচ্চক্ষুর বরণীয় সুখস্বরূপ যোগিগণেরও দুর্লভ বিষ্ণুর পরম পদ জানিয়াছি। ১৬৯

সেই সর্ব্বব্যাপক স্বরূপ ভগবান এক্ষণে আমার সম্মুখে হৃদয়ে ও

বাহিরে ভিতরে প্রকাশিত হইতেছেন। যিনি বড় হইতেও অতি বড় ছোট হইযেও খুব ছোট আমার পরম গুরু তিনিই প্রকাশ পাইতেছেন। ১৭০

ত্রিলোকের নাথ শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি যাঁহার পাদপদ্মে সর্ব্বদা নত হয়েন জগতের একমাত্র গুরু সেই ভগবানকে কলিকালে মর্ত্ত্যবাসী জীবসকল পাষণ্ডভাবে দুর্ব্বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া প্রায় লোক সকলেই সেই ভগবানের সেবা করে না। ১৭১

ভগবান পরমেশ্বর জগতের জীবের মন্দবুদ্ধি দেখিয়া সকলের বিমুক্তির জন্য নিজলোক অর্থাৎ গোলোক বা বৈকুণ্ঠাদি ধাম হইতে নিজ পরিবার বর্গের সহিত এই ভূলোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। আমি সেই ভগবানের ভৃত্যবর্গের অতি নীচ দাস স্বরূপ হই। ১৭২

বিবেকহীনায় বিচিন্ত্য শক্তিং
সমর্পয়িতুং বহু মন্যমানঃ।
বিশুদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণায় পুংসাং
সমাদিদেশে গুরু মূর্ত্তিধারী॥ ১৭৩

যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্বিন্দন্তি মুক্তিং কলিকালরাক্ষসাঃ।
স এব সাক্ষাদ্ভগবান্ যথেস্থিতঃ কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমহোদুরাত্মনঃ॥ ১৭৪

যথৈব পূর্ব্বং খলু রামদাস
উচ্চার্য্য রামস্য পবিত্র নাম।
উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধুং শত যোজনন্তু
চকার কার্য্যং প্রভুনেপ্সিতং যৎ॥ ১৭৫

অন্ত্যলীলায়াং ১১শ অঃ

শ্রীরামকৃষ্ণস্য তথাধুনাহং
পবিত্র নাম স্মরণৈকু শক্ত্যা।
তীর্ত্বাভবাব্ধিং জগতো জনানাং
বিমুক্তি রূপং ফলমাবিধাস্যে ॥ ১৭৬

"God Himself now stands before me in the appearance of Thakur and instructs me to preach devotion to God. Men can attain salvation by chanting holy names of God. I wonder how my most meanest self has been endowed with so much divine grace. I shall bring salvation for the suffering humanity by crossing this woeful world chanting the name of Sri Ramakrishna, just as Hanuman a devotee of Ramachandra, in the treta Yuga crossed over the Sea extending hundreds of miles by the uttering the name of Ramchandra, to accomplish his task. 173 to 176

বঙ্গানুবাদ :—

অতি মূর্খ আমাকে বিচিত্র শক্তি অর্পণ করিয়া নিজেকে ধন্য ভাবিয়া জগতের জীবের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য আমার সম্মুখে গুরু মূর্ত্তি ধারী ঠাকুর স্বয়ং আমাকে আদেশ করিতেছেন। ১৭৩

যাঁহার নাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন হতে কলিকাল জনিত সর্ব্বপাপ নষ্ট হইয়া জীবগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ আমার দৃষ্টিগোচর হইয়া অবস্থিত হইতেছেন। অতএব আমার মত

এই দুরাত্মা ব্যক্তির শুভাদৃষ্ট যে কত তাহা বর্ণন করা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। ১৭৪

ত্রেতাযুগে রামদাস হনুমান যেমন শ্রীরামচন্দ্রের মঙ্গলময় নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক শত যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র উলঙ্ঘন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের অভিলষিত কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। ১৭৫

সেইরূপ এই ঘোর কলিযুগে আমি শ্রীরামকৃষ্ণের একমাত্র পবিত্র নাম স্মরণ শক্তি দ্বারা ভবসমুদ্র পার হইয়া জগতের জীবের বিমুক্তি দান কারী ফল আনয়ন করিব। ১৭৬

আব্রহ্ম চাণ্ডাল সুনীচ জীবান্
বিরুদ্ধ ধর্ম্মাচরিতান্ খলান্ বা।
সর্ব্বান্ সমানীয় গুরোঃ পদাব্জে
দদামি চার্ঘং মম কৃত্য মেতৎ॥ ১৭৭
এবং নরেন্দ্রস্য সুভাষণন্তদা
সংস্তুত্য দেবো জগতাং সুমঙ্গলং।
স্ব পাদপাংশু সকলার্থ সিদ্ধিং
নীত্বাকরে মূর্দ্ধি দদৌ মুদাপ্লুতঃ॥ ১৭৮
বিহঙ্গমানাং গগনং যথা প্রিয়ং
যথা ঝষাণামুদকং হিজীবনং।
তথা নরেন্দ্রস্য বভূব জীবনং
ধ্যানাদিকালে গুরু পাদপঙ্কজং॥ ১৭৯
আদেশত স্তস্য গুরোর্নরেন্দ্রঃ
স্বকীয় কৃত্যং সকলং বিহায়।
চর্যাং মমর্যা গুরুদত্ত বীজ
ধ্যানে নিমগ্নোঽভব দেবদেবঃ॥ ১৮০

"My duty is to unite people of various race, caste and creed and present them as an humble offering to the feet of my preceptor." On hearing this the joy of Thakur knew no bounds. He placed the dust of his feet on the head of Narendra. The feet of his preceptor were as dear to Narendra as the sky to the flying birds and water to the aquatic animals. According to the advice of his preceptor Narendra chanted the holy names all night long without taking food, rest or sleep. 177 to 180

বঙ্গানুবাদ :—

যাহাতে ব্রাহ্মণাদি উত্তম বর্ণ এবং অতি নীচ চণ্ডালাদি ম্লেচ্ছসকল এবং বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পক্ষিভোজী খস প্রভৃতি সকলকেই আকর্ষণ করিয়া গুরুর পাদপদ্মে অর্ঘ্যরূপে দান করিব ইহাই আমার কর্ত্তব্য বিষয়। ১৭৬

সেই সময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রের এইরূপ অত্যুত্তম বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক জগতের মঙ্গলময় সর্ব্বসিদ্ধি দাতা নিজ পদ ধূলি হস্তে লইয়া আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইয়া পরম ভাগ্যবান্ নরেন্দ্রর মস্তকে দিয়াছিলেন। ১৭৮

আকাশ যেমন পক্ষিসকলের আনন্দের বস্তু। মৎস্যাদি জলজন্তুগণের জলই জীবন স্বরূপ। সেইরূপ নরেন্দ্রর সাধনা সময়ে একমাত্র গুরু পাদপদ্মই জীবন স্বরূপ হইয়াছিল। ১৭৯

अन्त्यलीलायां ११श अः

শ্রীমান নরেন্দ্রদেব শ্রীরামকৃদেব গুরুর আদেশ মত একপ্রকার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্তরাত্র গুরুদত্ত বীজ মন্ত্রের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ১৮০

तदा नरेन्द्रस्य समाधि काले
या यानुभूतिः खलु सम्बभूव।
अलौकिकीन्तां परमेश्वराय
निवेद्य तस्मै मुदमाप देवः॥ १८१
एकदोपास्ति समये निशायां साधको महान्।
दृश्यमत्यद्भुतं दृष्ट्वा चमत्कार युतोऽभवत्॥ १८२
नरेन्द्रसदृशाकारः कोऽप्यन्यः साधको महान्॥
नरेन्द्रवदाचरति श्रीनरेन्द्रस्य सम्मुखे॥ १८३
आश्चर्य्यं जनके तस्मिन् व्यापारे विनिवेदिते।
परमानन्द संप्राप्तष्ठाकुरश्चेदमब्रवीत्॥ १८४
न चात्र विस्मयः कार्य्यो बह्वेवं दृश्यते मया।
भवेदिदं ध्यान सिद्ध साधकानां सुमङ्गलं॥ ৮৮५
अतःपरं ठाकुरेण धारणा ध्यानकर्म्म यत्।
निःशेषितं कियत्कालं शिष्य विश्राम हेतवे॥ १८६

Narendra would be glad to narrate his experience during his trance to Thakur. One night Narendra had a very wonderful experience while in meditation. He found another Narendra was performing all that he had been doing, before his own self. When he told this to Thakur, Thakur

said joyfully, "It is no wonder. I have also experienced such things many times. This is a good sign on our way to the desired goal," However. Thakur advised Narendra to discontinue meditation for some time. 188 to 186

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপভাবে সাধনা সময়ে নরেন্দ্রের সমাধি জনিত যে সকল অনুভূতি হইত সেইসকল অলৌকিক বিষয় গুরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে জানাইয়া অত্যুত্তম আনন্দ লাভ করিতেন। ১৮১

মহাসাধক নরেন্দ্র একদিন রাত্রিকালে সাধনাসময়ে অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া অতি চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ১৮২

অর্থাৎ ঠিক নরেন্দ্রের মত দেহধারী অন্য কোনও একটি মহাসাধক নরেন্দ্রের সম্মুখে নরেন্দ্রের মত ধ্যানাদি করিতেছেন। ১৮৩

নরেন্দ্র সেই অলৌকিক ব্যাপার ঠাকুরকে বলিলে ঠাকুর পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন। ১৮৪

ওহে নরেন ইহাতে আশ্চর্য্যের কারণ কিছুমাত্র নাই। আমি এরূপ বহুবার দেখিয়াছি। এরূপ দৃশ্য সাধকগণের ধ্যান সিদ্ধির সুলক্ষণ হইয়া থাকে। ১৮৫

অতঃপর ঠাকুর নরেন্দ্রের বিশ্রামের জন্য কিছুকাল ধ্যান ধারণা প্রভৃতি সাধন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ১৮৬

ওবাচ পুনরস্মাকং ভগবান পরমার্থবিৎ।
পূজায়াস্তু জপো শ্যায়ান্ জপাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে ॥ ৭৮৩

अन्त्यलीलायां ११श अः

ध्यान सिद्धो जनो योऽसौ स मुक्त पुरुषः स्मृतः ।
नास्ति तस्य पृथक् यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषितं ॥ १८८
यथात्यन्त कठोरेऽस्मिन् धारणा ध्यान कर्म्मणि ।
सिद्धि लाभान्नरेन्द्रोऽयं जीवन्मुक्तो भवेद्ध्रुवं ॥ १८९

Thakur also said, "Chanting holy names is better than worship but meditation is the best of all. One who has attained success through meditation is free from all bondages and has not to perform any religious rites. Meditation which requires deep concentration of mind is a very difficult affair. Narendra will surely be free from all earthly ties through meditation."

187 to 189

अन्त्यलीलायां ११श अः

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते पारमहंस्यां संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्ण देवस्य सर्व्व मूख्य सेवकस्य श्रीनरेन्द्रनाथस्य गुरु कृपाप्राप्तिरूपोऽन्त्यलीलाया एकादशोऽध्यायः ॥

अः ११ अः ।

Here ends the eleventh chapter of Antyalila of Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. অন্ত্যঃ ১১শঃ অঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইটি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের পরমহংস সংহিতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমস্ত সেবকগণের মধ্যে মুখ্য সেবক শ্রীনরেন্দ্রনাথের গুরুকৃপা প্রাপ্তিরূপ অন্ত্যলীলার একাদশ অধ্যায় বলা হইল। অঃ ১১ অঃ

अथ अन्त्यलीलाया द्वादशोऽध्यायः। अः १२ अः

ज्येष्ठ पुत्र तया तस्य वियोगानन्तरं पितुः।
संसार भारोऽप्यपतन्नरेन्द्रस्योपरिध्रुवं ॥ १

श्रीनरेन्द्रे तथाप्यस्मिन् शिक्ष्याकर्म्मरते सति।
मनसो युक्तता तस्य तत् कर्म्मणि न चाभवत् ॥ २

सुमहत् कार्य्य मिद्ध्यर्थं यस्येहागमनं भुवि।
मनः प्रसन्नतामेति तस्य किं तुच्छ कर्म्मणि ॥ ३

एवं निष्फलतामाप कृतेषु बहु कर्म्मसु।
अर्थार्जने तथा लोभे पतितोऽपि महामतिः ॥ ४

गुरोरिप्सित कर्म्माभ्यो न कदापि टलत्यसौ ।
क्लिन्तु कथं करिष्यामि विनार्थेन गुरोः क्रियां ॥ ५
श्रीनरेन्द्रो विचिन्त्यैवमभिमान पुरःसरं ।
कियत्काल दर्शनार्थं नागमद्दक्षिणेश्वरं ॥ ६
विदेशगत पुत्रार्थं यथा मातातिदुःखिता ।
श्रीठाकुरस्तथैवाभून्नरेन्द्रानागमाच्चिरं ॥ ७

As Narendra was the eldest son, the charge of maintenance of his family devolved on him. He devoted himself to studies, but could not make any earnest efforts. He was destined to achieve a great end in the spiriiual field and so it was not possible for him to give himself up to worldly affairs for maintenance of his family. He tried hard in various ways to earn money for his family but in vain. He was however always eager to perform the task given to him by his preceptor. He did not call at Dakshineswar for some days io see Thakur as he thought that money was necessary for holy services as well as for his family. Thakur was very anxious for him like a mother for her son away to a foreign land. 1 to 7 :

বঙ্গানুবাদ ঃ—

পিতৃবিয়োগের পর সংসারের পোষণভার জ্যেষ্ঠ পুত্রবশতঃ নরেন্দ্রের উপরেই পতিত হইয়াছিল। ১ তজ্জন্য এই নরেন্দ্র শিক্ষা বিষয়ে লিপ্ত হইলেও নরেন্দ্রের ঐ সকল কর্ম্মে মনঃসংযোগ হইত না। ২

যে নরেন্দ্রের পরম মঙ্গলময় কার্য্যসম্পাদনের জন্য এই নশ্বর জগতে আবির্ভাব তাঁর মন কি তুচ্ছ সংসার পালনকর্ম্মে প্রসন্নতা লাভ করে। ৩

তথাপি মহামতি নরেন্দ্র এইরূপভাবে জীবিকার জন্য বহুপ্রকার কর্ম্মে যোগদান করিলেও সকল কার্য্যে নিষ্ফল হইয়াছিলেন। ৪

মহামতি নরেন্দ্র অর্থার্জনের প্রলোভনে পতিত হইলেও গুরুর অভিলষিত কার্য্য সম্পাদনে কখনও বিচলিত হন নাই। ৪

কিন্তু অর্থ না থাকিলে গুরুর কার্য্য কিরূপে সুসম্পন্ন করিব এইরূপ ভাবিয়া অভিমানপূর্ব্বক কিছুদিন ঠাকুরের দর্শন জন্য দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন নাই। ৬

পুত্র বিদেশে থাকিলে মাতা যেমন সর্ব্বদা পুত্রের জন্য উদ্বিগ্না হন সেইমত ঠাকুর কিয়দ্দিন নরেন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে না আশায় দুঃখিত হইয়াছিলেন।

জনৈরন্বেষিতমপি নরেন্দ্রং ন স লব্ধবান্।
একদা সহসায়াতঃ শ্রীগুরোঃ পাদ সন্নিধৌ ॥ ৮
দৃষ্ট্বা তং ঠাকুরোঽপ্যাহ করুণ স্বর পূর্ব্বকং।
নোক্ত্বা স্থাতুং ন শক্নোমি বক্তুং ত্বাং গদ্বয়ামি ভো ॥ ৯
এবং মে মনসঃ গদ্বা সর্ব্বদা বর্ত্ততে হৃদি।
ন লভেয় যদাহং ত্বাং প্রমাদেন ভ্রমেন বা ॥ ১০

अन्तरलोलायां १२श अः

कोऽयमवास्ति व्यापारः शिष्यैर्जिज्ञासित प्रभुः ।
यत्किञ्चिदावयोरेव संवादः सम्बभूव ह ॥ ११
तदैव श्रीठाकुरेण शिष्यवर्गयुतेन च ।
नरश्रेष्ठ नरेन्द्रस्य देवभावो विचारितः ॥ १२
सगुणोपासकाः सन्ति बहवो मूर्त्ति पूजकाः ।
निर्गुणोपासकाश्चापि सन्ति भारत भूतले ॥ १३
सगुणान्निर्गुणो ज्यायानिति वेदविदां मतं ।
सत्यज्ञानानन्दरूप ब्रह्मणो निर्गुणात्मनः ॥ १४

Thakur did not get any news of Narendra even though he sent some of his followers in search of Narendra. One day all on a sudden Naredra appeared before Thakur. On seeing him after so many days Thakur said, "I hardly can tell you frankly what I feel and think of you in your absence. I always fear that due to some misunderstanding you may sever all connections with me" When other disciples would like to know about the matter, Thakur would say that it was not anything serious or remarkable. Surrounded by many of his disciples Thakur would discuss with Narendra about Divinity. "Some worship" he said, "God as the source of all virtue or power.

অন্ত্যলীলায়াং ১২শ অঃ

Some worship Him as void of any virtue or power According to Vedanta philosophy God has no virtue or quality." 8 to 14

বঙ্গানুবাদ ঃ—

কয়েকটি সেবক দিয়া নরেন্দ্রের অনুসন্ধান করাইলেও সংবাদ পান নাই। একদিন হঠাৎ শ্রীনরেন্দ্র ঠাকুরের পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৮

নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুর অতি করুণ স্বরে বলিয়াছিলেন। তোমাকে কিছু না বলিয়াও থাকিতে পারি নাই। এবং বলিতেও আশঙ্কা করি। ৯

এইরূপ ভাবে তোমার জন্য আমার মনের আশঙ্কা সর্ব্বদাই হয়। অর্থাৎ অনবধানতা বা ভ্রমবশতঃ যদি তোমা হতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি এইরূপ আশঙ্কা সর্ব্বদাই আমার হয়। ১০

সেই সময়ে অন্যান্য শিষ্যগণ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ব্যাপারটা কি ? - এতদুত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন আমাদের যাহোক কিছু একটা কথা হইল। ১১

সেই সময় বহু শিষ্যবেষ্টিত ঠাকুর নরশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁহার স্বর্গীয় দেবভাবের আলোচনা করিয়াছিলেন। ১২

এই পুণ্য ভারতভূমিতে বহুসংখ্যক সগুণব্রহ্মের উপাসনাকারী দেবতার মূর্ত্তি পূজক আছেন। এবং নির্গুণব্রহ্মের উপাসনাকারীও অনেক আছেন। ১৩

সগুণ উপাসনার অপেক্ষায় নির্গুণ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। এইটি অদ্বৈত মতাবলম্বী বেদান্তবাদীদিগের মত। ১৪

अन्त्यलीलायां १२श अः

श्रवणान्मननाद्ध्यानान्मुक्तो भवति मानवः ।
श्रीनरेन्द्र स्तथामूर्त्याखण्डाद्वैत भाववान् ॥ १५
तस्मादेन' दृष्टमात्र' जाता मेऽखण्डभावना ।
जगदम्बा प्रसादेन तदा दृष्टो मयाभ्रुव' ॥ १३
नरेन्द्राविर्भावकाले स्वर्गाज्योतिरलौकिक' ।
पतित' कलिकातायां ज्योतिषै वा स्य सम्भवः ॥ १७
महाराष्ट्रीय मिष्टान्ने विद्यते कामना बहु ।
नाहमद्मि भवद्भोऽपि दास्यामि न कदापि हि ॥ १८
भक्ति विघ्नदमागङ्ग भक्तेभ्यो न ददाम्यहं ।
ददामि तु नरेन्द्राय शुद्धसत्त्व स्वरूपिने ॥ १९
ज्ञानाग्नि दग्ध कामस्य विकृति र्नास्ति कुत्रचित् ।
नराणां यो भवेदिन्द्रः स नरेन्द्रः प्रकीर्त्तितः ॥ २०
भवेश्वरोत्तमो वासौ नरावतार ईश्वरः ।
एवमस्य नरेन्द्रस्य स्वरूपः प्राह ठाकुरः ॥ २१

"Men attain salvation by meditating upon Nirguna Brahma (God void of all virtues). Narendra worships that all pervading Nirgun Bramha. So I revert to the sense of oneness of Divinity as and when I see Narendra. I remember to have seen a fall of luminous body from the sky above Calcutta just before the advent of Narendranath. And I believe that Narendranath was that luminous thing. I never take nor allow

my disciples to take the sweets offered by the Maharastriyas, because these are offered with some purpose, and affect purity of mind. I however allow Narendra only to take these sweets because his divine knowledge has burnt away all his earthly desires and his purity of mind cannot be impaired in any way. He is called Narendra because he is the best of all men, or Narayan or God in the shape of a man." Such was the true self of Narendra as explained by Thakur. 15 to 21

বঙ্গানুবাদ :—

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মের শ্রবণ মনন ও ধ্যানাদির দ্বারা মানবগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। সেইরূপ নরেন্দ্র অখণ্ড ও অদ্বৈত সাধন বিশিষ্ট। ১৫

অতএব এই নরেন্দ্রকে দেখিলেই আমার অখণ্ড ভাবের উদ্বোধ হয়। মা জগদম্বার কৃপায় আমি সেই সময়ে একটি আশ্চর্য দেখিয়াছিলাম অর্থাৎ নরেন্দ্রের অবির্ভাবের সময়ে স্বর্গ হতে একটি মহান্ জ্যোতিঃ স্বরূপ পদার্থ কলিকাতায় পতিত হইয়াছিল অতএব জ্যোতি দ্বারাই এই নরেন্দ্রের আবির্ভাব। ১৬।১৭

মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রদত্ত মিষ্টান্নে বহুতর কামনা থাকায় সেই সকল মিষ্টান্ন আমি খাই নাই এবং তোমাদিগকেও দিই নাই। ১৮

অন্ত্যলীলায়াং ৭২শ অঃ

ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল মনে করিয়া ভক্তবর্গ মধ্যে কাহাকেও দিই নাই। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ অর্থাৎ প্রাকৃত ভাব রহিত নির্ম্মল স্বভাব নরেন্দ্রকেই দিয়া থাকি। ১৯

কারণ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা যাঁহার সর্ব্ব কামনা দগ্ধ হইয়াছে তাঁহার বিকৃত ভাব কিছুতেই হয় না। ইহা ধ্রুব সত্য। নর সকলের মধ্যে যিনি সর্ব্বোত্তম তিনিই নরেন্দ্র পদবাচ্য ইহাই জ্ঞানিদিগের সিদ্ধান্ত মত। ২০

অথবা নরেন্দ্র শব্দের অর্থ নরোত্তম ভগবান। অথবা নরাবতার ঈশ্বর স্বরূপ নরেন্দ্র এইরূপ ভাবে ঠাকুর নরেন্দ্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ২১

अन्यच्च श्रीनरेन्द्रस्य माहात्म्यं समवर्णयत्।
केशवचन्द्र सेनस्य समीपे ठाकुरः स्वयं ॥ २२
अस्ति तत्र नरेन्द्रोपि बहुभि र्गुरु बन्धभिः।
भो केशव महाभाग जगदम्बा प्रसादतः ॥ २३
एकामलौकिकीं शक्तिं लब्धा त्वं बहुमानवान्।
भवसि वक्तृतादानैः पाण्डित्यं विद्यते तव ॥ २४
किन्त्वस्य श्रीनरेन्द्रस्य महामाया प्रसादतः।
अष्टादश महाशक्तिरस्ति ह्यभ्यन्तरे सदा ॥ २५
श्रुत्वैवं श्रीनरेन्द्रस्तु लज्जितोऽभून्महामतिः।
किन्तु केशव सेनोऽयं गुणग्राही सुपण्डितः ॥ २५
सानन्दमवदत्तं वै भो नरेन्द्र विचक्षण।
नववृन्दावनं नाम रचितं नाटकं मया ॥ २७
अभिनयो भवेत्तस्य सन्न्यासि वेश धारणं।
कृत्वा तत्र पाठकार्य्यं कुरु चैवं ममाग्रहः ॥ २८

Once Thakur said to Keshab Chandra Sen, the preacher of Bramha religion, in the presence of Narendra with his fellow brothers, "Being endowed with some uncommon power by the grace of the Goddess Jagadamba, you have won great fame and also become a great orator. But Narendra possesses eighteen such uncommon powers." At this Narendra felt shy. Keshab Sen, who could appreciate talents in others, requested Narendra to take up the role of an ascetic in his drama, "Nava Brindavan" to be staged shortly, 22 to 28

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আরও বলিয়াছিলেন কোনও এক সময়ে ঠাকুর ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক কেশব চন্দ্র সেনের নিকট বসিয়া আছেন এবং সেই স্থানে বহু গুরু ভাইদের সহিত নরেন্দ্রও ছিলেন। সেই সময় ঠাকুর বলিয়াছিলেন ওহে মহাভাগ কেশব চন্দ্র তুমি জগদম্বার কৃপায় একটি অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া বহুতর মাননীয় হইয়াছ এবং বক্তৃতা দানে তোমার বিশেষ পাণ্ডিত্য আছে। ২২।২৩।২৪

কিন্তু মহামায়ার কৃপাবলে নরেন্দ্রের ভিতরে ১৮টি মহাশক্তি সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। ২৫

মহামতি নরেন্দ্র ঠাকুরের এইরূপ কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া-

ছিলেন। কিন্তু গুণগ্রাহী সুপণ্ডিত কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় আনন্দের সহিত নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন ওহে সর্ব্ব পারদর্শী নরেন্দ্র আমি নব-বৃন্দাবন নামক একটি নাটক রচনা করিয়াছি। ২৬।২৭

এবং সেই নাটকটির শীঘ্রই অভিনয় হইবে তুমি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক পাঠ কার্য্য কর ইহা আমার বিশেষভাবে ইচ্ছা। ২৮

তহ্নিনে তত্র সঙ্গম্য ঠাকুরো নন্দিতোঽভবৎ।
পরন্তু তদ্ বেশেনৈব বারমেকং স যাতি চেৎ॥ ২৯
সন্নিধৌ ত্বাং প্রপশ্যামি শ্রীনরেন্দ্রঃ প্রিয়ো মম।
শ্রীনরেন্দ্রং সমুদ্দিশ্য পুনরন্যদিনেঽব্রবীৎ॥ ৩০
দ্বাদশ বর্ষং বর্ষাভাবেঽপি কৃষকো ন হি।
কৃষিকার্য্যং পরিত্যক্তুং শক্নোতি তৎ স্বভাবতঃ॥ ৩১
তদ্রূপস্য নরেন্দ্রস্য মাতুর্ম্মাতুশ্চ দুঃখিতাং।
শ্রুত্বাব্রবোম্যহং ত্বং বৈ গচ্ছমাতুর্গৃহং মম॥ ৩২
পূরয়িষ্যতি তে মাতা প্রার্থনাং ভবতারিণী।
কর্ণয়োরঙ্গুলিং দত্ত্বা শ্রুত্বাপি ন শৃণোত্যসৌ॥ ৩৩
সঙ্গম্য সম্মুখং মাতুঃ সাশ্রুনেত্রঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
বদত্যেবং দেহি মহ্যং বৈরাগ্যঞ্চ বিবেকিতাং॥ ৩৪
স্বপ্নং মন্যজ্য গর্ব্বর্য্যাং সন্ততং সংবদন্নসৌ।
মাতস্ত্বংহিতারিত্যেষমধুনা নিদ্রিতোঽভবৎ॥ ৩৫

Thakur was present during the performance of the drama and he was so pleased to see the role of Narendra in the guise of the ascetic that

he entreated Narendra to appear at Dakshineswar in that make-up. On another occasion Thakur said to Narendra, "The peasants do not give up agriculture even though rains do not fall for twelve years. I advised Naren to pray to the Goddess for relief from his family troubles and pecuniary hardship. Bnt he prayed with folded hands and tearful eyes only for divine wisdom and freedom from all earthly bondage. All night long he only prayed saying. "Oh mother, Thou art Tara." Now he is lying asleep." 29 to 35

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তৎপরে সেই অভিনয়ের দিন ঠাকুর সেই স্থানে স্বয়ং যাইয়া নরেনের সন্ন্যাসীর পাঠ শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন পরন্তু নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন তুমি ঐরূপ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া যদি আমার দক্ষিণেশ্বরে একবার যাও তবে তোমাকে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিব যেহেতু তুমি আমার অতি প্রিয় শিষ্য। ২৯

ঠাকুর অন্য এক দিন নরেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। ১২ বৎসর যদি বৃষ্টি না হয় তাহা হইলেও কৃষকের স্বভাব বশতঃ কৃষক কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারে না। ৩০।৩১

তদ্রূপ নরেন্দ্রের মাতার কষ্ট শুনিয়া বলিলাম। নরেন তুমি আমার মাতা জগদম্বার গৃহে যাও প্রার্থনা কর আমার মাতা তোমার প্রার্থনা নিশ্চয় পূরণ করিবেন। কর্ণে অঙ্গুলি দিবার মত নরেন আমার কথা শুনিয়াও শুনিল না। ৩২।৩৩

अन्त्यलीलायां १२श अः

যদিবা মাতার গৃহে যাইল মাতার সম্মুখে গমন পূর্ব্বক অশ্রু নয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন হে মাতঃ আমার মঙ্গল দায়ক বৈরাগ্য এবং বিবেক দাও এইরূপ বলিত টাককড়ি ভিক্ষা করিত না। ৩৪

এই নরেন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া "মাত স্বংহিতারা" এই কথাই বলিত। সম্প্রতি প্রাতঃকালে নিদ্রিত হইয়া আছে। ৩৫

उपाधि पदकैः सार्द्धं मुद्राभि र्वा न लब्धवान् ।
तथाप्याङ्गल भाषायामत्यन्तमधिकारवान् ॥ ३६
दार्शनिको हार्व्वाट नामा पाश्चात्य पण्डितो महान् ।
तद्देशीय सुप्रसिद्ध कवि पेन्सार धीमता ॥ ३७
रचितोत्तम काव्यस्यानुवादार्थं समुत्सुकः ।
सानुनयञ्चानुरुध्य नरेन्द्रं शास्त्रवित् परं ॥ ३८
स्वहस्त लिखितं पत्रं प्रेरयामास तं प्रति ।
तत्रैवं लिखितं तेन हार्वाटेन महात्मना ॥ ३९
इतःपूर्व्वं भवत्तुल्यं इं राजो रचना मया ।
यतः कुत्रापि न दृष्टा सुतरां भवता कृतात् ॥ ४०
अनुवादान्महानन्दं प्राप्स्यामि नात्र संशयः ।
सन्न्यासी टमार्स केम्पिश् इमिटेशनप् क्राइष्ट ॥ ४१
ग्रन्थस्येशानुशरणं नाम दत्ता सुधीवरः ।
चकार रुचिरश्चेदृगनुवादोह्यनुत्तमः ॥ ४२

Narendra could not obtain his Degree with any scholarship but he acquired remarkable efficiency in English. Herbert, a famous western philosopher, was very eager to get a poem of

Spenser translated. For this purpose he wrote to Narendranath, "I have never seen such a beautiful composition in English as yours. I shall be very happy if the translation is rendered by you." Narendra did it very admirably. 36 to 42

বঙ্গানুবাদ :—

নরেন্দ্র পদক বা বৃত্তির সহিত উপাধি বা সার্টিফিকেট না পাইলেও ইংরাজী ভাষায় খুব ভালভাবে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিল। ৩৬

হার্বার্ট্ নামে একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক মহাপণ্ডিত পাশ্চাত্য দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ কবি পেন্সার নামক পণ্ডিতের রচিত একটি অতি উত্তম কাব্যের অনুবাদের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া হার্বার্ট সাহেব ইংরেজী শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী নরেন্দ্রকে অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক অনুরোধ করিয়া স্বহস্ত লিখিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন। এবং সেই পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল।

ইতিপূর্ব্বে আপনার মত ইংরাজী ভাষায় রচনা কোথাও এরূপ দেখি নাই। অতএব আপনার কৃত অনুবাদ হইতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব। এ বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই বহিটির নাম সন্ন্যাসী টমাস্ কেম্পিস্ ইমিটেশন্ অপ্ ক্রাইষ্ট। ৪০।৪১

ইহার ব্যাখ্যা গ্রন্থের (ঈশানুশরণ) নাম দিয়া নরেন্দ্র এই গ্রন্থের একটি অতি উত্তম অনুবাদ করিয়াছিলেন। ৪২

যস্য পাঠশ্চয়ে সাক্ষাদ্ অন্যপাঠসমো ভবেৎ।
সঙ্গীত বিদ্যয়ৈনেন রচিতং যৎ সুপুস্তকং ॥ ৪২

अन्त्यलीलायां ११श अः

सङ्गीतज्ञैर्बहुजनैः कृतमस्य प्रशंसनम् ।
अस्य संस्कृत भाषायां पाठ्यावस्था यदा तदा ॥ ४४
योऽधिकारः सुसञ्जातो व्याख्यातं तेन सुन्दरं ।
सांख्य वेदान्तादि शास्त्रं यत्र ब्रह्म प्रगीयते ॥ १५
ब्रह्मैवहस्तिरूपोऽभूद्धस्तिपकोऽपि तद्विधः ।
ठाकुरस्यास्य वाणीनां भावार्थबोध हेतवे ॥ ४६
दिनत्रयं समाधिस्थोऽभवद् योगीश्वरो महान् ।
शास्त्रज्ञानं साधनञ्च श्रीनरेन्द्रस्य योगिनः ॥ ४७
भवेदलौकिकं सर्व्वमेकान्त गुरु भक्तितः ।
गुरोर्लीलावसानेऽसौ काशीधाम्नि यदा स्थितः ।
वावाजी द्वारका दास भक्तस्याश्रममन्दिरे ।
पवित्रेऽस्मिन्नसिक्षेत्रे भूदेव चन्द्र नामकः ॥ ४८

He reproduced successfully the idea of the original in his translation. He also wrote a good book on music, and it was highly appreciated by great musicians. The knowledge of Sanskrit which he acquired in his student life was sufficient to enable him to beautifully explain the meaning of the Vedas, the Vedanta and other branches of philosophy, which propunded, "Nothing exists but God." To understand the meaning of Thakur's saying, "The elephant and

its pilot are one and the same thing," Narendra remained absorbed in deep meditation for three days at a stretch. His devotion to Thakur was the root cause of his success in the intellectual and spiritual fields. After the demise of Thakur while Narendra was staying at the residential institution of Babaji Dwarkanath in Benaras, Bhudev chandra Chattopadyaya was quite charmed with Narendranath's lecture on religious topics.
43 to 49

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অর্থাৎ যে অনুবাদের পাঠের সময়ে সাক্ষাৎ গ্রন্থ পাঠের মত বোধগম্য হইত। এবং নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীত বিষয়েও একটি উত্তম পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ৪৩

বহুতর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞজনগণ যে পুস্তকটির ভুরি ভুরি প্রশংসা করিয়াছেন। নরেন্দ্রের পাঠ্যাবস্থায় সংস্কৃত ভাষায় যে অধিকার পাইয়াছিলেন। তাহাতে বেদ বেদান্তাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা সুন্দরভাবে করিতেন। যাহার প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু। ৪৪।৪৫

হস্তি ও হস্তি চালক ইহারা উভয়েই নারায়ণ স্বরূপ। ঠাকুরের এই কথাটি উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ যোগী নরেন্দ্র তিন দিন সমাধি অবস্থায় ছিল। যোগী নরেন্দ্রের অত্যুত্তম গুরুভক্তি বশতঃ শাস্ত্রজ্ঞান বা সমাধি সমস্ত কার্য্যই অলৌকিক ভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ৪৬।৪৭

अन्त्यलीलायां १२श अः

ঠাকুরের লীলার অবসানে এই নরেন্দ্র ৺কাশীধামের বাবাজী দ্বারকানাথ দাস ভক্তের আশ্রমে ছিলেন তত্রস্থ পবিত্র অসি ঘাটের বাংলার বিখ্যাত পণ্ডিত ভূদেব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সুপণ্ডিত নরেন্দ্রনাথের ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া। ৪৮।৪৯।৫০

मुखोपाध्यायोपाधिको वङ्ग विख्यात पण्डितः।
नरेन्द्रस्य धर्म्मशास्त्र व्याख्या श्रवणतः सुधीः ॥ ५०
अत्यन्तं विस्मितो भूत्वा वदन्तं सादरं वचः।
सरकार बाहादुरस्याहं विद्यागौरवमण्डितः ॥ ५१
शिक्षानियामकपदं प्राप्तवानति दुर्लभं।
किन्तु मया न पठितं यच्छास्त्रं तदपि त्वया ॥ ५२
विशदीकृत्य व्याख्यातं गर्व्वो मे तेन खण्डितः
प्रीतोऽस्मि नितरामद्य तव पाण्डित्य दर्शनात् ॥ ५३
तुभ्यं भारतरत्नाख्यमुपाधिं सम्प्रदत्तवान्
साशीर्व्वादं ददामित्वामानन्दं मनसाह्यहं ॥ ५४
सर्व्वश्रेष्ठ मानवस्त्वं भव भारत भूतले
बहूनां धर्म्मशास्त्राणामत्यल्प वयसस्तव ॥ ५५
अध्ययनमभ्यासश्च कथं सम्भवतः खलु।
एवमुक्तः श्रीनरेन्द्रः प्रत्युवाच सविस्तरं ॥ ५६

dition. Your profound knowledge has quite charmed me. I confer upon you the title of "Bharatratna" and bless you that the world will pay homage to you as a super-man. But, how is it that you have acquired such proficiency in so many branches of knowledge at this tender age." 50 to 56.

বঙ্গানুবাদ :—

অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নরেন্দ্রকে সমাদর পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। আমি বিদ্যা গৌরবে ভূষিত হইয়া গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত শিক্ষাবিভাগের অতি দুর্লভ উচ্চপদ লাভ করিয়াছি। ৫১

কিন্তু আমি যে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করি নাই তুমি সেই সকল শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনায়াসে করিতেছ ইহা দেখিয়া আমার অহঙ্কার চূর্ণ হইল। তোমার পাণ্ডিত্য দেখিয়া আমি আজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। ৫২।৫৩

আজ আমি তোমাকে "ভারতরত্ন" নামে একটি উপাধি বা প্রশংসা পত্র দ্বারা ভূষিত করিলাম। এবং আমি আনন্দ মনে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে পৃথিবীর মধ্যে একজন মহামানব হ'ও। অতি অল্প বয়সে তোমার বহুতর ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অভ্যাস কিরূপে সম্ভব হয়? ভূদেববাবু নরেন্দ্রকে এইরূপভাবে প্রশ্ন করিলে নরেন্দ্র বিস্তৃতভাবে বলিয়াছিলেন। ৫৪।৫৫।৫৬

अन्त्यलीलायां १२श अः

ग्रन्थानामादि पत्रस्य पत्रस्य चरमस्य च ।
पङ्क्तिद्वय प्रपठनात् श्रीगुरोरनुकम्पया ॥ ५७

समग्र ग्रन्थ मर्म्मार्थं ज्ञातुं शक्नोमि निश्चितं ।
न केवलं ममै वैतद् ब्रह्मानन्दं गतस्य च ॥ ५८

केशवचन्द्र सेनस्य शक्तिरस्ति तथा विधा ।
तर्कपञ्चाननादौ नामपौढक् प्रतिभाश्रुता ॥ ५९

अष्टाध्यायि सर्व्वश्रेष्ठ व्याकरणस्य पाणिनेः ।
नास्ति येषां फणीभाष्ये व्युत्पत्तिरतिशोकता ॥ ६०

वैदिक ग्रन्थ पाठने नास्ति तेषां सुयोग्यता ।
परन्तु वैदिकी भाषा बोधगम्या भवन्ति न ॥ ६१

प्रव्रज्या श्रममाश्रित्य यदा पर्य्यटने रतः ।
महाराष्ट्रे तदैकस्य पाणिनि पण्डितस्य च ॥ ६२

पकाराहमध्ययनं सविधेऽप्यति यत्नतः ।
किन्तु पाणिनि पठने स्वल्पा मे नास्ति योग्यता ॥ ६३

Narendranath replied, "By the grace of my preceptor I can have a thorough idea of the subject matter of a book by reading the first and the last lines of the book. Keshab Chandra Sen also is also capable of doing this. Jagannath Tarka Panchanan who was a famous scholar of Triveni had this power also. The scholar who cannot fully learn the critical notes of Panini

Vyakarana, called Fani-Bhasya, cannot master Vedic language and so they are not considered capable of going through Vedic books. When I as a Sannyasi was on tour I studied Panini Vyakarana under the tutorship of a Maharashtriya Pandit. He held that I had not the ability to learn such a complicated subject. 57 to 63.

বঙ্গানুবাদ :—

যে কোনও বহির প্রথম পাতা ও শেষ পাতার মাত্র দুইটি লাইন পাঠ করিলেই গুরুর কৃপায় সমগ্র পুস্তকটির মর্ম্মার্থ বা গ্রন্থের বিষয় সম্যক রূপে অবগত হইতে পারি। ৫৭

কেবলমাত্র যে আমার ঐরূপ শক্তি আছে তাহা নয় ব্রহ্মজ্ঞ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়েরও এইরূপ অলৌকিক শক্তি আছে। ৫৮

এবং ত্রিবেণী নিবাসী পণ্ডিতকুল চূড়ামণি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদি বহু পণ্ডিতের এইরূপ প্রতিভার বিষয় শোনা যায়। ৫৯

অষ্টাধ্যায় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পানিনি ব্যাকরণের ফণীভাষ্যে যেসকল পণ্ডিতের সম্পূর্ণরূপে অধিকার না থাকে সেই সকল পণ্ডিতের বৈদিক গ্রন্থ পাঠে অধিকার বা যোগ্যতা হয় না। অর্থাৎ তাঁহারা বৈদিক ভাষা আয়ত্ত করিতে পারে না। ৬০।৬১

আমি যে সময়ে সন্ন্যাসী হইয়া দেশভ্রমণে যাইয়াছিলাম সেই সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে একটি পানিনি পণ্ডিতের নিকটে অতি যত্নের

अन्त्यलीलायां १२श अः

সহিত পানিনি ব্যাকরণ পড়িয়াছিলাম। কিন্তু পানিনি পাঠে আমার কিছুই যোগ্যতা নাই। ৬২।৬৩

इत्येवं मन्यमानः स पण्डित प्रवर स्तदा।
सोपहासमिदं वाक्यमौषद्धास्यपुरःसरं ॥ ६४

उवाच मां समुद्दिश्य साधु सन्न्यासि मानवाः।
प्रायेनाहमिकाग्रस्ताः कुर्व्वन्ति निजगौरवं ॥ ६५

वयन्तु फणिभाष्यस्यस्वायत्तीकरणाय हि।
प्रायो द्वादशवर्षाणि प्राणपात परिश्रमैः ॥ ६६

साकल्यं नावगच्छामि भाष्यभाषा भयङ्करात्।
अतस्त्वमस्य पठने विशेषावहितो भव ॥ ६७

आकर्ण्याध्यापक वाचं नरेन्द्रः प्रत्युवाच तं।
यतोऽहमभवंश्छात्रस्तर्हि मां भवतो भवान् ॥ ६८

स्वकीयेच्छानुसारेण पाठं दिशतु भो गुरो।
यद्यहं भवतादत्तं पाठं नाभ्यसितुं क्षमः ॥ ६९

तर्हि नाध्यापयेच्छात्रं वाचालमतिगर्वितं।
उक्त्वैवं श्रीनरेन्द्रस्तु प्रणम्य पण्डितं सुधीः ॥ ७०

Under this impession he laughed at me and said, "Those who have renounced the world think too high of themselves. In spite of our twelve years' earnest efforts, Fani-Bhasya could not be *fully learnt*. *Be* careful to avoid any

Vyakarana, called Fani-Bhasya, cannot master Vedic language and so they are not considered capable of going through Vedic books. When I as a Sannyasi was on tour I studied Panini Vyakarana under the tutorship of a Maharashtriya Pandit. He held that I had not the ability to learn such a complicated subject. 57 to 63.

বঙ্গানুবাদ :—

যে কোনও বহির প্রথম পাতা ও শেষ পাতার মাত্র দুইটি লাইন পাঠ করিলেই গুরুর কৃপায় সমগ্র পুস্তকটির মর্ম্মার্থ বা গ্রন্থের বিষয় সম্যক রূপে অবগত হইতে পারি। ৫৭

কেবলমাত্র যে আমার ঐরূপ শক্তি আছে তাহা নয় ব্রহ্মজ্ঞ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়েরও এইরূপ অলৌকিক শক্তি আছে। ৫৮

এবং ত্রিবেণী নিবাসী পণ্ডিতকুল চূড়ামণি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদি বহু পণ্ডিতের এইরূপ প্রতিভার বিষয় শোনা যায়। ৫৯

অষ্টাধ্যায় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পানিনি ব্যাকরণের ফণীভাষ্যে যেসকল পণ্ডিতের সম্পূর্ণরূপে অধিকার না থাকে সেই সকল পণ্ডিতের বৈদিক গ্রন্থ পাঠে অধিকার বা যোগ্যতা হয় না। অর্থাৎ তাঁহারা বৈদিক ভাষা আয়ত্ত করিতে পারে না। ৬০।৬১

আমি যে সময়ে সন্ন্যাসী হইয়া দেশভ্রমণে যাইয়াছিলাম সেই সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে একটি পানিনি পণ্ডিতের নিকটে অতি যত্নের

সহিত পানিনি ব্যাকরণ পড়িয়াছিলাম। কিন্তু পানিনি পাঠে আমার কিছুই যোগ্যতা নাই। ৬২।৬৩

इत्येवं मन्यमानः स पण्डित प्रवर स्तदा।
सोपहासमिदं वाक्यमीषदास्यपुरःसर॑ ॥ ६४

उवाच मां समुद्दिश्य साधु सन्यासि मानवाः।
प्रायेनाहमिकाग्रस्ताः कुर्वन्ति निजगौरवं ॥ ६५

वयन्तु फणिभाष्यस्यस्वायत्तीकरणाय हि।
प्रायो द्वादशवर्षाणि प्राणपात परिश्रमैः ॥ ६६

साकल्य॑ नावगच्छामि भाष्यभाषा भयङ्करात्।
अतस्त्वमस्य पठने विशेषावहितो भव ॥ ६७

आकर्ण्याध्यापक वांचं नरेन्द्रः प्रत्युवाच त॑।
यतोऽहमभवंस्तावत्तोदिमां भवतो भवान् ॥ ६८

स्वकीयेच्छानुसारेण पाठ॑ दिशतु भो गुरो।
यदाहं भवतादत्त॑ पाठं नाभ्यसितुं क्षमः ॥ ६९

नहि नाध्यापयेच्छात्रं वाचालमतिगर्वित॑।
इत्थं श्रीनरेन्द्रस्तु प्रणम्य पण्डित॑ सुधीः ॥ ७०

Under this impession he laughed at me and said, "Those who have renounced the world think too high of themselves. In spite of our twelve years' earnest efforts, Fani-Bhasya could not be fully learnt. Be careful to avoid any

Vyakarana, called Fani-Bhasya, cannot master Vedic language and so they are not considered capable of going through Vedic books. When I as a Sannyasi was on tour I studied Panini Vyakarana under the tutorship of a Maharashtriya Pandit. He held that I had not the ability to learn such a complicated subject. 57 to 63.

বঙ্গানুবাদ :—

যে কোনও বহির প্রথম পাতা ও শেষ পাতার মাত্র দুইটি লাইন পাঠ করিলেই গুরুর কৃপায় সমগ্র পুস্তকটির মর্ম্মার্থ বা গ্রন্থের বিষয় সম্যক রূপে অবগত হইতে পারি। ৫৭

কেবলমাত্র যে আমার ঐরূপ শক্তি আছে তাহা নয় ব্রহ্মজ্ঞ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়েরও এইরূপ অলৌকিক শক্তি আছে। ৫৮

এবং ত্রিবেণী নিবাসী পণ্ডিতকুল চূড়ামণি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদি বহু পণ্ডিতের এইরূপ প্রতিভার বিষয় শোনা যায়। ৫৯

অষ্টাধ্যায় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পানিনি ব্যাকরণের ফণীভাষ্যে যেসকল পণ্ডিতের সম্পূর্ণরূপে অধিকার না থাকে সেই সকল পণ্ডিতের বৈদিক গ্রন্থ পাঠে অধিকার বা যোগ্যতা হয় না। অর্থাৎ তাঁহারা বৈদিক ভাষা আয়ত্ত করিতে পারে না। ৬০।৬১

আমি যে সময়ে সন্ন্যাসী হইয়া দেশভ্রমণে যাইয়াছিলাম সেই সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে একটি পানিনি পণ্ডিতের নিকটে অতি যত্নের

अन्त्यलीलायां १२श अः

সহিত পানিনি ব্যাকরণ পড়িয়াছিলাম। কিন্তু পানিনি পাঠে আমার কিছুই যোগ্যতা নাই। ৬২।৬৩

इत्येवं मन्यमानः स पण्डित प्रवर स्तदा।
सोपहासमिदं वाक्यमौषद्धास्यपुरःसरं ॥ ६४

उवाच मां समुद्दिश्य साधु सन्न्यासि मानवाः।
प्रायेनाहमिकाग्रस्ताः कुर्व्वन्ति निजगौरवं ॥ ६५

वयन्तु फणिभाष्यस्यस्वायत्तीकरणाय हि।
प्रायो द्वादशवर्षाणि प्राणपात परिश्रमैः ॥ ६६

साकल्यं नावगच्छामि भाष्यभाषा भयङ्करात्।
अतस्त्वमस्य पठने विशेषावहितो भव ॥ ६७

आकर्ण्याध्यापक वाचं नरेन्द्रः प्रत्युवाच तं।
यतोऽहमभवच्छात्रस्तर्हिमां भवतो भवान् ॥ ६८

स्वकीयेच्छानुसारेण पाठं दिशतु भो गुरो।
यद्यहं भवतादत्तं पाठं नाभ्यसितुं क्षमः ॥ ६९

तर्हि नाध्यापयेच्छात्रं वाचालमतिगर्वितं।
उक्त्वैवं श्रीनरेन्द्रस्तु प्रणम्य पण्डितं सुधीः ॥ ७०

Under this impession he laughed at me and said, "Those who have renounced the world think too high of themselves. In spite of our twelve years' earnest efforts, Fani-Bhasya could not be fully learnt. Be careful to avoid any

diversion while going through Fani-Bhasya." I I challanged him saying, "You may put me to a test and if you find me unable to fully learn any difficult lesson, you may cease to teach me."

64 to 70

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ মনে করিয়া সেই মহাপণ্ডিত মৃদু হাস্য করিয়া আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া এইরূপ উপহাস বাক্য বলিয়াছিলেন। ৬৪

সাধু সন্ন্যাসী মানুষসকল প্রায়ই অত্যন্ত অহংকারী হইয়া নিজের গৌরব অর্থাৎ আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানব এইরূপ ভাবিয়া থাকেন। ৬৫

আমরা ফণীভাষ্য বিশেষ ভাবে বুঝিবার জন্য প্রায় ১২ বৎসর প্রাণপাত পরিশ্রমের দ্বারাও ভাষ্যের ভাষা অতি কঠিন বশতঃ সমগ্র ফণীভাষ্য বুঝিতে পারি নাই। অতএব তুমি এই ফণীভাষ্য পড়িবার সময়ে খুব সাবধান হও। অর্থাৎ অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ না করিয়া একাগ্রচিত্তে পড়। ৬৬।৬৭

অধ্যাপকের এইরূপ কথা শুনিয়া নরেন্দ্র পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন আপনার যদি ছাত্রের প্রতি এইরূপ সন্দেহ নিশ্চিত হয় তাহা হইলে আপনি আমাকে আপনার ইচ্ছামত বিশেষভাবে কঠিন পাঠ দিয়া দেখুন আপনি যে পাঠ দিয়াছেন আমি তাহা আয়ত্ত করিতে পারি কিনা? যদি না পারি তবে এই বাচাল এবং অত্যন্ত গর্বিত ছাত্রকে পড়াইবেন না। এই কথা বলিয়া বুদ্ধিমান নরেন্দ্র পণ্ডিতের পদধূলি লইয়া।

৬৮।৬৯।৭০

अन्तरङ्गलीलायां १२श अः

तपोयोगं समाश्रित्याधीतवान शास्त्रमुत्तमं ।
समाप्य पाणिनि ग्रन्थं कण्ठस्थमकरोत् सुधीः ॥ ७१

असाधारण धीशक्त्या मासेनैकेन स तदा ।
दृष्ट्वैवं पाणिनि गुरु रवदत्तं सुविस्मितः ॥ ७२

न त्वं साधारणो लोकः शिक्षा तव विडम्बना ।
तस स्वाम्राद्विनिष्क्रान्तो गतवानीप्सितां दिशं ॥ ७३

चित्र शिल्पिप्रधानस्य तदानीं रवि वर्म्मणः ।
दृष्ट्वालेखं महायोगी चित्रदोषमदर्शयत् ॥ ७४

तं तदा व्रीड़ितो भूत्वा शिल्पी सभ्रूभमब्रवीत् ।
भ्रुवमस्मिन् शिल्पि कार्य्ये सिद्धि लाभं गतो भवान् ॥ ७५

श्रुत्वैवं शिल्पिनो वाक्यं तदातेन महात्मना ।
उक्तमनुत्तमं वाक्यं कालिदासस्य भाषणं ॥ ७६

राजानं विक्रमादित्यं पुरोवाच कविर्यथा ।
देवगुरु प्रसादेन जिह्वाग्रे मे सरस्वती ॥ ७७

With the help of uncommon spiritual power Narendranath committed to memory the entire Panini Vyakarana with Pani Bhasya in a month. On seeing this uncommon power of Narendranath, his teacher became greatly surprised and said. "Oh Narendra you are not an ordinary man. You come to learn only to imitate the practice of

others." Narendra left the place. While on tour, he pointed out a defect in the picture of Ravi Verma. Ravi Verma was greatly surprised at his great artistic power. Narendranath, in reply, only repeated what the poet Kalidas said to the king. "Oh king, by the grace of God and my preceptor, Goddess Saraswati abides in my tongue."

71 to 77

বঙ্গানুবাদ :—

তপস্যাযোগ আশ্রয় পূর্ব্বক সেই পানিনি ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। এবং সেইসময় বুদ্ধিমান নরেন্দ্র অসাধারণ প্রতিভাবলে এক মাসের মধ্যে ফনীভাষ্যের সহিত সমগ্র পানিনি গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। ৭১

এইরূপ ভাবে নরেন্দ্রের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া পানিনি গুরু অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন ওহে নরেন্দ্র তুমি সাধারণ মানুষ নয় শিক্ষা তোমার লোকানুকরণ মাত্র। ৭২

তৎপরে নরেন্দ্র সেইস্থান হইতে তাঁহার ইচ্ছামত অন্যত্র যাইয়া মহাযোগী নরেন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী রবি বর্ম্মার একটি ফটো দেখিয়া সেই চিত্রটির দোষ দেখাইয়াছিলেন। ৭৩ ৭৪

তখন রবি বর্ম্মা শিল্পী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বলিয়াছিলেন। শিল্প কার্য্যে আপনি নিশ্চয় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শিল্পীর কথা শুনিয়া মহাত্মা নরেন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের উক্তিরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন। ৭৫।৭৬

अन्त्यलीलायां १२श अः

বহু পূর্ব্বে কবিচূড়ামণি কালিদাস রাজা বিক্রমাদিত্যকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এইরূপ মহারাজ! দেবতা এবং গুরুর কৃপায় আমার জিহ্বার অগ্রে সরস্বতী আছেন। ৭৭

सर्व्वं जानामि तेनाहं भानुमत्या स्तिलं यथा।
यस्मिन् ब्रह्मणि विज्ञाते विज्ञातं हि चराचरं॥ ७८

साधकस्य भवत्येव वेदानुवचनेन हि।
तथा जातं नरेन्द्रस्य श्रीगुरोरनुकम्पया॥ ७९

पटुत्वं सर्व्वविद्यासु विशेषेण महत्तरं।
सर्व्वत्र सर्व्वदा तस्य जिह्वाग्रे भाति भारती॥ ८०

एकदोक्तं ठाकुरेण शृनुध्वं वचनं मम।
आगत्यात्र मया सार्द्धं दार्शनिकाः सुपण्डिताः॥ ८१

तर्कारम्भस्य प्रागेव श्रुत्वैव मम भाषणम्।
निरुद्धवाक्य सामर्थ्यात्तूष्णीं सन्ति सुविस्मिताः॥ ८२

किन्त्वसौ दिव्य धीशक्त्या प्रायः सम्वत्सरद्वयं।
तर्कयति मया सार्द्धं नाना वादयुतैर्भृशं॥ ८३

मन्ये ममास्या लीलायाः प्रचारार्थं स्वयं हरिः।
रामदासः समायातः श्रीराम पार्षदो महान्॥ ८४

"By virtue of my divine power I have spoken out the secret just as the secret black spot of the Queen Bhanumati was revealed by Kalidas. He who knows God knows everything. By the grace

of my preceptor Goddess Saraswati abides in my tongue and I have become omniscient. Once Thakur said, "Oh my devotees, listen to me. Many great learned men come here to debate with me, But they remain speechless on hearing what I had to say before they start. But this young man Narendranath always argue with me by holding firmly his atheistic views. I think, he has come with the mission of preaching my views with the devotion of Hanuman to Lord Ramchandra." 78 to 84

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই শক্তিবলেই আমি সর্ব্বজ্ঞ এবং রাণী ভানুমতীর গোপনীয় স্থানের তিলের বার্ত্তা বলিয়াছি। যে ব্রহ্মবস্তুকে জানে তাঁহার জগতের সমস্ত বস্তুই জানা হয়। ৭৮

সাধকের বেদবাক্য অনুসারে সমস্তই জানা হয় সেইরূপ আমারও শ্রীগুরুর কৃপায় সর্ব্বদা সরস্বতী জিহ্বাগ্রে প্রকাশিত বশতঃ আমিও সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছি। ৭৯।৮০

একদিন ঠাকুর বলিয়াছিলেন ওহে আমার প্রিয় ভক্তবর্গ তোমরা সকলে আমার কথা শোন। এই দক্ষিণেশ্বরে অনেক ভাল ভাল পণ্ডিত আসিয়া আমার সহিত তর্ক আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই আমার কথা শুনিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কোনরূপ কথা বলিতে না পারিয়া সকলেই চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। ৮১।৮২

কিন্তু এই নরেন্দ্র অলৌকিক বুদ্ধির বলে প্রায় দুই বৎসর হইল নানাপ্রকার নাস্তিক মত অবলম্বন করিয়া আমার সহিত অতিশয় তর্ক করিতেছে। ৮৩

মনে হয় আমার এই প্রকট লীলার প্রচারের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পার্ষদ স্বয়ং মহাবীর রামদাস হনুমান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ৮৪

অস্যৈব দেবতুল্যস্য নরেন্দ্রস্য প্রচেষ্টয়া।
পৃথিব্যাং পূর্ণতায়া মে প্রকাশঃ প্রসরিষ্যতি ॥ ৮৫

এতদর্থং মহমপি নরেন্দ্রায়াতিমানুষীং।
প্রযচ্ছামি মহাশক্তিং যয়া সর্ব্বজয়ী ভবেৎ ॥ ৮৬

কেবলং মম কার্য্যার্থং মহামায়া বিমোহিতঃ।
নান্যত্র গমনে শক্তিং স্বশক্তিং নাব বুদ্ধবান্ ॥ ৮৭

স্বোদরং পূরয়িত্বায়ং খাদিতুং ক্ষমতে যদি।
নূতনং স্বমতঞ্চৈকং স্থাপয়িষ্যতি নিশ্চিতং ॥ ৮৮

শ্রীনরেন্দ্রং যদাপশ্যৎ বাগ্মী পাশ্চাত্যহারী নামকঃ।
গাজীপুর প্রদেশস্য মহাযোগী তদাবদৎ ॥ ৮৯

ভগবদবতারোঽয়ং গুণাধারস্য মহত্তরঃ।
অস্য ভর্ৎসনা বাক্যঞ্চ সর্ব্বদা মে সুখায়তে ॥ ৯০
দারিদ্র্য পীড়িতা লোকাঃ পরদুঃখেন কাতরাঃ।
ভবন্তীতি ন্যায়বশাদ্বরেন্দ্রো যদি পশ্যতি ॥ ৯১

"It is due to the earnest efforts of Narendra that my manifestation will receive wide publicity

in the world. So I have bestowed upon him the divine power which will enable him to win over the world. If Narendra had no poverty he could open up a new horizon in the religious world. He has however been attracted by the Goddess to serve my purpose. He is ignorant of his own unlimited power." It was also said by Powhari Baba, a yogi living at Gajipur that Narendra was gifted with divine power, and that his chidings were pleasing. Like those who were born and brought up through poverty, Narendra would take pity on the misery of others. 85 to 91

বঙ্গানুবাদ :—

এই দেবতুল্য নরেন্দ্রেরই একমাত্র চেষ্টায় এই পৃথিবীতে আমার পূর্ণাবতারের প্রকাশ প্রচারিত হইবে। ৮৫

এই জন্য আমিও নরেন্দ্রকে দৈবী মহাশক্তি দিয়াছি। যে শক্তিতে নরেন্দ্র পৃথিবী জয়ী হইবে। ৮৬

যদি এই নরেন্দ্র পেট ভোরে খাইতে পাইত তাহা হইলে এই পৃথিবীতে একটি নূতন মত স্থাপন করিতে পারিত। কেবলমাত্র আমার কার্য্যের জন্যই নরেন মহামায়া দ্বারা বিমুগ্ধ হইয়াই অন্য কোথাও যাইতে পারিতেছে না। এবং নিজের শক্তি যে কত বড় তাহাও বুঝিতে পারিতেছে না। ৮৭,৮৮

अन्त्यलीलायां ৭২শ অঃ

পাওহারী বাবা নামে গাজীপুর নিবাসী মহাযোগী যে সময়ে নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়াছিলেন তখন বলিয়াছিলেন এই নরেন্দ্র ভগবানের অবতার ইহার গুণ অতি বড়। এবং এই নরেনের ভর্ৎসনা বাক্যও আমায় সুখ দান করে। ৮৯।৯০

দারিদ্রপালিত লোক সকল প্রায় পরদুঃখে কাতর হয়। এইরূপ একটি প্রসিদ্ধ জনশ্রুতি থাকায় নরেন্দ্র যদি নিজের লোকই হউক বা অপর লোকই হোক তাহাদের দুঃখ দেখিলেই নরেন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিতেন। ৯১

आतुरं स्वं परं वासौ क्रन्दनं कुरुते ध्रुवं।
तद्दुःख मोचनार्थाय चकाराराधनं हरेः ॥ ८२
अलौकिको गुरोर्भक्ति रीदृग् दृष्टो न केनचित्।
यदारत स्तपस्यायां श्रीनरेन्द्रो हिमालये ॥ ८३
गङ्गाधरस्य पीड़ाभिरत्यन्तं दुःखितोऽभवत्।
येन तद्वैराग्यभावः सुदूरं गतवांस्तदा ॥ ८४
परन्तु तं समुद्दिश्य तेनोक्तं सुमहात्मना।
यद्यहं जीवनं दत्वा गुरुभ्रातुर्हि कस्यचित् ॥ ८५
केशस्य रक्षणे शक्तो भवामि तेन मे ध्रुवं।
कोटि जन्म तपस्यायाः फलमेव भविष्यति ॥ ८६
तपसः कण्टकायूयं यतो मे स्नेहभागिनः।
स्थास्यामि यद्यहं सार्द्धं गुरुभ्रातृगणैरहो ॥ ८७
एवमुक्त्वा ततोऽस्माकं मायां संछिद्य साधकः।
स्वीकृत्य वृत्तिमाकाशं पदव्रजेन केवलं ॥ ८८

He would pray to God to remove miseries of the suffering people, known or unknown, whom he happened to come across. His devotion to his preceptor was also unparalalled. When Narendra was doing panance in the Himalayas, he became so sorry at the news of illness of Gangadhar that he ceased to do his penance and sent this message to him, 'If I am able to save a bit of his hair at the cost of my life, I shall deem that I have got the fruit of my accumulated merit acquired in millions of my previous births." Afterwards he said, "Love and affection are hindrances to penance. If I keep company with my fellow brothers and become moved by their worries, I shall have to give up my penance." So saying he went away all alone on a tour throughout India. 92 98

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই সকল দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। ৯২

নরেন্দ্রের মত এরূপ গুরুভক্তি কেহ কোথাও দেখেন নাই। যে সময়ে নরেন্দ্র হিমালয়ে তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। ৯৩

সেই সময়ে গুরুভাই গঙ্গাধরের দেহপীড়ার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত

হইয়াছিলেন এবং সেই সময়ে নরেন্দ্রের তপস্যা ও বৈরাগ্য একপ্রকার নষ্ট হইয়াছিল। ৯৪

পরন্তু সেই গঙ্গাধরের উদ্দেশ্যে মহাত্মা নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন। যদি আমি আমার গুরু ভ্রাতার এক গাছি কেশ রক্ষণেও সমর্থ হই তাহা হইলে আমি নিশ্চয় জানিব যে আমার কোটি জন্মের তপস্যার ফল নিশ্চয় হইল। ৯৫।৯৬

তপস্বী ব্যক্তির স্নেহই তপস্যার কণ্টক স্বরূপ। অতএব আমি যদি গুরু ভ্রাতৃবর্গের সহিত এক সঙ্গে অবস্থান করি এবং তাহাদের দুঃখে কাতর হই। তাহা হইলে আমার তপস্যা হইবে না নরেন্দ্রনাথ এই কথা বলিয়া আমাদিগের মায়া কাটাইয়া আকাশবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কেবলমাত্র পদব্রজে। ৯৭।৯৮

সম্পূর্ণং ভারতং বর্ষং পর্য্যটামীতি সংবদন্।
যোগাসনাদি যৎকিঞ্চিৎ সর্ব্বং সন্তজ্য তৎক্ষণাৎ ॥ ৯৯
অদৃশ্যতাং গতঃ সাধুঃ কেনাপি ন বিলক্ষিতঃ।
তুচ্ছীকৃত্য গীতবান রৌদ্র হট্যাদিজাং ব্যথাং ॥ ১০০
অবসন্ন শরীরস্তু প্রাপ্য দেবালয়ং সুধীঃ।
অথবা তরুমূলঞ্চ নিদ্রাং যাতি সুখেন সঃ ॥ ১০১
কৈবল্যং সম্বলন্তস্য গীতমেকং শুভপ্রদং।
দাদ নাজানেকৈ মীরা আপ্না রাম দেখীয়ালী ॥ ১০২
মূর্ত্তিমতো বৈরাগ্যস্য প্রতীকঃ পাবকোপমঃ।
অনে অনে ভগবতো গুরোর্বাণীং প্রচারয়ন্ ॥ ১০১
রাজপুতনাখ্য দেশে খেতড়ী নাম পত্তনং।
প্রবিষ্টবান, পাদচারী সন্ন্যাসী ব্রহ্ম ভাবনঃ ॥ ১০৪

অন্তরলীলায়াং ১২শ অঃ

একো নরঃ সমায়াতঃ সাধুঃ সুপ্রিয়দর্শনঃ।
তত্রস্থ ভূপতির্যৈবং শ্রুত্বাগ্রহ সমন্বিতঃ ॥ ১০৫

He gave up his holy services and yogic practies and disappeared. He did not care the hardship caused by cold, sun and shower and storm. When he felt himself exhausted, he would take shelter in a temple or under a tree and sleep happily. He had only one thing to depend upon. It was a song. Being free from all earthly attractions he went on his journey preaching the message of his preceptor. By and by he reached the town of Khetri in Rajputana. When the king of that place heard that a Sadhu of a very charming appearance had come there, he welcomed Narendra with great respect to his own palace.

99 to 105

বঙ্গানুবাদ :—

সমগ্র ভারতবর্ষ পর্য্যটন বা পরিভ্রমণ করিব এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ যোগাসনাদি যাবদীয় সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধু নরেন্দ্র অদৃশ্য হইয়াছিলেন। তাহা কেহই জানিতে পারিয়াছিলেন না। ৯৯

অত্যন্ত শীত ঝঞ্ঝাবাত প্রবল রৌদ্র ও অতি বৃষ্টি জন্য দুঃখকে উপেক্ষা করিয়া আনন্দ মনে যখন শরীরের ক্লান্তিবশতঃ আর চলিতে

না পারিতেন তখন কোনও দেবালয়ে অথবা বৃক্ষমূলে অবস্থানপূর্ব্বক সুখে নিদ্রা যাইতেন। ১০০।১০১

নরেণের কেবলমাত্র সম্বল ছিল একটি গান সেই গানটি এই "দরদ না জানে কোই মীরা আপনা রাম দেওয়ালী।।" দেওয়ালী শব্দের অর্থ প্রদীপসমূহ। কেহ কেহ বলেন মূর্ত্তিমান বৈরাগ্যের আধার অগ্নিতুল্য দীপ্তিমান দেহ নরেন্দ্র ধীরে ধীরে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বাণী প্রচার করিতে করিতে। ১০২।১০৩

পদচারী ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী রাজপুতনা প্রদেশের কেতড়ী নামক রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১০৪

কেতড়ীর রাজা একটি অতি সুন্দর মূর্ত্তি নূতন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত আগ্রহসহকারে। ১০৫

সাদরং তং সমানীয় স্বপ্রাসাদৈন্যবেষ্টয়ৎ।
তস্যৌপায়ং তস্য সাধোঃ প্রসিদ্ধ গায়িকাদ্বয়ং ॥ ১০৬
আনায়য়ামাস রাজা বহু সভ্য সমন্বিতঃ।
বৈরাগ্যদীপ্ত সন্ন্যাসী গীতং ধারাঙ্গনা মুখাৎ ॥ ১০৩
অবধীচ্ছা বিহীনোঽপি শ্রুতবান্ রাজগৌরবাৎ।
ভাবার্থস্তস্য গানস্য সংক্ষেপেনোচ্যতে ময়া ॥ ১০৮
পিতুর্বাক্যং পরিত্যজ্য য পুত্রঃ স্বৈরমাচরেৎ।
গর্হিত স্বিপু লোকেষু পাপী ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ১০৯
কিন্তু সাধোস্তথা ভক্ত প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
যদর্থমবতীর্ণোঽসৌ বৈকুণ্ঠাৎ পরমেশ্বরঃ ॥ ১১০
নৃসিংহ তনুং ধৃত্বা হিরণ্যকশিপুং হরিঃ।
জঘান নখরাঘাতৈঃ কিমাশ্চর্য্যং মতঃপরং ॥ ১১

অন্ত্যলীলায়াং ১২শ অঃ

শিব ব্রহ্মেন্দ্রবরুণ বায়ু চন্দ্র যমাদিভিঃ।
কৈরপি শ্রীভগবতী ভাবোবোদ্ধুং ন শক্যতে ॥ ১১২

To entertain the Sadhu, the King arranged for music by two women. In spite of his unwillingness he had to be present during the performance. The purport of the song was briefly this, "It is true that the son who disobeys his father becomes impious and hated by all. But the great devotee, Pralhad, was an exception. For his sake Lord Vishnu came down from His own abode in the shape of a lion in the upper half and a man in the lower half, and killed Hiranyakasipoo, the father of Pralhad by his nails. It was a wonderful miracle. The ways of God are unknown even to Shiva, Bramha, Barun, Bayu, the Moon, Yama and other gods. 106 to 112

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই সন্ন্যাসীকে সমাদর পূর্ব্বক সসম্মানে নিজ গৃহে আনিয়া রাজ প্রাসাদে রাখিয়াছিলেন। এবং বহুতর সভাসদ্‌গণের সহিত একত্রিত হইয়া সাধুর সন্তোষ সম্পাদনের জন্য দুইটি প্রসিদ্ধ গায়িকা স্ত্রীলোককে রাজসভায় আনয়ন করাইয়াছিলেন। ১০৬

সেই বৈরাগ্যদীপ্ত সাধুর বারাঙ্গনাদিগের গান শুনিবার ইচ্ছা না

থাকিলেও রাজার অনুরোধে শ্রবণ করিয়াছিলেন। যে গান করিয়াছিল তাহার ভাবার্থটি সংক্ষেপে বলা হইতেছে। ১০৭।১০৮

যে পুত্র পিতার আদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করে সে পাপী হয়। এবং সকলের নিকটে নিন্দিত হইয়া থাকে। ইহা ধ্রুব সত্য। ১০৯

কিন্তু মহাত্মা ভক্ত প্রহ্লাদের তাহা হইয়াছিল না। পরন্তু পিতার অপ্রিয় সেই প্রহ্লাদের জন্য পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ বৈকুণ্ঠ হতে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুকে নখরাঘাতে বধ করিয়াছিলেন। অতএব ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে। ১১০।১১১

শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র বরুণ বায়ু যম প্রভৃতি দেবতাসকলও শ্রীভগবানের ইচ্ছা যে কি তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। ১১২

সমদর্শী যতস্ত্বং বৈ পাপং নো বহু বিস্মৃতং।
ক্ষন্তব্যং পশ্য মো সাধো সজ্জনস্য সমানতাং॥ ১১৩

স্বর্ণমনেঃ স্বর্ণহেতোঃ পূজ্য যো লৌহবিগ্রহঃ।
ঘাতকস্যাস্ত্ররূপেণ যো লৌহো বিদ্যতে করে॥ ১১৪

তাবুভৌ স্বর্ণতাং যাতৌ ন ভেদো দৃশ্যতে তয়োঃ।
তথাদ্য পাপমুক্তাঃস্মো ভবতো দর্শনাদয়ং॥ ১১৫

শ্রুত্বা তত্র গায়িকানাং গানার্থং লজ্জিতোঽভবং।
যথা জলৌকসামাস্যে ঘারস্য পতনাদ্ভবেৎ॥ ১১৬

ন কস্যাপি সমীপেঽহং কদাপি নতকন্ধরং।
ভবামি নারীমধ্যে মে প্রথমোঽয়ং পরাভবঃ॥ ১১৭

অন্ত্যলীলায়াং ১২শ অঃ

প্রেতযোনেঃ কিন্নরস্য গন্ধর্ব্বস্যাথবা তথা।
ইন্দ্র চন্দ্র যমাদীনাং দেবতানাঞ্চ দর্শনং ॥ ১১৮
কিমপি ন তস্য চিত্রং যস্যাত্ম দর্শনং ভবেৎ।
হিমালয় পর্য্যটনে বহ্বাশ্চর্য্যং দদর্শ সঃ ॥ ১১৯

"Oh Sadhu, with you all are equal. We are all sinners. You should forgive us. The magic touch-stone does not differentiate between the good iron of which a holy image is made, and the bad iron of which a sword is made ; and makes iron of any kind and any shape gold. We are blessed by your holy presence." Narendra was extremely ashamed to hear the women's songs. He never bowed down his head to any body except his preceptor. On this occasion he felt himself humiliated by these women singers. It is no wonder that he who had acquired divine wisdom would see the gods like Indra and others. Narendra also came across many wonders in the Himalayas. 113 to 119

বঙ্গানুবাদ :—

হে সাধু তুমি সমদর্শী আমরা মহাপাপী অতএব আমাদিগকে ক্ষমা করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। ১১৩

দেখুন যাঁহারা সজ্জন হন্ তাঁহারা পাপীকেও যেমন দেখেন পুণ্যবান-

কেও তদ্রূপই দেখেন। স্পর্শমণির স্পর্শ বশতঃ লৌহ নির্ম্মিত দেব-দেবীর মূর্ত্তিকে যেমন স্বর্ণে পরিনত করে এবং ঘাতকের অস্ত্ররূপে যে লৌহ ঘাতকের করে থাকে তাহাকেও স্বর্ণ করে অর্থাৎ ভালই হউক আর মন্দই হউক স্পর্শমণি উভয়কেই স্বর্ণে পরিণত করেন। স্পর্শমণি কাহারও ভেদ দর্শন করেন না। সেইরূপ আপনার দর্শনে আজ আমরা নিশ্চয় পাপমুক্ত হইলাম। ১১৪ ১১৫

সেই রাজভবনে গায়িকাগণের গান শুনিয়া আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিলাম। জোঁক নামক জন্তুর মুখে লবণ দিলে যেরূপ হয় আমি সেইরূপ হইয়াছিলাম। ১১৬

আমি শ্রীগুরু ভিন্ন কাহারও নিকটে কখন মস্তক নত করি নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকের নিকট আমার এই প্রথম পরাজয় ঘটিল। ১১৭

যাঁহার আত্মদর্শন বা ভগবদ্দর্শন হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে প্রেতযোনি গন্ধর্ব্ব কিন্নর অথবা ইন্দ্র চন্দ্র যমাদি দেবতার দর্শন কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। হিমালয়ে আমি বহু আশ্চর্য্য দেখিয়াছিলাম। ১১৮।১১৯

একদা তদ্ গুরুস্থানে রোগারোগ্যেচ্ছয়া সুধীঃ।
চক্কার প্রার্থনাং মাতুঃ কালিকায়াঃ সমীপতঃ॥ ১২০

তত্রাবির্ভূয় সা কালী প্রোবাচ তং সুযোগিনং।
অচিরং সুখয়িষ্যামি ভোঃ পুত্র তব যাচিতং॥ ১২১

শ্রুত্বাপ্যেবং বচো দেব্যা নরেন্দ্রোঽপ্যবদত্তদা।
কন্যৈকা কৃষ্ণবর্ণেয়ং মা প্রলোভ্য জগাম সা॥ ১২২

তথা দৈবগতে পথে যদা পর্য্যটনে রতঃ।
প্রেতযুগ্মস্য সংপশ্যন্ দুর্গামতিদারুণাং॥ ১২৩

দয়ার্দ্র হৃদয়ঃ সাধুঃ প্রার্থনামকরোত্তদা।
যদি জন্মং যদি হুতং গুরবো যদি তোষিতাঃ ॥ ১২৪
তৎ ফলেন তয়োঃ সর্ব্বপাপনাশাদনন্তরং।
প্রেতভাবং গতবতীর্ভূয়াৎ স্বর্গোহনুত্তমঃ ॥ ১২৫
এবমুক্তে তদাতস্মিন্ শ্রীনরেন্দ্রে মহাত্মনি।
প্রাপ্য দিব্যবপু স্ত্রী দ্বৌ নরেন্দ্রস্য জয়ধ্বনিং ॥ ১২৬

Once Narendra prayed to the Goddess Kali for recovery of his ailing fellow brother. The Goddess appeared before him and said, "My son, I shall fulfil your desire very shortly." Naredra felt that a girl of dark complexion appeared and disappeared in a mysterious manner. In the Deccan he came across two ghosts who were in great distress. He prayed for their relief at the cost of merit acquired by him through holy deeds. At once the ghosts were purged of their sins and left for Heaven shouting all glory to Narendra.

120 to 126

বঙ্গানুবাদ :—

কোনও সময়ে নরেন্দ্র গুরু ভাইয়ের দেহ পীড়ার আরোগ্য কামনায় মা কালীর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১২০

মাতা কালিকা আবির্ভূতা হইয়া বলিয়াছিলেন। ওহে পুত্র নরেন্দ্র তোমার প্রার্থনা আমি শীঘ্রই পূরণ করিব। ১২১

এইরূপ ভাবে দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণবর্ণা একটি মেয়ে আমাকে প্রলোভিত করিয়া চলিয়া গেল। ১২২

অর্থাৎ কালিকা দর্শন দিয়াছিলেন। এবং দাক্ষিণাত্যে যখন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নরেন্দ্র দুইটি প্রেতের ভয়ঙ্কর কষ্ট দেখিয়া ভগবানের নিকট এইরূপভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে যদি আমি জপ করিয়া থাকি অথবা সেবা দ্বারা যদি গুরুর সন্তোষ বিধান করিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের ফলে এই দুইটি প্রেতের সমস্ত পাপ নষ্ট পূর্ব্বক প্রেত-ভাব দূরীভূত হইয়া উত্তম স্বর্গ লাভ হউক। ১২৩।১২৪।১২৫

সেই সময়ে সেই মহাত্মা নরেন্দ্র এইরূপ বলিলে সেই দুইটি প্রেত দিব্যদেহ লাভ করিয়া পুনপুনর্ব্বার নরেন্দ্রের জয়ধ্বনি দিতে দিতে পরমানন্দে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। ১২৬

ভূয়োভূয়ঃ প্রকুর্ব্বন্তৌ দিব্যলোকং গতৌ মুদা।
এবমলৌকিকং কৃত্যমকরোৎ স নরোত্তমঃ॥ ১২৭
কস্য পূর্ব্বং তপস্যায়াঃ স্থানং দৃষ্ট্বা ভবেদ্ যদি।
যাবজ্জীবং সমাধিস্থঃ কথং তর্হি ভবিষ্যতি॥ ১২৮
শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত বেদমাদ্যং সুনির্ম্মলং।
বিচিন্ত্যৈবং মহামায়া তস্য নরোত্তমস্য বৈ॥ ১২৯
বিশ্বালাগমনে বিঘ্নং জনয়ামাস কালিকা।
তেন সাধুঃ পুনঃ প্রায়াদ্দক্ষিণেশ্বরং মহামতিঃ॥ ১৩০
অত্র স্থিতো যোগযুতো যোগী নিয়ত মানসঃ।
যোগিনাং দুর্লভং যোগং নির্ব্বিকল্প সমাধিজং॥ ১৩১
বিরক্তাঞ্চিত যোগস্থঃ লব্ধানন্দ পরিপ্লুতঃ।
দেহাত্ম বুদ্ধিং বিস্মৃত্য তস্থৌ স্থানুরিবাচলঃ॥ ১৩২

অন্ত্যলীলায়াং ১২শ অঃ

ন স্পন্দনং প্রাণনাড্যা স্তথা নাসা নিলয্য চ।
গতাসুমিব তং দৃষ্ট্বা নির্বিকল্প্য সমাধিনা ॥ ১৩৩

Thus Narendra performed many miracles. Who was there to expound the teachings of Sri Sri Ramakrisna if Narendra lost himself in trance on his visiting the former place of his penance? Cosidering this, the Goddess Jagadamba obstructed his access to Badarikashrama. Narendra had to come back to Hrishikesh. He fell into a trance in which his body lost all signs of life.

127 to 133

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে সেই সময়ে নরেন্দ্রনাথ বহুতর অলৌকিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। যদি নরেন্দ্র নিজের পূর্ব্ব তপস্যার স্থান দর্শন করিয়া সমগ্র জীবনের মত সমাধিগ্রস্ত হন তাহা হইলে শ্রীগুরু ভগবান রামকৃষ্ণদেবের জীবন চরিত্র বেদের ভাষ্য অর্থাৎ ঠাকুরের লীলামাহাত্ম্য সুনির্ম্মলভাবে রচনা কে করিবে। মহামায়া জগদম্বা কালিকা এইরূপ চিন্তা করিয়াই সেই নরোত্তম নরেন্দ্রের বদরিকাশ্রমে গমনে বাধা জন্মাইয়াছিলেন। ১২৭।১২৮।১২৯

হনুমান চটী পর্য্যন্ত যাইয়া সেই স্থানে আনন্দিত হইয়া প্রায় ভগবান বদ্রীনারায়ণের নিকটস্থ হইয়া সেই স্থান হইতে পুনর্ব্বার হৃষীকেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১৩০

অন্ত্যলীলায়াং ১২শ অঃ

যোগী নরেন্দ্র সেই হৃষীকেশ তীর্থে অবস্থান পূর্ব্বক মনকে সংযত করতঃ যোগযুক্ত যোগীগণের চিরকাঙ্ক্ষিত দুর্লভ যোগ যে যোগে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হয় সেই যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক আনন্দে নিমগ্ন হইয়া দেহাত্মবুদ্ধি অর্থাৎ দেহ যে একটি ভালবাসার বস্তু ইহা ভুলিয়া গিয়া শাখা পত্র বিহীন বৃক্ষের মত অচল অবস্থায় অবস্থিত হইয়াছিলেন। ১৩১।১৩২

তখন নাসারন্ধ্রে বায়ু ছিল না এবং প্রাণ নাড়ীর স্পন্দন ছিল না। সেই সময়ে নির্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত নরেন্দ্রকে একটি মৃত দেহের মত দেখিয়া। ১৩৩

বিচলিতা বয়ং সর্ব্বে হ্যভূম স্তস্য চিন্তয়া।
পরিত্যজ্য স্থিতোভুত্বা বদদেব মুদাযুতঃ ॥ ১২৪
সমাধে র্নির্ব্বিকল্পস্য রসাস্বাদঃ সুধোপমঃ।
শ্রীগুরোরুপদেশেন বারমেকং কৃতো ময়া ॥ ১২৫
কৃতাস্বাদো দ্বিতীয়োঽস্য গুরোরন্তর্হিতেঽপি চ।
ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি সফলং জীবনং মম ॥ ৮২৬

গুরোর্বচঃ সত্যমসত্য মন্য
দুচ্চৈর্বদন্নিত্যমনন্য চিত্তঃ।
প্রচারয়ন্ মত্ত ইবা মরাত্মা
বাণীং গুরো র্গায়তি যত্র তত্র ॥ ১২৭
এবং ভ্রমন্ ভারতবর্ষ ভূমৌ
কালেন তদ্ধৈর্য্যমবাপ সাধুঃ।
যত্রাম্বিকায়া স্তপসা বিযুক্তং
কুমারিকা চৈত্রমতোব পুণ্যং ॥ ১২৮

His condition made us all very uncertain about his being alive. Next day he regained his senses and said. "The divine joy which I have experienced in the trance for the second time has made my life blessed." He also said that the words uttered by his preceptor were the truth and every other thing was false. There after he roamed about like a mad man and preached the Message of his preceptor. He travelled on and on and at last reached Cape Kumarika. 134 to 138

বঙ্গানুবাদ :—

আমরা সকলে সেই নরেন্দ্রের চিন্তায় অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলাম। তৎপরে দিবারাত্র অতীত হইলে পরদিনে নরেন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইয়া অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মত আনন্দের সহিত এইরূপ বলিয়াছিলেন।

১৩৪

নির্ব্বিকল্প সমাধির রসাস্বাদ অমৃততুল্য। শ্রীগুরু ভগবানের উপদেশানুসারে পূর্ব্বে একবার নির্ব্বিকল্প সমাধির রসাস্বাদ করিয়াছিলাম। ১৩৫

শ্রীগুরু ভগবান ঠাকুরের লীলা অপ্রকটের পর এই নির্ব্বিকল্প সমাধির রস দ্বিতীয়বার আস্বাদন করিলাম। আমি ধন্য হইলাম কৃতকৃত্য হইলাম আমার জীবন সফল হইল। ১৩৬

গুরু বাক্যই সত্য তাছাড়া সব মিথ্যা এইরূপ বাক্য উচ্চৈঃস্বরে একান্ত মনে বলিতে বলিতে দেব বিগ্রহ নরেন্দ্র পাগলের মত শ্রীভগবান্ ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথামৃত প্রচার করিতে করিতে যেখানে

সেখানে অর্থাৎ স্থান অস্থান কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সর্ব্বত্র গান করিতেন বা বলিতেন। ১৩৭

এইরূপভাবে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে করিতে এক সময়ে সেই দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ যে স্থানে মা ভগবতী দুর্গা অম্বিকার তপস্যা দ্বারা অতি নির্ম্মল বিশুদ্ধ কুমারিকা নামক ক্ষেত্র আছে। ১৩৮

তস্মিন্দদর্শাতি গভীরসিন্ধৌ
স্তরঙ্গ ভঙ্গায়িত তীরভূমিং।
যুনোর্যথা নূতন দারকল্পে
প্রমত্ত ভাবান্মৃদিতাং বরাঙ্গনাম্ ॥ ৭৩৯
অহোঽত্র দেবাঃ প্রচরন্তি নিত্যং
সন্ত্যত্র নারায়ণ বাসভূমিঃ।
সন্ত্যত্র ভক্তা বহবঃ সুসিদ্ধা
নারায়ণং ব্রহ্ম চ বিদ্যতেঽত্র ॥ ৭৪০
সর্ব্বে তদা দক্ষিণ ভারতস্য
দণ্ডায়মানো জলধেঃ সুতীরে।
অনন্ত দুর্ভান্ত তরঙ্গ দৃষ্টে
রানন্দ সিন্ধাবভিমজ্জিতোঽভূৎ ॥ ৭৪১

Narendra saw the solemn sea and also watched the waves breaking on the shore. The sea troubled the coast like a newly married bridegroom teasing his bride. Here gods always negotiate. Here is also the abode of lord Nara-

yana, with many of His blessed devotees. Narendra was overwhelmed with joy at the sight of the surging waves of unlimited sea. 139 to 141.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই কুমারিকা ক্ষেত্রে নরেন্দ্র অতি গভীর সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গ তীর ভূমি দেখিয়াছিলেন। যেরূপ যুবা পুরুষেরা নূতন বিবাহের পর প্রমত্ত ভাব বশতঃ যুবতী পত্নীকে পীড়িত করেন, সেইরূপ সমুদ্র তীর ভূমিকে পীড়িত করিয়াছিলেন। ১৩৯

এমন কি এই কুমারিকা ক্ষেত্রে দেবতাগণ নিত্য যাতায়াত করিয়া থাকেন। এবং এই স্থানে ভগবান নারায়ণের বাসভূমি বিদ্যমান আছে। এবং সুসিদ্ধ ভক্তবৃন্দের সহিত স্বয়ং ভগবান ও ব্রহ্মা সর্ব্বদা বিরাজিত হন। ১৪০

সেই সময়ে জীবন্মুক্ত নরেন্দ্র দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র তীরে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রের অসংখ্য দুর্দ্দমনীয় তরঙ্গ দর্শনে আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ১৪১

भाव स्तदा-तस्य हृद स्तथाभूत्
येनास्थिर स्तज्जलधौ नरेन्द्रः।
अचिन्तयित्वा स्वतनो विपत्तिं
झम्पं ददौ दृप्ततरङ्गपूर्णे ॥ १४२
तीर स्थिताः सर्व्वजनाः सुभीता
अप्यस्य भावेन विभावितस्य।
चित्तस्य चाञ्चल्यमहो न जातं
शङ्का न जाता जलमज्जनाच्च ॥ १४३

अन्त्यलीलायां ११श अः

वाहु प्लवेनैव सुतर्त्तुमिच्छन्
समुद्र मध्ये गतवान् महात्मा ।
तत्र प्रवालस्य गिरिं विलोक्य
क्रमेन तत्रोपविवेश साधुः ॥ १४४

At that time the convulsion of mind of Narendranath was so great that he jumped into the water of the roaring sea without caring his own safety. Those who were present on the spot were struck with awe. Narendranath, however, had nothing to be afraid of and swam far off from the shore with an idea to cross the sea. He reached a coral rock in the sea and sat on it. 142 to 144.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এবং সেই সময়ে সেই নরেন্দ্রের একটি অপূর্ব্ব মনোভাব উদিত হইয়াছিল। যদ্বারা নরেন্দ্র অধৈর্য্য হইয়া নিজ শরীরের বিপদ বিষয়ের চিন্তা না করিয়া সেই সমুদ্র জলের মধ্যে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলেন। ১৪২

তখন সমুদ্রতীরে অবস্থিত লোকসকল নরেন্দ্রের সেইরূপ কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেও স্বাত্মভাবে অর্থাৎ ভগবৎ প্রেমে প্রেমবান নরেন্দ্রের চিত্ত চাঞ্চলা বা গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবার আশঙ্কাও হইয়াছিল না। ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। ১৪৩

মহাত্মা নরেন্দ্র তখন এইরূপ ভাবিয়াছিলেন যে আমার এই দুটি

अन्त्यलीलायां ৭২শ অঃ

বাহু দ্বারাই সমুদ্র পার হইয়া যাইব এইরূপ মনে করিয়া সাঁতার দিতে দিতে প্রায় সমুদ্রের মধ্যে প্রবালের (পলার) পর্ব্বত পরিদর্শন করিয়া ক্রমশঃ সেই পর্ব্বতের উপরিভাগে উপবেশন করিয়াছিলেন।

১৪৪

ये साधकाः सन्ति कुमारिकायां
वदन्ति चैवं जगदम्बिका सा।
शैव व्रतञ्चात्र चकार देवी
कुमारिका मूर्त्ति परिग्रहेन ॥ १४५
योगासने योगायुतः स तत्र
द्वीपे प्रवालस्य घटीत्रयं हि
मन्ये कृपां प्राप्य गुरोस्तदानीं
तस्थौ महानन्दमना महात्मा। १४६
ज्ञात्वा तदा तस्य महा विपत्तिं
कैवर्त्तमुख्यः पुरुषं महान्तं।
सहावधानं प्लव मध्यभांशे
तं स्थापयित्वा तटमानिनाय ॥ १४७

It was said by the hermits who resided there that Goddess Durga in the shape of that rock was performing penance to have Shiva as her consort. Narendra stayed there in his divine mood for three hours in great joy and felt himself blessed by his preceptor. The fishermen considered that the life of Narendra was in danger

and so they hastened to rescue him. He was brought back to the shore in a boat, 145 to 147

বঙ্গানুবাদ :—

সেই কুমারিকা ক্ষেত্রে যে সকল সিদ্ধ সাধকগণ বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা বলেন যে মা দুর্গা এই সমুদ্র মধ্যে প্রবাল গিরিতে কুমারী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক শৈব ব্রতের অর্থাৎ পতিরূপে শিবকে পাইবার জন্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১৪৫

তৎপরে সেই নরেন্দ্র প্রবালের ঘাপে প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় পর্য্যন্ত যোগাসনে যোগযুক্ত হইয়াছিলেন। বোধ হয় সেই সময়ে শ্রীগুরু ঠাকুরের কৃপা পাইয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৪৬

সেই সময়ে প্রধান নৌকাচালক বা সর্দ্দার মাঝী নরেন্দ্রের ভয়ঙ্কর বিপদ মনে করিয়া সেই মহাপুরুষ নরেন্দ্রকে খুব সাবধানের সহিত নৌকার মধ্যদেশে বসাইয়া ধীরে ধীরে তীরে আনয়ন করিয়াছিলেন। ১৪৭

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নরাবতার শ্রীনরেন্দ্রস্যাবির্ভাব সময়ে স্বর্গ পতিত জ্যোতির্ম্ময়াস্য সম্ভব ইতি ঠাকুর সিদ্ধান্তঃ। পাগলাবাবা নামক সাধুরপি ভগবদবতারোঽয়মিতি নির্দ্ধারিতবান্। গর্ভমেণ্ট শিক্ষা বিভাগীয় সর্ব্বোচ্চ পদ ভূষিত শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় দৈবধর্ম্মণা পণ্ডিত বর্য্যেন কাশীক্ষেত্রে নরেন্দ্রায় ভারতরত্ন ইত্যুপাধিঃ প্রদত্তঃ। কেশব সেনাদি সমাগমঃ। হৃষীকেশ ক্ষেত্রে নির্ব্বিকল্প সমাধিঃ পদব্রজেন ভারতবর্ষ পর্য্যটনং। বৈদ্যনাথদিগি যুগ্ম প্রেতোদ্ধারণং। কুমারিকা ক্ষেত্রে সমুদ্র মধ্যে তপশ্চরণং। পুনঃশ্রীরামকৃষ্ণোঽন্ত্যলীলায়া দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ। অঃ ১২ অঃ ২

অন্ত্যলীলায়াং ১২শ অঃ

Here ends the twelveth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Ramendra Sunder Bhaktitirtha. ॥ ১২ অঃ অন্ত্যঃ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে নরাবতার নরেন্দ্রের জন্ম সময়ে স্বর্গ হতে পতিত জ্যোতি দ্বারাই নরেন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল এই বিষয়টি ঠাকুর নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পাওহারী বাবা নরেন্দ্রকে ভগবদবতার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কাশীক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট উচ্চ শিক্ষা বিভাগীয় অধ্যাপক ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া "ভারতরত্ন" উপাধিপত্র প্রদান করেন। ব্রহ্মসমাজের আচার্য্য কেশব সেন মহাশয় নরেনের গুণে মুগ্ধ হইয়া বহুতর প্রশংসা করেন। হৃষীকেশ তীর্থে নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। সমগ্র ভারতবর্ষ পদব্রজে ভ্রমণ করেন। সেই সময় দাক্ষিণাত্যে দুইটি প্রেতকে উদ্ধার করেন বা প্রেত দুইটি আনন্দে স্বর্গ গমন করেন। কন্যাকুমারী তীর্থে সমুদ্র মধ্যে প্রবাল পর্ব্বতের উপরিভাগে তপস্যা আচরণাদি এই অন্ত্যলীলার দ্বাদশ অধ্যায়ে বলা হইল। অঃ ১২ ॥

অন্যান্তে অন্যপ্রতিপাদ্য দেবতায়াঃ স্তুত্যধ্যায়ঃ

স্বর্গদ্বার কবাটপাটনপটৌ বর্ষে যদা ভারতে
নানা তর্ক কুতর্ক যুক্তি বহুলে পাশ্চাত্য ভাবান্বিতে।
ভক্তিজ্ঞান বিহীন নাস্তিক নয় ধ্বস্তে সমগ্রে জনে
কালেঽস্মিন্ কঠিনে ভয়ঙ্কর দিনে প্রায়েন লুপ্তে হৃষে ॥ ১

स्तुत्यध्यायः

आर्य्यैः पूजित पुण्य वेदविहिते धर्म्मे गते ध्वंसनं
धर्म्मग्लानि विमोचनाय भगवान् श्रीरामकृष्णः स्वयं ।
नाना वैदिक तान्त्रिकादि हित कर्म्मार्गं सुसिद्धिं गतो
जातो ब्रह्मकुले सनातन वपुर्व्रह्मण्य देवो हरिः ॥ २

यत् कीर्त्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं ।
लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै वरेण्याय नमोनमः सदा ॥ ३

It was in the dreadful era when the people of India, who had the power to open the gateway to the Heaven, were, indulging in perverted reasonings under the influence of western civilisation and culture and being wildly initiated with the subversive logic of the atheists who were void of devotion and wisdom, and when the traditional religious rites based on the holy Vedas were fast losing ground that Lord Ramakrishna manifested Himself to revive the glory of religion through the Vedic and Tantric rites and was born in the bramhin family. I bow down with all devotion and obeisance to him by singing whose holy names, by recalling whom in our mind, by beholding whom with our eyes, by worshipping whom, by listening to whose

sayings and by paying homage to whom we become purged of our sins instantly. 1 to 3

বঙ্গানুবাদ :—

গ্রন্থ শেষে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দেবতা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের স্তুতিবিষয় কিছু বলা হইতেছে।

আনন্দময় ধামের রুদ্ধদ্বারোদ্‌ঘাটনে সম্পূর্ণ সমর্থ এই ভারতবর্ষে যে সময়ে সকল লোক বহুতর কুতর্ক যুক্তি বাহুল্যে পাশ্চাত্য ভাবে বিভাবিত জ্ঞান ভক্তি শূন্য নাস্তিক বুদ্ধিতে মোহিত এইরূপ অতি ভয়ঙ্কর কঠিন সময়ে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রায় নষ্ট হইলে। ১

সনাতন ধর্ম্মযাজকগণের অনুষ্ঠিত বৈদিক কার্য্য একপ্রকার ধ্বংশোন্মুখ হইলে সেই সকল দুষ্ট ধর্মভাব দূরীকরণের জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুবিধ বৈদিক ও তান্ত্রিকাদি হিতকারী সাধনমার্গে সুসিদ্ধি প্রাপ্ত সচ্চিদানন্দময় দেহধারী সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান ব্রহ্মবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ২

যে ভগবানের নাম কীর্ত্তন যাঁহার স্বরূপের চিন্তন যাঁহার দর্শন যাঁহার বন্দন শ্রবণ ও পূজা সমগ্র নরনারীর তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব পাপ দূরীভূত করে সেই পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সর্ব্বদা নমস্কার করি। ৩

যদি নিত্য সুখে বাঞ্ছা যদি বাঞ্ছা ভবক্ষয়ে।
শ্রীরামকৃষ্ণ নামৈব বদ তর্হি সমন্নিকং ॥ ৪
সম্পৎসু স্বজনাঃসর্ব্বে বিপৎসু বিমুখাঃ সদা।
সম্মদাপৎসু মিত্রং স্যা দ্রামকৃষ্ণঃ সুনিশ্চিতম্ ॥ ৫
দারাপত্য সুহৃৎ প্রাণ দেহ গেহ সমন্বিতম্।
সর্ব্বং বিনাশি সত্যো হি রামকৃষ্ণো ন চা পরঃ ॥ ৬

स्तुत्यध्यायः

योगयाग तपः श्राद्ध स्नानदानादि कर्म्मणां ।
सर्व्वेषां फलमाप्नोति रामकृष्णेति भाषणात् ॥ ७
न पण्डितः पण्डितोऽपि मानवोऽपि न मानवः ।
रसनायां न यस्यास्ति रामकृष्णेति नामकम् ॥ ८
प्राणान्ते नानुगच्छन्ति सर्व्वे धनजनादयः ।
जीवने मरणे सङ्गो रामकृष्णो भवेदध्रुवम् ॥ ९

If you like to be blessed with eternal happiness, or have a desire to get yourselves free from all worldly ties, you should chant the holy name of Sri Ramakrishna with devotion. All present themselves as your friends in the days of your prosperity but they keep themselves aloof from you in the days of adversity. Sri Ramakirshna, however, is sure to remain as your friend for all times. Your wife, children, friends, dwelling house and even your life in your mortal frame are all transitory and evanescent. Nothing but Shri Ramakrishna is eternal. Only by uttering the name of Shri Ramakrishna we can have all the divine merits which are aquired through penance, sacrifice, ceremonial rites, holy bath and religious gifts. The scholar is not a scholar, the man is a not man if they do not chant the holy

name of Shri Ramakrishna. All our wealth and relatives do not follow us after our death. On the other hand Ramakrishna keep company with us both in this life and in the life after death. 4 to 9

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ওহে ভাই যদি সর্বদা সুখে থাকিতে ইচ্ছা কর অথবা যদি সংসার দুঃখ দূরীভূত করিতে চাও তবে তুমি ভক্তিপূর্বক রামকৃষ্ণ নাম কর। ৪

দেখ তোমার যখন সুখের সময় হয় তখন বহু আত্মীয় স্বজন তোমার নিকটে আসে আর যখন বিপদের সময় হয় তখন কেহ আসে না কিন্তু সম্পদে এবং বিপদে সর্বদা পরম বন্ধু একমাত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবই ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। ৫

পত্নী পুত্র বন্ধুবান্ধব দেহ গেহ এমনকি প্রাণ পর্য্যন্ত সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে কিন্তু একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ দেবই সত্য বা তোমার যথার্থ অবলম্বন আর অন্য কেহই নয়। ৬

যোগ যাগ তপস্যা শ্রাদ্ধ তীর্থস্নান বা দানাদি সর্ব্ব কার্য্যের ফল একমাত্র রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণে। ৭

সে মনুষ্য মনুষ্য নয় সে পণ্ডিত পণ্ডিত নয় যাঁহার জিহ্বা রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ না করে। মৃত্যুর পর তোমার ধন বা পুত্র পৌত্রাদি কেহই সঙ্গে যাইবে না কিন্তু যদি ভগবান রামকৃষ্ণকে স্মরণ কর তবে তিনি জীবনেও তোমার সঙ্গী এবং মৃত্যুর পরও সঙ্গী হইবেন অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় সর্ব্বদা আনন্দে থাকিবে এবং মৃত্যুর পরও তিনি তোমার সঙ্গী হইয়া দেব লোকে স্থান দিবেন ইহা ধ্রুব নিশ্চিত।

स्तुत्यध्यायः

क्षुधार्त्तं परमान्नं हि तृष्णार्त्तं शीतलं जलम् ।
मन्दमे कोमलो वायू रामकृष्णेति नामकम् ॥ १२
निःश्वासे नहि विश्वासः कदाचिद्धो भविष्यति ।
कीर्त्तनीय मतो बाल्यात् श्रीरामकृष्ण कीर्त्तनम् ॥ ११
नास्ति तास्ति कलौ नास्ति रामकृष्ण विना गतिः ।
तस्माद् यत्नेन जप्तव्यं रामकृष्णेति नामकं ॥ १२
श्रीरामकृष्णाख्यमिदं पुराणं भक्त्या पठेद् यो भववन्धमुक्त्यै ।
वैराग्य विज्ञान समन्वितो हि स्यान्नेव्रजेद्रागवतं पदन्तत् ॥१३
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रश्चापि पठेद् यदि ।
सौभाग्यारोग्य सम्पत्ति धनधान्य सुतान्वितः ॥ १४
सर्व्वकाम समृद्धो हि निश्चितमैहिकं सुखं ।
प्राप्य निर्व्वाण मुक्तिञ्च यात्यन्ते परमं पदम् ॥ १५

The name of Shri Ramakrisna is as sweet and refreshing as rice cooked with sugar and milk to a hungry person, cold water to the thirsty, or soft breeze to a man scorched by the hot rays of the sun. As we cannot continue to live as long as we like and we may fail to breathe at any moment, we should sing the holy name of Shri Ramakrishna from our childhood. In this terrible Kali Yuga none but Ramakrishna can save us. So we should chant the holy name of Shri Ramakrishna with all our devotion. He who reads this holy book on the life of Shri Ramakrishna with devotion to attain salvation, not only

gains divine wisdom but also attains eternal bliss after death. If a Brahmin, a Khsatriya, a Vaisya or even a Sudra reads this holy book. he becomes happy and prosperous in all respects and enjoys health, wealth and all earthly pleasures in this life and the grace of God after death.
10 to 15

বঙ্গানুবাদ :—

তবে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির উত্তমান্ন ভোজনের মত তৃপ্তি হয় যদি রামকৃষ্ণ নাম করে তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির শীতল জল পানের তৃপ্তি হয়। প্রখর সূর্য্য কিরণে উত্তপ্ত ব্যক্তির কোমল বায়ু সেবনের মত অনুভব। ১০

আমাদের নিঃশ্বাস কখন যে বন্ধ হইবে তাহা আমরা কেহই জানি না অতএব বাল্যাবস্থা হইতেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য। ১১

এই ঘোর কলিযুগে জীবসকলের রামকৃষ্ণের নাম ভিন্ন অন্য সদ্‌গতির উপায় আর কিছুই নাই। অতএব যত্নপূর্বক রামকৃষ্ণ নাম জপ করা কর্ত্তব্য। ১২

এই শ্রীরামকৃষ্ণভাগবত নামক গ্রন্থটি যে ব্যক্তি সংসার বন্ধনের মুক্তির জন্য পাঠ করেন ইহলোকে ভগবৎ স্বরূপের জ্ঞানলাভ এবং এবং বৈরাগ্য বিশিষ্ট হইয়া জীবনান্তে ভাগবতদেহ প্রাপ্ত হন। ১২

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা শূদ্র যদি কেহ এই রামকৃষ্ণ ভাগবত পাঠ করেন তবে তিনি ধন ধান্য সৌভাগ্য আরোগ্য ও পুত্র পৌত্রাদি বিশিষ্ট এবং সর্বপ্রকার কামনা পূর্ণ হইয়া ঐহিক সুখ প্রাপ্ত হন এবং নির্ব্বাণ মুক্তির অধিকারী হইয়া প্রাণান্তে পরম পদ লাভ করেন।
১৪।১৫

krishna, the beloved husband of Sarada, once and again. 16 to 21

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আমি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ পদধূলির প্রভাবে এই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত নামক মহাকাব্যটি লিখিয়া তাঁহার পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তিনি আমাকে তাঁহার লীলা সংস্কৃত ভাষায় লিখিবার জন্য যাহা আদেশ করিয়াছিলেন আজ আমি সেই আদেশ প্রতিপালনে ধন্য হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে কোটি কোটি নমস্কার করিয়া এবং তাঁহার সেবকবৃন্দ ও সেবক গণের সেবক মহারাজ সকলকে পুনঃপুনর্ব্বার নমস্কার করিতেছি। ১৬।১৭

এবং আমি অসংখ্য বার যে যে যোনিতে গমন করিব বা জন্মাইব সেই সেই দেহে যেন আমার শ্রীরামকৃষ্ণের পদারবিন্দে ভক্তি থাকে। ১৮

যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মরণ জীবসকলের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করে এই কথাটি বেদ পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ। সেই ভগবান সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পুরুষোত্তমের রূপের বর্ণনা করিয়া অন্যায় করিয়াছি অতএব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবিষয়ে আমাকে কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করুন। ১৯।২০

জগন্মাতা সারদা পতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি পুনঃপুনর্বার নমস্কার করি তৎপরেও নমস্কার করি। ২১

হরি রৌৎ তৎ সৎ

परिशिष्टाध्यायः

एवं श्वेताङ्ग प्रदेशे विषाददैन्याभ्यां विह्वलिते नरेन्द्रे प्रभुर्भक्त-वत्सलो भगवान् स्वत्काले तदन्तरे दर्शनं दत्वा प्रोवाच।

प्रदर्श्य स्व स्वरूपं श्रीनरेन्द्राय महात्मने
प्रोवाच, भगवान् साक्षादैन्यं हि फलसाधनं ॥ १
दैन्येन पीड़ितो यो हि विषादं नाधिगच्छति।
स एव सत्फलं लब्धा शान्तिमेष्यति निश्चितम् ॥ २
नानोपचारै र्मद्भक्तै रर्चितोऽपि मया पुना।
त्वदर्थं त्रिदिनं यावदुपवासः कृतो ध्रुवं ॥ ३
भक्ष्य भोज्य लेह्य पेय वस्त्रानि विविधान्यपि।
द्रव्यं बहुविधं वत्स प्राप्स्यस्य चैवनिश्चितं ॥ ४
मत् प्रसादाच्च वै सर्वान् पाश्चात्य पण्डितानपि।
मत् कथामृत संघातैर्जित्वा ख्याति मवाप्स्यसि ॥ ५
स्व स्वरूप नरेन्द्राय भगवान् भक्त भक्तिमान्।
आख्यास्य निर्मलं ज्ञानं प्रदायान्तर्हितोऽभवत् ॥ ६

Probably at the behest of Thakur given to Narendra during his penance on the coral rock in the sea and also at the presistent request of the kings of south India to join the Congress of Religion to be held at Chicago in America with their financial assistance for the journey. Narendra went to Chicago,

When Narendra found himself in a very

miserable and helpless condition in America, Lord Ramakrishna appeared in his mind's eye and said, "He who is not overcome with dejection even in his destitute condition deserves all success and happiness. I have been fasting for last three days even though I have been offered many palatable things by my devotees. Be assured that you will have to-day itself all palatable things to eat and clothes with other requisites. By my grace and by dint of my divine message you will win over the scholars of theWestern countries and become famous all over the world." Thus Lord Ramakrishna comforted Narendra with his advice and disappeared. 1 to 6.

परिशिष्टाध्यायः

সিদ্ধির চেষ্টা করে সেই কার্য্যসিদ্ধি লাভ করিয়া শান্তি পায়, সুখ পায় ইহা ধ্রুব সত্য। ১।২

দেখ আমর বহুতর সেবকবৃন্দ বহুপ্রকার দ্রব্যাদি নিবেদন করিলেও সে সকলের কণামাত্র গ্রহণ না করিয়া তোমার কষ্টের লাঘবের জন্য আমি তিনদিন উপবাসে আছি। ৩

তুমি আমার আশীর্ব্বাদে ভূরি ভূরি চর্ব্ব্যচোষ্য লেহ্য পেয় খাদ্যদ্রব্য এবং তোমার গাত্রাবরণাদি বহুবিধ দ্রব্য আজ এখনই পাইবে। ৪

এবং আমার অনুগ্রহে আমার উপদেশামৃতের দ্বারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গকে পরাজয় করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজক বলিয়া পরিগণিত হইবে। ৫

ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিজেরই অন্যতম মূর্ত্তি নরেন্দ্রকে আশ্বস্ত বাক্যে নির্ম্মল জ্ঞান দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ৬

ततः साश्रुनयनः श्रीनरेन्द्रो गुरुकृपालाभेनापारानन्दसमुद्र-
निमग्नो यदा तिष्ठति तस्मिन्नेव समये नाधिकं वयाः काप्येका
श्वेताङ्गिनी समालोक्य भ्राजमानं नरोत्तमं।
मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहिता ॥ ७
अहो रूपमहो सत्वमहो धैर्य्यमहो द्युतिः।
साक्षादेतस्य वपुषि विद्यते चिह्नमैश्वरम् ॥ ८
दृष्टामितौजसस्तस्य प्रभावं पद्मलोचना।
चिन्तां बहुविधामित्थं कृत्वा सा विदुषी तदा ॥ ९
तस्य समीपमागत्य स्पृष्टवत्यति यत्नतः।
को भवानिह संप्राप्तः किमर्थं निःस्ववत् स्थितः ॥ १०

परिशिष्टाष्टमोऽध्यायः

श्रुत्वा तस्याः प्रश्रयार्द्रां मनोज्ञां वाचं स्मृत्वा श्रीगुरोश्चापि साधुः।
चन्द्रोयद्वत्पूर्णरूपः प्रदीप्तस्तद्वद्दीप्तः श्रीनरेन्द्रो बभाषे ॥ ११
उवाच तां हे भगिनि त्वयाद्य धन्योऽस्मि नात्रास्ति सुहृज्जनो मे।
आराध्य देवस्यगुरोः प्रसादादिहागतोऽहं ह्यजनाभवर्षात् ॥ १२
श्रुतं मयाचात्र सभासदस्ते चक्रुः सभां यत्र समग्र विख्यात्।
धर्म्मप्रवक्तुं खलु धर्म्मविज्ञाः समागतां धर्म्मपरीक्षणाय ॥ १३

Narendra became much delighted to have been so visited and advised by his preceptor and shed tears of joy. Just at that time a middle-aged American lady caught sight of Narendra and became charmed with his divine appearance. She mused in herself that the body of this holy man was wonderfully glowing with divine lustre, power and all signs of of godliness. With many such thoughts in her mind that lotus-eyed learned lady came near to him and asked him very politely, "Where do you come from and how is it that you appear to be so destitute ?" On hearing these words of the lady and remembering the prediction of his preceptor, Narendra's face glowed with the brilliance of the full moon and said, "My sister, I thank you for your kind words. I am quite a stranger

here. By the grace of my preceptor I have come here from India. I am told that the great leaders of the different religions of the world will meet here in the Congress of Religions to plead for the highest honour for their own religion."

9 to 13

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপভাবে নরেন্দ্র গুরু কৃপালাভে অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইয়া আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইয়া আছেন এমত সময়ে কোন একটি তদ্দেশবাসিনী প্রৌঢ়া রমণী সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর নরোত্তম নরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। ৭

এই সাধুর বিগ্রহ বল শক্তি ধৈর্য্য ও দেহকান্তি অত্যাশ্চর্য্যময়। এবং এই সাধুর দেহে ঈশ্বরের শক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। ৮

এইরূপভাবে সাধুর অসাধারণ তেজঃপুঞ্জ ও আকার প্রাকারের ভাব দেখিয়া সেই পদ্মপলাশলোচনা বিদুষী রমণী সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া সাধুর সমীপে ধীরে ধীরে গমন পূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আপনি কে? কোথা হতে এই স্থানে আসিয়াছেন। এবং কি জন্যই বা কপর্দ্দক-শূন্যের মত অবস্থান করিতেছেন। ৯।১০

তখন নরেন্দ্র চোক্ষের জল মুছিয়া সেই শ্বেতাঙ্গিনীর মনোরম বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান শ্রীগুরুর বাক্য স্মরণ করিয়া গগনে চন্দ্রদেব যেমত ষোড়শকলায় পরিপূর্ণ হইয়া অত্যুজ্জ্বল স্নিগ্ধ কিরণযুক্ত হয়েন সেইমত শ্রীনরেন্দ্র সেইসময়ে পূর্ণানন্দে নিমগ্ন হইয়া সেই রমণীকে বলিয়াছিলেন হে ভগিনী আজ আমি তোমার দর্শনলাভে ধন্য

परिशिष्टाध्यायः

श्रुत्वा तस्याः प्रत्ययात्तां मनोज्ञां वाचं स्मृत्वा श्रीगुरोश्चापि साधुः।
चन्द्रोयद्वत्पूर्णरूपः प्रदीप्तस्तद्वद्दीप्तः श्रीनरेन्द्रो बभाषे ॥ ११
उवाच तां हे भगिनि त्वयाद्य धन्योऽस्मि नात्रास्ति सुहृज्जनो मे।
आराध्य देवस्यगुरोः प्रसादादिहागतोऽहं ह्यजनाभवर्षात् ॥ १२
श्रुतं मयाचात्र सभासदस्ते चक्रुः सभां यत्र समग्र विख्यात्।
धर्म्मप्रवक्तुं खलु धर्म्मविज्ञाः समागतां धर्म्मपरीक्षणाय ॥ १३

Narendra became much delighted to have been so visited and advised by his preceptor and shed tears of joy. Just at that time a middle-aged American lady caught sight of Narendra and became charmed with his divine appearance. She mused in herself that the body of this holy man was wonderfully glowing with divine lustre, power and all signs of of godliness. With many such thoughts in her mind that lotus-eyed learned lady came near to him and asked him very politely, "Where do you come from and how is it that you appear to be so destitute ?" On hearing these words of the lady and remembering the prediction of his preceptor, Narendra's face glowed with the brilliance of the full moon and said, "My sister, I thank you for your kind words. I am quite a stranger

here. By the grace of my preceptor I have come here from India. I am told that the great leaders of the different religions of the world will meet here in the Congress of Religions to plead for the highest honour for their own religion."

9 to 13

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে নরেন্দ্র গুরু কৃপালাভে অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইয়া আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইয়া আছেন এমত সময়ে কোন একটি তদ্দেশবাসিনী প্রৌঢ়া রমণী সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর নরোত্তম নরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। ৭

এই সাধুর বিগ্রহ বল শক্তি ধৈর্য্য ও দেহকান্তি অত্যাশ্চর্য্যময়। এবং এই সাধুর দেহে ঈশ্বরের শক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। ৮

এইরূপভাবে সাধুর অসাধারণ তেজঃপুঞ্জ ও আকার প্রাকারের ভাব দেখিয়া সেই পদ্মপলাশলোচনা বিদুষী রমণী সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া সাধুর সমীপে ধীরে ধীরে গমন পূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আপনি কে? কোথা হতে এই স্থানে আসিয়াছেন। এবং কি জন্যই বা কপর্দ্দক-শূন্যের মত অবস্থান করিতেছেন। ৯।১০

তখন নরেন্দ্র চোক্ষের জল মুছিয়া সেই বেতাম্বিনীর মনোরম বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান শ্রীগুরুর বাক্য স্মরণ করিয়া গগনে চন্দ্রদেব যেমত ষোড়শকলায় পরিপূর্ণ হইয়া অত্যুজ্জ্বল স্নিগ্ধ কিরণযুক্ত হয়েন সেইমত শ্রীনরেন্দ্র সেইসময়ে পূর্ণানন্দে নিমগ্ন হইয়া সেই রমণীকে বলিয়াছিলেন হে ভগিনী আজ আমি তোমার দর্শনলাভে ধন্য

परिशिष्टाध्यायः

अतो दुराशा मम चास्ति चित्ते किञ्चिद्वदिष्यामि गुरोर्वचांसि ।
तस्यां सभायां खलु दुर्भगस्य को वा प्रवेशानुमतिं प्रदद्यात् ॥ १४
श्रुत्वा मनोऽभीष्टकथां सुसाधोः कृत्वादरं वै निजगेहमध्ये ।
प्रवेश्य तं काङ्क्षित वस्तुदानैः पूजाञ्चकाराम्य मनस्विनी सा ॥१५
एवमातिथ्य सत्कारानन्तरं शास्त्रसम्मत सदालाप मात्रेणैवावगत
वती अयमेको भारतीय महामनस्वी सद्धर्म्मयाजक अपरोक्षी
कृतेश्वर स्वरूपः अस्य धर्म्मव्याख्या च चमत्कारकारिणी श्रवण
मात्रेण सर्व्वेषा मत्यानन्ददायिनी तथाभिनव रूपा च

विदित्वैवं नरेन्द्रमुवाच ।
सं प्रहृष्यामि दृष्ट्वा त्वां धर्म्मवक्तारमीदृशम् ।
अर्द्धसञ्जात शस्येव वृष्टिं प्राप्य वसुन्धरा ॥ १६
ततः प्रातः समुत्थाय साधोः प्रवेश हेतवे ।
महासभायां सश्रद्धं सर्व्वथा चेष्टिता भवत् ॥ १७
स्वकीय बन्धुवर्गेभ्यो विद्वद्भ्योऽज्ञापयन् मुदा ।
तुल्येश्वरः साधुवरः सर्व्वविद्या विशारदः ॥ १८
मद् गेहे साम्प्रतं भाति पूर्व्वपुण्य बलेन मे ।
नयाद्येमं सुवक्तारं समगौरव वृद्धये ॥ १९

"I earnestly desire that I should speak something at the message of my preceptor in the Congress of Religion. But I find none who may take pity on me and secure for me the necessary premission to speak in the Congress."On hearing this. the lady took him to her house and entetained him with food, clothes and other requisites. Thereafter in course of discussion with her guest, the lady was convinced that Narendra was a great religious thinker and had attained divine sublimity, and also that the mode of expression of his religious views was wonderfully unique and inspiring. She said, "I have been as much delighted with your speech as the Earth gets delighted by the rains at the time of nourishment of the budding corn." Next morning she tried to secure admission into the Congress for her guest. She informed all her friends and the learned men of her country that a great saint who was a great scholar and religious thinker was staying in her house and was sure to add to the glory of the religious Assembly with his wonderful speech. 14 to 19.

পরিশিষ্টাধ্যায়ঃ

বঙ্গানুবাদাদঃ—

অতএব আপনাদের সেই সভায় আমার গুরুর ধর্ম্মমত বিষয়ে কিছু বলিব আমার মনের এইরূপ আশা পোষণ করি। কিন্তু আমার মত দুর্ভাগ্যের সম্বন্ধে সেই সভায় প্রবেশের অনুমতিই বা কে দিবে। ১৪

তখন সেই প্রশস্তমনা রমণী উত্তম সাধুর অভিলষিত মনের কথা শুনিয়া সাধুকে নিজ গৃহে সমাদরপূর্ব্বক আনয়ন করাইয়া তাঁহার অভিলষিত বস্ত্র ও পাদুকাদি এমনকি উষ্ণীষ পর্য্যন্ত দান করিয়া সাধুর পূজা করিয়াছিলেন। ১৫

এইরূপে অতিথি সৎকারের পর শাস্ত্রসম্মত সদালাপের দ্বারা জানিয়াছিলেন এই সাধু ভারতবর্ষের সদ্ধর্মযাজক মহামনস্বী বোধহয় ইনি ভগবানকে সাক্ষাৎরূপে দর্শন করিয়াছেন। এবং ইঁহার ধর্মবক্তৃতা শুনিলেই চমৎকৃত বা আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এবং ইঁহার ধর্মব্যাখ্যা নূতনের মত। এইভাবে অবগত হইয়া নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন আপনার মত ধর্মবক্তাকে দর্শন করিয়া ধান্যাদির গর্ভস্থ শস্যাবস্থায় জল পাইলে পৃথিবী যেমত আনন্দিতা হয়েন আমিও আপনার বক্তৃতা শুনিয়া সেইরূপ আনন্দিত হইয়াছি। ১৫

তৎপরে সেই রমণী প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া সাধুর মহাসভায় প্রবেশের জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৭

অর্থাৎ হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক মহাপণ্ডিত বন্ধুবর্গকে আনন্দের সহিত জানাইয়াছিলেন যে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী ভগবানের সদৃশ একটি সাধু আমার পূর্ব্বের পুণ্যফলে সম্প্রতি আমার গৃহে উদিত হইয়াছেন। আপনাদের সভার গৌরব বৃদ্ধির জন্য এই

परिशिष्टाध्यायः

उत्तम वक्ता साधुके सभामध्ये वक्तृतादानेर जन्य ग्रहण करून ईहाई आमार एकान्त अनुरोध।' १८।१९

ततो महासभायां वक्तृता प्रारम्भे गुरुप्रणामाद्यनन्तरं पाश्चात्य सभ्यसमूहान् समुद्दिश्य सानन्दं सुस्वान् स्वामिजी। भो मम अमेरिकादि वासिनो भ्रातृवर्गा भगिनीवर्गाश्च एवं सम्बोधन वाक्योच्चारणात् परमेव सभास्थ खेताङ्ग सभ्याना-मन्तरे तड़िदिवानन्द प्रवाह उदितश्चाभूत् परन्तु सर्व्वे श्रोतृवर्गाः कियत्क्षण सुश्वस्थेण तं स्वामिनं समुद्दिश्य साधुवादं

प्रदत्तवन्तः ॥ २०

कामिनीकाञ्चन सेविनां सत्यधर्म्म स्वरूप विज्ञाने मतिर्भूया त्तदर्थं तत्र सप्ताहकालमध्ये दशपञ्चदश वा वक्तृता अददात्।

प्रत्येक वक्तृतायां स्वगुरोः परमहंस स्य
साधकानां साधनार्थं मतानि यानि सन्ति वै।
तानि सर्व्वाणि धर्म्माणि भवन्तीति मतं मम ॥ २१

अथैव गुरुवाक्यस्य प्राधान्यमवलम्ब्य पौराणिकीं वार्त्तामपि।
तत्र संयोज्य तत्रतत्र सभायां गुरुसम्मतमतमेवोक्तवान् ॥ २२
स्वच्छन्दप्रिय खेताङ्ग धर्म्मयाजकाः स्थानान्तर गमने बहुतर द्रव्य जातानि संगृह्य गमन पथि चान्तरान्तरा आहारादि व्यवस्थांचक्रुः।२३

Then, in that great Congress of Religions, after bowing down with profound veneration to his preceptor, Swamiji started his speech with the address, "My brothers and sisters of America." As soon as he uttered these words the

whole house became overwhelmingly animated with joy and resounded the hall with shouts of praise to Swamiji unceasingly for some time. He delivered some ten to fifteen speeches to instill holy thoughts in the worldly-minded people. In all his speeches he preached the message of his preceptor. He said that all the ways of worship and penance as enjoined in the different religions of the world lead to the realisation of Divinity. The holy men of western countries carried things with food and drink with them to avoid any inconvenience on their way to far-off destination.

20 to 23

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তৎপরে মহাসভায় বক্তৃতাদানের প্রথমে গুরু প্রণামাদি করিয়া সভাপতি প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যবৃন্দকে উদ্দেশ্যপূর্বক আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন। হে আমেরিকাদি পাশ্চাত্য দেশবাসী ভাইসকল ও ও ভগিনীসকল! এইরূপভাবে সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিলে সভাস্থ শ্বেতাঙ্গ সভ্যসকলের হৃদয়মধ্যে বিদ্যুতের মত আনন্দপ্রবাহ উদিত হইয়াছিল। পরন্তু সেই মহাসভার সমস্ত শ্রোতৃবর্গ কিছুক্ষণ স্বামিজীকে উদ্দেশ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

২০

স্ত্রীলোক এবং ধনসম্পত্তি পাইবার জন্য আত্মোৎসর্গকারী জনগণের

পরিশিষ্টাধ্যায়ঃ

সত্য ধর্মের স্বরূপজ্ঞানে মতি হউক এইরূপ মনে করিয়া স্বামিজী সকল ব্যক্তির জন্য সেই স্থানে সপ্তাহকালের মধ্যে দশ পনরটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ২০

স্বামিজীর প্রতি বক্তৃতায় ঠাকুরের উক্তির অর্থাৎ ঠাকুর বলিয়াছেন পৃথিবীতে সাধকসকলের সাধনার জন্য যেসকল ভিন্ন ভিন্ন মত আছে সেই সকল মতই ভগবৎ সাক্ষাৎকারের পথস্বরূপ ইহাই আমার মত। ২১

এইরূপ গুরুবাক্যের মতানুসারে তাহার মধ্যে পুরাণ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যোগ করিয়া সেই সেই সভায় ঠাকুরের সম্মত মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন। ২২

যাহাতে কোনরূপ অসুবিধায় পড়িতে না হয় এইরূপ শ্বেতাঙ্গ ধর্ম-যাজক সকল অন্যত্র যাইবার সময় নানাপ্রকার দ্রব্যসকল লইয়া যাইবার পথে মধ্যে মধ্যে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ২৩

কিন্তু বৈরাগ্য বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ স্যাদৃগাড়ম্বরং ন কৃতবান্। পরন্তু স্বামি পাদেনোক্তং গুরোঃ কৃপয়া প্রতিষ্ঠিতং পিতরী নিহতঃ কস্মাদস্য বস্ত্রাদ্যর্থমহমুদ্বিজ্য। অস্য ভারতভূমি দৈবত স্বামিপাদ বিগ্রহস্য ত্যাগশীলতা ঈশ্বর নির্ভরতাঞ্চ দৃষ্ট্বা স্বৈতাদৃক্ সাধারণা বিস্মিতাঃ সন্তঃ অমন্যন্। ২৪

অয়ং ভারতীয় সন্ন্যাসী অসাধারণ মানবঃ ঈদৃগ মহাপুরুষ ঈদৃশস্য জনানাং সভ্যতা সম্পাদনার্থং স্বৈতাদৃক্ ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণং নিরর্থকং মন্যামহে বয়ং। হতপূর্ব্বং ভারতবাসিনো যে সর্ব্বে বিদ্বানঃ পাশ্চাত্য দেশং গতবন্ত স্তে সর্ব্বে জড়বিজ্ঞানস্য বাহ্যসৌন্দর্য্যেণ বিমোহিতাঃ সন্তঃ পাশ্চাত্যানামেব দাসা ভূত্বা পুনর্ভারতবর্ষে প্রত্যাগতবন্তঃ। ২৫

किन्तु एक एव स्वामिवादो विवेकानन्दः पाश्चात्यानां स्वधर्मे भावधारां प्रायो विलुप्तां विधाय स्वेताङ्गीयानां सादरं पूजां गृहीत्वा गुरुं भूत्वा गुरुदक्षिणामपि संगृह्य अत्र भारते प्रत्यागमनं कृत्वा भागीरथ्या गङ्गाया पश्चिमे तीरे वेलुड़ाख्यवस्तने अत्युच्चं मठं निर्माय। २६

But Swamiji would not carry such things for safeguarding his convenience and comfort. "By the grace of my preceptor," he would say, "I have my father and my mother in every house-hold, and as such I do not bother about my food and clothing". The white people were astonished to find so much dis-interestedness in earthly matters and reliance on the will of God. They said, "This Indian Saint is a Superman. We consider it useless to send to Missionaries to the land of such a great personality. Previously, the Indians who went to the western countries, were greatly amazed to see the advancement of physical science and the achievement thereof of the people of those countries, and sang all praise to them. It was left to Swami Vivekananda alone to effect a drastic change in the trend of religious thoughts of people of these countries, for which they admired him, regarded him as their precep-

tor, and offered huge sums of money in token of their gratitude for his spiritual 'enlightenment. Narendra came back to India and founded the famous Belur Math on the west bank of the Ganga, 24 to 25

বঙ্গানুবাদ ঃ—

কিন্তু মূর্ত্তিমান্ সর্ব্বস্ব ত্যাগী স্বামী বিবেকানন্দ তাদৃশ আড়ম্বর কিছুই করিতেন না। পরন্তু তিনি বলিতেন প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে আমার পিতামাতা আছেন। অতএব আমি কেন অন্নবস্ত্রাদির অভাব জন্য উদ্বিগ্ন হইব। এই ভারতবর্ষের দেবতাস্থানীয় স্বামিপাদের ত্যাগশীলতা এবং ঈশ্বর নির্ভরতা দেখিয়া শ্বেতাঙ্গসকল অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ২৪

এই ভারতবর্ষীয় সন্ন্যাসী অসাধারণ মানুষ এই প্রকার দেশবাসী নরনারী সকলের সভ্যতা শিক্ষাদিবার জন্য খৃষ্টীয় ধর্মযাজক প্রেরণ করা নিরর্থক মনে করি। ইহার পূর্ব্বে ভারতবাসি যে সকল পণ্ডিতবর্গ পাশ্চাত্য দেশে যাইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই লণ্ডনাদি রাজধানীর জড়-বিজ্ঞানের বাহ্য সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া পাশ্চাত্য জাতি সকলের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ২৫

কিন্তু একমাত্র স্বামিপাদ বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যদেশীয় প্রায় সকলেরই নিজ নিজ ধর্মের ভাবধারা প্রায় বিলুপ্ত করিয়া তাহাদের ভক্তিপূর্ব্বক পূজা গ্রহণ করিয়া এমনকি তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া সেইস্থানে মঠস্থাপন

পরিশিষ্টাধ্যায়ঃ

পূর্ব্বক এই ভারতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ভাগীরথী গঙ্গার পশ্চিম তীরে বেলুড় নামক জনপদে অত্যুচ্চ মঠ স্থাপন পূর্ব্বক—

তত্র স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীগুরোঃ পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবস্য শ্যেলীং মূর্ত্তিং প্রতিষ্ঠাপ্য পৃথিব্যাঃ পরমমঙ্গলং চন্দ্র দিবাকর স্থিতি পর্য্যন্তং স্মৃতি মতীং ভারতবর্ষস্য গৌরব পতাকাং স্থাপয়ামাস স্বামিপাদঃ। ১৩

অথ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য মূর্ত্তান্তরবিশেষ সমগ্র জগতি সনাতন ধর্ম্মস্যৈব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক নরাবতার স্বামিপাদ বিবেকানন্দস্য শেষ পরিচয়ঃ। অতো নরেন্দ্রঃ, সকলার্থ সিদ্ধিং গতো মহাত্মা গুরুশক্তি লাভাৎ। পাশ্চাত্য দেশে বিদুষঃ সভায়াং গুরুত্বমাপ্তো গুরুবাক্য দানৈঃ। ১৮

আচার্য্য মুখ্যা বহবোঽত্রজাতা ধর্ম্মোজনাশে জগতো বরেণ্যাঃ।
নান্যস্য কস্যাপি যথাস্য সাধোঃ সৌভাগ্যসূর্য্যস্য মহোদয়ঃস্যাৎ॥২৫

অস্যাবির্ভাবতঃ পূর্ব্বং মাত্রা যৎসমনুষ্ঠিতং।
শৈবব্রতং শিবশ্চৈব তদভূদ্রোমহর্ষণম্॥ ২০
তদ্ব্রতফলরূপোঽসৌ নরেন্দ্রঃ শিবশক্তি ধৃক্।
আবির্ভূয় স্বস্য গুরো. সদ্ভাবাপহ্নুতার্থতাম্॥ ২৭

He placed the stony image of Sri Ramakrishna his preceptor, in it and thus erected a memorial which will ever speak of the glory of India so long the Sun and the Moon shine in the sky. So our last word about Swami Vivekanand is that Swami Vivekananda, who established the dominating

greatness of Hindu religion over all other religions of the world, was none but Sri Ramakrishna in another form. Thus, Narendra was crowned with all success in his holy mission by virtue of the divine power bestowed upon him by his preceptor, and he secured the honour in the assembly of great scholars of the world by preaching the message of his preceptor. Many world.renowned scholars. poets and artists were born in India but none of them had the fortune to attain so much glory and honour. As a result of the vow and penance which the mother of Swami Vivekananda performed to have a son by propitiating Lord Shiva, Narendranath was born with the power of Shiva and became blessed by his close touch with his preceptor. 27 to 32

বঙ্গানুবাদ :—

সেই মন্দির মধ্যে জগদ্‌গুরু স্বয়ং ভগবান পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শিলাময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পৃথিবীর পরম মঙ্গলবিধান করিয়া চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্থিতিবিশিষ্টা ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ গৌরব পতাকা স্বামিজী বিবেকানন্দ স্থাপন করিয়াছেন। ২৬

অতঃপর স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই অন্যতম মূর্ত্তিবিশেষ স্বামিজী সমগ্র জগতে সনাতন ধর্মের বা বেদোক্ত ধর্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন পূর্বক নরাবতার স্বামিপাদ বিবেকানন্দের শেষ পরিচয়।

পরিশিষ্টাধ্যায়ঃ

অতএব মহাত্মা নরেন্দ্র ধর্মার্থ কাম মোক্ষ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া ঠাকুরের নিকট হইতে অলৌকিক শক্তি পাইয়া পাশ্চাত্যদেশে পণ্ডিতবর্গের সভায় গুরুবাক্য দিয়া স্বয়ং তাহাদের গুরু হইয়াছেন। ২৭

এই পবিত্র ভারতবর্ষে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বহুতর আচার্য্য অবির্ভূত হইয়াছেন সত্য কিন্তু স্বামিজী বিবেকানন্দের সৌভাগ্যসূর্য্যের উদয়ের মত অর্থাৎ সর্ব্বত্র সাদর সম্মান আর অন্য কোন পণ্ডিতের ভাগ্যে হয় নাই। ২৮

স্বামিজীর আবির্ভাবের পূর্ব্বে মাতা ভুবনেশ্বরী পুত্রলাভের জন্য কাশীধামে বিশ্বনাথের প্রীতির জন্য আশ্চর্য্যজনক যে ব্রতের অনুষ্ঠান করেন সেই শৈব ব্রতের ফলস্বরূপ শিবতুল্য শক্তিমান নরেন্দ্র আবির্ভূত হইয়া গুরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গবশতঃ কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

২৯।৩০।৩১

মন্যমান স্বদোষান্তাং ভাবধারাং সুজীবিতাং।
কৃতবান্ শ্রীগুরোঃ প্রীত্যৈ প্রাণপাতি পরিশ্রমৈঃ॥ ৩২

শ্রীনরেন্দ্রো নরশ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠ বার্ত্তাবহঃ প্রভোঃ।
লব্ধা প্রতীচ্য সম্মানমসমোর্দ্ধ মমানবঃ॥ ৩৩

গৌরবং বঙ্গদেশস্য বর্দ্ধয়ামাস তত্র বৈ।
শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য মাহাত্ম্যমপ্যলৌকিকং॥ ৩৪

ভূত্বা বিশ্বজয়ীচাসৌখিন্নেন মনসা স্বয়ং।
পাশ্চাত্য শিক্ষয়া সর্ব্বং ব্যয়ং সন্দেহমাগিনঃ॥ ৩৫

ধর্ম্মস্য বিমলং তত্ত্বং স্বল্পেন স্নাতুমক্ষমাঃ।
ভবামী যেন চিত্তস্য মালিন্যং নাবসর্দতি॥ ৩৬

परिशिष्टाध्यायः

सरल ये तसावालो यथा श्रीठाकुर स्तथा ।
शिक्षाशून्योऽपि जगतो गुरुः साधारणोऽप्यसौ ॥ ३७

ठाकुरैनेकदोवाचि श्रीनरेन्द्रो महामतिः ।
स्व स्वरूपं यन्मुहूर्त्तं ज्ञातुं शक्तो भविष्यति ।
तद्दण्ड एव देहादीं स्त्यक्त्वालोकं गमिष्यति ॥ ३८

Being profoundly convinced of the excellence of the divine thoughts and the ways of penance of Thakur, Narendra infused life into them with utmost endeavour for the satisfaction of his preceptor. Narendra, the greatest preacher of Thakur's message, added to the glory of Bengal as well as Sri Ramakrishna by winning the greatest honour of western countries. Inspite of his world-wide fame, he said very sorrowfully, "Owing to the influence of western education and culture, we have become sceptic and as such the divine truth of religion cannot be easily understood, and the purity of mind can hardly be attained. Thakur had no education and erudition and was simple as a child, yet he has become the greatest spiritual guide to the world." Thakur once said, "The very moment when Narendra will have the knowledge of his own real self, he will leave this mortal world". 32 to 38

পরিশিষ্টাধ্যায়ঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ঠাকুরের সেইসকল অলৌকিক ভাবধারা বা তপস্যাদির উপদেশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম পূর্ব্বক ঠাকুরের বাক্যামৃতের জীবনদান করিয়াছিলেন সাধনের দ্বারা সাধ্য বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৩২

ঠাকুরের লীলা মরাল স্বরূপ নরাবতার দেবতা শ্রীনরেন্দ্র পাশ্চাত্য দেশে অসমোর্দ্ধ অর্থাৎ যে সম্মানের সমান্ এবং যে সম্মানের অপেক্ষা অধিক সম্মান নাই তাদৃশ সম্মান লাভ করিয়া সেই পাশ্চত্য দেশে বঙ্গদেশের গৌরব এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ৩৩।৩৪

এই নরেন্দ্র বিশ্বজয়ী হইয়াও দুঃখান্তকরণে বলিয়াছিলেন আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অত্যন্ত সন্দিগ্ধমনা হইয়াছি অর্থাৎ ধর্ম্মের বিশুদ্ধ তত্ত্ব এককথায় জানিতে পারিতেছি না, বিশ্বাস হয় না যদ্দ্বারা মনের মালিন্য দূরীভূত হইতেছে না। ৩৫।৩৬

সরল চিত্ত ঠাকুর সাধারণ শিক্ষা শূন্য হইলেও জগদ্‌গুরু। ঠাকুর এক সময়ে বলিয়াছিলেন মহাজ্ঞানী নরেন্দ্র যে মুহূর্ত্তে নিজের স্বরূপটি অর্থাৎ আমি কে হইা জানিতে পারিবে তৎক্ষণাৎ এই নরেন্দ্র দেহাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবে অর্থাৎ মুক্ত হইবে। ৩৭।৩৮

প্রত্যক্ষং বৈ বিমল মনসাং ভূত ভব্যাদি সর্ব্বং
তস্মাত্তস্মিন্নহনি সুমহান্ স্বপ্রয়ান' বিদিত্বা।
সায়ংকালে গুরুপদমহো চিন্তয়িত্বা স্বগেহং
স্বয়ঞ্চাদ্যাসৌ ভজনমকরোন্মন্দিরে শ্রীনরেন্দ্রঃ ॥ ৪৫

परिशिष्टाध्यायः

शुद्धं यद्वरणीय रूपममलं यत्नभ्यते योगिभि
र्मन्येऽसौ गुरुदत्त मन्त्रमहसा संप्राप्य तद्दुर्लभम् ।
कालं कञ्चन तत्र तन्मयतया स्थित्वानुभूयार्थदं
सानन्दं बहिरागतो भगवतः श्रीमन्दिरान्मुक्तिदात् ॥ ४०

प्रत्यागत्य पुनः स्व मन्दिरमहो संभूज्य तन्निर्मलं
गुर्ब्बर्घं विनिवेदितं नरसुरः सुस्वादु भोज्यञ्च सः ।
द्वारन्तस्य गृहस्य कीलकयुतं कृत्वा स्वशय्यान्तरे
प्राणायामयुतः समाधिमगमद् योगासने यौगिकं ॥ ४१

अस्मानप्यवदत् समाधि परमो यास्यामि यस्मिन् क्षणे
हित्वा श्रीगुरु पादपद्म सविधे भूतोत्थ देहं त्वहं ।
नो युष्माभिरनुप्रमाणमपितज् ज्ञातुं सुशक्यं भवेत् ।
हा हा भूदधुना त्वदीय वचसो याथार्थ्यमेवंविधम् ॥ ४२

अस्येदृक् कठिनः समाधिरभवद् येनास्य देहात्ययो
यस्याधो गृहसंस्थिता वयमहो स्वप्नेऽपि तच्चेष्टितं ।
न ज्ञातुं खलु शक्नुमः किमधिकं सर्व्वस्वनाशं गताः
रात्रौ स्वापविमोहिताः सुतपसः कालेऽभवन् वञ्चिताः ॥ ४३

Those who have attained knowledge of the Absolute can see the past, the present and the future. Narendra also realised that his last day had come. So he left his residence, went to the temple and worshipped the image of his preceptor. By a yogic process as instructed by his preceptor, he raised himself to a spiritual plane

তন্ময়তাবস্থায় অবস্থিত হইয়া পরমার্থ বস্তু অনুভব করিয়া মুক্তিপ্রদ ভগবানের শ্রীমন্দির হতে আনন্দের সহিত বহির্গত হইয়া পুনর্বার নিজগৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক ঠাকুরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত নির্ম্মল সুস্বাদু ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করিয়া নিজ গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ পূর্ব্বক নিজ শয্যামধ্যে যোগাসনে যোগযুক্ত হইয়া যৌগিক সমাধি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। ৪০।৪১

সমাধিই যে মহাপুরুষের চরম অবলম্বন তিনি আমাদিগকে অর্থাৎ মহারাজবর্গকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন আমি যে সময়ে আমার পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া গুরুর পাদপদ্মের নিকটে যাইব তোমরা সে বিষয়ের স্বল্পমাত্রও জানিতে পারিবে না। হায় হায় সম্প্রতি সেই মহাপুরুষের বাক্যের সত্যতা এইরূপভাবে উপস্থিত হইল। ৪২

এই মহাপুরুষের এইরূপ কঠিন সমাধি হইল যাহাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল ? আমরা তাঁহার নীচের ঘরে থাকিয়া স্বপ্নেও জানিতে পারিলাম না অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আজ আমাদের সর্ব্বনাশ হইল। উত্তম তপস্যার সময় রাত্রিকালে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া সব হারাইলাম। ৪৩

প্রাতঃ শ্রুত্য সমাপনাৎ পরমহো চাশ্বস্ত্যমাসা বয়ং
নিঃশব্দং মহতো গৃহং সমভবৎ কস্মাদ্বঠা দস্য বৈ।
মত্বৈবং দ্বিতলং গতাঃ করতলৈ র্দ্বারস্য সম্পীড়নম্
শ্রুত্বা ন্যস্য ন কিঞ্চিদুত্তরমহো লব্ধা ভবন্ বিস্মিতাঃ॥ ৪৪
ততঃ কবাটং কঠিনং বিভেদ্য প্রবিশ্য গেহং তদপূর্ব্বরূপং
সীদন্ত যুক্তং যতচন্দ্রশুভ্রং সমাধিযুক্তং শ্লথলোকয়ামঃ। ৪৫

परिशिष्टाध्यायः

शय्यायामुपवेशनं कृतवतो योगासने पूर्ववद्
दृष्ट्वा तस्य सुरूपरूपममलं शान्तं शिवं शान्तिदं ।
नाशारन्ध्रविनिर्गतं कियदहो शोणञ्च शङ्कान्विताः
सर्व्वाश्चर्य्यमयस्य देव वपुषः कान्त्याभवन् धर्षिताः ॥ ४६

दृष्ट्वैवं गतजीवनं वयमहो सर्व्वेऽपि मन्यामहे
शुद्धात्मा खलु संविभेद्य सहसा ब्रह्माण्यरन्ध्रं तदा ।
तद्विष्णोः परमं पदं सुविमलं संप्राप्तवान् साम्प्रतं
यत्रास्ते भगवान् स्वभक्तसहितः श्रीरामकृष्णो हरिः ॥ ४७

यश्चैवं सकलं विहाय मतिमान् ज्ञानोदयात् श्रीगुरोः
सेवार्थं निजजीवनं निजजनं तत्पादमूलं श्रितः ।
यत् कृत्यं सुरमानवादि सकलैः कर्त्तुं न शक्यं भवेत्
तत् कृत्यं ह्यवलीलया गुरुतरं सम्पादयामास सः ॥ ४८

His followers got up in the morning and performed their rites. But they did not find any stir or movement in the upstairs. They came up and knocked the door of the room of Narendra, but there was no response from the inside. They broke open the door and found his lifeless body lying seated on his bed. It was also seen that some blood came out of his nostrils but their fear of any unnatural death subsided at the sight of calm and serene state of his body. They held unanimously that the soul of Narendra had left through his head and reached the heavenly abode

of Sri Ramakrishna and his devotees Narendra dedicated himself and his all to serve the feet of Sri Ramakrishna, with the growth of his moral and intellectual capabilities. He performed with ease all those miracles which no man, nor even a god could do. 44 to 48

বঙ্গানুবাদ ঃ—

নিদ্রাভঙ্গের পর আমরা সকলে প্রাতঃকালের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিয়াছিলাম আজ আমাদের একমাত্র সহায় সম্বল এই মহাপুরুষের গৃহ অকস্মাৎ কেন নিঃশব্দ হইয়া আছে এইরূপ ভাবিয়া আমরা ঘরের দোতলায় উঠিয়া ঘরের কপাটে হস্তদ্বারা বার বার আঘাত করিলেও কিছুই উত্তর না পাইয়া আমরা সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। ৪৪

তৎপরে সেই দুর্ভেদ্য কপাট ভাঙিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করতঃ শত চন্দ্রের প্রকাশের মত শুভ্র কিরণ বিশিষ্ট উত্তম গন্ধ ও সমাধিযুক্ত স্বামিজীর সেই অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়াছিলাম। ৪৫

পূর্ব্বের মত শয্যার উপরিভাগে যোগাসনে বসিয়া আছেন এবম্বিধ তাঁহার বিশুদ্ধ শান্তিপ্রদ মঙ্গলময় প্রশান্ত সুন্দর মূর্ত্তি এবং নাসিকার ছিদ্র দিয়া কিঞ্চিৎ রক্তবিন্দু নির্গত হইয়াছে দেখিয়া আমরা শঙ্কাযুক্ত হইয়া সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যময় দেব শরীরের দেহকান্তি দ্বারায় ঝলসিত হইয়াছিলাম। ৪৬

এইরূপভাবে মহাপুরুষের প্রাণহীন বিগ্রহ দেখিয়া আমরা সকলে ভাবিয়াছিলাম সমাধিসময়ে ইহাঁর তেজময় বিগ্রহ হঠাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া ভগবান শ্রীহরি রামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভক্তবৃন্দের সহিত যে বৈকুণ্ঠ-

পরিশিষ্টাধ্যায়ঃ

ধামে বিরাজিত আছেন সম্প্রতি এই মহাপুরুষ সেই বিশুদ্ধ বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিয়া ঠাকুরের সহিত একত্র মিলিত হইয়াছেন। ৪৭

যে মহাপুরুষ জ্ঞানোদয়ের সময় হইতে শ্রীগুরুর সেবার জন্য আত্মীয় স্বজন এবং নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত সমস্ত সমর্পণ করিয়া কেবলমাত্র গুরুপাদপদ্মকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং যেসকল কার্য্য দেবতা ও মনুষ্যাদিরও অসাধ্য সেই সকল অতীব গুরুতর কার্য্য অবলীলাক্রমে অর্থাৎ অনায়াসে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ৪৮

एतादृक् परलोक सङ्गति विधौ यत्नः कृतः स्वेच्छया
नो दृष्टं न च संश्रुतं नरसुरैः कैश्चापि कुत्राधुना।
अत्याश्चर्य्य मिदं मृतोऽप्यमरवत् स्थैर्य्ये सदा शैलवत्
तिष्ठत्यस्य मनोज्ञ मूर्त्तिमहसा पूर्य्यं बभौ तद् गृहम् ॥ ৪৯
अहो नरेन्द्रः कृपया प्रभोः स ख्यातः पृथिव्यां सुविशुद्ध मूर्त्तिः।
गाम्भीर्य्य चातुर्य्य सुवीर्य्यधैर्य्यै र्नरेन्द्रतः कोऽप्यधिकोऽस्ति लोके ॥५०
स सद्विवेकेन सतां गरिष्ठो गुरोर्गुणान गायति यत्र तत्र।
जितारि षड़वर्ग युवा महीयानुरुक्रमो वह्निरिव प्रदीप्तः ॥ ५१
योऽस्मद्देश विदेश रत्न परमः श्रीरामकृष्णस्य सः
देहस्थेन्द्रियतुल्य सौख्य परमाधारश्च हार्द्दीह्ययं।
स्वामिजीति नितान्त बालिशजनैः प्रोक्तोऽति पूज्यो महान्
धीराणां परिषत्सुमानबहुलः पाश्चात्य देशे स्वयं ॥ ५२
गत्वा शास्त्रविचार युक्तिनिकरै स्तत्र प्रसिद्धिं गतो
म्लेच्छानामपिकर्षकः पुनरहो प्राप्तो गुरुत्वं सुधीः।
कर्म्मज्ञान विशुद्ध भक्तिलिखने व्यासस्वरूपोऽभवत्
येनाभूद् विपुलो मठो भगवतः श्रीरामकृष्णस्य सः ॥ ५३

परिशिष्टाध्यायः

नरोत्तमः श्रोनरेन्द्रो नरः किमयवामरः ।
नरनारायणोवापि भवद्भिरवधार्य्यताम ॥ ५४
इति श्रीरामकृष्ण भागवते परिशिष्टाध्यायः समसयाय
श्रीश्रीरामकृष्ण भागवतमन्यश्च ॥

None has ever heard of an event in which a holy man had tried willfully to pass away to the life beyond death. He is immortal even in his death and exists eternally like a mountain. The entire room was illuminated with the lustre of his body. Narendra, by the grace of Thakur, had been regarded as the greatest of the religious preachers of the world. In fact, in his dominating personality, uncommon abilities, patience and perseverance. he had no parallel. He was endowed with divine wisdom. He had conquered six evil passions or impulses. He would sing in praise of his preceptor often and on. Narendra was the greatest man of the East and the West, the most favourite of Sri Ramakrishna, the object of devotion to the uncultured people. and was crowned with the highest honour in the assembly of scholars in the Western continent, and accepted by the Christians as their preceptor. He was equal to Vyasdev in writing on the subjects of work, knowledge and Devotion. He also established a great temple of Sri Ramakrishna. My readers may decide whether Narendra was a man, the best of men, a god, or God in man. 40 to 54

Here ends Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam.

বঙ্গানুবাদ :—

নিজের ইচ্ছায় পরলোক প্রয়াণ বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছেন এমত মহাপুরুষ মনুষ্যলোকে বা দেবলোকে আজ পর্য্যন্ত কেহ কোথাও

পরিশিষ্টাধ্যায়ঃ

দেখে নাই বা কেহ কোথাও শুনেন নাই ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইনি মৃত হইলেও অমরতুল্য এবং স্থির বিষয়ে সুমেরু সদৃশ অবস্থিত। তৎকালে ইহাঁর অতীব মনোহর মূর্ত্তির প্রভাবে সমস্ত গৃহটি পরিপূরিত হইয়াছিল। ৪৯

দেববিগ্রহ নরেন্দ্র ঠাকুরের কৃপায় পৃথিবীতে সর্ব্বোত্তম ধর্ম্মযাজক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। বস্তুতঃ নরেন্দ্রের সদৃশ গাম্ভীর্য্য চাতুর্য্য অসাধারণ শক্তি ও ধৈর্য্যাদি এই জগতে কেহই নাই। ৫০

সর্ব্বোত্তম জ্ঞানগুণে বিভূষিত সর্ব্বোত্তম সাধু কাম ক্রোধাদি ষড় রিপু বিজেতা যুবা এবং মহান নরেন্দ্র সাক্ষাৎ ব্রহ্মার সদৃশ প্রদীপ্ত গুরুর গুণানুবাদ যেখানে সেখানে গান করিতেন। ৫১

যিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য প্রদেশের মাননীয় পরম রত্ন স্বরূপ এবং যিনি শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রাণ ও মনের ন্যায় অতি প্রিয় এবং নিতান্ত অজ্ঞজনও যে মহাপুরুষকে স্বামিজী বলিয়া ভক্তি করেন এবং অতি পূজ্য যে মহাত্মা পাশ্চাত্য দেশে গমনপূর্ব্বক মহামহা পণ্ডিতবর্গের সভায় শাস্ত্রীয় বিচার ও যুক্তি সমূহের দ্বারা বহুতর সম্মান লাভ করিয়া বিদেশে পূজিত হইয়া ম্লেচ্ছদিগকেও আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে মন্ত্র দিয়া গুরু হইয়াছেন। এবং যিনি কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ লিখনে সাক্ষাৎ ভগবান বেদব্যাসের সদৃশ জ্ঞানী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত এবং যিনি ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অত্যুচ্চ ধর্মালয় বা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ৫২।৫৩

সেই নরোত্তম নরেন্দ্র নর কি দেবতা অথবা নরনারায়ণের অবতার স্বরূপ পাঠকবর্গসকলে তাঁহার চরিত্রের অনুশীলন করিয়া আপনারাই নিশ্চয় করুন তিনি নরাবতার নারায়ণ কি না? ইতি—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পরিশিষ্টাধ্যায়। এইস্থানেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত সমাপ্ত হইল।